বরাহপুরাণম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥ ১
নমস্তস্মৈ বরাহায় লীলয়োদ্ধরতে মহীম্।
খুরমধ্যগতো যস্য মেরুঃ খনখনায়তে ॥ ২
দংষ্ট্রাগ্রেণোদ্ধৃতা গৌরুদধিপরিবৃতা পর্ব্বতৈর্নিম্নগাভিঃ
সাকং মৃৎপিণ্ডবৎ প্রাক্ বৃহদুরুবপুষানন্তরূপেণ যেন।
সোঽয়ং কংসাসুরারির্মুরলরকদশাস্যান্তকৃৎ সর্ব্বসংস্থঃ
কৃষ্ণোবিষ্ণুঃ সুরেশো নুদতু মম রিপূনাদিদেবো বরাহঃ ॥ ৩

সূত উবাচ।

যস্মিন্ কালে ক্ষিতিঃ পূর্ব্বং বরাহবপুষা তু সা।
উদ্ধৃতা বিভুনা শক্ত্যা পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্ ॥ ৪

ধরণ্যুবাচ।

কল্পে কল্পে ভবানেব মাং সমুদ্ধরতি প্রভো।
ন চাহং বেদ তে মূর্ত্তিমাদিসর্গে চ কেশব ॥ ৫

বেদেষু চৈব নষ্টেষু মৎস্যোভূত্বা রসাতলাৎ।
প্রবিশ্য তানথোৎকৃষ্য ব্রহ্মণে দত্তবানসি ॥ ৬ ॥
অন্যৎস্বুরাস্বুরমিতে ত্বং সমুদ্রস্য মন্থনে।
ধৃতবানসি কৌর্ম্মেণ মন্দরং মধুসূদন ॥ ৭ ॥
পুনশ্চ গাং জগন্নাথ নিমজ্জন্তীং রসাতলাৎ।
উজ্জহারৈকদংষ্ট্রেণ ভগবন্ বৈ মহার্ণবাৎ ॥ ৮ ॥
অন্যদ্ধিরণ্যকশিপুর্ব্বরদানেন দর্পিতঃ।
আবাধমানঃ পৃথিবীং স ত্বয়া বিনিপাতিতঃ ॥ ৯
পুনর্নিক্ষত্রিয়া দেব ত্বয়া চাপি পুরা কৃতা।
জামদগ্ন্যেন রামেণ ত্বয়া ভূত্বা সকৃৎপ্রভো ॥ ১০ ॥
পুনশ্চ রাবণোরক্ষঃ ক্ষপিতং ক্ষাত্রতেজসা।
বলিঃ প্রবদ্ধো ভগবান্ ত্বয়া বামনরূপিণা ॥ ১১ ॥
ন চ জানাম্যহং দেব তব কিঞ্চিদ্বিচেষ্টিতং।
উদ্ধৃত্য মাং কথং সৃষ্টিং সৃজসে কিঞ্চকারণম্ ॥ ১২ ॥
সরুদ্ধিয়েত কৃত্বাচ পাল্যতে চাপি কেন বা।
কেন বা স্বুলভোদেবো ভবেস্তুং সততং বিভো ॥ ১৩
কথঞ্চ সৃষ্টেরাদিঃ স্যাদবসানং কথং ভবেৎ।
কথং যুগস্য গণনা সংখ্যাস্যান্ন চতুর্যুগম্ ॥ ১৪ ॥
কোবা বিশেষস্তেম্বস্মিন্ কা বা বাঞ্ছা মহেশ্বর।
যজ্বানঃ কে চ রাজানঃ কে চ সিদ্ধিং পরাং গতাঃ ॥ ১৫
এতৎসর্ব্বং সমাসেন কথয়স্ব প্রসীদ মে।
ইত্যুক্তঃ ক্রোড়রূপেণ জহাস পরমেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
হসতস্তস্য কুক্ষৌ তু জগদ্ধাত্রী দদর্শ হ।
রুদ্রান্ দেবান্ বস্থংশ্চৈব সিদ্ধসজ্ঘান্ মহর্ষিভিঃ ॥ ১৭

সচন্দ্রসূর্য্যগ্রহসপ্তলোকা-
নন্তস্থিতাংস্তত্র উপাত্তধর্ম্মান।
ইতীদৃশং পশ্যতি সা সমস্তং
যাবৎ ক্ষিতির্ব্বেপিতসর্ব্বগাত্রা ॥ ১৮
উন্মীলিতাস্যস্তু যদা মহাত্মা
দৃষ্টো ধরণ্যামলসর্ব্বগাত্র্যা।
তাবৎ স্বরূপেণ চতুর্ভুজেন
মহোদধৌ সুপ্তমথান্বপশ্যৎ ॥ ১৯ ॥
শেষপর্য্যঙ্কশয়নে সুপ্তং দেবং জনার্দ্দনম্।
দৃষ্টা তন্নাভিপঙ্কোরুড়ন্তস্থং তং চতুর্ভুজম্।
কৃতাঞ্জলিপুটা দেবী স্তুতিং ধাত্রী জগাদ চ ॥ ২০ ॥

ধরণ্যুবাচ।

নমঃ কমলপত্রাক্ষ নমস্তে পীতবাসসে।
নমঃ সুরারিবিধ্বংসকারিণে পরমাত্মনে ॥ ২১ ॥
শেষপর্য্যঙ্কশয়নে ধৃতবক্ষঃস্থলশ্রিয়ে।
নমস্তে সর্ব্বদেবেশ নমস্তে মোক্ষকারিণে ॥ ২২ ॥
নমঃ শার্ঙ্গাসিচক্রায় জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিতে।
নমো নাভ্যুত্থিতমহাকমলাসনজন্মনে ॥ ২৩ ॥
নমো বিদ্রুমরক্তোষ্ঠপাণিপল্লবশোভিনে।
শরণং তাং প্রপন্নাস্মি ত্রাহি নারীমনাগসং ॥ ২৪ ॥
পূর্ণনীলাঞ্জনাকারং বারাহং তে জনার্দ্দন।
দৃষ্টা ভীতাস্মি ভূয়োঽপি জগত্ত্বদ্দেহগোচরে।
ইদানীং কুরু মে নাথ দয়াং ত্রাহি মহাপ্রভো ॥ ২৫ ॥

কেশবঃ পাতু মে পাদৌ জঙ্ঘে নারায়ণো মম।
মাধবো মে কটিং পাতু গোবিন্দো গুহ্যমেব চ ॥ ২৬ ॥
নাভিং বিষ্ণুস্তু মে পাতু উদরং মধুসূদনঃ।
উরস্ত্রিবিক্রমঃ পাতু হৃদয়ং পাতু বামনঃ ॥ ২৭ ॥
শ্রীধরঃ পাতু মে কণ্ঠং হৃষীকেশোমুখং মম।
পদ্মনাভস্তু নয়নে শিরোদামোদরো মম ॥ ২৮ ॥
এবং ন্যস্য হরের্ন্যাসং নামানি জগতী তদা।
নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো ইত্যুক্ত্বা বিররাম হ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে সম্বন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততস্তুষ্টো হরির্ভক্ত্যা ধরণ্যাত্মশরীরগঃ।
মায়াং প্রকাশ্য তেনৈব স্থিতো বারাহমূর্ত্তিনা ॥ ১
জগাদ কিন্তে সুশ্রোণি প্রশ্নমেতং সুদুর্লভং।
কথয়ামি পুরাণস্য বিষয়ং সর্ব্বশাস্ত্রতঃ ॥ ২
পুরাণানাং হি সর্ব্বেষাময়ং সাধারণঃ স্মৃতঃ।
শ্লোকং ধরণি নিশ্চিত্য নিঃশেষং ত্বমতঃ শৃণু ॥ ৩

বরাহ উবাচ।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ৪

আদিসর্গমহং তাবৎ কথয়ামি বরাননে।
যস্মাদারভ্য দেবানাং রাজ্ঞাং চরিতমেব চ
জ্ঞায়তে চতুরংশশ্চ পরমাত্মা সনাতনঃ॥ ৫

আদাবহং ব্যোম মহত্ততোঽণু
রেকৈব মত্তঃ প্রবভূব বুদ্ধিঃ।
ত্রিধা তু সা সত্ত্বরজস্তমোভিঃ
পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বরূপৈরুপেতাঃ॥ ৬
তস্মিংস্ত্রিকেঽহং তমসোমহান্ স
সদোচ্যতে সর্ব্ববিদাং প্রধানঃ।
তস্মাদপি ক্ষেত্রবিদূর্জ্জিতো যো
বভূব বুদ্ধিস্তু ততো বভূব॥ ৭
তস্মাত্ত তেভ্যঃ শ্রবণাদিহেতব
স্ততোঽক্ষমালা জগতোব্যবস্থিতা।
ভূতৈর্গতৈরেব চ পিণ্ডমূর্ত্তি
র্ময়া ভদ্রে বিহিতাত্মাত্মনৈব॥ ৮
শূন্যং ত্বাসীত্তত্র শব্দস্তু খঞ্চ
তস্মাদ্বায়ুস্তত এবানুতেজঃ।
তস্মাদাপস্ততএবানু দেবি
ময়া সৃষ্টা ভবতী ভূতধাত্রী॥ ৯
যোগে পৃথিব্যাং জলবত্ততোঽপি
সবুদ্বুদং কললং ত্বণ্ডমেব।
তস্মিন্ প্রবৃদ্ধিঞ্চগতেঽহমাসী
দাপোময়শ্চাত্মনাত্মানমাদৌ॥ ১০

সৃষ্টা নারস্তা অথো তত্রচাহং
যেনৈব স্যান্নাম নারায়ণেতি।
কল্পে কল্পে তত্র শয়ামি ভূয়ঃ
সুপ্তস্য মে নাভিজঃ স্যাদ্যথাদ্য ॥ ১১
এবম্ভূতস্য মে দেবি নাভিপদ্মে চতুর্মুখঃ।
উত্তস্থৌ স ময়া প্রোক্তঃ প্রজাঃসৃজ মহামতে ॥ ১২
এবমুক্ত্বা তিরোভাবং গতোঽহং সোঽপি চিন্তয়ন্।
আস্তে যাবজ্জগদ্ধাত্রি নাধ্যগচ্ছত্ত কিঞ্চন ॥ ১৩
তাবত্তস্য মহারোষো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
সম্ভূয় তেন বালঃ স্যাদেকোরোযাত্মসম্ভবঃ ॥ ১৪
যোরুদন্ বারিতস্তেন ব্রহ্মণাব্যক্তমূর্ত্তিনা।
ব্রবীতি নাম মে দেহি তস্য রুদ্রেতি স দদৌ ॥ ১৫
সোঽপি তেন সৃজস্বেতি প্রোক্তোলোকমিমং শুভে।
অশক্তঃ সোঽথ সলিলে মমজ্জ তপসে ধৃতঃ ॥ ১৬
তস্মিন সলিলমগ্নে তু পুনরন্যং প্রজাপতিং।
ব্রহ্মা সসর্জ্জ ভূতেষু দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠতঃ পরং ॥ ১৭
বামেচৈব তথাঙ্গুষ্ঠে তস্য পত্নীমথাসৃজৎ।
স তস্যাং জনয়ামাস মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
তস্মাৎ সম্ভাবিতা বৃদ্ধিঃ প্রজানাং ব্রহ্মণা পুরা ॥ ১৮

ধরণ্যুবাচ।

বিস্তরেণ মমাচক্ষ আদিসর্গং সুরেশ্বর।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোঽয়ং কল্পাদৌ চাভচদ্যথা ॥ ১৯

শ্রীভগবানুবাচ।

সসর্জ্জ সর্ব্বভূতানি যথা নারায়ণাত্মকঃ।
কথ্যমানং ময়া দেবি তদশেষং ক্ষিতে শৃণু ॥ ২০

গতকল্পাবসানে তু নিশি সুপ্তঃ স্থিতঃ শুভে।
সত্ত্বোদ্রিক্তস্তথা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত ॥ ২১
নারায়ণঃ পরোঽচিন্ত্যঃ পরাণামপি পূর্ব্বজঃ।
ব্রহ্মস্বরূপো ভগবাননাদিঃ সর্ব্বসম্ভবঃ ॥ ২২
ইদঞ্চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।
ব্রহ্মস্বরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাব্যয়ং ॥ ২৩
আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪
সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথা পুরা।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকস্তস্য প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥ ২৫
তমোমোহো মহামোহ স্তামিস্রোহ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥ ২৬
পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তঃ প্রতিবোধবান্।
স মুখ্যসর্গো বিজ্ঞেয়ঃ সর্গবিদ্ভির্বিচক্ষণৈঃ ॥ ২৭
পুনরন্যদভূত্তস্য ধ্যায়তঃ সর্গমুত্তমম্।
তির্য্যক্স্রোতস্তু বৈ যস্মাত্তির্য্যক্স্রোতস্তু বৈস্মৃতঃ ॥ ২৮
পশ্বাদয়স্তে বিখ্যাতা উৎপথগ্রাহিণঃ কৃতাঃ।
তমপ্যসাধনং মত্বা তির্য কস্রোতশ্চতুর্মুখঃ ॥ ২৯
ঊর্দ্ধস্রোতস্ত্রিধা যস্তু সাত্ত্বিকোধর্ম্মবর্ত্মনঃ।
ততোর্দ্ধ চারিণোদেবাঃ সর্ব্বে গর্ভসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩০
তদা সৃষ্টান সর্গন্তু তদাদধ্যৌ প্রজাপতিঃ।
অসাধকাংস্তু তান্মত্বা মুখ্যসর্গাদিসম্ভবান্ ॥ ৩১
ততঃ সঞ্চিন্তয়ামাস অর্ব্বাক্স্রোতস্তু স প্রভুঃ।
অর্ব্বাক্ স্রোতসি চোৎপন্না মনুষ্যা সাধকা মতাঃ ॥ ৩২

সনকাদ্যা নিবৃত্তাখ্যে তেন ধর্ম্মে প্রয়োজিতাঃ।
প্রবৃত্ত্যাখ্যে মরীচ্যাদ্যা মুক্ত্বৈকং নারদং মুনিম্॥ ৪৩
যোঽসৌ প্রজাপতিস্ত্বাদ্যো দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসম্ভবঃ।
তস্যাদৌ তত্র বংশে তু জগদেতচ্চরাচরম্॥ ৪৪॥
দেবাশ্চ দানবাশ্চৈব গন্ধর্ব্বোরগপক্ষিণঃ।
সর্ব্বে দক্ষস্য কন্যাসু জাতাঃ পরমধার্ম্মিকাঃ॥ ৪৫॥
যোঽসৌ রুদ্রেতি বিখ্যাতঃ পুত্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ।
ভ্রূকুটীকুটিলাত্তস্য ললাটাৎ পরমেষ্ঠিনঃ॥ ৪৬॥
অর্দ্ধনারীনরবপুঃ প্রচণ্ডোঽতিভয়ঙ্করঃ।
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা ব্রহ্মা চান্তর্দধে পুনঃ॥ ৪৭॥
তথোক্তোঽসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং চকার সঃ।
বিভেদ পুরুষত্বং চ দশধা চৈকধা চ সঃ॥ ৪৮॥
ততস্ত্বেকাদশ খ্যাতা রুদ্রা ব্রহ্মসমুদ্ভবাঃ॥ ৪৯॥
অয়মুদ্দেশতঃ প্রোক্তো রুদ্রসর্গো ময়ানঘে।
ইদানীং যুগমাহাত্ম্যং কথয়ামি সমাসতঃ॥ ৫০॥
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্॥ ৫১॥
এতস্মিন্ যে মহাসত্ত্বা রাজানো ভূরিদক্ষিণাঃ।
দেবাসুরাশ্চ যে চক্রুর্ধর্ম্মকর্ম্ম চ তচ্ছৃণু॥ ৫২॥
আসীৎ প্রথমকল্পে তু মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পুরা।
তস্য পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে অতিমানুষচেষ্টিতম্॥ ৫৩॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদনামানং ধর্ম্মবৎসলম্।
তত্র প্রিয়ব্রতো রাজা মহাযজ্বা তপোবলঃ॥ ৫৪॥
স চেষ্ট্বা বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্বিপুলৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
সপ্তদ্বীপেষু সংস্থাপ্য ভরতাদীন্ সুতান্নিজান্॥ ৫৫

স্বয়ং বিশালাং বরদাং গত্বা তেপে মহত্তপঃ॥
তস্মিন্ স্থিতস্য তপসি রাজ্ঞো বৈ চক্রবর্ত্তিনঃ।
উপেয়ান্নারদস্তত্র দিদৃক্ষু ধর্ম্মচারিণম্॥ ৫৬॥
স দৃষ্ট্বা নারদং ব্যোম্নি জ্বলদ্ভাস্করতেজসম্।
অভ্যুত্থানেন রাজেন্দ্র উত্তস্থৌ হর্ষিতস্তদা॥ ৫৭॥
তস্যাসনঞ্চ পাদ্যঞ্চ সম্যক্ কৃত্বা নিবেদ্য বৈ।
স্বাগতাদিভিরালাপৈঃ পরস্পরমবোচতাম্॥ ৫৮॥
কথান্তে নারদং রাজা পপ্রচ্ছ ব্রহ্মবাদিনম্॥ ৫৯॥

প্রিয়ব্রত উবাচ।

ভগবন্ কিঞ্চিদাশ্চর্য্যমেতস্মিন্ কৃতসংজ্ঞিতে।
যুগে দৃষ্টং শ্রুতং চাপি তন্মে কথয় নারদ॥ ৬০॥

নারদ উবাচ।

আশ্চর্য্যমেকং দৃষ্টং মে তচ্ছৃণুষ্ব প্রিয়ব্রত।
হ্যস্তনেঽহনি রাজেন্দ্র শ্বেতাখ্যং গতবানহম্॥ ৬১॥
দ্বীপং তত্র সরোদৃষ্টং ফুল্লপঙ্কজমালিনম্।
সরসস্তস্য তীরে তু কুমারীং পৃথুলোচনাম্॥ ৬২॥
দৃষ্ট্বাহং বিস্ময়াপন্নস্তাং কন্যামায়তেক্ষণাম্।
পৃষ্টবানস্মি রাজেন্দ্র তদা মধুরভাষিণীম্॥ ৬৩॥
কাসি ভদ্রে কথংবাসি কিংবা কার্য্যমিহ ত্বয়া।
কর্ত্তব্যং চারুসর্ব্বাঙ্গি তন্মমাচক্ষ্ব শোভনে॥ ৬৪॥
এবমুক্তা ময়া সা হি মাং দৃষ্ট্বানিমিষেক্ষণা।
স্মৃত্বা তুষ্ণীং স্থিতা যাবত্তাবন্মে জ্ঞানমুত্তমম্॥ ৬৫॥
বিস্মৃতাঃ সর্ব্ববেদাশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈ বহি।
যোগশাস্ত্রাণি শিক্ষাশ্চ বেদানাং স্মৃতয়স্তথা॥ ৬৬॥

সর্ব্বং দৃষ্টং ময়া রাজন্ কুমার্য্যাঽপহৃতং ক্ষণাৎ ।
ততোঽহং বিস্ময়াবিষ্ট শ্চিন্তাশোকসমন্বিতঃ ॥ ৬৭ ॥
তামেব শরণং গত্বা যাবৎ পশ্যামি পার্থিব ।
তাবদ্দিব্যপুমাংস্তস্যা শরীরে সমদৃশ্যত ॥ ৬৮ ॥
তস্যাপি পুংসো হৃদয়ে ত্বপরস্তস্য চোরসি ।
অন্যো রক্তেক্ষণঃ শ্রীমান্ দ্বাদশাদিত্যসন্নিভঃ ॥ ৬৯ ॥
এবং দৃষ্টাঃ পুমাংসোঽত্র ত্রয়ঃ কন্যা শরীরগাঃ ॥
ক্ষণেন তত্র কন্যৈকাং ন তান্ পশ্যামি সুব্রত ॥ ৭০ ॥
ততঃ পৃষ্টা ময়া দেবী সা কুমারী কথং মম ।
বেদা নষ্টা সমাচক্ষ্ব ভদ্রে তন্নাশকারণম্ ॥ ৭১ ॥

কন্যোবাচ ।

মাতাহং সর্ব্ববেদানাং সাবিত্রী নাম নামতঃ ।
মাংন জানাসি যেন ত্বং ততো বেদা হৃতাস্তব ॥ ৭২ ॥
এবমুক্তে তয়া রাজন্ বিস্ময়েন তপোধন ।
পৃষ্টা ত এতে পুরুষা এতৎ কথয় শোভনে ॥ ৭৩ ॥

কন্যোবাচ ।

য এষ মচ্ছরীরস্থঃ সর্ব্বাঙ্গশ্চারুশোভনঃ ।
এষ ঋগ্বেদনামা তু বেদো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
বহ্নিভূতো দহত্যাশু পাপান্যুচ্চারনাদনু ॥ ৭৪ ॥
এতস্য হৃদয়ে যোঽয়ং দৃষ্ট আসীত্ত্বয়াত্মজঃ ।
স যজুর্বেদরূপেণ স্থিতো ব্রহ্মা মহাবলঃ ॥ ৭৫ ॥
তস্যাপ্যুরসি সংবিষ্টো য এষ শুচিরুজ্জ্বলঃ ।
স সামবেদনামা তু রুদ্ররূপী ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৬ ॥
এষ আদিত্যবৎ পাপান্যাশু নাশয়তে স্মৃতঃ ॥ ৭৭ ॥

এতে ত্রয়ো মহাবেদা ব্রহ্মন্ দেবাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
এতে বর্ণা অকারাদ্যাঃ সবনান্যত্র বৈ দ্বিজ ॥ ৭৮ ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাসেন কথিতং তে দ্বিজোত্তম।
গৃহাণ বেদাঙ্গাস্ত্রাণি সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ নারদ ॥ ৭৯ ॥
এতস্মিন্ বেদসরসি স্নানং কুরু মহাদ্বিজ।
কৃতে স্নানেঽন্যজন্মীয়ং যেন স্মরসি সত্তম ॥ ৮০ ॥
এবমুক্ত্বা তিরোভাবং গতা কন্যা নরাধিপ।
অহং তত্র কৃতস্নানস্ত্বদ্দিদৃক্ষু রিহাগতঃ ॥ ৮১ ॥

ইতি বরাহপুরাণে আদিভূতবৃত্তান্তে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রিয়ব্রত উবাচ।

অন্যস্মিন্ ভগবঞ্জন্মন্যাসীদ্যত্তদ্বিচেষ্টিতম্।
সর্ব্বং কথয় দেবর্ষে মহৎ কৌতূহলং হি মে ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ ॥

স্নাতস্য মম রাজেন্দ্র তস্মিন্ বেদসরস্যথ।
সাবিত্র্যাশ্চ বচঃশ্রুত্বা তস্মিঞ্জন্মসহস্রিকম্।
স্মরণং তৎক্ষণাজ্জাতং শৃণু জন্মান্তরং মম ॥ ২ ॥
অস্ত্যবন্তীপুরং রাজংস্তত্রাহং প্রাগ্দ্বিজোত্তমঃ।
নাম্না সারস্বতঃ পূর্ব্বং বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৩ ॥
বহুভৃত্যপরীবারো বহুধান্যঞ্চ পার্থিব।
অন্যস্মিন্ কৃতসংজ্ঞে তু যুগে পরমবুদ্ধিমান্ ॥ ৪ ॥
ততো ধ্যাতং ময়ৈকান্তে কিমনেন করোম্যহম্।
দ্বন্দ্বেন সর্ব্বমেতদ্ধি ন্যস্তা পুত্রেষু যাম্যহম্ ॥
তপসে ধৃতসংকল্পঃ সরঃ স্বারস্বতং দ্রুতম্ ॥ ৫ ॥

এবং চিন্ত্য ময়া পৃষ্টঃ কর্ম্মকাণ্ডেন কেশবঃ।
শ্রাদ্ধৈশ্চ পিতরো দেবা যজ্ঞৈশ্চান্যে তথা জনাঃ ॥৬॥
ততোঽহং নির্গতো রাজংস্তপসে ধৃতমানসঃ।
সারস্বতং নাম সরো যদেতৎ পুষ্করং স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥
তত্র গত্বা ময়া বিষ্ণুঃ পুরাণঃ পুরুষঃ শিবঃ।
আরাধিতো ময়া ভক্ত্যা জপন্নারায়ণাত্মকম্ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মপারময়ং রাজঞ্জপতা পরমং স্তবম্।
ততো মে ভগবাংস্তুষ্টঃ প্রত্যক্ষত্বং জগাম হ ॥ ৯ ॥

প্রিয়ব্রত উবাচ।

কীদৃশং ব্রহ্মপারন্তু শ্রোতুমিচ্ছামি সত্তম।
কথয়স্ব প্রসাদেন দেবর্ষে সুপ্রসন্নধীঃ ॥ ১০ ॥

নারদ উবাচ।

পরং পরাণামমৃতং পুরাণং
পারং পরং বিষ্ণুমনন্তবীর্য্যম্।
নমামি নিত্যং পুরুষং পুরাণং
পরায়ণং পারগতং পরাণাম্ ॥ ১১ ॥
পুরাতনং ত্বং প্রতিমং পুরাণং
পরাপরং পারগমুগ্রতেজসম্।
গম্ভীরগম্ভীরধিয়াং প্রধানং
নতোঽস্মি দেবং হরিমীশিতারম্ ॥ ১২ ॥
পরাৎপরং চাপরমং প্রধানং
পরাস্পদং শুদ্ধপদং বিশালম্।
পরাৎপরেশং পুরুষং পুরাণং
নারায়ণং স্তৌমি বিশুদ্ধভাবং ॥ ১৩ ॥

পুরা পুরং শূন্যমিদং সসর্জ্জ
তদা স্থিতত্বাৎ পুরুষঃ প্রধানম্।
জনে প্রসিদ্ধঃ শরণং মমাস্তু
নারায়ণো বীতমলঃ পুরাণঃ ॥ ১৪ ॥
পারংপরং বিষ্ণু মপাররূপং
পুরাতনং নীতিমতাং প্রধানম্।
ধৃতক্ষমং শান্তিধরং ক্ষিতীশং
শুভং সদা স্তৌমি মহানুভাবম্॥ ১৫ ॥
সহস্রমূর্দ্ধানমনন্তপাদ-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
তমক্ষরং ক্ষীরসমুদ্রনিদ্রং
নারায়ণং স্তৌম্যমৃতং পরেশম্। ১৬।
ত্রিবেদগম্যং ত্রিনবৈকমূর্ত্তিং
ত্রিশুক্লসংস্থং ত্রিহুতাশভেদম্।
ত্রিতত্ত্বলক্ষ্যং ত্রিযুগং ত্রিনেত্রং
নমামি নারায়ণমপ্রমেয়ম্॥ ১৭ ॥
কৃতে সিতং রক্তনুং তথা চ
ত্রেতাযুগে পীততনুং পুরাণম্।
তথা হরিং দ্বাপরতঃ কলৌ চ
কৃষ্ণীকৃতাত্মান মথো নমামি॥ ১৮ ॥
সসর্জ্জ যো বক্তুত এব বিপ্রান্
ভুজান্তরে ক্ষত্র মথোরুযুগ্মে।
বিশঃ পদাগ্রেষু তথৈব শূদ্রান্
নমামি তং বিশ্বতনুং পুরাণম্॥ ১৯ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ।

যোঽসৌ নারায়ণো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
ভগবান্ সর্ব্বভাবেন উতাহো নেতি শংস মে ॥ ১ ॥

বরাহ উবাচ।

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ ॥ ২ ॥
ইত্যেতা কথিতাস্তস্য মূর্ত্তয়ো ভূতধারিণঃ।
দর্শনংপ্রাপ্তুমিচ্ছূনাং সোপানানি চ শোভনে ॥ ৩ ॥
যত্তস্য পরমং রূপং তন্ন পশ্যন্তি দেবতাঃ।
অস্মদাদিস্বরূপেণ পূরয়ন্তি ততো ধৃতিম্ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মা ভগবতীমূর্ত্তী রাজস স্তামস স্তথা।
যাভিঃ সংস্থাপ্যতে বিশ্বং স্থিতৌ সঞ্চাল্যতে চ হ ॥৫॥
ত্বমেকা তস্য দেবস্য মূর্ত্তি রাদ্যা ধরাধরে।
দ্বিতীয়া সলিলং মূর্ত্তি স্তৃতীয়া তৈজসী স্মৃতা ॥ ৬ ॥
চতুর্থী বায়ুমূর্ত্তিঃ স্যাদাকাশাখ্যা তু পঞ্চমী।
এতাস্তু মূর্ত্তয় স্তস্য ক্ষেত্রজ্ঞত্বং হি মদ্ধিয়াম্।
মূর্ত্তিত্রয়ং তথা তস্য ইত্যেতাশ্চাষ্টমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৭ ॥
অভিব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং জগন্নারায়ণেন হ।
ইত্যেতং কথিতং দেবি কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৮ ॥

ধরণ্যুবাচ।

নারদেনৈবমুক্তস্তু তদা রাজা প্রিয়ব্রতঃ।
কৃতবান্ কিং মমাচক্ষ্ব প্রসাদাৎ পরমেশ্বর ॥ ৯ ॥

বরাহ উবাচ।

ভবতীং সপ্তধা কৃত্বা পুত্রাণাং চ প্রদায় সঃ।
প্রিয়ব্রতস্তপস্তেপে নারদাচ্ছ্রুতবিস্ময়ঃ ॥ ১০ ॥
নারায়ণাত্মকং ব্রহ্ম পরং জপ্ত্বা স্বয়ম্ভুবঃ।
ততঃ স তদ্গতমনাঃ পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ॥ ১১ ॥
শৃণু চান্যদ্বরারোহে যদ্বৃত্তং পরমেষ্ঠিনঃ।
আরাধনায় চ যতঃ পুরাকালে নৃপস্য হ ॥ ১২ ॥
আসীদশ্বশিরা নাম রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
সোঽশ্বমেধেন যজ্ঞেন যষ্টা সুবহুদক্ষিণঃ ॥ ১৩ ॥
স্নাতশ্চাবভৃথে সোঽথ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ।
যাবদাস্তে স রাজর্ষিস্তাবদ্যোগিবরো মুনিঃ।
আযযৌ কপিলঃ শ্রীমাঞ্জৈগীষব্যশ্চ যোগিরাট্ ॥১৪॥
ততস্ত্বরিতমুত্থায় স রাজা স্বাগতক্রিয়াম্।
চকার পরয়া যুক্তং স মুদা রাজসত্তমঃ ॥ ১৫ ॥
তাবর্চ্চিতা বাসনগৌ দৃষ্টা দেবৌ মহাবলঃ।
পপ্রচ্ছ তৌ তিগ্মধিয়ৌ যোগজ্ঞৌ স্বেচ্ছয়াগতৌ ॥১৬॥
ভবন্তৌ সংশয়ং বিপ্রৌ পৃচ্ছামি পুরুষোত্তমৌ।
কথমারাধয়েদ্দেবং হরিং নারায়ণং পরম্ ॥ ১৭ ॥

বিপ্রাবূচতুঃ।

ক এষ প্রোচ্যতে রাজন্ ত্বয়া নারায়ণো গুরুঃ।
আবাং নারায়ণৌ দ্বৌ তু তংপ্রত্যক্ষগতৌ নৃপ ॥ ১৮ ॥

অশ্বশিরা উবাচ।

ভবন্তৌ ব্রাহ্মণৌ সিদ্ধৌ তপসা দগ্ধকিল্বিষৌ।
কথং নারায়ণাবাবামিতি বাক্যমথেরিতম্ ॥ ১৯ ॥

শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ।
গরুড়স্থো মহাদেবঃ কস্তস্য সদৃশো ভুবি ॥ ২০ ॥
তস্য রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা তৌ বিপ্রৌ শংসিতব্রতৌ।
জহসতুঃ পশ্য বিষ্ণুং রাজন্নিতি জজল্পতুঃ ॥ ২১ ॥
এবমুক্তা স কপিলঃ স্বয়ং বিষ্ণুর্ব্বভূব সঃ।
জৈগীষব্যশ্চ গরুড়স্তৎক্ষণং সমজায়ত ॥ ২২ ॥
ততো হাহাকৃতং ত্বাসীত্তৎক্ষণাদ্রাজমণ্ডলম্ ॥ ২৩ ॥
দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং গরুড়স্থং সনাতনম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ততো রাজা মহাযশাঃ ॥ ২৪ ॥
উবাচ শাম্যতাং বিপ্রৌ নায়ং বিষ্ণুরথেদৃশঃ।
যস্য ব্রহ্মা সমুৎপন্নো নাভিপঙ্কজমধ্যতঃ।
তস্মাচ্চ ব্রহ্মণো রূঢ়ঃ স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥
ইতি রাজবচঃ শ্রুত্বা তদা তৌ মুনিপুঙ্গবৌ।
চক্রতুঃ পরমাং মায়াং যোগমায়াং বিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥
কপিলঃ পদ্মনাভস্তু জৈগীষব্যঃ প্রজাপতিঃ।
কমলস্থো বভৌ ব্রহ্মা তস্মাদ্রুদ্রঃ প্রভাস্বরঃ ॥ ২৭ ॥
দদর্শ রাজা রক্তাক্ষং কালানলসমদ্যুতিম্।
নেক্ষ্যো ভবতি বিশ্বেশো মায়ৈষা যোগিনাং সদা ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বব্যাপী হরিঃ শ্রীমানিতি রাজা জগাদ হ।
ততো বাক্যাবসানে তু তস্য রাজ্ঞো হি সংসদি ॥ ২৯ ॥
মৎকুণা মশকা যূকা ভ্রমরাঃ পক্ষিণোরগাঃ।
অশ্বা গাবো দ্বিপাঃ সিংহা ব্যাঘ্রা গোমায়বো মৃগাঃ। ৩০ ॥
অন্যেঽপি পশবঃ কীটা গ্রাম্যারণ্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।
দৃশ্যন্তে রাজভবনে কোটিশো ভূতধারিণি ॥ ৩১ ॥

তং দৃষ্টা ভূতসঙ্ঘাতং রাজা বিস্মিতমানসঃ।
যাবচ্চিন্তয়তে কিংস্যাদেতদিত্যবগম্য চ।
জৈগীষব্যস্য মাহাত্ম্যং কপিলস্য চ ধীমতঃ। ৩২॥
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স রাজাশ্বশিরাস্তদা।
পপ্রচ্ছ তাবৃষী ভক্ত্যা কিমিদং দ্বিজসত্তমৌ॥৩৩॥

দ্বিজাবুচতুঃ।

আবাং পৃষ্টৌ ত্বয়া রাজন্ কথং বিষ্ণুরিহেজ্যতে।
প্রাপ্যতে চ মহারাজ তেনেদং দর্শিতং তব॥ ৩৪॥
সর্ব্বজ্ঞস্য গুণা হ্যেতে যে রাজংস্তব দর্শিতাঃ।
সচ নারায়ণো দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ কামরূপবান্॥ ৩৫॥
সৌম্যস্তু সংস্থিতঃ ক্বাপি প্রাপ্যতে মনুজৈঃ কিল।
আরাধনং নচৈতস্য পরমার্থং ভবিষ্যতি॥ ৩৬॥
কিন্তু সর্ব্বশরীরস্থঃ পরমাত্মা জগৎপতিঃ।
স্বদেহে দৃশ্যতে ভক্ত্যা নৈকস্থানগতস্তু সঃ॥ ৩৭॥
অতোঽর্থং দর্শিতং রূপং দেবস্য পরমাত্মনঃ।
আবয়োস্তবরাজেন্দ্র প্রতীতিঃ স্যাদ্যথা তব॥৩৮॥
এবং সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তব দেহে জনেশ্বর।
মন্ত্রিণাং ভৃত্যসঙ্ঘস্য সুরাদ্যা যে প্রদর্শিতাঃ॥ ৩৯॥
পশবঃ কীটসঙ্ঘাশ্চ তেঽপি বিষ্ণুময়া নৃপ।
ভাবনান্তু দৃঢ়াং কুর্য্যাদ্যতঃ সর্ব্বময়ো হরিঃ॥ ৪০॥
নান্যস্তুং সদৃশং ভূতমিতি ভাবেন সেব্যতাম্।
এষ তে জ্ঞানসদ্ভাবস্তব রাজন্ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৪১॥
পরিপূর্ণেন ভাবেন স্মর নারায়ণং গুরুম্।

পূজোপহারৈর্ধূপৈশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণৈঃ।
ধ্যানেন সুস্থিতেনাশু সুপ্রাপ্যঃ পরমেশ্বরঃ॥ ৪২॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে আদিভূতবৃত্তান্তে নারদজন্মোপাখ্যানং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অশ্বশিরা উবাচ।

ভবন্তো মম সন্দেহমেকং ছেত্তুমিহার্হতঃ।
যেন চ্ছিন্নেন জায়েত মম সংসারবিচ্যুতিঃ॥ ১॥

এবমুক্তো নৃপতিনা তদা যোগীবরো মুনিঃ।
কপিলঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা রাজানং যজতাং বরম্॥ ২॥

কপিল উবাচ।

কস্তে মনসি সন্দেহো রাজন্ পরমধার্ম্মিক।
চ্ছেদামি যেন তং শ্রুত্বা ব্রূহি যত্তেঽভিবাঞ্ছিতম্॥৩॥

রাজোবাচ।

কর্ম্মণা প্রাপ্যতে মোক্ষ উতাহো জ্ঞানিনা মুনে।
এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি যদি মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ॥ ৪॥

কপিল উবাচ।

ইমম্প্রশ্নং মহারাজ পুরা পৃষ্টো বৃহস্পতিঃ।
রৈভ্যেণ ব্রহ্মপুত্রেণ রাজ্ঞা চ বসুনা তথা॥ ৫॥

বসুরাসীন্নৃপশ্রেষ্ঠো বিদ্বান্দানপতিঃ পুরা।
চাক্ষুষস্য মনোঃ কালে ব্রহ্মণোঽন্বয়বর্দ্ধনঃ॥ ৬॥

বসুঃ স্ম ব্রহ্মণঃ সদ্ম গতবাংস্তদ্দিদৃক্ষয়া।
পথি চৈত্ররথং দৃষ্ট্বা বিদ্যাধরবরং নৃপ।
অপৃচ্ছচ্চ বসুঃ প্রীত্যা ব্রহ্মণোঽবসরং প্রভো ॥ ৭ ॥
সোঽব্রবীদ্দেবসমিতির্বর্ত্ততে ব্রহ্মণো গৃহে।
এবং শ্রুত্বা বসুস্তস্থৌ দ্বারি ব্রহ্মৌকসস্তদা ॥ ৮ ॥
তাবত্তত্রৈব রৈভ্যস্তু আজগাম মহাতপাঃ।
স রাজা প্রীতিমানাসীদ্বসুঃ সম্পূর্ণমানসঃ ॥ ৯ ॥
উবাচ পূজয়িত্বাগ্রে ক্ব প্রয়াতোঽসি বৈ মুনে ॥ ১০ ॥

রৈভ্য উবাচ।

অহং বৃহস্পতেঃ পার্শ্বাদাগতোঽস্মি মহানৃপ।
কিঞ্চিৎ কার্য্যান্তরং প্রষ্টুমগাদ্দেবপুরোহিতম্ ॥১১॥
এবং ব্রুবতি রৈভ্যে তু ব্রহ্মণস্তন্মহৎ সদঃ।
উত্তস্থৌ স্বানি ধিষ্ণ্যানি গতা দেবগণাঃ প্রভো ॥১২॥
তাবদ্বৃহস্পতিস্তত্র রৈভ্যেণ সহ সংবিদং।
কৃত্বা স্বধিষ্ণ্যমগমদ্বসুনা চানুপূজিতঃ ॥ ১৩ ॥
রৈভ্য আঙ্গিরসো রাজা বসুশ্চোপবিবেশ হ।
উপবিষ্টেষু রাজেন্দ্র তেষু ত্রিষ্বপি সোঽব্রবীৎ ॥১৪॥
বৃহস্পতির্দ্দেবগুরূ রৈভ্যং বচনমন্তিকে।
কিং করোমি মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগ ॥১৫॥

রৈভ্য উবাচ।

বৃহস্পতে কর্ম্মিণা কিং প্রাপ্যতে জ্ঞানিনাথবা।
মোক্ষ এতন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ সংশয়ং প্রভো ॥ ১৬ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ।

যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম পুরুষঃ সাধ্বসাধু বা।

সর্ব্বং নারায়ণে ন্যস্য কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ১৭ ॥
শ্রূয়তে চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সংবাদো বিপ্রলুব্ধয়োঃ।
আত্রেয়ো ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ বেদাভ্যাসরতো মুনিঃ ॥১৮॥
তপস্যভিরতঃ প্রাতঃস্নায়ী ত্রিষবণে রতঃ।
নাম্না সংযমনঃ পূর্ব্বমেকস্মিন্ দিবসে নদীং।
ধর্ম্মারণ্যে গতঃ স্নাতুং ধন্যাং ভাগীরথীং শুভাম্ ॥১৯॥
তত্রাসীনং মহাযূথং হরিণানাং বিচক্ষণঃ।
লুব্ধো নিষ্ঠুরকো নাম ধনুঃপাণিঃ কৃতান্তবৎ।
আযযৌ তং জিঘাংসুঃ সন্ সজ্যং সংযুজ্য সায়কম্ ॥২০॥
ততঃ সংযমনো বিপ্রো দৃষ্ট্বা তং মৃগয়ারতম্।
বরয়ামাস মা ভদ্র জীবঘাতমিমং কুরু ॥ ২১ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচো ব্যাধঃ স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ।
উবাচ নাহং হিংসামি পৃথগ্জীবান্দ্বিজোত্তম ॥ ২২ ॥
পরমাত্মা ত্বয়ং ভূতৈঃ ক্রীড়তে ভগবান্স্বয়ম্।
কৃতা মায়াবলী মন্ত্রৈস্তদ্বদেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
অহংভাবঃ সদা ব্রহ্মন্ন বিধেয়ো মুমুক্ষুভিঃ।
যাত্রা প্রাংরতং সর্ব্বং জগদেতদ্বিচেষ্টিতম্।
তত্রাহমিতি যঃ শব্দঃ স সাধুত্বং ন গচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
ইত্যাকর্ণ্য স বিপ্রেন্দ্রো দ্বিজঃ সংযমনস্তদা
বিস্ময়েনাব্রবীদ্বাক্যং লুব্ধং নিষ্ঠুরকং দ্বিজঃ ॥২৫॥
কিমেতদুচ্যতে ভদ্র প্রত্যক্ষং হেতুমদ্বচঃ ॥ ২৬ ॥
ততঃ শ্রুত্বা পুনর্ব্বিপ্রং লুব্ধকঃ প্রাহ ধর্ম্মবিৎ।
কৃত্বা লোহময়ং জালং তস্যাধো জ্বলনং দদৌ ॥২৭॥
দত্তবহ্নিং দ্বিজং প্রাহ জ্বাল্যতাং কাষ্ঠসঞ্চয়ম্।

ততো বিপ্রো মুখেনাগ্নিং প্রজ্বাল্য বিররাম হ ॥ ২৮ ॥
জ্বলিতে তু পুনর্ব্বহ্নৌ তং জালং লৌহসম্ভবম্।
গবাক্ষৈর্নির্গতজ্বালং বভৌ কাদম্বিগোলবৎ ॥২৯॥
পৃথক্ পৃথক্ সহস্রাণি নিশ্চেলুর্জ্বলনার্চ্চিষঃ।
একস্থানগতস্যাপি বহ্নেরায়সজালকৈঃ ॥ ৩০ ॥
ততো লুব্ধোঽব্রবীদ্বিপ্রমেকাং জ্বালাং মহামুনে।
গৃহাণ যেন শেষাণাং করিষ্যামীহ নাশনম্ ॥ ৩১ ॥
এবমুক্ত্বা হুতাশে তু তোয়পূর্ণঘটং দ্রুতম্।
চিক্ষেপ সহসা বহ্নিঃ প্রশশামাথ পূর্ব্ববৎ ॥ ৩২ ॥
ততোঽব্রবীল্লুব্ধকস্তু ব্রাহ্মণং তং তপোধনং।
ভগবন্যা ত্বয়া জ্বালা গৃহীতাসীদ্ধুতাশনাৎ।
প্রযচ্ছ যেন মার্গেণ মাংসান্যানায্য ভক্ষয়ে ॥ ৩৩ ॥
এবমুক্তস্তদা বিপ্রো যাবদায়সজালকম্।
পশ্যত্যেব ন তত্রাগ্নির্মূলনাশে গতঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৩৪ ॥
ততো বিলক্ষ্যভাবেন ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ॥
তূষ্ণীম্ভূতঃ স্থিতস্তাবল্লুব্ধকো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥
এতস্মিন্ জ্বলিতো বহ্নির্ব্বহুশাখশ্চ সত্তম।
মূলনাশে ভবেন্নাশস্তদ্বদেতদপি দ্বিজ ॥ ৩৬ ॥
আত্মা স প্রকৃতিস্থশ্চ ভূতানাং সংশ্রয়ো ভবেৎ।
বিকৃতাদুদ্ভবস্তস্য এষা বৈ জগতঃ স্থিতিঃ ॥ ৩৭ ॥
পিণ্ডগ্রহণধর্ম্মেণ যদস্য বিহিতং ব্রতম্।
তত্তদাত্মনি সংযোজ্য কুর্ব্বাণো নাবসীদতি ॥ ৩৮ ॥
এবমুক্তে তু ব্যাধেন ব্রাহ্মণা রাজসত্তম।
পুষ্পবৃষ্টিরথাকাশাত্তস্যোপরি পপাত হ ॥ ৩৯ ॥

বিমানানি চ দিব্যানি কামগানি মহান্তি চ।
বহুরত্নানি মুখ্যানি দদৃশে ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥ ৪০ ॥
তেষু নিষ্ঠুরকং লব্ধং সর্ব্বেষু সমবস্থিতং।
দদৃশে ব্রাহ্মণস্তত্র কালরূপিণমুত্তমম্॥ ৪১ ॥
অদ্বৈতবাসনাসিদ্ধং যোগাদ্বহুশরীরকম্।
দৃষ্ট্বা বিপ্রো মুদাযুক্তঃ প্রযযৌ নিজমাশ্রমম্॥৪২॥
এবং জ্ঞানং ভবেৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽপি স্বজাতিকম্।
ভবেন্মুক্তির্দ্বিজশ্রেষ্ঠ রৈভ্যরাজবসোর্ধ্রুবম্॥৪৩॥
এবং তৌ সংশয়চ্ছেদং প্রাপ্তৌ রৈভ্যবসূ নৃপ।
বৃহস্পতেস্ততোধিষ্ণাজ্জগ্মতুর্নিজমাশ্রমম্॥ ৪৪ ॥
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র দেবং নারায়ণং প্রভুম্।
অভেদেন স্বদেহে তু পশ্য আরাধয়ন্ প্রভুম্॥ ৪৫ ॥
কপিলস্য বচঃ শ্রুত্বা স রাজাশ্বশিরা বিভুঃ।
জ্যেষ্ঠং পুত্রং সমাহূয় ধন্যং স্থূলশিরাহ্বয়ং॥ ৪৬ ॥
অভিষিচ্য নিজে রাজ্যে স রাজা প্রযযৌ বনম্।
নৈমিষাখ্যং বরারোহে তত্র যজ্ঞতনুং হরিম্।
তপসারাধয়ামাস যজ্ঞমূর্ত্তিস্তবেন চ॥ ৪৭ ॥

ধরণ্যুবাচ।

কথং যজ্ঞতনোঃ স্তোত্রং রাজ্ঞা নারায়ণস্য হ।
স্তুতিঃ কৃতা মহাভাগ পুনরেতচ্চ শংস মে॥ ৪৮ ॥

বরাহ উবাচ।

নমামি নিত্যং ত্রিদশাধিপস্য
ভবস্য সূর্য্যস্য হুতাশনস্য।

সোমস্য রাজ্ঞো মরুতামনেক-
রূপং হরিং যজ্ঞতনুং নমস্তে ॥ ৪৯ ॥
সুভীমদংষ্ট্রং শশিসূর্য্যনেত্রং
সংবৎসরোদ্ব্যাপনযুগ্মকুক্ষিম্।
দর্ভাঙ্গরোমাণমথোগ্রশক্তিং
সনাতনং যজ্ঞনরং নমামি ॥ ৫০ ॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তঃ শরীরেণ দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
তমীড্যমীশং জগতাং প্রসূতিং
জনার্দ্দনং তং প্রণতোহস্মি নিত্যম্ ॥ ৫১ ॥
সুরাসুরাণামজয়ো জয়ায়
যুগে যুগে যৎ স্বশরীরমাদ্যম্।
সৃজত্যনাদিঃ পরমেশ্বরো য-
স্তং যজ্ঞমূর্ত্তিং প্রণতোহস্মি নিত্যম্ ॥ ৫২ ॥
দধার মায়াময়মুগ্রতেজা
জয়ায় চক্রং ত্বমলং সুশুভ্রম্।
সারঙ্গশঙ্খাদি চতুর্ভুজো য-
স্তং যজ্ঞমূর্ত্তিং প্রণতোহস্মি নিত্যম্ ॥ ৫৩ ॥
ক্বচিৎ সহস্রং শিরসাং দধানঃ
ক্বচিন্মহাপর্ব্বততুল্যকায়ঃ।
ক্বচিৎ স এব ত্রসরেণুতুল্যো
যস্তং সদা যজ্ঞনরং নমামি ॥ ৫৪ ॥
চতুর্মুখো যঃ সৃজতে সমগ্রং
রথাঙ্গপাণিঃ প্রতিপালনায়।

ক্ষয়ায় কালানলসন্নিভো য-
স্তং যজ্ঞমূর্ত্তিং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥ ৫৫ ॥

সংসারচক্রক্রমণক্রিয়ায়ৈ
য ইজ্যতে সর্ব্বগতঃ পুরাণঃ।
যো যোগিনাং ধ্যানগতোঽপ্রমেয়-
স্তং যজ্ঞমূর্ত্তিংপ্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥ ৫৬ ॥

সম্যঙ্মনস্যর্পিতবানহং তে
যদা সুদৃশ্যং স্বতনৌ তু তত্ত্বম্।
ন চান্যদস্তীতি মতিঃ স্থিরা মে
যতস্ততো যাতি বিশুদ্ধভাবম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতীরিতস্তস্য হুতাশনার্চ্চিঃ
প্রেক্ষ্যন্তু তেজঃ পুরতো বভূব।
তস্মিন্ স রাজা প্রবিবেশ বুদ্ধিং
কৃত্বালয়ং প্রাপ্তবান্যজ্ঞমূর্ত্তৌ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে আদিভূতবৃত্তান্তে নারদজন্মোপাখ্যানং নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ধরণ্যুবাচ।

স বসুঃ সংশয়চ্ছেদং প্রাপ্য রৈভ্যশ্চ সত্তমঃ।
উভৌ কিং চক্রতুর্দ্দেব শ্রুত্বা চাঙ্গিরসং বচঃ ॥১

বরাহ উবাচ।

স বসুঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ স্বরাজ্যং প্রত্যপালয়ৎ।
অযজদ্বহুভির্যজ্ঞৈর্মহদ্ভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥ ২ ॥
কর্ম্মকাণ্ডেন দেবেশং হরিং নারায়ণং প্রভুম্।
তোষয়ামাস রাজেন্দ্রস্তমভেদেন চিন্তয়ন্ ॥ ৩ ॥
ততঃ কালেন মহতা তস্য রাজ্ঞো মতিঃ কিল।
নিবৃত্তরাজ্যভোগেচ্ছা দন্দ্বস্যান্তমুপেয়ুষঃ ॥ ৪ ॥
ততঃ পুত্রং বিবস্বন্তং শ্রেষ্ঠং ভ্রাতৃশতস্য হ।
অভিষিচ্য স্বকে রাজ্যে তপোবনমুপাগতঃ ॥ ৫ ॥
পুষ্করং ন্যম তীর্থানাং প্রবরং যত্র কেশবঃ।
পুণ্ডরীকাক্ষনামা তু পূজ্যতে তৎপরায়ণৈঃ ॥ ৬ ॥
তত্র গত্বা চ রাজর্ষিঃ কাশ্মীরাধিপতির্ব্বসুঃ।
অতিতীব্রেণ তপসা স্বশরীরমশোষয়ৎ ॥ ৭ ॥
পুণ্ডরীকাক্ষপারস্তু স্তবং ভক্ত্যা জপন্ বুধঃ।
আরিরাধয়িষুর্দ্দেবং নারায়ণমকল্মষং।
স্তোত্রান্তে তল্লয়ং প্রাপ্তঃ স রাজা রাজসত্তমঃ ॥ ৮ ॥

ধরণ্যুবাচ।

পুণ্ডরীকাক্ষপারস্তু স্তোত্রং দেব কথং স্মৃতম্।
কীদৃশং তন্মমাচক্ষ্ব পরমেশ্বর তত্ত্বতঃ ॥ ৯ ॥

বরাহ উবাচ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে মধুসূদন।
নমস্তে সর্ব্বলোকেশ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে ॥ ১০ ॥
বিশ্বমূর্ত্তিং মহাবাহুং বরদং সর্ব্বতেজসং।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষং বিদ্যাবিদ্যাত্মকং বিভুম্ ॥ ১১ ॥
আদিদেবং মহাদেবং বেদবেদাঙ্গপারগম্।
গভীরং সর্ব্বদেবানাং নমস্যে বারিজেক্ষণম্ ॥ ১২ ॥
সহস্রশীর্ষিণং দেবং সহস্রাক্ষং মহাভুজম্।
জগৎ সংব্যাপ্য তিষ্ঠন্তন্নমস্যে পরমাত্মনম্ ॥ ১৩ ॥
শরণ্যং শরণং দেবং বিষ্ণুং জিষ্ণুং সনাতনম্।
নীলমেঘপ্রতীকাশং নমস্যে চক্রপাণিনম্ ॥ ১৪ ॥
শুদ্ধং সর্ব্বগতং নিত্যং ব্যোমরূপং সনাতনম্।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তং নমস্যে সর্ব্বগং হরিম্ ॥ ১৫ ॥
নান্যৎ কিঞ্চিৎ প্রপশ্যামি ব্যতিরিক্তং ত্বয়াচ্যুত।
ত্বন্ময়ঞ্চ প্রপশ্যামি সর্ব্বমেতচ্চরাচরং ॥ ১৬ ॥
এবন্তু বদতস্তস্য মূর্ত্তিমান্ পুরুষঃ কিল।
নির্গত্য দেহান্নীলাভো ঘনচণ্ডো ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৭ ॥
রক্তাক্ষো হ্রস্বকায়স্তু দগ্ধস্থূণাসমপ্রভঃ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা কিং করোমি নরাধিপ ॥ ১৮ ॥

রাজোবাচ।

কোঽসি কিংকার্য্যমিহ তে কস্মাদাগতবানসি।
এতন্মে কথয় ব্যাধ এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ১৯ ॥

ব্যাধ উবাচ।

পূর্ব্বং কলিযুগে রাজস্ত্বং রাজা দক্ষিণাপথে।

পূর্ণধর্ম্মোদ্ভবঃ শ্রীমান্ জনস্থানে বিচক্ষণঃ ॥ ২০ ॥
স কদাচিদ্ভবান্ বীর স্বরগৈঃ পরিবারিতঃ।
অরণ্যমাগতো হন্তুং শ্বাপদানি বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥
তত্র ত্বয়া হ্যকামেন মৃগবেশধরো মুনিঃ।
দণ্ডযুগ্মেন দূরে তু পাতিতো ধরণীতলে ॥ ২২ ॥
সদ্যো মৃতশ্চ বিপ্রেন্দ্রস্ত্বঞ্চ রাজন্ মুদা যুতঃ।
হরিণোঽয়ং হত ইতি যাবৎ পশ্যসি পার্থিব।
তাবন্মৃগবপুর্ব্বিপ্রো মৃতঃ প্রস্রবণে গিরৌ ॥ ২৩ ॥
তং দৃষ্ট্বা ত্বং মহারাজ ক্ষুভিতেন্দ্রিয়মানসঃ।
গৃহাগতস্ততোঽন্যস্য কস্যচিৎ কথিতং ত্বয়া ॥ ২৪ ॥
ততঃ কতিপয়াহস্য ত্বয়া রাত্রৌ নরেশ্বর।
ব্রহ্মহত্যাভয়াদ্ভীতচিত্তেনৈতদ্বিচিন্তিতম্।
কৃত্যং করোমি শান্ত্যর্থং মুচ্যেয়ং যেন পাতকাৎ ॥ ২৫ ॥
ততস্ত্বয়া মহারাজ সক্রন্নারায়ণং প্রভুম্।
সঞ্চিন্ত্য দ্বাদশী শুদ্ধা ত্বয়া রাজন্নুপোষিতা ॥ ২৬ ॥
নারায়ণো মে সুপ্রীত ইতি প্রোক্ত্বা শুভেঽহনি।
গৌর্দ্দত্তা বিধিনা সদ্যো মৃতোঽস্যুদরশূলতঃ ॥ ২৭ ॥
অমুক্তো দ্বাদশীধর্ম্মো যত্তত্রাপি চ কারণম্।
কথয়ামি ভবৎপত্নী নাম্না নারায়ণী শুভা।
সা কণ্ঠগেন প্রাণেন ব্যাহৃতা তেন তে গতিঃ ॥ ২৮ ॥
কল্পমেকং মহারাজ জাতো বিষ্ণুপুরে তব।
অহঞ্চ তব দেহস্থঃ সর্ব্বং জানামি চাক্ষয়ং ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মগ্রহো মহাঘোরঃ পীড়য়ামীতি মে মতিঃ ॥ ৩০ ॥
তাবদ্বিষ্ণোস্তু পুরুষৈঃ কিঙ্করৈর্মুষলৈরহম্।

প্রহ্নতঃ সংক্ষয়ং জাতশ্চ্যুতস্তে রোমকূপতঃ।
স্বর্গস্থস্যাপি রাজেন্দ্র স্থিতোঽহং স্বেন তেজসা ॥৩১॥
ততোঽহঽহঃকল্পে নির্বৃত্তে রাত্রিকল্পেন সত্তম।
ইদানীমাদিসৃষ্টৌ তু কৃতে নৃপতিসত্তম ॥ ৩২ ॥
সম্ভূতস্ত্বং মহারাজ রাজ্ঞো সুমনসো গৃহে।
কাশ্মীরদেশাধিপতেরহং চাঙ্গরুহেস্তব।
যজ্ঞৈরিষ্টস্ত্বয়ানেকৈর্ব্বহুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥ ৩৩ ॥
ন চাহং তৈরপহৃতো বিষ্ণুস্মরণবর্জ্জিতৈঃ।
ইদানীং য়ত্ত্বয়া স্তোত্রং পুণ্ডরীকাক্ষপারগম্ ॥ ৩৪ ॥
পঠিতং তৎপ্রভাবেণ বিহায়াঙ্গরুহাণ্যহং।
একীভূতঃ পুনর্জ্জাতো ব্যাধরূপী নৃপোত্তম ॥ ৩৫ ॥
অহং ভগবতঃ স্তোত্রং শ্রুত্বা প্রাক্ পাপমূর্ত্তিনা।
মুক্তোঽস্মি ধর্ম্মবুদ্ধির্ম্মে বর্ত্ততে সাম্প্রতং বিভো ॥৩৬॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজা পরং বিস্ময়মাগতঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস তং ব্যাধং রাজসত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥

রাজোবাচ।

স্মারিতোঽস্মি যথা ব্যাধ ত্বয়া জন্মান্তরং গতম্।
তথা ত্বং মৎপ্রভাবেণ ধর্ম্মব্যাধো ভবিষ্যতি ॥ ৩৮ ॥
যশ্চৈতৎ পুণ্ডরীকাক্ষপারগং শৃণুয়াৎ পরং।
তস্য পুষ্করযাত্রায়াং বিধিস্নানফলং ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥

বরাহ উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজা বিমানবরমাস্থিতঃ।
পরেণ তেজসা যোগমবাপাশেষধারিণি ॥ ৪০ ॥

ইতি বরাহপুরাণে আদিভূতবৃত্তান্তে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ।

রৈভ্যোঽসৌ মুনিশার্দ্দূলঃ শ্রুত্বা সিদ্ধং বসুং তদা।
স্বয়ং কিমকরোদ্দেব সংশয়ো মে মহানয়ং ॥ ১ ॥

বরাহ উবাচ।

স রৈভ্যো মুনিশার্দ্দূল শ্রুত্বা সিদ্ধং বসুং তদা।
আজগাম গয়াং পুণ্যাং পিতৃতীর্থে তপোধনঃ ॥ ২ ॥
তত্র গত্বা পিতৄন্ ভক্ত্যা পিণ্ডদানেন তর্পয়ন্।
ততাপ সুমহত্তীব্রং তপঃ পরমদুশ্চরম্ ॥ ৩ ॥
চরতস্তস্য তত্তীব্রং তপো রৈভ্যস্য ধীমতঃ।
আজগাম মহাযোগী বিমানস্থোঽতিদীপ্তিমান্ ॥ ৪ ॥
ত্রসরেণুসমে শুদ্ধে বিমানে সূর্য্যসন্নিভে।
পরমাণুপ্রমাণেন পুরুষস্তত্র দীপ্তিমান্ ॥ ৫ ॥
সোঽব্রবীদ্রৈভ্য কিং কার্য্যং তপশ্চরসি সুব্রত।
এবমুক্ত্বা দিবোভূমিং মাপয়ামাস বৈ পুমান্ ॥ ৬ ॥
তত্রাপি রোদসী ব্যাপ্তং বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্।
যুগপদ্বিষ্ণুভবনং ব্যাপ্নুবন্তং দদর্শ সঃ ॥ ৭ ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো রৈভ্যঃ প্রণতিপূর্ব্বকম্।
পপ্রচ্ছ তং মহাযোগিন্ কো ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥৮॥

পুরুষ উবাচ।

অহং রুদ্রাদবরজো ব্রহ্মণো মানসঃ সুতঃ।
নাম্না সনৎকুমারেতি জনলোকে বসাম্যহম্ ॥ ৯ ॥

ভবতঃ পার্শ্বমায়াতঃ প্রণয়েন তপোধন।
ধন্যোঽসি সর্ব্বদা বৎস ব্রহ্মণঃ কুলবর্দ্ধনঃ ॥ ১০ ॥

রৈভ্য উবাচ।

নমোঽস্তু তে যোগিবর প্রসীদ
দয়াং মহ্যং কুরুষে বিশ্বরূপ।
কিমত্র কৃত্যং বদ যোগিসিংহ
ধন্যোঽহমুক্তো হি কথং ত্বয়াদ্য ॥ ১১ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

ধন্যস্ত্বমেব দ্বিজবর্য্যমুখ্য
যদ্বেদবাদাভিরতঃ পিতৄংশ্চ।
প্রীণাসি মন্ত্রব্রতজপ্যহোমৈ-
র্গয়াং সমাসাদ্য চ সর্ব্বপিণ্ডৈঃ ॥ ১২ ॥
শৃণুষ্ব চান্যো নৃপতির্ব্বভূব
বিশালনামা স পুরং বিশালং।
উবাচ ধন্যো ধৃতিমান্ সপুত্রঃ
স্বয়ং বিশালাধিপতির্দ্বিজাগ্র্যান্ ॥ ১৩ ॥
পপ্রচ্ছ পুত্রার্থমমিত্রহা স
তে ব্রাহ্মণাঃ প্রোচুরদীনসত্ত্বাঃ।
রাজন্ পিতৄংস্তর্পয় পুত্রহেতো-
র্গত্বা গয়ামন্নদানৈরনেকৈঃ ॥ ১৪ ॥
ধ্রুবং সুতস্তে ভবিতা নৃপেশ
সুসম্পদাতা সকলক্ষিতীশঃ ॥ ১৫ ॥
ইতীরিতে ব্রাহ্মণৈঃ স প্রহৃষ্টো
রাজা বিশালাধিপতিঃ প্রযত্নাৎ।

আগত্য তেন প্রবরেণ তীর্থে
মঘাসু ভক্ত্যাথ কৃতং পিতৃণাম্।
পিণ্ডপ্রদানং বিধিনা প্রযত্না-
ত্তাবদ্দিবিয়ত্যুত্তমমূর্ত্তয়স্ত্রীন্॥ ১৬॥
পশ্যন্ স পুংসঃ সিতপীতকৃষ্ণা-
নুবাচ রাজা কিমিদং ভবদ্ভিঃ।
উপেক্ষ্যতে শংসত সর্ব্বমেব।
কৌতূহলং মে মনসি প্রবৃত্তম্॥ ১৭॥

সিত উবাচ।

অহং সিতস্তে জনকোঽস্মি তাত
নাম্না চ বৃত্তেন কুলেন কর্ম্মণা।
অয়ঞ্চ মে জনকো রক্তবর্ণো-
নৃশংসকৃদ্ব্রহ্মহা পাপকারী॥ ১৮॥
অধীশ্বরো নাম পরঃ পিতাস্য
কৃষ্ণোবৃত্ত্যা কর্ম্মণা চাপি কৃষ্ণঃ।
এতেন কৃষ্ণেন হতাঃ পুরা বৈ
জন্মন্যনেকে ঋষয়ঃ পুরাণাঃ॥ ১৯॥
এতৌ মৃতৌ দ্বাবপি পুত্র রৌদ্র
মরীচিসঞ্জ্ঞং নরকং প্রপন্নৌ।
অধীশ্বরো মে জনকঃ পরোঽস্য
কৃষ্ণঃ পিতা দ্বাবপি দীর্ঘকালম্॥ ২০॥
অহঞ্চ শুদ্ধেন নিজেন কর্ম্মণা
শক্রাসনং প্রাপিতো দুর্লভং তৎ।

রৈভ্য উবাচ।

গদাধরং বিবুধজনৈরভিষ্টুতম্
ধৃতক্ষমং ক্ষুভিতজনার্ত্তিনাশনম্।
শিবং বিশালাসুরসৈন্যমর্দ্দনং
নমাম্যহং হৃতসকলাশুভং স্মৃতৌ ॥ ৩১ ॥
পুরাণপূর্ব্বং পুরুষং পুরুষ্টুতং
পুরাতনং বিমলমলং নৃণাং গতিম্।
ত্রিবিক্রমং হৃতধরণিং বলোর্জ্জিতং
গদাধরং রহসি নমামি কেশবম্ ॥ ৩২ ॥
বিশুদ্ধভাবং বিভবৈরুপাবৃতং
শ্রিয়াবৃতং বিগতমলং বিচক্ষণম্।
ক্ষিতীশ্বরৈরুপগতকিল্বিষৈঃ স্তুতং
গদাধরং প্রণমতি যঃ সুখং বসেৎ ॥ ৩৩ ॥
সুরাসুরৈরর্চ্চিতপাদপঙ্কজং*
কেয়ূরহারাঙ্গদমৌলিধারিণম্।
অব্জৌ শয়ানঞ্চ রথাঙ্গপাণিনং
গদাধরং প্রণমতি যঃ সুখং বসেৎ ॥ ৩৪ ॥
সিতং কৃতে ত্রেতযুগেঽরুণং বিভুং
তথা তৃতীয়ে নীলবর্ণমচ্যুতম্।
কলৌ যুগেঽলিপ্রতিমং মহেশ্বরং
গদাধরং প্রণমতি যঃ সুখং বসেৎ ॥ ৩৫ ॥
বীজোদ্ভবো যঃ সৃজতে চতুর্ম্মুখং
তথৈব নারায়ণরূপতো জগৎ।

প্রপালয়েদ্রুদ্রবপুস্তথান্তকৃৎ
গদাধরো জয়তু ষড়র্দ্ধমূর্ত্তিমান্॥ ৩৬ ॥
সত্বং রজশ্চৈব তমোগুণাস্ত্রয়-
স্ত্বেতেষু বিশ্বস্য সমুদ্ভবঃ কিল।
স চৈকএব ত্রিবিধো গদাধরো
দধাতু ধৈর্য্যং মম ধর্ম্মমোক্ষয়োঃ ॥ ৩৭ ॥
সংসারতোয়ার্ণবদুঃখতন্তুভি-
র্ব্বিয়োগনক্রক্রমণৈঃ সুভীষণৈঃ।
মজ্জন্তমুচ্চৈঃ সুতরাং মহাপ্লবো
গদাধরো মামুদধৌ তু যোঽতরৎ ॥ ৩৮ ॥
স্বয়ং ত্রিমূর্ত্তিঃ স্বমিবাত্মনাত্মনি
সশক্তিতশ্চাণ্ডমিদং সসর্জ্জ হ।
তস্মিঞ্জলোত্থাসনমাপ তৈজসং
সসর্জ্জ যস্তং প্রণতোঽস্মি ভূধরম্॥ ৩৯ ॥
মৎস্যাদিনামানি জগৎসু প্রশ্নুতে
সুরাদিসংরক্ষণতো বৃষাকপিঃ।
মখস্বরূপেণ স সন্ততো বিভু-
র্গদাধরো মে বিদধাতু সদ্গতিম্॥ ৪০ ॥

বরাহ উবাচ।

এবং স্তুতস্তদা বিষ্ণুর্ভক্ত্যা রৈভ্যেণ ধীমতা।
প্রাদুর্ব্বভূব সহসা পীতবাসা জনার্দ্দনঃ ॥ ৪১ ॥
শঙ্খচক্রগদাপাণির্গরুড়স্থো বিয়দ্গতঃ।
উবাচ মেঘগম্ভীরধীরবাক্ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪২ ॥

তুষ্টোঽস্মি রৈভ্য ভক্ত্যা তে স্তুত্যা চাপি দ্বিজোত্তম।
তীর্থস্নানেন চ বিভো ব্রূহি যত্তেঽভিবাঞ্ছিতম্॥ ৪৩॥

রৈভ্য উবাচ।

গতিং মে দেহি দেবেশ যত্র তে সনকাদয়ঃ।
বসেয়ন্তত্র যেনাহং ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥ ৪৪॥

দেব উবাচ।

এবমস্ত্বিতি তে ব্রহ্মন্নিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত।
ভগবানপি রৈভ্যস্তু দিব্যজ্ঞানসমন্বিতঃ॥ ৪৫॥
ক্ষণাদ্বভূব দেবেন পরিতুষ্টেন চক্রিণা।
জগাম যত্র তে সিদ্ধাঃ সনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ॥ ৪৬॥
এতচ্চ রৈভ্যনির্দ্দিষ্টং স্তোত্রং বিষ্ণোর্গদাভৃতঃ।
যঃ পঠেৎ স গয়াং গত্বা পিণ্ডদানাদ্বিশিষ্যতে॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে আদিভূতবৃত্তান্তে নারদজন্মোপাখ্যানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

যোঽসৌ বসোঃ শরীরে তু ব্যাধো ভূত্বা নৃপস্য হ।
স স্ববৃত্ত্যা স্থিতঃ কালং চতুর্ব্বর্ষসহস্রকম্॥ ১ ॥
একৈকং স্বকুটুম্বার্থে হত্বা বনচরং মৃগম্।
ভৃত্যাতিথিহুতাশানাং প্রীণনং কুরুতে সদা॥ ২ ॥
মিথিলায়াং বরারোহে সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
পিতৃণাং কুরুতে শ্রাদ্ধং স্বাচারেণ বিচক্ষণঃ॥ ৩ ॥
অগ্নিং পরিচরন্নিত্যং বদন্ সত্যং সুভাষিতম্।
প্রাণযাত্রানুসক্তস্তু যোঽসৌ জীবং ন পাতয়েৎ॥ ৪ ॥
এবন্তু বসতস্তস্য ধর্ম্মবুদ্ধির্ম্মহাতপাঃ।
পুত্রস্ত্বর্জ্জুনকো নাম বভূব মুনিবদ্বশী॥ ৫ ॥
তস্য কালেন মহতা চারিত্রেণ চ ধীমতঃ।
বভূবার্জ্জুনকা নাম কন্যা চ বরবর্ণিনী॥ ৬ ॥
তস্যা যৌবনকালে তু চিন্তয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
কস্যেয়ন্দীয়তে কন্যা কো বা যোগ্যঞ্চ বৈ পুমান্॥ ৭ ॥
ইতি চিন্তয়তস্তস্য মতঙ্গস্য সুতং প্রতি।
ধর্ম্মব্যাধস্য সুব্যক্তং প্রসন্নাখ্যং প্রতিব্রুবন্॥ ৮ ॥
এবং সঞ্চিন্ত্য মাতঙ্গং প্রসন্নম্প্রতি সোদ্যতঃ।
উবাচ তস্য পিতরম্প্রসন্নায়ার্জ্জুনীং ভবান্।
গৃহাণ তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বয়ন্দত্তাং মহাত্মনে॥ ৯ ॥

মতঙ্গ উবাচ।

প্রসন্নোঽয়ং মম সুতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
গৃহ্ণাম্যর্জ্জুনকাং কন্যাং ত্বৎসুতাং ব্যাধসত্তম॥ ১০ ॥

এবমুক্তে তদা কন্যাং ধর্ম্মব্যাধো মহাতপাঃ।
মতঙ্গপুত্রায় দদৌ প্রসন্নায় চ ধীমতে॥ ১১॥
ধর্ম্মব্যাধস্তদা কন্যাং দত্ত্বা স্বগৃহমীযিবান্।
সাপি শ্বশুরয়োর্ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণপরাভবৎ॥ ১২॥
অথ কালেন মহতা সা কন্যাঽর্জ্জুনকাঽশুভা।
উক্তা শ্বশ্রা সুতা পুত্রী জীবহন্তুস্ত্বমীদৃশী।
ন জানাসি তপশ্চর্ত্তুং ভর্ত্তুরারাধনং তথা॥ ১৩॥
সাঽপি স্বল্পাঽপরাধেন ভর্ৎসিতা তনুমধ্যমা।
পিতুর্ব্বেশ্মাগতা বালা রোদমানা মুহুর্মুহুঃ॥ ১৪॥
পিত্রা পৃষ্টা কিমেতত্তে পুত্রি রোদনকারণম্।
এবমুক্তা তদা সা তু কথয়ামাস ভামিনী॥ ১৫॥
শ্বশ্রাঽহমুক্তা তীব্রেণ কোপেন মহতা পিতঃ।
জীবহর্ত্তুঃ সুতেত্যুচ্চৈরসকৃদ্ব্যাধজেতি চ॥ ১৬॥
এতৎশ্রুত্বা স ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মব্যাধো রুষান্বিতঃ।
মতঙ্গস্য গৃহং সোঽথ গত্বা জনপদৈর্বৃতম্॥ ১৭॥
তস্যাগতস্য সম্বন্ধী মতঙ্গো জয়তাং বরঃ।
আসনাদ্যর্ঘপাদ্যেন পূজয়িত্বেদমব্রবীৎ॥ ১৮॥
কিমাগমনকৃত্যং তে কিং করোম্যাগতক্রিয়াম্॥ ১৯॥

ব্যাধ উবাচ।

ভোজনং কিঞ্চিদিচ্ছামি ভোক্তুং চৈতন্যবর্জ্জিতম্।
কৌতূহলেন যেনাঽহমাগতো ভবতো গৃহে॥ ২০॥

মতঙ্গ উবাচ।

গোধূমা ব্রীহয়শ্চৈব সংস্কৃতা মম বেশ্মনি।
ভুজ্যতাং ধর্ম্মবিচ্ছ্রেষ্ঠ যথাকামং তপোধন॥ ২১॥

ব্যাধ উবাচ।

পশ্যামি কীদৃশাস্তে হি গোধূমা ব্রীহয়ো যবাঃ।
স্বরূপেণ চ সন্ত্যেতে যেন বো বেদ্মি সত্তমঃ ॥ ২২ ॥

বরাহ উবাচ।

এবমুক্তে মতঙ্গেন শূর্পং গোধূমপূরিতম্।
অপরং তত্র ব্রীহীণাং ধর্ম্মব্যাধায় দর্শিতম্॥ ২৩ ॥
দৃষ্ট্বা ব্রীহীন্ স গোধূমান্ধর্ম্মব্যাধো বরাসনাৎ।
উত্থায় গন্তুমারেভে মতঙ্গেন নিবারিতঃ ॥ ২৪ ॥
কিমর্থং গন্তুমারব্ধং ত্বয়া বদ মহামতে।
অভুক্তেনৈব সংসিদ্ধং মদ্গৃহে চান্নমুত্তমম্।
পাচয়িত্বা স্বয়ঞ্চৈব কস্মাত্ত্বং নাদ্য ভুঞ্জসে ॥ ২৫ ॥

ব্যাধ উবাচ।

সহস্রশঃ কোটিশশ্চ জীবান্ হংসি দিনে দিনে।
অথেদৃশস্য পাপস্য কোঽন্নং ভুঞ্জতি সংপুমান্॥ ২৬ ॥
অচৈতন্যং যদি গৃহে বিদ্যতেঽন্নং সুসংস্কৃতম্।
তদানীমস্মি সংভোক্তা মত্বা তু স্বজনং তব ॥ ২৭ ॥
অহমেকং কুটুম্বার্থে হন্ম্যরণ্যে পশুং দিনে।
তঞ্চৈব পিতৃভ্যঃ সংকৃত্য দত্ত্বা ভুঞ্জামি সানুগঃ ॥২৮॥
ত্বন্তু জীবান্ বহূন্ হত্বা স্বকুটুম্বেন সাঽনুগঃ।
ভুঞ্জসে তেন সততমভোজ্যং তন্মতং মম ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মণা তু পুরা সৃষ্টা ওষধ্যঃ সর্ব্ববীরুধঃ।
যজ্ঞার্থং তত্তু ভূতানাং ভক্ষ্যমিত্যেব বৈ শ্রুতিঃ ॥৩০॥
দিব্যো ভৌমস্তথা পৈত্র্যো মানুষো ব্রাহ্ম এব চ।
এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণানাং হিতার্থায় ইতরেষাঞ্চ তন্মুখাঃ।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং ব্রাহ্মণৈঃ কারিতাঃ শুভাঃ ॥ ৩২ ॥
এবং কৃত্বা নরো ভুক্ত্বা তস্মাদ্বান্নং বিশুধ্যতি।
অন্যথা ব্রীহয়োঽপ্যেতে একৈকে মৃগপক্ষিণঃ।
মন্তব্যা দাতৃভোক্তৃণাং মহামাংসন্তু তৎস্মৃতম্ ॥৩৩॥
ময়া তে দুহিতা দত্তা পুত্রার্থে বরবর্ণিনী।
সা চ ত্বদ্ভার্য্যয়া প্রোক্তা দুহিতা জন্তুঘাতিনঃ।
অতোঽর্থমাগতোঽহন্তে গৃহং প্রতিসমীক্ষিতুম্ ॥৩৪॥
আচারং দেবপূজাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ তর্পণম্।
এতেষামেকমপ্যত্র কুর্ব্বন্নপি ন দৃশ্যসে ॥ ৩৫ ॥
তদহং গন্তুমিচ্ছামি পিতৃণাং শ্রাদ্ধকাম্যয়া।
স্বগৃহে নৈব ভুঞ্জামি পিতৃণাং কার্য্যমিত্যুত ॥ ৩৬ ॥
অহং ব্যাধো জীবঘাতো ন তু ত্বং লোকহিংসকঃ ॥৩৭॥
মৎসুতা জীবঘাতস্য যদোঢ়া ত্বৎসুতেন চ।
তন্মহত্ত্বঞ্চ সম্প্রাপ্তং প্রায়শ্চিত্তং তপোধন ॥ ৩৮ ॥
এবমুক্ত্বা স চোত্থায় শপ্ত্বা নারীং তদাম্বরে।
(মা স্নুষাভিঃ সমং শ্বশ্রা বিশ্বাসো ভবতু ক্বচিৎ ॥৩৯॥
মা চ স্নুষা কদাচিৎস্যাদ্বা শ্বশ্রূং জীবতোমিষেৎ।)
এবমুক্ত্বা গতো ব্যাধঃ স্বগৃহং প্রতি ভামিনি ॥ ৪০ ॥
ততো দেবান্ পিতৃন্ ভক্ত্যা পূজয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
পুত্রঞ্চার্জ্জুনকং স্থাপ্য স্বসন্তানং মহাতপাঃ।
ধর্ম্মব্যাধো জগামাশু তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥ ৪১ ॥
পুরুষোত্তমাখ্যঞ্চ পরন্তত্র গত্বা সমাহিতঃ।
তপশ্চচার নিয়মাৎপঠন্ স্তোত্রমিদং ধরে ॥ ৪২ ॥

নমামি বিষ্ণুং ত্রিদশারিনাশনং
বিশালবক্ষস্থলসংশ্রিতশ্রিয়ম্।
সুশাসনং নীতিমতাং পরাঙ্গতিং
ত্রিবিক্রমং মন্দরধারিণং সদা॥ ৪৩॥
দামোদরং নির্জ্জিতভূতলং ধিয়া
যশোংহশুশুভ্রং ভ্রমরাঙ্গসপ্রভম্।
স্তবে ভবং দৈত্যরিপুং পুরুষ্টুতং
নমামি বিষ্ণুং শরণং জনার্দ্দনম্॥ ৪৪॥
ত্রিধা স্থিতং তিগ্মরথাঙ্গপাণিনং
নয়স্থিতং যুক্তমনুত্তমৈর্গুণৈঃ।
নিঃশ্রেয়সাখ্যং ক্ষয়িতেতরং গুরুং
নমামি বিষ্ণুং পুরুষোত্তমং ত্বহম্॥ ৪৫॥
মহাবরাহো হবিষাং ভুজো জনো
জনার্দ্দনো মে হিতকৃচ্চতুর্ম্মুখঃ।
ক্ষিতীশ্বরো মামুদধিপ্লবে মহান্
স পাতু বিষ্ণুঃ শরণার্থিনং তু মাম্॥ ৪৬॥
মায়াততং যেন জগত্রয়ং কৃতং
যথাগ্নিনৈকেন ততং চরাচরম্।
চরাচরস্থ স্বয়মেব সর্ব্বতঃ
স মেঽস্তু বিষ্ণুঃ শরণং জগৎপতিঃ॥ ৪৭॥
ভবে ভবে যশ্চ সসর্জ্জ কং ততো
জগৎপ্রসূতং সচরাচরং ত্বিদম্।
ততশ্চ রুদ্রাত্মবতি প্রলীয়তে
ততো হরির্ব্বিষ্ণুহরস্তথোচ্যতে॥ ৪৮॥

রবীন্দুপৃথ্বীপবনাদিভাস্করাঃ
জলঞ্চ যস্য প্রভবন্তি মূর্ত্তয়ঃ।
স সর্ব্বদা মে ভগবান্ সনাতনো
দদাতু শং বিষ্ণুরচিন্ত্যরূপধৃক্॥ ৪৯ ॥
ইতীরিতে তস্য সনাতনঃ স্বয়ং
পুরো বভূবাম্বুতরূপদর্শনঃ।
বরং বৃণীষ্বেতি সনাতনোঽব্রবী-
দনন্তপাদোদরবাহুবক্ত্রঃ॥ ৫০ ॥
ইতীরিতো ব্যাধবরো জগাদ
প্রদীয়তামেষ বরঃ সুতেষপি।
ক্রিয়াকলাপেন তথাত্মবিদ্যয়া
কুলপ্রসূতাবপি তেঽনুগামিনঃ॥ ৫১ ॥
জ্ঞানোদয়স্ত্বস্য কুলস্য সর্ব্বদা
লয়স্তথা ব্রহ্মণি মে সনাতন।
ইতীরিতে তম্ভগবানুবাচ হ
প্রসন্নবুদ্ধির্ভবতে ময়া ত্বয়ম্॥ ৫২ ॥
বরো বিসৃষ্টশ্চ কুলস্য তে ময়া
লয়স্তথা ব্রহ্মণি শাশ্বতে তব।
ইতীরিতে দেববরেণ স ক্ষণাৎ
স্বদেহতস্তেজ উদীর্ণমৈক্ষত।
বিসর্জ্জয়ামাস কবিং সনাতনং
লয়ঞ্চ তত্র প্রতিপেদিবানসৌ॥ ৫৩ ॥
ইতীরিতং স্তোত্রবরন্ধরে নরঃ
পঠিষ্যতে যশ্চ শৃণোতি মানবঃ।

হরিং সমভ্যর্চ্চ্য সদা হ্যুপোষিতো
বিশেষতো বিষ্ণুদিনে চ মানবঃ।
স যাতি যত্র স্বয়মেব কেশবো
বসেত মন্বন্তরসপ্ততিং সুখম্ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে আদিভূতবৃত্তান্তে ধর্ম্মব্যাধচরিতং নাম
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ।

আদৌ কৃতযুগে নাথ কিং কৃতং বিশ্বমূর্ত্তিনা।
নারায়ণেন তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥

বরাহ উবাচ।

পূর্ব্বন্নারায়ণস্ত্বেকো নাসীৎ কিঞ্চিদ্ধরে পরম্।
সৈক এব রতিং লেভে নৈব স্বচ্ছন্দকর্ম্মকৃৎ ॥ ২ ॥
তস্য দ্বিতীয়মিচ্ছন্তশ্চিন্তা বুদ্ধ্যাত্মিকা বভৌ।
অভাবেত্যেব সংজ্ঞা যা ক্ষণত্ত্বাস্করসন্নিভা ॥ ৩ ॥
তস্যা অপি দ্বিধা ভূতা চিন্তাভূদ্ব্রহ্মবাদিনঃ।
উমেতি সংজ্ঞয়া যত্ত্বৎসদা মর্ত্ত্যে ব্যবস্থিতা ॥ ৪ ॥
উমেত্যেকাক্ষরীভূতা সসর্জ্জেমাং মহীন্তদা।
ভূঃ সসর্জ্জ ভুবং সোঽপি সসর্জ্জ চ ততো মহৎ ॥ ৫ ॥
ততশ্চ জন ইত্যেব ততশ্চাত্মা প্রলীয়তে।
এতদোতন্তথা প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৬ ॥

জগৎপ্রাণবতো ভূতং শূন্যমেতৎস্থিতস্তদা।
যেয়ং মূর্ত্তির্ভগবতঃ শঙ্করঃ স স্বয়ং হরিঃ ॥ ৭ ॥
শূন্যাল্লোকানিমান্ সৃষ্টা সিসৃক্ষুর্ম্মূর্ত্তিমুত্তমাম্।
ক্ষোভয়িত্বা মনোধাম তত্রাকারঃ স্বমাত্রতঃ।
স্থিতস্তস্মিন্ যদা ক্ষুব্ধে ব্রাহ্মাণ্ডমভবত্তদা ॥ ৮ ॥
তস্মিংস্তু শকলীভূতে ভূর্লোকঞ্চ ব্যবস্থিতম্।
অপরন্তু বনস্প্রায়াম্মধ্যে ভাস্করসন্নিভম্ ॥ ৯ ॥
পুরা ন বৃকসংস্থো যঃ পদ্মকোশো ব্যবস্থিতঃ।
স হি নারায়ণো দেবঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা ॥ ১০ ॥
অকারাদ্যং স্বরন্তাভ্যাং হলঞ্চ বিসবর্জ্জ হ।
অমূর্ত্তসৃষ্টৌ শাস্ত্রাণি উদগায়ত্তদা হি সঃ ॥ ১১ ॥
সৃষ্টা পুনরমেয়াত্মা চিন্তয়ামাস ধারণম্।
তস্য চিন্তয়তো নেত্রাত্তেজঃ সমভবন্মহৎ ॥ ১২ ॥
দক্ষিণং বহ্নিসঙ্কাশং বামন্তু হিনসন্নিভম্।
তদ্দৃষ্টা চন্দ্রসূর্য্যৌ তু কল্পিতৌ পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৩ ॥
ততঃ প্রাণঃ সমুত্তস্থৌ বায়ুশ্চ পরমেষ্ঠিনঃ।
স এব বায়ুর্ভগবান্ যোঽদ্যাপি হৃদিগো বিভুঃ ॥ ১৪ ॥
তস্মাদ্বহ্নিঃ সমুত্তস্থৌ তস্মাদগ্নের্জ্জলং মহৎ।
য এবাগ্নিঃ স বৈ তেজো ব্রাহ্মং পরমকারণম্ ॥ ১৫ ॥
বাহুভ্যামপ্যসৌ তেজঃ ক্ষাত্রন্তেজঃ সসর্জ্জ হ।
ঊরুভ্যামপি বৈশ্যাংশ্চ পদ্ভ্যাং শূদ্রাংস্তথা বিভুঃ ॥১৬॥
ততস্তু সসৃজে যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ তথা বিভুঃ।
চতুর্ব্বিধৈস্তু ভূর্লোকং ভুবো লোকং বিয়চ্চরৈঃ ॥১৭॥
ভূতৈঃ স্বর্মার্গগৈরন্যৈঃ স্বর্লোকং সমপূরয়ৎ।

মহর্লোকং তথা তৈস্তৈর্ভূতৈশ্চ সনকাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥
জনলোকস্ততশ্চৈব বৈরাজৈঃ সমপূরয়ৎ।
তপোলোকং ততো দেবৈস্তপোনিষ্ঠৈরপূরয়ৎ ॥ ১৯ ॥
অপুনর্ম্মারকৈর্দ্দেবৈঃ সত্যলোকমপূরয়ৎ।
সৃষ্টিং সৃষ্ট্বা তথা দেবো ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
কল্পসংজ্ঞাস্তদামোঘাৎ জগন্তি পরমেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥
তস্মিঞ্জগতি ভূর্লোকো ভুবোলোকশ্চ জায়ত।
স্বর্লোকশ্চ ত্রয়োঽপ্যেতে জায়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥২১॥
সুপ্তে তু দেবে কল্পান্তে তাবতী রাত্রিরিষ্যতে।
ত্রৈলোক্যমেতৎ সুপ্তং স্যাত্তথোপপ্লবতাঙ্গতম্ ॥২২॥
ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুত্থিতঃ কমলেক্ষণঃ।
চিন্তয়ামাস তান্বেদান্মাতরঞ্চ চতুর্ম্মপি ॥ ২৩ ॥

চিন্তয়ানঃ স দেবেশস্তান্বেদান্নাধ্যগচ্ছত।
লোকমার্গস্থিতিং কর্ত্তুং নিদ্রাজ্ঞানেন মোহিতঃ।
চিন্তয়ামাস দেবেশো নাত্র দেবো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৪ ॥
ততঃ স্বমূর্ত্তৌ তোয়াখ্যে লীনান্ দৃষ্ট্বা মহেশ্বরঃ।
জিঘৃক্ষুশ্চিন্তয়ামাস মৎস্যো ভূত্বাঽবিশজ্জলম্ ॥২৫॥

এবং ধ্যাত্বা মহামৎস্যস্তৎক্ষণাৎ সমজায়ত।
বিবেশ চ জলন্দেবঃ সমন্তাৎ ক্ষোভয়ন্নিব ॥ ২৬ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টে সহসা জলন্তু
মহামহীধ্রগ্রপুষি প্রকাশম্।
মাৎস্যং গতে দেববরে মহোদধিং
হরিং স্তবৈস্তুষ্টবুরুদ্ধৃতক্ষিতিম ॥ ২৭ ॥

নমোঽস্তু বেদান্তরগাপ্রতর্ক্য
নমোঽস্তু নারায়ণ মৎস্যরূপ।
নমোঽস্তু তে সুস্বর বিশ্বমূর্ত্তে
নমোঽস্তু বিদ্যাদ্বয়রূপধারিন্ ॥ ২৮ ॥
নমোঽস্তু চন্দ্রার্কমনেকরূপ
জলান্তবিশ্বস্থিতচারুনেত্র।
নমোঽস্তু বিষ্ণোঃ শরণং ব্রজামঃ
প্রপাহি নো মৎস্যতনুং বিহায় ॥ ২৯ ॥
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তমূর্ত্তে
পৃথক্ ন তে কিঞ্চিদিহাস্তি দেব।
ভবান্ন চাস্য ব্যতিরিক্তমূর্ত্তি-
স্ততো বয়ন্তে শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ৩০ ॥
খাত্মেন্দুবহ্নিশ্চ মনশ্চ রূপং
পুরাণমূর্ত্তেস্তব চাব্জনেত্র।
ক্ষমস্ব শম্ভো যদি ভক্তিহীনং
ত্বয়া জগদ্ভাসতি দেবদেব ॥ ৩১ ॥
বিরুদ্ধমেতত্তব দেবরূপং
সুভাষণং সুস্বনমদ্রিতুল্যম্।
পুরাণদেবেশ জগন্নিবাস
শমং প্রয়াহ্যচ্যুত তীব্রভানো ॥ ৩২ ॥
নমামঃ সর্ব্বে শরণং প্রপন্না
ভয়াচ্চ তে রূপমিদং প্রপশ্য।
লোকে সমস্তস্ত্ববতা বিনাঽদ্য
ন বিদ্যতে দেহগতং পুরাণম্ ॥ ৩৩ ॥

এবং স্তুতস্তদা দেবো জলস্থাগুগৃহে চ সঃ।
বেদান্ সোপনিষচ্ছাস্ত্রাণ্যতঃ স্বং রূপমাস্থিতঃ॥ ৩৪॥
যাবৎ স্বমূর্ত্তির্ভগবাংস্তাবদেব জগত্ত্বিদম্।
কূটস্থে তল্লয়ং যাতি বিকৃতস্থে বিবর্দ্ধতে॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে আদিভূতবৃত্তান্তে সৃষ্টিবর্ণনং নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

এবং সৃষ্টা জগৎসর্ব্বং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
বিররাম ততঃ সৃষ্টির্ব্ব্যবর্দ্ধত ধরে তদা॥ ১॥
বৃদ্ধায়ামথ সৃষ্টৌ তু সর্ব্বদেবাঃ পুরাতনম্।
নারায়ণাখ্যং পুরুষং যজন্তো বিবিধৈর্ম্মখৈঃ॥ ২॥
দ্বীপেষু চৈব সর্ব্বেষু বর্ষে চ মখৈর্হরিম্।
দেবাঃ সত্রৈর্ম্মহদ্ভিস্তে যজন্তঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তোষয়ামাসুরত্যর্থং স্বম্পূজ্যং কর্ত্তুমীপ্সবঃ॥ ৩॥
এবং তোষয়তাস্তেষাং বহুবর্ষসহস্রিকঃ।
কালো দেবস্তদা তুষ্টঃ প্রত্যক্ষত্বং জগাম হ॥ ৪॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রো
মহাগিরেঃ শৃঙ্গমিবোল্লিখংস্তদা।
উবাচ কিং কার্য্যমথো সুরেশো
ব্রূত বরন্দেববরা বরং বঃ॥ ৫॥

দেবা ঊচুঃ।

জয়স্ব গোবিন্দ মহানুভাব
ত্বয়া বরং নাথবরেণ দেবাঃ।
মনুষ্যলোকেঽপি ভবন্তমাদ্যং
বিহায় নাস্মান্ ভবতে হ কশ্চিৎ ॥ ৬ ॥
চন্দ্রাদিত্যৌ বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
সর্ব্বে ভবন্তং শরণাগতাঃ স্ম
কুরুষ্ব পূজ্যানিহ বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৭ ॥

এবমুক্তস্তদা তৈস্তু মহাযোগীশ্বরো হরিঃ।
করোমি সর্ব্বান্বঃ পূজ্যানিত্যুক্ত্বাঽন্তরধীয়ত ॥ ৮ ॥
দেবা অপি নিজৌকাংসি গতবন্তঃ সনাতনাঃ।
স্তুবন্তঃ পরমেশোঽপি ত্রিবিধত্বাবমাস্থিতঃ ॥ ৯ ॥
এবং ত্রিধা জগদ্ধাতা ভূত্বা দেবাম্মহেশ্বরঃ।
আরাধ্য সাত্ত্বিকং রাজস্তামসঞ্চ ত্রিধা স্থিতম্ ॥ ১০ ॥
সাত্ত্বিকেন পঠেদ্বেদান্যজন্যজ্ঞেন দেবতাঃ।
আত্মনোঽবয়বো ভূত্বা রাজসেনাপি কেশবঃ ॥ ১১ ॥
স কালরূপিণং রৌদ্রং প্রকৃত্যা শূলপাণিনম্।
আত্মনো রাজসীং মূর্ত্তিং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১২ ॥
তামসেনাপি ভাবেন অসুরেষু ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩ ॥
এবং ত্রিধা জগদ্ধাতা ভূত্বা দেবাম্মহেশ্বরঃ।
আরাধয়ামাস ততো লোকোঽপি বিবিধোঽভবৎ ॥ ১৪ ॥
এবং বিষ্ণুর্ম্মহেশানাং নাম গৃহ্নন্ব্যবস্থিতঃ।
স চ নারায়ণো দেবঃ কৃতে যুগবরে প্রভুঃ ॥ ১৫ ॥

ত্রেতায়াং রুদ্ররূপস্তু দ্বাপরে যজ্ঞমূর্ত্তিমান্‌।
কলৌ নারায়ণো দেবো বহুরূপো ব্যজায়ত ॥ ১৬ ॥
তস্মাদিকর্ত্তৃতো বিষ্ণোশ্চরিতং ভূরিতেজসঃ।
শৃণুষ্ব সর্ব্বং সুশ্রোণি গদতো মম ভামিনি ॥ ১৭ ॥
আসীৎ কৃতযুগে রাজা সুপ্রতীকো মহাবলঃ।
তস্য ভার্য্যাদ্বয়ং চাসীদবিশিষ্টং মনোরমম্‌ ॥ ১৮ ॥
বিদ্যুৎপ্রভা কান্তিমতী তয়োরেতে তু নামনী।
তয়োঃ পুত্রং সমং রাজা ন লেভে বলবানপি ॥ ১৯ ॥
যদা তদা মুনিশ্রেষ্ঠমাত্রেয়ং বীতকল্মষম্‌।
তোষয়ামাস বিধিনা চিত্রকূটে নগোত্তমে ॥ ২০ ॥
স ঋষিস্তোষিতস্তেন দীর্ঘকালং বরার্থিনা।
বরন্দিৎসুতয়া যাবদব্রীদত্রিজো মুনিঃ ॥ ২১ ॥
তাবদিন্দ্রোঽপি করিণা গতঃ পার্শ্বেন তস্য হ।
দেবসৈন্যৈঃ পরিবৃতস্তূষ্ণীমেব মহাবলঃ ॥ ২২ ॥
তং দৃষ্ট্বা তদ্গতপ্রীতিরপ্রীতিং প্রাপ্তবান্মুনিঃ।
চুকোপ দেবরাজায় শাপমুগ্রং সসর্জ্জ হ ॥ ২৩ ॥
যস্মাত্ত্বয়া মমাঽবজ্ঞা কৃতা মূঢ় দিবস্পতে।
ততস্ত্বং চালিতো রাজ্যাদন্যলোকে বসিষ্যসি ॥ ২৪ ॥
এবমুক্ত্বাঽপি কোপেন সুপ্রতীকঞ্চ ভূপতিম্‌।
উবাচ রাজন্‌ পুত্রস্তে ভবিতা দৃঢ়বিক্রমঃ ॥ ২৫ ॥
ইন্দ্ররূপোপমঃ শ্রীমানুদ্যচ্ছস্ত্রঃ প্রতাপবান্‌।
বিদ্যাপ্রভাবতত্ত্বজ্ঞঃ ক্রূরকর্ম্মা ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥
দুর্জ্জয়োঽতিবলী রাজা এবমুক্ত্বা গতো মুনিঃ ॥ ২৭ ॥
সোঽপি রাজা সুপ্রতীকো ভার্য্যায়াং গর্ভমাবহৎ।

বিদ্যুৎপ্রভায়াং ধর্মজ্ঞঃ সাঽপি কালে ত্বসূয়ত ॥ ২৮ ॥
তস্যাঃ পুত্রঃ সমভবদ্দুর্জ্জয়াখ্যো মহাবলঃ।
জাতকর্ম্মাদিসংস্কারং তস্য চক্রে মুনিঃ স্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥
তস্য চেষ্টৈর্ব্বলেনাসৌ মুনেঃ সাম্যো বভূব হ।
বেদশাস্ত্রার্থবিদ্যায়াং পারগো ধর্ম্মবান্ শুচিঃ ॥ ৩০ ॥
যা দ্বিতীয়াঽভবৎপত্নী তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
নাম্না কান্তিমতী ধন্যা তস্যাঃ পুত্রো বভূব হ।
নাম্না সুদ্যুম্ন ইত্যেবং বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৩১ ॥
অথ কালেন মহতা স রাজা রাজসত্তমঃ।
সুপ্রতীকঃ সুতন্দৃষ্টা দুর্জ্জয়ং যোগ্যমন্তিকে ॥ ৩২ ॥
আত্মনো বৃদ্ধভাবঞ্চ বারাণস্যধিপো বলী।
চিন্তয়ামাস রাজ্যার্থং দুর্জ্জয়ং প্রতি ভামিনি ॥ ৩৩ ॥
এবং সঞ্চিন্ত্য ধর্ম্মাত্মা তস্য রাজ্যং দদৌ নৃপঃ।
স্বয়ঞ্চ চিত্রকূটাখ্যং পর্ব্বতং স জগাম হ ॥ ৩৪ ॥
দুর্জ্জয়োঽপি মহদ্রাজ্যং হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
সংযোজ্য চিন্তয়ামাস রাজ্যবৃদ্ধিং প্রতি প্রভুঃ ॥ ৩৫ ॥
এবং সঞ্চিন্ত্য মেধাবী হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
সমেতাং বাহিনীং কৃত্বা উত্তরাং দিশমাশ্রিতঃ ॥৩৬॥
তস্য চোত্তরতো দেশাঃ সর্ব্বে সিদ্ধা মহাত্মনঃ।
ভারতাখ্যমিদং বর্ষং সাধয়িত্বা সুদুর্জ্জয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
ততঃ কিংপুরুষং নাম বর্ষং তেনাঽপি সাধিতম্।
ততঃ পরতরঞ্চান্যদ্ধরিবর্ষং জিগায় সঃ ॥ ৩৮ ॥
রম্যং রোমাবতং বাপি কুরুভদ্রাশ্বমেব চ।
ইলাবৃতং মেরুমধ্যমেতৎসর্ব্বং জিগায় সঃ ॥ ৩৯ ॥

জিত্বা জম্বাখ্যমেতদ্ধি দ্বীপং যাবদসৌ নৃপঃ।
জগাম দেবরাজানং জেতুং সর্ব্বং সুরান্বিতম্ ॥ ৪০ ॥
মেরুপর্ব্বতমারুহ্য দেবগন্ধর্ব্বদানবান্।
গুহ্যকান্ কিন্নরাঁদৈত্যাংস্ততো ব্রহ্মসুতো মুনিঃ।
নারদো দুর্জ্জয়জয়ং দেবরাজায় শংসত ॥ ৪১ ॥
তত ইন্দ্রস্ত্বরাযুক্তো লোকপালৈঃ সমন্বিতঃ।
জগাম দুর্জ্জয়ং হন্তুং সোঽচিরেণাস্ত্রনির্জ্জিতম্ ॥৪২॥
বিহায় পর্ব্বতং মেরুং মর্ত্ত্যলোকমিহাগতঃ ॥ ৪৩ ॥
পূর্ব্বদেশে চ দেবেন্দ্রো লোকপালৈঃ সমং প্রভুঃ।
স্থিতবাংস্তস্য সুমহচ্চরিতং সম্ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥
দুর্জ্জয়শ্চ সুরাঞ্জিত্বা যাবৎপ্রতিনিবর্ত্ততে।
গন্ধমাদনপৃষ্ঠে তু স্কন্ধাবারনিবেশনম্।
কৃত্বাঽবস্থিতসম্ভারমাগতৌ তাপসৌ তু তম্ ॥ ৪৫ ॥
তাবাগতৌ তথাঽব্রূতাং রাজন্দুর্জ্জয় লোকপাঃ।
নিবারিতাস্ত্বয়া সর্ব্বে লোকপালৈর্ব্বিনা জগৎ।
ন প্রবর্ত্তেত্ততো দেহি তৎপদং সুখমুত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥
এবমুক্তে ততস্তৌ তু দুর্জ্জয়ঃ প্রাহ ধর্ম্মবিৎ।
কৌ ভবন্তাবিতি ততস্তাবূচতুররিন্দমৌ ॥ ৪৭ ॥
বিদ্যুৎসুবিদ্যনামানাবসুরাবিতি নামতঃ।
ত্বয়া সম্প্রতি চেচ্ছামো ধর্ম্মং সৎসু সুসংস্কৃতম্ ॥৪৮॥
লোকপানাং সর্ব্বমাবাঙ্কর্ম্ম কুর্ব্বঃ সুদুর্জ্জয়।
এবমুক্তে দুর্জ্জয়েন তৌ স্বর্গে সন্নিবেশিতৌ ॥ ৪৯ ॥
লোকপালৌ কৃতৌ সদ্যস্ততোঽন্তর্দ্ধানমাপতুঃ।
তয়োরপি মহৎকর্ম্ম চরিতঞ্চ ধরাধরে ॥ ৫০ ॥

ক্ষীরাব্ধৌ যত্র দেবেশো হরিঃ শেতে স্বয়ং প্রভুঃ।
তত্র বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ সর্ব্বে প্রণতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৬২ ॥
দেবদেব হরে সর্ব্বং সৈন্যং ত্বসুরসত্তমৈঃ।
পরাজিতং পরিত্রাহি ভীতং বিহ্বললোচনম্ ॥ ৬৩ ॥
ত্বয়া দেবাসুরে যুদ্ধে পূর্ব্বং ত্রাতা স্ম কেশব।
সহস্রবাহোঃ ক্রূরস্য সমরে কালনেমিনঃ ॥ ৬৪ ॥
ইদানীমপি দেবেশ অসুরৌ দেবকন্টকৌ।
হেতৃপ্রহেতৃনামানৌ বহুসৈন্যপরিচ্ছদৌ।
তৌ হত্বা ত্রাহি নঃ সর্ব্বান্ দেবদেব জগৎপতে ॥৬৫॥
এবমুক্তস্ততো দেবো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
অহং যাস্যামি তৌ হন্তুমিত্যুবাচ জগৎপতিঃ ॥৬৬॥
এবমুক্তাস্ততো দেবা মেরুপর্ব্বতসন্নিধৌ।
প্রতস্থুস্তেহথ মনসা চিন্তয়ন্তো জনার্দ্দনম্ ॥ ৬৭ ॥
তৈঃ সঞ্চিন্তিতমাত্রস্তু দেবশ্চক্রগদাধরঃ।
আবয়োঃ সৈন্যমাবিশ্য এক এব মহাবলঃ ॥ ৬৮ ॥
একধা দশধাত্মানং শতধা চ সহস্রধা।
লক্ষধা কোটিধা কৃত্বা স্বভৃত্যা চ জগৎপতিঃ ॥ ৬৯ ॥
এবং স্থিতে দেববরেহস্মৎসৈন্যে মহাবলঃ।
যঃ কশ্চিদসুরো রাজন্নাবয়োর্ব্বলমাশ্রিতঃ।
স হতঃ পতিতো ভূমৌ দৃশ্যতে গতচেতনঃ ॥ ৭০ ॥
এবং তৎ সহসা সৈন্যং মায়য়া বিশ্বমূর্ত্তিনা।
নিহত্য মাংসলকলম্পাত্তিধ্বজসমাকুলম্ ॥ ৭১ ॥
চতুরঙ্গং বলং সর্ব্বং হত্বা দেবো রথাঙ্গধৃক্।
আবাং শেষাবথো দৃষ্টা গতোহন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ ॥ ৭২ ॥

আবয়োরীদৃশং কর্ম্ম দৃষ্টং দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
ততস্তমেব শরণং গতাবারাধনায় বৈ॥ ৭৩॥
ত্বঞ্চাস্মন্মিত্রতনয়ঃ সুপ্রতীকাত্মজো নৃপঃ।
ইমে চ আবয়োঃ কন্যে গৃহাণ মনুজেশ্বর।
হেতৃকন্যা সুকেশী তু মিশ্রকেশী প্রহেতৃণঃ॥ ৭৪॥
দুর্জ্জয়স্ত্বেবমুক্তস্তু হেতৃণা তে উভে শুভে।
কন্যে জগ্রাহ ধর্ম্মেণ ভার্য্যার্থং মনুজেশ্বরঃ॥ ৭৫॥
তে লব্ধা সহসা রাজা মুদা পরময়া যুতঃ।
আজগাম স্বকং রাষ্ট্রং নিজসৈন্যসমাবৃতঃ॥ ৭৬॥
ততঃ কালেন মহতা তস্য পুত্রদ্বয়ং বভৌ।
সুকেশ্যাঃ প্রভবঃ পুত্রো মিশ্রকেশ্যাঃ সুদর্শনঃ॥ ৭৭॥
স রাজা দুর্জ্জয়ঃ শ্রীমাংল্লব্ধা পুত্রদ্বয়ং শুভম্।
স্বয়ং কালান্তরে শ্রীমাঞ্জগামারণ্যমন্তিকে॥ ৭৮॥
তত্রস্থো বনজাঞ্জন্তূন্ বন্ধয়ন্ বৈ ভয়ঙ্করান্।
দদর্শারণ্যমাশ্রিত্য মুনিং স্থিতমকল্মষম্॥ ৭৯॥
তপস্যন্তং মহাভাগং নাম্না গৌরমুখং শুভম্।
ঋষিবৃন্দস্য গোপ্তারং ত্রাতারং পাপিনাং স্বয়ম্॥৮০॥

তস্যাশ্রমো বিমলজলাবিলোমরুঃ
সুগন্ধিবৃক্ষপ্রবরো দ্বিজন্মনঃ।
ররাজ জীমূত ইবাম্বরান্মহী-
মুপাগতঃ প্রবরবিমানবদ্গৃহঃ॥ ৮১॥
জ্বলন্মুখাগ্নিপ্রতিভাসিতাম্বরঃ
সুশুদ্ধসংবাসিতবেশকুট্টকঃ।
শিষ্যৈঃ সমুচ্চারিতসামনাদকঃ

সুরূপযোষিদৃষিকন্যকাযুতঃ।
ইতীদৃশোঽস্যাবসথো বরাশ্রমে
সুপুষ্পিতাশেষতরুপ্রসূনঃ ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে দুর্জ্জয়চরিতং নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ততস্তমীদৃশং দৃষ্ট্বা তদা গৌরমুখাশ্রমম্।
দুর্জ্জয়শ্চিন্তয়ামাস রম্যমাশ্রমমণ্ডলম্। ১॥
প্রবিশাম্যত্র পশ্যামি ঋষীন্ পরমধার্ম্মিকান্।
চিন্তয়িত্বা তদা রাজা প্রবিবেশ তমাশ্রমম্॥ ২॥
তস্য প্রবিষ্টস্য ততো রাজ্ঞঃ পরমহর্ষিতঃ।
চকার পূজাং ধর্ম্মাত্মা তদা গৌরমুখো মুনিঃ॥ ৩॥
স্বাগতাদিক্রিয়াঃ কৃত্বা কথান্তে তং মহামুনিঃ।
স্বশক্ত্যাহং নৃপশ্রেষ্ঠ সানুগস্য তু ভোজনম্।
করিষ্যামি প্রমুচ্যন্তাং সাধুবাহা ইতি দ্বিজঃ॥ ৪॥
এবমুক্ত্বা স্থিতস্তূষ্ণীং স মুনিঃ শংসিতব্রতঃ।
রাজাপি তস্থৌ তদ্ভক্ত্যা স্বসহায়ৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৫॥
অক্ষৌহিণ্যো বলস্যাস্য পঞ্চমাত্রং তদা স্থিতাঃ।
অয়ঞ্চ তাপসঃ কিং মে দাস্যতে ভোজনং ত্বিহ॥ ৬॥
নিমন্ত্র্য দুর্জ্জয়ং বিপ্রস্তদা গৌরমুখো নৃপম্।
চিন্তয়ামাস কিঞ্চাস্য ময়া দেয়ং তু ভোজনম্॥ ৭॥

এবং চিন্তয়তস্তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
স্থিতো মনসি দেবেশো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥
ততঃ সংস্মৃত্য মনসা দেবং নারায়ণং তদা।
তোষয়ামাস গঙ্গায়াং প্রবিশ্য মুনিসত্তমঃ ॥ ৯ ॥

ধরণ্যুবাচ।

কথং গৌরমুখো বিষ্ণুং তোষয়ামাস ভূধর।
এতন্মে কৌতুকং শ্রোতুং সম্যগিচ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥১০॥

বরাহ উবাচ।

নমোঽস্তু বিষ্ণবে নিত্যং নমস্তে পীতবাসসে।
নমস্তে চাদ্যরূপায় নমস্তে জলরূপিণে ॥ ১১ ॥
নমস্তে সর্ব্বসংস্থায় নমস্তে জলশায়িনে।
নমস্তে ক্ষিতিরূপায় নমস্তে তৈজসাত্মনে ॥ ১২ ॥
নমস্তে বায়ুরূপায় নমস্তে ব্যোমরূপিণে।
ত্বং দেবঃ সর্ব্বভূতানাং প্রভুস্ত্বমসি হৃচ্ছয়ঃ ॥ ১৩ ॥
ত্বমোঙ্কারো বষট্কারঃ সর্ব্বত্রৈব চ সংস্থিতঃ।
ত্বমাদিঃ সর্ব্বদেবানাং তব চাদির্ন বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥
ত্বং ভূস্ত্বঞ্চ ভুবোদেবস্ত্বং জনস্ত্বং মহঃ স্মৃতঃ।
ত্বং তপস্ত্বঞ্চ সত্যঞ্চ ত্বয়ি দেব চরাচরম্ ॥ ১৫ ॥
ত্বত্তো ভূতমিদং সর্ব্বং বিশ্বং ত্বত্ত ঋগাদয়ঃ।
ত্বত্তঃ শাস্ত্রাণি জাতানি ত্বত্তো যজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥১৬॥
ত্বত্তো বৃক্ষা বীরুধশ্চ ত্বত্তঃ সর্ব্ববনৌষধী।
পশবঃ পক্ষিণঃ সর্পাস্ত্বত্ত এব জনার্দ্দন ॥ ১৭ ॥
মমাপি দেবদেবেশ রাজা দুর্জ্জয়সংজ্ঞিতঃ।
আগতোঽভ্যাগতস্তস্য আতিথ্যং কর্ত্তুমুৎসহে ॥১৮॥

তস্য মে নির্ধনস্যাদ্য দেবদেব জগৎপতে।
ভক্তিনম্রস্য দেবেশ কুরুষ্বান্নাদ্যসঞ্চয়ম্ ॥ ১৯ ॥
যং যং স্পৃশামি হস্তেন যঞ্চ পশ্যামি চক্ষুষা।
কাষ্ঠং বা তৃণকন্দং বা তত্তদন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ২০ ॥
তথা ত্বন্যতমং বাপি যদ্ধ্যাতং মনসা ময়া।
তৎসর্ব্বং সিদ্ধ্যতাং মহ্যং নমস্তে পরমেশ্বর ॥ ২১ ॥

বরাহ উবাচ।

ইতি স্তুত্যা তু দেবেশস্তুতোষ জগতাং পতিঃ।
মুনেস্তস্য স্বকং রূপং দর্শয়ামাস কেশবঃ ॥ ২২ ॥
উবাচ সুপ্রসন্নাত্মা ব্রূহি বিপ্র বরং পরম্।
এবং শ্রুত্বাক্ষিণী যাবদুন্মীলয়তি বৈ মুনিঃ ॥ ২৩ ॥
তদা শঙ্খগদাপাণিঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ।
গরুড়স্থোঽপি তেজস্বী দ্বাদশাদিত্যসুপ্রভঃ ॥ ২৪ ॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতিঃ।
যদি ভা সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥
তত্রৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
দদর্শ স মুনির্দ্দেবি বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ২৬ ॥
ননাম শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরথাব্রবীৎ।
যদি মে বরদো দেবো ভূয়াদ্ভক্তস্য কেশব ॥ ২৭ ॥
ইদানীমেষ নৃপতির্যথা সবলবাহনঃ।
মমাশ্রমে কৃতাহারঃ শ্বঃ প্রযাতা স্বকং গৃহম্ ॥ ২৮ ॥
ইত্যুক্তস্তস্য দেবেশো বদতঃ সংবভূব হ।
চিত্তসিদ্ধিং দদৌ তস্মৈ মণিঞ্চ সুমহাপ্রভম্ ॥ ২৯ ॥
তং দত্ত্বান্তর্দ্দধে দেবঃ স চ গৌরমুখো মুনিঃ।

জগাম চাশ্রমং পুণ্যং নানাঋষিনিষেবিতম্ ॥ ৩০ ॥
তত্র গত্বা স বিপ্রেন্দ্রশ্চিন্তয়ামাস বৈ মুনিঃ।
হিমবচ্ছিখরাকারং মহাভ্রমিব চোন্নতম্।
শশাঙ্করশ্মিসঙ্কাশং গৃহং বৈ শতভূমিকম্ ॥ ৩১ ॥
তাদৃশানাং সহস্রাণি লক্ষকোট্যশ্চ সর্ব্বশঃ।
গৃহাণি নির্ম্মমে বিপ্রো বিষ্ণোর্ল্লব্ধবরস্তদা ॥ ৩২ ॥
প্রাকারাণি ততোপান্তে তল্লগ্নোদ্যানকানি চ।
কোকিলাকুলঘুষ্টানি নানাদ্বিজবরাণি চ ॥ ৩৩ ॥
চম্পকাশোকপুন্নাগনাগকেসরবন্তি চ।
নানাজাত্যাস্তথা বৃক্ষা গৃহোদ্যানেষু সর্ব্বশঃ ॥ ৩৪ ॥
হস্তিনাং হস্তিশালাশ্চ তুরগাণাঞ্চ মন্দুরাঃ।
চকার সঞ্চয়ান্ বিপ্রো নানাভক্ষ্যাণি সর্ব্বশঃ ॥ ৩৫ ॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যন্তথা লেহ্যং চোষ্যং বহুবিধং তথা।
চকারান্নাদ্যবিষয়ং হেমপাত্রাণি সর্ব্বতঃ ॥ ৩৬ ॥
এবমুক্ত্বা স বিপ্রস্তু রাজানং ভূরিতেজসম্।
উবাচ সর্ব্বসৈন্যানি প্রবিশন্তু গৃহানিতি ॥ ৩৭ ॥
এবমুক্তস্ততো রাজা তদ্গৃহং পর্ব্বতোপমম্।
প্রবিবেশান্তরেম্বন্যে ভৃত্যা বিবিশুরাশু বৈ ॥ ৩৮ ॥
ততস্তেষু প্রবিষ্টেষু তদা গৌরমুখো মুনিঃ।
প্রগৃহ্য তং মণিং দিব্যং রাজানঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥
মজ্জনাভ্যবহারার্থং পথি প্রক্রামতে তথা।
বিলাসিনীস্তথা দাসান্ প্রেষয়িষ্যামি তে নৃপ ॥ ৪০ ॥
এবমুক্ত্বা স বিপ্রেন্দ্রস্তং মণিং বৈষ্ণবং তদা।
একান্তে স্থাপয়ামাস রাজ্ঞস্তস্য প্রপশ্যতঃ ॥ ৪১ ॥

তস্মিন্ স্থাপিতমাত্রে তু মণৌ শুদ্ধসমপ্রভে।
নিশ্চেরুর্যোষিতস্তত্র দিব্যরূপাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪২ ॥
সুকুমারাঙ্গরাগাদ্যাঃ সুকুমারা বরাঙ্গনাঃ।
সুকপোলাঃ সুচার্ব্ব্যঙ্গ্যঃ সুকেশান্তাঃ সুলোচনাঃ ॥৪৩॥
কাশ্চিৎ সৌবর্ণ্যপাত্রীশ্চ গৃহীত্বা সম্প্রতস্থিরে।
এবং যোষিদ্গণাস্তত্র নরাঃ কর্ম্মকরাস্তথা ॥ ৪৪ ॥
নির্জগ্মুস্তস্য নৃপতেঃ সর্ব্বে ভৃত্যা নৃপস্য হ।
কেবলং ভোজনং পূর্ব্বং পরিধানঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪৫ ॥
তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বভৃত্যানাং রাজমার্গেণ মজ্জনম্।
দদৃশুস্তে নরাস্তাসাং হস্তিনাং চারুগামিনাম্ ॥ ৪৬ ॥
নানাবিধানি তূর্য্যাণি তত্র বাদ্যন্ত সর্ব্বশঃ।
মজ্জতো নৃপতেস্তস্য ননৃতুশ্চান্যযোষিতঃ ॥ ৪৭ ॥
অপরাশ্চ জগুস্তত্র শক্রস্যেব প্রমজ্জতঃ ॥ ৪৮ ॥
এবং দিব্যোপচারেণ স্নাত্বা রাজা মহামনাঃ।
চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্রো বিস্ময়াবিষ্টচেতনঃ।
কিমিদম্মুনিসামর্থ্যাত্তপসো বাথবা মণেঃ ॥ ৪৯ ॥
এবং স্নাত্বোত্তমে বস্ত্রে পরিধায় নৃপস্তথা।
বিবিধান্নন্তু বিধিনা বুভুজে স নৃপোত্তমঃ ॥ ৫০ ॥
যথা চ নৃপতেঃ পূজা কৃতা তেন মহর্ষিণা।
তদ্বদ্ভৃত্যজনস্যাপি চকার মুনিসত্তমঃ ॥ ৫১ ॥
যাবৎ স রাজা বুভুজে সভৃত্যবলবাহনঃ।
তাবদস্তগিরিং ভানুর্জগামাঽরুণসপ্রভঃ ॥ ৫২ ॥
ততস্তু রাত্রিঃ সমপদ্যতাঽধুনা
শরচ্ছশাঙ্কোজ্জ্বলনক্ষমমণ্ডিতা।

করোতি রাগং স চ রোহিণীধবঃ
সুসঙ্গতং সৌম্যগুণৈর্যুতোঽপি চ ॥ ৫৩ ॥
ভৃগূদ্বহঃ কৃষ্ণতরাংশুভানুনা
সহোদ্যতো দৈত্যগুরুঃ সুরাধিপঃ।
অথাঽন্যথাপক্ষগতো ন রাজতে
স্বভাবযোগেন মতিস্তু দেহিনাম্ ॥ ৫৪ ॥
সুরক্ততাং ভূমিসুতশ্চ মুচ্যতে
রাহুঃ শিতং চন্দ্রমসোঽংশবঃ সিতাঃ।
যুক্তঃ স্বভাবো জগতঃ সুরাসুরৈ
র্ননু স্বভাবো বলবীর্য্যকৃন্নৃপঃ ॥ ৫৫ ॥
শনৈশ্চরাখ্যাপিতরশ্মিমণ্ডলে
সূর্য্যাগ্রসিদ্ধান্তকথেব নির্ম্মলে।
করোতি কেতুর্ন পরোমহত্তম-
স্তদা কুশীলেষু গতিশ্চ নির্ম্মলা ॥ ৫৬ ॥
বুধোচ্চবুদ্ধির্জগতো বিভাবয়ন্
ররাজ রাজ্ঞস্তনয়ঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
ভৃতীক্ষ্ণুকঃ কক্ষবিবাহিতাশ্চরাৎ
ভবেদয়ং সাধুষু সম্মিতো ধ্রুবম্ ॥ ৫৭ ॥
করোতি কেতুঃ কপিলং বিয়চ্চিরং
রাজ্ঞঃ সুরাণাং পথি সংস্থিতো ভৃশম্।
ন দুর্জ্জনঃ সজ্জনসংসাদি ক্বচিৎ
করোতি শুদ্ধং নিজকর্ম্মকৌশলম্ ॥ ৫৮ ॥
শশাঙ্করশ্মিপ্রতিভাসিতা অপি
প্রসাদমীয়ুর্নরতীঃ পদে পদে।

কুলংভুবাঃ সম্ভবধর্ম্মপত্নয়ো
মহাংশুযোগান্মহতাং সমুন্নতিঃ ॥ ৫৯ ॥
ত্রিদোষসংক্রান্তিকৃতোঽস্য সর্ব্বশঃ
সুতেন রাজ্ঞোবরুণস্য সূর্য্যজাঃ।
চিরং জিতা কৌশিকসন্নিবেশিতা
ন বেদকর্ম্ম ক্বচিদন্যথা ভবেৎ ॥ ৬০ ॥
দ্বন্দ্বঃ সমেতামনয়ঃ শিশুঃ পুরা
হরিং য আরাধিতবান্নৃপাসনম্।
লক্ষ্ম্যাপি বুদ্ধ্যা সুচিরং প্রকাশিতং
ধ্রুবেণ বিষ্ণুস্মরণেন দুর্লভম্ ॥ ৬১ ॥
ইতীব সা রাত্রিরভূন্মুনেঃ শুভে
বরাশ্রমে দুর্জ্জয়ভূপতেঃ শুভা।
সভৃত্যবর্গঃ সগজাশ্বদন্তিনাম্
সুভক্তবস্ত্রাভরণাদিপূজয়া ॥ ৬২ ॥
ইতীদৃশো যে বররত্নচিত্রিতাঃ
সুপট্টসংবীতবরাম্বিতাঃ সদা।
গৃহেষু পর্য্যঙ্কবরাঃ সমাস্থিতাঃ
সুরূপযোষিৎস্মিতভঙ্গভাসুরাঃ ॥ ৬৩ ॥
স তত্র রাজা বিসসর্জ্জ ভূভৃতঃ
স্বয়ং সুভৃত্যানপি সর্ব্বতো গৃহম্।
গতেষু সুষ্বাপ বরস্ত্রিয়া বৃতঃ
সুরেশবৎ স্বর্গগতঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬৪ ॥
এবং সুমনসস্তস্য সভৃত্যস্য মহাত্মনঃ।
ঋষেস্তস্য প্রভাবেণ হৃষ্টাঃ প্রসুষুপুস্তদা ॥ ৬৫ ॥

ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং স রাজা তাঃ পুনঃ স্ত্রিয়ঃ।
অন্তর্দ্ধানং গতাস্তত্র দৃষ্ট্বা তানি গৃহাণি বা॥ ৬৬॥
অদৃশ্যানি মহার্হাণি বরাসনগতানি চ।
স রাজা বিস্ময়াবিষ্টশ্চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ॥ ৬৭॥
কথমেবং মণির্ম্মহ্যং ভবতীতি পুনঃ পুনঃ।
চিন্তয়ন্নধিগম্যাথ স রাজা দুর্জ্জয়স্তথা॥ ৬৮॥
চিন্তামণিমিমঞ্চাস্য হরামীতি বিচিন্ত্য চ।
প্রয়াণং নোদয়ামাস স রাজাশ্রমবাহ্যতঃ॥ ৬৯॥
আশ্রমস্য বহির্গত্বা নাতিদূরে সবাহনঃ।
ততো বিরোচনাখ্যং বৈ প্রেষয়ামাস মন্ত্রিণম্॥ ৭০॥
ঋষের্গৌরমুখস্যাপি মণের্যাচনকর্ম্মণি।
ঋষিস্তঞ্চ সমাগত্য মণিং যাচিতুমুদ্যতঃ॥ ৭১॥
রত্নানাং ভাজনং রাজা মণিং তস্মৈ প্রদীয়তাম্।
অমাত্যেনৈবমুক্তস্তু ক্রুদ্ধো গৌরমুখোঽব্রবীৎ॥ ৭২॥
প্রতিগ্রাহীতি বিপ্রস্তু রাজা চৈব দদাতি চ।
ত্বঞ্চ রাজা পুনর্ভূত্বা যাচসে দীনবৎ কথম্॥ ৭৩॥
এবং ব্রূহি দুরাচারং রাজানং দুর্জ্জয়ং স্বয়ম্।
গচ্ছ দ্রুতং দুরাচারং মা ত্বাং লোকোঽত্যগাদিতি॥৭৪॥
এবমুক্তস্তদা দূতো জগাম চ নৃপান্তিকম্।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং যদুক্তং ব্রাহ্মণেন চ॥ ৭৫॥
ততঃ ক্রোধপরীতাত্মা শ্রুত্বা ব্রাহ্মণভাষিতম্।
দুর্জ্জয়ঃ প্রাহ নীলাখ্যং শামন্তং গচ্ছ মা চিরম্॥৭৬॥
ব্রাহ্মণস্য মণিং গৃহ্য তূর্ণমেহি যদৃচ্ছয়া॥ ৭৭॥
এবমুক্তস্তদা নীলো বহুসেনাপরিচ্ছদঃ।

জগাম স চ বিপ্রস্য বন্যমাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ৭৮ ॥
তত্রাগ্নিহোত্রশালায়াং দৃষ্টা তং মণিমাহিতম্।
উত্তীর্য্য স্যন্দনান্নীলঃ সোঽবারোহত ভূতলে ॥ ৭৯ ॥
অবতীর্ণে ততস্তস্মিন্নীলে পরমদারুণে।
ক্রূরবুদ্ধ্যা মণেস্তস্মান্নির্জ্জগ্মুঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৮০ ॥
সরথাঃ সধ্বজাঃ সাশ্বাঃ সবাণাঃ সাসিচর্ম্মিণঃ।
সধনুষ্কাঃ সতূণীরা যোধাঃ পরমদুর্জ্জয়াঃ ॥ ৮১ ॥
নিশ্চেরুস্তং মণিস্ত্বিত্ত্বা অসঙ্খ্যেয়া মহাবলাঃ।
তত্র সজ্জা মহাশূরা দশ পঞ্চ চ সঙ্খ্যয়া ॥ ৮২ ॥
নামভিস্তান্মহাভাগে কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ।
সুপ্রভোদীপ্রতেজাশ্চ সুরশ্মিঃ শুভদর্শনঃ ॥ ৮৩ ॥
সুকান্তিঃ সন্দরঃ সুন্দঃ প্রদ্যুম্নঃ সুমনাঃ শুভঃ।
সুশীলঃ সুখদঃ শম্ভুঃ সুদান্তঃ সোম এব চ।
এতে পঞ্চদশ প্রোক্তা নায়কা উত্থিতা মণেঃ ॥ ৮৪ ॥
ততো বিরোচনং দৃষ্টা বহুসৈন্যপরিষ্কৃতম্।
যোধয়ামাসুরব্যগ্রা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ধনুংষি তেষাং কনকপ্রভাণি
শরান্ সুজাম্বূনদপুংখনদ্ধান্।
পতন্তি খড়্গানি বিভীষণানি
ভুশুণ্ডিশূলাঃ পরমপ্রধানাঃ ॥ ৮৬ ॥
রথো রথং সম্পরিবার্য্য তস্থৌ
গজোগজস্যাপি হয়ো হয়স্য।
পদাতিরত্যুগ্রপরাক্রমশ্চ
পদাতিমেব প্রসসার চাগ্র্যম্ ॥ ৮৭ ॥

দ্বন্দ্বান্যনেকানি তথৈব যুদ্ধে
দ্রবন্তি শূরাঃ পরিভৎ সয়ন্তঃ।
বিভীষণং নির্গতসাধুমার্গং
বভূব রক্তপ্রভবং সুঘোরম্ ॥ ৮৮ ॥
তথা প্রবৃত্তে তুমুলে চ যুদ্ধে
হতঃ স রাজ্ঞঃ সচিবো বিসংজ্ঞঃ।
সহানুগঃ সর্ব্ববলৈরুপেতো
জগাম বৈবস্বতমন্দিরায় ॥ ৮৯ ॥
তস্মিন্ হতে দুর্জ্জয়রাজমন্ত্রিণি
উপাযযৌ স্বেন বলেন রাজা।
স দুর্জ্জয়ঃ সাশ্বরথোঽতিতীব্রঃ
প্রতাপবাংস্তৈর্ম্মণিজৈর্য্যুযোধ ॥ ৯০ ॥
ততস্তস্মিংস্তদা রাজ্ঞো মহৎকদনমাবভৌ ॥ ৯১ ॥
ততো হেতৃপ্রহেতৃভ্যাং শ্রুত্বা জামাতরং রণে।
যুধ্যমানং মহাবাহুং ততশ্চাযযতুশ্চমূম্ ॥ ৯২ ॥
তস্মিন্ বলে যে দৈতেয়াস্তান্ শৃণুষ্ব ধরেরিতান্।
প্রঘসো বিঘসশ্চৈব সজ্ঘসোঽশনিসপ্রভঃ।
বিদ্যুৎপ্রভঃ সুঘোষশ্চ উন্মত্তাক্ষো ভয়ঙ্করঃ ॥ ৯৩ ॥
অগ্নিদন্তোঽগ্নিতেজাশ্চ বাহুঃ শক্রঃ প্রতর্দ্দনঃ।
বিরাধো ভীমকর্ম্মা চ বিপ্রচিত্তিস্তথৈব চ ॥ ৯৪ ॥
এতে পঞ্চদশ শ্রেষ্ঠা অসুরাঃ পরমায়ুধাঃ ॥ ৯৫ ॥
অক্ষৌহিণীপরীবার একৈকোঽত্র পৃথক্ পৃথক্।
মহামায়াস্তু সমরে দুর্জ্জয়স্য দুরাত্মনঃ।
যুযুধুর্ম্মণিজৈঃ সার্দ্ধং মহাসৈন্যপরিচ্ছদাঃ ॥ ৯৬ ॥

দীপ্রতেজাস্ত্রিভির্ব্বাণৈঃর্ব্বিঘসং সম্প্রবিধ্যত।
সজ্জসন্দশভির্ব্বাণৈঃ সুরশ্মিঃ প্রত্যবিধ্যত ॥ ৯৭ ॥
অশনিপ্রভং রণেঽবিধ্যৎ পঞ্চভিঃ শুভদর্শনঃ।
বিদ্যুৎপ্রভং সুকান্তিস্তু সুঘোষং সুন্দরস্তথা ॥ ৯৮ ॥
উন্মত্তাখ্যং তথাবিধ্যৎ সুন্দঃ পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
চকর্ত্ত চ ধনুস্তস্য শিতেন নতপর্ব্বণা ॥ ৯৯ ॥
সুমনা অগ্নিদংষ্ট্রন্তু সুবেদশ্চাগ্নিতেজসম্।
সুনলো বায়ুশক্রৌ তু সুবেদস্তু প্রতর্দ্দনম্ ॥ ১০০ ॥
পরস্পরং সুযুদ্ধেন যোধয়িত্বাস্ত্রলাঘবাৎ।
যথাসংখ্যেন তে দৈত্যাঃ পুনর্ম্মণিভবৈর্হতাঃ ॥ ১০১ ॥
যাবৎ স সঙ্গরো ঘোরো মহাংস্তেষাং ব্যবর্দ্ধত।
তাবৎ সমিৎকুশাদীনি কৃত্বা গৌরমুখো মুনিঃ।
আগতো মহদাশ্চর্য্যসংগ্রামং ভীমদর্শনম্ ॥ ১০২ ॥
বহুসৈন্যপরীবারং স্থিতং তঞ্চাপি দুর্জ্জয়ম্।
তং দৃষ্ট্বা স মুনির্দ্বারি চিন্তাপরম এব হি ॥ ১০৩ ॥
উপবিশ্যাধিগম্যাথ মণেঃ কারণমেব হ।
এবং কৃত্বা মণিকৃতং রৌদ্রং গাঢ়ঞ্চ সংযুগম্।
চিন্তয়ামাস দেবেশং হরিঙ্গৌরমুখো মুনিঃ ॥ ১০৪ ॥
স দেবঃ পুরতস্তস্য পীতবাসাঃ খগাসনঃ।
কিমত্র তে ময়া কার্য্যমিতি বাণীমুদীরয়ৎ ॥ ১০৫ ।
স ঋষিঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রোবাচ পুরুষোত্তমম্।
জহীমং দুর্জ্জয়ং পাপং সৈন্যেন পরিবারিতম্ ॥ ১০৬ ॥
এবং মুক্তস্তদা তেন চক্রং জ্বলনসন্নিভম্।
তেন চক্রেণ তৎ সৈন্যমসুরৈর্দুর্জ্জয়ং ক্ষণাৎ ॥ ১০৭ ॥

নিমেষান্তরমাত্রেণ সমগ্রং ভস্মসাৎকৃতম্॥ ১০৮॥
এবং কৃত্বা ততো দেবো মুনিং গৌরমুখন্তদা।
উবাচ নিমিষেণেদং নিহতন্দানবং কুলম্॥ ১০৯॥
অরণ্যেঽস্মিংস্ততস্ত্বেবং নৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতম্।
ভবিষ্যতি যথার্থং বৈ ব্রাহ্মণানাং নিবেশনম্॥ ১১০॥
অহঞ্চ যজ্ঞপুরুষ এতস্মিন্ বনগোচরে।
নাম্না যাজ্যাঃ সদা চেমে দশ পঞ্চ চ নায়কাঃ॥ ১১১॥
কৃতে যুগে ভবিষ্যন্তি রাজানো মণিজা ইমে॥ ১১২॥
এবমুক্ত্বা ততো দেবো গতোঽন্তর্দ্ধানমীশ্বরঃ।
দ্বিজোঽপি স্বাশ্রমং তস্থৌ মুদা পরময়া যুতঃ॥ ১১৩॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে দুর্জ্জয়চরিতং নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

ততস্তত্র রথাঙ্গাগ্নৌ দগ্ধাংশ্চ্ছ্রুত্বা নরোত্তমান্।
মহচ্ছোকপরীতাত্মা চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ॥ ১॥
তস্য চিন্তয়তস্ত্বেবন্তত্ত্ববুদ্ধিরজায়ত।
চিত্রকূটে গিরৌ বিষ্ণুঃ রাঘবশ্চ প্রকীর্ত্ত্যতে॥ ২॥
ততোঽহং নামসংজ্ঞাভির্হরিং স্তৌমি জগৎপতিম্
ইতি সঞ্চিন্ত্য নৃপতির্জগাম গিরিমুত্তমম্॥ ৩॥

চিত্রকূটং মহাপুণ্যং নৃপঃ স্তোত্রমুদীরয়ৎ ॥ ৪ ॥

দুর্জ্জয় উবাচ।

নমামি রামং নরনাথমচ্যুতং
কবিং পুরাণং ত্রিদশাহরিনাশনম্।
শিবস্বরূপং প্রভবং মহেশ্বরং
সদা প্রপন্নার্ত্তিহরং ধৃতশ্রিয়ম্ ॥ ৫ ॥
ভবান্ সদা দেব সমস্ততেজসাং।
করোষি তেজাংসি সমস্তরূপধৃক্।
ক্ষিতৌ ভবান্ পঞ্চগুণস্তথা জলে
চতুঃপ্রকারস্ত্রিবিধোঽথ তেজসি ॥ ৬ ॥
দ্বিধাঽথ বায়ৌ বিয়তি প্রতিষ্ঠিতো
ভবান্ হরিঃ শব্দচরঃ পুমানসি।
ভবাঞ্ছশী সূর্য্যহুতাশনোঽসি
ত্বয়ি প্রলীনং জগদেতদুচ্যতে ॥ ৭ ॥
ভবৎপ্রতিষ্ঠং রমতে জগদ্যতঃ
ততোঽসি রামেতি জগৎপ্রতিষ্ঠিতঃ।
ভবার্ণবে দুঃখতরোর্ম্মিসঙ্কুলে
তথাক্ষমীনগ্রহনক্রভীষণে ॥ ৮ ॥
ন মজ্জতি ত্বংস্মরণপ্লবো নরঃ
স্মৃতোঽসি রামেতি তথা তপোবনে।
বেদেষু নষ্টেষু ভবাংস্তথা হরে
করোষি মাংস্যং বপুরাত্মনঃ সদা ॥ ৯ ॥
যুগক্ষয়ে রঞ্জিতসর্ব্বদিঙ্মুখে
ভবাংস্তথাগ্নির্ব্বহুরূপধৃগ্বিভো।

কৌর্ম্মং তথা স্বং বপুরাস্থিতঃ সদা
যুগে যুগে মাধব সিন্ধুমন্থনে ॥ ১০ ॥
ন চান্যদস্তীতি ভবৎসমং ক্বচিৎ
জনার্দ্দনাদ্যং প্রবভূব চোত্তমম্ ।
ত্বয়া ততং বিশ্বমিদং মহাত্মন্
লোকাখিলা বেদদিশশ্চ সর্ব্বাঃ ॥ ১১ ॥
কথং ত্বমাদ্যং পরমস্তু ধাম
বিহায় চান্যং শরণং ব্রজামি ।
ভবানেকঃ পূর্ব্বমাসীত্ততশ্চ
মহানয়ং সলিলং বহ্নিরূপৈঃ ।
বায়ুস্তথা খঞ্চ মনোঽপি বুদ্ধি-
স্ত্বত্তোগুণাস্ত্বং প্রভবঞ্চ সর্ব্বম্ ॥ ১২ ॥
ত্বয়া ততং বিশ্বমিদং সমস্তং
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ।
সমস্তবিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে
সহস্রবাহো জয় দেব দেব
নমোঽস্তু রামায় মহানুভাব ॥ ১৩ ॥
ইতি স্তুতো দেববরঃ প্রসন্নঃ
তদা তু রাজ্ঞঃ সৌপ্রতীকস্য মূর্ত্তিম্ ।
সন্দর্শয়ামাস ততোঽভ্যুবাচ
বরং বৃণীষ্বেতি চ সৌপ্রতীক ॥ ১৪ ॥
এবং শ্রুত্বা বচনং তস্য রাজা
সসম্ভ্রমঞ্চ দেববরং প্রণম্য
উবাচ দেবেশ্বর মে প্রযচ্ছ

মাং যজস্বেতি তেনোক্তাস্তদা তে পরমেষ্ঠিনা।
আত্মনাত্মানমেবাগ্রে অযজন্ত ইতি শ্রুতিঃ ॥ ১০ ॥
তেষাং বৈ ব্রহ্মজাতানাং মহাবৈকারিকর্ম্মণাম্।
অশপদ্ব্যভিচারো হি মহানেষ কৃতো যতঃ।
প্রভ্রষ্টজ্ঞানিনঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥
এবং শপ্তাস্ততস্তে বৈ ব্রহ্মণাত্মসমুদ্ভবাঃ।
সদ্যো বংশকরান্ পুত্ত্রানুৎপাদ্য ত্রিদিবং যযুঃ ॥ ১২ ॥
ততস্তেষু প্রযাতেষু ত্রিদিবং ব্রহ্মবাদিষু।
তৎপুত্ত্রাঃ শ্রাদ্ধদানেন তর্পয়ামাসুরঞ্জসা ॥ ১৩ ॥
তে চ বৈমানিকাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণঃ সপ্ত মানসাঃ।
তং পিণ্ডদানং মন্ত্রোক্তং প্রপশ্যন্তো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৪ ॥

গৌরমুখ উবাচ।

যে চ তে পিতরো ব্রহ্মন্যং চ কালং সমাসতে।
কিয়ন্তো বৈ পিতৃগণাস্তস্মিন্ লোকে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৫ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

প্রবর্ত্তন্তে বরাঃ কেচিদ্দেবানাং সোমবর্দ্ধনাঃ।
তে মরীচ্যাদয়ঃ সপ্ত স্বর্গে তে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬ ॥
চত্বারো মূর্ত্তিমন্তো বৈ ত্রয়স্ত্বন্যে হ্যমূর্ত্তয়ঃ।
তেষাং লোকনিসর্গঞ্চ কীর্ত্তয়িষ্যামি তং শৃণু ॥ ১৭ ॥
লোকাঃ সন্তানকা নাম যত্র তিষ্ঠন্তি ভাস্বরাঃ।
দেবানাং পিতরস্তে হি তান্যজন্তীহ দেবতাঃ ॥ ১৮ ॥
এতে বৈ লোকবিভ্রষ্টা লোকান্ প্রাপ্য সনাতনান্।
পুনর্যুগশতান্তেষু জায়ন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৯ ॥
তে প্রাপ্য তাং স্মৃতিম্ভূয়ঃ সাধ্যযোগমনুত্তমম্।

চিন্ত্য যোগগতিং শুদ্ধাং পুনরাবৃত্তিদুর্লভাম্ ॥ ২০ ॥
এতে স্ম পিতরঃ শ্রাদ্ধে যোগিনাং যোগবর্দ্ধনাঃ।
আপ্যায়িতাস্তু তে সর্ব্বে যোগিযোগবলেন চ ॥ ২১ ॥
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধানি দেয়ানি যোগিনাং যোগিসত্তম।
এষ বৈ প্রথমঃ সর্গঃ সোমপানামনুত্তমঃ ॥ ২২ ॥
এতে ত একতনবো বর্ত্তন্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
ভূর্লোকবাসিনাং যাজ্যাঃ স্বর্গলোকনিবাসিনঃ ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মপুত্রা মরীচ্যাদ্যাস্তেষাং যাজ্যা মরুদ্গণাঃ।
কল্পবাসিকসংজ্ঞানাং তেষামপি জনৈর্দৃতাঃ ॥ ২৪ ॥
সনকাদ্যাস্ততস্তেষাং বৈরাজা তপসি স্থিতাঃ।
তেষাং সপ্ত গণাঃ প্রোক্তা ইত্যেষা পিতৃসন্ততিঃ ॥২৫॥
তেঽপি যাজ্যাঃ পৃথগ্বর্ণৈর্ন শূদ্রেভ্যঃ পৃথক্কৃতাঃ।
বর্ণত্রয়াভ্যনুজ্ঞাতঃ শূদ্রঃ সর্ব্বান্ পিতৄন্ যজেৎ ॥ ২৬ ॥
তে তু তস্য পৃথক্ সন্তি পিতরঃ শূদ্রজাতয়ঃ।
মুক্তাশ্চেতনকা ব্রহ্মন্ন দৃশ্যন্তে পিতৃষপি ॥ ২৭ ॥
বিশেষশাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু পুরাণানাঞ্চ দর্শনাৎ।
এবং ঋষিস্তুতৈঃ শাস্ত্রৈর্জ্ঞাত্বা যাজ্যান্ স্বসম্ভবান্।
স্বয়ং সৃষ্ট্যাং স্মৃতির্লব্ধা পুত্রাণাং ব্রহ্মণা ততঃ ॥২৮॥
পরং নির্ব্বাণমাপন্নাস্তেঽপি জ্ঞানেন এব চ ॥ ২৯ ॥
বস্বাদীনাং কশ্যপাদ্যা বর্ণানাং বসরাদয়ঃ।
অবিশেষেণ বিজ্ঞেয়া গন্ধর্ব্বাদ্যা অপি ধ্রুবম্ ॥ ৩০ ॥
এষ তে পৈতৃকঃ সর্গ উদ্দেশেন মহামুনে।
কথিতো নাস্ত এবাস্য বর্ষকোট্যা হি দৃশ্যতে ॥ ৩১ ॥
শ্রাদ্ধস্য কালান্ বক্ষ্যামি তান্ শৃণুষ্ব দ্বিজোত্তম ॥ ৩২ ॥

শ্রাদ্ধার্হমাগতন্দ্রব্যং বিশিষ্টমথবা দ্বিজম্।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত বিজ্ঞায় ব্যতিপাতেঽয়নে তথা ॥ ৩৩ ॥
বিষুবে চৈব সংপ্রাপ্তে গ্রহণে শশিসূর্য্যয়োঃ।
সমস্তেষ্বেব বিপ্রেন্দ্র রাশিষর্কেঽতিগচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥
নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু দুষ্টস্বপ্নাবলোকনে।
ইচ্ছাশ্রাদ্ধানি কুর্ব্বীত নবশস্যাগমে তথা ॥ ৩৫ ॥
অমাবস্যা যদা আর্দ্রাবিশাখাস্বাতিযোগিনী।
শ্রাদ্ধৈঃ পিতৃগণস্তৃপ্তিং তদাপ্নোত্যষ্টবার্ষিকী ॥ ৩৬ ॥
অমাবস্যা যদা পুষ্যে রৌদ্রেঽর্ক্ষে চ পুনর্ব্বসৌ।
দ্বাদশাব্দং তথা তৃপ্তিং প্রযান্তি পিতরোঽর্চ্চিতাঃ ॥৩৭॥
বাসবাজৈকপাদর্ক্ষে পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতাম্।
বারুণে চাপ্যমাবাস্যা দেবানামপি দুর্লভা ॥ ৩৮ ॥
নবস্বর্ক্ষেষ্বমাবাস্যা যদা তেষু দ্বিজোত্তম।
তদা শ্রাদ্ধানি দেয়ানি অক্ষয্যফলমিচ্ছতাম্।
অপি কোটিসহস্রেণ পুণ্যস্যান্তো ন বিদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অথাপরম্পিতরঃ শ্রাদ্ধকালং
রহস্যমস্মাৎ প্রবদন্তি পুণ্যম্।
বৈশাখমাসস্য তু যা তৃতীয়া
নবম্যসৌ কার্ত্তিকশুক্লপক্ষে ॥ ৩৯ ॥
নভস্যমাসস্য তমিস্রপক্ষে
ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে।
উপপ্লবে চন্দ্রমসো রবেশ্চ
চতসৃষ্বপ্যষ্টকাস্বয়নদ্বয়ে চ ॥ ৪১ ॥

পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্ব্বিমিশ্রং
দদ্যাৎপিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাসহস্রং
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥ ৪২ ॥
মাঘাসিতে পঞ্চদশী কদাচি-
দুপৈতি যোগং যদি বারুণেন।
ঋক্ষেণ কালঃ পরমঃ পিতৃণাং
ন ত্বল্পপুণ্যৈর্দ্বিজ লভ্যতেঽসৌ ॥ ৪৩ ॥
কালে ধনিষ্ঠা যদি নাম তস্মিন্
লভ্যেত বিপ্রেন্দ্র যদা পিতৃভ্যঃ।
দত্তং জলান্নং প্রদদাতি তৃপ্তিং
বর্ষাযুতং তৎকুলজৈর্ম্মনুষ্যৈঃ ॥ ৪৪ ॥
তত্রৈব চেদ্ভাদ্রপদা তু পূর্ব্বা
কালে তদা যৈঃ ক্রিয়তে পিতৃভ্যঃ।
শ্রাদ্ধং পরান্তৃপ্তিমুপৈত্যনেন
যুগং সমগ্রং পিতরঃ স্বপন্তি ॥ ৪৫ ॥
গঙ্গাং শতদ্রুমথবা বিপাশাং
সরস্বতীং নৈমিষগোমতীং বা।
ততো গবাদ্যার্চ্চনমাদরেণ
কৃত্বা পিতৃণামহিতানি হন্তি ॥ ৪৬ ॥
গায়ন্তি চৈতৎ পিতরঃ কদা তু
ত্রয়োদশীযুক্তমঘাসু ভূয়ঃ।
বর্ষাসিতান্তে শুভতীর্থতোয়ৈঃ
যাস্যাম তৃপ্তিং তনয়াদিদত্তৈঃ ॥ ৪৭ ॥

চিত্তঞ্চ বিত্তঞ্চ নৃণাং বিশুদ্ধং
ষষ্টশ্চ কালঃ কথিতো বিধিশ্চ।
পাত্রং যথোক্তং পরমা চ ভক্তি-
র্নৃণাং প্রযচ্ছন্ত্যভিবাঞ্ছিতানি ॥ ৪৮ ॥
পিতৃগীতাংস্তথৈবাত্র শ্লোকাংস্তাঞ্ছৃণু সত্তম।
শ্রুত্বা তথৈব ভবিতা ভাব্যন্তত্রবিধাত্মনা ॥ ৪৯ ॥
অপি ধন্যঃ কুলে জায়াদস্মাকং মতিমান্নরঃ।
অকুর্ব্বন্ বিত্তশাঠ্যং যঃ পিণ্ডান্নো নির্ব্বপিষ্যতি ॥ ৫০ ॥
রত্নবস্ত্রমহাযানং সর্ব্বন্তোয়াদিকং বসু।
বিভবে সতি বিপ্রেভ্যঃ অস্মানুদ্দিশ্য দাস্যতি ॥ ৫১ ॥
অন্নেন বা যথাশক্ত্যা কালেঽস্মিন্ ভক্তিনম্রধীঃ।
ভোজয়িষ্যতি বিপ্রাগ্র্যাংস্তন্মাত্রবিভবো নরঃ ॥ ৫২ ॥
অসমর্থোঽন্নদানস্য বন্যশাকং স্বশক্তিতঃ।
প্রদাস্যতি দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ স্বল্পাং যো বাপি দক্ষিণাম্ ॥৫
তত্রাপ্যসামর্থ্যযুতঃ করৈর্গৃহ্যাসিতাংস্তিলান্।
প্রণম্য দ্বিজমুখ্যায় কস্মৈচিদপি দাস্যতি ॥ ৫৪ ॥
তিলৈঃ সপ্তাষ্টভির্ব্বাপি সমবেতজ্জলাঞ্জলিম্।
ভক্তিনম্রঃ সমুদ্দিশ্য যোঽস্মাকং সম্প্রদাস্যতি ॥ ৫৫ ॥
যতঃ কুতশ্চিৎ সম্প্রাপ্য গোভ্যো বাপি গবাহ্নিকম্।
অভাবে প্রীণয়েত্তস্মাদ্ভক্ত্যা যুক্তঃ প্রদাস্যতি ॥ ৫৬ ॥
সর্ব্বাভাবে বনং গত্বা কক্ষমূলপ্রদর্শকঃ।
সূর্য্যাদিলোকপালানামিদমুচ্চৈঃ পঠিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥
ন মেঽস্তি বিত্তং ন ধনং ন চান্যৎ
শ্রাদ্ধস্য যোগ্যং স্বপিতৄন্নতোঽস্মি।

তৃপ্যন্তু ভক্ত্যা পিতরো ময়েতৌ
ভুজৌ ততৌ বর্ত্মনি মারুতস্য ॥ ৫৮ ॥
ইত্যেব পিতৃভির্গীতং ভাবাভাবপ্রয়োজনম্।
কৃতস্তেন ভবেৎ শ্রাদ্ধং য এবং কুরুতে দ্বিজঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি বরাহপুরাণে শ্রাদ্ধকল্পে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এতন্মে কথিতং পূর্ব্বং ব্রহ্মপুত্রেণ ধীমতা।
সনকানুজেন বিপ্রর্ষে ব্রহ্মণা শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ১ ॥
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ।
ঋত্বিজং ভাগিনেয়ঞ্চ দৌহিত্রং শ্বশুরস্তথা ॥ ২ ॥
জামাতরং মাতুলঞ্চ তপোনিষ্ঠঞ্চ ব্রাহ্মণম্।
পঞ্চাগ্ন্যভিরতঞ্চৈব শিষ্যং সম্বন্ধিনন্তথা।
মাতৃপিতৃরতঞ্চৈব এতান্ শ্রাদ্ধে নিযোজয়েৎ ॥ ৩ ॥
মিত্রধ্রুক্ কুনখী চৈব শ্যাবদন্তস্তথা দ্বিজঃ।
কন্যাদূষয়িতা বহ্নিবেদোজ্ঝঃ সোমবিক্রয়ী।
অভিশপ্তস্তথা স্তেনঃ পিশুনো গ্রামযাজকঃ ॥ ৪ ॥
ভৃতকাধ্যাপকশ্চৈব ভৃতকাধ্যাপকশ্চ যঃ।
পরপূর্ব্বাপতিশ্চৈব মাতাপিত্রোস্তথাত্যজকঃ ॥ ৫ ॥
বৃষলীসূতিপোষ্যশ্চ বৃষলীপতিরেব চ।

তথা দেবলকশ্চৈব শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ৬ ॥
প্রথমে হি বুধঃ কুর্য্যাদ্বিপ্রাগ্র্যাণাং নিমন্ত্রণম্ ।
আনিমন্ত্র্য দ্বিজান্ পশ্চাদাগতান্ ভোজয়েদ্যতীন্ ॥ ৭ ॥
পাদশৌচাদিনা গেহমাগতান্ ভোজয়েদ্দ্বিজান্ ।
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ ॥ ৮ ॥
পিতৃণামযুজোযুগ্যান্দেবানামপি যোজয়েৎ ।
দেবানামেকমপি বা পিতৃণাঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥ ৯ ॥
তথা মাতামহশ্রাদ্ধং বৈশ্বদেবসমন্বিতম্ ।
কুর্ব্বীত ভক্তিসম্পন্নস্তন্ত্রং বা বৈশ্বদেবিকম্ ॥ ১০ ॥
প্রাঙ্ মুখং ভোজয়েদ্বিপ্রং দেবানামুভয়াত্মকম্ ।
পিতৃপৈতামহানাঞ্চ ভোজয়েচ্চাপ্যুদঙ্ মুখান্ ॥ ১১ ॥
পৃথক্ তয়োঃ কেচিদাহুঃ শ্রাদ্ধস্য করণং দ্বিজঃ ।
একত্রৈকেন পাত্রেণ বদন্ত্যন্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ১২ ॥
বিষ্টরার্থং কুশান্দত্ত্বা সম্পূজ্যার্ঘবিধানতঃ ।
কুর্য্যাদাবাহনং প্রাজ্ঞো দেবানাং তদনুজ্ঞয়া ॥ ১৩ ॥
যবাম্বুনা চ দেবানাং দদ্যাদর্ঘং বিধানবিৎ ।
সুগন্ধধূপদীপাংশ্চ দত্ত্বা তেভ্যো যথাবিধি ॥ ১৪ ॥
পিতৃণামপসব্যেন সর্ব্বমেবোপকল্পয়েৎ ।
অনুজ্ঞাঞ্চ ততঃ প্রাপ্য দত্ত্বা দর্ভান্দ্বিধাকৃতান্ ॥ ১৫ ॥
মন্ত্রপূর্ব্বং পিতৃণাস্তু কুর্য্যাদাবাহনম্বুধঃ ।
তিলাম্বুনা চাপসব্যং দদ্যাদর্ঘাদিকং বুধঃ ॥ ১৬ ॥
কালে তত্রাতিথিং প্রাপ্তমন্নকামং দ্বিজাধ্বগম্ ।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কামং তমপি পূজয়েৎ ॥ ১৭ ॥

যোগিনো বিবিধৈরূপৈর্নরাণামুপকারিণঃ।
ভ্রমন্তি পৃথিবীমেতামবিজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মাদভ্যর্চ্চয়েৎপ্রাপ্তং শ্রাদ্ধকালেঽতিথিং বুধঃ।
শ্রাদ্ধক্রিয়াফলং হন্তি দ্বিজেন্দ্রাপূজিতোঽতিথিঃ ॥১৯॥
জুহুয়াদ্ব্যঞ্জনক্ষারৈর্ব্বর্জমন্নন্ততোঽনলে।
অনুজ্ঞাতো দ্বিজৈস্তৈস্তু ত্রিঃকৃত্বা পুরুষর্ষভ ॥ ২০ ॥
অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহেতি প্রথমাহুতিঃ।
সোমায় বৈ পিতৃমতে দাতব্যা তদনন্তরম্ ॥ ২১ ॥
বৈবস্বতায় চৈবান্যা তৃতীয়া দীয়তে হুতিঃ।
হুতাবশিষ্টমল্পাল্পং বিপ্রপাত্রেষু নির্ব্বপেৎ ॥ ২২ ॥
ততোঽন্নং মৃষ্টমত্যর্থমভীষ্টমভিসংস্কৃতম্।
দত্ত্বা জুষন্তুমিচ্ছাতো বাচ্যমেতদনিষ্ঠুরম্ ॥ ২৩ ॥
ভোক্তব্যং তৈশ্চ তচ্চিত্তৈর্ম্মৌনিভিঃ সুমুখৈঃ স্থিরম্।
অক্রুধ্যতাপ্যন্নবতা দেয়ন্তেনাপি ভক্তিতঃ ॥ ২৪ ॥
রক্ষোঘ্নমন্ত্রপঠনং ভূমেরাস্তরণন্তিলৈঃ।
কৃত্বাজ্যপাশ্চ পিতরস্তু এব দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহাঃ।
মম তৃপ্তিং প্রযান্ত্বদ্য হোমাপ্যায়িতমূর্ত্তয়ঃ ॥ ২৬ ॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহাঃ।
মম তৃপ্তিং প্রযান্ত্বদ্য বিপ্রদেহেষু সংস্থিতাঃ ॥ ২৭ ॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহাঃ।
তৃপ্তিম্প্রযান্তু পিণ্ডেষু ময়া দত্তেষু ভূতলে ॥ ২৮ ॥
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহাঃ।
তৃপ্তিম্প্রযান্তু মে ভক্ত্যা যন্ময়ৈতদুদাহৃতম্ ॥ ২৯ ॥

মাতামহস্তৃপ্তিমুপৈতু তস্য
তথা পিতা তৃপ্তিমুপৈতু যোঽন্যঃ।
বিশ্বেঽথ দেবাঃ পরমাম্প্রয়ান্তু
তৃপ্তিম্প্রণশ্যন্তু চ যাতুধানাঃ ॥ ৩০ ॥
যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞসমস্তনেতা
ভোক্তাঽব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র।
তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো
রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে ॥ ৩১ ॥

তৃপ্তেষ্বেতেষু বিপ্রেষু কিরেদন্নং মহীতলে।
দদ্যাদাচমনার্থায় তেভ্যো বারি সকৃৎ সকৃৎ ॥ ৩২ ॥
সুতৃপ্তৈস্তৈরনুজ্ঞাতঃ সর্ব্বেণান্নেন ভূতলে।
সলিলেন ততঃ পিণ্ডান্ সম্যগ্ গৃহ্য সমাসতঃ ॥ ৩৩ ॥
পিতৃতীর্থেন সলিলং তথৈব সলিলাঞ্জলিম্।
মাতামহেভ্যস্তেনৈব পিণ্ডাংস্তীর্থেষু নির্ব্বপেৎ ॥ ৩৪ ॥
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু পুষ্পধূপাদিপূজিতম্।
স্বপিত্রে প্রথমং পিণ্ডং দদ্যাদুচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥ ৩৫ ॥
পিতামহায় চৈবান্যং তৎপিত্রে চ তথাপরম্।
দর্ভমূলে লেপভুজাং লেপয়েল্লেপঘর্ষণাৎ ॥ ৩৬ ॥
পিণ্ডৈর্মাতামহাংস্তদ্বদ্গন্ধমাল্যাদিসংযুতৈঃ।
পূজয়িত্বা দ্বিজাগ্র্যাণাং দদ্যাদাচমনং বুধঃ ॥ ৩৭ ॥
পিত্রেভ্যঃ প্রথমং ভক্ত্যা তম্মনস্কো দ্বিজেশ্বরঃ।
স্বস্ত্যাদি বাচয়িত্বা তু দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ দক্ষিণাম্ ॥ ৩৮ ॥
দত্ত্বা চ দক্ষিণাং তেভ্যো বাচয়েদ্বৈশ্যদেবিকম্।
প্রীয়ন্তামিতি যে বিশ্বেদেবাস্তে স ইতীরয়েৎ ॥ ৩৯ ॥

তথেতি চোক্তে তৈর্ব্বিপ্রৈঃ প্রার্থনীয়াস্তথাশিষঃ।
তথা বিসর্জ্জয়েদ্দেবান্ পূর্ব্বং পৈত্র্যান্মহামতে ॥ ৪০ ॥
মাতামহানামপ্যেবং সহ দেবৈঃ ক্রমাৎ স্থিতৈঃ।
ভোজনে চ স্বশক্ত্যা চ দানে তদ্বদ্বিসর্জ্জনে।
আপাদশৌচনাৎপূর্ব্বং কুর্য্যাদেবং দ্বিজন্মসু ॥ ৪১ ॥
জ্ঞানিনং প্রথমং বিপ্রং ত্রিষু মাতামহাদিষু।
তথা বিসর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সম্মান্যাভ্যর্থিনস্ততঃ ॥ ৪২ ॥
নিবর্ত্তেতাভ্যনুজ্ঞাত আদ্বারান্তমনুব্রজেৎ।
ততস্তু বৈশ্যদেবাখ্যং কুর্য্যান্নিত্যাক্রিয়াস্ততঃ ॥ ৪৩ ॥
ভুঞ্জীয়াচ্চ সমং পুজ্যভৃত্যবন্ধুভিরাত্মনা ॥ ৪৪ ॥
এবং শ্রাদ্ধং বুধঃ কুর্য্যাৎ পিত্র্যং মাতামহন্তথা।
শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতা দত্ত্যুঃ সর্ব্বান্ কামান্ পিতামহাঃ ॥৪৫॥
ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ।
রজতস্য তথা দানং তথা সন্দর্শনাদিকম্ ॥ ৪৬ ॥
বর্জ্যন্তু কুর্ব্বতা শ্রাদ্ধং ক্রোধোর্দ্ধগমনন্তরা।
ভোক্তুং রজ্যতি বিপ্রেন্দ্রে ত্রয়মেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
বিশ্বেদেবাঃ সপিতরস্তথা মাতামহা দ্বিজ।
কুলঞ্চাপ্যায়তং পুংসা সর্দ্দং শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বতা ॥ ৪৮ ॥
সোমাধারঃ পিতৃগণো যোগাধারস্তু চন্দ্রমাঃ।
শ্রাদ্ধং যোগনিযুক্তস্তু তস্মাদ্বিপ্রেন্দ্র শস্যতে ॥ ৪৯ ॥
সহস্রস্যাপি বিপ্রাণাং যোগী চেৎ পুরতঃ স্থিতঃ।
সর্ব্বান্ ভোক্তৃংস্তারয়তি যজমানন্তথা দ্বিজ ॥ ৫০ ॥
ইয়ং সর্ব্বপুরাণেষু সামান্যা পৈতৃকী ক্রিয়া।
এতৎ ক্রমাৎ কর্ম্মকাণ্ডং জ্ঞাত্বা মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৫১ ॥

এতদাশ্রিত্য নির্ব্বাণমৃষয়ঃ শংসিতব্রতাঃ।
প্রাপ্তা গৌরমুখাদাশু ত্বমপ্যেবংপরোভব ॥ ৫২ ॥
ইতি তে কথিতং ভক্ত্যা পৃচ্ছতো দ্বিজসত্তম।
পিতৃন্যক্ত্বা হরিং ধ্যায়েদ্যস্তস্য কিমতঃ পরম্ ॥ ৫৩ ॥
ন তস্মাৎপরতঃ পিত্র্যং তন্ত্রমস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শ্রাদ্ধকল্পে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ।

এবং শ্রাদ্ধবিধিং শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়ান্মহামুনিঃ।
তদা গৌরমুখো দেবঃ কিমূর্দ্ধং কৃতবানসৌ ॥ ১ ॥

বরাহ উবাচ।

এতৎ শ্রুত্বা তদা ধাত্রি পিতৃতন্ত্রং মহামুনিঃ।
তৎ স্মারিতো জন্মশতং মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা ॥ ২ ॥

ধরণ্যুবাচ।

ভবন্ গৌরমুখঃ কোঽসাবন্যজন্মনি কঃ স্মৃতঃ।
কথঞ্চ স্মৃতবান্ স্মৃত্বা কিং চকার চ সত্তমঃ ॥ ৩ ॥

বরাহ উবাচ।

ভৃগুরাসীৎ স্বয়ং সাক্ষাদন্যস্মিন্ ব্রহ্মজন্মনি।
তদন্বয়াত্মজস্ত্বেব মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥ ৪ ॥
পুত্রৈস্তু বোধিতা যূয়ং সুগতিম্প্রাপ্স্যথেতি যৎ।

প্রাগুক্তং ব্রহ্মণা তেন মার্কণ্ডেয়েন বোধিতঃ ॥ ৫ ॥
সস্মার সর্ব্বজন্মানি স্মৃত্বা চৈব তু যৎ কৃতম্।
তচ্ছৃণুষ্ব বরারোহে কথয়ামি সমাসতঃ ॥ ৬ ॥
এবং শ্রাদ্ধবিধানেন দ্বাদশাব্দং ততঃ পিতৃন্।
ইষ্ট্বা পশ্চাদ্ধরেঃ স্তোত্রং স মুনিস্তূপচক্রমে ॥ ৭ ॥
প্রভাসং নাম যত্তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র দৈত্যান্তকন্দেবং স্তোতুঙ্গৌরমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৮ ॥

গৌরমুখ উবাচ।

স্তোষ্যে মহেন্দ্রং রিপুদর্পহং শিবং
নারায়ণং ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠম্।
আদিত্যচন্দ্রাশ্বিযুগস্থমাদ্যং
পুরাতনং দৈত্যহরং সদা হরিম্ ॥ ৯ ॥
চকার মাৎস্যং বপুরাত্মনো যঃ
পুরাতনং বেদবিনাশকালে।
মহামহীভৃদ্বপুরগ্রপুচ্ছ-
চ্ছটাহতোর্ম্মিঃ সুরশত্রুহাদ্যঃ ॥ ১০ ॥
তথাব্ধিমন্থানকৃতে গিরীন্দ্রং
দধার যঃ কৌর্ম্মবপুঃ পুরাণম্।
হিতেচ্ছয়াপ্তঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
প্রপাতু মাং দৈত্যহরঃ সুরেশঃ ॥ ১১ ॥
মহাবরাহঃ সততং পৃথিব্যা-
স্তলাত্তলম্প্রাবিশদ্যো মহাত্মা।
যজ্ঞাঙ্গসংজ্ঞঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ
স পাতু মাং দৈত্যহরঃ পুরাণঃ ॥ ১২ ॥

নৃসিংহরূপী চ বভূব যোঽসৌ
যুগে যুগে যোগিবরোগ্রভীমঃ।
করালবক্ত্রঃ কনকাগ্রবর্চ্চা-
বরাশয়োঽস্মানসুরান্তকোঽব্যাৎ ॥ ১৩ ॥
বলের্ম্মখধ্বংসকৃদপ্রমেয়ো
যোগাত্মকো যোগবপুঃস্বরূপঃ।
স দণ্ডকাষ্ঠাজিনলক্ষণঃ পুনঃ
ক্ষিতিং যোঽসৌ ক্রান্তবান্নঃ পুনাতু ॥ ১৪ ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো জগতীং জিগায়
কৃত্বা দদৌ কশ্যপায় প্রচণ্ডঃ।
স জাদগ্ন্যোঽভিজনস্য গোপ্তা
হিরণ্যগর্ভোঽসুরহা প্রপাতু ॥ ১৫ ॥
চতুঃপ্রকারঞ্চ বপুর্য আদ্যং
হৈরণ্যগর্ভপ্রতিমানলক্ষ্যম্।
রামাদিরূপৈর্ব্বহুরূপভেদ-
ঞ্চকার সোঽস্মান্নসুরান্তকোঽব্যাৎ ॥ ১৬ ॥
চাণূরকংসাসুরদর্পভীতে-
র্ভীতামরাণামভয়ায় দেবঃ।
যুগে যুগে বাসুদেবো বভূব
কল্পে ভবত্যদ্ভুতরূপকারী ॥ ১৭ ॥
যুগে যুগে কল্কিনাম্না মহাত্মা
বর্ণস্থিতিং কর্ত্তুমনেকরূপঃ।
সনাতনো ব্রহ্মময়ঃ পুরাতনো
ন যস্য রূপং সুরসিদ্ধদৈত্যাঃ ॥ ১৮ ॥

পশ্যন্তি বিজ্ঞানগতিং বিহায
অতো যমেনাপি সমর্চ্চয়ন্তি।
মৎস্যাদিরূপাণি চরাণি সোঽব্যাৎ ॥ ১৯ ॥
নমো নমস্তে পুরুষোত্তমায়
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নয়স্ব মাং মুক্তিপদং নমস্তে ॥ ২০ ॥
এবং নমস্যতস্তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
প্রত্যক্ষতাঙ্গতো দেবঃ স্বয়ঞ্চক্রগদাধরঃ ॥ ২১ ॥
তং দৃষ্ট্বা তস্য বিজ্ঞানং নিস্তরঙ্গং স্বদেহতঃ।
উত্তস্থৌ সোঽপি তং লব্ধা তস্মিন্ ব্রহ্মণি শাশ্বতে।
লয়ং জগাম দেবাত্মন্যপুনর্ভবসংজ্ঞিতে ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে আদিকৃতবৃত্তান্তে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ।

তদা দুর্ব্বাসসা সপ্তো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
বসিষ্যসি ত্বং মর্ত্ত্যেষু সুপ্রতীকসুতেন তু ॥ ১
উৎসাদিতো দিবো মূঢ়েত্যেবমুক্তস্তু ভূধরঃ।
ইন্দ্রো মর্ত্ত্যমুপাগম্য সর্ব্বদেবসমন্বিতঃ ॥ ২ ॥
কিঞ্চকার চ তস্মিংস্তু দুর্জ্জয়ে চ নিপাতিতে।

পরমেষ্ঠিনা ভগবতা তেন যোগবিদুত্তমৌ ॥ ৩ ॥
স্বর্গে বিদ্যুৎসুবিদ্যুচ্চ তৌ চ কিঞ্চক্রতুস্তদা।
এতন্মে সংশয়ং দেব কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ৪ ॥

বরাহ উবাচ।

দুর্জ্জয়েন জিতো ধাত্রি দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
ভারতে হি তদা বর্ষে বারাণস্যাস্তু পূর্ব্বতঃ।
আশ্রিত্য সংস্থিতো দেবৈঃ সহ যক্ষমহোরগৈঃ ॥ ৫ ॥
বিদ্যুৎসুবিদ্যুচ্চ তদা যোগমাস্থায় শোভনে।
দীর্ঘতাপজ্বরং বায়ুকর্ম্মযোগেন সংশ্রিতৌ।
লোকপালায়তং কৃৎস্নং চক্রতুর্যোগমায়য়া ॥ ৬ ॥
তং দুর্জ্জয়ং মৃতং শ্রুত্বা সমুদ্রান্তং স্থিতং সদা।
আনীয় চতুরঙ্গন্তু দেবান্ প্রতি বিজগ্মতুঃ ॥ ৭ ॥
আগত্য তৌ তদা দৈত্যৌ মহৎ সৈন্যেন পর্ব্বতম্।
হিমবন্তং সমাশ্রিত্য সংস্থিতৌ তু বভূবতুঃ ॥ ৮ ॥
দেবা অপি মহৎ সৈন্যং সংহত্য কৃতদংশিতাঃ।
মন্ত্রয়াঞ্চক্রুরব্যগ্রা ঐন্দ্রং পদমভীপ্সদঃ ॥ ৯ ॥
অব্রবীত্তত্র দেবানাং গুরুরাঙ্গিরসো মুনিঃ।
গোমেধেন যজধ্বং বৈ প্রথমং তদনন্তরম্ ॥ ১০ ॥
যষ্টব্যং ক্রতুভিঃ সর্ব্বৈরেষা স্থিতিরথামরাঃ।
উপদেশো ময়া দত্তঃ ক্রিয়তাং শীঘ্রমেব বৈ ॥ ১১ ॥
এবমুক্তাস্তদা দেবা গাঃ পশূংশ্চানুকম্প্য তে।
মুমুচুশ্চরণার্থায় রক্ষার্থং সরমান্দদুঃ ॥ ১২ ॥
তাশ্চ গাবো দেবশুন্যা রক্ষ্যমাণা ধরাধরে।
তত্র জগ্মুস্তদা গাবশ্চরন্ত্যো যত্র তেঽসুরাঃ ॥ ১৩ ॥

তে চ দৈত্যাস্তু তা দৃষ্ট্বা শুক্রমূচুঃ পুরোহিতম্।
পশ্য ত্বন্দেব গা ব্রহ্মংশ্চার্য্যন্তে রক্ষমাণয়া।
দেবশুন্যা সরময়া বদ কিং ক্রিয়তেঽধুনা ॥ ১৪ ॥
এবমুক্তস্তদা শুক্রঃ প্রত্যুবাচাসুরাংস্তদা।
এতা গা হ্রিয়তাং শীঘ্রমসুরা মা বিলম্বথ ॥ ১৫ ॥
এবমুক্তাস্তদা দৈত্যা জহ্রুস্তা গা যদৃচ্ছয়া ॥ ১৬ ॥
হৃতাসু তাসু সরমা মার্গান্বেষণতৎপরা।
অপশ্যৎসা দিতেঃ পুত্রৈর্নীতা গাবো ধরাধরে।
দৈত্যৈরপি শুনী দৃষ্টা দৃষ্টমার্গা বিশেষতঃ ॥ ১৭ ॥
দৃষ্ট্বা তে তাঞ্চ সাম্নৈব সামপূর্ব্বমিদং বচঃ।
আসাঙ্গবান্তু দুগ্ধৈবঙ্ক্ষীরন্ত্বং সরমে শুভে।
পিবস্বৈবমিতি প্রোক্তা তস্যৈ তদ্দদুরঞ্জসা ॥ ১৮ ॥
দত্ত্বা তু ক্ষীরপানন্তু তস্যৈ তে দৈত্যনায়কাঃ।
মা ভদ্রে দেবরাজায় গাস্ত্বিমা বিনিবেদয় ॥ ১৯ ॥
এবমুক্তা ততো দৈত্যা মুমুচুস্তাং শুনীং বনে।
তৈর্ম্মুক্তা সা সুরাংস্তূর্ণং জগাম খলু বেপতী ॥ ২০ ॥
নমশ্চক্রে চ দেবেন্দ্রং সরমা সুরসত্তমম্ ॥ ২১ ॥
তস্যাশ্চ মরুতো দেবা দেবেন্দ্রেণ নিরূপিতাঃ।
গূঢ়ঙ্গচ্ছত রক্ষার্থং দেবশুন্যা মহাবলাঃ।
ইত্যুক্তাস্তেন সূক্ষ্মেণ বপুষা জগ্মুরঞ্জসা ॥ ২২ ॥
তেঽপ্যাগম্য সুরেন্দ্রায় নমশ্চক্রুর্ধরাধরে।
তান্দেবরাজঃ পপ্রচ্ছ গাবঃ কিং সরমেঽভবন্ ॥ ২৩ ॥
এবমুক্তা তু সরমা ন জানামীতি চাব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥
তত ইন্দ্রো রুষা যুক্তো যজ্ঞার্থমুপকল্পিতাঃ।

গাবঃ ক্ব চেতি মরুতঃ প্রোবাচেদং শুনী কথম্ ॥ ২৫ ॥
এবমুক্তাস্তু মরুতো দেবেন্দ্রেণ ধরাধরে।
কথয়ামাসুরব্যগ্রাঃ কর্ম্ম তৎসরমাকৃতম্ ॥ ১৬ ॥
তত ইন্দ্রঃ সমুত্থায় পদা সন্তাড়য়চ্ছুনীম্।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো দেবেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ ॥ ২৭ ॥
ক্ষীরং পীতন্ত্বয়া মূঢ়ে গাবস্তাশ্চাসুরৈর্হৃতাঃ।
এবমুক্ত্বা পদা তেন তাড়িতা সরমা ধরে ॥ ২৮ ॥
তস্যেন্দ্রপাদঘাতেন ক্ষীরং বক্ত্রাৎ প্রসুস্রুবে।
স্রবতা তেন পয়সা সা শুনী যত্রগাভবৎ।
জগাম তত্র দেবেন্দ্রঃ সহসৈন্যস্তদা ধরে ॥ ২৯ ॥
অপশ্যত্তত্র দেবেন্দ্রস্তা গা দৈত্যৈরুপাহৃতাঃ।
চক্রুর্যে পালনং দৈত্যাস্তে দৈত্যা বলিনো ভৃশম্ ॥ ৩০ ॥
তৈঃ সৈন্যৈর্নিহতাঃ সদ্যস্তত্যজুর্গাঃ স্বমূর্ত্তিভিঃ।
সামন্তৈশ্চ সুরেন্দ্রোঽথ বৃতঃ পরমহর্ষিতৈঃ ॥ ৩১ ॥
তাশ্চ লব্ধ্বা মহেন্দ্রস্তু মুদা পরময়া যুতঃ।
চকার যজ্ঞান্বিবিধান্ সহস্রানপি স প্রভুঃ ॥ ৩২ ॥
ক্রিয়মাণৈস্ততো যজ্ঞৈর্ব্ববৃধেন্দ্রস্য তদ্বলম্।
বর্দ্ধিতেন বলেনেন্দ্রো দেবসৈন্যমুবাচ হ ॥ ৩৩ ॥
সন্নহ্যতাং সুরাঃ শীঘ্রং দৈত্যানাং বধকর্ম্মণি।
এবমুক্তাস্তদা দেবাঃ সন্নদ্ধাস্তৎক্ষণেঽভবন্ ॥ ৩৪ ॥
অসুরাণামভাবায় জগ্মুর্দ্দেবাঃ সবাসবাঃ।
গত্বা তু যুযুধুস্তূর্ণং বিজিগীষবঃ স্বাসুরীঞ্চমূম্ ॥ ৩৫ ॥
জিতাশ্চ দেবৈরসুরা হতশেষা ধরাধরে।
মমজ্জুঃ সাগরজলে ভয়ত্রস্তা বিচেতসঃ ॥ ৩৬ ॥

স একস্মিন্ দিনে প্রায়াদ্গহনং শ্বাপদাকুলম্।
তত্রাপশ্যদ্দৃষেধর্ন্যং মহদাশ্রমমণ্ডলম্॥ ৬॥
তস্মিন্ মহাতপা নাম ঋষিঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
তপস্তেপে নিরাহারো জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৭॥
তত্রাসৌ পার্থিবঃ শ্রীমান্ প্রবেশায় মতিন্তদা।
চকার চাবিশদ্রাজা প্রজাপালো মহাতপাঃ॥ ৮॥

তস্মিন্ বরাশ্রমপদে বনবৃক্ষজাত্যা-
ধরাপ্রসূতোর্জ্জিতমার্গজুষ্টা।
লতাগৃহা ইন্দুরিব প্রকাশিনো
নায়াসজ্ঞা যত্র যাতা হি ভৃঙ্গাঃ॥ ৯॥
সুরক্তপদ্মোদরকোমলাগ্র-
নখাঙ্গুলীভিঃ প্রসৃতৈঃ সুরাগাম্।
বরাঙ্গনাভিঃ পদপংক্তিমুচ্চৈ-
র্ব্বিহায় ভূমিন্ত্বপি বৃত্রশত্রোঃ॥ ১০॥
ক্বচিৎসমীপে তমতীব হৃষ্টৈ-
র্নানাদ্বিজৈঃ ষট্চরণৈশ্চ মত্তৈঃ।
বাসদ্ভিযুক্তৈর্ব্বিবিধপ্রমাণাঃ
শাখাঃ সুপুষ্পাঃ সমযোগযুক্তাঃ॥ ১১॥
কদম্বনীপার্জ্জুনশীলশাল-
ভৃতা গৃহস্থৈর্ম্মধুরস্বরেণ।
জুষ্টা বিহঙ্গৈঃ সুজনপ্রয়োগা
নিরাকুলা কার্য্যধৃতির্যথাস্থৈঃ॥ ১২॥
মখাগ্নিধূমৈরুদিতাগ্নিহোমৈ-
স্ততঃ সমন্তাদ্গহমেধিভির্দ্বিজৈঃ।

সিংহৈরিবাধর্ম্মকরী বিদারিতঃ
সতীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈর্ব্বরমত্তকেশরৈঃ ॥ ১৩ ॥
এবং স রাজা বিবিধানুপায়ান্
বরাশ্রমে প্রেক্ষমাণো বিবেশ।
তস্মিন্ প্রবিষ্টে তু স তীব্রতেজা
মহাতপাঃ পুণ্যকৃতাম্প্রধানঃ।
দৃষ্টো যথা ভানুরনন্তভানুঃ
কৌশ্যাসনে ব্রহ্মবিদাম্প্রধানঃ ॥ ১৪ ॥
দৃষ্ট্বা স রাজা বিজয়ে মৃগাণাং
মতিং বিসস্মার মুনেঃ প্রসঙ্গাৎ।
চকার ধর্ম্মম্প্রতি মানসং সঃ।
অনুত্তমঞ্চাপ্রতিমং মুনিঃ সঃ ॥ ১৫ ॥

স মুনিস্তন্নৃপং দৃষ্ট্বা প্রজাপালমকল্মষম্।
অভ্যাগতক্রিয়াঞ্চক্রে আসনস্বাগতাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥
ততঃ কৃতাসনো রাজা প্রণম্য ঋষিপুঙ্গবম্।
পপ্রচ্ছ বসুধে প্রশ্নমিমম্পরমদুর্লভম্ ॥ ১৭ ॥
ভগবন্দুঃখসংসারমগ্নৈঃ পুম্ভির্জ্জিগীষুভিঃ।
যৎকার্য্যন্তন্মমাচক্ষ্ব প্রণতে শংসিতব্রত ॥ ১৮ ॥

মহাতপা উবাচ।

সংসারার্ণবমজ্জমানমনুজৈঃ পোতঃ স্থিরোঽতিধ্রুবঃ
কার্য্যঃ পূজনহোমদানবিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সমন্ধ্যায়নৈঃ।
কীলৈঃ কীলিতমোক্ষভিঃ সুরভটৈরূর্দ্ধ্বে মহারজ্জুভিঃ
প্রাণাদ্যৈরধুনা কুরুষ্ব নৃপতে পোতন্ত্রিলোকেশ্বরম্ ॥ ১৯ ॥

নারায়ণং নরকহরং সুরেশং
ভক্ত্যা নমস্কুর্ব্বতি যো নৃপেশ।
স বীতশোকঃ পরমং বিশোকং
প্রাপ্নোতি বিষ্ণোঃ পদমব্যয়ং যৎ॥ ২০॥

নৃপ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কথং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
পূজ্যতে মোক্ষমিচ্ছদ্ভিঃ পুরুষৈর্ব্বদ তত্ত্বতঃ॥ ২১॥

মহাতপা উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞ যথা বিষ্ণুঃ প্রসীদতি।
পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং সর্ব্বযোগীশ্বরো হরিঃ॥ ২২॥
সর্ব্বে দেবাঃ সপিতরো ব্রহ্মাদ্যাশ্চাণ্ডমধ্যগাঃ।
বিষ্ণোঃ সকাশাদুৎপন্না ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥ ৩৪॥
অগ্নিস্তথাশ্বিনৌ গৌরী গজবক্ত্রভুজঙ্গমাঃ।
কার্ত্তিকেয়স্তথাদিত্যা মাতরো দুর্গয়া সহ॥ ২৪॥
দিশো ধনপতির্বিষ্ণুর্যমো রুদ্রঃ শশী তথা।
পিতরশ্চেতি সম্ভূতাঃ প্রাধান্যেন জগৎপতেঃ॥ ২৫॥
হিরণ্যগর্ভস্য তনৌ সর্ব্ব এব সমুদ্ভবাঃ।
পৃথক্ পৃথক্ততোগর্ব্বং বহমানাঃ সমন্ততঃ॥ ২৬॥
অহং যোগ্যস্ত্বহং যাজ্য ইতি তেষাং স্বনো মহান্।
শ্রূয়তে দেবসমিতৌ ক্ষুব্ধসাগরসন্নিভঃ॥ ২৭॥
তেষাং বিবদমানানাং বহ্নিরুত্থায় পার্থিবঃ।
উবাচ মাং যজস্বেতি ধ্যায়ধ্বং মামিতি ব্রুবন্॥ ২৮॥
প্রাজাপত্যমিদং নূনং শরীরং মদ্বিনা কৃতম্।
বিনাশমুপপদ্যেত যতো নায়ং মহানহম্॥ ২৯॥

এবমুক্ত্বা শরীরস্তু ত্যক্ত্বা বহ্নির্ব্বিনির্যযৌ।
নির্গতোঽপি ততস্তস্মিংস্তচ্ছরীরং ন শীর্য্যতে ॥ ৩০ ॥
ততোঽশ্বিনৌ মূর্ত্তিমন্তৌ প্রাণাপানশরীরগৌ।
আবাং প্রধানাবিত্যেবমূচতুর্যাজ্যমুত্তরৌ ॥ ৩১ ॥
এবমুক্ত্বা শরীরন্তু বিহায় ক্বচিদাস্থিতৌ।
তয়োরপি ক্ষয়ং কৃত্বা ক্ষীণন্তৎপুরমাস্থিতম্ ॥ ৩২ ॥
ততো বাগব্রবীদ্গৌরী প্রাধান্যং ময়ি সংস্থিতম্।
সাপ্যেবমুক্ত্বা ক্ষেত্রাত্তু নিশ্চক্রাম বহিঃ শুভা ॥ ৩৩ ॥
তয়া বিনাপি তৎক্ষেত্রং বাগূনং ব্যবতিষ্ঠত।
ততো গণপতির্ব্বাক্যমাকাশাখ্যোঽব্রবীত্তদা ॥ ৩৪ ॥
ন ময়া রহিতঙ্কিঞ্চিচ্ছরীরং স্থায়ি দূরতঃ।
কালান্তরেত্যেবমুক্ত্বা সোঽপি নিষ্ক্রম্য দেহতঃ ॥ ৩৫ ॥
পৃথগ্ভূতস্তথাপ্যেতচ্ছরীরং নাপ্যনীনশং।
বিনাশাখ্যঞ্চ তত্তেন তথাপি ন বিশীর্য্যতে ॥ ৩৬ ॥
সুষিরৈস্তু বিহীনন্তু দৃষ্ট্বা ক্ষেত্রং ব্যবস্থিতম্।
শরীরধাতবঃ সর্ব্বে তে ব্রূয়ুর্ব্বাক্যমেব হি ॥ ৩৭ ॥
অস্মাভির্ব্ব্যতিরিক্তস্য ন শরীরস্য ধারণম্।
ভবতীত্যেবমুক্ত্বা তে জহুঃ সর্ব্বে শরীরিণঃ ॥ ৩৮ ॥
তৈর্ব্ব্যপেতমপি ক্ষেত্রম্পুরুষেণ প্রপাল্যতে।
তং দৃষ্ট্বা ত্বব্রবীৎ স্কন্দঃ সোঽহঙ্কারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৩৯॥
ময়া বিনা শরীরস্য সম্ভূতিরপি নেষ্যতে।
এবমুক্ত্বা শরীরাত্তু স ব্যপেতঃ পৃথক্স্থিতঃ ॥ ৪০ ॥
তেনাক্ষতেন তৎ ক্ষেত্রং বিনা মুক্তবদাস্থিতম্।
তং দৃষ্ট্বা কুপিতো ভানুঃ স আদিত্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪১॥

ময়া বিনা কথং ক্ষেত্রমিমং ক্ষণমপীষ্যতে।
এবমুক্ত্বাথ যাতঃ স তচ্ছরীরং ন শীর্য্যতে ॥ ৪২ ॥
ততঃ কামাদিরুত্থায় গণো মাতৃবিসংজ্ঞিতঃ।
ন ময়া ব্যতিরিক্তস্য শরীরস্য ব্যবস্থিতিঃ।
এবমুক্ত্বা স যাতস্তু শরীরং তন্ন শীর্য্যতে ॥ ৪৩ ॥
ততো মায়াব্রবীৎ কোপাৎ সা চ দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।
ন ময়াস্য বিনা ভূতিরিত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে পুনঃ ॥ ৪৪ ॥
ততো দিশঃ সমুত্তস্থুরূচুশ্চেদং বচো মহৎ।
নাস্মাভীরহিতং কার্য্যন্তবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
চতস্র আগতাঃ কাষ্ঠাস্তাঃ প্রযাতাঃ ক্ষণাত্তদা ॥
ততো ধনপতির্ব্বায়ুর্ম্মধ্যতস্ত্যক্তসম্ভবঃ।
শরীরস্যেতি সোঽপ্যেনমুক্ত্বা মূর্দ্ধানগোঽভবৎ ॥ ৪৬ ॥
ততো বিষ্ণোর্ম্মনো ব্রূয়ান্নায়ন্দেহো ময়া বিনা।
ক্ষণমপ্যুৎসহে স্থাতুমিত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে পুনঃ ॥ ৪৭ ॥
ততো ধর্ম্মোঽব্রবীৎসর্ব্বমিদম্পালিতবাহনম্।
ইদানীম্ময্যুপগতে কথমেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
এবমুক্ত্বা গতো ধর্ম্মস্তচ্ছরীরং ন শীর্য্যতে ॥ ৪৯ ॥
ততোঽব্রবীন্মহাদেবঃ অব্যক্তো ভূতভাবনঃ।
মহৎসংজ্ঞো ময়া হীনং শরীরন্নো ভবেদ্‌যথা ॥ ৫০ ॥
এবমুক্ত্বা গতঃ শম্ভুস্তচ্ছরীরং ন শীর্য্যতে ॥ ৫১ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা পিতরশ্চোচুস্তন্মাত্রং যাবদস্মভিঃ।
প্রাণান্তরেভিরেতশ্চ শরীরং শীর্য্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৫২ ॥
এবমুক্ত্বা তু তদ্দেহস্ত্যক্ত্বান্তর্দ্ধানমাগতাঃ।
অগ্নিঃ প্রাণঃ অপানৌ চ আকাশশ্চৈব ধাতবঃ ॥ ৫৩ ॥

ক্ষেত্রস্তম্বদহঙ্কারো ভানুঃ কামাদয়ো মায়া।
কাষ্ঠা বায়ুর্বিষ্ণুর্ধর্ম্মো শম্ভুশ্চৈবেন্দ্রিয়ার্থকাঃ॥ ৫৪॥
এতৈর্ম্মুক্তস্ত তৎক্ষেত্রম্মুক্তাবিব তু সংস্থিতম্।
সোমেন পাল্যমানস্ত পুরুষেণেন্দুরূপিণা॥ ৫৫॥
এবং ব্যবস্থিতে সোমে ষোড়শাত্মন্যথাক্ষরে।
প্রাগ্বত্তত্র গুণোপেতং ক্ষেত্রমুত্থায় বভ্রম॥ ৫৬॥
প্রাগবস্থং শরীরস্ত দৃষ্ট্বা সর্ব্বজ্ঞপালিতম্।
তাঃ ক্ষেত্রদেবতাঃ সর্ব্বা বৈলক্ষণ্যভাবমাস্থিতাঃ।
তমেবস্তুষ্টুবুঃ সর্ব্বাস্তং দেবম্পরমেশ্বরম্॥ ৫৭॥
স্বস্থানমাশিশ্রুঃ সর্ব্বাস্তদা নৃপতিসত্তম।
ত্বমগ্নিস্ত্বন্তথা প্রাণস্ত্বমপানঃ সরস্বতী॥ ৫৮॥
ত্বমাকাশন্ধনাধ্যক্ষস্ত্বং শরীরস্থ ধাতবঃ।
অহঙ্কারো ভবান্দেব ত্বমাদিত্যোঽষ্টকো গণঃ॥ ৫৯॥
ত্বং মায়া পৃথিবী দুর্গা ত্বং দিশস্ত্বং মরুৎপতিঃ।
ত্বং বিষ্ণুস্ত্বন্তথা ধর্ম্মস্ত্বঞ্জিষ্ণুস্ত্বম্পরাজিতঃ॥ ৬০॥
অক্ষরার্থস্বরূপেণ পরমেশ্বরসংজ্ঞিতঃ।
অস্মাভিরপরাতৈস্ত কথমেতদ্ভবিষ্যতি॥ ৬১॥
এবমত্র শরীরস্ত ত্যক্তমস্মাভিরেব চ।
ন পরস্তবতো দেব তদত্র তঞ্চ পাল্যতে॥ ৬২॥
স্থানভঙ্গো ন নঃ কার্য্যঃ স্বয়ং সৃষ্টা প্রজাপতে।
এবং স্তুতস্ততো দেবস্তেষাং তোষং পরং যযৌ॥ ৬৩॥
উবাচ চৈতান্ ক্রীড়ার্থং ভবন্তোৎপাদিতা ময়া।
কৃতকৃত্যস্য চৈকস্য ভবদ্ভির্ন প্রয়োজনম্॥ ৬৪॥
তথা চেদপ্রিয়ং রূপে দ্বে দ্বে প্রত্যেকশোঽধুনা।

ভূতকার্য্যেম্বমূর্ত্তেন দেবলোকে তু মূর্ত্তিনা।
তিষ্ঠধ্বমপি কালান্তে লয়ং ত্বাবিশত দ্রুতম্॥ ৬৫॥
শরীরাণি পুনর্নৈব কর্ত্তব্যোঽহমিতি ক্বচিৎ।
মূর্ত্তীনাঞ্চ তথা তুভ্যমগ্নিনামানি বোঽধুনা॥ ৬৬॥
অগ্নের্বৈশ্বানরো নাম প্রাণাপানৌ তথাশ্বিনৌ।
ভবিষ্যতি তথা গৌরী হিমশৈলসুতা তথা॥ ৬৭॥
পৃথিব্যাদিগুণস্ত্বেষ গজবক্ত্রো ভবিষ্যতি।
শরীরধাতবশ্চেমে নানাভূতানি এব তু॥ ৬৮॥
অহঙ্কারস্তথা স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়ো ভবিষ্যতি।
শরীরমায়া দুর্গৈবা কারণান্তে ভবিষ্যতি॥ ৬৯॥
দশ কন্যা ভবিষ্যন্তি কাষ্ঠাস্ত্বেতাস্তু বারুণাঃ।
অয়ং বায়ুর্ধনেশস্তু কারণান্তে ভবিষ্যতি॥ ৭০॥
অয়ং মনো বিষ্ণুনামা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ধর্ম্মোঽপি যমনামা চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৭১॥
মহত্তত্ত্বঞ্চ ভগবান্মহাদেবো ভবিষ্যতি।
ইন্দ্রিয়ার্থাশ্চ পিতরো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৭২॥
অয়ং সোমঃ পুরা ভূত্বা যামিত্রং সর্ব্বদামরাঃ।
এবং বেদান্তপুরুষঃ প্রোক্তো নারায়ণাত্মকঃ।
স্বস্থানে দেবতাঃ সর্ব্বা দেবস্তু বিররাম হ॥ ৭৩॥
এবংপ্রভাবো দেবোঽসৌ বেদবেদ্যো জনার্দ্দনঃ।
কথিতো নৃপতে তুভ্যং কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৭৪॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে মহাতপউপাখ্যানে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

প্রজাপাল উবাচ।

কথমগ্নেঃ সমুৎপত্তিরশ্বিনোর্ব্বা মহামুনে।
গৌর্য্যা গণপতের্ব্বাঽপি নাগানাং বা গুহস্য চ ॥ ১ ॥
আদিত্যচন্দ্রমাতৃণাং দুর্গায়া বা দিশান্তথা।
ধনদস্য চ বিষ্ণোর্ব্বা ধর্ম্মস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২ ॥
শম্ভোর্ব্বাপি পিতৃণাঞ্চ তথা চন্দ্রমসো মুনে।
শরীরদেবতাঃ সর্ব্বাঃ কথং মূর্ত্তিত্বমাগতাঃ ॥ ৩ ॥
কিঞ্চ তাসাং মুনে ভোজ্যং কা বা সংজ্ঞা তিথিশ্চ কা।
যস্যাং দৃষ্টা ত্বমী পুংসাং ফলং যচ্ছন্ত্যনাময়ম্।
এতন্মে সরহস্যন্তু মুনে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥

মহাতপা উবাচ।

যোগসাধ্যস্বরূপেণ আত্মা নারায়ণাত্মকঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ ক্রীড়তস্তস্য ভোগেচ্ছা চাত্মনাত্মনি ॥ ৫ ॥
ক্ষোভিতেঽস্মিন্মহাভূতে এতৎ সদ্বৈতদদ্ভুতম্।
তমদ্য প্রীতিমন্তোঽয়ং বিকারং সমরোচয়ং ॥ ৬ ॥
বিকুর্ব্বতস্তস্য তদা মহানগ্নিঃ সমুত্থিতঃ।
কোটিজ্বালাপরীবারঃ শব্দবান্দহনাত্মকঃ ॥ ৭ ॥
অসাবপ্যতিতেজস্বী বিকারং সমরোচয়ং।
কিকুর্ব্বতো বন্তৌ বহ্নের্ব্বায়ুঃ পরমদারুণঃ ॥ ৮ ॥
তস্মাদপি বিকারস্থাদাকাশং সমপদ্যত।
তচ্ছব্দলক্ষণং ব্যোম স চ বায়ুঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯ ॥
তচ্চ তেজোঽম্ভসা যুক্তং শ্লিষ্টমন্যোন্যতস্তথা।

তেজসা শোষিতং তোয়ং বায়ুনা উগ্রগামিণা ॥ ১০ ॥
বোধিতেন তথা ব্যোমমার্গে দত্তে তু তৎক্ষণাৎ।
পিণ্ডীভূতং তথা সর্ব্বং কাঠিন্যং সমপদ্যত ॥ ১১ ॥
সেয়ং পৃথ্বী মহাভাগ তেষাং বৃক্ষেতরাভবৎ।
চতুর্ণাং যোগকাঠিন্যাদেকৈকং গুণবৃদ্ধিতঃ ॥ ১২ ॥
পৃথ্বী পঞ্চগুণা জ্ঞেয়া তেহপ্যেতস্যাং ব্যবস্থিতাঃ।
স চ কাঠিন্যকং কুর্ব্বন্ ব্রহ্মাণ্ডং সমপদ্যত ॥ ১৩ ॥
তস্মিন্নারায়ণো দেবশ্চতুর্ম্মূর্ত্তিশ্চতুর্ভুজঃ।
প্রাজাপত্যেন রূপেণ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ১৪ ॥
চিন্তয়ন্নাধিগচ্ছেত সৃষ্টিং লোকপিতামহঃ।
ততোহস্য সুমহান্ কোপো জজ্ঞে পরমদারুণঃ ॥ ১৫ ॥
তস্মাৎ কোপাৎ সহস্রার্চ্চিরুত্তস্থৌ দহনাত্মকঃ।
স তং দিধক্ষুর্ব্রহ্মাণং ব্রহ্মণোক্তস্তদা নৃপ ॥ ১৬ ॥
হব্যং কব্যং বহস্বেতি ততোহসৌ হব্যবাহনঃ।
ব্রহ্মাণং ক্ষুধিতঃ প্রায়াঃ কিঙ্করোমি প্রশাধি মাম্।
স ব্রহ্মা প্রত্যুবাচৈনং ত্রিধা তৃপ্তিমবাপ্স্যসি ॥ ১৭ ॥
দত্তাসু দক্ষিণাস্বাদৌ তৃপ্তির্ভূত্বা যতোহমরান্।
নয়সে দক্ষিণাভাগন্দক্ষিণাগ্নিস্ততোহভবৎ ॥ ১৮ ॥
আসমন্তাদ্ধুতং কিঞ্চিদ্যস্ত্রিলোকে বিভাবসো।
তদ্বহস্ব সুরার্থায় ততস্ত্বং হব্যবাহনঃ ॥ ১৯ ॥
গৃহং শরীরমিত্যুক্তং তৎপতিস্ত্বং যতোহধুনা।
অতো বৈ গার্হপত্যস্ত্বং ভব সর্ব্বগতো বিভো ॥ ২০ ॥
বিশ্বান্নরান্ হুতো যেন নয়সে সদ্গতিং প্রভো।
অতো বৈশ্বানরো নাম তব বাক্যং ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

দ্রবিণং বলমিত্যুক্তং ধনঞ্চ দ্রবিণং ততঃ।
দদাতি তদ্ভবানেব দ্রবিণোদাস্ততোঽভবৎ॥ ২২॥
পাপস্তিরোভবেন্নিত্যং নিঃশব্দো নিশ্চয়াত্মকঃ।
অতস্ত্বং সর্ব্বগস্তস্মাৎ তেজোঽগ্নিস্তে ভবিষ্যতি॥ ২৩॥
ধ্মাপ্রপূরণশব্দো য ইধ্মানামপি কীর্ত্ত্যতে।
পূরিতস্য গতির্যেন তেনেধ্মস্ত্বং ভবিষ্যসি॥ ২৪॥
যাজ্যান্যেতানি নামানি তব পুত্র মহামখে।
যজন্তস্ত্বাং নরাঃ কামৈস্তর্পয়িষ্যন্ত্যসংশয়ং॥ ২৫॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে মহাতপ উপাখ্যানে অগ্ন্যুৎপত্তির্নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাতপা উবাচ।

বিষ্ণোর্ব্বিভূতিমাহাত্ম্যং কথিতং তে প্রসঙ্গতঃ।
তিথীনাং শৃণু মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া নৃপ॥ ১॥
ইত্থম্ভূতো মহানগ্নির্ব্রহ্মক্রোধসমুদ্ভবং।
উবাচ দেবং ব্রহ্মাণং তিথির্ম্মে দীয়তাং বিভো।
যস্যামহং সমস্তস্য জগতঃ খ্যাতিমাপ্নুয়াম্॥ ২॥

ব্রহ্মোবাচ।

দেবানামথ যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সত্তম।
আদৌ প্রতিপদা যেন ত্বমুৎপন্নোঽসি পাবক॥ ৩॥

ত্বৎপদাৎ প্রাতিপদিকং সম্ভবিষ্যন্তি দেবতাঃ।
অতস্তে প্রতিপন্নাম তিথিরেষা ভবিষ্যতি॥ ৪॥
তস্যান্তিথৌ হবিষ্যেণ প্রাজাপত্যেন মূর্ত্তিনা।
হোষ্যন্তি তেষাং প্রীতাঃ স্যুঃ পিতরঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥৫॥
চতুর্ব্বিধানি ভূতানি মনুষ্যাঃ পশবোঽসুরাঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে সগন্ধর্ব্বাঃ প্রীতাঃ স্যুস্তর্পিতাস্ত্বয়ি॥ ৬॥
যশ্চোপবাসং কুর্ব্বীত ত্বদ্ভক্তঃ প্রতিপদ্দিনে।
ক্ষীরাশনো বা বর্ত্তেত শৃণু তস্য ফলং মহৎ।
চতুর্যুগানি ষড়্বিংশং স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৭॥
তেজস্বী রূপসম্পন্নো দ্রব্যবাঞ্জায়তে নরঃ।
ইহ জন্মন্যসৌ রাজা প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে॥ ৮॥
তূষ্ণীম্বভূব সোঽপ্যগ্নির্ব্রহ্মদত্তাশ্রমং যযৌ॥ ৯॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
অগ্নের্জ্জন্ম স পাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১০॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে অগ্ন্যুৎপত্তির্নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রজাপাল উবাচ।

এবমগ্নেঃ সমুৎপত্তির্জ্জাতা ব্রহ্মন্মহাত্মনঃ।
প্রাণাপানৌ কথং দেবাবশ্বিনৌ সম্বভূবতুঃ॥ ১॥

মহাতপা উবাচ।

মরীচির্ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ স্বয়ং ব্রহ্মা দ্বিসপ্তভিঃ।
রূপৈর্ব্ব্যবস্থিতস্তেষাং মরীচিঃ শ্রেষ্ঠতামগাৎ॥ ২

তস্য পুত্রো মহাতেজা কশ্যপো নাম বৈ মুনিঃ।
স্বয়ং প্রজাপতিঃ শ্রীমান্দেবতানাং পিতাভবৎ ॥ ৩ ॥
তস্য পুত্রা বভূবুর্হি আদিত্যা দ্বাদশ প্রভো।
নারায়ণাত্মকং তেজো দ্বাদশ সুপ্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪ ॥
তে তে মাসাস্তু আদিত্যাঃ স্বয়ং সংবৎসরো হরিঃ।
এবং তে দ্বাদশাদিত্যা মার্ত্তণ্ডশ্চ প্রতাপবান্ ॥ ৫ ॥
তস্য ত্বষ্টা দদৌ কন্যাং সংজ্ঞাং নাম মহাপ্রভাম্।
তস্যাপত্যদ্বয়ঞ্জজ্ঞে যমশ্চ যমুনা তথা ॥ ৬ ॥
তস্য তেজোঽপ্যসহতী বভূবাশ্বী মনোজবা।
স্বাং ছায়াং তত্র সংস্থাপ্য সা জগামোত্তরান্ কুরূন্ ॥৭॥
তদ্রূপাং তাং সবর্ণাস্তু ভেজে মার্ত্তণ্ডভাস্করঃ।
তস্মাদপি দ্বয়ং জজ্ঞে শনিং তপতিমেব চ ॥ ৮ ॥
যদা ত্বসদৃশং ভেজে পুত্রান্ প্রতি নরোত্তম।
সংজ্ঞাং প্রোবাচ ভগবান্ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
অসমত্বং ন কর্ত্তব্যং স্বেষ্বপত্যেষু ভামিনি ॥ ৯ ॥
এবমুক্তা যদা সা তু অসমত্বং ব্যরোচত।
তদা যমঃ স্বপিতরং প্রোবাচ ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ১০ ॥
নেয়ং মাতা ভবেত্তাত অস্মাকং শত্রুবৎ সদা।
সপত্নীব বৃথাচারা স্বেষ্বপত্যেষু বৎসলা ॥ ১১ ॥
এবং যমবচঃ শ্রুত্বা সা ছায়া ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
শশাপ প্রেতরাজস্ত্বং ভবিষ্যস্যচিরাদিব ॥ ১২ ॥
এবং শ্রুত্বাথ মার্ত্তণ্ডস্তদা পুত্রহিতেচ্ছয়া।
উবাচ মধ্যবর্ত্তী ত্বং ভবিতা ধর্ম্মপাপয়োঃ।
লোকপালশ্চ ভবিতা ত্বং পুত্র দিবি শোভসে ॥ ১৩ ॥

শনিং শশাপ মার্ত্তণ্ডশ্ছায়াকোপপ্রধর্ষিতঃ।
ত্বং ক্রূরদৃষ্টির্ভবিতা মাতৃদোষেণ পুত্রক॥ ১৪॥
এবমুক্তা সমুত্থায় যযৌ ভানুর্দিদৃক্ষয়া।
তামপশ্যত্ত্বসৌ সোঽশ্বামুত্তরেষু কুরুম্বথ॥ ১৫॥
ততোঽশ্বরূপং কৃত্বা স গত্বা তত্রোত্তরান্ কুরূন্।
প্রাজাপত্যেন মার্গেণ যুযোজাত্মানমাত্মনা॥ ১৬॥
তস্যাং ত্বাষ্ট্র্যামশ্বরূপ্যাং মার্ত্তণ্ডস্তীব্রতেজসা।
বীজং নির্ব্বাপয়ামাস তজ্জ্বলন্তং দ্বিধাপতৎ॥ ১৭॥
তত্র প্রাণস্ত্বপানশ্চ যোনৌ চাত্মজিতৌ পুরা।
বরদানেন চ পুনর্মূর্ত্তিমন্তৌ বভূবতুঃ॥ ১৮॥
তৌ ত্বাষ্ট্র্যামশ্বরুপায়াং জাতৌ যেন নরোত্তমৌ।
ততস্তাবশ্বিনৌ দেবৌ কীর্ত্ত্যেতে রবিনন্দনৌ॥ ১৯॥
প্রাজাপত্যং স্বয়ং ভানুস্ত্বাষ্ট্রী শক্তিঃ পরাপরা।
তস্যাঃ প্রাগ্বচ্ছরীরস্থাবমূর্ত্তৌ মূর্ত্তিমাশ্রিতৌ॥ ২০॥
ততস্তাবশ্বিনৌ দেবৌ মার্ত্তণ্ডমুপতস্থতুঃ।
ঊচতুঃ স্বরুচিস্তাবং কিঙ্কর্ত্তব্যমথাবয়োঃ॥ ২১॥

মার্ত্তণ্ড উবাচ।

পুত্রৌ প্রজাপতিং দেবং ভক্ত্যারাধয়তাং বরম্।
নারায়ণং স বো দাতা বরং নূনং ভবিষ্যতি॥ ২২॥
এবং তাবশ্বিনৌ প্রোক্তৌ মার্ত্তণ্ডেন মহাত্মনা।
তেপতুস্তীব্রতপসৌ তপঃ পরমদুশ্চরম্।
ব্রহ্মপারময়ং স্তোত্রং জপন্তৌ তু সমাহিতৌ॥ ২৩॥
তয়োঃ কালেন মহতা ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
তুতোষ পরমপ্রীত্যা বরঞ্চেনন্দদৌ তয়োঃ॥ ২৪॥

প্রজাপাল উবাচ।

অশ্বিভ্যামীরিতং স্তোত্রং ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ব্রহ্মংস্ত্বৎপ্রসাদান্মহামুনে॥ ২৫॥

মহাতপা উবাচ।

শৃণু রাজন্যথা স্তোত্রমশ্বিভ্যাং ব্রহ্মণঃ কৃতম্।
ঈদৃশঞ্চ ফলং প্রাপ্তং তয়োঃ স্তোত্রস্য চানঘ॥ ২৬॥

ওং নমস্তে নিষ্ক্রিয় নিষ্প্রপঞ্চ
নিরাশ্রয় নিরপেক্ষ নিরালম্ব।
নির্গুণ নিরালোক নিরাধার
নির্ম্মম নিরালম্ব॥ ২৭॥
ব্রহ্ম মহাব্রহ্ম ব্রাহ্মণপ্রিয়
পুরুষ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম।
দেব মহাদেব দেবোত্তম
স্থাণো স্থিতিস্থাপক॥ ২৮॥
ভূত মহাভূত ভূতাধিপতে
যক্ষ মহাযক্ষ যক্ষাধিপতে।
গুহ্য মহাগুহ্য গুহ্যাধিপতে
সৌম্য মহাসৌম্য সৌম্যাধিপতে॥ ২৯॥
পক্ষি মহাপক্ষিপতে
দৈত্য ম াদৈত্যাধিপতে।
রুদ্র মহারুদ্রাধিপতে
বিষ্ণো মহাবিষ্ণুপতে।
পরমেশ্বর নারায়ণ
প্রজাপতয়ে নমঃ॥ ৩০॥

এবং স্তুতস্তদা তাভ্যামশ্বিভ্যাং স প্রজাপতিঃ।
তুতোষ পরমপ্রীত্যা বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ॥ ৩১॥
বরং বরয়তাং শীঘ্রং দেবৈঃ পরমদুর্লভম্।
যেন বো বরদানেন চরতস্ত্রিদিবং সুখম্॥ ৩২॥

আশ্বিনাবূচতুঃ।

আবয়োর্দ্দেবভাগস্তু দেহি দেব প্রজাপতে।
সোমপত্বঞ্চ দেবানাং সামান্যত্বঞ্চ শাশ্বতম্॥ ৩৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

রূপং কান্তিরনৌপম্যং ভিষক্ত্বং সর্ব্ববস্তুষু।
সোমপত্বঞ্চ লোকেষু সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি॥ ৩৪॥

মহাতপা উবাচ।

এতৎ সর্ব্বং দ্বিতীয়ায়ামশ্বিভ্যাং ব্রহ্মণা পুরা।
দত্তং যস্মাদতস্তেষাং তিথীনামুত্তমা তিথিঃ॥ ৩৫॥
এতস্যাং রূপকামস্তু পুষ্পাহারো ভবেন্নরঃ।
সংবৎসরং শুচির্নিত্যং সুস্বরূপো ভবেন্নরঃ॥ ৩৬॥
অশ্বিভ্যাং যে গুণাঃ প্রোক্তাস্তে তস্যাপি ভবন্তি চ।
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমশ্বিনোর্জ্জন্ম চোত্তমম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পুত্রবাঞ্জায়তে নরঃ॥ ৩৭॥

ইতি বরাহপুরাণে অশ্ব্যুৎপত্তির্নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রজাপাল উবাচ।

কথং গৌরী মহাপ্রাজ্ঞ সংস্তুতা বরদানতঃ।
মূর্ত্তিং লব্ধবতী পুংসঃ পরস্য পরমাত্মনঃ ॥ ১ ॥

মহাতপা উবাচ।

পূর্ব্বং প্রজাপতির্দ্দেবঃ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
চিন্তয়ামাস ধর্ম্মাত্মা যদাস্তান্নাধ্যগচ্ছত ॥ ২ ॥
তদাস্য কোপাৎ সঞ্জজ্ঞে স চ রুদ্রঃ প্রতাপবান্।
রোদনাত্তস্য রুদ্রত্বং সঞ্জাতং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩ ॥
তস্য ব্রহ্মা শুভাং কন্যাং ভার্য্যায়ৈ মূর্ত্তিসম্ভবাম্।
গৌরীনাম্নীং স্বয়ং দেবীং ভারতীং তাং দদৌ পিতা।
রুদ্রায়ামিতদেহায় স্বয়ং ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ ॥ ৪ ॥
স তাং লব্ধা বরারোহাং মুদা পরময়া যুতঃ।
সর্গকালেষু তং ব্রহ্মা তপসা প্রত্যুবাচ হ ॥ ৫ ॥
রুদ্র প্রজাঃ সৃজস্বেতি পৌনঃপুন্যেন নোদিতঃ।
অসমর্থ ইতি জলে ন্যমজ্জত মহাবলঃ ॥ ৬ ॥
তপোঽর্থিত্বং তপোহীনঃ স্রষ্টুং শক্নোতি ন প্রজাঃ।
এবং চিন্ত্য জলে মগ্নস্ততো রুদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭ ॥
তস্মিন্নিমগ্নে দেবেশে [illegible] ব্রহ্মা কন্যকাং পুনঃ।
অন্তঃশরীরগাং কৃত্বা গৌরীম্পরমশোভনাম্ ॥ ৮ ॥
পুনঃ সিসৃক্ষুর্ভগবানসৃজৎ সপ্ত মানসান্।
দক্ষঞ্চ তেষামারভ্য প্রজাঃ সম্যগ্বিবর্দ্ধিতাঃ ॥ ৯ ॥
তত্র দাক্ষায়ণী পুত্রাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।

বসবোঽষ্টৌ চ রুদ্রাশ্চ আদিত্যা মরুতস্তথা ॥ ১০ ॥
সাপি দক্ষায় সুশ্রোণী গৌরী দত্তাথ ব্রহ্মণা।
দুহিতৃত্বে পুরা যা হি রুদ্রেণোঢ়া মহাত্মনা ॥ ১১ ॥
সা চ দাক্ষায়ণী দেবী পুনর্ভূর্ত্বা নৃপোত্তম ॥ ১২ ॥
ততো দক্ষঃ প্রহৃষ্টাত্মা দৌহিত্রাংস্তান্ সমৃদ্ধিকৃৎ।
দৃষ্ট্বা যজ্ঞমথারেভে প্রীণনায় প্রজাপতেঃ ॥ ১৩ ॥
তত্র ব্রহ্মসুতাঃ সর্ব্বে মরীচ্যাদয় এব চ।
চক্রুরার্ত্বিজকং কর্ম্ম স্বে স্বে মার্গে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মা স্বয়ং মরীচ্যস্তু বভূবাঽন্যে তথাপরে।
অত্রিস্তু যজ্ঞকর্ম্মস্থ আগ্নীধ্রস্ত্বঙ্গিরাভবৎ ॥ ১৫ ॥
হোতা পুলস্ত্যোঽভবদুদ্গাতা পুলহোঽভবৎ।
ক্রতৌ ক্রতুস্তু প্রস্তোতা তদা যজ্ঞে মহাতপাঃ ॥ ১৬ ॥
প্রতিহর্ত্তা প্রচেতাস্তু তস্মিন্ ক্রতুবরে বভৌ।
সুব্রহ্মণ্যো বশিষ্ঠস্তু সনকাদ্যাঃ সভাসদঃ ॥ ১৭ ॥
তত্র যাজ্যঃ স্বয়ং ব্রহ্মা স চ ইজ্যস্তু বিশ্বকৃৎ।
পূজ্যা দক্ষস্য দৌহিত্রা রুদ্রাদিত্যাঙ্গিরাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥
প্রত্যক্ষং পিতরস্তে হি তৈঃ প্রীতৈঃ প্রীয়তে জগৎ।
তত্র ভাগার্থিনো দেবা আদিত্যা বসবস্তথা ॥ ১৯ ॥
বিশ্বেদেবাঃ সপিতরো গন্ধর্ব্বাদ্যা মরুদ্গণাঃ।
জগৃহুর্যজ্ঞভাগাংস্তান্যাজ্ঞেন্তো হবিষার্পিতাঃ ॥ ২০ ॥
তাবৎ কালং জলাৎ সদ্য উত্তস্থৌ ব্রহ্মণঃ পুনঃ।
রুদ্রঃ কোপোদ্ভবো যস্তু পূর্ব্বমগ্নো মহাজলে ॥ ২১ ॥
স সহস্রার্কসঙ্কাশো নিশ্চক্রাম জলাত্ততঃ।
সর্ব্বজ্ঞানময়ো দেবঃ সর্ব্বদেবময়োঽমলঃ ॥ ২২ ॥

প্রত্যক্ষদর্শী সর্ব্বস্য জগতস্তপসা বভৌ।
তস্মিংস্তু কালে পঞ্চানাঞ্জাতঃ সর্গো নরোত্তম ॥ ২৩ ॥
দিব্যানাং পৃথিবীস্থানাং চতুর্ণাং নরজাতিনাম্।
রৌদ্রসর্গস্য সম্ভূতিস্তদা সদ্যোঽপি জায়তে।
ইদানীং রুদ্রসর্গন্ত্বং শৃণু পার্থিবসত্তম ॥ ২৪ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহজ্জলে।
প্রতিরুদ্ধো যদা রুদ্রস্তদা চোর্ব্বীং সকাননাম্ ॥ ২৫ ॥
দৃষ্ট্বা শস্যবতীং রম্যাং মনুষ্যপশুসঙ্কুলাম্।
শুশ্রাব চ তদা শব্দানৃত্বিজাং দক্ষসদ্মনি।
আশ্রমে যজ্ঞিয়ানোচ্চৈর্যোগস্থৈরিতি কীর্ত্তিতান্ ॥ ২৬ ॥
ততঃ শ্রুত্বা মহাতেজাঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ।
চুকোপ সুভৃশন্দেবো বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥ ২৭ ॥
অহং পূর্ব্বন্তু কবিনা সৃষ্টঃ সর্ব্বাত্মনা বিভুঃ।
প্রজাঃ সৃজস্বেতি তদা বাক্যমেতত্তথোক্তবান্ ॥ ২৮ ॥
ইদানীং কেন তৎকর্ম্ম কৃতং সৃষ্ট্যাদিবর্ণনম্।
এবমুক্তো ভৃশং কোপান্ননাদ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৯ ॥
তস্যৈব নদতো জ্বালাঃ শ্রোত্রেভ্যো নির্যযুস্তদা।
তত্র ভূতানি বৈতালা উচ্ছুষ্মা প্রেতপূতনাঃ।
উত্তস্থুঃ কোটিশস্তত্র নানাপ্রহরণাবৃতাঃ ॥ ৩০ ॥
তং দৃষ্ট্বা ভূতসঙ্ঘাতা [illegible]বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
সসর্জ্জ বেদবিদ্যাঙ্গরথং পরমশোভনম্ ॥ ৩১ ॥
তস্মিন্ মৃগদ্বয়ং স্বশ্বৌ ত্রিতত্ত্বঞ্চ ত্রিবেণুকম্।
ত্রিকুবরং ত্রিযবণং ধর্ম্মাক্ষং মারুতধ্বনিম্ ॥ ৩২ ॥
অহোরাত্রে পতাকে দ্বে ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তু দণ্ডকম্।

রশ্ময়ঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ স্বয়ং ব্রহ্মা হি সারথিঃ ॥ ৩৩ ॥
গায়ত্রী চ ধনুস্তস্য ওঙ্কারো গুণ এব চ।
স্বরাঃ সপ্ত শরাস্তস্য দেবদেবস্য সুব্রত ॥ ৩৪ ॥
এবং কৃত্বা স সামগ্রীন্দেবদেবঃ প্রতাপবান্।
জগাম দক্ষযজ্ঞায় কোপাদ্রুদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৫ ॥
গচ্ছতস্তস্য দেবস্য অম্বরাঙ্গিরসন্নয়ৎ।
ঋত্বিজাং মন্ত্রনিচয়ো নষ্টো রুদ্রাগমে তদা ॥ ৩৬ ॥
বিপরীতমিদং দৃষ্ট্বা তদা সর্ব্বেঽত্র ঋত্বিজঃ।
ঊচুঃ সন্নহ্যতাং দেবা মহদ্বো ভয়মাগতম্ ॥ ৩৭ ॥
কশ্চিদায়াতি বলবানসুরো ব্রহ্মনির্ম্মিতঃ।
যজ্ঞভাগার্থমেতস্মিন্ ক্রতৌ পরমদুর্লভম্ ॥ ৩৮ ॥
এবমুক্তাস্ততো দেবা ঊচুর্ম্মাতামহং তদা।
দক্ষ তাত কিমত্রাস্মৎকার্য্যং ব্রূহি বিবক্ষিতম্ ॥ ৩৯ ॥

দক্ষ উবাচ।

উহ্যন্তাং দ্রুতমস্ত্রাণি সঙ্গ্রামোঽত্র বিধীয়তাম্ ॥ ৪০ ॥
এবমুক্তৈস্তদা দেবৈর্ব্বিবিধায়ুধধারিভিঃ।
রুদ্রস্যানুচরৈঃ সার্দ্ধং মহদ্যুদ্ধং প্রবর্ত্তিতম্ ॥ ৪১ ॥
তত্র বৈতালভূতানি কুষ্মাণ্ডা গ্রহপূতনাঃ।
যুযুধুর্লোকপালৈশ্চ নানায়ুধধরাণি চ ॥ ৪২ ॥
দিবো রৌদ্রাণি ভূতানি নির্গচ্ছন্তো যমালয়ম্।
চিক্ষিপুঃ সায়কান্ ঘোরানসীষ্বাসপরশ্বধান্ ॥ ৪৩ ॥
ভূতান্যপি মৃধে ঘোরাণ্যুল্মুকৈরস্থিভিঃ শরৈঃ।
জঘ্নুর্দ্দেবান্মৃধে রোষাদ্রুদ্রস্য পুরতো বলাৎ ॥ ৪৪ ॥
ততস্তস্মিন্মহারৌদ্রে সংগ্রামে ভীমরূপিণী।

রুদ্রো ভগস্য নেত্রে তু বিভেদৈকেষুণা মৃধে ॥ ৪৫ ॥
রুদ্রস্য শরপাতেন নষ্টনেত্রং ভগং তদা।
দৃষ্টাস্য ক্রোধাত্তেজস্বী পূষা রুদ্রমযোধয়ৎ ॥ ৪৬ ॥
সৃজন্তমিষুজালানি পূষণন্ত মহামৃধে।
দৃষ্টা রুদ্রোঽস্য দন্তাংস্তু চকর্ষ পরবীরহা ॥ ৪৭ ॥
তস্য দন্তাংস্তদা দৃষ্টা পূষ্ণো রুদ্রেণ পাতিতান্।
দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতো দিক্ষু রুদ্রাস্ত্বেকাদশ দ্রুতম্ ॥ ৪৮ ॥
তাং ভগ্নাং সহসা দিক্ষু দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ প্রতাপবান্।
আদিত্যাবরজো বাক্যমুবাচ স্ববলং তদা ॥ ৪৯ ॥
ক যাত পৌরুষন্ত্যক্ত্বা দর্পং মাহাত্ম্যমেব চ।
ব্যবসায়ং কুলং ভূতিং কথং ন স্মর্য্যতে দ্রুতম্ ॥ ৫০ ॥
পরমেষ্ঠিগুণৈর্যুক্তা লব্ধমায়ুর্যতঃ পুরা।
তং নমস্কুরুতামোঘং পৃথিব্যাং পদ্মজং স্বয়ম্ ॥ ৫১ ॥
এবমুক্ত্বা গরুত্মন্তমারুরোহ হরিস্তদা।
শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ ॥ ৫২ ॥
ততো হরিহরং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
রুদ্রঃ পাশুপতাস্ত্রেণ বিব্যাধ হরিমোজসা ॥ ৫৩ ॥
হরির্নারায়ণাস্ত্রেণ রুদ্রং বিব্যাধ কোপবান্।
নারায়ণং পাশুপতমুভেঽস্ত্রে ব্যোম্নি রোষিতে।
যুযুধাতে ভৃশং দিব্যং পুরস্পরজিঘাংসয়া ॥ ৫৪ ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু তয়োর্যুদ্ধমভূত্তদা ॥ ৫৫ ॥
তত্রৈকং মুকুটোদ্বদ্ধমন্যঞ্চ জটজালকম্।
একং প্রধ্মাপয়চ্ছঙ্খমন্যগুমরকং শুভম্ ॥ ৫৬ ॥
একং খড়্গকরং তত্র তথান্যন্দণ্ডধারিণম্।

একঙ্কৌস্তুভদীপ্তাঙ্গমন্যং ভস্মবিভূষিতম্ ॥ ৫৭ ॥
একং গদাং ভ্রময়ন্তং দ্বিতীয়ং দণ্ডমেব চ।
একঃ শোভতি কণ্ঠস্থৈর্মণিভিঃ স্বস্থিভিঃ পরঃ ॥ ৫৮ ॥
একং পীতাম্বরং তত্র দ্বিতীয়ং সর্পমেখলম্।
এবং তৌ স্পর্দ্ধিনাবস্ত্রৌ রৌদ্রনারায়ণাত্মকৌ ॥ ৫৯ ॥
অন্যোঽন্যাতিশয়োপেতৌ তদালোক্য পিতামহঃ।
উবাচ শাম্যতামস্ত্রে স্বস্বভাবেন সুব্রতে ॥ ৬০ ॥
এবং তে ব্রহ্মণা প্রোক্তে শান্তভাবং প্রজগ্মতুঃ।
অথ বিষ্ণুহরৌ ব্রহ্মা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৬১ ॥
উভৌ হরিহরৌ দেবৌ লোকে খ্যাতিং পমিষ্যথঃ।
অয়ঞ্চ যজ্ঞো বিধ্বস্তঃ সম্পূর্ণত্বং গমিষ্যতি ॥ ৬২ ॥
দক্ষস্য খ্যাতিমাল্লোকে সন্তত্যায়ং ভবিষ্যতি ॥ ৬৩ ॥
এবমুক্ত্বা হরিহরৌ তদা লোকপিতামহঃ।
ব্রহ্মা লোকানুবাচেদং রুদ্রভাগোঽস্য দীয়তাম্ ॥ ৬৪ ॥
রুদ্রভাগো জ্যেষ্ঠভাগ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ।
স্তুতিঞ্চ দেবাঃ কুরুত রুদ্রস্য পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৬৫ ॥
ভগনেত্রহরং দেবং পূষ্ণো দন্তবিনাশনম্।
স্তুতিং কুরুত বঃ শীঘ্রং গীতৈরেতৈস্তু নামভিঃ।
যেনায়ং বঃ প্রসন্নাত্মা বরদত্বং ভজেত হ ॥ ৬৬ ॥
এবমুক্তাস্তু তে দেবা স্তোত্রং শম্ভোর্মহাত্মনঃ।
চক্রুঃ পরময়া ভক্ত্যা নমস্কৃত্য স্বয়ম্ভুবে ॥ ৬৭ ॥

দেবা ঊচুঃ।

নমো বিষমনেত্রায় নমস্তে ত্র্যম্বকায় চ।
নমঃ সহস্রনেত্রায় নমস্তে শূলপাণিনে।

নমঃ খট্বাঙ্গহস্তায় নমস্তে দণ্ডধারিণে ॥ ৬৮ ॥
ত্বং দেব হুতভুগ্জ্বালাকোটিভানুসমপ্রভঃ।
অদর্শনে বয়ং দেব মূঢ়বিজ্ঞানতোঽধুনা ॥ ৬৯ ॥

নমস্ত্রিনেত্রার্ত্তিহরায় শম্ভো
ত্রিশূলপাণে বিকৃতাস্যরূপ।
সমস্তদেবেশ্বর শুদ্ধভাব
প্রসীদ রুদ্রাচ্যুত সর্ব্বভাব ॥ ৭০ ॥

পূষ্ণোঽস্য দন্তান্তক ভীমরূপ
প্রলম্বভোগীন্দ্রলুলন্তকণ্ঠ।
বিশালদেহাচ্যুত নীলকণ্ঠ
প্রসীদ বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৭১ ॥

ভগাক্ষিসংস্ফোটনদক্ষকর্ম্মা
গৃহাণ ভাগং মখতঃ প্রধানম্।
প্রসীদ দেবেশ্বর নীলকণ্ঠ
প্রপাহি নঃ সর্ব্বগুণোপপন্ন ॥ ৭২ ॥
সিতাঙ্গরাগাপ্রতিপন্নমূর্ত্তে
কপালধারিংস্ত্রিপুরঘ্ন দেব।
প্রপাহি নঃ সর্ব্বভয়েষু চৈবং
উমাপতে পুষ্করনালজন্ম ॥ ৭৩ ॥
পশ্যামি তে দেহগতাঃ সুরেশ
সর্গাদয়ো বেদবরাননন্ত।
সাঙ্গান্ সবিদ্যান্ সপদক্রমাংশ্চ
সর্ব্বান্নিলীনাংস্ত্বয়ি দেবদেব ॥ ৭৪ ॥

ভব সর্ব্ব মহাদেব পিনাকিন্ রুদ্র তে হর।
নতাঃ স্ম সর্ব্বে বিশ্বেশ ত্রাহি নঃ পরমেশ্বর ॥ ৭৫ ॥
ইত্থং স্তুতস্তদা দেবৈর্দ্দেবদেবো মহেশ্বরঃ।
তুতোষ সর্ব্বদেবানাং বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥ ৭৬ ॥

রুদ্র উবাচ।

ভগস্য নেত্রং ভবতু পূষ্ণো দন্তাস্তথা মুখে।
দক্ষস্যাচ্ছিদ্রতাং যাতু যজ্ঞশ্চাপ্যদিতেঃ সুতাঃ ॥ ৭৭ ॥
পশুভাবং তথা চাপি অপনেষ্যামি বঃ সুরাঃ।
মদ্দর্শনেন যো জাতঃ পশুভাবো দিবৌকসাম্।
স ময়াপহৃতঃ সদ্যঃ পতিত্বং বো ভবিষ্যতি ॥ ৭৮ ॥
অহঞ্চ সর্ব্ববিদ্যানাং পতিরাদ্যঃ সনাতনঃ।
অহং বৈ পতিভাবেন পশুমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
অতঃ পশুতির্নাম মম লোকে ভবিষ্যতি ॥ ৭৯ ॥
যে মাং যজন্তি তেষাং স্যাদ্দীক্ষা পাশুপতী ভবেৎ ॥৮০॥
এবমুক্তে তু রুদ্রেণ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ রুদ্রং সস্নেহং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৮১ ॥
ধ্রুবং পশুপতির্দ্দেব ত্বং লোকে খ্যাতিমেষ্যসি।
আরাধ্যতাং সমস্তানাং লোকাদীনাং গমিষ্যসি ॥ ৮২ ॥
এবমুক্ত্বা তদা ব্রহ্মা দক্ষং প্রোবাচ বুদ্ধিমান্।
গৌরীং প্রযচ্ছ রুদ্রায় পূর্ব্বমেবোপপাদিতাম্ ॥ ৮৩ ॥
এবমুক্তা তদা দেবস্তাং কন্যাং দক্ষসন্নিধৌ।
দদৌ রুদ্রায় মহতে গৌরীং পরমশোভনাম্ ॥ ৮৪ ॥
দক্ষস্য চ প্রিয়ং কুর্ব্বন্ বহুমানপুরঃসরম্।
গৃহীতায়াস্তু কন্যায়াং দাক্ষায়ণ্যাং পিতামহঃ।

দদৌ রুদ্রায় নিলয়ং কৈলাসং সুরসন্নিধৌ ॥ ৮৫ ॥
রুদ্রোঽপি প্রযযৌ ভূতৈঃ সমং কৈলাসপর্ব্বতম্।
দেবাশ্চাপি যথাস্থানং স্বং স্বং জগ্মুর্ম্মুদান্বিতাঃ ॥ ৮৬ ॥
ব্রহ্মাপি দক্ষসহিতঃ প্রাজাপত্যং পুরং যযৌ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে গৌর্য্যুৎপত্তির্নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাতপা উবাচ।

তস্মিন্নিবসতস্তস্য রুদ্রস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
চুকোপ গৌরী দেবস্য পিতুর্ব্বৈরমনুস্মরন্ ॥ ১ ॥
চিন্তয়ামাস দেবস্য অনেনাপহৃতং পুরম্।
যজ্ঞো বিধ্বংসিতো যস্মাত্তস্মাদ্দেহং ত্যজাম্যহম্ ॥ ২
আরাধ্য তপসা তস্য গৃহে ভূত্বা ব্রজাম্যহম্।
কথং গচ্ছামি পিতরং দক্ষং ক্ষয়িতবান্ধবম্ ॥ ৩ ॥
ভবপত্নী চ দুহিতা এবং সঞ্চিন্ত্য সুন্দরী।
জগাম তপসে দেবী হিমবন্তং মহাগিরিম্ ॥ ৪ ॥
তত্র কালেন মহতা ক্ষপয়ন্তী কলেবরম্।
স্বশরীরাগ্নিনা দগ্ধা ততঃ শৈলসুতাভবৎ।
উমা নামেতি মহতী কৃষ্ণা চেত্যভিধানতঃ ॥ ৫ ॥
লব্ধা তু শোভনাং মূর্ত্তিং হিমবন্তগৃহে শুভাম্।
পুনস্তপশ্চকারোগ্রং দেবং স্মৃত্বা ত্রিলোচনম্ ॥ ৬ ॥

অসাবেব পতির্ম্মহ্যমিত্যুক্ত্বা তপসি স্থিতা ॥ ৭ ॥
কুর্ব্বন্ত্যা তত্তপশ্চোগ্রং হিমবন্তে মহাগিরৌ।
কালেন মহতা দেবস্তপসারাধিতস্তয়া।
আজগামাশ্রমন্তস্যা বিপ্রো ভূত্বা মহেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥
বৃদ্ধঃ শিথিলসর্ব্বাঙ্গঃ স্খলংশ্চৈব পদে পদে।
কৃচ্ছ্রাত্তস্যাঃ সমীপন্তু আগত্য দ্বিজসত্তমঃ।
বুভুক্ষিতোঽস্মি মে দেহি ভদ্রে ভোজ্যং দ্বিজস্য তু ॥৯॥
এবমুক্তা তদা কন্যা উমা শৈলসুতা শুভা।
উবাচ ব্রাহ্মণং ভোজ্যং দদ্মি বিপ্র ফলাদিকম্ ।
কুরু স্নানং দ্রুতং বিপ্র ভুঙ্ক্ষ্বান্নং যদৃচ্ছয়া ॥ ১০ ॥
এবমুক্তস্তদা বিপ্রস্তস্যাঃ পার্শ্বে মহানদীম্।
গঙ্গাং জগাম স্নানার্থং স্নানং কর্ত্তুমবাতরৎ ॥ ১১ ॥
স্নানন্তু কুর্ব্বতা তেন রুদ্রেণ দ্বিজরূপিণা ।
ভূত্বা মায়াময়ং ভীমং মকরং ভয়দর্শনম্।
গ্রাহিতস্তু তদা বিপ্রস্তেন দুষ্টেন মদ্গুনা ॥ ১২ ॥
দৃষ্টা ধৃতমথাত্মানং মকরেণ বলীয়সা।
বৃদ্ধমাত্মানমনন্যস্তাং দর্শয়ন্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥
অব্রহ্মণ্যঙ্গতং কন্যে ত্রায়স্ব মামতো ঝসাৎ।
যাবন্ন যাতি বিকৃতিং তাবন্মাস্ত্রাতুমর্হসি ॥ ১৪ ॥
এবমুক্তা তদা কন্যা চিন্তয়ামাস পার্ব্বতী।
পিতৃভাবেন শৈলেন্দ্রং ভর্ত্তৃভাবেন শঙ্করম্।
স্পৃশামি তপসা পূতা কথং বিপ্রং স্পৃশাম্যহম্ ॥ ১৫ ॥
যদ্যেনন্নাপকর্ষামি করেণ চ জলে ধৃতম্।
তদানীং ব্রহ্মবধ্যা মে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অন্যং ব্যতিক্রমে ধর্ম্মমপনেতুঞ্চ শক্যতে।
ব্রহ্মবধ্যা পুনর্নৈবমেবমুক্ত্বা গতান্বরৎ ॥ ১৭ ॥
সা গত্বা ত্বরিতং ভীরুগৃ‌হীত্বা পাণিনা দ্বিজম্।
চকর্ষান্তর্জ্জলাত্তাবৎ স্বয়ম্ভূতপতির্হরঃ ॥ ১৮ ॥
যমারাধ্য তপশ্চর্ত্তুমারব্ধং শৈলপুত্রয়া।
স এব ভগবান্ রুদ্রস্তস্যাঃ পাণ্যবলম্বিতঃ ॥ ১৯ ॥
তং দৃষ্ট্বা লজ্জিতা দেবী পূর্ব্বত্যাগমনুস্মরন্।
ন কিঞ্চিদুত্তরং সুভ্রূর্ব্বদতি স্ম সুলজ্জয়া ॥ ২০ ॥
তূষ্ণীম্ভূতাস্তু তাং দৃষ্ট্বা গৌরীং রুদ্রো হসন্নিব।
পাণৌ গৃহীত্বা মাং ভদ্রে কথন্ত্যক্তুমিহার্হসি ॥ ২১ ॥
মৎপাণিগ্রহণং ভদ্রে বৃথা যদি করিষ্যসি।
তদানীং ব্রহ্মণঃ পুত্র্যামাহারার্থং ব্রবীম্যহম্ ॥ ২২ ॥
ন ভবেৎ পরিহাসোঽয়মুক্তং দেবী পরম্পরা।
লজ্জমানা তদা বাক্যং বদতি স্মিতপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥
দেবদেব ত্রিলোকেশ ত্বদর্থোঽয়ং সমুদ্যমঃ।
প্রাগ্‌জন্মারাধিতো ভর্ত্তা ভবান্দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥
ইদানীং মে ভবান্দেবঃ পতির্নান্যো ভবিষ্যতি।
কিন্তু স্বামী পিতা মহ্যং শৈলেন্দ্রো মে ব্রজামি তম্ ॥ ২৫ ॥
অনুজ্ঞাপ্য বিধানেন ততঃ পাণিঙ্গৃহীষ্যসি ॥ ২৬ ॥
এবমুক্ত্বা তদা দেবী পিতরং প্রতি ভামিনী।
কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা হিমবন্তমুবাচ হ ॥ ২৭ ॥
ইতোঽন্যজন্মভর্ত্তা মে রুদ্রো দক্ষমখান্তকঃ।
ইদানীং তপসা সৈব জ্ঞাতোহভূদ্গতিভাবনঃ ॥ ২৮ ॥
স চ বিশ্বপতির্ভূত্বা ব্রাহ্মণো মে তপোবনম্।

আগত্য ভোজনার্থং মাং যাচয়ামাস শঙ্করঃ ॥ ২৯ ॥
ময়া স্নাতুং ব্রজস্বেতি চোদিতো জাহ্নবীং গতঃ।
তত্রাসৌ বৃদ্ধভাবেন দ্বিজরূপেণ শঙ্করঃ।
মকরেণ ধৃতঃ পূর্ব্বমব্রহ্মণ্যমুবাচ হ ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মহত্যাভয়াত্তাত ময়া পাণৌ ধৃতস্ততঃ।
ধৃতমাত্রঃ স্বকন্দেহহং দর্শয়ামাস শঙ্করঃ ॥ ৩১ ॥
ততো মামব্রবীদ্দেবঃ পাণিগ্রহণমাগতম্।
ভবিতা দেবি মা কিঞ্চিদ্বিচারয় তপোধনে ॥ ৩২ ॥
এবমুক্তা ত্বহং তেন শঙ্করেণ মহাত্মনা।
তদনুজ্ঞাপ্য দেবেশং ভবন্তং প্রষ্টুমাগতা ॥ ৩৩ ॥
ইদানীং যৎক্ষমং কার্য্যং তচ্ছীঘ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥৩৪॥
এবং শ্রুত্বা তদা বাক্যং শৈলরাজো মুদা যুতঃ।
ঊচে দুহিতরং কন্যাং তস্মিন্ কালে বরাননঃ ॥ ৩৫ ॥
পুত্রি ধন্যোঽস্ম্যহং লোকে যস্য রুদ্রঃ স্বয়ং হরঃ।
জামাতা ভবিতা দেবস্ত্বয়াঽপত্যবদস্ম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥
স্থাপিতো মূর্দ্ধ্নি দেবানামপি পুত্রি ত্বয়া হ্যহম্।
স্থীয়তাং ক্ষণমেকন্তু যাবদাগমনং মম ॥ ৩৭ ॥
এবমুক্ত্বা গতো রাজা শৈলানাং ব্রহ্মণোঽন্তিকম্।
তত্র দৃষ্ট্বা মহাত্মানং সর্ব্বদেবপিতামহম্ ॥ ৩৮ ॥
উবাচ প্রণতো ভূত্বা ব্রহ্মাণং শৈলরাট্ ততঃ।
দেবোমা দুহিতা মহ্যং তাং রুদ্রায় দদাম্যহম্ ॥ ৩৯ ॥
প্রসন্নশ্চোবাচ দেবানাং তদা লোকপিতামহঃ ॥ ৪০ ॥
এবমুক্তঃ শৈলরাজঃ স্ববেশ্মাগম্য সত্বরম্।
তুম্বুরুর্নারদশ্চৈব হাহাং হূহূস্তথৈব চ।

স গত্বা কিন্নরাংশ্চৈব অসুরান্ রাক্ষসানপি ॥ ৪১ ॥
পর্ব্বতাঃ সরিতঃ শৈলা বৃক্ষা ওষধয়স্তথা।
আগতা মূর্ত্তিমন্তো বৈ পর্ব্বতাঃ সঙ্গমোৎপলাঃ।
হিমবদ্দুহিতুর্দ্রষ্টুং বিবাহং শঙ্করেণ হ ॥ ৪২ ॥
তত্র বেদী ক্ষিতিশ্চাসীৎকলশাঃ সপ্ত সাগরাঃ।
সূর্য্যো দীপস্তথা সোমঃ সরিতো ববহুর্জ্জলম্ ॥ ৪৩ ॥
এবং বিবাহসামগ্রীং কৃত্বা শৈলনরাধিপঃ।
প্রেষয়ামাস রুদ্রায় সমীপং মন্দরং গিরিম্ ॥ ৪৪ ॥
স তদা শঙ্করোক্তস্তু মন্দরো দ্রুতমাযযৌ।
বিধিনা সোময়া পাণিং জগ্রাহ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥

তত্রোৎসবে পর্ব্বতনারদৌ দ্বৌ
জগুশ্চ সিদ্ধা ননৃতুর্ব্বনস্পতাঃ।
পুষ্পাণ্যনেকানি বিচিক্ষিপুঃ শুভা-
ননৃতুরুচ্চৈঃ সুরযোষিতো ভৃশম্ ॥ ৪৬ ॥
তস্মিন্ বিবাহে সলিলপ্রবাহে
চতুর্ম্মুখো লোকপরস্বসংস্থঃ।
উবাচ কন্যাং তব পুত্রি লোকে
নারী প্রভর্ত্তা তব চান্যপুংসাম্ ॥ ৪৭ ॥
ইত্যেবমুক্তা স উমাং সরুদ্রাং
পিতামহঃ স্বং পুরমাজগাম ॥ ৪৮ ॥

স বভূব যথা প্রোক্তং প্রজাপালায় পৃচ্ছতে।
ঋষিণা মহতা পূর্ব্বং তপসা ভাবিতাত্মনা ॥ ৪৯ ॥
গৌর্য্যা উৎপত্তিরেষা বৈ কথিতা পরমর্ষিণা।
বিবাহশ্চ যথা বৃত্তস্তৎসর্ব্বং কথিতন্তব ॥ ৫০ ॥

এতৎ সর্ব্বন্তু গৌর্য্যা বৈ সম্পন্নন্তু তৃতীয়য়া।
তস্মাত্তিথৌ তৃতীয়ায়াং লবণং বর্জ্জয়েৎ সদা ॥ ৫১ ॥
যশ্চোপোষ্যতি নারী বা সা সৌভাগ্যন্তু বিন্দতি ॥ ৫২ ॥
দুর্ভগা যা তু নারী স্যাৎ পুরুষশ্চাতিদুর্ভগঃ।
এতৎ শ্রুত্বা তৃতীয়ায়াং লবণন্তু বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি সৌভাগ্যং দ্রব্যসম্পদঃ।
আরোগ্যঞ্চ সদা লোকে কান্তিং পুষ্টিঞ্চ বিন্দতি ॥ ৫৪ ॥

ইতি বরাহপুরাণে গৌর্য্যুদ্বাহো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রজাপাল উবাচ।

কথং গণপতের্জ্জন্ম মূর্ত্তিমন্তঞ্চ সত্তম।
এতন্মে সংশয়ঞ্ছিন্ধি হৃদি কষ্টং ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥

মহাতপা উবাব।

পূর্ব্বং দেবগণাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
কার্য্যারম্ভং তথা চক্রুঃ সিদ্ধ্যতে চ ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥
সন্মার্গবর্ত্তিষু তথা সিদ্ধ্যন্তে বিঘ্নতঃ ক্রিয়াঃ।
অসৎকারিষু সর্ব্বেষু তদ্বদেবমবিঘ্নতঃ ॥ ৩ ॥
ততো দেবাঃ সপিতরশ্চিন্তয়ামাসুরোজসঃ।
অসৎ কার্য্যেষু বিঘ্নার্থে সর্ব্ব এবাভ্যমন্ত্রয়ন্ ॥ ৪ ॥
ততস্তেষাং তদা মন্ত্রং কুর্ব্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্।

বভূব বুদ্ধির্গমনে রুদ্রং প্রতি মহামতিম্॥ ৫ ॥
তে তত্র রুদ্রমামন্ত্র্য কৈলাসনিলয়ং গুরুম্।
ঊচুঃ সবিনয়ং সর্ব্বে প্রণিপাতপুরঃসরম্॥ ৬ ॥

দেবা ঊচুঃ।

দেবদেব মহাদেব শূলপাণে ত্রিলোচন।
বিঘ্নার্থমবিশিষ্টানামুৎপাদয়িতুমর্হসি ॥ ৭ ॥
এবমুক্তস্তদা দেবৈর্ভবঃ পরময়া মুদা।
উমাং নিরীক্ষয়ামাস চক্ষুষানিমিষেণ হ॥ ৮ ॥
দেবানাং সন্নিধৌ তস্য পশ্যতোমাং মহাত্মনঃ।
চিন্তাভূদ্ব্যোম্নি মূর্ত্তির্নো দৃশ্যতে কেন হেতুনা ॥ ৯ ॥
পৃথিব্যাং বিদ্যতে মূর্ত্তিরপাং মূর্ত্তিস্তথৈব চ।
তেজসঃ শ্বসনস্যাপি মূর্ত্তিরেষা তু দৃশ্যতে ॥ ১০ ॥
আকাশস্য কথং নেতি মত্বা দেবো জহাস চ।
জ্ঞানশক্তিঃ পুমান্ দৃষ্টা যদ্দৃষ্টং ব্যোম্নি শম্ভুনা ॥১১॥
যথোক্তং ব্রহ্মণা পূর্ব্বং শরীরন্তু শরীরিণাম্।
যচ্চাপি হসিতন্তেন দেবেন পরমেষ্ঠিনা ॥ ১২ ॥
এতৎ কার্য্যঞ্চতুষ্কেণ পৃথিব্যাদিচতুর্ষ্বপি।
মূর্ত্তিমানতিতেজস্বী হসতঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১৩ ॥
প্রদীপ্তাস্যো মহাদীপ্তঃ কুমারো ভাসয়ন্দিশঃ।
পরমেষ্ঠিগুণৈর্যুক্তঃ সাক্ষাদ্রুদ্র ইবাপরঃ ॥ ১৪ ॥
উৎপন্নমাত্রো দেবানাং ব্যষিতঃ সংপ্রমোহয়ন্।
কান্ত্যা দীপ্ত্যা তথা মূর্ত্ত্যা রূপেণ চ মহাত্মবান্ ॥ ১৫ ॥
তং দৃষ্ট্বা পরমং রূপং কুমারস্য মহাত্মনঃ।
উমাঽনিমেষনেত্রাভ্যাং তমপশ্যত ভামিনী ॥ ১৬ ॥

তং দৃষ্ট্বা কুপিতো দেবঃ স্ত্রীভাবঞ্চঞ্চলং তথা।
গত্বা কুমাররূপস্তু শোভনং মোহনং দৃশাম্॥ ১৭
ততঃ শশাপ তন্দেবো গণেশম্পারমেশ্বরঃ।
কুমার গজবক্ত্রস্ত্বং প্রলম্বজঠরস্তথা।
ভবিষ্যসি তথা সর্পৈরুপবীতগতির্ধ্রুবম্॥ ১৮॥
এবং শশাপ তন্দেবস্তীব্রকোপসমন্বিতঃ।
ধুন্বন্ শরীরমুত্থায় ততো দেবো রুষান্বিতঃ॥ ১৯

যথা যথাসৌ স্বশরীরমাদ্য
ন্ধুনোতি দেবস্ত্রিশিখাস্ত্রপাণিঃ।
তথা তথা চাঙ্গরুহাচ্ছকাসে
জলং ক্ষিতৌ সংন্যপতত্তথান্যে॥ ২০॥

বিনায়কানেকবিধা গজাস্যা
স্তমালনীলাঞ্জনসন্নিকাশাঃ।
উত্তস্থুরুচ্চৈর্ব্বিবিধাস্ত্রহস্তা
স্ততস্তু দেবো মনসাকুলেন॥ ২১॥

কিমেতদিত্যদ্ভুতকর্ম্মকারী
হ্যেকঃ করোত্যপ্রতিমং মহচ্চ।
কার্য্যং সুরাণাং কৃতমেতদিষ্টং
ভবেদথৈনং পরিতঃ কুতস্তৎ॥ ২২॥

দিবৌকসাঞ্চিন্তয়তাং তথা তু
বিনায়কৈঃ ক্ষ্মা ক্ষুভিতা বভূব।
চতুর্ম্মুখশ্চাপ্রতিমং বিমান
মারুহ্য খে বাক্যমিদং জগাদ॥ ২৩॥

ধন্যাঃ স্থ দেবাঃ সুরনায়কেন
ত্রিলোচনেনাদ্ভুতরূপিণা চ।
অনুগৃহীতাঃ পরমেশ্বরেণ
সুরদ্বিষাং বিঘ্নকৃতাং কৃতে তু ॥ ২৪ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা প্রপিতামহস্তা-
নুবাচ দেবস্ত্রিশিখাস্ত্রপাণিম্।
যস্তে বিভো বক্ত্রসমুদ্ভবঃ প্রভু-
র্ব্বিনায়কোঽয়ং স ভবত্বিমেঽনুগাঃ ॥ ২৫ ॥
ভবন্তু থাস্যাত্মবরেণ চাম্বরে
ত্বয়া বিসৃষ্টন্তু শরীরচারিণা।
আকাশমেতদ্বহুধা ব্যবস্থিতং
ত্বয়া চৈকো বদতাস্তেঽপযাতাঃ ॥ ২৬ ॥
প্রভুর্ভব ত্বং প্রতিমানপাণিনা
নামানি চাস্মৈ বরদ প্রদেহি।
ইত্যেবমুক্ত্বা বিগতে পিতামহে
ত্রিলোচনশ্চাত্মভবং জগাদ ॥ ২৭ ॥
বিনায়কো বিঘ্নকরো গজাস্যো
গণেশনামা চ ভবস্য পুত্রঃ।
এতে চ সর্ব্বে তব সন্তু ভৃত্যা
বিনায়কাঃ ক্রূরদৃশঃ প্রচণ্ডাঃ ॥ ২৮ ॥
উচ্ছুষ্মদানাদিবিবৃদ্ধদেহাঃ
কার্য্যেষু সিদ্ধিং প্রতিপাদয়ন্তঃ।
ভবাংশ্চ দেবেষু তথা মখেষু
কার্য্যেষু চান্যেষু মমপ্রভাবাৎ ॥ ২৯ ॥

অগ্রেষু পূজাং লভতেঽন্যথা চ
বিনাশয়িষ্যস্তথ কার্য্যসিদ্ধিম্।
ইত্যেবমুক্তা পরমেশ্বরেণ
সুরৈঃ সমং কাঞ্চনকুম্ভসংস্থৈঃ॥ ৩০॥
জলৈস্তথাসাবভিষিক্তগাত্রো
ররাজ রাজেন্দ্র বিনায়কানাম্॥ ৩১॥
দৃষ্ট্বাভিষিচ্যমানন্তু দেবাস্তঙ্গণনায়কম্।
তুষ্টুবুঃ প্রযতাঃ সর্ব্বে ত্রিশূলাস্ত্রস্য সন্নিধৌ॥ ৩২॥

দেবা ঊচুঃ।

নমস্তে গজবক্ত্রায় নমস্তে গণনায়ক।
বিনায়ক নমস্তেঽস্তু নমস্তে চণ্ডবিক্রম॥ ৩৩॥
নমোঽস্তু তে বিঘ্নকর্ত্রে নমস্তে সর্পমেখল।
নমস্তে রুদ্রবক্ত্রোত্থপ্রলম্বজঠরাশ্রিত।
সর্ব্বদেবনমস্কারাদবিঘ্নং কুরু সর্ব্বদা॥ ৩৪॥
এবং স্তুতস্তদা দেবৈর্ম্মহাত্মা গণনায়কঃ।
অভিষিক্তস্তু রুদ্রেণ সোমায়াঃপত্যতাঙ্গতঃ॥ ৩৫॥
এতচ্চতুর্থ্যাং সম্পন্নং গণাধ্যক্ষস্য পার্থিব।
যতস্ততোঽয়ং মহতী তিথীনাং পরমা তিথিঃ॥ ৩৬॥
এতস্যাং যস্তিলান্ ভুক্ত্বা ভক্ত্যা গণপতিন্নৃপ।
আরাধয়তি তস্যাশু তুষ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৭॥
যশ্চৈতৎপঠতে স্তোত্রং যশ্চৈতচ্ছৃণুয়াৎসদা।
ন তস্য বিঘ্না জায়ন্তে ন পাপং সর্ব্বথা নৃপ॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে বিনায়কোৎপত্তির্নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অহন্যহনি জায়েত ক্ষয়ঃ পরমদারুণঃ ॥ ১০ ॥
আত্মনস্তু ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সমন্ততঃ।
জগ্মুঃ শরণ্যং শরণং পরন্তু পরমেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥
ইমমেবার্থমুদ্দিশ্য প্রজাঃ সর্ব্বা মহীপতে।
ঊচুঃ কমলজন্মেবং পুরাণং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ১২ ॥
ত্রাহি নস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রেভ্যো ভুজঙ্গেভ্যো মহাবল।
অহন্যহনি যে দেব পশ্যেয়ুরুরগা দৃশা।
মনুষ্যং মৃগযূথং বা তৎসর্ব্বং ভস্মসাদ্ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
ত্বয়া সৃষ্টিঃ কৃতা দেব ক্ষীয়তে সা ভুজঙ্গমৈঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বা তু দুর্ব্বৃত্তং তৎ কুরুষ্ব মহামতে ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অহং রক্ষাং বিধাস্যামি ভবতীনাং ন সংশয়ঃ।
ব্রজধ্বং স্বানি ধিষ্ণ্যানি নীরুজা গতসাধ্বসাঃ ॥ ১৫ ॥
এবমুক্তাব্রজংস্তেন ব্রহ্মণাব্যক্তমূর্ত্তিনা।
আগতাসু প্রজাস্বাদ্যস্তানাহূয় ভুজঙ্গমান্।
শশাপ পরমক্রুদ্ধো বাসুকিপ্রমুখাংস্তথা ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

যতো মৎপ্রভবান্নিত্যং ক্ষয়ং নয়ত মানুষান্।
ভবান্তরে অথান্যস্মিন্মাতুঃ শাপাৎ সুদারুণাৎ।
ভবিতাতিক্ষয়ো ঘোরো নূনং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ॥ ১৭ ॥
এবমুক্তাস্তু বেপন্তো ব্রহ্মণো ভুজগোত্তমাঃ।
নিপত্য পাদয়োস্তস্য ইদমূচুর্ব্বচস্তদা ॥ ১৮ ॥

নাগা ঊচুঃ।

ভগবন্ কুটিলা জাতিরস্মাকং ভবতা কৃতা।

বিষোল্বণত্বং ক্রূরত্বং দৃক্‌শস্ত্রত্বঞ্চ নস্তথা।
সম্পাদিতং ত্বয়া দেব ইদানীং শময়াচ্যুত ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

যদি নাম ময়া সৃষ্টা ভবন্তঃ কুটিলাশয়াঃ।
ততঃ কিং মনুজান্নিত্যং ভক্ষয়ধ্বং গতব্যথাঃ ॥ ২০ ॥

নাগা ঊচুঃ।

মর্য্যাদাং কুরু দেবেশ স্থানঞ্চৈব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২১ ॥
নাগানাং বচনং শ্রুত্বা দেবো বচনমব্রবীৎ।
অহং করোমি বো নাগাঃ সময়ং মনুজৈঃ সহ ॥ ২২ ॥
তদেকমনসঃ সর্ব্বে শৃণুধ্বং মম শাসনম্ ॥ ২৩ ॥
পাতালং বিতলঞ্চৈব সুতলাখ্যং তৃতীয়কম্।
দত্তং বৈ বস্তুকামানাং গৃহং তত্র গমিষ্যথ ॥ ২৪ ॥
তত্র ভোগান্ বহুবিধান্ ভুঞ্জানা মম শাসনাৎ।
তিষ্ঠধ্বং সপ্তমং যাবদ্রাত্র্যন্তং তে পুনঃ পুনঃ ॥ ২৫ ॥
ততো বৈবস্বতস্যাদৌ কাশ্যপেয়া ভবিষ্যথ।
দায়াদাঃ সর্ব্বদেবানাং সুপর্ণস্য চ ধীমতঃ ॥ ২৬ ॥
তদা প্রসূতির্ব্বঃ সর্ব্বা ভোক্ষ্যতে চিত্রভানুনা।
ভবতান্নৈব দোষোঽয়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥

যে বৈ ক্রূরা ভোগিনো দুর্ব্বিনীতা
স্তেষামন্তো ভবিতা নান্যথৈতৎ।
কালপ্রাপ্তং ভক্ষয়ধ্বং দশধ্বং
তথাঽপকারে চ কৃতে মনুষ্যান্ ॥ ২৮ ॥
মন্ত্রৌষধৈর্গারুড়মণ্ডলৈশ্চ
বদ্ধৈর্দ্দষ্টৈর্ম্মানবা যে চরন্তি।

তেষাং ভীতৈর্ব্বর্ত্তিতব্যং ন চান্য-
চ্চিন্ত্যং কার্য্যঞ্চান্যথা বো বিনাশঃ ॥ ২৯ ॥
ইতীরিতে ব্রহ্মণা বৈ ভুজঙ্গা
জগ্মুঃ স্থানং ক্ষ্মাতলাখ্যং হি সর্ব্বে ॥ ৩০ ॥

এবং শাপন্তে তু লব্ধা প্রসাদঞ্চ চতুর্ম্মুখাৎ।
তস্থুঃ পাতালনিলয়ং মুদিতেনান্তরাত্মনা ॥ ৩১ ॥
এতৎ সর্ব্বঞ্চ পঞ্চম্যাং তেষাঞ্জাতং মহাত্মনাম্।
ততস্থিয়ং তিথির্ধন্যা সর্ব্বপাপহরা শুভা ॥ ৩২ ॥
এতস্যাং সংযতো যস্তু অম্লন্তু পরিবর্জ্জয়েৎ।
ক্ষীরেণ স্নাপয়েন্নাগাংস্তস্য যাস্যন্তি মিত্রতাম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি বরাহপুরাণে নাগোৎপত্তির্নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রজাপাল উবাচ।

অহঙ্কারাৎ কথং জজ্ঞে কার্ত্তিকেয়ো দ্বিজোত্তম।
এতন্মে সংশয়ঞ্ছিন্ধি পৃচ্ছতো বৈ মহামুনে ॥ ১ ॥

মহাতপা উবাচ।

সর্ব্বেষামেব তত্ত্বানাং যঃ পরঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং তত্ত্বাদি ত্রিবিধন্তু তৎ ॥ ২ ॥
পুরুষাব্যক্তয়োর্ম্মধ্যে মহত্ত্বং সমপদ্যত।
সচাহঙ্কার ইত্যুক্তো যো মহান্ সমুদাহৃতঃ ॥ ৩ ॥

পুরুষো বিষ্ণুরিত্যুক্তঃ শিবো বা নামতঃ স্মৃতঃ।
অব্যক্তস্তু উমা দেবী শ্রীর্ব্বা পদ্মনিভেক্ষণা॥ ৪॥
তৎ সংযোগাদহঙ্কারঃ স চ সেনাপতির্গুহঃ।
তস্যোৎপত্তিম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু রাজন্মহামতে॥ ৫॥
আদ্যো নারায়ণো দেবস্তস্মাদ্ব্রহ্মা ততো ভবঃ।
ততঃ স্বয়ম্ভুবশ্চান্যে মরীচ্যাদ্যাঃ সকশ্যপাঃ॥ ৬॥
তেষ্বারভ্য সুরা দৈত্যা গন্ধর্ব্বা মানুষাঃ খগাঃ।
পশবঃ সর্ব্বভূতানি সৃষ্টিরেষা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৭॥
সৃষ্ট্যাং বিস্তারিতায়ান্তু দেবদৈত্যা মহাবলাঃ।
সাপত্ন্যভাবমাস্থায় যুযুধুর্ব্বিজিগীষবঃ॥ ৮॥
দৈত্যানাম্বলিনঃ সন্তি নায়কা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
হিরণ্যকশিপুঃ পূর্ব্বং হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ॥ ৯॥
বিপ্রচিত্তির্ব্বিচিত্রস্তু ভীমাক্ষঃ ক্রৌঞ্চ এব চ।
এতেঽতিবলিনঃ শূরা দেবসৈন্যং মহামৃধে।
অমরাংশ্চাশিতৈর্ব্বাণৈর্জ্জয়ন্তেঽনুদিনং মৃধে॥ ১০॥
তেষাং পরাজয়ং দৃষ্টা দেবানাঞ্চ বৃহস্পতিঃ।
উবাচ হীনং বঃ সৈন্যং নায়কেন বিনা সুরাঃ॥
একেনেন্দ্রেণ দিব্যন্তু সৈন্যম্পাতুং ন শক্যতে।
অতঃ সেনাপতিং কঞ্চিদন্বেষয়ত মা চিরম্॥ ১২॥
এবমুক্তাস্ততো দেবা জগ্মুর্লোকপিতামহম্।
সেনাপতিঞ্চ নো দেহি বাক্যমূচুঃ সসম্ভ্রমম্॥ ১৩॥
ততো দধ্যৌ চতুর্ব্বক্ত্রঃ কিমেষাং ক্রিয়তে ময়া।
ব্রহ্মণশ্চিন্ত্যমানস্য রুদ্রম্প্রতি মনো গতম্॥ ১৪॥
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।

ব্রহ্মাণং পুরতঃ কৃত্বা জগ্মুঃ কৈলাসপর্ব্বতম্‌ ॥ ১৫ ॥
তত্র দৃষ্ট্বা মহাদেবং শিবং পশুপতিং বিভুম্‌।
তুষ্টুবুর্ব্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ শক্রাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ১৬ ॥

দেবা ঊচুঃ।

নমাম সর্ব্বে শরণার্থিনো বয়ং
মহেশ্বরন্ত্র্যম্বকভূতভাবনম্‌।
উমাপতে বিশ্বপতে মরুৎপতে
জগৎপতে শঙ্কর পাহি নঃ স্বয়ম্‌ ॥ ১৭ ॥
জটাকলাপাগ্রশশাঙ্কদীধিতি-
প্রকাশিতাশেষজগত্ত্রয়ামল।
ত্রিশূলপাণে পুরুষোত্তমাচ্যুত
প্রপাহি নো দৈত্যভয়াদুপস্থিতান্‌ ॥ ১৮ ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষোত্তমো হরিঃ
ভবো মহেশস্ত্রিপুরান্তকো বিভুঃ।
ভগাক্ষহা দৈত্যরিপুঃ পুরাতনো
বৃষধ্বজঃ পাহি সুরোত্তমোত্তম ॥ ১৯ ॥
গিরীশজানাথ গিরিপ্রিয়াপ্রিয়
প্রভুঃ সমস্তামরলোকপূজিতঃ।
গণেশ ভূতেশ শিবাক্ষয়াব্যয়
প্রপাহি নো দৈত্যবরান্তকাচ্যুত ॥ ২০ ॥
পৃথ্ব্যাদিতত্ত্বেষু ভবান্‌ প্রতিষ্ঠিতো
ধ্বনিস্বরূপো গগনে বিশেষতঃ।
লীনো দ্বিধা তেজসি স ত্রিধা জলে
চতুঃ ক্ষিতৌ পঞ্চ গুণপ্রধানঃ ॥ ২১ ॥

সর্ব্বৈশ্চ দেবৈশ্চ ঋষিভিশ্চ সিদ্ধৈঃ
সেনাপতির্দ্দানবরেণ তেন।
আপ্যায়িতঃ সোঽপি স্বরান্নুবাচ
সহায়ৌ মে ক্রীড়নকঞ্চ দত্ত্বম্॥ ৩৭॥
শ্রুত্বা বচস্তস্য মহানুভাবো
বাক্যং মহাদেব ইদং জগাদ।
দদামি তে ক্রীড়নকন্তু কুক্কুটং
তথানুগৌ শাখবিশাখসংজ্ঞৌ॥
কুমার ভূতগ্রহনায়কো ভবান্
ভবস্ব দেবেশ্বর সেনায়াঃ পতিঃ॥ ৩৮॥
এবমুক্তা ততো দেবঃ সর্ব্বদেবাশ্চ পার্থিব।
তুষ্টুবুর্ব্বাগ্ভিরিষ্টাভিঃ স্কন্দং সেনাপতিন্তদা॥ ৩৯॥

দেবা ঊচুঃ।

ভবস্ব দেবসেনানীর্ম্মহেশ্বরসুত প্রভো।
ষণ্মুখ স্কন্দ বিশ্বেশ কুক্কুটধ্বজ পাবকে॥ ৪০॥
কম্পিতারে কুমারেশ স্কন্দ বালগ্রহানুগ।
জিতারে ক্রৌঞ্চবিধ্বংস কৃত্তিকাজ শিবাত্মজ॥ ৪১॥
ভূতগ্রহপতিশ্রেষ্ঠ পাবকপ্রিয়দর্শন।
মহাভূতপতেঃ পুত্র ত্রিলোচন নমোঽস্তু তে॥ ৪২॥
এবং স্তুতস্তদা দেবৈর্ব্বিবর্দ্ধন্ ভবনন্দনঃ।
দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশো বভূবাতুলবিক্রমঃ॥ ৪৩॥
ত্রৈলোক্যন্তেজসা স্বেন তাপয়ামাস পার্থিব॥ ৪৪॥

প্রজাপাল উবাচ।

কথং ত্বং কৃত্তিকাপুত্রমুক্তবান্ শংস মে গুরো।

কথং বা পাবকিরসৌ কথং ষণ্মাতৃনন্দনঃ ॥ ৪৫ ॥

মহাতপা উবাচ।

আদিমন্বন্তরে দেবস্যোৎপত্তির্যা ময়োদিতা।
পরোক্ষদর্শিভির্দ্দেবৈরেবমেব স্তুতঃ প্রভো ॥ ৪৬ ॥
কৃত্তিকা পাবকস্তস্য মাতরো গিরিজা তথা।
দ্বিতীয়জন্মনি গুহস্যৈতে উৎপত্তিহেতবঃ ॥ ৪৭ ॥
এবমেতত্তবাখ্যাতং পৃচ্ছতো পার্থিবোত্তম।
আত্মবিদ্যামৃতং গুহ্যমহঙ্কারস্য সম্ভবঃ ॥ ৪৮ ॥
স্বয়ং স্কন্দো মহাদেবঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ।
তস্য ষষ্ঠীং তিথিং প্রাদাদভিষেকে পিতামহঃ ॥ ৪৯ ॥
অস্যাং ফলাশনো যস্তু প্রেক্ষতে যতমানসঃ।
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনোঽপি ধনং লভেৎ ॥ ৫০ ॥
যং যমিচ্ছেত মনসা তন্তং লভতি মানবঃ ॥ ৫১ ॥
যশ্চৈতৎপঠতি স্তোত্রং কার্ত্তিকেয়স্য মানবঃ।
তস্য গৃহে কুমারাণাং ক্ষেমারোগ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে স্কন্দোৎপত্তির্নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রজাপাল উবাচ।

শরীরস্য কথং মূর্ত্তিগ্রহণং জ্যোতিষো দ্বিজ।
এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি প্রণতস্য দ্বিজোত্তম ॥ ১ ॥

মহাতপা উবাচ।

যোঽসাবাত্মা জ্ঞানশক্তিরেক এব সনাতনঃ।
স দ্বিতীয়ং যদা চৈচ্ছত্তদা তেজঃ সমুত্থিতম্ ॥ ২ ॥
তৎসূর্য্য ইতি ভাস্বাংস্তু অন্যোন্যেন মহাত্মনঃ।
লীনীভূতানি তেজাংসি ভাসয়ন্তি জগত্ত্রয়ম্ ॥ ৩ ॥
তস্মিন্ সর্ব্বে সুরাঃ সিদ্ধা গণাঃ সর্ব্বের্মহর্ষয়ঃ।
স্বয়ম্ভূতা ইতি বিভো তস্মাৎসূর্য্যস্তু সোঽভবৎ ॥ ৪ ॥
লীনীভূতস্য তস্যাশু তেজসোঽভূচ্ছরীরকম্।
পৃথক্ত্বেন রবিঃ সোঽথ কীর্ত্ত্যতে বেদবাদিভিঃ ॥ ৫ ॥
ভাসয়ন্ সর্ব্বলোকাংস্তু যতোঽসাবুত্থিতো দিবি।
অতোঽসৌ ভাস্করঃ প্রোক্তঃ প্রকর্ষাচ্চ প্রভাকরঃ ॥ ৬ ॥
দিবা দিবস ইত্যুক্তস্তৎকারিত্বাদ্দিবাকরঃ।
সর্ব্বস্য জগতস্ত্বাদিরাদিত্যস্তেন উচ্যতে ॥ ৭ ॥
এতস্য তেজসা জাতা আদিত্যা দ্বাদশ পৃথক্।
প্রধান এক এবায়ং জৎসু পরিবর্ত্ততে ॥ ৮ ॥
তং দৃষ্ট্বা জগতো ব্যাপ্তিং কুর্ব্বাণং পরমেশ্বরম্।
তস্যৈবান্তঃস্থিতা দেবা বিনিষ্ক্রম্য স্তুতিং জগুঃ ॥ ৯ ॥

দেবা উচুঃ।

ভবান্ প্রসূতির্জ্জগতঃ পুরাণঃ
প্রপাসি বিশ্বং প্রলয়ে চ হংসি।
সমুত্থিতস্ত্বং সততং প্রপাসি
বিশ্বং সদা ত্বাং প্রণতাঃ স্ম নিত্যম্ ॥ ১০ ॥
ত্বয়া ততং সর্ব্বত এব তেজঃ
প্রতাপিতং সূর্য্য যজ্ঞপ্রবৃত্তৌ।

সপ্তাশ্বযুক্তে চ রথে স্থিতস্ত্বং
কালাক্ষমন্বন্তরবেগযুক্তে ॥ ১১ ॥
প্রভাকরস্ত্বং রবিরাদিদেবঃ।
আত্মা সমস্তস্য চরাচরস্য।
পিতামহস্ত্বং বরুণো যমশ্চ
ভূতস্ত্রবিষ্যচ্চ বদন্তি সিদ্ধাঃ ॥ ১২ ॥
তেজোঽরিবিধ্বংসন বেদমূর্ত্তে
প্রপাহি চাস্মান্ শরণাগতান্ সদা।
বেদান্তবেদ্যোঽসি মখেষু দেব
ত্বং হূয়সে বিষ্ণুরিতি প্রসীদ ॥ ১৩ ॥
ইতি স্তুতস্তৈঃ সুরনাথ ভক্ত্যা
প্রপাহি শম্ভো ন ইতি প্রসহ্য ॥ ১৪ ॥
এবং স্তুতস্তদা দেবৈঃ সৌম্যাং মূর্ত্তিমথাকরোৎ।
প্রকাশত্বং জগামাশু দেবতানাং মহাপ্রভুঃ ॥ ১৫ ॥
এতৎসর্ব্বসুরাণান্তু দহনং শামিতং পুরা।
সপ্তম্যাং খলু সূর্য্যেণ মূর্ত্তিঞ্চ কৃতবান্ রবিঃ ॥ ১৬ ॥
এতাং যঃ পুরুষো ভক্ত্যা তপায়াং সূর্য্যমর্চ্চয়েৎ।
শাকাহারেণ তস্যাসৌ ফলমিষ্টং প্রযচ্ছতি ॥ ১৭ ॥
এতৎ তে কথিতং রাজন্ সূর্য্যাখ্যানং পুরাতনম্।
আদিমন্বন্তরে বৃত্তং মাতরঃ শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥

ইতি বরাহপুরাণে আদিত্যোৎপত্তির্নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাতপা উবাচ।

পূর্ব্বমাসীন্মহাদৈত্যো বলবানন্ধকো ভুবি।
স দেবান্বশমানিন্যে ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ॥ ১॥
তেনাত্মসাৎ সুরাঃ কৃত্বা ত্যাজিতা মেরুপর্ব্বতম্।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুরন্ধকস্য ভয়ার্দ্দিতাঃ॥ ২॥
তানাগতাংস্তদা ব্রহ্মা উবাচ সুরসত্তমান্।
কিমাগমনকৃত্যং বো দেবা ব্রূত কিমাস্থতে॥ ৩॥

দেবা ঊচুঃ।

অন্ধকেনার্দ্দিতাঃ সর্ব্বে বয়ং দেবা জগৎপতে।
ত্রাহি সর্ব্বাংশ্চতুর্ব্বক্ত্র পিতামহ নমোঽস্তু তে॥ ৪॥

ব্রহ্মোবাচ।

অন্ধকান্নৈব শক্তোঽহন্ত্রাতুং বৈ সুরসত্তমাঃ।
ভবং শর্ব্বং মহাদেবং ব্রজামঃ শরণার্থিনঃ॥ ৫॥
কিন্তু পূর্ব্বং ময়া দত্তো বরস্তস্য সুরোত্তমাঃ।
অবধ্যস্ত্বং হি ভবিতা ন শরীরং স্পৃশেন্মহীম্॥ ৬॥
তস্যৈবং বলিনস্ত্বেকো হন্তা রুদ্রঃ পরন্তপ।
তত্র গচ্ছামহে সর্ব্বে কৈলাসনিলয়ং প্রভুম্॥ ৭॥
এবমুক্ত্বা যযৌ ব্রহ্মা সদেবো ভবসন্নিধৌ।
তস্য সন্দর্শনাদ্রুদ্রঃ প্রত্যুত্থানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
কৃত্বাভ্যুবাচ দেবেশো ব্রহ্মাণং ভুবনেশ্বরম্॥ ৮॥

শম্ভুরুবাচ।

কিং কার্য্যন্দেবতাঃ সর্ব্বা আগতা মম সন্নিধৌ

যেনাহং তৎকরোম্যাশু আজ্ঞা কার্য্যা হি সত্বরম্ ॥ ৯ ॥
রক্ষস্ব দেব বলিনস্ত্বন্ধকাদ্দুষ্টচেতসঃ ॥ ১০ ॥
যাবদেব সুরাঃ সর্ব্বে শংসন্তি পরমেষ্ঠিনঃ।
তাবৎ সৈন্যেন মহতা তত্র চান্ধক আযযৌ ॥ ১১ ॥
বলেন চতুরঙ্গেণ হন্তুকামো ভবং মৃধে।
তস্য ভার্য্যাং গিরিসুতাং হন্তুমৈচ্ছৎসসাধনঃ ॥ ১২ ॥
তং দৃষ্টা সহসায়াতং দেবো দৈত্যং প্রহারিণম্।
সন্নহ্য সহসা দেবা রুদ্রস্যানুচরাভবন্ ॥ ১৩ ॥
রুদ্রোহপি বাসুকিন্ধ্যাত্বা তক্ষকঞ্চ ধনঞ্জয়ম্।
বলয়ং কটিসূত্রঞ্চ চকার পরমেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥
নীলনামা তু দৈত্যেন্দ্রো হস্তী ভূত্বা ভবান্তিকম্।
আগতস্ত্বরিতঃ শত্রুর্হস্তীবাদ্ভুতরূপবান্ ॥ ১৫ ॥
সংজ্ঞাতো নন্দিনা দৈত্যো বীরভদ্রায় দর্শিতঃ।
বীরভদ্রোহপি সিংহেন রূপেণাহত্য চ দ্রুতম্ ॥ ১৬ ॥
তস্য কৃত্তিং বিদার্য্যাশু করিণস্ত্বঞ্জনপ্রভাম্।
রুদ্রায়ার্পিতবান্ সোহপি তমেবাম্বরমাকরোৎ ॥ ১৭ ॥
ততঃ প্রভৃতি রুদ্রোহপি গজচর্ম্মপটোহভবৎ ॥ ১৮ ॥
গজচর্ম্মপটো ভূত্বা ভুজঙ্গাভরণোজ্জ্বলঃ।
আদায় ত্রিশিখং শূলং সগণোহন্ধকমন্বয়াৎ ॥ ১৯।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেবদানবয়োর্ম্মহৎ ॥ ২০ ॥
ইন্দ্রাদ্যা লোকপালাস্তু স্কন্দঃ সেনাপতিস্তথা।
সর্ব্বে দেবগণাশ্চান্যে যুযুধুঃ সমরে তদা ॥ ২১ ॥
তদ্দৃষ্টা নারদস্তূর্ণং যযৌ নারায়ণং প্রতি।
শশংস চ মহদ্যুদ্ধং কৈলাসে দানবৈঃ সহ ॥ ২২ ॥

তং শ্রুত্বা চক্রমাদায় গরুড়স্থো জনার্দ্দনঃ।
তমেব দেশমাগত্য যুযুধে দানবৈঃ সহ ॥ ২৩ ॥
আগত্য চ ততো দেবা হরিণাপ্যায়িতা রণে।
বিষণ্ণবদনাঃ সর্ব্বে পলায়নপরাভবন্ ॥ ২৪ ॥
তত্র ভগ্নেষু দেবেষু স্বয়ং রুদ্রোঽন্ধকং যযৌ।
তত্র তেন মহদ্যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ॥ ২৫ ॥
তত্র দেবোঽপ্যসৌ দৈত্যং ত্রিশূলেনাহনদ্ভৃশম্।
তস্যাহতস্য যদ্রক্তমপতদ্ভূতলে কিল।
তত্রান্ধকা অসংখ্যাতা বভূবুরপরে ভৃশম্ ॥ ২৬ ।
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং রুদ্রো মূলান্ধকং মৃধে।
গৃহীত্বা ত্রিশিখাগ্রেণ ননর্ত্ত পরমেশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥
ইতরেঽপ্যন্ধকাঃ সর্ব্বে চক্রেণ পরমেষ্ঠিনা।
নারায়ণেন নিহতাস্তত্র যেঽন্যে সমুত্থিতাঃ ॥ ২৮ ॥
অসৃক্‌ধারাতুষারৈস্তু শূলপপ্রোতস্য চাসকৃৎ।
অনারতং সমুত্তস্থৌ ততো রুদ্রো রুষান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥
তস্য ক্রোধেন মহতা মুখাজ্জ্বালা বিনির্যযৌ।
তদ্রূপধারিণী দেবী যা তাং যোগেশ্বরীং বিদুঃ ॥ ৩০ ॥
স্বরূপধারিণী চান্যা বিষ্ণুনাপি বিনির্ম্মিতা।
ব্রহ্মণা কার্ত্তিকেয়েন ইন্দ্রেণ চ যমেন চ ॥ ৩১ ॥
বরাহেণ চ দেবেন বিষ্ণুনা পরমেষ্ঠিনা।
পাতালোদ্ধারণং রূপং তস্যা দেব্যা বিনির্ম্মমে।
মাহেশ্বরী চ মাহেন্দ্রী ইত্যেতা অষ্ট মাতরঃ ॥ ৩২ ॥
কারণং যস্য যৎপ্রোক্তং ক্ষেত্রজ্ঞেনাবধারিতম্।
শরীরন্দেবতানাস্তু তদিদং কীর্ত্তিতং ময়া ॥ ৩৩ ॥

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো মদো মোহোঽথ পঞ্চমঃ।
মাৎসর্য্যং ষষ্ঠমিত্যাহুঃ পৈশুন্যং সপ্তমন্তথা।
অসূয়াচাষ্টমী জ্ঞেয়া ইত্যেতা অষ্ট মাতরঃ ॥ ৩৪ ॥
কামং যোগীশ্বরীং বিদ্ধি ক্রোধো মাহেশ্বরী তথা।
লোভস্তু বৈষ্ণবী প্রোক্তা ব্রহ্মাণী মদ এব চ ॥ ৩৫ ॥
মোহঃ স্বয়ম্ভূঃ কৌমারী মাৎসর্য্যঞ্চেন্দ্রজাং বিদুঃ।
যমদণ্ডধরা দেবী পৈশুন্যং স্বয়মেব চ ॥ ৩৬ ॥
অসূয়া চ বরাহাখ্যা ইত্যেতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কামাদিগণ এষোঽয়ং শরীরম্পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৭ ॥
জগ্রাহ মূর্ত্তিন্তু তথা যথা তে কীর্ত্তিতং ময়া ॥ ৩৮ ॥
এতাভির্দ্দেবতাভিশ্চ তস্য রক্তেঽতিশোষিতে।
ক্ষয়ং গতাসুরী মায়া স চ সিদ্ধোঽন্ধকোঽভবৎ ॥ ৩৯ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমাত্মবিদ্যামৃতং ময়া ॥ ৪০ ॥
য এতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং মাতৃণামুদ্ভবং শিবম্।
তস্য তাঃ সর্ব্বতো রক্ষাং কুর্ব্বন্ত্যনুদিনং নৃপ ॥ ৪১ ॥
যশ্চৈতৎ পঠতে জন্ম মাতৃণাং পুরুষোত্তম।
স ধন্যঃ সর্ব্বথা লোকে শিবলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪২ ॥
তাসাঞ্চ ব্রহ্মণা দত্তা অষ্টমী তিথিরুত্তমা।
এতাঃ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা বিল্বাহারো নরঃ সদা।
তস্য তাঃ পরিতুষ্টাঃ স্যুঃ ক্ষেমারোগ্যং দদন্তি চ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে কামাদিমাতৃগণোৎপত্তির্নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

প্রজাপাল উবাচ।

কথং মায়া সমুৎপন্না দুর্গা কাত্যায়নী শুভা।
আদিক্ষেত্রে স্থিতা সূক্ষ্মা পৃথঙ্মূর্ত্ত্যা ব্যজায়ত ॥ ১ ॥

মহাতপা উবাচ।

আসীদ্রাজা পুরা রাজন্ সিন্ধুদ্বীপঃ প্রতাপবান্।
বরুণাংশো মহারাজ সোঽরণ্যে তপসি স্থিতঃ ॥ ২ ॥
পুত্রো মে শক্রনাশায় ভবেদিতি নরাধিপঃ।
এবং কৃতমতিঃ সোঽথ মহতা তপসা স্বকম্।
কলেবরং স্থিরো ভূত্বা শোষয়ামাস সুব্রত ॥ ৩ ॥

প্রজাপাল উবাচ।

কথং তস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ শক্রেণাপকৃতম্ভবেৎ।
যেনাসৌ তদ্বিনাশায় পুত্রমৈচ্ছদ্ব্রতে স্থিতঃ ॥ ৪ ॥

মহাতপা উবাচ।

সোঽন্যজন্মনি পুত্রোঽভূত্ত্বষ্টুর্ব্বলভৃতাং বরঃ।
অবধ্যঃ সর্ব্বশস্ত্রৌঘৈরপাং ফেনেন নাশিতঃ ॥ ৫ ॥
জলফেনেন নিহতস্তস্মিঁল্লয়মবাপ্তবান্।
পুনর্ন্নাম্বয়ে জাতঃ সিন্ধুদ্বীপঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬ ॥
স তেপে পরমং তীব্রং শক্রবৈরমনুস্মরন্ ॥ ৭ ॥
ততঃ কালেন মহতা নদী বেত্রবতী শুভা।
মানুষং রূপমাস্থায় সালঙ্কারং মনোরমম্।
আজগাম যতো রাজা তেপে পরকন্তপঃ ॥ ৮ ॥

তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং স রাজা ক্ষুব্ধমানসঃ।
উবাচ কাসি সুশ্রোণি সত্যং কথয় ভামিনি ॥ ৯ ॥

নদ্যুবাচ।

অহং জলপতেঃ পত্নী বরুণস্য মহাত্মনঃ।
নাম্না বেত্রবতী এষা ত্বামিচ্ছন্ত্যহমাগতা ॥ ১০ ॥
সাভিলাষাং পরস্ত্রীঞ্চ ভজমানাং বিসর্জ্জয়েৎ।
স পাপঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো ব্রহ্মহত্যাঞ্চ বিন্দতি ॥ ১১ ॥
এবং জ্ঞাত্বা মহারাজ ভজমানাং ভজস্ব মাম্।
এবমুক্তস্তয়া রাজা সাভিলাষোপভুক্তবান্ ॥ ১২ ॥
তস্য সদ্যোঽভবৎপুত্রো দ্বাদশার্কসমপ্রভঃ।
বেত্রবত্যুদরে জাতো নাম্না বেত্রাসুরোঽভবৎ।
বলবানতিতেজস্বী প্রাগ্জ্যোতিষপতির্ভবৎ ॥ ১৩ ॥
স কালেন যুবা জাতো বলবান্দৃঢ়বিক্রমঃ।
মহাযোগেন সংযুক্তো জিগায়েমাং বসুন্ধরাম্ ॥ ১৪ ॥
সপ্তদ্বীপবতীং পশ্চান্মেরুপর্ব্বতমারুহৎ।
তত্রেন্দ্রং প্রথমং জিগ্যে পশ্চাদগ্নিং যমং ততঃ ॥ ১৫ ॥
ইন্দ্রো ভগ্নো গতঃ সোঽগ্নিমগ্নির্ভগ্নো যমং যযৌ।
যমো নিঋর্তিমাগচ্ছন্নিঋর্তির্করুণং যযৌ ॥ ১৬ ॥
ইন্দ্রাদিভিরুপেতস্তু বরুণো বায়ুমন্বগাৎ।
বায়ুর্দ্ধনপতিং ত্বাগাৎসর্ব্বৈরিন্দ্রাদিভিঃ সহ ॥ ১৭ ॥
ধনদোঽপি স্বকং মিত্রমীশং দেবং সমন্বিতঃ।
ঈয়ায় গদয়া সোঽপি দানবো বলগর্ব্বিতঃ।
গদামাদায় দুদ্রাব শিবলোকং প্রতি প্রভো ॥ ১৮ ॥
শিবোঽপ্যবধ্যস্তং মত্বা দেবান্ গৃহ্য যযৌ পুরীম্।

ব্রহ্মণঃ সুরসিদ্ধার্ষিদ্যৈর্ব্বন্দিতাং পুণ্যকারিভিঃ ॥ ১৯ ॥
তত্র ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা বিষ্ণুপাদোদ্ভবে জলে।
নিয়মেন চ সংযুক্তোঽজপতান্তর্জ্জলে শুভে ॥ ২০ ॥
ক্ষেত্রজ্ঞমায়াং গায়ত্রীং ততো দেবা বিচুক্রুশুঃ।
ত্রাহি প্রজাপতে সর্ব্বান্দেবানৃষিবরানপি।
অসুরাদ্ভয়মাপন্নাংস্ত্রাহি ত্রাহীত্যচোদয়ৎ ॥ ২১ ॥
এবমুক্তস্তদা ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা দেবাংস্তদাগতান্।
চিন্তয়ামাস দেবস্য মায়েয়ং বিগতজ্জগৎ।
নাসুরা ন চ রক্ষোঽত্র মায়েয়ং কীদৃশী মতা ॥ ২২ ॥
এবং চিন্তয়তস্তস্য প্রাদুরাসীদযোনিজা।
শুক্লাম্বরধরা কন্যা স্রক্কিরীটোজ্জ্বলাননা ॥ ২৩ ॥
অষ্টভির্ব্বাহুভির্যুক্তা দিব্যপ্রহরণোদ্ধতা।
চক্রং শঙ্খং গদাং পাশং খড়্গং ঘন্টাং তথা ধনুঃ ॥২৪॥
ধারয়ন্তী তথা চান্যান্ বদ্ধতূণাজলাদ্বহিঃ।
নিশ্চক্রাম মহাযোগি সিংহবাহনবেগিতা ॥ ২৫ ॥
যুযুধে চাসুরান্ সর্ব্বানেকৈব বহুধা স্থিতা।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু দিব্যৈরস্ত্রৈর্ম্মহাবলা ॥ ২৬ ॥
যুদ্ধ্বা কালাত্যয়ে দেব্যা হতো বেত্রাসুরো রণে।
ততঃ কিলকিলাশব্দো দেবসৈন্যেঽভবন্মহান্ ॥ ২৭ ॥
হতে বেত্রাসুরে ভীমে তদা সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
প্রণেমুর্জ্জয় যুদ্ধেতি স্বয়মীশঃ স্তুতিং জগৌ ॥ ২৮ ॥

মহেশ্বর উবাচ।

জয়স্ব দেবি গায়ত্রে মহামায়ে মহাপ্রভে।
মহাদেবি মহাভাগে মহাসত্ত্বে মহোৎসবে ॥ ২৯ ॥

দিব্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গি দিব্যস্রগ্‌দামভূষিতে ॥
বেদমাতর্নমস্তুভ্যমক্ষরস্থে মহেশ্বরি ॥ ৩০ ॥
ত্রিলোকস্থে ত্রিতত্ত্বস্থে ত্রিবহ্নিস্থে ত্রিশূলিনি।
ত্রিনেত্রে ভীমবক্ত্রে চ ভীমনেত্রে ভয়ানকে ॥ ৩১ ॥
কমলাসনজে দেবি সরস্বতি নমোঽস্তু তে।
নমঃ পঙ্কজপত্রাক্ষি মহামায়েঽমৃতস্রবে।
সর্ব্বগে সর্ব্বভূতেশি স্বাহাকারে স্বধেঽম্বিকে ॥ ৩২ ॥
সম্পূর্ণে পূর্ণচন্দ্রাভে ভাস্বরাঙ্গে ভবোদ্ভবে।
মহাবিদ্যে মহাবেদ্যে মহাদৈত্যবিনাশিনি ॥ ৩৩ ॥
মহাবুদ্ধ্যুদ্ভবে দেবি বীতশোকে কিরাতিনি।
ত্বং নীতিস্ত্বং মহাভাগে গীস্ত্বং ত্বং গৌস্ত্বমক্ষরম্ ॥ ৩৪ ॥
ত্বং ধীস্ত্বং শ্রীস্ত্বমোঙ্কারস্তত্ত্বে চাপি পরিস্থিতা।
সর্ব্বসত্ত্বহিতে দেবি নমস্তে পরমেশ্বরি ॥ ৩৫ ॥
ইত্যেবং সংস্তুতা দেবী ভবেন পরমেষ্ঠিনা।
দেবৈরপি জয়েত্যুচ্চৈরিত্যুক্তা পরমেশ্বরী ॥ ৩৬ ॥
যাবদাস্তে চতুর্ব্বক্ত্রস্তাবদন্তর্জ্জলাদ্বহিঃ।
নিশ্চক্রাম ততো দেবীং কৃতকৃত্যাং দদর্শ সঃ ॥ ৩৭ ॥
তাং দৃষ্টা দেবকার্য্যঞ্চ সিদ্ধং মত্বা পিতামহঃ।
ভবিষ্যং কার্য্যমুদ্দিশ্য ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইয়ং দেবী বরারোহা যাতু শৈলং হিমালয়ং।
তত্র যূয়ং সুরাঃ সর্ব্বে গত্বা নন্দত মা চিরম্ ॥ ৩৯ ॥
নবম্যাঞ্চ সদা পুজ্যা ইয়ং দেবী সমাধিনা।
বরদা সর্ব্বলোকানাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

নবম্যাং যস্তু পিষ্টাশী ভবিষ্যতি হি মানবঃ।
নারী বা তস্য সম্পন্নং ভবিষ্যতি মনোগতম্॥ ৪১॥
যশ্চ সায়ং সদা প্রাতরিদং স্তোত্রং পঠিষ্যতি।
ত্বয়েরিতং মহাদেব তস্য দেব্যা সমং ভবান্।
বরদো দেব সর্ব্বাসু আপৎস্বপ্যুদ্ধরেৎ স্বয়ম্॥ ৪২॥
এবমুক্ত্বা ভবং ব্রহ্মা পুনর্দ্দেবীং স চাব্রবীৎ।
ত্বয়া দেবি মহাকার্য্যং কর্ত্তব্যঞ্চান্যদস্তি নঃ।
ভবিষ্যং মহিষাখ্যস্য অসুরস্য বিনাশনম্॥ ৪৩॥
এবমুক্ত্বা ততো ব্রহ্মা সর্ব্বে দেবাশ্চ পার্থিব।
যথাগতং ততো জগ্মুর্দ্দেবীং স্থাপ্য হিমে গিরৌ॥৪৪॥
সংস্থাপ্য নন্দিতা যস্মাত্তস্মান্নন্দাঽভবত্তু সা।
যশ্চেদং শৃণুয়াজ্জন্ম দেব্যা যশ্চ স্বয়ং পঠেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ৪৫॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে দেব্যুৎপত্তির্নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাতপা উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতঃ প্রজাপালকথামিমাম্।
যদা দিশঃ সমুৎপন্নাঃ শ্রোত্রেভ্যঃ পৃথিবীপতে॥ ১॥
ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ সৃষ্টিমাদিসর্গে সমুত্থিতে।
চিন্তাভূন্মহতী কো মে প্রজাঃ সৃষ্টা ধরিষ্যতি॥ ২॥

এবং চিন্তয়তস্তস্য অবকাশং ব্রজন্তি্বহ।
প্রাদুর্ব্বভূবুঃ শ্রোত্রেভ্যো দশ কন্যা মহাপ্রভাঃ ॥ ৩ ॥
পূর্ব্বা চ দক্ষিণা চৈব প্রতীচী চোত্তরা তথা।
ঊর্দ্ধাধরা চ ষট্ মুখ্যাঃ কন্যা হ্যাসংস্তদা নৃপ ॥ ৪ ॥
তাসাং মধ্যে চতস্রস্তু কন্যাঃ পরমশোভনাঃ।
রূপবন্ত্যো মহাভাগা গাম্ভীর্য্যেণ সমন্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
তা ঊচুঃ প্রণয়াদ্দেবং প্রজাপতিমকল্মষম্।
অবকাশন্তু নো দেহি দেবদেব প্রজাপতে ॥ ৬ ॥
যত্র তিষ্ঠামহে সর্ব্বা ভর্ত্তৃভিঃ সহিতাঃ সুখম্।
পতয়শ্চ মহাভাগা দেহি নোঽব্যক্তসম্ভব ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ব্রহ্মাণ্ডমেতৎ সুশ্রোণ্যঃ শতকোটিপ্রবিস্তরম্।
তস্যান্তে স্বেচ্ছয়া তুষ্টা উষ্যতাং মা বিলম্বথ ॥ ৮ ॥
ভর্ত্তৃংশ্চ বঃ প্রযচ্ছামি সৃষ্ট্বা রূপস্বিনোঽনঘাঃ।
যথেষ্টং গম্যতাং দেশো যস্যা যো রোচতেঽধুনা ॥৯॥
এবমুক্তাশ্চ তাঃ সর্ব্বা যথেষ্টং প্রযযুস্তদা।
ব্রহ্মা সসর্জ্জ তূর্ণং তাঁল্লোকপালান্মহাবলান্ ॥ ১০ ॥
সৃষ্ট্বা তু লোকপালাংস্তাংস্তাঃ কন্যাঃ পুনরাহ্বয়ৎ।
বিবাহং কারয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১১ ॥
একামিন্দ্রায় স প্রাদাদগ্নয়েঽন্যাং যমায় চ।
নির্ঋতায় চ দেবায় বরুণায় মহাত্মনে ॥ ১২ ॥
বায়বে ধনদেশায় ঈশানায় চ সুব্রত।
ঊর্দ্ধাং স্বয়মধিষ্ঠায় শেষায়াধোব্যবস্থিতাম্ ॥ ১৩ ॥
এবং দত্ত্বা পুনর্ব্রহ্মা তিথিং প্রাদাদ্দিশান্তথা।

দশমী চ তিথিস্তাসামতীব দয়িতাভবৎ ॥ ১৪ ॥
তস্যাং দধ্যাশনো যস্তু সুব্রত ভবতে নরঃ।
তস্য পাপক্ষয়ন্তাস্তু কুর্ব্বন্ত্যহরহর্নৃপ ॥ ১৫ ॥
যশ্চৈতচ্ছৃণুয়াজ্জন্ম দিশান্নিয়তমানসঃ।
স প্রতিষ্ঠামবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকে ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে দিগুৎপত্তির্নাম উনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাতপা উবাচ।

শৃণু চান্যাং বসুপতেরুৎপত্তিং পাপনাশিনীম্।
যথা বায়ুশরীরস্থো ধনদঃ সম্বভূব হ ॥ ১ ॥
আদ্যং শরীরং যত্তস্মিন্ বায়ুরন্তঃস্থিতোঽভবৎ।
প্রয়োজনান্মূর্ত্তিমত্ত্বমাতিষ্ঠৎ ক্ষেত্রদেবতা ॥ ২ ॥
তত্র মূর্ত্তস্য বায়োস্তু উৎপত্তিঃ কীর্ত্তিতা ময়া।
তাং শৃণুষ্ব মহাভাগ কথ্যমানাং ময়ানঘ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিকামস্তু মুখাদ্বায়ুর্ব্বিনির্যযৌ।
প্রচণ্ডশর্করাবর্ষী তং ব্রহ্মা প্রত্যষেধয়ৎ ॥ ৪ ॥
মূর্ত্তো ভবস্ব শান্তশ্চ তেনোক্তো মূর্ত্তিমান্ ভবৎ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানাং যদ্বিত্তং ফলমেব চ।
তৎসর্ব্বং পাহি যেনোক্তং তস্মাদ্ধনপতির্ভবান্ ॥ ৫
তস্য ব্রহ্মা দদৌ তুষ্টস্তিথিমেকাদশীং প্রভুঃ।
তস্যামনগ্নিপক্বাশী যো ভবেন্নিয়তং শুচিঃ।

তস্যাপি ধনদো দেবস্তুষ্টঃ সর্ব্বং প্রযচ্ছতি ॥ ৬ ॥
এষা ধনপতেমূর্ত্তিঃ সর্ব্বকিল্বিষনাশনী।
য এতাং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পুরুষঃ পঠতেঽপি বা।
সর্ব্বকামানবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ধনদোৎপত্তির্নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাতপা উবাচ।

মনোর্নাম মনুত্বঞ্চ যদেতৎপঠ্যতে কিল।
প্রয়োজনবশাদ্বিষ্ণুরসাবেব তু মূর্ত্তিমান্ ॥ ১ ॥
যোঽসৌ নারায়ণো দেবঃ পরাৎপরতরো নৃপ।
তস্য চিন্তা সমুৎপন্না সৃষ্টিং প্রতি নরোত্তম ॥ ২ ॥
সৃষ্টা চেয়ং ময়া সৃষ্টিঃ পালনীয়া ময়ৈব হ।
কর্ম্মকাণ্ডন্ত্বমূর্ত্তেন কর্ত্তুং নৈব হ শক্যতে।
তস্মান্মূর্ত্তিং সৃজাম্যেকাং যয়া পাল্যমিদং জগৎ ॥ ৩ ॥
এবং চিন্তয়তস্তস্য সত্যাভিধায়িনো নৃপ।
প্রাক্সৃষ্টিজাতং রাজন্ বৈ মূর্ত্তিমত্তৎপুরো বভৌ ॥ ৪ ॥
পুরোভূতস্ততস্তস্মিন্দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
প্রবিশন্তং দদর্শাথ ত্রৈলোক্যন্তস্য দেহতঃ ॥ ৫ ॥
ততঃ সস্মার ভগবান্ বরদানং পুরাতনম্।
বাগাদীনাং ততস্তুষ্টঃ প্রাদাত্তস্য পুনর্ব্বরম্ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা ত্বং সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।

ত্রৈলোক্যবিষণাৎ স ত্বং ভব বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৭ ॥
দেবানাং সর্ব্বদা কার্য্যং কর্ত্তব্যং ব্রহ্মণঃ সদা।
সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ ভবতু তব দেব ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
এবমুক্তা ততো দেবঃ প্রকৃতিস্থো বভূব হ।
বিষ্ণুরপ্যধুনা পূর্ব্বাং বুদ্ধিং সস্মার স প্রভুঃ ॥ ৯ ॥
তদা সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ যোগনিদ্রাং মহাতপাঃ।
তস্যাং সংস্থাপ্য ভগবানিন্দ্রিয়ার্থোদ্ভবাঃ প্রজাঃ ॥১০ ॥
ধ্যাত্বা পরেণ রূপেণ ততঃ সুষ্বাপ বৈ প্রভুঃ।
তস্য সুপ্তস্য জঠরান্মহৎপদ্মং বিনিঃসৃতম্ ॥ ১১ ॥
সপ্তদ্বীপবতী পৃথ্বী সসমুদ্রা সকাননা।
তস্য রূপস্য বিস্তারং পাতালাতলসংস্থিতম্।
কর্ণিকায়াং তথা মেরুস্তন্মধ্যে ব্রহ্মণো ভবঃ ॥ ১২ ॥
এবং দৃষ্টা পরস্তস্য শরীরস্য তু সম্ভবম্।
মুমুদে তচ্ছরীরস্থঃ খস্থোবায়ুমথাসৃজৎ ॥ ১৩ ॥
অবিদ্যাবিজয়ঞ্চেমং শঙ্খরূপেণ ধারয়।
অজ্ঞানচ্ছেদনার্থায় খড়্গাস্তেঽস্তু সদা করে ॥ ১৪ ॥
কালচক্রময়ং ঘোরং চক্রং তদ্ধারয়াচ্যুত।
অধর্ম্মরাজঘাতার্থং গদাং ধারয় কেশব ॥ ১৫ ॥
মালেয়ং ভূতমাতা তে কণ্ঠে তিষ্ঠতু সর্ব্বদা।
শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ চেমৌ চন্দ্রাদিত্যচ্ছলেন হ ॥ ১৬ ॥
মারুতস্তে গতির্বীর গরুত্মান্ স চ কীর্ত্তিতঃ।
ত্রৈলোক্যগামিনী দেবী লক্ষ্মীস্তেঽস্তু সদাশ্রয়ে ॥ ১৭ ॥
দ্বাদশী চ তিথিস্তেঽস্তু কামরূপী চ জায়তে।
ঘৃতাশনো ভবেদ্যস্তু দ্বাদশ্যাস্ত্বৎপরায়ণঃ।

স স্বর্গবাসী ভবতু পুমান্ স্ত্রী বাবিশেষতঃ ॥ ১৮ ॥
স চ বিষ্ণুস্তবাখ্যাতো মূর্ত্তয়ো দেবদানবাঃ ॥ ১৯ ॥
হন্তি পাতি শরীরাণি সৃজত্যন্যানি চাত্মনঃ।
যুগে যুগে সর্ব্বগোঽয়ং বেদান্তপুরুষো হ্যসৌ ॥ ২০ ॥
ন হীনবুদ্ধ্যা বক্তব্যো মনুষ্যোঽয়ং কদাচন।
য এব শৃণুয়াৎসর্ব্বং বৈষ্ণবং পাপনাশনম্।
স কীর্ত্তিমিহ সম্প্রাপ্য স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে পরাপরনির্ণয়ো নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাতপা উবাচ।

অথোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মস্য মহতো নৃপ।
মাহাত্ম্যঞ্চ তিথিঞ্চৈব তন্নিবোধ নরাধিপ ॥ ১ ॥
পূর্ব্বং ব্রহ্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ পরাদপরসংজ্ঞিতঃ।
স সিসৃক্ষুঃ প্রজাস্ত্বাদৌ পালনঞ্চ বিচিন্তয়ন্ ॥ ২ ॥
তস্য চিন্তয়তস্ত্বঙ্গাদ্দক্ষিণাচ্ছ্বেতকুণ্ডলঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব পুরুষঃ শ্বেতমাল্যানুলেপনঃ ॥ ৩ ॥
তং দৃষ্ট্বোবাচ ভগবাংশ্চতুষ্পাদং বৃষাকৃতিম্।
পালয়েমাঃ প্রজাঃ সাধো ত্বং জ্যেষ্ঠো জগতো ভব ॥৪॥
ইত্যুক্তঃ সমবস্থোঽসৌ চতুষ্পাৎ স্যাৎ কৃতে যুগে।
ত্রেতায়াং ত্রিপদশ্চাসৌ দ্বিপাদো দ্বাপরেঽভবৎ ॥ ৫ ॥
কলাবেকেন পাদেন প্রজাঃ পালয়তে প্রভুঃ।

ষড়্‌ভেদো ব্রাহ্মণানাং স ত্রিধা ক্ষত্রে ব্যবস্থিতঃ।
দ্বিধা বৈশ্যেকধা শূদ্রে স্থিতঃ সর্ব্বগতঃ প্রভুঃ॥ ৬॥
রসাতলেষু সর্ব্বেষু দ্বীপবর্ষেষ্বয়স্প্রভুঃ।
গুণদ্রব্যক্রিয়াজাতিচতুষ্পাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ৭॥
ত্রিশৃঙ্গোঽসৌ স্মৃতো বেদে সসংহিতপদক্রমঃ।
তথা আদ্যন্ত ওঙ্কারদ্বিশিরাঃ সপ্তহস্তবান্॥ ৮॥
উদাত্তাদিত্রিভির্ব্বদ্ধ এবং ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
স ধর্ম্মঃ পীড়িতঃ পূর্ব্বং সোমেনাদ্ভুতকর্ম্মণা॥ ৯॥
তারাঞ্জিঘৃক্ষুণা পত্নীং ভ্রাতুরাঙ্গিরসস্য চ।
সোঽপায়াদ্ভ্রংশিতস্তেন বলিনা ক্রূরকর্ম্মণা।
অরণ্যং গহনং ঘোরমাবিবেশ তদা প্রভুঃ॥ ১০॥
তস্মিন্ গতে সুরাঃ সর্ব্বে অসুরাণান্তু বেশ্মনি।
জিঘৃক্ষন্তস্তদোকাংসি বভ্রমুর্দ্ধর্ম্মবঞ্চিতাঃ।
অসুরা অপি তদ্বচ্চ সুরবেশ্মনি বভ্রমুঃ॥ ১১॥
নির্ম্মর্য্যাদে তথা জাতে ধর্ম্মনাশে চ পার্থিব।
দেবাসুরা যুযুধিরে সোমদোষেণ কোপিতাঃ॥ ১২॥
স্ত্রীহেতোশ্চ মহাভাগ বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা যুধ্যতো দেবানসুরৈঃ সহ কোপিতান্।
নারদঃ প্রাহ সঙ্গম্য পিতরং প্রতি হর্ষিতঃ॥ ১৩॥
স হংসযানমারুহ্য সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
নিবারয়ামাস তদা কস্যার্থে যুদ্ধমব্রবীৎ॥ ১৪॥
সর্ব্বে শশংসুঃ সোমন্তু স তু বুদ্ধ্যা স্বকং সুতম্।
পীড়নাদপযাতন্তু গহনং বনমাশ্রিতম্॥ ১৫॥
ততো ব্রহ্মা যযৌ তত্র দেবাসুরযুতস্ত্বরন।

দদর্শ চ সুরৈঃ সার্দ্ধং চতুষ্পাদং বৃষাকৃতিম্।
চরন্তং শশিসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা দেবানুবাচ হ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অয়ং মে প্রথমঃ পুত্রঃ পীড়িতঃ শশিনা ভৃশম্।
পত্নীং জিঘৃক্ষুণা ভ্রাতুর্দ্ধর্ম্মসংজ্ঞো মহামুনিঃ ॥ ১৭ ॥
ইদানীং তোষয়ধ্বং বৈ সর্ব্ব এব সুরাসুরাঃ।
যেন স্থিতির্ব্বৈ ভবতি সমং দেবাসুরা ইতি ॥ ১৮ ॥
ততঃ সর্ব্বে স্তুতিঞ্চক্রুস্তস্য দেবস্য হর্ষিতাঃ।
বিদিত্বা ব্রহ্মণো বাক্যাৎ সম্পূর্ণং শশিসন্নিভম্ ॥ ১৯ ॥

দেবা ঊচুঃ।

নমোঽস্তু শশিসঙ্কাশ নমস্তে জগতঃ পতে।
নমোঽস্তু দেবরূপায় স্বর্গমার্গপ্রদর্শক ॥ ২০ ॥
কর্ম্মমার্গস্বরূপায় সর্ব্বগায় নমো নমঃ।
ত্বয়ৈব পাল্যতে পৃথ্বী ত্রৈলোক্যঞ্চ ত্বয়ৈব হি ॥ ২১ ॥
জনস্তপস্তথা সত্যং ত্বয়া সর্ব্বন্তু পাল্যতে।
ন ত্বয়া রহিতং কিঞ্চিজ্জগৎস্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২২ ॥
বিদ্যতে ত্বদ্বিহীনন্তু সদ্যো নশ্যতি বৈ জগৎ।
ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানাং সতাং সত্ত্বস্বরূপবান্ ॥ ২৩ ॥
রাজসীনাং রজস্ত্বঞ্চ তামসীনাং তমোময়ঃ।
চতুষ্পাদো ভবান্ বেদস্ত্রিশৃঙ্গশ্চ ত্রিলোচনঃ ॥ ২৪ ॥
সপ্তহস্তস্ত্রিবন্ধশ্চ বৃষরূপ নমোঽস্তু তে।
ত্বয়া হীনা বয়ং দেব সর্ব্ব উন্মার্গবর্ত্তিনঃ।
সন্মার্গং যচ্ছ মূঢ়ানাং ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥ ২৫ ॥
এবং স্তুতস্তদা দেবৈর্বৃষরূপী প্রজাপতিঃ।

তুষ্টঃ প্রসন্নমনসা শান্তচক্ষুরপশ্যত ॥ ২৬ ॥
দৃশ্যমানাস্তু তে দেবাঃ স্বয়ং ধর্ম্মেণ চক্ষুষা।
ক্ষণেন গতসম্মোহাঃ সম্যক্‌সদ্ধর্ম্মসংস্থিতাঃ ॥ ২৭ ॥
অসুরা অপি তদ্বচ্চ ততো ব্রহ্মা উবাচ তম্।
অদ্যপ্রভৃতি তে ধর্ম্ম তিথিরস্তু ত্রয়োদশী ॥ ২৮ ॥
যস্তামুপোষ্য পুরুষো ভবন্তং সমুপার্জ্জয়েৎ।
কৃত্বা পাপসমাচারং তস্মান্মুঞ্চতি মানবঃ ॥ ২৯ ॥
যচ্চারণ্যমিদং ধর্ম্ম ত্বয়া ব্যাপ্তং চিরম্প্রভো।
নাম্না ভবিষ্যতি হ্যেতদ্ধর্ম্মারণ্যমিতি প্রভো ॥ ৩০ ॥

চতুস্ত্রিপাদ্দ্ব্যেকপাচ্চ প্রভো ত্বং
কৃতাদিভিল্লক্ষ্যসে যেন লোকৈঃ।
তথা তথা কর্ম্মভূমৌ নভশ্চ
প্রায়ো যুক্তঃ স্বগৃহং পাহি বিশ্বম্ ॥ ৩১ ॥
ইত্যুক্তমাত্রঃ প্রপিতামহোঽধুনা
সুরাসুরাণামথ পশ্যতাং নৃপ।
অদৃশ্যতামগমৎস্বালয়াংশ্চ
জগ্মুঃ সুরাঃ সবৃষা বীতশোকাঃ ॥ ৩২ ॥
ধর্ম্মোৎপত্তিং য ইমাং শ্রাবয়ীত
তদা শ্রাদ্ধেন তর্পয়ীত পিতৃংশ্চ।
ত্রয়োদশ্যাং পায়সেন স্বশক্ত্যা
স স্বর্গগামী তু সুরানুপেয়াৎ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ধর্ম্মোৎপত্তির্নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাতপা উবাচ।

অথাপরাং রুদ্রসম্ভূতিমাদ্যাং
শৃণুষ্বেমাং যত্নতঃ সোঽভ্যুবাচ।
মহাতপাঃ পাতিতাধর্ম্মবৃক্ষঃ
ক্ষমাস্ত্রধারী ঋষিরুগ্রতেজাঃ॥ ১॥
জাতঃ প্রজানাম্পতিরুগ্রতেজা
জ্ঞানম্পরন্তত্ত্বভাবং বিদিত্বা।
সৃষ্টিং সিসৃক্ষুঃ ক্ষুভিতোঽতিরোষা-
দবৃদ্ধিকালে জগতঃ প্রকামম্॥ ২॥
তপস্যতোঽন্তঃ স্থিরকীর্ত্তিপুণ্যো
রজস্তমোধ্বস্তগতির্ব্বভূব।
বরো বরেণ্যো বরদঃ প্রতাপী
কৃষ্ণারুণঃ পুরুষঃ পিঙ্গনেত্রঃ॥ ৩॥
রুদন্নুক্তো ব্রহ্মণা মা রুদ ত্বং
রুদ্রস্ততোঽসাবভবৎ পুরাণঃ।
নয়স্ব সৃষ্টিং বিততস্বরূপাং
ভবান্ সমর্থোঽসি মহানুভাব॥ ৪॥
ইত্যুক্তমাত্রঃ সলিলে মমজ্জ
মগ্নে সসর্জ্জাত্মভবায় দক্ষঃ।
কস্মৈ তদা দেববরেঽপি তে তু
সৃষ্টিঞ্চক্রুর্ম্মানসা ব্রহ্মজাতাঃ॥ ৫॥

তস্মাত্তয়াস্ত্ত সুরাধিপৈস্তু
পৈতামহং যজ্ঞবরম্প্রকামম্।
মগ্নঃ পুরা যঃ সলিলে স রুদ্র
উন্মজ্য বিশ্বং সসুরং সিসৃক্ষুঃ ॥ ৬ ॥
সুশ্রাব যজ্ঞং সুরসিদ্ধযক্ষা-
নুপাগতান্ ক্রোধবশং জগাম।
কন্যাং চ দীপ্তাং পরিভাব্য কেন
সৃষ্টং জগন্মাং ব্যতিরিচ্য মোহাৎ ॥ ৭ ॥
হা হেতি চোক্তে জ্বলনার্চ্চিষস্তু
নিশ্চেরুরাস্যাৎপরিপিঙ্গলস্য।
তত্রাভবন্ ক্ষুদ্রপিশাচসঙ্ঘা
বেতালভূতানি চ যোগিসঙ্ঘাঃ ॥ ৮ ॥
ঘনং যদা তৈর্ব্বিততং বিয়চ্চ
ভূমিশ্চ সর্ব্বাশ্চ দিশশ্চ লোকাঃ।
তদা স সর্ব্বজ্ঞতয়া চকার
ধনুশ্চতুর্ব্বিংশতিহস্তমাত্রম্ ॥ ৯ ॥
গুণন্ত্রিবৃত্তঞ্চ চকার রোষা-
দাদত্ত দিব্যে ইষুধী শরাংশ্চ।
ততশ্চ পূষ্ণো দশনানপাতয়-
দ্ভগস্য নেত্রে বৃষণৌ ক্রতোশ্চ ॥ ১০ ॥
স বিদ্ধবীজো ব্যপয়াৎক্রতুশ্চ
মার্গং বায়ুর্দ্ধারয়ন্যজ্ঞবাটাৎ।
দেবাশ্চ সর্ব্বে পশুতামুপেয়ু
র্জগ্মুশ্চ সর্ব্বে প্রণতিস্তবস্য ॥ ১১ ॥

আগম্য তত্রৈব পিতামহস্তু
ভবপ্রতীতঃ সম্পরিষ্বজ্য দেবান্।
ভক্ত্যোপেতানীক্ষয়ন্দেবদেবান্
বিজ্ঞায় রুদ্রেণ কৃতাপকারান্॥ ১২ ॥
রুদ্রং দৃষ্ট্বা দেবদেবো জগাদ
মা তাত কোপেন গতো হি যজ্ঞঃ ॥ ১৩ ॥
ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা রুদ্রঃ প্রোবাচ কোপবান্॥ ১৪ ॥

রুদ্র উবাচ।

সৃষ্টঃ পূর্ব্বং ভবতাহং তবেমে
কস্মান্ন ভাগম্পরিকল্পয়ন্তি।
যক্তোদ্ভবন্তেন রূপং ময়েমে
বীতজ্ঞানা বিকৃতা দেবদেব ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

দেবাঃ শম্ভুং স্তুতিভির্জ্ঞানহেতো-
র্যজধ্বমুচ্চৈরসুরাশ্চ সর্ব্বে।
যেন রুদ্রো ভগবাংস্তোষমেতি
সর্ব্বজ্ঞতা তোষমাত্রস্য চ স্যাৎ ॥ ১৬ ॥
ইত্যুক্তাস্তেন তে দেবাঃ স্তুতিঞ্চক্রুর্মহাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

দেবা ঊচুঃ।

নমো দেবাদিদেবায় ত্রিনেত্রায় মহাত্মনে।
রক্তপিঙ্গলনেত্রায় জটামুকুটধারিণে ॥ ১৮ ॥
ভূতবেতালজুষ্টায় মহাভোগোপবীতিনে।
ভীমাট্টহাসবক্ত্রায় কপর্দ্দিস্থাণবে নমঃ ॥ ১৯ ॥
পূষ্ণো দন্তবিনাশায় ভগনেত্রহনে নমঃ।

ভবিষ্যবৃষচিহ্নায় মহাভূতপতে নমঃ ॥ ২০ ॥
ভবিষ্যত্রিপুরান্তায় তথান্ধকবিনাশিনে।
কৈলাসবরবাসায় করিকৃত্তিনিবাসিনে ॥ ২১ ॥
বিকরালোর্দ্ধকেশায় ভৈরবায় নমো নমঃ।
অগ্নিজ্বালাকরালায় শশিমৌলিকৃতে নমঃ ॥ ২২ ॥
ভবিষ্যকৃতকাপালিব্রতায় পরমেষ্ঠিনে।
তথা দারুবনধ্বংসকারিণে তিগ্মশূলিনে ॥ ২৩ ॥
কৃতকঙ্কণভোগীন্দ্রনীলকণ্ঠত্রিশূলিনে।
প্রচণ্ডদণ্ডহস্তায় বড়বাগ্নিমুখায় চ ॥ ২৪ ॥
বেদান্তবেদ্যায় নমো যজ্ঞমূর্ত্তে নমো নমঃ।
দক্ষযজ্ঞবিনাশায় জগদ্ভয়করায় চ ॥ ২৫ ॥
বিশ্বেশ্বরায় দেবায় শিব শম্ভো ভবায় চ।
কপর্দ্দিনে করালায় মহাদেবায় তে নমঃ ॥ ২৬ ॥
এবং দেবৈঃ স্তুতঃ শম্ভুরুগ্রধন্বা সনাতনঃ।
উবাচ দেবদেবোঽহং যৎকরোমি তদুচ্যতাম্ ॥ ২৭ ॥

দেবা ঊচুঃ।

বেদশাস্ত্রাণি বিজ্ঞানং দেহি নো ভব মা চিরম্।
যজ্ঞঞ্চ সরহস্যং ভো যদি তুষ্টোঽসি নঃ প্রভো ॥ ২৮ ॥

মহাদেব উবাচ।

ভকন্তুঃ পশবঃ সর্ব্বে ভবন্তু সহিতা ইতি।
অহং পতিশ্চ ভবতাং ততো মোক্ষমবাপ্স্যথ ॥ ২৯ ॥
তথেতি দেবাস্তং প্রাহুস্ততঃ পশুপতির্ভবৎ।
ব্রহ্মা পশুপতিম্প্রাহ প্রসন্নেনান্তরাত্মনা ॥ ৩০ ॥
চতুর্দ্দশী তে দেবেশ তিথিরস্তু ন সংশয়ঃ।

তস্যান্তিথৌ ভবন্তং যে যজন্তি শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ॥ ৩১ ॥
উপোষ্য ভোজনীয়াস্তু গোধূমান্নেন বৈ দ্বিজাঃ।
তেষান্ত্বং তুষ্টিমাপন্নো নয় স্থানমনুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥
এবমুক্তস্তথা রুদ্রো ব্রহ্মণাব্যক্তজন্মনা।
দন্তান্নেত্রে ফলম্প্রাদাদ্ভগপূষ্ণোঃ ক্রতোরপি ॥ ৩৩ ॥
পরিজ্ঞানঞ্চ সকলং স প্রাদাদমরেস্বপি ॥ ৩৪ ॥
এবং রুদ্রস্য সম্ভূতিঃ সম্ভূতা ব্রহ্মণঃ পুরা।
অনেনৈব প্রয়োগেণ দেবানাং পতিরুচ্যতে ॥ ৩৫ ॥
যশ্চৈতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রোৎপত্তির্নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাতপা উবাচ।

পিতৄণাং সম্ভবং রাজন্ কথ্যমানং নিবোধ মে ॥ ১ ॥
পূর্ব্বং প্রজাপতির্ব্রহ্মা সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
একাগ্রমানসঃ সর্ব্বাস্তন্মাত্রা মনসা বহিঃ।
কৃত্বা পরমকং ব্রহ্মা ধ্যায়ন্ সর্ব্বেষু রূপকৈঃ ॥ ২ ॥
তস্যাত্মনি তদা যোগং গতস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
তন্মাত্রা নির্যযুর্দ্দেহাদ্ধূমবর্ণকৃতত্বিষঃ ॥ ৩ ॥

পিবাম ইতি ভাষন্তঃ সুরান্ সোমমিতি স্ম হ।
ঊৰ্দ্ধং জিগমিষন্তো বৈ বিয়ৎসংস্থাস্তপস্বিনঃ ॥ ৪ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা সহসা ব্রহ্মা তির্য্যক্স্থানসমাস্থিতান্।
ভবন্তঃ পিতরঃ সন্তু সর্ব্বেষাং গৃহমেধিনাম্ ॥ ৫ ॥
ঊর্দ্ধবক্ত্রাস্তু যে তত্র তে নান্দীমুখসংজ্ঞিতাঃ।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেষু সততং পূজ্যাঃ শ্রুতিবিধানতঃ ॥ ৬ ॥
অগ্নিঃ পুরস্কৃতো যৈস্তু তেঽপি জাতাগ্নিহোত্রিণঃ।
নিত্যৈর্নৈমিত্তিকৈঃ কাম্যৈঃ পার্ব্বণৈস্তর্পয়ন্তু তান্ ॥ ৭ ॥
বর্হিপ্রবরণা যে চ ক্ষত্রিয়া স্তর্পয়ন্তু তান্।
আজ্যং পিবন্তি যে চাত্র তানর্চ্চন্তু বিশঃ সদা ॥ ৮ ॥
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতাঃ শূদ্রাঃ স্বপিতৃনামতঃ।
তানেবার্চ্চয়তাং সম্যগ্বেদ মন্ত্রবহিষ্কৃতাঃ ॥ ৯ ॥
অনাহিতাগ্নয়ো যে চ ব্রহ্মক্ষত্রবিশো নরা।
সুকালিনোঽপ্যর্চ্চয়ন্তু লোকাগ্নিপুরতঃ সদা ॥ ১০ ॥
ইত্যেবং পূজিতা যূয়মিষ্টান্ কামান্ প্রযচ্ছত।
আয়ুর্ধনযশঃ পুত্রান্ বিদ্যাসঞ্জননাস্মৃতিম্ ॥ ১১ ॥
ইত্যুক্ত্বা তু তদা ব্রহ্মা তেষাং পন্থানমাদিশৎ।
দক্ষিণায়নসংজ্ঞস্তু পিতৃণাঞ্চ পিতামহঃ ॥ ১২ ॥
তূষ্ণীং সসর্জ্জ ভূতানি তমূচুঃ পিতরস্ততঃ।
বৃত্তিং নো দেহি ভগবন্ যয়া বিন্দামহে সুখম্ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অমাবাস্যাদিনং বোঽস্তু তস্যাং কুশতিলোদকৈঃ।
তর্পিতা মানুষৈস্তৃপ্তিং পরাঙ্গচ্ছত নান্যথা ॥ ১৪ ॥

তিলা দেয়া তথা তস্যামুপোষ্য পিতৃভক্তিতঃ।
পরমং তস্য সন্তুষ্টা বরং যচ্ছত মা চিরম্॥ ১৫॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে পিতৃসর্গস্থিতিবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাতপা উবাচ।

ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ অত্রির্নাম মহাযশাঃ।
তস্য পুত্রোঽভবৎ সোমো দক্ষজামাতৃতাঙ্গতঃ॥ ১॥
যাঃ সপ্তবিংশতিঃ কন্যা দাক্ষায়ণ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সোমপত্ন্যোঽতিমান্যাস্তাস্তাসাং শ্রেষ্ঠা তু রোহিণী॥২॥
তামেব রমতে সোমো নেতরাস্বিতি শুশ্রুম।
ইতরাঃ প্রোচুরাগত্য চন্দ্রস্যাসমতাং পিতুঃ।
দক্ষোঽপ্যসকৃদাগত্য তমুবাচ স নাকরোৎ॥ ৩॥
সমতাং সোঽপি তং দক্ষঃ শশাপান্তর্হিতো ভব।
এবমুক্তঃ ক্ষয়ং সোম অগমদ্দক্ষশাপতঃ॥ ৪॥
দেবা মনুষ্যাঃ পশবো নষ্টে সোমে সবীরুধঃ।
ক্ষীণাভবংস্তদা সর্ব্বা ঔষধ্যশ্চ বিশেষতঃ॥ ৫॥
ক্ষয়ং গচ্ছদ্ভিরত্যর্থমোষধীভিঃ সুরর্ষভাঃ।
মূলেষু বীরুধাং সোমঃ স্থিত ইত্যূচুরাতুরাঃ॥ ৬॥
তেষাশ্চিন্তাভবত্তীব্রা বিষ্ণুঞ্চ শরণং যযুঃ।
ভগবানাহ তান্ সর্ব্বান্ ব্রূত কিং ক্রিয়তে ময়া॥ ৭॥

তে চোচুর্দ্দেব দক্ষেণ শপ্তঃ সোমো বিনাশিতঃ।
তানুবাচ তদা দেবো মথ্যতাঙ্কলশোদধিঃ।
ওষধীঃ সর্ব্বতো দেবাঃ প্রক্ষিপ্যাশু সুসংযতৈঃ ॥ ৮ ॥
এবমুক্ত্বা ততো দেবান্দধ্যৌ রুদ্রং হরিঃ স্বয়ম্।
ব্রহ্মাণঞ্চ তথা দধ্যৌ বাস্থকিন্নেত্রকারণম্ ॥ ৯ ॥
তে সর্ব্বে তত্র সহিতা মমন্থুর্ব্বরুণালয়ম্।
তস্মিন্ সুমথিতে জাতঃ পুনঃ সোমো মহীপতে ॥১০॥
যোঽসৌ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞো বৈ দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।
স এব সোমো মন্তব্যো দেহিনাং জীবসংজ্ঞকঃ ॥ ১১ ॥
পরোক্ষয়া স মূর্ত্তিন্তু পৃথক্ সৌম্যাং প্রপেদিবান্।
তমেব দেবমনুজাঃ ষোড়শেমাশ্চ দেবতাঃ ॥ ১২ ॥
উপজীবন্তি বৃক্ষাশ্চ তথৈবৌষধয়ঃ প্রভুম্।
রুদ্রস্তমেব সকলং দধার শিরসা তদা ॥ ১৩ ॥
তদাত্মিকা ভবন্ত্যাপো বিশ্বমূর্ত্তিরসৌ স্মৃতঃ।
তস্য ব্রহ্মা দদৌ প্রীতঃ পৌর্ণমাসীন্তিথিং প্রভুঃ ॥১৪॥
তস্যামুপোষয়েদ্রাজংস্তমর্থম্প্রতিপাদয়েৎ।
স চান্নাহারশ্চ ভবেত্তস্য জ্ঞানম্প্রযচ্ছতি।
কান্তিম্পুষ্টিঞ্চ রাজেন্দ্র ধনং ধান্যঞ্চ কেবলম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে সোমোৎপত্তিস্থিতিরহস্যং নাম
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মহাতপা উবাচ।

আদিত্রেতাসু রাজানো মণিজা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কথয়িষ্যামি তান্ রাজন্যত্র জাতোঽসি পার্থিব ॥ ১ ॥
যোঽসৌ সুপ্রভনামাসীৎ স ত্বং রাজন্ কৃতে যুগে।
জাতোঽসি নাম্না বিখ্যাতঃ প্রজাপালেতি শোভনঃ ॥২॥
শেষাস্ত্রেতাযুগে রাজন্ ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ।
যো দীপ্ততেজা মণিজঃ স শান্ত ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥
সুরশ্মির্ভবিতা রাজা শশকর্ণো মহাবলঃ।
শুভদর্শনঃ পাঞ্চালো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥
সুকান্তির্ম্মাগধে দেশে সুন্দরোঽপ্যঙ্গ ইত্যুত।
সুন্দশ্চ মুচুকুন্দোঽভূৎপ্রদ্যুম্নস্তুরুরেব চ ॥ ৫ ॥
সুমনাঃ সোমদত্তস্তু শুভঃ সংবরণোঽভবৎ।
সুশীলো বসুদানস্তু সুখদোঽসুপতির্ভবৎ ॥ ৬ ॥
শম্ভুঃ সেনাপতিরভূদ্দান্তো দশরথঃ স্মৃতঃ।
সোমোঽভূজ্জনকো রাজা এতে ত্রেতাযুগে নৃপাঃ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বে ভূমিমিমাং রাজন্ ভুক্ত্বা তে বসুধাধিপাঃ।
ইষ্ট্বা চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্দ্দিবং প্রাপ্স্যন্ত্যসংশয়ম্ ॥ ৮ ॥

বরাহ উবাচ।

এবং শ্রুত্বা স রাজর্ষির্ব্রহ্মবিদ্যামৃতম্প্রভুঃ।
আখ্যানং পরমম্প্রীতস্তপশ্চর্ত্তুমগাদ্বনম্ ॥ ৯ ॥
ঋষিরধ্যাত্মযোগেন বিহায়েদং কলেবরম্।
ব্রহ্মভূতোঽভবদ্ধাত্রি হরৌ লয়মবাপ চ ॥ ১০ ॥

বৃন্দাবনঞ্চ রাজাসৌ তপোঽর্থে গতবান্ প্রভুঃ।
তত্র গোবিন্দনামানং হরিং স্তোতুমথারভৎ॥ ১১॥

রাজোবাচ।

নমামি দেবং জগতাঞ্চ মূর্ত্তিং
গোপেন্দ্রমিন্দ্রানুজমপ্রমেয়ম্।
সংসারচক্রক্রমণৈকদক্ষং
পৃথ্বীধরন্দেববরং নমামি॥ ১২॥
ভবোদধৌ দুঃখশতোর্ম্মিভীমে
জরাবর্ত্তে কৃষ্ণ পাতালমূলে।
তদন্ত একো দদতে সুখং মে
নমোঽস্তু তে গোপতিরপ্রমেয়॥ ১৩॥
ব্যাধ্যাদিযুক্তৈঃ পুরুষৈর্গ্রহৈশ্চ
সঙ্ঘট্টমানং পুনরেব দেব।
নমোঽস্তু তে যুদ্ধরতে মহাত্মন্
জনার্দ্দনোপেন্দ্র সমস্তবন্ধো॥ ১৪॥
ত্বমুত্তমঃ সর্ব্ববিদাং সুরেশঃ
ত্বয়া ততং বিশ্বমিদং সমস্তম্।
গোপেন্দ্র মাং পাহি মহানুভাব
ভবাদ্ভীতং তিগ্মরথাঙ্গপাণে॥ ১৫॥
পরোঽসি দেবঃ প্রবরঃ সুরাণাং
পুরাণরূপোঽসি শশিপ্রকাশঃ।
হুতাশবক্ত্রাচ্যুত তীব্রভাব
গোপেন্দ্র মাং পাহি ভবে পতন্তম্॥ ১৬॥

সংসারচক্রক্রমণান্যনেকা-
ন্যাবির্ভবন্ত্যচ্যুত দেহিনাং যৎ।
ত্বন্মায়য়া মোহিতানাং সুরেশ
কস্তে মায়ান্তরতে দ্বন্দ্বকামঃ॥ ১৭॥
অগোত্রমস্পর্শমরূপগন্ধ-
মনামনির্দ্দেশমজং বরেণ্যম্।
গোপেন্দ্র যে ত্বামুপাসন্তি ধীরা-
স্তে মুক্তিভাজো ভবধর্ম্মমুক্তাঃ॥ ১৮॥
শব্দাতিগং ব্যোমরূপং বিমূর্ত্তিং
বিকর্ম্মিণং শুভভাবং বরেণ্যম্।
চক্রাব্জপাণিন্তু তথোপচারা-
দুক্তং পুরাণে সততন্নমামি॥ ১৯॥
ত্রিবিক্রমং ক্রীতজগত্ত্রয়ঞ্চ
চতুর্ম্মূর্ত্তিং বিশ্বজগৎক্ষিতীশম্।
শম্ভুং বিভুং ভূতপতিং সুরেশং
নমাম্যহং বিষ্ণুমনন্তমূর্ত্তিম্॥ ২০॥
ত্বং দেব সর্ব্বাণি চলাচরাণি
সৃজস্তথো সংহরসে ত্বমেব।
মাং মুক্তিকামন্নয় দেব শীঘ্রং
যস্মিন্ গতা যোগিনো নোপযান্তি॥ ২১॥
জয়স্ব গোবিন্দ মহানুভাব
জয়স্ব বিষ্ণো জয় পদ্মনাভ।
জয়স্ব সর্ব্বজ্ঞ জয়াপ্রমেয়
জয়স্ব বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে॥ ২২॥

বরাহ উবাচ।

এবং স্তুত্বা তদা রাজা নিধায় স্বঙ্কলেবরম্।
পরমাত্মনি গোবিন্দে লয়মাগাচ্ছ শাশ্বতম্॥ ২৩॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে প্রাগিতিহাসে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়

ধরণ্যুবাচ।

কথমারাধ্যসে দেব ভক্তিমদ্ভির্নরৈর্বিভো।
স্ত্রীভির্ব্বা সর্ব্বমেতন্মে শংস ত্বং ভূতভাবন॥ ১॥

বরাহ উবাচ।

ভাবসাধ্যোঽস্ম্যহন্দেবি ন বিত্তৈর্ন জপৈরহম্।
সাধ্যস্তথাপি ভক্তানাং কায়ক্লেশং বদামি তে॥ ২।
কর্ম্মণা মনসা বাচা মচ্চিত্তো যো নরো ভবেৎ।
তস্য ব্রতানি বক্ষ্যেঽহং বিবিধানি নিবোধ মে॥ ৩।
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যম্প্রকীর্ত্তিতম্।
এতানি মানসান্যাহুর্ব্রতানি তু ধরাধরে॥ ৪॥
একভক্তং তথা নক্তমুপবাসাদিকঞ্চ যৎ।
তৎসর্ব্বং কায়িকম্পুংসাং ব্রতম্ভবতি নান্যথা॥ ৫॥
বেদস্যাধ্যয়নং বিষ্ণোঃ কীর্ত্তনং সত্যভাষণম্।
অপৈশুন্যং হিতং ধর্ম্মবাচিকং ব্রতমুত্তমম্॥ ৬॥
অত্রাপি শ্রূয়তে চান্যদৃষিরুগ্রতপাঃ পুরা।

ব্রহ্মপুত্রঃ পুরাকল্পে আরুণির্নাম নামতঃ ॥ ৭ ॥
সোঽরণ্যমগমৎ কিঞ্চিত্তপোঽর্থী দ্বিজসত্তমঃ।
তপস্তেপে ততস্তস্মিন্নুপবাসপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥
দেবিকায়াস্তটে রম্যে সোঽবসদ্ব্রাহ্মণঃ কিল।
কদাচিদভিষেকায় স জগাম মহানদীম্ ॥ ৯ ॥
তত্র স্নাত্বা জপন্বিপ্রো দদর্শায়ান্তমগ্রতঃ।
ব্যাধং মহাধনুঃপাণিমুগ্রনেত্রং বিভীষণম্ ॥ ১০ ॥
তং দ্বিজং হন্তুমায়াৎ স বল্কলানাং জিঘৃক্ষয়া।
তং দৃষ্ট্বা ক্ষুভিতো বিপ্রো ব্রহ্মঘ্নস্য ভয়াদিতি ॥ ১১ ॥
ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং তস্থৌ তত্রৈব স দ্বিজঃ ॥ ১২ ॥
তং দৃষ্ট্বান্তর্গতহরিং ব্যাধো ভীত ইবাগ্রতঃ।
বিহায় সশরঞ্চাপং ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥

ব্যাধ উবাচ।

হন্তুমিচ্ছন্নহং ব্রহ্মন্ ভবন্তম্প্রাগিহাগতঃ।
ইদানীং দর্শনাত্তুভ্যং সা মতিঃ ক্বাপি মে গতা ॥ ১৪ ॥
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি সংস্ত্রীণামযুতানি চ।
নিহতানি ময়া ব্রহ্মন্ সততং পাপকারিণা ॥ ১৫ ॥
কাঙ্গতিং প্রতিপৎস্যামি ব্রহ্মঘ্নোঽহং দ্বিজোত্তম।
ইদানীং তপ্তুমিচ্ছামি তপোঽহন্ত্বৎসমীপতঃ।
উপদেশপ্রদানেন প্রসাদঙ্কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৬ ॥
এবমুক্তোঽপ্যসৌ বিপ্রো নোত্তরং প্রত্যপদ্যত।
ব্রহ্মহা পাপকর্ম্মেতি মত্বা ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ ॥ ১৭ ॥
অনুক্তোহপি স ধর্ম্মেপ্সুর্ব্যাধস্তত্রৈব তস্থিবান্।
স্নাত্বা নদ্যাং দ্বিজঃ সোঽপি বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ ॥ ১৮ ॥

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য তাং নদীমগমৎ কিল।
ব্যাঘ্রো বুভুক্ষিতঃ শান্তং তং বিপ্রং হন্তুমুদ্যতঃ ॥১৯॥
অন্তর্জ্জলগতং বিপ্রং যাবদ্ব্যাঘ্রো জিঘৃক্ষতি।
তাবদ্ব্যাধেন ব্যাঘ্রোঽসৌ সদ্যঃ প্রাণৈর্ব্বিযোজিতঃ ॥২০॥
তস্মাদ্ব্যাঘ্রশরীরাত্তু উত্থায় পুরুষঃ কিল।
বিপ্রশ্চান্তর্জ্জলে মগ্নঃ শ্রুত্বা তং শব্দমাকুলম্।
নমো নারায়ণায়েতি বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২১ ॥
ব্যাঘ্রেণাপি শ্রুতো মন্ত্রঃ প্রাণৈঃ কণ্ঠস্থিতৈস্ততঃ।
শ্রুতমাত্রে জহৌ প্রাণান্ পুরুষশ্চাভবচ্ছুভঃ ॥ ২২ ॥
সোঽব্রবীদ্যামি তদ্দেশং যত্র বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুক্তপাপ্মা নিরাময়ঃ ॥ ২৩ ॥
ইত্যুক্তো ব্রাহ্মণঃ প্রাহ কোঽসি ত্বং পুরুষোত্তম।
সোঽব্রবীত্তস্য রাজেন্দ্র যদ্বৃত্তং পূর্ব্বজন্মনি ॥ ২৪ ॥
দীর্ঘবাহুরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বধর্ম্মবিশারদঃ।
অহং জানামি বেদাংশ্চ অহং বেদ্মি শুভাশুভম্।
ব্রাহ্মণৈর্নৈব মে কার্য্যং কিং বস্তু ব্রাহ্মণা ইতি ॥ ২৫ ॥
তস্যৈবং বাদিনো বিপ্রাঃ সর্ব্বে ক্রোধসমন্বিতাঃ।
ঊচুঃ শাপং দুরাধর্ষং ক্রূরো ব্যাঘ্রো ভবিষ্যসি ॥ ২৬ ॥
অবমানাত্তু বিপ্রাণাং নাত্যর্থং স্মরণন্তব।
মৃত্যুকালে তু সংমূঢ় কেশবেতি শৃণুষ্যসি ॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্তোঽহং পুরা তৈস্তু ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ।
তদেব সর্ব্বং সম্প্রাপ্তো ব্রহ্মশাপং সুপুষ্কলম্ ॥ ২৮ ॥
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে প্রণিপত্য ময়া মুনে।
উক্তানুগ্রহহেতোর্ব্বৈ ত ঊচুর্ম্মামিদং পুরা ॥ ২৯ ॥

ষষ্ঠান্নকালিকস্যাগ্রে যস্তে স্থাস্যতি কশ্চন।
স ভক্ষ্যস্তে তু ভবিতা কঞ্চিৎ কালন্নরাধিপ॥ ৩০॥
যদেষুঘাতং লব্ধ্বা তু প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈর্ভবান্।
শ্রোষ্যসে দ্বিজবক্ত্রাত্তু নমো নারায়ণেতি চ।
তদা স্বর্গগতিস্তুভ্যং ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩১॥
পরবক্ত্রগতঞ্চাপি বিষ্ণোর্নাম শ্রুতং ময়া।
কৃতদ্বেষস্য বিপ্রাণাং প্রত্যক্ষোঽভবদচ্যুতঃ॥ ৩২॥
যঃ পুনর্ব্রাহ্মণান্ পূজ্য স্ববক্ত্রেণ নমো হরিম্।
বদন্ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত মুক্তোঽসৌ বীতকিল্বিষঃ॥৩৩॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।
জঙ্গমাঃ ব্রাহ্মণা দেবাঃ কূটস্থঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ৩৪॥
এবমুক্ত্বা গতঃ স্বর্গং স রাজা বীতকল্মষঃ।
ব্রাহ্মণোঽপি সদা মুক্তস্তং ব্যাধস্প্রত্যভাষত॥ ৩৫॥

ঋষিরুবাচ।

জিঘৃক্ষোর্মৃগরাজস্য যত্ত্বয়া রক্ষিতো হ্যহম্।
তৎপুত্র তুষ্টস্তে দদ্মি বরং বরয় সুব্রত॥ ৩৬॥

ব্যাধ উবাচ।

এষ এব বরো মহ্যং যত্ত্বং মাং ভাষসে দ্বিজ।
অতঃ পরং বরেণাহং কিঙ্করোমি প্রশাধি মাম্॥ ৩৭॥

ঋষিরুবাচ।

অহং ত্বয়া পুরা ব্যাধ প্রার্থিতোঽস্মি তপোঽর্থিনা।
বহুপাতকযুক্তেন ঘোররূপেণ চানঘ॥ ৩৮॥
ইদানীং তব পাপানি দেবিকাভিষবেণ চ।
মদ্দর্শনেন চ চিরং বিষ্ণুনামশ্রুতেন চ।

ব্যাধ উবাচ।

নষ্টানি শুদ্ধদেহোঽসি সাম্প্রতন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
ইদানীং বরমেকন্তুং গৃহাণ মম সন্নিধৌ।
তপঃ কুরুষ সাধো ত্বং চিরকালং যদিচ্ছসি ॥ ৪০ ॥
য এষ ভবতা প্রোক্তো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
স কথং প্রাপ্যতে মর্ত্ত্যৈরেষ এব বরো মম ॥ ৪১ ॥

ঋষিরুবাচ।

তমুদ্দিশ্য ব্রতং কুর্য্যাদ্যৎকিঞ্চিৎপুরুষোঽচ্যুতম্।
স পরন্তমবাপ্নোতি ভক্ত্যা যুক্তঃ পুমানিতি ॥ ৪২ ॥
এবং জ্ঞাত্বা ভবান্ পুত্র ব্রতমেতৎ সমাচর।
ন ভক্ষয়েদ্গাণান্নন্তু ন বদেদনৃতং ক্বচিৎ ॥ ৪৩ ॥
এতত্তে ব্রতমাদিষ্টং ময়া ব্যাধ বরং ধ্রুবম্।
অত্রৈব তপসা যুক্তস্তিষ্ঠ ত্বং যাবদিচ্ছসি ॥ ৪৪ ॥

বরাহ উবাচ।

এবঞ্চিন্তান্বিতং মত্বা বরদো ব্রাহ্মণোঽভবৎ।
মোক্ষার্থিনমথো বুদ্ধা কথয়িত্বা গতো মুনিঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে প্রাগিতিহাসে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

স শুভং শোভনং মার্গমাস্থায় ব্যাধসত্তমঃ।
তপস্তেপে নিরাহারস্তং গুরুং মনসা স্মরন্ ॥ ১ ॥
ভিক্ষাকালে তু সম্প্রাপ্তে শীর্ণপর্ণান্যভক্ষয়ৎ ॥ ২ ॥
স কদাচিৎ ক্ষুধাবিষ্টো বৃক্ষমূলং সমাশ্রিতঃ।
বুভুক্ষিতস্তরোঃ পর্ণান্যৈচ্ছদ্ভক্ষিতুমন্তিকাৎ ॥ ৩ ॥
ইত্যেবং কুর্ব্বতো ব্যোম্নি বাগুবাচাশরীরিণী।
মা ভক্ষয়স্ব সকঠমুচ্চৈরেবং প্রভাষিতে ॥ ৪ ॥
ততোঽসৌ তদ্বিহায়ান্যদ্বার্ক্ষং পতিতমগ্রহীৎ।
তদপ্যেবং নিষিদ্ধং স্যাদন্যদেব তথৈব চ ॥ ৫ ॥
এবং স সকঠং মত্বা ব্যাধঃ কিঞ্চিন্ন ভক্ষয়ৎ।
নিরাহারস্তপস্তেপে স্মরন্ গুরুমতন্দ্রিতঃ ॥ ৬ ॥
এবন্তপস্যতস্তস্য কালে ঋষিবরোঽভ্যয়াৎ।
দুর্ব্বাসাঃ শংসিতাত্মা বৈ প্রাণযুক্তমপশ্যত।
ব্যাধন্তপোঽথতেজোভির্জ্জ্বলমানং হবির্যথা ॥ ৭ ॥
সোঽপি ব্যাধস্তু তং নত্বা শিরসাঽথ মহামুনিম্।
উবাচ তং কৃতার্থোঽস্মি ভগবন্দর্শনাত্তব ॥ ৮ ॥
ইদানীং শ্রাদ্ধকালে ত্বং প্রাপ্তোঽসি মম দৈবতম্।
শীর্ণপর্ণাদিভিঃ কৃত্বা প্রীণয়ামি দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৯ ॥
দুর্ব্বাসা অপি তং শুদ্ধভাবপূতং জিতেন্দ্রিয়ম্।
জিজ্ঞাসুস্তত্তপো বাক্যমিদমুচ্চৈরুবাচ হ ॥ ১০ ॥
যবগোধূমশালীনামন্নঞ্চৈব সুসংস্কৃতম্।

এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা গুরুং স্মৃত্বা বিচক্ষণঃ।
জগাম শরণন্তাস্তু সরিতন্দেবিকাং সুধীঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাধ উবাচ।

ব্যাধোঽস্মি পাপকর্ম্মাস্মি ব্রহ্মহাস্মি সরিদ্বরে।
তথাপি সংস্মৃতা দেবী পাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ২৩ ॥
দেবতাং নৈব জানামি ন মন্ত্রং ন তথার্চ্চনম্।
গুরুপাদৌ পরন্ধ্যাত্বা পশ্যামি সততং শুভম্ ॥ ২৪ ॥
এবম্বিধস্য মে দেবি দয়াং কুরু সরিদ্বরে।
ঋষেরাসন্নতাং যাহি পাদশৌচার্থমাপগে ॥ ২৫ ॥
এবমুক্তা তু ব্যাধেন দেবিকা পাপনাশিনী।
আজগাম যতস্তস্থৌ দুর্ব্বাসা শংসিতব্রতঃ ॥ ২৬ ॥
তদ্দৃষ্টা মহদাশ্চর্য্যং দুর্ব্বাসা বিস্ময়ং যযৌ।
প্রক্ষাল্য হস্তপাদৌ চ তদন্নং শ্রদ্ধয়ান্বিতম্।
বুভুজে পরমপ্রীতস্তথাচম্য বিচক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥
তমস্থিশেষং ব্যাধন্তু ক্ষুধাদুর্ব্বলতাঙ্গতম্।
উবাচ বেদাঃ সাঙ্গাস্তে সরহস্যপদক্রমাঃ।
ব্রহ্মবিদ্যা পুরাণানি প্রত্যক্ষাণি ভবন্তু তে ॥ ২৮ ॥
এবম্প্রাদাদ্বরন্তস্য দুর্ব্বাসা নাম চাকরোৎ।
ভবান্ সত্যতপা নাম ঋষিরাদ্যো ভবিষ্যসি ॥ ২৯ ॥
এবং দত্তবরো ব্যাধস্তমাহ মুনিসত্তমম্।
ব্যাধো ভূত্বা কথং ব্রহ্মন্ বেদানধ্যাপয়াম্যহম্ ॥ ৩০ ॥

ঋষিরুবাচ।

প্রাক্‌শরীরঙ্গতন্তেঽদ্য নিরাহারস্য সত্তম।
তপোময়ং শরীরন্তে পৃথগ্‌ভূতং ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥

প্রাপ্তিজ্ঞানং গতন্নাশমিদানীং শুদ্ধমক্ষরম্।
উৎপন্নং শুদ্ধকায়োঽসি সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে।
তেন বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি প্রতিভাস্যন্তি বৈ মুনে॥ ৩২॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে সত্যতপ উপাখ্যানে অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

সত্যতপা উবাচ।

ভগবন্দ্বে শরীরে তু ইতি যৎপরিকীর্ত্তিতম্।
তন্মে কথয় ভেদং বৈ কেন ব্রহ্মবিদাং বর॥ ১॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

ন দ্বে ত্রীণি শরীরাণি বাচ্যং তদ্বিপরীতকম্।
বিভোগায়তনঞ্চৈব শরীরাণীতি দেহিনাম্॥ ২॥
প্রাগবস্থমধর্ম্মাখ্যং পরিজ্ঞানবিবর্জ্জিতম্।
অপরং সব্রতং তদ্ধি জ্ঞেয়মত্যন্তধার্ম্মিকম্॥ ৩॥
ধর্ম্মাধর্ম্মোপভোগায় যত্তৃতীয়মতীন্দ্রিয়ম্।
তন্ত্রিভেদং বিনির্দ্দিষ্টং ব্রহ্মবিদ্ভির্ব্বিচক্ষণৈঃ॥ ৪॥
যাতনা ধর্ম্মভোগশ্চ ভুক্তিশ্চেতি ত্রিভেদকম্॥ ৫॥
যস্তু ভাবঃ পুরা হ্যাসীৎ প্রাণিনো নিঘ্নতস্তব।
তৎপাপাখ্যং শরীরন্তে পাপসংজ্ঞমতোঽভবৎ॥ ৬
ইদানীং শুভবৃত্তিস্তু কুর্ব্বতস্তে তপোঽর্জ্জনম্।

অপরন্ধর্ম্মরূপস্তু শরীরন্তে ব্যবস্থিতম্।
তেন বেদপুরাণানি জ্ঞাতুমর্হস্যসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥
যদাষ্টকে সম্পরিবর্ত্ততে পুমাং-
স্তদান্যবৃত্তো ভবতীহ নিশ্চিতম্।
গতাষ্টবর্ষস্তু পুমান্যদা ভবেৎ
তদান্যচেষ্টো ভবতীহ মানবঃ ॥ ৮ ॥
একং শরীরং হি পৃথক্ নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অবস্থাভেদতশ্চৈবং তদেতৎ কথিতন্ত্রিধা ॥ ৯ ॥
কর্ম্মকাণ্ডং জ্ঞানমূলং জ্ঞানং কর্ম্মাদিমূলকং।
এতয়োরন্তরং নাস্তি যথা মৃদ্ঘটয়োর্ম্মুনে ॥ ১০ ॥
কর্ম্মকাণ্ডঞ্চতুর্ভেদং ব্রাহ্মণাদিষু কীর্ত্তিতম্।
তত্র বেদোক্তকর্ম্মাণি ত্রয়ঃ কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ ॥ ১১ ॥
ত্রিশুশ্রূষামথৈকস্তু এতা বেদোদিতাঃ ক্রিয়াঃ।
এতান্ধর্ম্মান্ য আস্থায় ব্রহ্মোপায়ং প্রসাধয়েৎ।
তস্য মুক্তির্ভবেন্নূনং বেদবাদরতস্য চ ॥ ১২ ॥

সত্যতপা উবাচ।

যত্তদেতৎপরং ব্রহ্ম ত্বয়া প্রোক্তং মহামুনে।
তস্য রূপং ন জানন্তি যোগিনোঽপি মহাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥
অনামগোত্ররহিতমমূর্তং মূর্ত্তিবর্জ্জিতম্।
কথং তজ্জায়তে ব্রহ্ম সংজ্ঞানামবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৪ ॥
তত্তস্য সংজ্ঞাং কথয় যেন জানাম্যহং গুরো ॥ ১৫ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

যদেতৎপরমং ব্রহ্ম বেদে শাস্ত্রেষু পঠ্যতে।
স বেদঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ স্বয়ং নারায়ণো হরিঃ ॥ ১৬ ॥

স যজ্ঞৈর্ব্বিবিধৈরিষ্টৈর্দ্দানৈর্দ্দত্তৈশ্চ সত্তম।
প্রাপ্যতে পরমো দেবঃ স্বয়ং নারায়ণো হরিঃ ॥ ১৭ ॥

সত্যতপা উবাচ।

ভগবন্ বহুবিত্তেন ঋত্বিগ্‌ভির্ব্বেদপারগৈঃ।
প্রাপ্যতে পুণ্যকৃদ্ভির্হি দেবো নারায়ণো ভৃশম্ ॥ ১৮ ॥
অধনেন কথন্দেবঃ প্রাপ্যতে তদ্বদস্ব মে।
বিত্তেন চ বিনা দানং দাতুং বিপ্র ন শক্যতে ॥ ১৯ ॥
বিদ্যমানেঽপি ন মতিঃ কুটুম্বাসক্তচেতসঃ।
তস্য নারায়ণো দূরে সর্ব্বথা প্রতিভাতি মে ॥ ২০ ॥
অত্যায়াসেন লভ্যেত যেন দেবঃ সনাতনঃ।
তন্মে বিশেষতো ব্রূহি সর্ব্ববর্ণৈঃ কৃতম্ভবেৎ ॥ ২১ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

কথয়ামি পরং গুহ্যং রহস্যন্দেবনির্ম্মিতম্।
ধরণ্যা যৎ কৃতং পূর্ব্বং মজ্জন্ত্যা নু রসাতলে ॥ ২২ ॥
পৃথিব্যাঃ পার্থিবো ভাবঃ সলিলেনাতিরেচিতঃ।
তস্মিন্ সলিলমগ্নে তু পৃথ্বী প্রায়াদ্রসাতলম্ ॥ ২৩ ॥
সা ভূতধারিণী দেবী রসাতলগতা শুভা।
আরাধয়ামাস বিভুং দেবন্নারায়ণং বিভুম্ ॥ ২৪ ॥
উপবাসব্রতৈর্দ্দেবী নিয়মৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ।
কালেন মহতা তস্যাঃ প্রসন্নো গরুড়ধ্বজঃ।
উজ্জহার স্থিতৌ স্থিত্যাং স্থাপয়ামাস সোঽব্যয়ঃ ॥২৫॥

সত্যতপা উবাচ।

কোঽসৌ ধরণ্যা সঙ্কীর্ণ উপবাসো মহামুনে।
কানি ব্রতানি চ তথা এতন্মে বক্তুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

যদা মার্গশিরে মাসি দশম্যান্নিয়তাত্মবান্।
কৃত্বা দেবার্চ্চনন্ধীমানগ্নিকার্য্যং যথাবিধি ॥ ২৭ ॥
শুচিবাসাঃ প্রসন্নাত্মা হব্যমন্নং সুসংস্কৃতম্।
ভুক্ত্বা পঞ্চপদঙ্গত্বা পুনঃ শৌচন্তু পাদয়োঃ ॥ ২৮ ॥
কৃত্বাষ্টাঙ্গুলমাত্রন্তু ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভবম্।
ভক্ষয়েদ্দন্তকাষ্ঠন্তু তত আচম্য যত্নতঃ ॥ ২৯ ॥
স্পৃষ্ট্বা দ্বারাণি সর্ব্বাণি চিরন্ধ্যাত্বা জনার্দ্দনম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং পীতাম্বরধরং বিভুম্ ॥ ৩০ ॥
প্রসন্নবদনং দেবং সর্ব্বলক্ষণপূজিতম্।
ধ্যাত্বা পুনর্জ্জলং হস্তে গৃহ্য ভাবৈর্জ্জনার্দ্দনম্ ॥ ৩১ ॥
দদ্যাদর্ঘঞ্চ দেবায় করতোয়েন মানবঃ।
এবমুচ্চারয়ন্ বাচং তস্মিন্ কালে মহামুনে ॥ ৩২ ॥
একাদশ্যান্নিরাহারঃ স্থিত্বা চৈবাপরেঽহনি।
ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥ ৩৩ ॥
এবমুক্ত্বা ততো রাত্রৌ দেবদেবস্য সন্নিধৌ।
জপন্নারায়ণায়েতি স্বপেত্তত্র বিধানতঃ ॥ ৩৪ ॥
ততঃ প্রভাতে বিমলে নদীঙ্গত্বা সমুদ্রগাম্।
ইতরাং বা তড়াগং বা গৃহে বা নিয়তাত্মবান্ ॥ ৩৫ ॥
আনীয় মৃত্তিকাং শুদ্ধাং মন্ত্রেণানেন মানবঃ।
ধারণং পোষণন্ত্বত্তো ভূতানাং দেবি সর্ব্বদা ॥ ৩৬ ॥
তেন সত্যেন মে দেবি পাপং মোচয় সুব্রতে।
ব্রহ্মাণ্ডোদরতীর্থানি ত্বয়া পৃষ্টানি দেবতে ॥ ৩৭ ॥
তেনেমাং মৃত্তিকান্ত্বত্তো গৃহ্য স্নাস্যেঽদ্য মেদিনি।

ত্বয়ি সর্ব্বে রসা নিত্যাঃ স্থিতা বরুণ সর্ব্বদা ॥ ৩৮ ॥
তৈরিমাং মৃত্তিকাং প্লাব্য পূতাং কুরু হি মা চিরম্।
এবং মৃদং তথা তোয়ং প্রগৃহ্যাত্মানমালভেৎ।
ত্রিঃ কৃত্বা শেষমৃৎ স্নাত্বা সর্ব্বাঙ্গং লেপয়েদ্বুধঃ ॥৩৯॥
বারুণৈরেব মন্ত্রৈস্তু স্নানং কুর্য্যাদ্যথাবিধি।
স্নাত্বা চাবশ্যকং কৃত্বা পুনর্দ্দেবগৃহং ব্রজেৎ ॥ ৪০ ॥
তত্রারাধ্য মহাযোগং দেবং নারায়ণং প্রভুম্।
কেশবায় নমঃ পাদৌ কটিং দামোদরায় চ ॥ ৪১ ॥
ঊরুযুগ্মং নৃসিংহায় উরঃ শ্রীবৎসধারিণে।
কণ্ঠং কৌস্তুভমালায় বক্ষঃ শ্রীপতয়ে তথা ॥ ৪২ ॥
ত্রৈলোক্যে বিজয়ায়েতি বাহূ সর্ব্বাত্মনে শিরঃ।
রথাঙ্গধারিণে চক্রং শঙ্করায়েতি বারিজম্ ॥ ৪৩ ॥
গম্ভীরায়েতি চ গদামম্ভোজং শান্তিমূর্ত্তয়ে।
এবমভ্যর্চ্চ্য দেবেশং দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৪৪ ॥
পুনস্তস্যাগ্রতঃ কুম্ভান্ চতুরঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ।
জলপূর্ণান্ সমাল্যাংশ্চ তিলপূর্ণান্ সকাঞ্চনান্ ॥ ৪৫ ॥
চত্বারস্তে সমুদ্রাস্তু কলশাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তেষাং মধ্যে শুভং পীঠং স্থাপয়েদ্বস্ত্রগর্ভিতম্ ॥ ৪৬ ॥
সৌবর্ণং রাজতং পাত্রং তাম্রং বাদরবং তথা।
অলাভে সর্ব্বপাত্রাণাং পালাশং পত্রমিষ্যতে ॥ ৪৭ ॥
তোয়পূর্ণন্তু তৎকৃত্বা তস্মিন্ পাত্রে ততো ন্যসেৎ।
সৌবর্ণং মৎস্যরূপেণ কৃত্বা দেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বাবয়বসংযুক্তং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
তত্রানেকবিধৈর্ভক্ষ্যৈঃ ফলৈঃ পুষ্পৈশ্চ শোভিতম্।

গন্ধধূপৈশ্চ বস্ত্রৈশ্চ অর্চ্চয়িত্বা যথাবিধি ॥ ৪৯ ॥
রসাতলগতা বেদা যথা দেব ত্বয়া হৃতাঃ।
মৎস্যরূপেণ তদ্বন্মাং ভবানুদ্ধর কেশব ॥ ৫০ ॥
এবমুচ্চার্য্য তস্যাগ্রে জাগরং তত্র কারয়েৎ ॥ ৫১ ॥
যথাবিভবসারেণ প্রভাতে বিমলে তথা।
চতুর্ণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ চতুরো দাপয়েদ্ঘটান্ ॥ ৫২ ॥
পূর্বন্তু বহ্বৃচে দদ্যাচ্ছন্দোগে দক্ষিণং তথা।
যজুঃশাখান্বিতে দদ্যাৎ পশ্চিমং ঘটমুত্তমম্।
উত্তরঙ্কামতো দদ্যাদেষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৩ ॥
ঋগ্বেদঃ প্রীয়তাং পূর্বে সামবেদস্তু দক্ষিণে।
যজুর্বেদঃ পশ্চিমতো অথর্বশ্চোত্তরেণ তু।
অনেন ক্রমযোগেন প্রীয়তামিতি বাচয়েৎ ॥ ৫৪ ॥
সৌবর্ণং মৎস্যরূপন্তু আচার্য্যায় নিবেদয়েৎ।
গন্ধধূপাদিবস্ত্রৈশ্চ সম্পূজ্য বিবিধক্রমাৎ ॥ ৫৫ ॥
যস্ত্বিমং সরহস্যঞ্চ মন্ত্রঞ্চৈবোপপাদয়েৎ।
বিধানং তস্য বৈ দত্ত্বা ফলং কোটিগুণোত্তরম্ ॥ ৫৬ ॥
প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে।
স কোটিজন্ম নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥ ৫৭ ॥
বিধানস্য প্রদাতাপ্তো গুরুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
এবং দত্ত্বা বিধানেন দ্বাদশ্যাং বিষ্ণুমর্চ্চ্য চ।
বিপ্রাণাং ভোজনং দদ্যাদ্যথাশক্ত্যা সদক্ষিণম্ ॥ ৫৮ ॥
সতিলং তাম্রপাত্রঞ্চ স্থাপিতং কলশোপরি।
তৎসর্বং জলপাত্রস্থং ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে।
দদ্যাদেবং মহাভাগস্ততো বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ ॥৫৯॥

ভূরিণা পরমান্নেন ততঃ পশ্চাৎ স্বয়ন্নরঃ।
ভুঞ্জীত সহিতো বালৈর্ব্বাগ্যতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৬০॥
অনেন বিধিনা যস্তু ধরণীব্রতকৃন্নরঃ।
তস্য পুণ্যফলঞ্চাগ্র্যং শৃণু বুদ্ধিমতাং বর॥ ৬১॥
যদি বক্ত্রসহস্রাণি ভবন্তি মম সুব্রত।
আয়ুশ্চ ব্রহ্মণস্তুল্যং ভবেদ্যদি মহাব্রত।
তদানীমস্য ধর্ম্মস্য ফলং কথয়িতুম্ভবেৎ॥ ৬২॥
তথাপ্যুদ্দেশতো ব্রহ্মন্ কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু।
দশসপ্তদশাব্দে চ অষ্টৌ চত্বার এব চ॥ ৬৩॥
লক্ষাযুতানি চত্বারি একস্যাস্য চতুর্যুগম্।
তৈরেকসপ্ততিযুগং ভবেন্মন্বন্তরং মুনে॥ ৬৪॥
চতুর্দ্দশাহোরাত্রস্তু তাবতো রাত্রিরিষ্যতে।
এবং ত্রিংশদ্দিনো মাসঃ তে দ্বাদশ সমা স্মৃতা॥ ৬৫॥
তেষাং শতং ব্রহ্মণস্তু আয়ুর্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৬৬॥
যঃ সকৃদ্দ্বাদশীমেতামনেন বিধিনা ক্ষিপেৎ।
স ব্রহ্মলোকমাপ্নোতি তাবৎকালঞ্চ তিষ্ঠতি॥ ৬৭॥
ততো ব্রহ্মোপসংহারং সংহারে তল্লয়েচ্চিরম্।
পুনঃ সৃষ্টো ভবেদ্দেবো রাজা নাম মহাতপাঃ॥ ৬৮॥
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি ইহলোককৃতান্যপি।
অকামঃ কামতো বাপি তানি নশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৬৯॥
ইহ লোকে দরিদ্রো যো ভ্রষ্টরাজ্যোঽথবা নৃপঃ।
উপোষ্যতে বিধানেন স রাজা জায়তে ধ্রুবম্॥ ৭০॥
বন্ধ্যা নারী ভবেদ্যা তু অনেন বিধিনা শুভা।
উপোষ্যতি ভবেত্তস্যাঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥ ৭১॥

অগম্যাগমনং যেন কৃতং জানাতি মানদঃ।
স ইমং বিধিমাসাদ্য তস্মাৎপাপাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৭২ ॥
ব্রহ্মক্রিয়ায়া লোপেন বহুবর্ষকৃতেন চ।
উপোষ্যেমাং সকৃদ্ভক্ত্যা বেদসংস্কারমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৩ ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন ন তদস্তি মহামুনে।
অপ্রাপ্যং প্রাপয়তি যা অতঃ কার্য্যা সদা নরৈঃ ॥ ৭৪ ॥
অনেন বিধিনা ব্রহ্মন্ স্বয়মেব হ্যুপোষিতা।
ধরণ্যা মগ্নয়া তাত নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭৫ ॥
অদীক্ষিতায় নো দেয়ং বিধানং নাস্তিকায় চ।
দেবব্রহ্মদ্বিষে বাপি ন শ্রাব্যন্তু কদাচন ॥ ৭৬ ॥
গুরুভক্তায় দাতব্যং সদ্যঃ পাপপ্রণাশনম্।
ইহ জন্মনি সৌভাগ্যং ধনং ধান্যং বরস্ত্রিয়ঃ।
ভবন্তি বিবিধাস্তস্য য উপোষ্যতি মানবঃ ॥ ৭৭ ॥
য ইমাং শ্রাবয়েদ্ভক্ত্যা দ্বাদশীকল্পমুত্তমম্।
শৃণোতি বা স পাপৈস্তু সর্ব্বৈরেব প্রমুচ্যতে ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ধরণীব্রতে মৎস্যদ্বাদশীব্রতং নাম
ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

তথৈব পৌষমাসে তু অমৃতং মথিতং সুরৈঃ।
তত্র কূর্ম্মো ভবেদ্দেবঃ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ ॥ ১ ॥
তস্যেয়ন্তিথিরুদ্দিষ্টা মহতী কূর্ম্মরূপিণঃ।
পৌষমাসস্য যা শুক্লা দশমীতি নিগদ্যতে ॥ ২ ॥
তস্যাং প্রাগেব সঙ্কল্প্য প্রাগ্বৎ স্নানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
নির্ব্বর্ত্ত্যারাধয়েৎ ভক্ত্যা একাদশ্যাং জনার্দ্দনম্।
পৃথঙ্‌মন্ত্রৈর্ম্মুনিশ্রেষ্ঠ দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ৩ ॥

কূর্ম্মায় পাদৌ প্রথমং প্রপূজ্য
নারায়ণায়েতি হরেঃ কটিঞ্চ।
সঙ্কর্ষণায়েত্যুদরং বিশোকে-
ত্যুরোভবায়েতি তথৈব কণ্ঠম্ ॥ ৪ ॥
সুবাহবে চৈব ভুজৌ শিরশ্চ
নমোবিশালায় নমোঽস্তু দেবঃ।
স্বনামমন্ত্রেণ সুগন্ধপুষ্পৈ-
র্ধূপাদিনৈবেদ্যফলৈর্ব্বিচিত্রৈঃ ॥ ৫ ॥
অভ্যর্চ্চ্য দেবং কলশং তদগ্রে
সংস্থাপ্য মালাসিতবস্ত্রযুক্তম্।
তং রত্নগর্ভন্তু পুরেব কৃত্বা
স্বশক্তিতো হেমময়ঞ্চ দেবম্ ॥ ৬ ॥
সমন্দরং কূর্ম্মরূপেণ কৃত্বা
সংস্থাপ্য তাম্রে ঘৃতপূর্ণপাত্রে।

পূর্ণে ঘটস্যোপরি সন্নিবেশ্য
তদ্ব্রাহ্মণং পূজ্য তথৈব দদ্যাৎ ॥ ৭ ॥
শ্বো ব্রাহ্মণান্ পূজ্য চ দক্ষিণাদিভি-
র্যথাশক্ত্যা প্রীণয়েদ্দেবদেবম্।
নারায়ণং কূর্ম্মরূপেণ যুক্তং
পশ্চাত্তু ভুঞ্জীত সভৃত্যবর্গঃ ॥ ৮ ॥
এবং কৃতে বিপ্র সমস্তপাপং
বিনশ্যতে নাত্র কুর্য্যাদ্বিচারঃ।
সংসারচক্রং স বিহায় শুদ্ধং
প্রাপ্নোতি লোকঞ্চ হরেঃ পুরাণম্ ॥ ৯ ॥
প্রযান্তি পাপানি বিনাশমাশু
শ্রীমাংস্তথা জায়তে সত্যধর্ম্মঃ।
অনেকজন্মান্তরসঞ্চিতানি
নশ্যন্তি পাপানি নরস্য ভক্ত্যা ॥ ১০ ॥
প্রাগুক্তরূপস্তু ফলং লভেত
নারায়ণস্তুষ্টিমায়াতি সদ্যঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে কূর্ম্মদ্বাদশীব্রতং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

এবং মাঘে সিতে পক্ষে দ্বাদশী ধরণীভৃতঃ।
বরাহস্য শৃণুস্বাদ্যাং মুনে পরমধার্ম্মিক ॥ ১ ॥
প্রাগুক্তেন বিধানেন সঙ্কল্পং স্নানমেব চ।
কৃত্বা দেবং সমভ্যর্চ্চ্য একাদশ্যাং বিচক্ষণঃ ॥ ২ ॥
ধূপনৈবেদ্যগন্ধৈশ্চ অর্চ্চয়িত্বাচ্যুতন্নরঃ।
পশ্চাত্তস্যাগ্রতঃ কুম্ভং জলপূর্ণন্তু বিন্যসেৎ ॥ ৩ ॥
বরাহায়েতি পাদৌ তু মাধবায়েতি বৈ কটিম্।
ক্ষেত্রজ্ঞায়েতি জঠরং বিশ্বরূপোত্যুরো হরেঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বজ্ঞায়েতি কণ্ঠন্তু প্রজানাং পতয়ে শিরঃ।
প্রদ্যুম্নায়েতি চ ভুজৌ দিব্যাস্ত্রায় সুদর্শনম্ ॥ ৫ ॥
অমৃতোদ্ভবায় শঙ্খন্তু এষ দেবার্চ্চনে বিধিঃ।
এবমভ্যর্চ্চ্য মেধাবী তস্মিন্ কুম্ভে তু বিন্যসেৎ ॥ ৬ ॥
সৌবর্ণং রৌপ্যতাম্রে বা পাত্রে বিভবশক্তিতঃ।
সর্ব্ববিত্তৈস্তু সম্পূর্ণং স্থাপয়িত্বা বিচক্ষণঃ ॥ ৭ ॥
তত্র শক্ত্যা তু সৌবর্ণং বরাহঙ্কারয়েদ্বুধঃ।
দংষ্ট্রাগ্রেণোদ্ধৃতাং ভূমিং সপর্ব্বতবনদ্রুমাম্।
মাধবং মধুহন্তারং বরাহরূপমাস্থিতম্ ॥ ৮ ॥
সর্ব্ববীজভৃতং পাত্রং রত্নগর্ভং ঘটোপরি।
স্থাপয়েৎ পরমং দেবং জাতরূপময়ং হরিম্ ॥ ৯ ॥
সিতবস্ত্রযুগাচ্ছন্নং তাম্রপাত্রে তু বৈ মুনে।
স্থাপ্যার্চ্চয়েদ্গন্ধপুষ্পৈর্নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥১০॥

পুষ্পমণ্ডলিকাং কৃত্বা জাগরং তত্র কারয়েৎ।
প্রাদুর্ভাবাদ্ধরেস্তত্র বাচয়েদ্ভাবয়েদ্বুধঃ ॥ ১১ ॥
এবম্পূজাং বিধায়াথ প্রভাতে উদিতে রবৌ।
শুচিঃ স্নাত্বা হরিং পূজ্য ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ১২ ॥
বেদবেদাঙ্গবিদুষে সাধুবৃত্তায় ধীমতে।
বিষ্ণুভক্তায় শান্তায় শ্রোত্রিয়ায় কুটুম্বিনে ॥ ১৩ ॥
এবং সকুম্ভন্তং দত্ত্বা হরিং বারাহরূপিণম্।
দত্ত্বা চাথ লভেদ্যত্তু ফলং তন্মে নিশাময় ॥ ১৪ ॥
ইহ জন্মনি সৌভাগ্যং শ্রীঃ কান্তিস্তুষ্টিরেব চ।
দরিদ্রো বিত্তবান্ সদ্য অপুত্রো লভতে সুতম্ ॥ ১৫ ॥
অলক্ষ্মীর্নশ্যতে সদ্যো লক্ষ্মীঃ সংবিশতে বলাৎ।
ইহ জন্মনি সৌভাগ্যং পরলোকে নিশাময় ॥ ১৬ ॥
অস্মিন্নর্থে পুরাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রতিষ্ঠানেঽভবদ্রাজা বীরধন্বেতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৭ ॥
স কদাচিদ্বনম্প্রায়ান্মৃগহেতোঃ পরন্তপঃ।
ব্যাপাদয়ন্মৃগগণান্তত্রর্ষিবনমধ্যগঃ ॥ ১৮ ॥
জঘান মৃগরূপান্ সোঽজ্ঞানতো ব্রাহ্মণান্নৃপঃ।
ভ্রাতরস্তত্র পঞ্চাশন্মৃগরূপেণ সংস্থিতাঃ।
সংবর্তস্য সুতা ব্রহ্মন্ বেদাধ্যয়নতৎপরাঃ ॥ ১৯ ॥

সত্যতপা উবাচ।

কারণং কিং সমাশ্রিত্য তে চক্রুর্মৃগরূপতাম্।
এতন্মে কৌতুকং ব্রহ্মন্ প্রণতস্য প্রসীদ মে ॥ ২০ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

তে কদাচিদ্বনং যাতা দৃষ্টা হরিণপোতকান্।

জাতমাত্রান্ স্বমাত্রা তু বিহীনান্নৃপসত্তম ॥ ২১ ॥
একৈকং জগৃহুস্তে বৈ মৃতাস্তৎকরসংস্থিতাঃ।
ততস্তে দুঃখিতাঃ সর্ব্বে যযুঃ পিতরমন্তিকম্ ॥ ২২ ॥
ঊচুশ্চ বচনঞ্চেদং মৃগহিংসাকৃতে মুনে ॥ ২৩ ॥

ঋষিপুত্রা ঊচুঃ।

জাতমাত্রা মৃগাঃ পঞ্চ অস্মাভির্নিহতা মুনে।
অকামতস্ততোঽস্মাকং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তাম্ ॥ ২৪ ॥

সংবর্ত্ত উবাচ।

মৎপিতা হিংসকশ্চাসীদহন্তস্মাদ্বিশেষতঃ।
ভবন্তঃ পাপকর্ম্মাণঃ সঞ্জাতা মম পুত্রকাঃ ॥ ২৫ ॥
ইদানীং মৃগচর্ম্মাণি পরিধায় যতব্রতাঃ।
চরধ্বং পঞ্চ বর্ষাণি ততঃ শুদ্ধা ভবিষ্যথ ॥ ২৬ ॥
এবমুক্তাস্তু তে পুত্রা মৃগচর্ম্মোপবীতিনঃ।
বনং বিবিশুরব্যগ্রা জপন্তো ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ২৭ ॥
তথা বর্ষে ব্যতিক্রান্তে বীরধন্বা মহীপতিঃ।
তত্রাজগাম যস্মিংস্তে চরন্তি মৃগরূপিণঃ ॥ ২৮ ॥
তে চাপ্যেকতরোর্ম্মূলে মৃগচর্ম্মোপবীতিনঃ।
জপন্তঃ সংস্থিতাস্তে হি রাজ্ঞা দৃষ্টা মৃগা ইতি ॥ ২৯ ॥
মত্বা বিদ্ধাস্তু যুগপন্মৃতাস্তে ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৩০ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা তু মৃতান্ রাজা ব্রাহ্মণান্ শংসিতব্রতান্।
ভয়েন বেপমানস্তু দেবরাতাশ্রমং যযৌ ॥ ৩১ ॥
তত্রাপৃচ্ছদ্ব্রহ্মহত্যা মম জাতা মহামুনে।
আমূলাত্তদ্বধং বৃত্তং কথয়িত্বা নরাধিপঃ।
ভৃশং শোকপরীতাত্মা রুরোদাতীব দুঃখিতঃ ॥ ৩২ ॥

স ঋষির্দ্দেবরাতস্তু রুদন্তং নৃপসত্তমম্।
উবাচ মা ভৈর্নৃপতে অপনেষ্যামি পাতকম্॥ ৩৩॥
পাতালে সুতলাখ্যে চ যথা ধাত্রী নিমজ্জতী।
উদ্ধৃতা দেবদেবেন বিষ্ণুনা ক্রোড়মূর্ত্তিনা॥ ৩৪॥
তস্মাদ্ভবন্তং রাজেন্দ্র ব্রহ্মবধ্যাপরিপ্লুতম্।
উদ্ধরিষ্যতি দেবোঽসৌ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ॥ ৩৫॥
এবমুক্তস্ততো রাজা হর্ষিতো বাক্যমব্রবীৎ।
কতরেণ প্রকারেণ স মে দেবঃ প্রসীদতি।
প্রসন্নে চাশুভং সর্ব্বং যেন নশ্যতি সত্তম॥ ৩৬॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

এবমুক্তো মুনিস্তেন দেবরাত ইদং ব্রতম্।
আচখ্যৌ সোঽপি তৎকৃত্বা ভুক্ত্বা ভোগান্ সুপুষ্কলান্।
মৃত্যুকালে মুনিশ্রেষ্ঠ সৌবর্ণেন বিরাজতা।
বিমানেনাগমৎস্বর্গমিন্দ্রলোকং স পার্থিবঃ॥ ৩৭॥
তস্যেন্দ্রস্ত্বর্ঘ্যমাদায় প্রত্যুত্থানেন নির্যযৌ।
আয়ান্তমিন্দ্রং দৃষ্ট্বা তু তমূচুর্ব্বিষ্ণুকিঙ্করাঃ॥ ৩৮॥
ন দ্রষ্টব্যো দেবরাজ ত্বং হীনস্তপসা ইতি॥ ৩৯॥
এবং সর্ব্বে লোকপালা নির্যযুস্তস্য তেজসা।
প্রত্যাখ্যাতাশ্চ তৈর্ব্বিষ্ণুকিঙ্করৈর্হীনকর্ম্মণঃ॥ ৪০॥
এবং স সত্যলোকান্তং গতো রাজা মহামুনে।
অপুনর্ম্মারকে লোকে দাহপ্রলয়বর্জ্জিতে॥ ৪১॥
অদ্যাপি তিষ্টতে দেবৈঃ স্তূয়মানো মহানৃপঃ।
প্রসন্নে যজ্ঞপুরুষে কিঞ্চিত্রং যেন তদ্ভবেৎ॥ ৪২॥
ইহ জন্মনি সৌভাগ্যমায়ুরারোগ্যসম্পদঃ।

একৈকা বিধিনোপাস্তা দদাত্যমৃতমুত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥
কিং পুনঃ সর্ব্বসংপূর্ণঃ স দদাতি স্বকম্পদম্।
নারায়ণশ্চতুর্ম্মূর্ত্তিঃ পরার্দ্ধ্যঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
যথৈবোদ্ধৃতবান্ বেদাম্মৎস্যরূপেণ কেশবঃ।
ক্ষীরাম্বুধৌ মথ্যমানে মন্দরং ধৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ৪৫ ॥
তদ্বচ্চ কূর্ম্মরূপী স্যাদ্দ্বিতীয়া পশ্য বৈষ্ণবী।
যথা রসাতলাৎ ক্ষ্মাশ্চ ধৃতবান্ পুরুষোত্তমঃ।
বরাহরূপী তদ্বচ্চ তৃতীয়া পশ্য বৈষ্ণবী ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ধরণীব্রতে বরাহদ্বাদশীব্রতং নাম
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

তদ্বৎ ফাল্গুনমাসে তু যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
তামুপোষ্য বিধানেন হরিমারাধয়েৎ সুধীঃ ॥ ১ ॥
নরসিংহায় পাদৌ তু গোবিন্দায়েত্যূরূ তথা।
কটিং বিশ্বভুজে পূজ্য অনিরুদ্ধেত্যুরস্তথা ॥ ২ ॥
কণ্ঠন্তু শিতিকণ্ঠায় পিঙ্গকেশায় বৈ শিরঃ।
অসুরধ্বংসনায়েতি চক্রন্তোয়াত্মনে তথা ॥ ৩ ॥
শঙ্খমিত্যেব সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পফলৈস্তথা।
তদগ্রে ঘটমাদায় সিতবস্ত্রযুগান্বিতম্ ॥ ৪ ॥

তস্যোপরি নৃসিংহন্তু সৌবর্ণং তাম্রভাজনে।
যথাবিভবতঃ কৃত্বা দারুবংশময়েঽপি বা ॥ ৫ ॥
রত্নগর্ভে ঘটে স্থাপ্য তং সম্পূজ্য চ মানবঃ।
দ্বাদশ্যাং বেদবিদুষে ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৬ ॥
এবং কৃতে ফলং প্রাপ্তং যৎ পুরা পার্থিবেন তু।
তস্যাহং সম্প্রবক্ষ্যামি বৎসনাম্না মহামুনে ॥ ৭ ॥
আসীৎ কিংপুরুষে বর্ষে রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
ভারতেতি চ বিখ্যাতস্তস্য বৎসঃ সুতোঽভবৎ ॥ ৮ ॥
স শক্রভির্জ্জিতঃ সংখ্যে হৃতকোশো দ্বিপাদবান্।
বনং প্রায়াৎ সপত্নীকো বশিষ্ঠস্যাশ্রমেঽবসৎ ॥ ৯ ॥
কালেন মহতা সোঽথ বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
কিঙ্কার্য্যমিতি স প্রোক্তো বসস্যস্মিন্মহাশ্রমে ॥ ১০ ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্ হৃতকোশোঽহং হৃতরাজ্যোঽসহায়বান্।
শক্রভির্হৃতসর্ব্বস্বো ভবন্তং শরণং গতঃ ॥ ১১ ॥
উপদেশপ্রদানেন প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১২ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

এবমুক্তো বশিষ্ঠস্তু তস্যেমাং দ্বাদশীং মুনে।
আদিদেশ বিধানেন সোঽপি সর্ব্বমথাকরোৎ ॥ ১৩ ॥
তস্য ব্রতান্তে ভগবান্ নরসিংহস্তুতোষ হ।
চক্রম্প্রাদাচ্চ শত্রূণাং বিধ্বংসনকরং মৃধে ॥ ১৪ ॥
তেনাস্ত্রেণ স্বকং রাজ্যং জিতবান্ স নৃপোত্তমঃ।
রাজ্যে স্থিত্বাঽশ্বমেধানাং সহস্রমকরোৎ প্রভুঃ।
অন্তে চ বিষ্ণুলোকাখ্যং পদমাগাচ্চ সত্তমঃ ॥ ১৫ ॥

এষা ধন্যা পাপহরা দ্বাদশী ভবতো মুনে।
কথিতেমাং প্রসন্নেন শ্রুত্বা কুরু যথেপ্সিতম্॥ ১৬॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে নরসিংহদ্বাদশীব্রতং নাম দ্বাচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়শ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

এবমেব মুনে মাসি চৈত্রে সঙ্কল্প্য দ্বাদশীম্।
উপোষ্যারাধয়েদ্ভক্ত্যা দেবদেবং জনার্দ্দনম্॥ ১॥
বামনায়েতি পাদৌ তু বিষ্ণবে কটিমর্চ্চয়েৎ।
বাসুদেবায় জঠরমুরঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥ ২॥
কণ্ঠং বিশ্বভৃতে পূজ্য শিরো বৈ ব্যোমরূপিণে।
বাহূ বিশ্বজিতে পূজ্যৌ স্বনাম্না শঙ্খচক্রকৌ॥ ৩॥
অনেন বিধিনাভ্যর্চ্চ্য দেবদেবং সনাতনম্।
প্রাগ্বদ্রত্নোদকং কুম্ভং সম্পূতং পুরতো ন্যসেৎ॥ ৪॥
প্রাগুক্তপাত্রে সংস্থাপ্য কাঞ্চনং বামনং বুধঃ।
যথাশক্ত্যা কৃতং সর্ব্বং সিতযজ্ঞোপবীতিনম্॥ ৫॥
কুণ্ডিকাং স্থাপয়েৎ পার্শ্বে ছত্রিকাং পাদুকান্তথা।
অক্ষমালাঞ্চ সংস্থাপ্য বৃষিকাঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৬॥
এতৈরুপস্করৈর্যুক্তং প্রভাতে ব্রাহ্মণায় চ।
দাপয়েৎ প্রীয়তাং বিষ্ণুর্হ্রস্বরূপীত্যুদীরয়েৎ॥ ৭॥
মাসনাম্না তু সংযুক্তং প্রাদুর্ভাবাভিধানকম্।

প্রীয়তামিতি সর্ব্বত্র বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮ ॥
শ্রূয়তে চ পুরা রাজা হর্য্যশ্বঃ পৃথিবীপতিঃ।
অপুত্রঃ স তপস্তেপে পুত্রমিচ্ছংস্তপোধন ॥ ৯ ॥
তস্যৈবং কুর্ব্বতস্ত্বিষ্টিং পুত্রার্থে মুনিসত্তম।
আজগাম হরির্দ্দেবো দ্বিজরূপং সমাশ্রিতঃ ॥ ১০ ॥
স উবাচ নৃপং রাজন্ কিন্তে ব্যবসিতন্ত্বিতি।
পুত্রার্থমিতি সোবাচ তং বিপ্রঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ১১ ॥
ইদমেব বিধানন্তু কুরু রাজন্ প্রযত্নতঃ।
এবমুক্ত্বা তু রাজানং ক্ষণাদন্তর্হিতঃ প্রভুঃ ॥ ১২ ॥
রাজাঽপি তং চকারাশু মন্ত্রবিত্তং দ্বিজাতয়ে।
দরিদ্রায় তথা প্রাদাজ্জ্যোতির্গর্ভায় ধীমতে ॥ ১৩ ॥
যথাদিতেরপুত্রায়াঃ স্বয়ং পুত্রত্বমাগতঃ।
ভগবংস্তেন সত্যেন মমাপ্যস্তু সুতো বরঃ ॥ ১৪ ॥
অনেন হিধিনোক্তেন তস্য পুত্রোঽভবন্মুনে।
উগ্রাশ্ব ইতি বিখ্যাতশ্চক্রবর্ত্তী মহাবলঃ ॥ ১৫ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং থনার্থী লভতে ধনম্।
ভ্রষ্টরাজ্যো লভেদ্রাজ্যং মৃতো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥১৬॥
ক্রীড়িত্বা সুচিরং তএ ইহ মর্ত্ত্যমুপাগতঃ।
চক্রবর্ত্তী ভবেদ্ধীমান্ যযাতিরিব নাহুষঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে বামনদ্বাদশীব্রতং নাম ত্রয়শ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

বৈশাখেঽপ্যেবমেবন্তু সঙ্কল্প্য বিধিনা নরঃ।
তদ্বৎস্নানং মৃদা কৃত্বা ততো দেবালয়ং ব্রজেৎ ॥ ১ ॥
তত্রারাধ্য হরিং ভক্ত্যা এভির্ম্মন্ত্রৈর্ব্বিচক্ষণঃ।
জামদগ্ন্যায় পাদৌ তু উদরং সর্ব্বধারিণে ॥ ২ ॥
মধুসূদনায়েতি কটিমূরু শ্রীবৎসধারিণে।
ক্ষত্রান্তকায়েতি ভুজৌ শিতিকণ্ঠায় কূর্চ্চকম্।
স্বনাম্না শঙ্খচক্রৌ তু শিরো ব্রহ্মাণ্ডধারিনে ॥ ৩ ॥
এবমভ্যর্চ্চ্য মেধাবী প্রাগ্বত্তস্যাগ্রতো ঘটম্।
বিন্যসেৎ স্থাপিতং তদ্বদ্বস্ত্রং যুগ্মং বিশেষতঃ ॥ ৪ ॥
বৈণবেন তু পাত্রেণ তস্মিংস্তু স্থাপয়েদ্ধরিম্।
জামদগ্ন্যেন রূপেণ কৃত্বা সৌবর্ণমগ্রতঃ ॥ ৫ ॥
দক্ষিণে পরশুং হস্তে তস্য দেবস্য কারয়েৎ।
অর্ঘগন্ধৈস্তু সংপূজ্য পুষ্পৈর্নানাবিধৈস্তথা ॥ ৬ ॥
ততস্তস্যাগ্রতঃ কৃত্বা জাগরং ভক্তিভাবিতঃ।
প্রভাতে বিমলে সূর্য্যে ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৭ ॥
এবং নিয়মযুক্তস্য তৎফলন্তু নিবোধ মে ॥ ৮ ॥
আসীদ্রাজা মহাভাগো বীরসেনো মহাবলঃ।
অপুত্রঃ স পুরা তীব্রন্তপস্তেপে মহামনাঃ ॥ ৯ ॥
চরতস্তু তপো ঘোরং যাজ্ঞবল্ক্যো মহামুনিঃ।
আজগাম মহাযোগী তন্দ্রষ্টুং নাতিদূরতঃ ॥ ১০ ॥
তমায়ান্তমথো দৃষ্টা ঋষিস্পারমবর্চ্চসম্।

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা রাজাভ্যুত্থানমাকরোৎ ॥ ১১ ॥
স পূজিতো মুনিঃ প্রাহ কিমর্থং ক্রিয়তে তপঃ।
রাজন্ কথয় ধর্ম্মজ্ঞ কিঙ্কার্য্যং তে বিবক্ষিতম্ ॥ ১২ ॥

রাজোবাচ।

অপুত্রোঽহং মহাভাগ নাস্তি মে পুত্রসন্ততিঃ।
তেনেদন্তপ আস্থায় ক্ষয়িষ্যে স্বতনুং দ্বিজ ॥ ১৩ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

অলং তে তপসানেন মহাক্লেশেন পার্থিব।
অল্পায়াসেন তে পুত্রো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

রাজোবাচ।

কথং মে ভবিতা পুত্রঃ স্বল্পায়াসেন বৈ দ্বিজ।
এতন্মে কথয় প্রীত্যা ভগবন্ প্রণতস্য বৈ ॥ ১৫ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

এবমুক্তো মুনিস্তেন পার্থিবেন যশস্বিনা।
আচখ্যৌ দ্বাদশীঞ্চেমাং বৈশাখে সিতপক্ষজাম্ ॥ ১৬ ॥
স হি রাজা বিধানেন পুত্রকামো বিশেষতঃ।
উপোষ্য লব্ধবান্ পুত্রং নলং পরমধার্ম্মিকম্ ॥ ১৭ ॥
যোঽদ্যাপি কীর্ত্ত্যতে লোকে পুণ্যশ্লোকো নরোত্তমঃ।
প্রাসঙ্গিকং ফলং হ্যেতদ্ব্রতস্যাস্য মহামুনে ॥ ১৮ ॥
সুপুত্রো জায়তে তস্য বিদ্যা শ্রীঃ কান্তিরুত্তমা।
ইহ জন্মনি কিঞ্চিত্ত্বং পরলোকে শৃণুষ্ব মে ॥ ১৯ ॥
কল্পমেকং ব্রহ্মলোক উষিত্বাপ্সরসাঙ্গণৈঃ।

ক্রীড়ন্তি তে পুনঃ সৃষ্টৌ জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ ॥ ২০ ॥
ত্রিংশৎকল্পসহস্রাণি জীবন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে দ্বাদশীমাগাত্ম্যে জামদগ্ন্যদ্বাদশীব্রতং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

জ্যৈষ্ঠমাসেঽপ্যেবমেবং সঙ্কল্প্য বিধিনা নরঃ।
অর্চ্চয়েৎ পরমং দেবং পুষ্পৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ ॥ ১ ॥
নমো রামাভিরামায় পাদৌ পূর্ব্বং সমর্চ্চয়েৎ।
ত্রিবিক্রমায়েতি কটিং ধৃতবিশ্বায় চোদরম্ ॥ ২ ॥
উরঃ সংবৎসরায়েতি কণ্ঠং সংবর্ত্তকায় চ।
সর্ব্বাস্ত্রধারিণে বাহূ স্বনাম্নাব্জরথাঙ্গকৈঃ ॥ ৩ ॥
সহস্রশিরসেঽভ্যর্চ্চ্য শিরস্তস্য মহাত্মনঃ।
এবমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ প্রাগ্বৎ কুম্ভন্তু বিন্যসেৎ ॥ ৪ ॥
প্রাগ্বদ্বস্ত্রেণ সংচ্ছন্নং সৌবর্ণৌ রামলক্ষ্মণৌ।
অর্চ্চয়িত্বা বিধানেন প্রভাতে ব্রাহ্মণায় তৌ।
দাতব্যৌ মনসা কামমীহতা পুরুষেণ তু ॥ ৫ ॥
অপুত্রেণ পুরা পৃষ্টো রাজ্ঞা দশরথেন চ।
বশিষ্ঠঃ পুত্রকামায় প্রোবাচ পরামার্চ্চিতঃ।
ইদমেব বিধানন্তু কথয়ামাস স দ্বিজঃ ॥ ৬ ॥

প্রাগ্রহস্যং বিদিত্বা তু স রাজা কৃতবানিদম্।
তস্য পুত্রঃ স্বয়ং জজ্ঞে রামাখ্যো মধুসূদনঃ ॥ ৭ ॥
চতুর্দ্ধা সোঽব্যয়ো বিষ্ণুঃ পরিতুষ্টো মহামুনে।
এতদৈহিকমাখ্যাতং পারত্রিকমথো শৃণু ॥ ৮ ॥

তাবদ্ভোগান্ ভুঞ্জতে স্বর্গলোকে
যাবদিন্দ্রাঃ সহ দেবৈশ্চতুর্দ্দশ।
অতীতকালে পুনরেত্য মর্ত্ত্যং
ভবেৎ স রাজা শতযজ্ঞযাজী ॥ ৯ ॥
নশ্যন্তি পাপানি চ তস্য পুংসঃ।
কামানবাপ্নোতি যথা সুখানি।
নিষ্কাম এবং ব্রতমেব চীর্ত্বা
প্রাপ্নোতি নির্ব্বাণপদঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রামদ্বাদশীব্রতং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

আষাঢ়েঽপ্যেবমেব স্যাৎ সঙ্কল্প্য বিধিনা নরঃ।
অর্চ্চয়েৎ পরমং দেবং গন্ধমাল্যৈর্ব্বিধানতঃ ॥ ১ ॥
বাসুদেবায় পাদৌ তু কটিং সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়েতি জঠরমনিরুদ্ধায় বৈ উরঃ ॥ ২ ॥
চক্রপাণয়েতি ভুজৌ কণ্ঠং ভূপতয়ে তথা।

স্বনাম্না শঙ্খচক্রৌ তু পুরুষায়েতি বৈ শিরঃ ॥ ৩ ॥
এবমভ্যর্চ্চ্য মেধাবী প্রাগ্বত্তস্যাগ্রতো ঘটম্।
বিন্যস্য বস্ত্রসংযুক্তং তস্যোপরি ততো ন্যসেৎ
কাঞ্চনং বাসুদেবস্য চতুর্ব্যূহং সনাতনম্॥ ৪ ॥
তমভ্যর্চ্চ্য বিধানেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ।
প্রাগ্বত্তং ব্রাহ্মণে দদ্যাদ্দেবাদরতে তথা ॥ ৫ ॥
এবং নিয়মযুক্তস্য যৎপুণ্যং তচ্ছৃণুষ্ব মে ॥ ৬ ॥
বসুদেবোঽভবচ্ছ্রেষ্ঠো যদুবংশবিবর্দ্ধনঃ।
দেবকী তস্য ভার্য্যা তু সা নানাব্রতধারিণী ॥ ৭ ॥
সা ত্বপুত্রাভবৎসাধ্বী পতিধর্ম্মপরায়ণা।
তস্য কালেন মহতা নারদোঽভ্যগমদ্গৃহম্।
পূজিতো বসুদেবেন ভক্ত্যাসৌ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
বসুদেব শৃণুষ্বেদং দেবকার্য্যং মমানঘ।
শ্রুত্বৈতাঞ্চ কথাং শীঘ্রমাগতোঽস্মি তবান্তিকম্॥ ৯ ॥
পৃথিবী দেবসমিতিং ময়া দৃষ্টা যদূত্তম।
গত্বা চ জলশায়ী ভারং ন শক্তা উহিতুং সুরাঃ।
পীড়য়ন্তি সমেতা মাং তান্ হনধ্বং সুরোত্তমাঃ ॥ ১০ ॥
এবমুক্তাঃ পৃথিব্যা তে দেবা নারায়ণং গতাঃ।
মনসা ধ্যাতমাত্রঃ স দেবঃ প্রত্যক্ষতাং যযৌ ॥ ১১ ॥
উবাচ চ সুরশ্রেষ্ঠঃ স্বয়ং কার্য্যমিদং সুরাঃ।
সাধয়ামি ন সন্দেহো মর্ত্ত্যঙ্গত্বা মনুষ্যবৎ ॥ ১২ ॥
কিন্ত্বাষাঢ়ে শুক্লপক্ষে যা নারী সহ ভর্ত্তৃণা।
উপোষ্যতি মনুষ্যেষু তস্যা গর্ভে ভবাম্যহম্॥ ১৩ ॥
এবমুক্তা গতা দেবাঃ স্বয়ঞ্চাহমিহাগতঃ।

উপদিষ্টস্তু ভবতঃ অপুত্রস্য বিশেষতঃ ॥ ১৪ ॥
এতাঞ্চ দ্বাদশীং কৃত্বা বসুদেবো মহাযশাঃ।
পুত্রং লেভে স কৃষ্ণাখ্যং মহতীঞ্চ শ্রিয়ং তথা ॥ ১৫ ॥
ভুক্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং সোঽথ গতিম্পরমিকাং যযৌ।
এষ তে বিধিরুদ্দিষ্ট আষাঢ়ে মাসি বৈ মুনে ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে কৃষ্ণদ্বাদশীব্রতং নাম ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

শ্রাবণে মাসি শুক্লায়ামেকাদশ্যাঞ্চরেদ্ব্রতম্।
অর্চ্চয়েৎ পূর্ব্ববিধিনা গন্ধপুষ্পৈর্জ্জনার্দ্দনম্ ॥ ১ ॥
দামোদরায় পাদৌ তু হৃষীকেশায় বৈ কটিম্।
সনাতনেতি জঠরমুরঃ শ্রীবৎসধারিণে ॥ ২ ॥
চক্রপাণয়েতি ভুজৌ কণ্ঠঞ্চ হরয়ে তথা।
মুঞ্জকেশায়েতি শিরো ভদ্রায় চ শিখাং তথা ॥ ৩ ॥
এবং সংপূজ্য সংস্থাপ্য কুম্ভং পূর্ব্ববদেব তু।
সংবেষ্ট্য বস্ত্রযুগ্মেন তস্যোপরি ততো ন্যসেৎ ॥ ৪ ॥
কাঞ্চনং দেবদেবন্তু দামোদরসনামকম্।
তমভ্যর্চ্চ্য বিধানেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ৫ ॥
প্রাগ্বত্তং ব্রাহ্মণে দদ্যাদ্বেদবেদাঙ্গপারগে।
এবং নিয়মযুক্তস্য প্রভাবং তৎ শৃণুষ্ব মে ॥ ৬ ॥
এষ বৈ বিধিরুদ্দিষ্টঃ শ্রাবণে মাসি বৈ মুনে।

এতস্যাশ্চ প্রভাবং যৎ শৃণু পাপপ্রণাশনম্॥ ৭॥
পুরা কৃতযুগে রাজা নৃগো নাম মহাবলঃ।
বভ্রাম স বনং ঘোরং মৃগয়াসক্তমানসঃ॥ ৮॥
স কদাচিত্তুরঙ্গেণ গতো দূরং মহদ্বনম্।
ব্যাঘ্রসিংহগজাকীর্ণং দস্যুসর্পনিষেবিতম্॥ ৯॥
একাকী তত্র রাজা তু অশ্বং মুচ্য তরোরধঃ।
স্বয়ং কুশমথাস্তীর্য্য সুপ্তো দুঃখসমন্বিতঃ॥ ১০॥
তাবত্তত্রৈব লুব্ধা মাং সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
আগতানি মৃগান্ হন্তুং রাত্রৌ রাজ্ঞঃ সমন্ততঃ॥ ১১॥
তত্রাপশ্যংস্ততঃ সুপ্তং হেমরত্নবিভূষিতম্।
নৃগং রাজানমত্যুগ্রং শ্রিয়া পরময়া যুতম্॥ ১২॥
তে গত্বা ত্বরিতং ব্যাধাঃ স্বভর্ত্রে সন্ন্যবেদয়ন্।
সোঽপি রত্নসুবর্ণার্থং রাজানং হন্তুমুদ্যতঃ॥ ১৩॥
তুরগস্য চ হেতো স্তু নৃশংসা বনচারিণঃ।
রাজানং সুপ্তমাসাদ্য নিগৃহীতুং প্রচক্রমুঃ॥ ১৪॥
তাবদ্রাজ্ঞঃ শরীরাত্তু শ্বেতাভরণভূষিতা।
নারী কাচিৎ সমুত্তস্থৌ স্রক্‌চন্দনবিভূষিতা॥ ১৫॥
উত্থায় চক্রমাদায় তে ম্লেচ্ছা বিনিপাতিতাঃ॥ ১৬॥
দস্যূন্নিহত্য সা দেবী তস্য রাজ্ঞস্তনুং পুনঃ।
প্রবিশন্ত্যাশু রাজাপি প্রতিবুদ্ধঃ প্রদৃষ্টবান্॥ ১৭॥
ম্লেচ্ছাংস্তু নিহতান্ দৃষ্ট্বা তাং স্বমূর্ত্তৌ লয়ঙ্গতাম্।
অশ্বমারুহ্য স পুনর্ব্বামদেবাশ্রমং যযৌ॥ ১৮॥
তত্রাপৃচ্ছদৃষিং ভক্ত্যা কা স্ত্রী কে তে নিপাতিতাঃ।
এতৎ কার্য্যং ঋষে মহ্যং প্রসীদ কথয়স্ব মে॥ ১৯॥

বামদেব উবাচ।

ত্বমাসীচ্ছূদ্রজাতীয়ঃ অন্যজন্মনি পার্থিবঃ।
তত্র ত্বয়া ব্রাহ্মণেভ্যঃ শ্রুতা চেয়ং কৃতা পুরা ॥ ২০ ॥
শ্রাবণস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষেষু দ্বাদশী।
সা বিধানাত্ত্বয়া রাজন্ ভক্ত্যা চ সমুপোষিতা ॥ ২১ ॥
উপোষিতায়াং তস্যাস্তু রাজ্যং লব্ধং ত্বয়াহনঘ।
সর্ব্বাপৎস্থু চ সা দেবী ভবন্তং পরিরক্ষতি ॥ ২২ ॥
যয়া বিনিহতা ক্রূরা ম্লেচ্ছাঃ পাপসমন্বিতাঃ।
ভবাংশ্চ রক্ষিতো রাজন্ শ্রাবণদ্বাদশীতি সা ॥ ২৩ ॥
একৈব পাতি চাপৎস্থু রাজ্যমেকৈব যচ্ছতি।
কিং পুনর্দ্বাদশৈতাস্তু যাভ্য ঐন্দ্রঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে বুদ্ধদ্বাদশীব্রতং নাম সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

তদ্বদ্ভাদ্রপদস্যাপি যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
তস্যাং সঙ্কল্প্য বিধিনা দেবদেবং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ১ ॥
নমোঽস্তু কল্কিনে পাদৌ হৃষীকেশায় বৈ কটিম্।
ম্লেচ্ছবিধ্বংসনায়েতি জগন্মূর্ত্তে তথোদরম্ ॥ ২ ॥
শিতিকণ্ঠায় কণ্ঠন্তু খড়্গপাণেতি বৈ ভুজৌ।
চতুর্ভুজায়েতি হস্তৌ বিশ্বমূর্ত্তে তথা শিরঃ ॥ ৩ ॥

এবমভ্যর্চ্চ্য মেধাবী প্রাগন্তসাগ্রতো ঘটম্।
বিন্যসেৎ কল্কিনং দেবং সৌবর্ণং তত্র কারয়েৎ ॥ ৪ ॥
সিতবস্ত্রেণ সংযুক্তং গন্ধপুষ্পোপশোভিতম্।
কৃত্বা প্রভাতে বিপ্রায় প্রদেয়ং শাস্ত্রবিত্তমে ॥ ৫ ॥
এবং কৃতে ভবেদ্যত্তু তন্নিবোধ মহামুনে।
পূর্ব্বং রাজা বিশালোঽভূৎ কাশিপুর্য্যাং মহাবলঃ।
গোত্রজৈর্হৃতরাজ্যোঽসৌ গন্ধমাদনমাবিশৎ ॥ ৬ ॥
তস্য দ্রোণ্যাং মহারাজ বদরীং প্রাপ শোভনাম্।
হৃতরাজ্যো বিশেষেণ গতশ্রীকো নরোত্তমঃ ॥ ৭ ॥
কদাচিদাগতৌ তত্র পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
নরনারায়ণৌ দেবৌ সর্ব্বদেবনমস্কৃতৌ ॥ ৮ ॥
তৌ দৃষ্ট্বা তত্র রাজানং পূর্ব্বাগতমরিন্দমৌ।
ধ্যায়ন্তং পরমং ব্রহ্ম বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্ ॥ ৯ ॥
তৌ প্রীতাবূচতুশ্চৈবং রাজানং ক্ষীণকল্মষম্।
বরং বৃণীষ্ব রাজেন্দ্র বরদৌ স্বস্তবাগতৌ ॥ ১০ ॥

রাজোবাচ।

ভবন্তৌ কৌ ন জানামি কস্য গৃহ্ণাম্যহং বরম্ ॥
আরাধয়ামি যং তস্মাদ্বরমিচ্ছামি শোভনম্ ॥ ১১ ॥
এবমুক্তৌ তু তৌ প্রোচুঃ কমারাধয়সে প্রভো।
কং বা বরং বৃণোষি ত্বং কথয়স্ব কুতূহলাৎ ॥ ১২ ॥
এবমুক্তস্ততো রাজা বিষ্ণুমারাধয়াম্যহম্।
কথয়িত্বা স্থিতস্তূষ্ণীং ততস্তাবূচতুঃ পুনঃ ॥ ১৩ ॥
রাজংস্তস্যৈব দেবস্য প্রসাদাদাবয়োর্ব্বরঃ।
দাতব্যস্তে বরং ব্রূহি কস্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

রাজোবাচ।

যথা যজ্ঞেশ্বরং দেবং যজ্ঞৈর্ব্বিবিধদক্ষিণৈঃ।
যষ্টুং সমর্থতা মে স্যাত্তথা মে দদতাং বরম্॥ ১৫॥
স্বয়ং নারায়ণো দেবো লোকমার্গপ্রদর্শকঃ।
ময়া সহ তপঃ কুর্ব্বন্নদর্য্যাং লোকভাবনঃ॥ ১৬॥
অয়ং মৎস্যোঽভবৎপূর্ব্বং পুনঃ কূর্ম্মঃ স্বরূপবান্।
বরাহশ্চাভবদ্দেবো নরসিংহস্ততোঽভবৎ॥ ১৭॥
বামনস্তু ততো জাতো জামদগ্ন্যো মহাবলঃ।
পুনর্দ্দাশরথীভূত্বা মোহয়ামাস পার্থিবঃ॥ ১৮॥
স কলান্দস্থবো ম্লেচ্ছান্ ঘাতয়িত্বা মহীমিমাম্।
প্রকৃতিস্থাং চকারায়ং স এব ভগবান্ হরিঃ॥ ১৯॥
নারসিংহেন রূপেণ তদ্বৎপাপভয়ান্নরৈঃ।
বামনং মোহনাশায় বিত্তার্থে জমদগ্নিজম্॥ ২০॥
ক্রূরশত্রুবিনাশায় যজেদ্দাশরথিং বুধঃ।
বলকৃষ্ণৌ যজেদ্ধীমান্ পুত্রকামো ন সংশয়ঃ॥ ২১॥
রূপকামো যজেদ্বুদ্ধং শত্রুঘাতায় কল্কিনম্।
এবমুক্ত্বা নরস্তস্য ইমামেবাব্রবীন্মুনিঃ॥ ২২॥
দ্বাদশীং কৃতবান্ সোঽপি চক্রবর্ত্তী বভূব হ।
তস্যৈব নাম্না বদরী বিশালাখ্যাভবন্মুনে॥ ২৩॥
ইহ জন্মনি রাজাসৌ রাজ্যং কৃত্বা ইয়াদ্বনম্।
যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈরিষ্ট্বা পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্॥ ২৪॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে কল্কীদ্বাদশীব্রতং নাম অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

উনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

তদ্বদশ্বযুজে মাসি দ্বাদশী শুক্লপক্ষজা।
তস্যামভ্যর্চ্চয়েদ্দেবং পদ্মনাভং সনাতনম্॥ ১॥
পদ্মনাভায় পাদৌ তু কটিং বৈ পদ্মযোনয়ে।
উদরং সর্ব্বদেবায় পুষ্করাক্ষায় বৈ উরঃ।
অব্যয়ায় তথা হ্যাণিং প্রাগ্বদস্ত্রাণি পূজয়েৎ॥ ২॥
প্রভবায় শিরঃ পূজ্য প্রাগ্বদগ্রে ঘটং ন্যসেৎ॥ ৩॥
তস্মিন্ সৌবর্ণকং দেবং পদ্মনাভন্তু বিন্যসেৎ।
তমেব দেবং সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ।
প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যাং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥ ৪॥
এবং কৃতে তু যৎপুণ্যং তন্নিবোধ মহামতে॥ ৫॥
আসীৎ কৃতযুগে রাজা ভদ্রাশ্বো নাম বীর্য্যবান্।
যস্য নাম্নাভবদ্বর্ষং ভদ্রাশ্বং নামনামতঃ॥ ৬॥
তস্যাগস্ত্যঃ কদাচিত্তু গৃহমাগত্য সত্তম।
উবাচ সপ্তরাত্রন্তু বসামি ভবতো গৃহে।
তং রাজা শিরসা নত্বা স্বীয়তামিত্যভাষত॥ ৭॥
তস্য কান্তিমতী নাম ভার্য্যা পরমশোভনা।
তস্যাস্তেজঃ সমভবদ্দ্বাদশাদিত্যসন্নিভম্॥ ৮॥
শতানি পঞ্চ তস্যাসন্ সপত্নীনাং যতব্রতাঃ।
তা দাস্য ইব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ত্যহরহঃ শুভাঃ॥ ৯॥
কান্তিমতী মহাভাগা ভার্য্যা তস্য বিশেষতঃ।
তামগস্ত্যস্তথা দৃষ্ট্বা রূপতেজোঽন্বিতাং শুভাম্॥ ১০॥

সপত্ন্যশ্চ ভয়াত্তস্যাঃ কুর্ব্বন্ত্যঃ কর্ম্ম শোভনাঃ।
রাজা তু তস্যা মুদিতং মুখমেবান্বলোকয়ৎ ॥ ১১ ॥
এবম্ভূতামথো দৃষ্ট্বা রাজ্ঞীং পরমশোভনাম্।
সাধু সাধু জগন্নাথেত্যাহাগস্ত্যঃ প্রহর্ষিতঃ ॥ ১২ ॥
দ্বিতীয়ে দিবসেঽপ্যেবং রাজ্ঞীং দৃষ্ট্বা মহাপ্রভাম্।
অহো মুষ্টমহো মুষ্টং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১৩ ॥
ইত্যগস্ত্যো দ্বিতীয়েঽহ্নি রাজ্ঞীং দৃষ্ট্বাভ্যুবাচ হ।
তৃতীয়েঽহনি তাং দৃষ্ট্বা পুনরেবমুবাচ হ ॥ ১৪ ॥
অহো মূঢ়া ন জানন্তি গোবিন্দং পরমেশ্বরম্।
য একেন দিনেনৈব রাজ্ঞস্তুষ্টঃ প্রদত্তবান্ ॥ ১৫ ॥
চতুর্থে দিবসে হস্তাবুৎক্ষিপ্য পুনরব্রবীৎ।
সাধু সাধু জগন্নাথ স্ত্রীশূদ্রাঃ সাধু সাম্বিতি ॥ ১৬ ॥
দ্বিজাঃ সাধু নৃপাঃ সাধু বৈশ্যাঃ সাধু পুনঃ পুনঃ।
সাধু ভদ্রাশ্ব সাধু ত্বং সাধু ভোঽগস্ত্য সাধু তে ॥ ১৭ ॥
সাধু প্রহ্লাদ সাধুস্তে ধ্রুব সাধো মহাব্রত।
এবমুক্ত্বা ননর্ত্তোচ্চৈরগস্ত্যো রাজসন্নিধৌ ॥ ১৮ ॥
এবম্ভূতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা সপত্নীকো নৃপোত্তমঃ।
কিং হর্ষকারণং ব্রহ্মন্যেনেত্থং নৃত্যতে ভবান্ ॥ ১৯ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

অহো মূর্খঃ কুরাজা ত্বং অহো মূর্খাঽনুগাস্ত্বমী।
অহো পুরোহিতা মূর্খা যে ন জানন্তি মে মতম্ ॥ ২০ ॥
এবমুক্তে ততো রাজা কৃতাঞ্জলিরভাষত।
ন জানীমো বয়ং ব্রহ্মন্ প্রশ্নমেতত্ত্বয়েরিতম্।
কথয়স্ব মহাভাগ যদ্যনুগ্রহকৃত্তবান্ ॥ ২১ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

ইয়ং রাজ্ঞী পুরা চাভূদ্দাসী বৈশ্যস্য বৈ গৃহে।
নগরে হরিদত্তস্য ত্বমস্যাঃ পতিরেব চ।
তস্যৈব কর্ম্মকারোঽভূঃ শূদ্রঃ সেবনতৎপরঃ॥ ২২॥
স বৈশ্যোঽশ্বযুজে মাসি দ্বাদশ্যাং নিয়তঃ স্থিতঃ।
স্বয়ং বিষ্ণ্বালয়ং গত্বা পুষ্পধূপাদিভির্হরিম্॥ ২৩॥
অভ্যর্চ্চ্য স্বগৃহং প্রায়াদ্ভবন্তৌ রক্ষপালকৌ।
স্থাপ্য দ্বাবপি দীপানাং জ্বলনার্থং মহামতে॥ ২৪॥
গতে বৈশ্যে ভবন্তৌ তৌ দীপান্ প্রজ্বাল্য সংস্থিতৌ।
যাবৎপ্রভাতা রজনী নিশামেকাং নরোত্তম॥ ২৫॥
ততঃ কালে মৃতৌ তৌ তু উভৌ দ্বাবপি দম্পতী॥ ২৬॥
তেন পুণ্যেন তে জন্ম প্রিয়ব্রতগৃহেঽভবৎ।
ইয়ং পত্নী তু তে জাতা পুরা বৈশ্যস্য দাসিকা॥ ২৭॥
পারক্যস্যাপি দীপস্য জ্বালিতস্য হরের্গৃহে।
যঃ পুনঃ স্বেন বিত্তেন বিষ্ণোরগ্রে প্রদীপকম্॥ ২৮॥
জ্বালয়েত্তস্য যৎপুণ্যং তৎসংখ্যাতুং ন শক্যতে।
তেন সাধো হরেঃ সাধু ইত্যুক্তং বচনং ময়া॥ ২৯॥
(কৃতে সংবৎসরে ভক্তিং হরেঃ কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
সংবৎসরার্দ্ধে ত্রেতায়াং সমমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৩০॥
ত্রিমাসে দ্বাপরে ভক্ত্যা পূজয়ঁল্লভতে ফলম্।
নমো নারায়ণেত্যুক্ত্বা কলৌ তু লভতে ফলম্॥ ৩১॥)
তেন মুষ্টং জগৎসর্ব্বং ভক্তিমাত্রং ময়েরিতম্।
পারক্যদীপস্যোৎকর্ষাদ্দেবাগ্রে ফলমীদৃশম্॥ ৩২॥
ভো রাজন্যত্ত্বয়া প্রাপ্তং ফলমেতন্ময়েরিতম্।

অহো মূঢ়া ন জানন্তি হরেদীপক্রিয়াফলম্ ॥ ৩৩ ॥
এবংবিধা দ্বিজাগ্রে চ রাজানো যে চ ভক্তিতঃ।
যজন্তে বিবিধৈর্যজ্ঞৈস্তেন তে সাধবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪ ॥
অহন্তমেব মুক্ত্বান্যং ন পশ্যামি মহীতলে।
তেন সাধো অগস্ত্যেতি ময়া চাত্মা প্রশংসিতঃ ॥ ৩৫ ॥
সা স্ত্রী ধন্যা স শূদ্রস্তু তথা ধন্যতরো মতঃ।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণঙ্কৃত্বা তৎপরোক্ষে হরেরিতি ॥ ৩৬ ॥
সা স্ত্রী ধন্যা তথা শূদ্রো দ্বিজশুশ্রূষণে রতঃ।
তদাজ্ঞয়া হরের্ভক্তিঃ স্ত্রীশূদ্রৌ তেন সাধ্বিতি ॥ ৩৭ ॥
আসুরং ভাবমাশ্রিত্য প্রহ্লাদঃ পুরুষোত্তমম্।
মুক্ত্বা চান্যং ন জানাতি তেনাসৌ সাধুরুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥
প্রজাপতিকুলে ভূত্বা বাল এব বনং গতঃ।
আরাধ্য বিষ্ণুং প্রাপ্তশ্চ স্থানং পরমশোভনম্ ॥ ৩৯ ॥
তেন সাধো ধ্রুবেত্যেবং ময়োক্তং রাজসত্তম ॥ ৪০ ॥
ইতি রাজা বচঃ শ্রুত্বা অগস্ত্যস্য মহাত্মনঃ।
অল্পোপদেশং রাজসৌ পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্।
অগস্ত্যশ্চ মহাভাগঃ কার্ত্তিক্যাং পুষ্করং ব্রজৎ ॥ ৪১ ॥
গতেঽগস্ত্যে প্রগচ্ছন্ বৈ ভদ্রাশ্বস্য নিবেশনম্।
পৃষ্টশ্চ রাজ্ঞা তামেব দ্বাদশীং মুনিসত্তমঃ ॥ ৪২ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

ইদমেব ময়া তুভ্যং কথিতং তে তপোধন।
কথয়িত্বা পুনর্ব্বাক্যমগস্ত্যো নৃপসত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥
উবাচ পুষ্করং যামি সপুত্রঞ্চাস্তু তে গৃহম্।
এবমুক্ত্বা জগামাশু সদ্যোঽদর্শনতাং মুনিঃ ॥ ৪৪ ॥

দ্বাদশীং পদ্মনাভস্য রাজা স বিধিনা ততঃ।
উপোষ্য পরমঙ্কামমিহ জন্মনি চাপ্তবান্॥ ৪৫ ॥
পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতো ভুক্ত্বা ভোগানথোত্তমান্।
পদ্মনাভপ্রসাদেন বৈষ্ণবং স্থানমাপ সঃ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে পদ্মনাভদ্বাদশীব্রতং নাম ঊনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

দুর্ব্বাসা উবাচ।

গত্বা তু পুষ্করন্তীর্থমগস্ত্যো মুনিপুঙ্গবঃ।
কার্ত্তিক্যামাজগামাশু পুনর্ভদ্রাশ্বমন্দিরম্॥ ১ ॥
তমাগতং মুনিং প্রেক্ষ্য রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
অর্ঘপাদ্যাদিভিঃ পূজ্য কৃতাসনপরিগ্রহম্।
উবাচ হৃষিতো রাজা তমৃষিং শংসিতব্রতম্॥ ২ ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্ কথিতং পূর্ব্বং ত্বয়া ঋষিবরোত্তম।
আশ্বিনে মাসি দ্বাদশ্যাং বিধানন্তৎকৃতং ময়া।
ইদানীং কার্ত্তিকে মাসি যৎস্যাৎ পুণ্যং বদস্ব মে॥ ৩

অগস্ত্য উবাচ।

কার্ত্তিকী দ্বাদশী রাজন্নুক্তা পরমপাবনী।
উপোষ্য বিধিনা যেন যচ্চাস্যাঃ প্রাপ্যতে ফলম্।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণোত্ববহিতো ভবান্॥ ৪ ॥

যস্ত্বিমং সরহস্যন্তু সমন্ত্রঞ্চোপপাদয়েৎ।
বিধানং তস্য বৈ দত্তং কোটিকোটিগুণোত্তরম্॥ ১৭॥
গুরৌ সতি তু যশ্চান্যমাশ্রয়েৎ পূজয়েৎ কুধীঃ।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি দত্তমস্য চ নিষ্ফলম্॥ ১৮॥
প্রযত্নেন গুরৌ পূর্ব্বং পশ্চাদন্যস্য দাপয়েৎ।
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ॥ ১৯॥
মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব পরা গতিঃ॥ ২০॥
প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে।
যুগকোটিং স নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ॥ ২১॥
এবং দত্ত্বা বিধানেন দ্বাদশ্যাং বিষ্ণুমর্চ্চ্য চ।
বিপ্রাণাং ভোজনং দদ্যাদ্যথাশক্ত্যা সদক্ষিণম্॥ ২২॥
ধরণীব্রতমেতদ্ধি পুরা কৃত্বা প্রজাপতিঃ।
প্রাজাপত্যং তথা লেভে মুক্তিং ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্॥ ২৩॥
তথা চ হৈহয়ো রাজা কৃতবীর্য্যো নরাধিপঃ।
কার্ত্তবীর্য্যং সুতং লেভে পরং ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্॥ ২৪॥
শকুন্তলাপ্যেবমেব ব্রতং কৃত্বা মহামতে।
লেভে চ ভরতং পুত্রং দৌষ্যন্তং চক্রবর্ত্তিনম্॥ ২৫॥
তথাতীতাশ্চ রাজানো বেদোক্তাশ্চক্রবর্ত্তিনঃ।
অনেন বিধিনা প্রাপ্তাশ্চক্রবর্ত্তিত্বমুত্তমম্॥ ২৬॥
ধরণ্যা অপি পাতালে মগ্নয়া চ পুরা কৃতম্।
ব্রতমেতত্ততো নাম্না ধরণীব্রতমুত্তমম্॥ ২৭॥
সমাপ্তেঽস্মিন্ ধরা দেবী হরিণা ক্রোড়মূর্ত্তিনা।
উদ্ধৃতা চাপি তুষ্টেন স্থাপিতা নৌরিবাম্ভসি॥ ২৮॥
ধরণীব্রতমেতদ্ধি কীর্ত্তিতং তে ময়া মুনে।

য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা যশ্চ কুর্য্যান্নরোত্তমঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ধরণীব্রতং নাম পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

শ্রুত্বা দুর্ব্বাসসো বাক্যং ধরণীব্রতমুত্তমম্।
যযৌ সত্যতপাঃ সদ্যো হিমবৎপার্শ্বমুত্তমম্ ॥ ১ ॥
পুষ্পভদ্রা নদী যত্র শিলা চিত্রশিলা তথা।
বটো ভদ্রদটো যত্র তত্র তস্যাশ্রমো বভৌ।
তত্রোপরি মহত্তস্য চরিতং সম্ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥

ধরণ্যুবাচ।

বহুকল্পসহস্রাণি ব্রতস্যাস্য সনাতন।
ময়া কৃতস্য তপসস্তন্ময়া বিস্মৃতং প্রভো ॥ ৩ ॥
ইদানীন্ত্বৎপ্রসাদেন স্মরণং প্রাক্তনং মম।
জাতং জাতিস্মরত্বঞ্চ বিশোকা পরমেশ্বর ॥ ৪ ॥
যদি নাম পরন্দেব কৌতুকং হৃদি বর্ত্ততে।
অগস্ত্যঃ পুনরাগত্য ভদ্রাশ্বস্য নিবেশনম্।
যচ্চকার স রাজা তু তন্মমাচক্ষ্ব ভূধর ॥ ৫ ॥

বরাহ উবাচ।

প্রত্যাগতমৃষিং দৃষ্ট্বা ভদ্রাশ্বঃ শ্বেতবাহনঃ।

বীরাসনগতং দৃষ্ট্বা কৃত্বা পূজাং বিশেষতঃ।
অপৃচ্ছন্মোক্ষধর্ম্মাখ্যং প্রশ্নং সকলধারিণি ॥ ৬ ॥

ভদ্রাশ্ব উবাচ।

ভগবন্ কর্ম্মণা কেন ছিদ্যতে ভবসংসৃতিঃ।
কিং বা কৃত্বা ন শোচন্তি মূর্ত্তা মূর্ত্তোপপত্তিষু ॥ ৭ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

শৃণু রাজন্ কথান্দিব্যাং দূরাসন্নব্যবস্থিতাম্।
দৃশ্যাদৃশ্যবিভাগোত্থাং সমাহিতমনা নৃপ ॥ ৮ ॥

নাহোন রাত্রির্ন দিশোনভশ্চ
ন দ্যৌর্ন দেবা ন মহী ন মর্ত্ত্যঃ।
তস্মিন্ কালে পশুপালেতি রাজা
স পালয়ামাস পশূননেকান্ ॥ ৯ ॥

তান্ পালয়ন্ স কদাচিদ্দিদৃক্ষুঃ
পূর্ব্বং সমুদ্রঞ্চ জগাম তূর্ণম্।
অনন্তপারস্য মহোদধেস্তু
তীরে বনং তত্র বসন্তি সর্পাঃ ॥ ১০ ॥

অষ্টৌ দ্রুমাঃ কামবহা নদী চ
তির্য্যক্ চোর্দ্ধং বভ্রমুস্তত্র চান্যে।
পঞ্চ প্রধানাঃ পুরুষাস্তথৈকাং
স্ত্রিয়ং বিভ্রতে তেজসা দীপ্যমানাম্ ॥ ১১ ॥

সাপি স্ত্রী স্বে বক্ষসি ধারয়ন্তী
সহস্রসূর্য্যপ্রতিমং বিশালম্।
তস্যাধরস্ত্রির্ব্বিকারস্ত্রিবর্ণঃ
তং রাজানং পশ্য পরিভ্রমন্তম্ ॥ ১২ ॥

তূষ্ণীম্ভূতা মৃতকল্পা ইবাসন্
নৃপোঽপ্যসৌ তদ্বনং সংবিবেশ।
তস্মিন্ প্রবিষ্টে সর্ব্ব এতে বিবিশু
র্ভয়াদৈক্যং গতবন্তঃ ক্ষণেন ॥ ১৩ ॥
তৈঃ সর্পৈঃ স নৃপো দুর্ব্বিনীতৈঃ
সংবেষ্টিতো দস্যুভিশ্চিন্তয়ানঃ।
কথং চৈতে ন ভবিষ্যন্তি যেন
কথং চৈতে সংমৃতাঃ সম্ভবেয়ুঃ ॥ ১৪ ॥

এবং রাজ্ঞশ্চিন্তয়তস্ত্রিবর্ণঃ পুরুষোঽপরঃ।
শ্বেতং রক্তং তথা পীতং ত্রিবর্ণং ধারয়ন্নরঃ ॥ ১৫ ॥
স সংজ্ঞাং কৃতবান্মহ্যমপরোঽথ ক্ব যাস্যসি।
এবং তস্য ব্রুবাণস্য মহন্নাম ব্যজায়ত ॥ ১৬ ॥
তেনাপি রাজা সংবীতঃ স বুধ্যস্বেতি চাব্রবীৎ।
এবমুক্তে ততঃ স্ত্রী তু তং রাজানং রুরোদ হ ॥ ১৭ ॥
মায়াততোঽয়ং মা ভৈষ্ট ততোঽন্যঃ পুরুষো নৃপম্।
সংবেষ্ট্যাস্থিতবান্ বীরস্ততঃ সর্পৈশ্চ বেষ্টিতঃ ॥ ১৮ ॥
ততোঽন্যে পঞ্চ পুরুষা আগত্য নৃপসত্তমম্।
সংবেষ্ট্য সংস্থিতাঃ সর্ব্বে ততো রাজাবরোধিতঃ ॥১৯॥
রুধ্য রাজন্নিতাঃ সর্ব্বে একীভূতাস্তু দস্যবঃ।
মথিতুং শস্ত্রমাদায় লীনান্যোঽন্যং ততো ভয়াৎ ॥২০॥
তৈলী নৈনৃপতের্ব্বেশ্ম বভৌ পরমশোভনম্।
অন্যেষামপি পাপানাং কোটিঃ সাগ্রাভবন্নৃপ ॥ ২১ ॥
গৃহে ভূঃ সলিলং বহ্নিঃ সুখশীতশ্চ মারুতঃ।
সাবকাশানি শুভ্রাণি পঞ্চৈক্যেন গুণানি চ ॥ ২২ ॥

একৈব তেষাং সুচিরং সংবেষ্ট্যাসজ্য সংস্থিতম্।
এবং স পশুপালোঽসৌ কৃতবানঞ্জসা নৃপ ॥ ২৩ ॥
তস্য তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা রূপঞ্চ নৃপতের্মৃধে।
ত্রিবর্ণঃ পুরুষো রাজন্নব্রবীদ্রাজসত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ত্বৎপুত্রোঽস্মি মহারাজ ব্রূহি কিঙ্করবাণি তে।
অস্মাভির্ব্বন্ধুমিচ্ছদ্ভির্ভবন্তং নিশ্চয়ঃ কৃতঃ ॥ ২৫ ॥
যদি নাম কৃতাঃ সর্ব্বে বয়ন্দেব পরাজিতাঃ।
এবমেব শরীরেষু লীনাস্তিষ্ঠাম পার্থিব ॥ ২৬ ॥
ময্যেকে তব পুত্রত্বঙ্গতে সর্ব্বেষু সম্ভবঃ।
এবমুক্তস্ততো রাজা তন্নরং পুনরব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥
পুত্রো ভবতি মে কর্ত্তা অন্যেষামপি সত্তম।
পুষ্যন্ সুখৈর্নবৈর্ভাবৈর্নাহং লিপ্যে কদাচন ॥ ২৮ ॥
এবমুক্ত্বা স নৃপতিস্তমাত্মজমথাকরোৎ।
তৈর্ব্বিমুক্তঃ স্বয়ন্তেষাং মধ্যে স বিররাম হ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে অগস্তিগীতাসু একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগস্ত্য উবাচ।

স ত্রিবর্ণো নৃপঃ সৃষ্টঃ স্বতন্ত্রত্বাচ্চ পার্থিবঃ।
অহংনামানমসৃজৎ পুত্রং পুত্রস্ত্রিবর্ণকঃ॥ ১॥
তস্যাপি চাভবৎ কন্যা অববোধস্বরূপিণী।
সা তু বিজ্ঞানদং পুত্রং মনোজ্ঞং বিসসর্জ্জ হ॥ ২॥
তস্যাপি সর্ব্বরূপাঃ স্যুস্তনয়াঃ পঞ্চ ভোগিনঃ।
যথাসঙ্খ্যেন পুত্রাস্তু তেষামক্ষাভিধানকাঃ॥ ৩॥
এতে পূর্ব্বং দস্যবস্তু ততো রাজ্ঞা বশীকৃতাঃ।
অমূর্ত্তা ইব তে সর্ব্বে চক্রুরায়তনং শুভম্॥ ৪॥
নবদ্বারং পুরং তস্য একস্তম্ভং চতুষ্পথম্।
নদীসহস্রসঙ্কীর্ণং জলকৃত্যসমাশ্রিতম্॥ ৫॥
তৎপুরং তে প্রবিবিশুরেকীভূতাস্ততো নব।
পুরুষো মূর্ত্তিমান্ রাজা পশুপালোঽভবৎ ক্ষণাৎ॥ ৬॥
ততস্তৎপুরসংস্থস্তু শশুপালো মহানৃপঃ।
সংসৃজ্য বাচকান্ শব্দান্বেদান্ সস্মার তৎপুরে॥ ৭॥
আত্মস্বরূপিণো নিত্যাংস্তদুক্তানি ব্রতানি চ।
নিয়মান্ ক্রতবশ্চৈব সর্ব্বান্ রাজা চকার হ॥ ৮॥
স কদাচিন্নৃপঃ খিন্নঃ কর্ম্মকাণ্ডমরোচয়ৎ।
সর্ব্বজ্ঞো যোগনিদ্রায়াং স্থিত্বা পুত্রং সসর্জ্জ হ।
চতুর্ব্বক্ত্রং চতুর্ব্বাহুং চতুর্ব্বেদং চতুঃপথম্॥ ৯॥
তস্মাদারভ্য নৃপতের্ব্বিষয়ঃ স্বপদাস্থিতঃ।
তস্মিন্ সমুদ্রে স নৃপো বনে তস্মিংস্তথৈব চ॥ ১০॥

তৃণাদিষু নৃপশ্চৈব হস্ত্যাদিষু তথৈব চ।
সমোহভবৎকর্ম্মকাণ্ডান্মুক্তোরাজন্ মহামতে ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে অগস্তিগীতাসু দ্বাপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ভদ্রাশ্ব উবাচ।

মৎপ্রশ্নবিষয়ে ব্রহ্মান্ কথেয়ং কথিতা ত্বয়া।
তস্যাবির্ভূতিরভবৎ কস্য কেন কৃতেন হ ॥ ১ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

আগতেয়ং কথা চিত্রা সর্ব্বস্য বিষয়ে স্থিতা।
ত্বদ্দেহে মম দেহে চ সর্ব্বজন্তুষু সা সমা ॥ ২ ॥
তস্যাঃ সম্ভূতিমিচ্ছন্যস্তস্যোপায়ঃ স্বয়ম্পরঃ।
পশুপালাৎ সমুৎপন্নো যশ্চতুষ্পাচ্চতুর্মুখঃ ॥ ৩ ॥
স গুরুঃ স কথায়াস্তু তস্যাশ্চৈব প্রবর্ত্তকঃ।
তস্য পুত্ত্রঃ স্বরো নাম সপ্তমূর্ত্তিরসৌ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥
তেন প্রোক্তন্তু যৎকিঞ্চিৎ চতুর্ণাং স ধনন্নৃপ।
ঋগর্থানাঞ্চতুর্ভিস্তে তদ্ভক্ত্যারাধ্যতাং যযুঃ ॥ ৫ ॥
চতুর্ণাং প্রথমো যস্তু চতুঃশৃঙ্গঃ সমাস্থিতঃ।
বৃষদ্বিতীয়স্তৎপ্রোক্তমার্গেণৈব তৃতীয়কঃ।
চতুর্থস্তৎপ্রণীতস্তান্ পূজ্য ভক্ত্যাশুভং ব্রজেৎ ॥ ৬

সপ্তমূর্ত্তেস্তু চরিতং শৃণোতু প্রথমন্নৃপ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ বর্ত্তেত দ্বিতীয়োঽস্য সনাতনঃ ॥ ৭ ॥
ততো ভৃত্যাদিভরণং বৃষভারোহণং ত্রিষু।
বনবাসশ্চ নির্দ্দিষ্ট আত্মস্থে বৃষভে সতি ॥ ৮ ॥
অহমস্মিন্ বদত্যন্যশ্চতুর্দ্ধা একধা দ্বিধা।
ভেদভিন্নসহোৎপন্নাস্তস্যাপত্যানি জজ্ঞিরে ॥ ৯ ॥
নিত্যানিত্যস্বরূপাণি দৃষ্ট্বা পূর্ব্বশ্চতুর্ম্মুখঃ।
চিন্তয়ামাস জনকং কথং পশ্যাম্যহং নৃপ ॥ ১০ ॥
মদীয়স্য পিতুর্যে হি গুণা হ্যাসন্মহাত্মনঃ।
ন তে সম্প্রতি দৃশ্যন্তে স্বরাপত্যেষু কেষুচিৎ ॥ ১১ ॥
পিতুঃ পুত্রস্য যঃ পুত্রঃ স পিতামহতামগাৎ।
এবং শ্রুতিঃ স্থিতা চেয়ং স্বরাপত্যেষু নান্যথা ॥ ১২ ॥
ক্বাপি সম্পৎস্যতে ভাবো দ্রষ্টব্যশ্চাপি মে পিতা।
এবং নীতেঽপি কিঙ্কার্য্যমিতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥১৩॥
তস্য চিন্তয়তঃ শস্ত্রং পৈতৃকম্পুরতো বভৌ।
তেন চাস্ত্রেণ তং রোষান্মমন্থ স্বরমন্তিকে ॥ ১৪ ॥
তস্মিন্মথিতমাত্রে তু শিরস্তস্যাতিদুগ্রহম্।
নারিকেলফলাকারং চতুর্ব্বক্ত্রোঽন্বপশ্যত ॥ ১৫ ॥
তচ্চাবৃতং প্রধানেন দশধা সংবৃতো বভৌ।
চতুষ্পাদেন শস্ত্রেণ চিচ্ছেদ তিলকাণ্ডবৎ ॥ ১৬ ॥
প্রকামন্তিলশশ্ছিন্নে তদমূলো ন মে বভৌ।
অহং ত্বহং বদন্ ভূতস্তমপ্যেবমথাচ্ছিনৎ ॥ ১৭ ॥
তস্মিন্ ছিন্নে তদস্যাংশে হ্রস্বমন্যমবেক্ষত।
অহং ভূতানি বঃ পঞ্চ বদন্তং ভূতিমন্তিকাৎ ॥ ১৮ ॥

তমপ্যেবমথো ছিত্বা পঞ্চাস্থন্যানমীক্ষত।
কৃত্বাবকাশস্তে সর্ব্বে জ্বলন্ত ইদমন্তিকাৎ ॥ ১৯ ॥
তমপ্যসঙ্গশস্ত্রেণ চিচ্ছেদ তিলকাণ্ডবৎ।
তস্মিংশ্ছিন্নে দশাংশেন হ্রস্বমন্যমপশ্যত ॥ ২০ ॥
পূরুষং রূপশস্ত্রেণ তঞ্চিত্বান্যমপশ্যত।
তদ্বদ্ধ্রস্বং সিতং সৌম্যং তমপ্যেবং তদাকরোৎ ॥ ২১ ॥
এবঙ্কৃতে শরীরস্তু দদর্শ স পুনঃ প্রভুঃ।
স্বকীয়মেব তস্যান্তঃ পিতরং নৃপসত্তম ॥ ২২ ॥
ত্রসরেণুসমং মূর্ত্ত্যা অব্যক্তং সর্ব্বজন্তুষু।
স মে দৃষ্ট্বা পরং হর্ষমুভৌ হি স স্বরোঽভবৎ ॥ ২৩ ॥
এবংবিধোঽসৌ পুরুষঃ স্বরনামা মহাতপাঃ।
মূর্ত্তিস্তস্য প্রবৃত্তাখ্যং নিবৃত্তাখ্যং শিরো মহৎ ॥ ২৪ ॥
এতস্মাদ্দেব তস্যাশু কথায়া রাজসত্তম।
সম্ভূতিরভবদ্রাজা বিবৃতস্ত্বেষ এব তু ॥ ২৫ ॥
এষেতিহাসঃ প্রথমঃ সর্ব্বস্য জগতো ভৃশম্।
য ইমং বেত্তি তত্ত্বেন সাক্ষাৎকর্ম্মপরো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে অগস্তিগীতাসু পশুপালোপাখ্যানং নাম
ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ভদ্রাশ্ব উবাচ।

বিজ্ঞানোৎপত্তিকামস্য ক আরাধ্যো ভবেদ্দ্বিজ।
কথঞ্চারাধ্যতে সো হি এতদাখ্যাহি ভো দ্বিজ ॥ ১ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

বিষ্ণুরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবৈরপি প্রভুঃ।
তস্যোপায়ং প্রবক্ষ্যামি যেনাসৌ বরদো ভবেৎ ॥ ২ ॥
রহস্যং সর্ব্ববেদানাং মুনীনাং মনুজাং তথা।
নারায়ণঃ পরো দেবস্তং প্রণম্য ন সীদতি ॥ ৩ ॥
শ্রূয়তে চ পুরা রাজন্নারদেন মহাত্মনা।
কথিতন্তৃষ্টিদং বিষ্ণোর্ব্রতমপ্সরসান্তথা ॥ ৪ ॥

অপ্সরস ঊচুঃ।

ভগবন্ ব্রহ্মতনয় ভর্তৃকামা বয়ং দ্বিজ।
নারায়ণশ্চ ভর্ত্তা নো যথা স্যাত্তৎপ্রচক্ষ্ব নঃ ॥ ৫ ॥

নারদ উবাচ।

প্রণামপূর্ব্বকঃ প্রশ্নঃ সর্ব্বত্র বিহিতঃ শুভঃ।
স চ মে ন কৃতো গর্ব্বাদ্যুষ্মাভির্যৌবনস্ময়াৎ ॥ ৬ ॥
তথাপি দেবদেবস্য বিষ্ণোর্যন্নাম কীর্ত্তিতম্।
ভবতীভিস্তথা ভর্ত্তা ভবত্বিতি বরঃ কৃতঃ।
তন্নামোচ্চারণাদেব কৃতং সর্ব্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
ইদানীং কথয়াম্যাস্মু ব্রতং যেন হরিঃ স্বয়ম্।
বরদত্বমবাপ্নোতি ভর্ত্তৃত্বঞ্চ নিযচ্ছতি ॥ ৮ ॥

নারদ উবাচ।

বসন্তে শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী যা ভবেচ্ছুভা।
তস্যামুপোষ্য বিধিবন্নিশায়াং হরিমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯ ॥
তস্যোপরি রক্তপুষ্পৈর্মণ্ডলঙ্কারয়েদ্বুধঃ।
নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ জাগরন্তত্র কারয়েৎ ॥ ১০ ॥
নেমা ভবায়েতি শিরঃ অনঙ্গায়েতি বৈ কটিম্।
কামায় বাহুমূলে তু সুশাস্ত্রায়েতি চোদরম্ ॥ ১১ ॥
মন্মথায়েতি পাদৌ তু হরয়েতি চ সর্ব্বতঃ।
চক্ষুর্দ্দিক্ষু ভৃশং তস্য প্রণতস্য ততো নৃপ ॥ ১২ ॥
এবঙ্কৃত্বা প্রভাতে তু দাপয়েদ্ব্রাহ্মণায় চ।
বেদবেদাঙ্গযুক্তায় সম্পূর্ণাঙ্গায় ধীমতে ॥ ১৩ ॥
ব্রাহ্মণাংশ্চ তথা পূজ্য ব্রতমেতৎ সমাপয়েৎ।
এবঙ্কৃতে তথা বিষ্ণুর্ভর্ত্তা বো ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ১৪ ॥
পশ্চাত্তু রসমাদায় ইক্ষুকাণ্ডাৎ সুশোভনাৎ।
পুষ্পৈঃ সম্পূজ্য দেবেশং মল্লিকাজাতিভিস্তথা ॥ ১৫ ॥
অকৃত্বা মৎপ্রণামন্তু পৃষ্টো গর্ব্বেণ শোভনাঃ।
অবমানস্য তস্যায়ং বিপাকো বো ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥
এতস্মিন্নেব সরসি অষ্টাবক্রো মহামুনিঃ।
তস্যোপহাসঙ্কৃত্বা তু শাপং লপ্স্যথ শোভনাঃ ॥ ১৭ ॥
ব্রতেনানেন দেবেশং পতিং লব্ধ্বাভিমানতঃ।
অবমানেন হরণং গোপালৈর্ব্বো ভবিষ্যতি।
পুরা হর্ত্তা চ কন্যানাং দেবো ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

এবমুক্ত্বা স দেবর্ষিঃ প্রযযৌ নারদঃ ক্ষণাৎ।
তা অপ্যেতদ্ব্রতঞ্চক্রুস্তুষ্টশ্চাসাং স্বয়ং হরিঃ॥ ১৯॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে উত্তমভর্তৃপ্রাপ্তিব্রতং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

শৃণু রাজন্মহাভাগ ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্।
যেন সম্প্রাপ্যতে বিষ্ণুঃ শুভেনৈব ন সংশয়ঃ॥ ১।
মার্গশীর্ষস্য মাসে তু প্রথমেঽহ্নি সমারভেৎ।
সিতে পক্ষে দশম্যান্তু একভক্তং সমাচরেৎ॥ ২॥
ততো দশম্যাং স্নাত্বা তু মধ্যাহ্নে বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ।
ভুক্ত্বা সঙ্কল্পয়েৎ প্রাগ্বৎ দ্বাদশীমক্ষতাং নৃপ॥ ৩॥
বিপ্রেভ্যশ্চ যবান্ দদ্যাত্তামুপোষ্য বিধানতঃ।
সর্ব্বদা চ হরির্বাচ্যো দানে হোমে তথার্চ্চনে॥ ৪
চাতুর্মাস্যমথৈবন্তু ক্ষপিত্বা রাজসত্তম।
চৈত্রাদিষু পুনস্তদ্বদুপোষ্য প্রযতঃ সুধীঃ॥ ৫॥
সক্তুপাত্রানি দদ্যাত্তু বিপ্রেভ্যঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্।
শ্রাবণাদিষু মাসেষু শালীর্দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ ৬॥
ত্রিষু মাসেষু যাবচ্চ কার্ত্তিকস্যাদিরাগতঃ।
তমপ্যেবং ক্ষপিত্বা তু দশম্যাং প্রযতঃ শুচিঃ॥ ৭।

অর্চ্চয়িত্বা হরিং ভক্ত্যা মাসনাম্না বিচক্ষণঃ।
সঙ্কল্প্য পূর্ব্ববদ্ভক্ত্যা দ্বাদশ্যাং সংযতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৮॥
একাদশ্যাং যথাশক্ত্যা কারয়েৎ পৃথিবীং নৃপ।
কাঞ্চনাঙ্গাঞ্চ পাতালকুলপর্ব্বতসংযুতাম্॥ ৯॥
ভূমিন্যাসবিধানেন স্থাপয়েত্তাং হরেঃ পুরঃ।
সিতবস্ত্রযুগচ্ছন্নাং সর্ব্ববীজসমন্বিতাম্॥ ১০॥
সম্পূজ্য প্রিয়দত্তেতি পঞ্চরত্নৈর্ব্বিচক্ষণঃ।
জাগরং তত্র কুর্ব্বীত প্রভাতে তু পুনর্দ্বিজান্॥ ১১॥
আমন্ত্র্য সংখ্যয়া রাজংশ্চতুর্ব্বিংশতি যত্নতঃ।
একৈকায় চ গান্দদ্যাদনড্বাহং সদক্ষিণম্॥ ১২॥
একৈকং বস্ত্রযুগ্মঞ্চ অঙ্গুলীয়কমেব চ।
কটকানি চ সৌবর্ণকর্ণাভরণকানি চ॥ ১৩॥
একৈকগ্রামমেতেষাং রাজা রাজন্ প্রদাপয়েৎ।
স্বশক্ত্যাভরণঞ্চৈব দরিদ্রস্য স্বশক্তিতঃ॥ ১৪॥
যথাশক্ত্যা মহীং কৃত্বা কাঞ্চনীঙ্গোযুগং তথা।
বস্ত্রযুগ্মঞ্চ দাতব্যং যথাবিভবশক্তিতঃ॥ ১৫॥
সর্ব্বাভরণসংযুক্তাং গাঞ্চ দদ্যাদ্বিশেষতঃ।
এবঙ্কৃতে সকৃদ্রাজন্তুষ্টিমায়াতি বৈ বিভুঃ॥ ১৬॥
রৌপ্যাং বা পৃথিবীঙ্কৃত্বা যথাবিভবশক্তিতঃ।
দদ্যাত্তাং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ যথাশক্ত্যা হরিং স্মরন্॥ ১৭॥
তথা ভোজনমেতেষামুপানচ্ছত্রিকাং তথা।
পাদুকে চ তথা দদ্যাৎ কৃষ্ণো দামোদরো মম।
প্রীয়তাং সর্ব্বদো দেবো বিশ্বরূপো হরির্মম॥ ১৮॥
দানং সুভোজনং দত্ত্বা সকৃদ্যৎ ফলমাপ্যতে।

বর্ষাণাঞ্চ সহস্রেণ কীর্ত্তিতুন্নৈব শক্যতে ॥ ১৯ ॥
তথাপ্যুদ্দেশতঃ কিঞ্চিৎ ফলং বক্ষ্যামি তেঽনঘ।
ব্রতেনানেন যদ্বৃত্তং শুভং যস্য শৃণুষ্ব তৎ ॥ ২০ ॥
আসীদাদিযুগে রাজা ব্রহ্মবাদী দৃঢ়ব্রতঃ।
স পুত্রকামঃ পপ্রচ্ছ ব্রহ্মাণং পরমেশ্বরম্ ॥ ২১ ॥
তস্মৈদং ব্রতমাচখ্যৌ ব্রহ্মা স কৃতবান্ পুরা।
তস্য ব্রতান্তে বিশ্বাত্মা স্বয়ং প্রত্যক্ষতাং গতঃ।
দৃষ্ট্বা চোবাচ ভো রাজন্ বরো মে ব্রিয়তাং বর ॥ ২২ ॥

রাজোবাচ।

পুত্রং মে দেহি দেবেশ বেদমন্ত্রবিশারদম্।
যাজকং যজনাসক্তং কীর্ত্যা যুক্তং চিরায়ুষম্।
অসংখ্যাতগুণৈশ্চৈব ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৩ ॥
এবমুক্ত্বা ততো রাজা পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ।
মমাপ্যেতচ্ছুভং স্থানং প্রযচ্ছ পরমেশ্বর।
যত্তন্মুনিপদং নাম যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ২৪ ॥
এবমস্ত্বিতি তং দেবঃ প্রোক্ত্বা চাদর্শনং গতঃ ॥ ২৫ ॥
তস্যাপি রাজ্ঞঃ পুত্রোঽভূদ্বৎসশ্রীর্নাম নামতঃ।
বেদবেদাঙ্গসম্পন্নো যজ্ঞযাজী বহুশ্রুতঃ ॥ ২৬ ॥
তস্য কীর্ত্তির্ম্মহারাজ বিস্তৃতা ধরণীতলে ॥ ২৭ ॥
রাজাপি তং সুতং লব্ধ্বা বিষ্ণুদত্তং প্রতাপিনম্।
জগাম তপসে যুক্তঃ সর্ব্বদ্বন্দ্বান্ প্রহায় সঃ ॥ ২৮ ॥
আরাধয়ামাস হরিং নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
হিমবৎপর্ব্বতে রম্যে স্তুতিঞ্চাপি সদাপঠৎ ॥ ২৯ ॥

ভদ্রাশ্ব উবাচ।

কীদৃশী সা স্তুতির্ব্রহ্মন্ যাং চকার স পার্থিবঃ।
কিঞ্চ তস্যাভবদ্দেবং স্তুবতঃ পুরুষোত্তমম্॥ ৩০॥

দুর্ব্বাসা উবাচ।

হিমবন্তং সমাশ্রিত্য রাজা তদ্গতমানসঃ।
স্তুতিঞ্চকার দেবস্য বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ॥ ৩১॥

রাজোবাচ।

ক্ষরাক্ষরং ক্ষীরসমুদ্রশায়িনং
পৃথ্বীধরং মূর্ত্তিমতাং পরম্পদম্।
অতীন্দ্রিয়ং বিশ্বভুজাং পুরঃকৃতং
নীরাকৃতিং স্তৌমি জনার্দ্দনং প্রভুম্॥ ৩২॥

ত্বমাদিতস্ত্বং পরমার্থরূপী
বিভুঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমশ্চ।
অতীন্দ্রিয়ো বেদবিদাং প্রধানঃ
প্রপাহি মাং শঙ্খগদাস্ত্রপাণে॥ ৩৩॥

কৃতস্ত্বয়া বেদবপুঃ পুরাণং
সঙ্কীর্ত্ত্যতে মৎস্যমনন্তমূর্ত্তে।
সৃষ্ট্যর্থমেতত্তব দেব বিষ্ণো
সঞ্চেষ্টিতং কূটগতস্য তৎস্যাৎ॥ ৩৪॥

তথৈব কূর্ম্মত্বমৃগত্বমুচ্চৈ-
স্ত্বয়া কৃতং রূপমনেকরূপ।
সর্ব্বজ্ঞভাবাদসকৃচ্চ জন্ম
সঙ্কীর্ত্ত্যতে তেঽচ্যুত নৈতদস্তি॥ ৩৫॥

নৃসিংহ বামন নমো জমদগ্নিনাম
দশাস্যগোত্রান্তক বাসুদেব।
নমোঽস্তু তে বুদ্ধকল্কিন্নরেশ
শম্ভো নমস্তে বিবুধারিনাশন ॥ ৩৬ ॥
নমোঽস্তু নারায়ণ পদ্মনাভ
নমো নমোস্তে পুরুষোত্তমায়।
নমঃ সমস্তামরসঙ্ঘপূজ্য
নমোঽস্তু তে সর্ব্ববিদাং প্রধান ॥ ৩৭ ॥
নমঃ করালাস্য নৃসিংহমূর্ত্তে
নমো বিশালাদ্রিসমানকূর্ম্ম।
নমঃ সমুদ্রপ্রতিমানমৎস্য
নমামি ত্বাং ক্রোড়রূপিন্ননন্ত ॥ ৩৮ ॥
সৃষ্ট্যর্থমেতত্তব দেব চেষ্টিতং
ন মুখ্যপক্ষে তব মূর্ত্তিতা বিভো।
অজানতা ধ্যানমিদং প্রকাশিতং
ন লক্ষ্যসে ত্বং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৩৯ ॥
আদ্যো মখস্ত্বং স্বয়মেব বিষ্ণো
মখাঙ্গভূতোঽসি হবিস্ত্বমেব।
পশুর্ভবান্ ঋত্বিগাজ্যস্ত্বমেব
ত্বাং দেবসঙ্ঘা মুনয়ো যজন্তি ॥ ৪৪ ॥
চলাচলং জগদেতচ্চ যস্মিন্
সুরাদিকালানলসংস্থমুত্তমম্।
ন ত্বং বিভক্তোঽসি জনার্দ্দনেশ
প্রযচ্ছ সিদ্ধিং হৃদয়েপ্সিতাং মে ॥ ৪১ ॥

নমঃ কমলপত্রাক্ষ মূর্ত্তামূর্ত্ত নমো হরে।
শরণন্ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি সংসারাম্মাং সমুদ্ধর॥ ৪২ ॥
এবং স্তুতস্ততো দেবস্তেন রাজ্ঞা মহাত্মনা।
বিশালাম্রতলস্থেন তুতোষ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৩ ॥
কুব্জরূপস্ততো ভূত্বা আজগাম হরিঃ স্বয়ম্।
তস্মিন্নাগতমাত্রে তু সোঽপ্যাম্রঃ কুব্জকোঽভবৎ ॥ ৪৪
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং স রাজা শংসিতব্রতঃ।
বিশালস্য কথং কৌব্জমিতি চিন্তাপরোঽভবৎ ॥ ৪৫ ॥
তস্য চিন্তয়তো বুদ্ধির্জ্জাতেয়ং ব্রাহ্মণম্প্রতি।
অনেনাগতমাত্রেণ কৃতমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
এতস্মাদেব ভবিতা ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
এবমুক্ত্বা নমশ্চক্রে তং বিপ্রং স নৃপোত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥
অনুগ্রহায় ভগবন্নূনং ত্বং পুরুষোত্তমঃ।
আগতোঽসি স্বরূপং মে দর্শয়স্বাধুনা হরে ॥ ৪৮ ॥
এবমুক্তস্তদা দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
বভৌ তৎপুরতঃ সৌম্যো বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥ ৪৯ ॥
বরং বৃণীষ্ব রাজেন্দ্র যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
ময়ি প্রসন্নে ত্রৈলোক্যং তিলমাত্রমিতি প্রভো ॥ ৫০ ॥
এবমুক্তস্ততো রাজা হর্ষোৎফুল্লিতলোচনঃ।
মোক্ষং প্রযচ্ছ দেবেশেত্যুক্ত্বা নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৫১ ॥
এবমুক্তঃ স ভগবান্ পুনর্ব্বাক্যমুবাচ হ ॥ ৫২ ॥
ময্যাগতে বিশালোঽয়মাম্রঃ কুব্জত্বমাগতঃ।
যস্মাত্তস্মাত্তীর্থমিদং কুব্জকাম্রং ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥
তির্য্যগ্যোন্যাদয়োঽপ্যস্মিন্ ব্রাহ্মণা বা যদি স্বকম্।

কলেবরং ত্যজিষ্যন্তি তেষাং পঞ্চ শতানি চ।
বিমানানি ভবিষ্যন্তি যোগিনো মুক্তিরেব চ ॥ ৫৪ ॥
এবমুক্ত্বা নৃপং দেবঃ শঙ্খাগ্রেণ জনার্দ্দনঃ।
স্পৃশ্য সংস্পৃষ্টমাত্রোঽসৌ পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ॥৫৫॥
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র তং দেবং শরণং ব্রজ।
যেন ভূয়ঃ পুনঃ শোচ্যপদবীং নো প্রযাস্যসি ॥ ৫৬ ॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
পঠেদ্যশ্চরিতন্তাভ্যাং মোক্ষধর্ম্মার্থদো ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
শুভ্রব্রতমিদং পুণ্যং যশ্চ কুর্য্যাজ্জনেশ্বর।
স সর্ব্বসম্পদশ্চেহ ভুক্ত্বান্তে তল্লয়ং ব্রজেৎ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শুভ্রব্রতং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ধন্যব্রতমনুত্তমম্।
যেন সদ্যো ভবেদ্ধন্যঃ অধনোঽপি হি যো ভবেৎ ॥১॥
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে প্রতিপদ্যাতিথির্ভবেৎ।
তস্যাং নক্তং প্রকুর্ব্বীত বিষ্ণুমগ্নিং প্রপূজয়েৎ ॥ ২ ॥
বৈশ্বানরায় পাদৌ তু অগ্নয়েত্যুদরং তথা।
হবির্ভুজায় চ উরো দ্রবিণোদেতি বৈ ভুজৌ ॥ ৩ ॥
সংবর্ত্তায়েতি চ শিরো জ্বলনায়েতি সর্ব্বতঃ।

অভ্যর্চ্চ্যৈবং বিধানেন দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ৪ ॥
তস্যৈব পুরতঃ কুণ্ডং কারয়িত্বা বিধানতঃ।
হোমং তত্র প্রকুর্ব্বীত এভির্ম্মন্ত্রৈর্বিচক্ষণঃ ॥ ৫ ॥
ততঃ সযাবকঞ্চান্নং ভুঞ্জীয়াদ্ঘৃতসংযুতম্।
কৃষ্ণপক্ষেঽপ্যেবমেব চাতুর্ম্মাস্যন্তু যাবতা ॥ ৬ ॥
চৈত্রাদিষু চ ভুঞ্জীত পায়সং সঘৃতং বুধঃ।
শ্রাবণাদিষু সক্তূংশ্চ ততশ্চৈতৎসমাপ্যতে ॥ ৭ ॥
সমাপ্তে তু ব্রতে বহ্নিং কাঞ্চনং কারয়েদ্বুধঃ।
রক্তবস্ত্রযুগচ্ছন্নং রক্তপুষ্পানুলেপনম্ ॥ ৮ ॥
কুঙ্কুমেন তথালিপ্য ব্রাহ্মণং ত্বেকমেব চ।
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণং ব্রাহ্মণং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ৯ ॥
পূজয়িত্বা বিধানেন রক্তবস্ত্রযুগেন চ।
দদ্যাৎপশ্চাচ্চ তং তস্ম মন্ত্রেণানেন বুদ্ধিমান্ ॥ ১০ ॥
ধন্যোঽস্মি ধন্যকর্ম্মাস্মি ধন্যচেষ্টোঽস্মি ধন্যবান্।
ধন্যেনানেন চীর্ণেন ব্রতেন স্যাং সদা সুখী ॥ ১১ ॥
এবমুচ্চার্য্য বিপ্রস্য তস্য দেয়ং মহাত্মনঃ।
সদ্যো ধন্যত্বমাপ্নোতি যোঽপি স্যাদ্ভোগবর্জ্জিতঃ ॥১২॥
ইহ জন্মনি সৌভাগ্যং ধনং ধান্যঞ্চ পুষ্কলম্।
অনেন কৃতমাত্রেণ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥
প্রাগ্জন্মজনিতং যাবদগ্নির্দ্দহতি পাতকম্।
দগ্ধে পাপে বিমুক্তাত্মা ইহ জন্মন্যসৌ ভবেৎ ॥ ১৪ ॥
যোঽপীদং শৃণুয়ান্নিত্যং যশ্চ ভক্ত্যা পঠেদ্দ্বিজঃ।
উভৌ তাবিহ লোকে তু ধন্যৌ সদ্যো ভবিষ্যতঃ ॥১৫॥

শ্রূয়তে চ ব্রতঞ্চৈতচ্চীর্ণমাসীন্মহাত্মনা।
ধনদেন পুরা কল্পে শূদ্রাযোনৌ স্থিতেন হি ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ধন্যব্রতং নাম ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কান্তিব্রতমনুত্তমম্।
যংকৃত্বা তু পুরা সোমঃ কান্তিমানভবৎপুনঃ ॥ ১ ॥
যক্ষ্মণা দক্ষশাপেন পুরাক্রান্তো নিশাচরঃ।
এতচ্চীর্ত্ত্বা ব্রতং সদ্যঃ কান্তিমানভবৎকিল ॥ ২ ॥
দ্বিতীয়ায়াস্তু রাজেন্দ্র কার্ত্তিকস্য সিতন্দিনম্।
নক্তং কুর্বীত যত্নেন অর্চ্চয়ন্ বলকেশবম্ ॥ ৩ ॥
বলদেবায় পাদৌ তু কেশবায় শিরোঽর্চ্চয়েৎ।
এবমভ্যর্চ্চ্য মেধাবী বৈষ্ণবং রূপমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥
পরস্তু রূপং সোমাখ্যং দ্বিকলং তদ্দিনে হি যৎ।
তস্য দেবস্য চার্ঘ্যন্তু দদ্যান্মন্ত্রেণ সুব্রত ॥ ৫ ॥
নমোঽস্ত্বমৃতরূপায় সর্ব্বৌষধিধরায় চ।
যজ্ঞিনাং যোগপতয়ে সোমায় পরমাত্মনে ॥ ৬ ॥
রাত্রৌ স বিপ্রো ভুঞ্জীত যবান্নং সঘৃতন্নরঃ ॥ ৭ ॥
ফাল্গুনাদিচতুষ্কন্তু পায়সম্ভক্ষয়েচ্ছুচিঃ।
শালিহোমং প্রকুর্বীত কার্ত্তিকে তু যবৈস্তথা ॥ ৮ ॥
আষাঢ়াদিচতুষ্কে তু তিলহোমন্তু কারয়েৎ।

তদ্বত্তিলান্নং ভুঞ্জীত এষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে কাঞ্চনং শশিনং ব্রতী।
সিতবস্ত্রযুগচ্ছন্নং সিতপুষ্পানুলেপনম্।
দদ্যাদ্দ্বিজায় সম্পূজ্য কাঞ্চনং শশিনং তথা ॥ ১০ ॥
অথ সংবৎসরে পূর্ণে কৃত্বা সোমন্তু রাজতম্।
সিতবস্ত্রযুগচ্ছন্নং সিতপুষ্পানুলেপনম্।
এবমেব দ্বিজং পূজ্য ততস্তং প্রতিপাদয়েৎ ॥ ১১ ॥
কান্তিমানপি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সোমরূপিন্নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ১২ ॥
অনেন কিল মন্ত্রেণ দত্ত্বা বিপ্রায় বাগ্যতঃ।
দত্তমাত্রে ততস্তস্মিন্ কান্তিমাঞ্জায়তে নরঃ ॥ ১৩ ॥
আত্রেয়েণাপি সোমেন কৃতমেতৎ পুরা নৃপ।
তস্য ব্রতান্তে সন্তুষ্টঃ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ ॥ ১৪ ॥
যক্ষ্মাণমপনীয়াশু অমৃতাখ্যাং কলাং দদৌ।
তাং কলাং সোমরাজাসৌ তপসা লব্ধবান্নিশি ॥ ১৫ ॥
সোমত্বঞ্চাগমৎ সোমো দ্বিজরাজত্বমেব চ।
দ্বিতীয়ামশ্বিনৌ সোমভুজৌ কীর্ত্ত্যৌ তু তদ্দিনে ॥১৬॥
তৌ শেষবিষ্ণুবিখ্যাতৌ শুক্লপক্ষৌ ন সংশয়ঃ।
ন বিষ্ণোর্ব্ব্যতিরিক্তঃ স্যাদ্দৈবতং নৃপসত্তম।
নামভেদেন সর্ব্বত্র সংস্থিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে কান্তিব্রতং নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অতঃ পরং মহারাজ সৌভাগ্যকরণং ব্রতম্।
শৃণু যেনাশু সৌভাগ্যং স্ত্রীপুংসোরুপজায়তে ॥ ১ ॥
ফাল্গুনস্য তু মাসস্য তৃতীয়া শুক্লপক্ষগা।
উপাসিতব্যা নক্তেন শুচিনা সত্যবাদিনা।
সস্ত্রীকঞ্চ হরিং পূজ্য রুদ্রং বা চোময়া সহ ॥ ২ ॥
যা শ্রীঃ সা গিরিজা প্রোক্তা যো হরিঃ স ত্রিলোচনঃ।
এবং সর্ব্বেষু শাস্ত্রেষু পুরাণেষু চ গদ্যতে ॥ ৩ ॥
এতস্মাদন্যথা যস্তু ব্রূতে শাস্ত্রং পৃথক্তয়া।
রুদ্রো জনানাং মর্ত্ত্যানাং কাব্যং শাস্ত্রং ন তদ্ভবেৎ ॥৪॥
বিষ্ণুং রুদ্রকৃতং ব্রূয়াৎ শ্রীগৌরীতি নিগদ্যতে।
এতয়োরন্তরং যচ্চ সোঽধমেত্যুচ্যতে জনৈঃ।
তং নাস্তিকং বিজানীয়াৎ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতম্ ॥ ৫ ॥
এবং জ্ঞাত্বা সলক্ষ্মীকং হরিং সংপূজ্য যত্নতঃ।
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র ততস্তং পরমেশ্বরম্ ॥ ৬ ॥
গম্ভীরায়েতি পাদৌ তু সুভগায়েতি বৈ কটিম্।
উদরং দেবদেবায় ত্রিনেত্রায়েতি বৈ মুখম্ ॥ ৭ ॥
শিরশ্চ বাচস্পতয়ে রুদ্রায়েতি চ সর্ব্বতঃ।
এবমভ্যর্চ্চ্য মেধাবী বিষ্ণুং লক্ষ্ম্যা সমন্বিতম্।
হরং বা গৌরীসংযুক্তং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥৮॥
ততস্তস্যাগ্রতো হোমং কারয়েন্মধুসর্পিষা।
তিলৈঃ সহ মহারাজ সৌভাগ্যপতয়েতি চ ॥ ৯ ॥

ততস্ত্বক্ষারবিরসং নিস্নেহং ধরণীতলে।
গোধূমান্নন্তু ভুঞ্জীত কৃষ্ণেঽপ্যেবং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥১০॥
আষাঢ়াদিদ্বিতীয়াস্তু পায়সং তত্র ভোজয়েৎ।
যবান্নেন ততঃ পশ্চাৎ কার্ত্তিকাদিষু পার্থিব।
শ্যামাকং তত্র ভুঞ্জীত ত্রীন্মাসান্নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ১১ ॥
ততো মাঘসিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং নরাধিপ।
সৌবর্ণং কারয়েদ্গৌরীং রুদ্রঞ্চৈকত্র বুদ্ধিমান্।
সলক্ষ্মীকং হরিং বাপি যথাশক্ত্যা প্রসন্নধীঃ ॥ ১২ ॥
ততস্তান্ ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ পাত্রভূতে বিচক্ষণে।
অন্নেন হীনে বেদানাং পারগে সাধুবর্ত্তিনি।
সদাচারেঽথ বা দদ্যাদ্বিষ্ণুভক্তে বিশেষতঃ ॥ ১৩ ॥
ষড়্ভিঃ পাত্রৈরুপেতন্তু ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ।
একং মধুময়ং পাত্রং দ্বিতীয়ং ঘৃতপূরিতম্ ॥ ১৪ ॥
তৃতীয়ং তিলতৈলস্য চতুর্থং গুড়সংযুতম্।
পঞ্চমং লবণৈঃ পূর্ণং ষষ্ঠং গোক্ষীরসংযুতম্ ॥ ১৫ ॥
এতানি দত্ত্বা পাত্রাণি সপ্তজন্মান্তরে ভবেৎ।
সুভগো দর্শনীয়শ্চ নারী বা পুরুষোঽপি বা ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে সৌভাগ্যব্রতং নাম অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অথ বিঘ্নহরং রাজন্ কথয়ামি শৃণুষ্ব মে।
সম্যক্ কৃতেন যেনাশু ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে॥ ১॥
চতুর্থ্যাং ফাল্গুনে মাসি গ্রহীতব্যং ব্রতন্ত্বিদম্।
নক্তাহারেণ রাজেন্দ্র তিলান্নং পারণং স্মৃতম্।
তদেবাগ্নৌ তু হোতব্যং দাতব্যং ব্রাহ্মণায় চ॥ ২॥
চাতুর্ম্মাস্যং ব্রতঞ্চৈতৎ কৃত্বা বৈ পঞ্চমে তথা।
বিপ্রায় দদ্যাৎ সৌবর্ণং গজবক্ত্রং সুপূজিতম্।
পায়সৈঃ পঞ্চভিঃ পাত্রৈরুপেতন্তু তিলৈস্তথা॥ ৩॥
এবং কৃত্বা ব্রতঞ্চৈতৎ সর্ব্ববিঘ্নৈর্ব্বিমুচ্যতে॥ ৪॥
হয়মেধস্য বিঘ্নে তু সঞ্জাতে সগরস্তথা।
এতদেব চরিত্বা তু হয়মেধং স আপ্তবান্॥ ৫॥
তথা রুদ্রেণ দেবেন ত্রিপুরং নিঘ্নতা পুরা।
এতদেব কৃতন্তস্মাত্ত্রিপুরস্তেন পাতিতঃ॥ ৬॥
ময়া সমুদ্রং পিবতা এতদেব কৃতং ব্রতম্॥ ৭॥
অন্যৈরপি মহীপালৈরেতদেব কৃতং পুরা।
তপোঽর্থিভির্জ্ঞানকৃদ্ভিরবিঘ্নার্থে পরন্তপ॥ ৮॥

শূরায় ধীরায় গজাননায়
লম্বোদরায়ৈকদংষ্ট্রায় চৈব।
এবং সংপূজ্য তদ্দিনে পুণ্যকৃদ্ভি-
র্হোমং কুর্য্যাদ্বিঘ্ননাশস্য হেতোঃ॥ ৯॥

অনেন কৃতমাত্রেণ সর্ব্ববিঘ্নৈঃ প্রমুচ্যতে।
বিনায়কস্য দানেন কৃতকৃত্যো নরো ভবেৎ॥ ১০॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে অবিঘ্নব্রতং নাম ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

শান্তিব্রতং প্রবক্ষ্যামি তব রাজন্ শৃণুষ্ব তৎ।
যেন চীর্ণেন শান্তিঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গৃহমেধিনাম্॥ ১।
পঞ্চম্যাং শুক্লপক্ষস্য কার্ত্তিকে মাসি সুব্রত।
আরম্ভে বর্ষমেকন্তু ভুঞ্জীয়াদুষ্ণবর্জ্জিতম্॥ ২॥
নক্তে দেবন্তু সংপূজ্য হরিং শেষোপরি স্থিতম্।
অনন্তায়েতি পাদৌ তু কটিং বাসুকিনে নমঃ॥ ৩॥
তক্ষকায়েতি জঠরমুরঃ কর্কোটকায় চ।
পদ্মায় কণ্ঠং সংপূজ্য মহাপদ্মায় দোর্যুগম্॥ ৪॥
শঙ্খপালায় বক্ত্রন্তু কুটিলায়েতি বৈ শিরঃ।
এবং বিষ্ণুগতং পূজ্য পৃথগেব চ পূজয়েৎ॥ ৫॥
ক্ষীরেণ স্নপনং কুর্য্যান্নাগানুদ্দিশ্য হরেঃ পুনঃ।
তদগ্রে হোময়েৎ ক্ষীরং তিলৈঃ সহ বিচক্ষণঃ॥ ৬॥
এবং সংবৎসরস্যান্তে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ।
নাগন্তু কাঞ্চনং কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥ ৭॥

এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা ব্রতমেতন্নরাধিপ।
তস্য শান্তির্ভবেন্নূনং নাগেভ্যো ন ভয়ং তথা ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শান্তিব্রতং নাম ষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

কামব্রতং মহারাজ শৃণু মে গদতোঽধুনা।
যেন কামাঃ সমৃদ্ধ্যন্তে মনসা চিন্তিতা অপি ॥ ১ ॥
ষষ্ঠ্যাং ফলাশনো যস্তু বর্ষমেকং ব্রতং চরেৎ।
পৌষমাসে সিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং কৃতভোজনঃ ॥ ২ ॥
ষষ্ঠ্যাস্তু প্রাশয়েদ্ধীমান্ প্রথমন্তু ফলং নৃপ।
ততো ভুঞ্জীত যত্নেন বাগ্যতঃ শুদ্ধমোদনম্ ॥ ৩ ॥
ব্রাহ্মণৈঃ সহ রাজেন্দ্র অথবা কেবলৈঃ ফলৈঃ।
তমেকং দিবসং স্থিত্বা সপ্তম্যাং পারয়েন্নৃপ ॥ ৪ ॥
অগ্নিকার্য্যন্তু কুর্বীত গুহরূপেণ কেশবম্।
পূজয়িত্বা বিধানেন বর্ষমেকং ব্রতং চরেৎ ॥ ৫ ॥
ষড়্বক্ত্রঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ সেনানীঃ কৃত্তিকাসুতঃ।
কুমারঃ স্কন্দ ইত্যেবং পূজ্যো বিষ্ণুঃ স্বনামভিঃ ॥ ৬
সমাপ্তৌ তু ব্রতস্যাস্য কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্।
ষণ্মুখং মূর্ত্তসৌবর্ণং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বে কামাঃ সমৃদ্ধ্যন্তাং মম দেব কুমারক।

ত্বৎপ্রসাদাদিমং ভক্ত্যা গৃহ্যতাং বিপ্র মা চিরম্ ॥ ৮ ॥
অনেন দত্তমাত্রেণ ব্রাহ্মণায় সবস্ত্রকম্।
ততঃ কামাঃ সমৃদ্ধ্যন্তে সর্ব্বে বৈ ইহ জন্মনি ॥ ৯ ॥
অপুত্ত্রো লভতে পুত্ত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
ভ্রষ্টরাজ্যো লভেদ্রাজ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১০ ॥
এতদ্ব্রতং পুরা চীর্ণং নলেন নৃপসত্তম।
ঋতুপর্ণস্য বিষয়ে বসতা ব্রতচর্য্যয়া ॥ ১১ ॥
তথা রাজ্যচ্যুতৈরন্যৈর্ব্বহুভির্নৃপসত্তমৈঃ।
পৌরাণিকৈর্ব্রতঞ্চৈব সিদ্ধ্যর্থং নৃপসত্তম ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে কামব্রতং নাম একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অথাপরং মহারাজ ব্রতমারোগ্যসংজ্ঞিতম্।
কথয়ামি পরং পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥
আদিত্য ভাস্কর রবে ভানো সূর্য্য দিবাকর।
প্রভাকরেতি সংপূজ্য এবং ব্রতমুপাচরেৎ ॥ ২ ॥
ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব কৃতাহারঃ সপ্তম্যাং ভানুমর্চ্চয়েৎ।
অষ্টম্যাঞ্চৈব ভুঞ্জীত এষ এব বিধিক্রমঃ ॥ ৩ ॥
অনেন বৎসরং পূর্ণং বিধিনা যোঽর্চ্চয়েদ্রবিম্।
তস্যারোগ্যং ধনং ধান্যমিহ জন্মনি জায়তে ॥ ৪

পরত্র চ শুভং স্থানং যদ্গত্বা ন নিবর্ত্ততে।
সার্ব্বভৌমঃ পুরা রাজা অনরণ্যো মহাবলঃ ॥ ৫ ॥
তেনায়মর্চ্চিতো দেবো ব্রতেনানেন পার্থিব।
যস্য তুষ্টোহভবদ্দেবঃ প্রাদাদারোগ্যমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

ভদ্রাশ্ব উবাচ।

কিমসৌ রোগবান্ রাজা যেনারোগ্যমবাপ্তবান্।
সার্ব্বভৌমস্য চ কথং ব্রহ্মন্ রোগস্য সম্ভবঃ ॥ ৭ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

সার্ব্বভৌমঃ পুরা রাজা অনরণ্যো মহাবলঃ।
গতবান্মানসং দিব্যং সরো দেবগণান্বিতম্ ॥ ৮ ॥
তত্রাপশ্যদ্বৃহৎ পদ্মং সরোমধ্যগতং সিতম্ ॥ ৯ ॥
তত্র চাঙ্গুষ্ঠমাত্রন্তু স্থিতং পুরুষসত্তমম্।
রক্তবাসোভিরাচ্ছন্নং দ্বিভুজন্তিগ্মতেজসম্ ॥ ১০ ॥
তং দৃষ্ট্বা সারথিম্প্রাহ পদ্মমেতন্মমানয়।
ইদন্তু শিরসা বিভ্রৎ সর্ব্বলোকস্য সন্নিধৌ।
শ্লাঘনীয়ো ভবিষ্যামি তস্মাদানয় মা চিরম্ ॥ ১১ ॥
এবমুক্তস্তদা তেন সারথিঃ প্রবিবেশ হ।
গ্রহীতুমুপচক্রাম তৎ পদ্মং নৃপসত্তম ॥ ১২ ॥
স্পৃষ্টমাত্রে ততঃ পদ্মে হুঙ্কারঃ সমজায়ত।
তেন শব্দেন বিত্রস্তঃ স পপাত মমার চ ॥ ১৩ ॥
রাজা চ তৎক্ষণাদেব শব্দেন সমপদ্যত।
কুষ্ঠী বিগতবর্ণশ্চ বলবীর্য্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৪ ॥
তথাগতমথাত্মানং দৃষ্ট্বা স পুরুষর্ষভঃ।
তস্থৌ তত্রৈব শোকার্ত্তঃ কিমেতদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ১৫ ॥

তস্য চিন্তয়তো ধীমানাজগাম মহাতপাঃ।
বসিষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রোঽথ স তং পপ্রচ্ছ পার্থিবম্॥ ১৬॥
কিমর্থং রাজশার্দ্দূল তব দেহে বিরূপকং।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নো ভবানাসীন্মহীপতিঃ॥ ১৭॥
এবমুক্তস্ততো রাজা বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
সর্ব্বং পদ্মস্য বৃত্তান্তং কথয়ামাস চ প্রভুঃ॥ ১৮॥
তং শ্রুত্বা স মুনিস্তত্র সাধু রাজংস্তথাব্রবীৎ
অসাধুরসি পাপিষ্ঠস্তস্মাৎ কুষ্ঠিত্বমাপ্তবান্॥ ১৯॥
এবমুক্তস্তদা রাজা বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
পপ্রচ্ছ সাধ্বহং বিপ্র কথং বাসাধ্বহং মুনে
কথং মে কুষ্ঠং সঞ্জাতমেতন্মে বক্তুমর্হসি॥ ২০॥

বসিষ্ঠ উবাচ।

এতদ্ব্রহ্মোদ্ভবং নাম পদ্মং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
দৃষ্টমাত্রেণ চানেন দৃষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥ ২১॥
এতস্মিন্ দৃশ্যতে চৈতৎ ষণ্মাসং ক্বাপি পার্থিব
এতস্মিন্ দৃষ্টমাত্রে তু যো জলং বিশতে নরঃ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পরং নির্ব্বাণমর্হতি॥ ২২॥
ব্রহ্মণঃ প্রাগবস্থায়াং মূর্ত্তিরপ্সু ব্যবস্থিতা।
এতাং দৃষ্ট্বা জলে মগ্নঃ সংসারাব্ধি প্রমুচ্যতে॥ ২৩॥
ইমঞ্চ দৃষ্ট্বা তে সূতো জলে মগ্নো নরোত্তম।
প্রবিষ্টস্ত্বং পুনরিমং হন্তুমিচ্ছন্নরাধিপ।
প্রাপ্তবানসি দুর্ব্বুদ্ধে কুষ্ঠিত্বং পাপপূরুষ॥ ২৪॥
দৃষ্টমেতত্ত্বয়া যস্মাত্ত্বং সাধ্বিতি ততঃ প্রভো।
ময়োক্তো মোহমাপন্নস্তেনাসাধুরিতীরিতঃ॥ ২৫॥

ব্রহ্মপুত্রো বদন্নেবং নৃপমন্তর্হিতোঽভবৎ।
স তদ্বচনমাকর্ণ্য রাজাপি পরমেশ্বরম্॥ ২৬॥
অহন্যহনি চাগচ্ছত্তং পুনর্দৃষ্টবানপি।
দেবা অপি বদন্ত্যেতে পদ্মং কাঞ্চনমুত্তমম্॥ ২৭॥
মানসে ব্রহ্মপদ্মস্ত দৃষ্ট্বা চাত্রগতং হরিম্।
প্রাপ্স্যামস্তৎপরং ব্রহ্ম যদ্গত্বা ন পুনর্ভবেৎ॥ ২৮॥
ইদঞ্চ কারণং চান্যৎকুষ্ঠস্য শৃণু পার্থিব।
আদিত্যঃ পদ্মগর্ভোঽস্মিন্ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ॥ ২৯॥
তং দৃষ্ট্বা তত্ত্বতো ভাবঃ পরমাত্মৈষ শাশ্বতঃ।
ধারয়ামি শিরস্যেনং ততঃ খ্যাতির্ভবিষ্যতি॥ ৩০॥
ইতীমং ভাবমাস্থায় সুতোঽয়ং প্রেষিতস্ত্বয়া।
তৎক্ষণাদেব স মৃতঃ ত্বঞ্চ কুষ্ঠিত্বমাগতঃ॥ ৩১॥
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র ব্রতমেতৎসমাচর।
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ কুষ্ঠরোগাৎ প্রমুচ্যসে॥ ৩২॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে আরোগ্যব্রতং নাম দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়ঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অথাপরং মহারাজ পুত্রপ্রাপ্তিব্রতং শুভম্।
কথয়ামি সমাসেন তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥ ১॥
মাসে ভাদ্রপদে যা তু কৃষ্ণপক্ষে নরেশ্বর।

অষ্টম্যামুপবাসেন পুত্রপ্রাপ্তিব্রতং হি তৎ ॥ ২ ॥
সপ্তম্যাঞ্চৈব সঙ্কল্প্য অষ্টম্যামর্চ্চয়েদ্ধরিম্।
দেবক্যুৎসঙ্গগং বিষ্ণুং মাতৃভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৩ ॥
প্রভাতে বিমলেঽষ্টম্যামর্চ্চয়েৎ প্রযতো হরিম্।
প্রাগ্বিধানেন গোবিন্দমর্চ্চয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ৪ ॥
ততো যবৈঃ কৃষ্ণতিলৈঃ সঘৃতৈর্হোময়েদ্ধরিং।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা যথাশক্ত্যা সদক্ষিণম্ ॥ ৫ ॥
ততঃ স্বয়ন্তু ভুঞ্জীত প্রথমং বিল্বমুত্তমম্।
পশ্চাদ্যথেষ্টং ভুঞ্জীত স্নেহৈঃ সর্ব্বরসৈর্যুতম্ ॥ ৬ ॥
প্রতিমাসমনেনৈব বিধিনোপোষ্য মানবঃ।
কৃষ্ণাষ্টম্যাং ব্রতং কৃত্বা অপুত্রঃ পুত্রবান্ ভবেৎ ॥ ৭ ॥
শ্রূয়তে চ পুরা রাজা শূরসেনঃ প্রতাপবান্।
অপুত্রঃ স তপস্তেপে পর্ব্বতে চ হিমালয়ে ॥ ৮ ॥
তস্যৈবং কুর্ব্বতো দেবঃ স্বয়ং রুদ্রোঽভ্যুপাগমৎ।
উমাসহায়ো ভগবানিদমাহ ব্রতং নৃপং ॥ ৯ ॥
কিমর্থং ক্রিয়তে রাজংস্তপোঽয়ং দুরতিক্রমঃ।
ন ক্ষত্রে ব্রূহি সত্যেন যেনেষ্টং তে দদাম্যহং ॥ ১০ ॥
এবমুক্তস্ততো রাজা স্তুতিং কৃত্বা বিধানতঃ।
অপুত্রোঽস্মীতি তং প্রাহ মহাদেবং নরেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥
তস্যৈবং বদতো দেবো ব্রতমেতজ্জগাদ হ।
সোঽপ্যেতৎ কৃতবান্ রাজা পুত্রঞ্চৈবোপলব্ধবান্ ॥ ১২ ॥
বসুদেবং মহাভাগমনেকব্রতযাজিনম্।
তং লব্ধ্বা সোঽপি রাজর্ষিঃ পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ॥ ১৩ ॥
এবং কৃষ্ণাষ্টমী রাজন্ময়া তে পরিকীর্ত্তিতা।

সংবৎসরান্তে দাতব্যং গোযুগ্মন্তু দ্বিজাতয়ে॥ ১৪ ॥
এতৎ পুত্ৰব্ৰতং নাম ময়া তে পরিকীৰ্ত্তিতম্।
এতৎ কৃত্বা নরঃ পাপৈঃ সৰ্ব্বৈরেব প্রমুচ্যতে॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে পুত্রপ্রাপ্তিব্রতং নাম ত্রয়ঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

অথাপরং প্রবক্ষ্যামি শৌৰ্য্যব্ৰতমনুত্তমম্।
যেন ভীরোরপি মহচ্ছৌৰ্য্যং ভবতি তৎক্ষণাৎ॥ ১ ॥
মাসি চাশ্বযুজে শুক্লাং নবমীং সমুপোষয়েৎ।
সপ্তম্যাং কৃতসঙ্কল্পঃ স্থিত্বাষ্টম্যাং নিরোদনঃ।
নবম্যাং প্রাশয়েৎ পিষ্টং প্রথমং ভক্তিতো নৃপ॥ ২ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা দেবীঞ্চৈব তু পূজয়েৎ।
দুৰ্গাং দেবীং মহাভাগাং মহামায়াং মহাপ্রভাম্॥ ৩ ॥
এবং সংবৎসরং যাবদুপোষ্যেতি বিধানতঃ।
ব্রতান্তে ভোজয়েদ্ধীমান্যথাশক্ত্যা কুমারিকাঃ॥ ৪ ॥
হেমবস্ত্রাদিভিস্তাস্তু ভূষয়িত্বা তু শক্তিতঃ।
পশ্চাৎ ক্ষমাপয়েত্তাস্তু দেবি মে প্রীয়তামিতি॥ ৫ ॥
এবং কৃতে ভ্রষ্টরাজ্যো লভেৎ রাজ্যং ন সংশয়ঃ।
অবিদ্যো লভতে বিদ্যাং ভীতঃ শৌৰ্য্যঞ্চ বিন্দতি॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শৌর্য্যব্রতং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

সার্ব্বভৌমব্রতঞ্চান্যং কথয়ামি সমাসতঃ।
যেন সম্যক্কৃতেনাশু সার্ব্বভৌমো নৃপো ভবেৎ॥ ১॥
কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য দশমী শুক্লপক্ষগা।
তস্যাং নক্তাশনো ভূত্বা দিক্ষু শুদ্ধবলিং হরেৎ॥২॥
বিচিত্রৈঃ কুসুমৈর্ভক্ত্যা পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্।
দিশাস্তু প্রার্থনাং কুর্য্যান্মন্ত্রেণানেন সুব্রত॥ ৩॥
সর্ব্বা ভবত্যঃ সিধ্যন্তু মম জন্মনি জন্মনি॥ ৪॥
এবমুক্ত্বা বলিন্তাভ্যো দত্ত্বা শুদ্ধেন চেতসা।
ততো রাত্রৌ স ভুঞ্জীত দধ্যন্নন্তু সুসংস্কৃতম্॥ ৫॥
পূর্ব্বং পশ্চাদ্যথেষ্টন্তু এবং সংবৎসরন্নৃপ।
যঃ করোতি নরো নিত্যং তস্য দিগ্বিজয়ো ভবেৎ॥ ৬॥
একাদশ্যাং নিরাহারো নরঃ কুর্য্যাদ্যথাবিধি।
মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষাদারভ্যাব্দং বিচক্ষণঃ।
তদ্ব্রতং ধনদস্যেষ্টং কৃতং বিত্তং প্রযচ্ছতি॥ ৭॥
একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্ক্তে দ্বাদশীদিনে।
শুক্লে বাপ্যথবা কৃষ্ণে তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ॥ ৮॥
এবঞ্চীর্ণং সুঘোরাণি হন্তি পাপানি পার্থিব।)
ত্রয়োদশ্যান্তু নক্তেন ধর্ম্মব্রতমথোচ্যতে॥ ৯॥
শুক্লপক্ষে ফাল্গুনস্য তথারভ্য বিচক্ষণঃ।
রৌদ্রব্রতং চতুর্দ্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ॥ ১০॥
মাঘমাসাত্তথারভ্য পূর্ণং সংবৎসরং নৃপ।

ইদং ব্রতং পঞ্চদশ্যাং শুক্লায়াং নক্তভোজনম্।
পিতৃব্রতমমায়াং স্যাদিতি রাজন্তথেরিতম্॥ ১১॥
দশ পঞ্চ চ বর্ষাণি য এবং কুরুতে নৃপ।
তিথিব্রতাদিকং তস্য ফলং স্যাত্তৎপ্রমাণতঃ॥ ১২॥
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
যষ্টানি তেন রাজেন্দ্র কল্পোক্তব্রতকারিণা॥ ১৩॥
একমেব কৃতং হন্তি ব্রতং পাপানি নিত্যশঃ॥ ১৪॥
যঃ পুনঃ সর্ব্বমেতদ্ধি কুর্য্যান্নরবরাত্মজঃ।
স শুদ্ধো বিরজাঁল্লোকানাপ্নোতি সকলান্নৃপ॥ ১৫॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে অগস্তিগীতাসু সার্ব্বভৌমব্রতং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভদ্রাশ্ব উবাচ।

আশ্চর্য্যং যদি তে কিঞ্চিদ্বিদিতং দৃষ্টমেব চ।
তন্মে কথয় ধর্ম্মজ্ঞ পরং কৌতূহলং মহৎ॥ ১॥

অগস্ত্য উবাচ।

আশ্চর্য্যরূপো ভগবানেষ এব জনার্দ্দনঃ।
তস্যাশ্চর্য্যাণি দৃষ্টানি বহূনি বিবিধানি বৈ॥ ২॥
শ্বেতদ্বীপগতঃ পূর্ব্বং নারদঃ কিল পার্থিব।
সোঽপশ্যচ্ছঙ্খচক্রাব্জান্ পুরুষাংস্তিগ্মতেজসঃ॥ ৩

অয়ং বিষ্ণুরয়ং বিষ্ণুরেষ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
চিন্তাহভূত্তস্য তান্ দৃষ্টা কোঽস্মিন্বিষ্ণুরিতি প্রভুঃ ॥৪॥
এবং চিন্তয়তস্তস্য চিন্তা কৃষ্ণং প্রতি প্রভো।
আরাধয়ামি তং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৫ ॥
যেন বেদ্মি পরং দেবং কৃষ্ণং নারায়ণং প্রভুম্।
এবং সঞ্চিন্ত্য দধ্যৌ স তং দেবং পরমেশ্বরম্ ॥ ৬ ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু সাগ্রং ব্রহ্মসুতস্তদা।
ধ্যায়তস্তস্য দেবোঽসৌ পরিতোষং জগাম হ ॥ ৭ ॥
উবাচ স প্রসন্নাত্মা প্রত্যক্ষত্বঙ্গতঃ প্রভুঃ।
বরং ব্রহ্মসুত ব্রূহি কিন্তে দদ্মি মহামুনে ॥ ৮ ॥

নারদ উবাচ।

সহস্রমেকং বর্ষাণাং ধ্যাতস্ত্বং ভুবনেশ্বর।
ত্বৎ প্রাপ্তির্যেন তৎ ব্রূহি যদি তুষ্টোঽসি মেঽচ্যুত ॥৯॥

দেবদেব উবাচ।

পৌরুষং সূক্তমাস্থায় যে যজন্তি দ্বিজাশ্চ মাম্।
তে মাং প্রাপ্স্যন্তি সততং সংহিতাধ্যয়নেন চ ॥ ১০ ॥
অলাভে বেদশাস্ত্রাণাং পঞ্চরাত্রোদিতেন হি।
মার্গেণ মাং যজন্তে যে তে মাং প্রাপ্স্যন্তি মানবাঃ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং পঞ্চরাত্রং বিধীয়তে ॥ ১১ ॥
শূদ্রাদীনান্তু মে ক্ষেত্রপদবীগমনং দ্বিজ।
মন্নাম বিহিতন্তেষাং নান্যৎপূজাদিকং চরেৎ ॥ ১২ ॥
এবং ময়োক্তং বিপ্রেন্দ্র পুরাকল্পে পুরাতনম্।
পঞ্চরাত্রং সহস্রাণাং যদি কশ্চিদ্গ্রহীষ্যতি ॥ ১৩ ॥
কর্ম্মক্ষয়ে চ মে কশ্চিদ্যদি ভক্তো ভবিষ্যতি।

তস্য চেদং পঞ্চরাত্রং নিত্যং হৃদি বসিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
ইতরে রাজসৈর্ভাবৈস্তামসৈশ্চ সমাবৃতাঃ।
ভবিষ্যন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠ মত্যাসনপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১৫ ॥
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ যুগানি ত্রীণি নারদ।
সত্ত্বস্থা মাং সমেষ্যন্তি কলৌ রজস্তমোঽধিকাঃ ॥ ১৬ ॥
অন্যচ্চ তে বরং দদ্মি শৃণু নারদ সাম্প্রতম্।
যদিদং পঞ্চরাত্রং মে শাস্ত্রং পরমদুর্লভম্।
তদ্ভবান্বেৎস্যতে সর্ব্বং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥
বেদেন পঞ্চরাত্রেণ ভক্ত্যা যজ্ঞেন চ দ্বিজ।
প্রাপ্যোঽহং নান্যথা বৎস বর্ষকোট্যযুতৈরপি ॥ ১৮ ॥
এবমুক্ত্বা স ভগবান্নারদং পরমেশ্বরঃ।
জগামাদর্শনং সদ্যো নারদোঽপি দিবং যযৌ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে অগস্তিগীতাসু নারদপুরাণসূচনং নাম
ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভদ্রাশ্ব উবাচ।

ভগবন্ সিতকৃষ্ণে দ্বে যে তে জগতি সত্তম।
স্ত্রিয়ৌ বভূবতুঃ কে দ্বে সিতা কৃষ্ণা চ কা শুভা ॥ ১ ॥
কশ্চাসৌ পুরুষো ব্রহ্মন্ পাবকঃ সপ্তধাঽভবৎ।
কোঽসৌ দ্বাদশধা বিপ্র দ্বিদেহঃ ষট্‌শিরাঃ প্রভুঃ ॥ ২ ॥

দম্পত্যঞ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ চন্দ্রসূর্য্যোদয়াদলম্।
কস্মাদেতজ্জগদিদং বিততং দ্বিজসত্তম ॥ ৩ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

সিতকৃষ্ণে স্ত্রিয়ৌ যে দ্বে তে ভগিন্যৌ প্রকীর্ত্তিতে।
সিতাসিতা দ্বিবর্ণা চ নারী রাত্রিরুদাহৃতা ॥ ৪ ॥
যঃ পুমান্ সপ্তধা জাত একো ভূত্বা নরেশ্বর।
স সমুদ্রস্তু বিজ্ঞেয়ঃ সপ্ত চৈকো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫ ॥
যোঽসৌ দ্বাদশধা রাজন্ দ্বিদেহঃ ষট্শিরাঃ প্রভুঃ।
সংবৎসরঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শরীরে দ্বে গতী স্মৃতে।
ঋতবঃ ষট্ চ বক্ত্রাণি এষ সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥
দম্পত্যং তদহোরাত্রং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যতঃ।
ততো জগৎসমুত্তস্থৌ দেবাদস্মাচ্চ সত্তম ॥ ৭ ॥
স বিষ্ণুঃ পরমো দেবো বিজ্ঞেয়ো নৃপসত্তম।
ন চ বেদক্রিয়াহীনঃ পশ্যতে পরমেশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে অগস্তিগীতাসু বিষ্ণ্বাশ্চর্য্যং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভদ্রাশ্ব উবাচ।

যোঽসৌ সর্ব্বগতো দেবঃ পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
চতুর্যুগে ত্বসৌ কীদৃগ্বিজ্ঞেয়ঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১ ॥
যুগে যুগে ক আচারো বর্ণানাং ভবিতা মুনে।
কথঞ্চ শুদ্ধির্ব্বিপ্রাণামন্যস্ত্রীসঙ্করে মুনে ॥ ২ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

কৃতে তু সাত্ত্বিকী বৃত্তিস্ত্রেতায়াং সত্ত্বরাজসী।
রাজসী দ্বাপরে বৃত্তিস্তামসী চ কলৌ যুগে ॥ ৩ ॥
যাবদ্ধর্ম্মসুতো রাজা ভবিষ্যতি মহামতে।
পৃথুরিক্ষ্বাকুসর্যাতী কৃতবৃত্তিস্থিতা নৃপাঃ ॥ ৪ ॥
মান্ধাতৃবাণসগরাস্ত্রেতাবৃত্তা সহৈহয়াঃ।
যুধিষ্ঠিরজরাসন্ধৌ দ্বাপরপ্রকৃতিস্থিতাঃ।
বেদবামনদণ্ডাদ্যাঃ কলিবৃত্তাঃ সসৌবলাঃ ॥ ৫ ॥
কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদস্ত্রেতায়াং ত্রিপদঃ স্মৃতঃ।
দ্বিপাদো দ্বাপরে ধর্ম্মঃ পাদেনৈকেন বৈ কলৌ ॥ ৬ ॥
বিষ্ণুঃ কৃতযুগে শুক্লো রক্তস্ত্রেতাযুগেঽচ্যুতঃ।
দ্বাপরে পিঙ্গলো বিষ্ণুঃ কলৌ কৃষ্ণবপুর্হরিঃ ॥ ৭ ॥
তপসার্চ্চ্যঃ কৃতযুগে ত্রেতায়াং ধ্যানপূজিত
দ্বাপরে ক্রতুভিঃ পূজ্যো দানেনার্চ্চ্যস্তথা কলৌ ॥ ৮
এবং চতুর্যুগে বিষ্ণুঃ পূজ্যতে নৃভিরচ্যুতঃ।
যদাধারাশ্চ পুরুষাস্তচ্ছৃণুষ্ব যুগে যুগে ॥ ৯ ॥
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যমৈশ্চ নিয়মৈস্তথা।

বেদাধ্যয়নযোগৈশ্চ কর্ম্মভিশ্চাক্ষতাঃ কৃতে ॥ ১০ ॥
স্বাধ্যায়দক্ষিণাভিশ্চ ব্রতসত্রক্রিয়ামখৈঃ।
সংযুক্তা দ্বাপরে লোকাঃ কামের্ষ্যাক্রোধলোভিনঃ ॥১১॥
কলিস্বরূপমখিলং শৃণুষ্ব নৃপসত্তম।
যস্মিন্ কলৌ চ ভূয়াংসো ভবিষ্যন্তি বিধর্ম্মিণঃ ॥ ১২ ॥
তস্মিন্ কলৌ বর্ত্তমানে স্বমার্গাচ্চ্যবিতা দ্বিজাঃ।
রাজানো বৈশ্যশূদ্রাশ্চ প্রায়শো হীনজাতয়ঃ ॥ ১৩ ॥
ভবিষ্যন্তি নৃপশ্রেষ্ঠ সত্যশৌচবিবর্জ্জিতাঃ।
অগম্যাগমনং তত্র করিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
অনৃতঞ্চ বদিষ্যন্তি বহিষ্যন্তি স্বগোত্রজাঃ ॥ ১৪ ॥
রাজানো ব্রাহ্মণান্ হিংস্যুর্ধনলোভান্বিতাঃ সদা।
অন্ত্যজাশ্চাপি বৈশ্যাশ্চ বদন্তি বিতথং সদা ॥ ১৫ ॥
মানিনো বৈ ভবিষ্যন্তি শূদ্রজাতিষু গর্ব্বিতাঃ।
সর্ব্বাশিনো ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ শৌচবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৬ ॥
সুরাপেয়মিতি প্রাহুঃ সদ্যঃ শৌচবিবর্জ্জিতাঃ।
ততো বিনশ্যতে লোকো বর্ণধর্ম্মশ্চ নশ্যতি ॥ ১৭ ॥

ভদ্রাশ্ব উবাচ।

অগম্যাগমনং কৃত্বা ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
বিট্ শূদ্রো বা বিশুধ্যেত কিম্বাগম্যস্তু কিং ভবেৎ ॥১৮॥

অগস্ত্য উবাচ।

চতুর্গামী ভবেদ্বিপ্রস্ত্রিগামী ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ।
দ্বিগামী তু ভবেদ্বৈশ্যঃ শূদ্র একগমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯ ॥
অগম্যাং ব্রাহ্মণীং প্রাহুঃ ক্ষত্রিয়স্য নরেশ্বর।
ক্ষত্রিয়া চাপি বৈশ্যস্য শূদ্রস্য সা চ পার্থিব ॥ ২০ ॥

অধমস্যোত্তমা নারী অগম্যা মনুরব্রবীৎ।
মাতৃপিতৃস্বসা শ্বশ্রূর্ভ্রাতৃপত্নী চ পার্থিব ॥ ২১ ॥
অধমস্যোত্তমা নারী যত্নেন পরিবর্জ্জ্যতে।
স্নুষা চ দুহিতা চৈব মিত্রপত্নী স্বগোত্রজা।
রাজজায়া মাতৃজা চ অগম্যামুখ্যতঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥
রজক্যাদিষু চান্যাশ্চ স্ত্রিয়োঽগম্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অগম্যাগমনঞ্চৈতৎ কৃতং পাপায় জায়তে ॥ ২৩ ॥
বিযোনিগমনাদাশু ব্রাহ্মণায় ভবত্যলম্।
শেষস্য শুদ্ধিরেবৈবং প্রাণায়ামশতং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
বহুনাপি হি কালেন যৎপাপং সমুপার্জ্জিতম্।
বর্ণসঙ্করসঙ্গত্যা ব্রাহ্মণেন নরর্ষভ ॥ ২৫ ॥
দশপ্রণবগায়ত্র্যা প্রাণায়ামশতৈস্ত্রিভিঃ।
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়াঃ কিম্পুনঃ শেষপাতকৈঃ ॥ ২৬ ॥
অথবা পররূপং যো দেবং ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ।
বেত্তি ধ্যানাদিভিঃ পূজাং ন স পাপৈর্হি লিপ্যতে ॥২৭॥
বেদাধ্যায়ী পাপশতৈঃ কৃতৈরপি ন লিপ্যতে।
স্মরন্ বিষ্ণুং পঠন্ বেদং দদদ্দানং যজন্ হরিম্।
ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধ এবাস্তে বিরুদ্ধমপি তারয়েৎ ॥ ২৮ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়া নৃপ ॥ ২৯ ॥
মন্বাদিভির্ব্বিস্তরশঃ কথিতং যচ্চ পার্থিব।
সমাসতস্তুচ্চ ময়া কথিতং নৃপসত্তম ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে প্রাগিতিহাসে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঊনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভদ্রাশ্ব উবাচ।

ভগবংস্ত্বচ্ছরীরে তু যদ্বৃত্তং দ্বিজসত্তম।
চিরজীবী ভবাংস্তন্মে বক্তুমর্হসি সত্তম ॥ ১ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

মচ্ছরীরমিদং রাজন্ বহুকৌতূহলান্বিতম্।
অনেককল্পসংস্থায়ি বেদবিদ্যাবিশোধিতম্ ॥ ২ ॥
অটন্নহং মহীং সর্ব্বাং গতবানস্মি পার্থিব।
ইলাবৃতং মহাবর্ষং মেরোঃ পার্শ্বে ব্যবস্থিতম্ ॥ ৩ ॥
তত্র রম্যং সরো দৃষ্টং তস্য তীরে মহাকুটী।
তত্রোপবাসশিথিলং দৃষ্টবানস্মি তাপসম্ ॥ ৪ ॥
অস্থিচর্ম্মাবশেষন্তু চীরবল্কলধারিণম্।
তং দৃষ্ট্বাহং নৃপশ্রেষ্ঠ ক এষস্তাপসোত্তমঃ ॥ ৫ ॥
বিশ্বস্য প্রতিপত্ত্যর্থং ময়োক্তঃ স দ্বিজোত্তমঃ।
ব্রহ্মন্মে দীয়তাং কিঞ্চিদাগতোঽহং তবান্তিকে।
ইতি মাং স মুনিঃ প্রাহ স্বাগতন্তে দ্বিজোত্তম ॥ ৬ ॥
স্থীয়তাং স্থীয়তাং ব্রহ্মন্নাতিথ্যং করবাণি তে।
এতৎ শ্রুত্বা বচস্তস্য প্রবিষ্টোঽহং কুটীং তু তাম্ ॥ ৭ ॥
তাবৎপশ্যাম্যহং বিপ্রং জ্বলন্তমিব তেজসা।
ভূমৌ স্থিতন্তু মাং দৃষ্ট্বা হুঙ্কারমকরোদ্দ্বিজঃ ॥ ৮ ॥
তদ্ধুঙ্কারাচ্চ পাতালং ভিত্ত্বা পঞ্চ হি কন্যকাঃ।
নির্যযুঃ কাঞ্চনং পীঠমেকা তাসান্তু গৃহ্য বৈ ॥ ৯ ॥
সা মাং প্রাদাত্তদা কন্যা সলিলং করসংস্থিতম্।

গৃহীত্বান্যা তু মে পাদৌ ক্ষালিতুঞ্চোপচক্রমে ॥ ১০ ॥
অন্যে দ্বে ব্যজনং গৃহ্য মৎপক্ষাভ্যাং ব্যবস্থিতে।
ততো হুঙ্কারমকরোৎ পুনরেব মহাতপাঃ ॥ ১১ ॥
তচ্ছব্দানন্তরং হৈমদ্রোণীং যোজনবিস্তৃতাম্।
গৃহ্যাজগাম অকরোৎ প্লাবং সরসি পার্থিব ॥ ১২ ॥
তস্যাস্তু কন্যাঃ শতশো হেমকুম্ভকরাঃ শুভাঃ।
আযযুস্তা অথোদৃষ্ট্বা স মুনিঃ প্রাহ মাং নৃপ ॥ ১৩ ॥
স্নানার্থং কল্পিতং ব্রহ্মন্নিদং তে সর্ব্বমেব তু।
দ্রোণীং প্রবিশ্য চেমাং ত্বং স্নাতুমর্হসি সত্তম ॥ ১৪ ॥
ততোঽহং তস্য বচনাত্তস্যাং দ্রোণ্যাং নরাধিপ।
বিশামি তাবৎ সরসি সা দ্রোণী প্রত্যমজ্জত ॥ ১৫ ॥
দ্রোণীজলনিমগ্নোঽহং তমৃষিং তচ্চ বৈ পুরম্।
তাবন্মেরুগিরের্মূর্দ্ধ্নি পশ্যাম্যাত্মানমাত্মনা ॥ ১৬ ॥
সমুদ্রান্ সপ্ত পশ্যামি তথৈব কুলপর্ব্বতান্।
সপ্তদ্বীপবতীং পৃথ্বীং দৃষ্টবানস্মি পার্থিব ॥ ১৭ ॥
অদ্যাপি তং লোকবরং ধ্যায়ন্তিষ্ঠামি সুব্রত।
কদা প্রাপ্স্যেঽথ তং লোকমিতি চিন্তাপরোঽভবম্ ॥ ১৮ ॥
এবং তে কৌতুকং রাজন্ কথিতং পরমেষ্ঠিনঃ।
যদ্বৃত্তং মম দেহে তু কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে নারায়ণাশ্চর্য্যকথনে ঊনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ভদ্রাশ্ব উবাচ।

ভগবন্ কিং কৃতং লোকং ত্বয়া তমনুপশ্যতা।
ব্রতং তপো বা ধর্ম্মো বা প্রাপ্ত্যর্থং তস্য বৈ মুনে ॥ ১ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

অনারাধ্য হরিং ভক্ত্যা ন লোকান্ কাময়েদ্বুধঃ।
আরাধিতে হরৌ লোকাঃ সর্ব্বে করতলেঽভবন্ ॥ ২ ॥
এবং সঞ্চিন্ত্য রাজেন্দ্র ময়া বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
আরাধিতো বর্ষশতং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥ ৩ ॥
ততঃ কদাচিদ্বহুনা কালেন নৃপনন্দন।
যজতো মম দেবেশং যজ্ঞমূর্ত্তিং জনার্দ্দনম্ ॥ ৪ ॥
আহূতা আগতা দেবাঃ সমমেব সবাসবাঃ।
স্বে স্বে স্থানে স্থিতা আসন্যাবদ্দেবাঃ সবাসবাঃ ॥ ৫ ॥
তাবৎ তত্রৈব ভগবানাগতো বৃষভধ্বজঃ।
মহাদেবো বিরূপাক্ষস্ত্র্যম্বকো নীললোহিতঃ ॥ ৬ ॥
সোঽপি রৌদ্রে স্থিতঃ স্থানে বভূব পরমেশ্বরঃ।
তান্ সর্ব্বানাগতান্ দৃষ্ট্বা দেবানৃষিমহোরগান্ ॥ ৭ ॥
সনৎকুমারো ভগবানাজগামাব্জসম্ভবঃ।
ত্রসরেণুপ্রমাণেন বিমানে সূর্য্যসন্নিভে ॥ ৮ ॥
অবস্থিতো মহাযোগী ভূতভব্যভবিষ্যবিৎ।
আগম্য শিরসা রুদ্রং স ববন্দে মহামুনিঃ ॥ ৯ ॥
তানহং সংস্থিতান্দেবান্নারদাদীনৃষীংস্তথা।
সনৎকুমাররুদ্রৌ চ দৃষ্ট্বাহমিদমব্রবম্ ॥ ১০ ॥

ক এষাং ভবতাং যাজ্যো বরিষ্ঠশ্চ সুরোত্তম।
এবমুক্তে তদোবাচ রুদ্রো মাং সুরসন্নিধৌ ॥ ১১ ॥

রুদ্র উবাচ।

শৃণ্বন্তু বিবুধাঃ সর্ব্বে তথা দেবর্ষয়োঽমলাঃ।
ব্রহ্মর্ষয়শ্চ বিখ্যাতাঃ সর্ব্বে শৃণ্বন্তু মে বচঃ।
ত্বঞ্চাগস্ত্য মহাবুদ্ধে শৃণু মে গদতো বচঃ ॥ ১২ ॥
যো যজ্ঞৈরিজ্যতে দেবো যস্মাৎ সর্ব্বমিদং জগৎ।
উৎপন্নং সর্ব্বদা যস্মিঁল্লীনং ভবতি সামরম্।
নারায়ণঃ পরো দেবঃ সর্ব্বরূপো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৩ ॥
ত্রিধাত্মানং স ভগবান্ সসর্জ্জ পরমেশ্বরঃ।
রজস্তমোভ্যাং যুক্তোঽভূৎ রজঃসত্ত্বাধিকং বিভুঃ ॥১৪॥
সসর্জ্জ নাভিকমলাদ্ব্রহ্মাণং কমলাসনম্।
রজসা তমসা যুক্তঃ সোঽপি মামসৃজদ্বিভুঃ ॥ ১৫ ॥
যৎসত্ত্বং স হরির্দ্দেবো যো হরিস্তৎপরং পদম্।
যে সত্ত্বরজসী সোঽপি ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ॥ ১৬ ॥
যো ব্রহ্মা সোঽপ্যহং রুদ্রো যো রুদ্রঃ স চতুর্ম্মুখঃ।
যদ্রজস্তমসোপেতং সোঽহং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রিতয়ং চৈতদুচ্যতে।
সত্ত্বেন মুচ্যতে জন্তুঃ সত্তং নারায়ণাত্মকম্ ॥ ১৮ ॥
রজসা সত্ত্বযুক্তেন ভবেৎ সৃষ্টী রজোঽধিকা।
তচ্চ পৈতামহং বৃত্তং সর্ব্বশাস্ত্রেষু পঠ্যতে ॥ ১৯ ॥
যদ্বেদবাহ্যং কর্ম্ম স্যাচ্ছাস্ত্রমুদ্দিশ্য সেব্যতে।
তদ্রৌদ্রমিতি বিখ্যাতং তন্নেষ্টং গদিতং নৃণাম্ ॥ ২০ ॥
যদ্বা ন রজসা কর্ম্ম কেবলং তামসন্তু যৎ।

তদ্দুর্গতিপরং নৃণামিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২২ ॥
সত্ত্বেন মুচ্যতে জন্তুঃ সত্ত্বং নারায়ণাত্মকম্।
নারায়ণশ্চ ভগবান্যজ্ঞরূপী বিভাব্যতে ॥ ২৩ ॥
কৃতে নারায়ণঃ শুদ্ধঃ সূক্ষ্মরূপ উপাস্যতে।
ত্রেতায়াং যজ্ঞরূপেণ পঞ্চরাত্রৈস্তু দ্বাপরে ॥ ২৪ ॥
কলৌ মৎকৃতমার্গেণ বহুরূপেণ তামসৈঃ।
ইজ্যতে দ্বেষবুদ্ধ্যা স পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ ॥ ২৫ ॥
ন তস্মাৎপরতো দেবো ভবিতা ন ভবিষ্যতি।
যো বিষ্ণুঃ স স্বয়ং ব্রহ্মা যো ব্রহ্মাসৌ মহেশ্বরঃ ॥২৬॥
বেদত্রয়ে চ যজ্ঞেঽস্মিন্ পণ্ডিতেষ্বেষ নিশ্চয়ঃ।
যো ভেদং কুরুতেঽস্মাকং ত্রয়াণাং দ্বিজসত্তমঃ।
স পাপকারী দুষ্টাত্মা দুর্গতিং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥
ইদঞ্চ শৃণু মেঽগস্ত্য গদতঃ প্রাক্তনং তথা।
তথাকল্পে হরের্ভক্তিং ন কুর্ব্বন্তীহ মানবাঃ ॥ ২৮ ॥
ভূর্লোকবাসিনঃ সর্ব্বে পুরা যষ্টা জনার্দ্দনম্।
ভুবর্লোকং প্রপদ্যন্তে তত্রস্থা অপি কেশবম্ ॥ ২৯ ॥
আরাধ্য স্বর্গতিং যান্তি ক্রমান্মুক্তা ব্রজন্তি হি।
এবং মুক্তিপদে ব্যাপ্তে সর্ব্বলোকৈস্তথৈব চ ॥ ৩০ ॥
মুক্তিভাজস্ততো দেবাস্তং দধ্যুঃ প্রযতা হরিম্।
সোঽপি সর্ব্বগতত্বাচ্চ প্রাদুর্ভূতঃ সনাতনঃ ॥ ৩১ ॥
উবাচ ব্রূত কিঙ্কার্য্যং সর্ব্বে যোগিবরাঃ সুরাঃ।
তে তং প্রণম্য দেবেশমূচুশ্চ পরমেশ্বরম্ ॥ ৩২ ॥
দেববেদ জনঃ সর্ব্বো মুক্তিমার্গে ব্যবস্থিতঃ।
কথং সৃষ্টিশ্চ ভবিতা নরকেষু চ কো বসেৎ ॥ ৩৩ ॥

এবমুক্তস্ততো দেবৈস্তানুবাচ জনার্দ্দনঃ।
যুগা[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]মুপেষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৩৪ ॥
অন্তে, যুগে প্রবিরলা ভবিষ্যন্তি মদাশ্রয়াঃ।
এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনং মোহয়িষ্যতি ॥ ৩৫ ॥
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।
অল্পায়াসং দর্শয়িত্বা মোহয়াশু মহেশ্বরঃ ॥ ৩৬ ॥
এবমুক্ত্বা তদা তেন দেবেন পরমেষ্ঠিনা।
আত্মা তু গোপিতঃ সদ্যঃ প্রকাশোঽহঙ্কৃতস্তদা ॥ ৩৭ ॥
তস্মাদারভ্য কালান্নু মৎপ্রণীতেষু সত্তম।
শাস্ত্রেষ্বভিরতো লোকো বাহুল্যেন ভবেদতঃ ॥ ৩৮ ॥
বেদানুবর্ত্তিনং মার্গং দেবং নারায়ণন্তথা।
একীভাবঞ্চ পশ্যন্তো মুক্তাশ্চৈব ভবন্তি তে ॥ ৩৯ ॥
মাং বিষ্ণোর্ব্ব্যতিরিক্তং যে ব্রহ্মাণশ্চ দ্বিজোত্তম।
ভজন্তে পাপকর্ম্মাণস্তে যান্তি নরকং নরাঃ ॥ ৪০ ॥
যে বেদমার্গনির্ম্মুক্তাস্তেষাং মোহার্থমেব চ।
নয়সিদ্ধান্তসংজ্ঞাভির্ম্ময়া শাস্ত্রন্তু দর্শিতম্ ॥ ৪১ ॥
পাপোঽয়ং পশুভাবানাং রৌদ্রং বেদবিবর্জ্জিতং।
তদ্ধি পাশুপতং নাম শাস্ত্রং পতনকারণং ॥ ৪২ ॥
বেদমূর্ত্তিরহং বিপ্র নান্যথা শাস্ত্রবেদিভিঃ।
জ্ঞায়তে মৎস্বরূপন্তু বেদবাদৈ দুরাত্মভিঃ ॥ ৪৩ ॥
বেদবেদ্যোঽস্মি বিপ্রর্ষে ব্রাহ্মণৈশ্চ বিশেষতঃ।
যুগানি ত্রীণ্যহং বিপ্র ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথৈব চ ॥ ৪৪ ॥
ত্রয়োঽপি সত্ত্বাদিগুণাস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়ঃ সন্ধ্যাস্ত্রয়ো বর্ণাস্তথৈব চ ॥ ৪৫ ॥

সবনানি তু তাবন্তি ত্রিধা বদ্ধমিদং জগৎ।
য এবং বেত্তি বিপ্রর্ষে পরং নারায়ণং তথা ॥ ৪৬ ॥
অপরং পদ্মযোনিস্তু ব্রহ্মাণং ত্বপরস্তু মাম্।
গুণতো মুখতস্ত্বেক এবং মোহ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ।

এবমুক্তাস্ততো দেবা ঋষয়শ্চ পিনাকিনা।
অহঞ্চ নৃপতে তস্য দেবস্য প্রণতোঽভবম্ ॥ ১ ॥
প্রণম্য শিরসা দেবং যাবৎপশ্যামি হে নৃপ।
তাবত্তস্যৈব রুদ্রস্য দেহস্থং কমলাসনম্ ॥ ২ ॥
নারায়ণঞ্চ হৃদয়ে ত্রসরেণুসুসূক্ষ্মকম্।
জ্বলদ্ভাস্করবর্ণাভং পশ্যামি ভবদেহতঃ ॥ ৩ ॥
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ সর্ব্বে যাজকা ঋষয়োঽভবন্।
জয়শব্দরবাংশ্চক্রুঃ সামঋগ্যজুষাং স্বনম্ ॥ ৪ ॥
কৃত্বোচুস্তং তদা দেবং কিমিদং পরমেশ্বরম্।
একস্যামেব মূর্ত্তৌ তে লক্ষ্যন্তে ত্রিমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৫ ॥

রুদ্র উবাচ।

যজ্ঞেঽস্মিন্ যদ্ধুতং হব্যং মামুদ্দিশ্য মহর্ষয়ঃ।
তে ত্রয়োঽপি বয়ং ভাগং গৃহ্ণীমঃ কবিসত্তমাঃ ॥ ৬ ॥

নাস্মাকং বিবিধো ভাবো বর্ত্ততে মুনিসত্তমাঃ।
সম্যগ্‌দৃশঃ প্রপশ্যন্তি বিপরীতেষ্বনেকশঃ ॥ ৭ ॥
এবমুক্তে তু রুদ্রেণ সর্ব্বে তে মুনয়ো নৃপ।
পপ্রচ্ছুঃ শঙ্করং দেবং মোহশাস্ত্রপ্রয়োজনম্ ॥ ৮ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

মোহনার্থন্তু লোকানাং ত্বয়া শাস্ত্রং পৃথক্কৃতম্।
তত্ত্বয়া হেতুনা কেন কৃতং দেব বদস্ব নঃ ॥ ৯ ॥

রুদ্র উবাচ।

অস্ত্যেকং ভারতে বর্ষে বনং দণ্ডকসংজ্ঞিতম্।
তত্র তীব্রন্তপো ঘোরং গৌতমো নাম বৈ দ্বিজঃ ॥১০॥
চকার তস্য ব্রহ্মা তু পরিতোষং গতঃ প্রভুঃ।
উবাচ তং মুনিং ব্রহ্মা বরং বৃণু তপোধন ॥ ১১ ॥
এবমুক্তস্তদা তেন ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
উবাচ শস্যপংক্তির্মে ধান্যানাং দেহি সঙ্গতা।
এবমুক্তো দদৌ তস্য তমেবার্থং পিতামহঃ ॥ ১২ ॥
লব্ধ্বা তু তং বরং বিপ্রঃ শতশৃঙ্গে মহাশ্রমম্।
চকার তস্যোষসি চ পাকান্তে শালয়ো দ্বিজ ॥ ১৩ ॥
লূয়ন্তে তেন মুনিনা মধ্যাহ্নে পচ্যতে তথা।
সর্ব্বাতিথ্যমসৌ বিপ্রো ব্রাহ্মণেভ্যো দদাত্যলম্ ॥ ১৪।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মহতী দ্বাদশাব্দিকা।
অনাবৃষ্টির্দ্বিজবর অভবল্লোমহর্ষণী ॥ ১৫ ॥
তাং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে অনাবৃষ্টিং বনেচরাঃ।
ক্ষুধয়া পীড্যমানাশ্চ প্রযযুর্গৌতমং তদা ॥ ১৬ ॥
অথ তানাগতান্ দৃষ্ট্বা গৌতমঃ শিরসা নতঃ।

উবাচ স্থীয়তাং মহ্যং গৃহে মুনিবরাত্মজাঃ ॥ ১৭ ॥
এবমুক্তাস্তু তে তেন তস্থুর্ব্বিবিধভোজনম্।
ভুঞ্জমানা অনাবৃষ্টির্যাবৎ সা নিঃসৃতাঽভবৎ ॥ ১৮ ॥
নিবৃত্তায়াঞ্চ তে তস্যামনাবৃষ্ট্যাস্তু তে দ্বিজাঃ।
তীর্থযাত্রানিমিত্তন্তু প্রযাতমনসোঽভবন্ ॥ ১৯ ॥
তত্র শাণ্ডিল্যনামানং তাপসং মুনিসত্তমম্।
প্রত্যুবাচেতি সঞ্চিন্ত্য মারীচঃ পরমো মুনিঃ ॥ ২০ ॥

মারীচ উবাচ।

শাণ্ডিল্য শোভনং বক্ষ্যে পিতা তে গৌতমো মুনিঃ।
তমনুক্ত্বা ন গচ্ছামস্তপশ্চর্ত্তুং তপোবনম্ ॥ ২১ ॥
এবমুক্তেঽথ জহসুঃ সর্ব্বে তে মুনয়স্তথা।
কিমস্মাভিঃ স্বকোঽদেহো বিক্রীতোঽস্যান্নভক্ষণাৎ ॥২২॥
এবমুক্ত্বা পুনশ্চোচুঃ সোপাধিং গমনম্প্রতি।
কৃত্বা মায়াময়ীঙ্গাস্তু তচ্ছালায়াং ব্যসর্জ্জয়ন্ ॥ ২৩ ॥
তাং চরন্তীং ততো দৃষ্টা শালায়াং গৌতমো মুনিঃ।
গৃহীত্বা সলিলং পাণৌ জহীতি প্রত্যুবাচ হ।
ততো মায়াময়ী সা গৌঃ পপাত জলবিন্দুভিঃ ॥ ২৪ ॥
নিহতাং তাং ততো দৃষ্টা মুনিং জিগমিষুংস্তথা।
উবাচ গৌতমো ধীমাংস্তান্ মুনীন্ প্রণতঃ স্থিতঃ ॥ ২৫ ॥
কিমর্থং গম্যতে বিপ্রাঃ সাধু শংসত মা চিরম্।
মাং বিহায় সদা ভক্তং প্রণতঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

গোবধ্যেয়মিহ ব্রহ্মন্ যাবত্তবশরীরতঃ।
তাবদত্র ন ভুঞ্জামো ভবতোঽন্নং মহামুনে ॥ ২৭ ॥

এবমুক্তো গৌতমস্তু তান্ মুনীন্ প্রাহ ধর্ম্মবিৎ।
প্রায়শ্চিত্তং গোবধ্যায়া দীয়তাং মে তপোধনাঃ ॥ ২৮ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

ইয়ং গৌরমৃতা ব্রহ্মন্ মূর্চ্ছিতৈব ব্যবস্থিতা।
গঙ্গাজলপ্লুতা চেয়মুত্থাস্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥
প্রায়শ্চিত্তং মৃতায়াঃ স্যাদমৃতায়াস্তু কা ক্রিয়া।
ব্রহ্মংস্ত্বং মা কৃথাঃ কোপমিত্যুক্ত্বা প্রযযুস্তু তে ॥ ৩০ ॥
গতৈস্তৈর্গৌতমো ধীমান্ হিমবন্তং মহাগিরিম্।
মামারাধয়িতুঃ প্রায়াত্তপ্তুঞ্চাশু মহাতপঃ ॥ ৩১ ॥
শতমেকন্তু বর্ষাণামহমারাধিতোঽভবম্।
তুষ্টেন চ ময়া প্রোক্তো বরং বরয় সুব্রত ॥ ৩২ ॥
সোঽব্রবীন্মাং জটাসংস্থাং দেহি গঙ্গাং তপস্বিনীম্।
ময়া সার্দ্ধং প্রয়াত্বেবা পুণ্যা ভাগীরথী নদী ॥ ৩৩ ॥
এবমুক্তে জটাখণ্ডমেকং স প্রদদৌ শিবঃ।
তাং গৃহ্য গতবান্ সোঽপি যত্রাস্তে সা তু গৌর্মৃতা ॥৩৪॥
তজ্জলপ্লাবিতা সা গৌর্গতা চোত্থায় ভামিনী।
নদী চ মহতী জাতা পুণ্যতোয়া শুচিহ্রদা ॥ ৩৫ ॥
তং দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং তত্র সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ।
আজগ্মুশ্চ বিমানস্থাঃ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ ॥ ৩৬ ॥
সাধু গৌতম সাধূনাং কোঽস্তি বা সদৃশং তব।
যদেবং জাহ্নবী দেবী দণ্ডকে চাবতারিতা ॥ ৩৭ ॥
এবমুক্তস্তদা তৈস্তু গৌতমঃ কিমিদং ত্বিতি।
গোবধ্যাকারণং মহ্যং তাবৎপশ্যতি গৌতমঃ ॥ ৩৮ ॥
ঋষীণাং মায়য়া সর্ব্বমিদং জাতং বিচিন্ত্য বৈ।

শশাপ তাঞ্জটাভস্মমিথ্যাব্রতধরাংস্তথা।
ভবিষ্যথ ত্রয়ীবাহ্যা বেদকর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥ ৩৯॥
তৎ শ্রুত্বা ক্রূরবচনং গৌতমস্য মহামুনেঃ।
ঊচুঃ সপ্তর্ষয়ো নৈবং সর্ব্বকালং দ্বিজোত্তম॥ ৪০॥
এবন্তু কিন্তু তে বাক্যং মোঘং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
যদি নাম কলৌ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৪১॥
উপকারিণি এতে হি অপকর্ত্তার এব তু।
ইত্থম্ভূতা অপি কলৌ মুক্তিভাজো ভবন্তু তে॥ ৪২॥
ত্বদ্বাক্যবহ্নিনির্দ্দগ্ধাঃ সদা কলিযুগে দ্বিজাঃ।
ভবিষ্যন্তি ক্রিয়াহীনা বেদকর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥ ৪৩॥
অস্যাশ্চ গোস্বরূপেণ নদী গোদাবরীতি চ।
এতাং প্রাপ্য কলৌ ব্রহ্মন্ গান্দদন্তি জনাশ্চ যে।
যথাশক্ত্যা তু দানানি মোদন্তে ত্রিদশৈঃ সহ॥ ৪৪॥
সিংহস্থে চ গুরৌ তত্র যো গচ্ছতি সমাহিতঃ।
স্নাত্বা চ বিধিনা তত্র পিতৄংস্তর্পয়তে তথা॥ ৪৫॥
স্বর্গং গচ্ছন্তি পিতরো নিরয়ে পতিতা অপি।
স্বর্গস্থাঃ পিতরস্তস্য মুক্তিভাজো ন সংশয়ঃ।
ত্বং খ্যাতিং মহতীং প্রাপ্য মুক্তিং যাস্যসি শাশ্বতীম্॥ ৪৬॥
এবমুক্ত্বাথ মুনয়ো যযুঃ কৈলাশপর্ব্বতম্।
যত্রাহমুময়া সার্দ্ধং সদা তিষ্ঠামি সত্তমাঃ॥ ৪৭॥
ঊচুর্ম্মাস্তে চ মুনয়ো ভবিতারো দ্বিজোত্তমাঃ।
কলৌ ত্বদ্রূপিণঃ সর্ব্বে জটামুকুটধারিণঃ॥ ৪৮॥
স্বেচ্ছয়া প্রেতবেষাশ্চ মিথ্যালিঙ্গধরাঃ প্রভো।
তেষামনুগ্রহার্থায় কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রং প্রদীয়তাম্।

যে চাস্মদ্বংশজাঃ সর্ব্বে বর্ত্তেয়ুঃ কলিপীড়িতাঃ ॥ ৪৯ ॥
এবমভ্যর্থিতৈস্তৈস্তু পুরাহং দ্বিজসত্তম।
বেদক্রিয়াসমাযুক্তাং কৃতবানস্মি সংহিতাম্ ॥ ৫০ ॥
নিঃশ্বাসাখ্যাং ততস্তস্যাং লীনা বাভ্রব্যশাণ্ডিলাঃ।
অল্পাপরাধং শ্রুত্বৈব গতাস্তে দাম্ভিকাভবন্ ॥ ৫১ ॥
ময়ৈব মোহিতাস্তে তু ভবিষ্যজ্জানতা দ্বিজাঃ।
লোভার্থিনঃ স্বশাস্ত্রাণি করিষ্যন্তি কলৌ নরাঃ ॥ ৫২ ॥
নিশ্বাসসংহিতায়া হি লক্ষমাত্রং প্রমাণতঃ।
সৈব পাশুপতী দীক্ষা যোগঃ পশুপতেস্তথা ॥ ৫৩ ॥
এতস্মাদ্বেদমার্গাদ্ধি যদন্যদিহ জায়তে।
তৎক্ষুদ্রকর্ম্ম বিজ্ঞেয়ং রৌদ্রং শৌচবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৪ ॥
যে রুদ্রমুপজীবন্তি কলৌ বৈদান্তিকা নরাঃ।
লোভার্থিনঃ স্বশাস্ত্রাণি করিষ্যন্তি কলৌ নরাঃ।
উচ্ছুষ্মরুদ্রাস্তে জ্ঞেয়া নাহন্তেষু ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥
ভৈরবেণ স্বরূপেণ দেবকার্য্যে যদা পুরা।
নর্ত্তিতস্তু ময়া সোঽয়ং সম্বন্ধঃ ক্রূরকর্ম্মণাম্ ॥ ৫৬ ॥
ক্ষয়ং নিনীষতা দৈত্যান্ সোঽট্টহাসো ময়া কৃতঃ।
যঃ পুরা তত্র যে মহ্যাং পতিতা অশ্রুবিন্দবঃ।
অসংখ্যাতাস্তু তে রৌদ্রা ভবিতারো মহীতলে ॥ ৫৭ ॥
উচ্ছুষ্মনিরতা রৌদ্রাঃ সুরামাংসপ্রিয়াঃ সদা।
স্ত্রীলোলাঃ পাপকর্ম্মাণঃ সম্ভূতা ভূতলেষু তে।
তেষাং গৌতমশাপাদ্ধি ভবিষ্যন্ত্যন্বয়ে দ্বিজাঃ ॥ ৫৮ ॥
তেষাং মচ্ছাসনরতাঃ সদাচারাশ্চ যে দ্বিজাঃ।
স্বর্গঞ্চৈবাপবর্গঞ্চ ইত্যুক্ত্বা সংশয়াৎ পুরা।

বৈদান্তিকাঽধো যাস্যন্তি মম সন্ততিদূষকাঃ ॥ ৫৯ ॥
প্রাগ্‌গৌতমোঽগ্নিনা দগ্ধাঃ পুনর্মদ্বচনাদ্দ্বিজাঃ।
নরকন্তু গমিষ্যন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬০ ॥

রুদ্র উবাচ।

এবং ময়া ব্রহ্মসুতাঃ প্রোক্তা জগ্মুর্যথাগতম্।
গৌতমোঽপি স্বকং গেহং জগামাশু তপোধনঃ ॥ ৬১ ॥
এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা ময়া ধর্ম্মস্য লক্ষণম্।
এতস্মাদ্বিপরীতো যঃ স পাষণ্ডরতোঽভবৎ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকর্ত্তারং ভবং রুদ্রং পুরাতনম্।
প্রণম্য প্রযতোঽগস্ত্যঃ পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

ভবান্ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ত্রয়মেতত্ত্রয়ী স্মৃতা।
দীপোঽগ্নির্দীপসংযোগৈঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বগঃ ॥ ২
কস্মিন্ প্রধানো ভগবান্ কালে কস্মিন্নধক্ষজঃ।
ব্রহ্মা বা এতদাচক্ষ্ব মম দেব ত্রিলোচন ॥ ৩ ॥

রুদ্র উবাচ।

বিষ্ণুরেব পরং ব্রহ্ম ত্রিভেদমিহ পদ্যতে।

বেদসিদ্ধান্তমার্গেষু তন্ন জানন্তি মোহিতাঃ ॥ ৪ ॥
বিশ প্রবেশনে ধাতুস্তত্র স্নু প্রত্যয়াদনু।
বিষ্ণুর্যঃ সর্ব্বদেবেষু পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৫ ॥
যোঽয়ং বিষ্ণুর্দ্দশধা কীর্ত্ত্যতে চৈকধা দ্বিজাঃ।
স আদিত্যো মহাভাগ যোগৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ ॥ ৬ ॥
যো দেবকার্য্যাণি সদা কুরুতে পরমেশ্বরঃ।
মনুষ্যভাবমাশ্রিত্য স মাং স্তৌতি যুগে যুগে ॥ ৭ ॥
লোকমার্গপ্রবৃত্ত্যর্থং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
অহঞ্চ তৌ সদা স্তৌমি শ্বেতদ্বীপে কৃতে যুগে ॥ ৮ ॥
সৃষ্টিকালে চতুর্ব্বক্ত্রং স্তৌমি কালো ভবামি চ।
ব্রহ্মা দেবাসুরাঃ স্তৌতি মাং সদা তু কৃতে যুগে ॥৯॥
লিঙ্গমূর্ত্তিঞ্চ মাং দেবা যজন্তে ভোগকাঙ্ক্ষিণঃ।
সহস্রশীর্ষকং দেবং মনসা তু মুমুক্ষবঃ।
যজন্তে যং স বিশ্বাত্মা দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ১০ ॥
ব্রহ্মযজ্ঞেন যে নিত্যং যজন্তে দ্বিজসত্তম।
তে ব্রহ্মাণং প্রীণয়ন্তি বেদো ব্রহ্মা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১ ॥
নারায়ণঃ শিবো বিষ্ণুঃ শঙ্করঃ পুরুষোত্তমঃ।
এতেষু নামভির্ব্রহ্ম পরং প্রোক্তং সনাতনম্ ॥ ১২ ॥
কর্ম্মবেদযুজাং বিপ্র ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহেশ্বরঃ।
বয়ং ত্রয়োঽপি মন্ত্রাদ্যা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৩ ॥
অহং বিষ্ণুস্তথা বেদা ব্রহ্মকর্ম্মাণি চাপ্যত।
এতত্ত্রয়ন্ত্বেকমেব ন পৃথগ্ভাবয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৪ ॥
যোঽন্যথা ভাবয়েদেতৎ পক্ষপাতেন সুব্রত।
স যাতি নরকং ঘোরং তেনৈবং পাপপূরুষঃ ॥ ১৫ ॥

অহং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ঋগ্যজুঃ সাম এব চ।
নৈতস্মিন্ ভেদমপ্যস্তি সর্ব্বেষাং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে প্রকৃতিপুরুষনির্ণয়ে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

শৃণু চান্যদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৌতূহলসমন্বিতম্।
পূর্ব্বানুভূতং সলিলে মগ্নেন মুনিপুঙ্গব ॥ ১ ॥
ব্রহ্মণাহং পুরা সৃষ্টঃ প্রোক্তশ্চ সৃজ বৈ প্রজাঃ।
অবিজ্ঞানাদসামর্থ্যান্নিমগ্নোঽহং জলে দ্বিজ ॥ ২ ॥
তত্র যাবৎক্ষণঞ্চৈকং তিষ্ঠামি পরমেশ্বরম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষং ধ্যায়ন্ প্রযতমানসঃ ॥ ৩ ॥
তাবজ্জলাৎসমুত্তস্থুঃ প্রভয়াগ্নিসমপ্রভাঃ।
পুরুষা দশ চৈকশ্চ তাপয়ন্তোঽংশুভির্জ্জলম্ ॥ ৪ ।
ময়া পৃষ্টাঃ কে ভবন্তো জলাদুত্তীর্য্য তেজসা।
তাপয়ন্তো জলঞ্চেদং ক্ব বা যাস্যথ শংসত ॥ ৫ ॥
এবমুক্তা ময়া তে তু নোচুঃ কিঞ্চন সত্তমাঃ।
এবমেব গতাস্তূষ্ণীন্তে নরা দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৬ ॥
ততস্তেষামনু মহাপুরুষোঽতীব শোভনঃ।
স তস্মিন্মেঘসঙ্কাশঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ ॥ ৭ ॥
তমহং পৃষ্টবান্ কস্ত্বং কে চেমে পুরুষা গতাঃ।
কিং বা প্রয়োজনমিহ কথ্যতাং পুরুষর্ষভ ॥ ৮ ॥

পুরুষ উবাচ।

য এতে বৈ গতাঃ পূর্ব্বং পুরুষা দীপ্ততেজসঃ।
আদিত্যাস্তে ত্বরন্যাস্তি ধ্যাতা বৈ ব্রহ্মণাভবন্॥ ৯॥
সৃষ্টিং সৃজতি বৈ ব্রহ্মা তদর্থং যান্ত্যমী নরাঃ।
প্রতিপালায় তস্যাস্তু সৃষ্টের্দ্দেব ন সংশয়ঃ॥ ১০॥

শম্ভুরুবাচ।

জানীয়াং ভগবন্ কথং মহাপুরুষসত্তমম্।
ভবেতি নাম্না তৎসর্ব্বং কথয়স্ব পরোহ্যহম্॥ ১১॥
এবমুক্তস্তু রুদ্রেণ স পুমান্ প্রত্যভাষত।
অহং নারায়ণো দেবো জলশায়ী সনাতনঃ॥ ১২॥
দিব্যং চক্ষুর্ভবতি বৈ তব মাং পশ্য যত্নতঃ।
এবমুক্তস্তদা তেন যাবৎপশ্যাম্যহন্তু তম্॥ ১৩॥
তাবদঙ্গুষ্ঠমাত্রন্তু জ্বলদ্ভাস্করতেজসম্।
তমেবাহং প্রপশ্যামি তস্য নাভৌ তু পঙ্কজম্।
ব্রহ্মাণং তত্র পশ্যামি আত্মানঞ্চ তদঙ্কতঃ॥ ১৪॥
এবং দৃষ্ট্বা মহাত্মানং ততো হর্ষমুপাগতঃ।
তং স্তোতুং দ্বিজশার্দ্দূল মতির্মে সমজায়ত॥ ১৫॥
তস্যাং মতৌ তু জাতায়াং স্তোত্রেণানেন সুব্রত।
স্তুতো ময়া স বিশ্বাত্মা তপসা স্মৃতকর্ম্মণা॥ ১৬॥

রুদ্র উবাচ।

নমোঽস্ত্বনন্তায় বিশুদ্ধচেতসে
স্বরূপরূপায় সহস্রবাহবে।
সহস্ররশ্মিপ্রবরায় বেধসে
বিশালদেহায় বিশুদ্ধকর্ম্মণে॥ ১৭॥

সমস্তবিশ্বার্ত্তিহরায় শম্ভবে
সহস্রসূর্য্যানিলতিগ্মতেজসে।
সমস্তবিদ্যাবিধৃতায় চক্রিণে
সমস্তগীর্ব্বাণনুতে সদা নমঃ ॥ ১৮ ॥
অনাদিদেবাচ্যুত শেষশেখর
প্রভো বিভো ভূতপতে মহেশ্বর।
মরুৎপতে সর্ব্বপতে জগৎপতে
ভুবঃ পতে ভুবনপতে সদা নমঃ ॥ ১৯ ॥
জলেশ নারায়ণ বিশ্বশঙ্কর
ক্ষিতীশ বিশ্বেশ্বর বিশ্বলোচন।
শশাঙ্ক সূর্য্যাচ্যুত বীর বিশ্বগ
প্রতর্ক্যমূর্ত্তেঽমৃতমূর্ত্তিরব্যয় ॥ ২০ ॥
জ্বলদ্ধুতাশার্চ্চিবিরুদ্ধমণ্ডল
প্রপাহি নারায়ণ বিশ্বতোমুখ।
নমোঽস্তু দেবার্ত্তিহরামৃতাব্যয়
প্রপাহি মাং শরণগতং সদাচ্যুত ॥ ২১ ॥
বক্ত্রাণ্যনেকানি বিভো তবাহং
পশ্যামি নাভ্যাসনগং পুরাণম্।
ব্রহ্মাণমীশং জগতাং প্রসূতিং
নমোঽস্তু তুভ্যন্তু পিতামহায় ॥ ২২ ॥
সংসারচক্রভ্রমণৈরনেকৈ-
ক্বচিদ্ভবান্ দেববরাদিদেব।
সন্মার্গিভির্জ্ঞানবিশুদ্ধসত্ত্বৈ-
রুপাস্যতে কিম্প্রণমাম্যহং ত্বাম্ ॥ ২৩ ॥

একং ভবন্তং প্রকৃতেঃ পরস্তা-
দ্যো বেত্তি স সর্ব্ববিদাদিদেব।
গুণেষু তেষু প্রসভং বিবেদ্যো
বিশালমূর্ত্তির্হি সুসূক্ষ্মরূপঃ ॥ ২৪ ॥
বাহ্যাদিমার্গে বিগতেন্দ্রিয়োঽসি
কর্ম্মী ভবান্মে বিগতৈককর্ম্মা।
সংসারবাংস্ত্বং হি ন তাদৃশোঽসি
পুনঃ কথং দেববরাসি বেদ্যঃ ॥ ২৫ ॥
মূর্ত্তাদমূর্ত্তঞ্চ ন লভ্যতে পরং
যতো বপুর্দ্দেব বিশুদ্ধভাবৈঃ।
সংসারবিচ্ছিত্তিকরৈর্যজদ্ভি-
রতোঽবগীতোঽসি চতুর্ভুজস্ত্বম্ ॥ ২৬ ॥
পরং ন জানন্তি যতো বপুস্তে
দেবাদয়োঽপ্যদ্ভুতরূপধারিণঃ।
অতোঽবতারোক্ততনুং পুরাণ-
মারাধয়েয়ুঃ কমলাসনাদ্যাঃ ॥ ২৭ ॥
ন তে বপুর্ব্বিশ্বসৃগব্জযোনি-
রেকান্ততো বেদ মহানুভাবঃ।
পরন্ত্বহং বেদ্মি কবিং পুরাণং
ভবন্তমাদ্যন্তপসা বিশুদ্ধং ॥ ২৮ ॥
পদ্মাসনো মে জনকঃ প্রসিদ্ধ-
এবং প্রসিদ্ধাবসকৃৎ পুরাণৈঃ।
সম্বুধ্যতে নাথ ন মদ্বিধাঽপি
বিদুর্ভবন্তং তপসা বিহীনাঃ ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মাদিভিস্তৎপ্রবরৈরবোধ্যং
গন্ধর্ব্বদেবপ্রমুখাঃ সমস্তাঃ।
প্রবোদ্ধুমিচ্ছন্তি ন তেষু বুদ্ধি-
রুদারকীর্ত্তিষ্বপি বেদহীনা॥ ৩০॥
জন্মান্তরে বেদবিদাং বিবেক-
বুদ্ধির্ভবেন্নাথ তব প্রসাদাৎ।
ত্বল্লব্ধলাভস্য ন মানুষত্বং
ন দেবগন্ধর্ব্বগতিঃ শিবং স্যাৎ॥ ৩১॥
ত্বং বিশ্বরূপোঽসি ভবান্ সুসূক্ষ্মঃ
স্থূলোঽসি বেদ্যঃ কৃতকৃত্যতায়াঃ।
স্থূলঃ সুসূক্ষ্মঃ সুলভোঽসি দেব
ত্বদ্বাহ্যবৃত্ত্যা নরকে পতন্তি॥ ৩২॥
কিমুচ্যতে বা ভবতি স্থিতেঽস্মিন্
নাথে তু বস্বর্কমরুন্মহীভিঃ।
সত্ত্বৈঃ সতোয়ৈঃ সমরূপধারি-
ণ্যাত্মস্বরূপে বিততস্বভাবে॥ ৩৩॥
ইতি স্তুতির্মে ভগবাননন্ত
জুযস্ব ভক্তস্য বিশেষতশ্চ।
সৃষ্টিং সৃজস্বেতি তবোদিতস্য
সর্ব্বজ্ঞতাং দেহি নমোঽস্তু বিষ্ণো॥ ৩৪॥
চতুর্ম্মুখোবা যদি কোটিবক্ত্রো
ভবেন্নরঃ কোঽপি বিশুদ্ধচেতাঃ।
সতে গুণানাময়ুতৈকমংশং
বদেত্তদা দেববর প্রসীদ॥ ৩৫॥

সমাধিযুক্তস্য বিশুদ্ধচেতস
স্ত্বদ্ভাবভাবৈকমনোঽনুগস্য।
সদা হৃদিস্থোঽসি ভবন্নমস্তে
ন সর্ব্বগস্যাস্তি পৃথগ্‌ব্যবস্থা ॥ ৩৬ ॥
ইতি প্রকাশঙ্কৃতমেতদীশ
স্তবং ময়া সর্ব্বগতং বিশুদ্ধং।
সংসারচক্রক্রমণাদিযুক্তং
ভীতং প্রপাহ্যচ্যুত কেশব ত্বম্‌ ॥ ৩৭ ॥

বরাহ উবাচ।

ইতি স্তুতস্তদা দেবো রুদ্রেণামিততেজসা।
উবাচ বাক্যং সন্তুষ্টো মেঘগম্ভীরনিস্বনঃ ॥ ৩৮ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

বরং বরয় ভদ্রোঽস্তু দেবদেব উমাপতে।
ন ভেদশ্চাবয়োর্দ্দেব একাবাবামুভবাপি ॥ ৩৯ ॥

রুদ্র উবাচ।

ব্রহ্মণাহং নিযুক্তস্তু প্রজাঃ সৃজ ইতি প্রভো।
তত্র জ্ঞানং প্রযচ্ছস্ব ত্রিবিধং ভূতভাবনঃ ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

সর্ব্বজ্ঞস্ত্বন্ন সন্দেহো জ্ঞানরাশিঃ সদাতনঃ।
দেবানাঞ্চ পরং পূজ্যঃ সর্ব্বথা ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৪০ ॥
এবমুক্তঃ পুনর্ব্বাক্যমুবাচোমাপতিস্তদা।
অন্যং দেহি বরং দেব প্রসিদ্ধং সর্ব্বজন্তুষু ॥ ৪১ ॥
মূর্ত্তো ভূত্বা ভবানেব মামারাধয় কেশব।
মাং বহস্ব স দেবেশ বরং মত্তো গৃহাণ চ।

যেন ত্বং সর্ব্বদেবানাং পূজ্যাৎপূজ্যতরো ভব ॥ ৪২ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

দেবকার্য্যাবতারেষু মানুষত্বমুপাগতঃ।
ত্বামেবারাধয়িষ্যামি ত্বঞ্চ মে বরদো ভব ॥ ৪৩ ॥
যত্ত্বয়োক্তং বহস্বেতি দেবদেব উমাপতে।
সোঽহং বহামি দেব ত্বাং মেঘো ভূত্বা শতং সমাঃ ॥৪৪॥
এবমুক্ত্বা হরির্মেঘঃ স্বয়ং ভূত্বা মহেশ্বরম্।
উজ্জহার জলাত্তস্মাদ্বাক্যং দেবমুবাচ হ ॥ ৪৫ ॥
য এতে দশ চৈকশ্চ পুরুষাঃ প্রাকৃতাঃ প্রভো।
তে বৈরাজা মহীং যাতা আদিত্যা ইতি সংজ্ঞিতাঃ ॥৪৬॥
মদংশো দ্বাদশো যস্তু বিষ্ণুনামা মহীতলে।
অবতীর্ণো ভবস্তস্তু আরাধয়তি শঙ্কর ॥ ৪৭ ॥
এবমুক্ত্বা স্বকাদংশাৎ সৃষ্টাদিত্যং ঘনং তথা।
নারায়ণঃ শব্দবচ্চ ন বিদ্মঃ ক্ক লয়ং গতঃ ॥ ৪৮ ॥

রুদ্র উবাচ।

এবমেষ হরির্দ্দেবঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বভাবনঃ।
বরদোঽভূৎ পুরা মহ্যং তেনাহং দেবদেবতঃ।
নারায়ণাৎপরো দেবো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥
এতদ্রহস্যং বেদানাং পুরাণানাঞ্চ সত্তম।
ময়া বঃ কীর্ত্তিতং সর্ব্বং যথা বিষ্ণুরিহেজ্যতে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু ত্রয়ঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

পুনস্তে ঋষয়ঃ সর্ব্বে তং পপ্রচ্ছুঃ সনাতনম্।
রুদ্রং পুরাণপুরুষং শাশ্বতং ক্রতুমব্যয়ম্।
বিশ্বরূপমজং শম্ভুং ত্রিনেত্রং শূলপাণিনম্॥ ১॥

ঋষয় উচুঃ।

ত্বং পরঃ সর্ব্বদেবানামস্মাকঞ্চ সুরেশ্বর।
পৃচ্ছামস্তেন ত্বাং প্রশ্নমেকং তদ্বক্তুমর্হসি॥ ২॥
ভূমিপ্রমাণং সংস্থানং পর্ব্বতানাঞ্চ বিস্তরম্।
অস্মাকং ব্রূহি কৃপয়া দেবদেব উমাপতে॥ ৩॥

রুদ্র উবাচ।

সর্ব্বস্বেব পুরাণেষু ভূর্লোকঃ পরিকীর্ত্ত্যতে।
ইদানীঞ্চ প্রবক্ষ্যামি সমাসাদ্বঃ ক্ষমাতলম্।
তন্নিবোধত ধর্ম্মজ্ঞা গদতো মম সত্তমাঃ॥ ৪॥

যোঽসৌ সকলবিদ্যাববোধিত পরমাত্মরূপী বিগতকল্মষঃ শরমাণুরচিন্ত্যাত্মা নারায়ণঃ সকললোকালোকব্যাপী পীতাম্বরোরুবক্ষঃক্ষিতিধরো গুণতঃ সূচ্যেত (তমস্ত্বপ্রপঞ্চমদীর্ঘমহ্রস্বমকৃশমলোহিতমিত্যেবমাদ্যোপলক্ষিতবিজ্ঞানমাত্ররূপঃ) স ভগবাংস্ত্বপ্রকারঃ সত্ত্বরজস্তমোদ্রিক্তঃ সলিলং সসর্জ্জ। তৎসৃষ্টা আদিপুরুষঃ পরমেশ্বরো নারায়ণঃ সকলজগন্ময়ঃ সর্ব্বময়ো দেবময়ো যজ্ঞময় আপোময় আপোমূর্ত্তির্যোগনিদ্রয়া সুপ্তস্য তস্য নাভৌ তদব্জং নিঃসসার। তস্মিন্ সকলবেদনিধিরচিন্ত্যাত্মা গরমেশ্বরো ব্রহ্মা প্রজাপতিরভবৎ। স চ সনকসনন্দ-

সনাতনসনৎকুমারাদীন্ জ্ঞানধর্ম্মিণঃ পূর্ব্বমুৎপাদ্য পশ্চান্মনুং স্বায়ম্ভুবং মরীচ্যাদীন্দক্ষান্ত্যান্ সসর্জ্জ। যঃ স্বায়ম্ভুবো মনুর্ভগবতা সৃষ্টস্তস্মাদারভ্য ভুবনস্যাতিবিস্তরো বর্ণ্যতে। তস্য চ মনোর্দ্বৌ পুত্রৌ বভূবতুঃ প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ।

প্রিয়ব্রতস্য দশ পুত্রাঃ বভূবুঃ, অগ্নীধ্রোঽগ্নিবাহুর্মেধো মেধাতিথির্ধ্রুবো জ্যোতিষ্মান্ দ্যুতিমান্ হব্যোবপুষ্মান্ সবনান্তাঃ। স চ প্রিয়ব্রতঃ সপ্তদ্বীপেষু সপ্তপুত্রান্ স্থাপয়ামাস। তত্র চাগ্নীধ্রং জম্বুদ্বীপেশ্বরং চক্রে শাকদ্বীপেশ্বরং মেধাতিথিং জ্যোতিষ্মন্তং ক্রৌঞ্চে দ্যুতিমন্তং শাল্মলৌ গোমেধেশ্বরং হব্যং বপুষ্মন্তং প্লক্ষদ্বীপেশ্বরং পুষ্করাধিপতিং সবনমিতি। পুষ্করেশস্যাপি সবনস্য দ্বৌ পুত্রৌ কুমুদধাতকৌ অভবতাম্। তয়োর্নাম্না তৌ দেশৌ ব্যবস্থিতৌ ধাতকে ধাতকীখণ্ডং কুমুদস্য চ কৌমুদম্। শাল্মলাধিপতেরপি বপুঃষ্মতস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ স্যুঃ কুশবৈদ্যুতজীমূতনামানস্তেষাং নাম্না তে দেশা জাতাঃ। তথা চ শাল্মল্যধিপতের্দ্যুতিমতঃ সপ্ত পুত্রাঃ কুশলো মনুজশ্চোষ্ণঃ পীবরোব্যাধকারকমুনির্দুন্দুভিশ্চেতি তন্নাম্না সপ্ত মহাদেশনামানি। ক্রৌঞ্চাধিপতের্জ্যোতিষ্মতঃ সপ্ত পুত্রাঃ। উদ্ভিদো বেণুমাংশ্চৈব রথোপলং মনো ধৃতিঃ প্রভাকরঃ কপিল ইতি তত্তন্নামানি বর্ষাণি দ্রষ্টব্যানি। শাকাধিপস্যাপি মেধাতিথেঃ সপ্ত পুত্রা নামভিঃ শান্তোভয়ঃশিশিরঃসুখোদমনঃক্ষেমকোধ্রুব ইতি। তন্নামান্যেব বর্ষাণি। এবং জম্বূদ্বীপেশ্বরস্যাপি অগ্নীধ্রস্য নাভিপ্রভৃতয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। তস্য চ নাভের্হিমবন্তং হেমকূটং কিম্পুরুষং নৈষধং হরিবর্ষং মেরুমধ্যমিলাবৃতং নীলং রম্যকং শ্বেতং হিরণ্ময়মুত্তরঞ্চ শৃঙ্গবতঃ কুরবো মাল্যবন্তং

ভদ্রাশ্বং গন্ধমাদনম্ কেতুমালঞ্চেতি। এবং স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ভুবনপ্রতিষ্ঠা কল্পে কল্পে চৈবমেব সপ্তসপ্তপার্থিবৈঃ ক্রিয়তে ভূমেঃ পালনং ব্যবস্থানঞ্চ। এষ স্বভাবঃ কল্পস্য সদা ভবতীতি। অত্র নাভেঃ সর্গং কথয়ামি, নাভির্ম্মেরুদেব্যাং পুত্রমজনয়দৃষভ-নামানং, তস্য ভরতো জজ্ঞে পুত্রশ্চ তাবদগ্রজঃ, তস্য ভরতস্য পিতা ঋষভঃ হেমাদ্রের্দ্দক্ষিণং বর্ষং মহদ্ভারতং নাম শশাস। ভরতস্য পুত্রঃ সুমতিস্তস্য রাজ্যং দত্ত্বা সোঽপি বনং যযৌ। সুমতেস্তেজস্তৎপুত্রঃ সৎসুতস্তস্যাঽপীন্দ্রদ্যুম্নস্তস্যাপি পরমেষ্ঠী তস্য প্রতিহর্ত্তা, তস্য নিখাতঃ, নিখাতস্য উন্নেতা, উন্নেতুরপ্য-ভাবস্তস্যোদ্গাতা, তস্য প্রস্তোতা, প্রস্তোতুর্ব্বিভুর্ব্বিভোঃ পৃথুঃ পৃথোরনন্তঃ, অনন্তস্য গয়ঃ, গয়স্য নয়স্তস্য বিরাট্, তস্য মহাবীর্য্যস্য সুধীমান্।

তস্য পুত্রশতং জজ্ঞে তেনেমা বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ।
তৈরিদং ভারতং বর্ষং সপ্তদ্বীপং সমাঙ্কিতম্।
তেষাং বংশপ্রসূত্যা তু ভুক্তেয়ং ভূমিরুত্তমা॥ ৫॥
কৃতত্রেতাদিসংখ্যাতা যুগাখ্যা হ্যেকসপ্ততিঃ।
ভুবনস্য প্রসঙ্গেন মন্বন্তরমিদং শুভম্।
স্বায়ম্ভুবঞ্চ কথিতমপরং যন্নিবোধত॥ ৬॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু ভুবনকোশে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি জম্বুদ্বীপং যথাতথম্।
সংখ্যা চাপি সমুদ্রাণাং দ্বীপানাঞ্চৈব বিস্তরম্॥ ১॥
যাবন্তি চৈব বর্ষাণি তেষু নদ্যশ্চ যাঃ স্মৃতাঃ।
মহাভূতপ্রমাণঞ্চ গতিঞ্চন্দ্রার্কয়োঃ পৃথক্॥ ২॥
দ্বীপভেদসহস্রাণি সপ্তস্বন্তর্গতানি চ।
ন শক্যন্তে ক্রমেণেহ বক্তুং যৈর্ব্বিততং জগৎ॥ ৩॥
সপ্ত দ্বীপান্ প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রাদিত্যগ্রহৈঃ সহ।
যেষাং মনুষ্যাস্তর্কেণ প্রমাণানি প্রচক্ষতে॥ ৪॥
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ সাধয়েৎ।
প্রকৃতেশ্চ পরং যত্তু তদচিন্ত্যং বিভাব্যতে॥ ৫॥
নববর্ষং প্রবক্ষ্যামি জম্বুদ্বীপং যথাতথম্।
বিস্তারং মণ্ডলঞ্চৈব যোজনৈস্তন্নিবোধত॥ ৬॥
শতমেকং সহস্রাণাং যোজনানাং সমন্ততঃ।
নানাজনপদাকীর্ণং যোজনৈর্ব্বিবিধৈঃ শুভৈঃ॥ ৭॥
সিদ্ধচারণসঙ্কীর্ণৈঃ পর্ব্বতৈরুপশোভিতম্।
সর্ব্বধাতুপিনদ্ধৈশ্চ শিলাজালসমুদ্ভবৈঃ॥ ৮॥
পর্ব্বতপ্রভবাভিশ্চ নদীভিঃ সর্ব্বতশ্চিতম্।
জম্বুদ্বীপং পৃথু শ্রীমৎ সর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলম্॥ ৯॥
নবভিশ্চাবৃতং শ্রীমান্যত্রাস্তে ভূতভাবনঃ।
লবণেন সমুদ্রেণ সর্ব্বতঃ পরিবারিতঃ॥ ১০॥
জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারাৎ সমেন তু সমন্ততঃ।

তস্য প্রাগায়তা দীর্ঘাঃ ষড়েতে বর্ষপর্ব্বতাঃ।
উভয়ত্রাবগাহাশ্চ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ ॥ ১১ ॥
হিমপ্রায়শ্চ হিমবান্ হেমকূটশ্চ হেমবান্।
সর্ব্বত্র সুসুখশ্চাপি নিষধঃ পর্ব্বতো মহান্ ॥ ১২ ॥
চতুর্ব্বর্ণঃ সসৌবর্ণো মেরুশ্চোক্তো ময়া গিরিঃ।
বৃত্তাকৃতিরধস্তাচ্চ চতুরস্রঃ সমুত্থিতঃ ॥ ১৩ ॥
নানাবর্ণঃ সুপার্শ্বেষু প্রজাপতিগুণান্বিতঃ।
নানাবন্ধনসম্ভূতো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১৪ ॥
পূর্ব্বতঃ শ্বেতবর্ণস্তু ব্রাহ্মণ্যং তেন তস্য তৎ।
পীতশ্চ দক্ষিণেনাসৌ তেন বৈশ্যত্বমিষ্যতে ॥ ১৫ ॥
ভৃঙ্গপত্রনিভশ্চাসৌ পশ্চিমেন যতোঽথ সঃ।
তেনাস্য শূদ্রতা মেরোর্নানাত্বং তস্য বর্ণতঃ ॥ ১৬ ॥
পার্শ্বমুত্তরতস্তস্য রক্তবর্ণং বিভাব্যতে।
তেনাস্য ক্ষত্রভাবঃ স্যাদিতি বর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৭ ॥
বৃত্তঃ স্বভাবতঃ প্রোক্তো বর্ণতঃ পরিমাণতঃ।
নীলশ্চ বৈদূর্য্যময়ঃ শ্বেতঃশুক্লো হিরণ্ময়ঃ।
ময়ূরবর্হিবর্ণস্তু শাতকৌম্ভশ্চ শৃঙ্গবান্ ॥ ১৮ ॥
এতে পর্ব্বতরাজানঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ।
তেষামন্তরবিষ্কম্ভো নবসাহস্র উচ্যতে ॥ ১৯ ॥
মধ্যে ত্বিলাবৃতং নাম মহামেরো সমন্ততঃ।
তেনৈব তু সহস্রাণি বিস্তীর্ণঃ সর্ব্বতশ্চ সঃ ॥ ২০ ॥
মধ্যং তস্য মহামেরুর্ব্বিধূম ইব পাবকঃ।
বেদ্যর্দ্ধদক্ষিণং মেরোরুত্তরার্দ্ধং তথোত্তরম্ ॥ ২১ ॥
বর্ষাণি যানি ষট্ তত্র তেষান্তে বর্ষপর্ব্বতাঃ।

যোজনাগ্রন্তু বর্ষাণাং সর্ব্বেষাং তদ্বিধীয়তে ॥ ২২ ॥
দ্বে দ্বে বর্ষে সহস্রাণাং যোজনানাং সমুচ্ছ্রয়ঃ।
জম্বূদ্বীপস্য বিস্তারস্তেষামায়াম উচ্যতে ॥ ২৩ ॥
যোজনানাং সহস্রাণাং শতে দ্বে চাপি তৌ গিরী।
নীলশ্চ নিষধশ্চৈব তাভ্যাং হীনাশ্চ যে পরে।
শ্বেতশ্চ হেমকূটশ্চ হিমবাঞ্চ্ছৃবাংশ্চ যঃ ॥ ২৪ ॥
জম্বূদ্বীপপ্রমাণেন নিষধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাদ্দ্বাদশভাগেন হেমকূটঃ প্রহীয়তে।
হিমবান্ বিংশভাগেন হেমকূটাৎ প্রহীয়তে ॥ ২৫ ॥
অষ্টাংশাদ্ধিমবাঞ্চ্চৈল আয়তঃ পূর্ব্বপশ্চিমে।
দ্বীপস্য মণ্ডলীভাবাৎ হ্রাসবৃদ্ধী প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ২৬ ॥
বর্ষাণাং পর্ব্বতানাঞ্চ যথা চেমে তথোত্তরম্।
তেষাং মধ্যে জনপদাস্তানি বর্ষানি চৈব তৎ ॥ ২৭ ॥
প্রপাতবিষমৈস্তৈস্তু পর্ব্বতৈরাবৃতানি তু।
সন্ততানি নদীভেদৈরগম্যানি পরম্পরম্ ॥ ২৮ ॥
বসন্তি তেষু সত্ত্বানি নানাজাতীনি সর্ব্বশঃ।
এতদ্ধৈমবতং বর্ষং ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥ ২৯ ॥
হেমকূটে পরং যত্র নাম্না কিম্পুরুষোত্তমঃ।
হেমকূটাত্তু নিষধং হরিবর্ষস্তদুচ্যতে ॥ ৩০ ॥
হরিবর্ষাৎপরঞ্চৈব হেমপার্শ্বে ইলাবৃতম্।
ইলাবৃতাৎপরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্ ॥ ৩১ ॥
রম্যকাচ্চ পরং শ্বেতং বিশ্রুতং তদ্ধিরণ্ময়ম্।
হিরণ্ময়াৎপরঞ্চৈব শৃঙ্গবন্তং কুরু স্মৃতম্ ॥ ৩২ ॥
ধনুঃসংস্থে তু দ্বে বর্ষে বিজ্ঞেয়ে দক্ষিণোত্তরে।

দ্বীসানাং খলু চত্বারি চতুরস্রমিলাবৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
অর্ব্বাক্ চ নিষধস্যাথ বেদ্যর্দ্ধং দক্ষিণং স্মৃতম্।
পরং শৃঙ্গবতো যচ্চ বেদ্যর্দ্ধং হি তদুত্তরম্ ॥ ৩৪ ॥
বেদ্যর্দ্ধদক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে।
তয়োর্ম্মধ্যে তু বিজ্ঞেয়ো যত্র মেরুস্তিলাবৃতঃ ॥ ৩৫ ॥
আয়ামতশ্চতুস্ত্রিংশৎ সহস্রাণি প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য প্রতীচ্যাং বিজ্ঞেয়ঃ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ
আয়ামোচ্ছ্রায়বিস্তারাত্তুল্যো মাল্যবতা তু সঃ ॥ ৩৬ ॥
পরিমণ্ডলস্তয়োর্ম্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ।
চতুর্ব্বর্ণঃ স সৌবর্ণশ্চতুরস্রঃ সমুত্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥
অব্যক্তাদ্ধাতবঃ সর্ব্বে সমুৎপন্না জনাদয়ঃ।
অব্যক্তাৎ পৃথিবীপদ্মং মেরুস্তস্য চ কর্ণিকা ॥ ৩৮ ॥
চতুষ্পত্রং সমুৎপন্নং ব্যক্তপঞ্চগুণং মহৎ।
ততঃ সর্ব্বাঃ সমুৎপন্না বিততা হি প্রবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
অনেককল্পজীবদ্ভিঃ পুরুষৈঃ পুণ্যকারিভিঃ।
কৃতাত্মভির্ম্মহাত্মভিঃ প্রাপ্যতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪০ ॥
মহাযোগী মহাদেবো জগদ্ধ্যেয়ো জনার্দ্দনঃ।
সর্ব্বলোকগতোঽনন্তো ব্যাপকো মূর্ত্তিরব্যয়ঃ ॥ ৪১ ॥
ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্ম্মাংসমেদোঽস্থিসম্ভবা।
যোগিত্বাচ্চেশ্বরত্বাচ্চ সর্ব্বরূপধরো বিভুঃ ॥ ৪২ ॥
তন্নিমিত্তং সমুৎপন্নং লোকে পদ্মং সনাতনম্।
কল্পশেষস্য তস্যাদৌ কালস্য গতিরীদৃশী ॥ ৪৩ ॥
তস্মিন্ পদ্মে সমুৎপন্নো দেবদেবশ্চতুর্ম্মুখঃ।
প্রজাপতিপতির্দ্দেব ঈশানো জগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪৪ ॥

তস্য বীজনিসর্গং হি পুষ্করস্য যথার্থবৎ।
কৃৎস্নং প্রজানিসর্গেণ বিস্তরেণৈব বর্ণ্যতে ॥ ৪৫ ॥
তদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়ো যতো রত্নবিভূষিতা।
পদ্মাকারা সমুৎপন্না পৃথিবী সবনহ্রদা ॥ ৪৬ ॥
ততস্য লোকপদ্মস্য বিস্তরং সিদ্ধভাষিতম্।
বর্ণ্যমানং বিভাগেন ক্রমশঃ শৃণুত দ্বিজাঃ ॥ ৪৭ ॥
মহাবর্ষাণি খ্যাতানি চত্বার্য্যত্র চ সংস্থিতাঃ।
তত্র পর্ব্বতসংস্থানো মেরুর্নাম মহাবলঃ ॥ ৪৮ ॥
নানাবর্ণঃ স পার্শ্বেষু পূর্ব্বতঃ শ্বেত উচ্যতে।
পীতঞ্চ দক্ষিণে তস্য নীলবর্ণন্তু পশ্চিমে।
উত্তরং রক্তবর্ণন্তু তস্য পার্শ্বং মহাত্মনঃ ॥ ৪৯ ॥
মেরুস্তু শোভতে শুপ্তো রাজবৎ সমবস্থিতঃ।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশো বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ৫০ ॥
যোজনানাং সহস্রাণি চতুরশীতিমুচ্ছ্রিতঃ।
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্বিস্তৃতঃ ষোড়শৈব তু ॥ ৫১ ॥
শরাবসংস্থিতত্বাচ্চ দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ।
বিস্তারত্রিগুণশ্চাস্য পরিণাহঃ সমন্ততঃ ॥ ৫২ ॥
মণ্ডলেন প্রমাণেন ব্যস্যমানন্তদিষ্যতে।
নবতিশ্চ সহস্রাণি যোজনানাং সমন্ততঃ ॥ ৫৩ ॥
ততঃ ষট্কাধিকানাঞ্চ ব্যস্যমানং প্রকীর্ত্তিতম্।
চতুরস্রেণ মানেন পরিণাহঃ সমন্ততঃ ॥ ৫৪ ॥
স পর্ব্বতো মহাদিব্যো দিব্যৌষধিসমন্বিতঃ।
ভবনৈরাবৃতঃ সর্ব্বৈর্জ্জাতরূপময়ৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৫ ॥
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।

শৈলরাজে প্রমোদন্তে তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৫৬ ॥
স তু মেরুঃ পরিবৃতো ভবনৈর্ভূতভাবনৈঃ।
চত্বারো যস্য দেশাস্তু নানাপার্শ্বে স্বধিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫৭ ॥
ভদ্রাশ্বো ভারতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমে।
উত্তরে কুরবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥ ৫৮ ॥
কর্ণিকা তস্য পদ্মস্য সমন্তাৎ পরিমণ্ডলম্।
যোজনানাং সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ ॥ ৫৯ ॥
তস্য কেসরজালানি নব ষট্ চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
চতুরশীতিরুৎসেধো বিবরান্তরগোচরাঃ ॥ ৬০ ॥
ত্রিংশচ্চাপি সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ।
তস্য কেসরজালানি বিকীর্ণানি সমন্ততঃ ॥ ৬১ ॥
শতসাহস্র আয়ামঃ অশীতিঃ পৃথুলানি চ।
চত্বারি তত্র পর্ব্বাণি যোজনানাং চতুর্দ্দশ ॥ ৬২ ॥
তত্র যা সা ময়া তুভ্যং কর্ণিকেত্যভিকীর্ত্তিতা।
তাং বর্ণ্যমানামেকাগ্র্যাৎ সমাসেন নিবোধত ॥ ৬৩ ॥
মণিপর্ণশতৈশ্চিত্রাং নানাবর্ণপ্রভাসিতাম্।
অনেকপর্ণনিচয়ং সৌবর্ণমরুণপ্রভম্ ॥ ৬৪ ॥
কান্তং সহস্রপর্বাণং সহস্রোদরকন্দরম্।
সহস্রশতপত্রঞ্চ বৃতমেকং নগোত্তমম্।
মণিরত্নার্পিতৈঃ স্তম্ভৈর্মণিচিত্রিততোরণৈঃ ॥ ৬৫ ॥
তত্র ব্রহ্মসভা রম্যা ব্রহ্মর্ষিজনসঙ্কুলা।
নাম্না মনোবতী সা তু সর্বলোকেষু বিশ্রুতা ॥ ৬৬ ॥
তত্রেশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্যবর্চ্চসঃ।
মহাবিমানসংস্থস্য মহিমা বর্ত্ততে সদা ॥ ৬৭ ॥

তত্র সর্ব্বে দেবগণাশ্চতুর্ব্বক্তুং স্বয়ম্ভুবং।
ইষ্টং পূজ্যা নমস্কারৈরর্চ্চনায় উপস্থিতাঃ ॥ ৬৮ ॥
যৈস্তদা জিতসঙ্কল্পৈব্র্ব্রহ্মচর্য্যং মহাত্মভিঃ।
চীর্ণং চারুমনোভিশ্চ সদাচারপরিস্থিতৈঃ ॥ ৬৯ ॥
সম্যগ্‌ভক্ত্যা সুতুষ্ট্যা চ পিতৃদেবার্চ্চনে রতাঃ।
গৃহাশ্রমপরাস্তত্র বিনীতা অতিথিপ্রিয়াঃ ॥ ৭০ ॥
গৃহিণঃ শুক্লকর্ম্মস্থা বিরক্তাঃ কারণাত্মকাঃ।
যমৈর্নিয়মদানৈশ্চ দৃঢ়নির্দ্দগ্ধকিল্বিষাঃ ॥ ৭১ ॥
তেষাং নিবাসঃ শুক্লে চ ব্রহ্মলোকে অনিন্দিতে।
উপর্য্যুপরি সর্বাসাং গতীনাং পরমা গতিঃ ॥ ৭২ ॥
চতুর্দ্দশসহস্রাণি যোজনানান্তু কীর্ত্তিতম্।
ততোর্দ্ধরুচিরে কৃষ্ণে তরুণাদিত্যবর্চ্চসি ॥ ৭৩ ॥
মহাগিরিতটে রম্যে রত্নধাতুবিচিত্রিতে।
নৈকরত্নসমাবাসে মণিতোরণমন্দিরে।
মেরোঃ সর্ব্বেষু পার্শ্বেষু সমন্তাৎপরিমণ্ডলে ॥ ৭৪ ॥
ত্রিংশদ্যোজনসাহস্রং চক্রপাদো নগোত্তমঃ।
দশযোজনবিস্তীর্ণা চক্রপাদোপনির্গতা ॥ ৭৫ ॥
সা তূর্দ্ধবাহিনী চাপি নদী ভূমৌ প্রতিষ্ঠিতা।
সা পূর্য্যামমরাবত্যাং ক্রমমাণেন্দুসপ্রভা।
তয়া তিরস্কৃতা বাপি সূর্য্যেন্দুজ্যোতিষাং গণাঃ ॥৭৬॥
উদয়াস্তমিতে সন্ধ্যে যে সেবন্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
তৈরতূষ্যন্ত সমং চাষ্টাবপ্যচলোত্তমাঃ ॥
পরিভ্রমজ্জ্যোতিষাং যা পুরস্তাদ্রক্ষ্যতে শুভা ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

তস্যৈব মেরোঃ পূর্ব্বে তু দেশে পরমবর্চ্চসি।
চক্রপাদপরিক্ষিপ্তে নানাধাতুবিরাজিতে।
তত্র সর্ব্বামরপুরং চক্রপাদসমুদ্ধৃতম্॥ ১॥
দুর্দ্ধর্ষবলদৃপ্তানাং দেবদানবরক্ষসাম্।
তত্র জাম্বূনদময়ঃ সুপ্রাকারঃ সুতোরণঃ॥ ২॥
তস্যাপ্যুত্তরপূর্ব্বে তু দেশে পরমবর্চ্চসি।
অলোকজনসম্পূর্ণা বিমানশতসঙ্কুলা॥ ৩॥
মহাবাপীসমাযুক্তা নিত্যং প্রমুদিতা শুভা।
শোভিতা পুষ্পশবলৈঃ পতাকাধ্বজমালিনী॥ ৪॥
দেবৈর্যক্ষোঽপ্সরোভিশ্চ ঋষিভিশ্চ সুশোভিতা।
পুরন্দরপুরী রম্যা সমৃদ্ধা ত্বমরাবতী॥ ৫॥
তস্যা মধ্যেঽমরাবত্যা বজ্রবৈদূর্য্যবেদিকা।
ত্রৈলোক্যগুণবিখ্যাতা সুধর্ম্মা নাম বৈ সভা॥ ৬॥
তত্রাস্তে শ্রীপতিঃ শ্রীমান্ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
সিদ্ধাদিভিঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বাভির্দ্দেবযোনিভিঃ॥ ৭॥
তত্র চৈব তু বংশঃ স্যাদ্ব্যস্করস্য মহাত্মনঃ।
সাক্ষাত্তত্র সুরাধ্যক্ষঃ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥ ৮॥
তস্যাশ্চ দিক্ষু বিস্তীর্ণা তত্তদ্গুণসমন্বিতা।
তেজোবতী নাম পুরী ভূতেশস্য মহাত্মনঃ॥ ৯॥
তদ্বদ্গুণবতী রম্যা পুরী বৈবস্বতস্য চ।
নাম্না সংযমনী নাম পুরী ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা॥ ১০॥

তথা চতুর্থে দিগ্‌ভাগে নৈঋর্তাধিপতেঃ শুভা।
নাম্না কৃষ্ণবতী নাম বিরূপাক্ষস্য ধীমতঃ ॥ ১১ ॥
পঞ্চমে হ্যন্তরপুটে নাম্না শুদ্ধবতী পুরী।
উদকাধিপতেঃ খ্যাতা বরুণস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
তথা পঞ্চোত্তরে দেবস্যাস্যোত্তরপুটে পুরী।
বায়োর্গন্ধবতী নাম খ্যাতা সর্ব্বগুণোত্তরা ॥ ১৩ ॥
তস্যোত্তরপুটে রম্যা গুহ্যকাধিপতেঃ পুরী।
নাম্না মহোদয়া নাম শুভা বৈদূর্য্যবেদিকা ॥ ১৪ ॥
তথাষ্টমেঽন্তরপুটে ঈশানস্য মহাত্মনঃ।
পুরী মনোহরা নাম ভূতৈর্নানাবিধৈর্যুতা ॥ ১৫ ॥
পুষ্পৈরম্যৈশ্চ বিবিধৈর্ব্বৈরাশ্রমসংস্থিতৈঃ।
প্রার্থতে দেবলোকো যং স স্বর্গ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

যদেতৎ কর্ণিকামূলং মেরোর্ম্মধ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
তদ্যোজনসহস্রাণি সংখ্যয়া মানতঃ স্মৃতম্ ॥ ১
চত্বারিংশত্তথা চাষ্টৌ সহস্রাণি তু মণ্ডলৈঃ।
শৈলরাজস্য তত্তত্র মেরুমূলমিতি স্মৃতম্ ॥ ২ ॥

তেষাং গিরিসহস্রাণামনেকানাং মহোচ্ছ্রয়ঃ।
দিগষ্টৌ চ পুনস্তস্য মর্য্যাদাপর্ব্বতাঃ শুভাঃ ॥ ৩ ॥
পূর্ব্বপশ্চিমতাবেতাবন্তরন্তর্ব্ব্যবস্থিতৌ।
গন্ধমাদনকৈলাসৌ দক্ষিণে পর্ব্বতৌ স্মৃতৌ ॥ ৪ ॥
ত্রিপাত্রশ্চাপি পাত্রশ্চ পশ্চিমে তু ব্যবস্থিতৌ।
ত্রিশৃঙ্গোরুজধিশ্চৈব উত্তরে চ ব্যবস্থিতৌ ॥ ৫ ॥
জঠরো দেবকুটশ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশি পর্ব্বতৌ।
মর্য্যাদাপর্ব্বতানেতানষ্টাবাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৬ ॥
যোঽসৌ মেরুর্দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রোক্তঃ কনকপর্ব্বতঃ।
বিষ্কম্ভং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুধ্বঙ্গদতস্ততঃ ॥ ৭ ॥
মাহাপাদাস্তু চত্বারো মেরোরর্দ্ধং চতুর্দ্দিশং।
যেনাবরণবিষ্টব্ধা সপ্তদ্বীপবতী মহী ॥ ৮ ॥
দশযোজনসাহস্রং ব্যায়ামস্তেষু শক্যতে।
তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ রচিতা হরিতালতলৈর্বৃতাঃ ॥ ৯ ॥
মনঃশিলাদরীভিশ্চ সুবর্ণমণিচিত্রিতাঃ।
অনেকসিদ্ধভবনৈঃ ক্রীড়াস্থানৈশ্চ সপ্রভাঃ ॥ ১০ ॥
পূর্ব্বেণ মন্দরস্তস্য দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্থিতঃ ॥১১॥
তেষাং শৃঙ্গেষু চত্বারো মহাবৃক্ষাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
দেবদৈত্যাপ্সরোভিশ্চ সেবিতাঃ সুসমৃদ্ধিভিঃ ॥ ১২ ॥
মন্দরস্য গিরেঃ শৃঙ্গে কদম্বো নাম পাদপঃ।
প্রলম্বশাখাশিখরঃ কদম্বশ্চৈব পাদপঃ ॥ ১৩ ॥
মহাকুম্ভপ্রমাণৈশ্চ পুষ্পৈর্বিকচকেসরৈঃ।
মহাগন্ধমনোজ্ঞৈশ্চ শোভিতঃ সর্ব্বকালজৈঃ ॥ ১৪ ॥

সমসেনাপরিবৃতো ভুবনৈর্ভূতভাবনৈঃ।
সহস্রমধিকং সোঽথ গন্ধেনাপূরয়ন্দিশঃ ॥ ১৫ ॥
ভদ্রাশ্বো নাম বৃক্ষোঽয়ং বর্ষাদেঃ কেতুসম্ভবঃ।
কীর্ত্তিমান্ রূপবান্ শ্রীমান্মহাপাদপপাদপঃ ॥ ১৬ ॥
যত্র সাক্ষাদ্ধৃষীকেশঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈর্নিষেবিতঃ।
তস্য লোকসহস্রস্য তথা সুবদনো হরিঃ ॥ ১৭ ॥
পৃষ্টবাংশ্চামরশ্রেষ্ঠঃ স হি অর্থং পুনঃ পুনঃ।
তেন চালোকিতং বর্ষং সর্ব্বদ্বিপদনায়কাঃ।
যস্য নাম্না সমাখ্যাতো ভদ্রাশ্বেতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥
দক্ষিণস্যাপি শৈলস্য শিখরে দেব সেবিতে।
জম্বূসঙ্ঘঃ পুষ্পফলমহাশাখোপশোভিতঃ ॥ ১৯ ॥
সদা হ্যতিপ্রমাণানি স্বাদূনি সুরভীণি চ।
ফলান্যমৃতকল্পানি পতন্তি গিরিমূর্ধনি।
তস্মাদ্গিরিবরশ্রেষ্ঠাৎ ফলপ্রস্রববাহিনী ॥ ২০ ॥
তত্র জাম্বূনদং নাম সুবর্ণমনলপ্রভম্।
দেবালঙ্কারমতুলমতিসুন্দরবর্চ্চসম্ ॥ ২১ ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসগুহ্যকাঃ।
পিবন্ত্যমৃতকল্পঞ্চ প্রীত্যা জম্বূফলাসবম্ ॥ ২২ ॥
সৎকৃতৈর্দ্দক্ষিণে বর্ষে জম্বূলোকেতি বিশ্রুতঃ।
যস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বূদ্বীপেতি মানবৈঃ ॥ ২৩ ॥
বিপুলস্য চ শৈলস্য দক্ষিণেন মহাত্মনঃ।
জাতিশৃঙ্গোঽতিসুমহানশ্বত্থশ্চেতি পাদপঃ ॥ ২৪ ॥
মহোচ্ছ্রায়ো মহাস্কন্ধো নৈকসত্ত্বগুণালয়ঃ।
কুম্ভপ্রমাণৈরুচিরৈঃ ফলৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৫ ॥

সকেতুকেতুমালোক্য দেবগন্ধর্ব্বসেবিতঃ।
কেতুমালেতি যঃ খ্যাতো নাম্না তত্র প্রকীর্ত্তিতঃ।
তন্নিবোধত বিপ্রেন্দ্রা দ্বিরুক্তং নামকর্ম্মণা॥ ২৬॥
ক্ষীরোদমথনে বৃত্তে মালাং স্কন্ধনিষেবিতাম্।
ইন্দ্রেণ চৈত্যকেতোশ্চ কেতুমালস্ততঃ স্মৃতঃ।
তেন তচ্চিহ্নিতং বর্ষং কেতুমালেতি বিশ্রুতম্॥ ২৭॥
সুপার্শ্বস্যোত্তরে শৃঙ্গে বটোনাম মহাদ্রুমঃ।
ন্যগ্রোধো বিপুলস্কন্ধোঽনেকযোজনমণ্ডলঃ॥ ২৮॥
মাল্যদামকলাপৈশ্চ বিবিধৈস্তু সমন্ততঃ।
শাখাভির্লম্বমানাভিঃ সেবিতে সিদ্ধসেবিতে॥ ২৯॥
প্রলম্বকুম্ভসদৃশৈর্হেমবর্ণফলৈঃ সদা।
সদ্যস্তে বৈ কুরূণাঞ্চ বটবৃক্ষপ্রকাশকাঃ॥ ৩০॥
সনৎকুমারাবরজা মানসা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
সপ্ত তত্র মহাভাগাঃ কুরবো নাম বিশ্রুতাঃ॥ ৩১॥
তত্র স্থিরগতৈঃ ক্ষান্তৈনীরজস্কৈর্মহাত্মভিঃ।
অক্ষয়ৈঃ ক্ষয়পর্য্যন্তৈঃ সম্প্রাপ্তাস্তে সনাতনাঃ॥ ৩২॥
তেষাং নামাঙ্কিতং বর্ষং সপ্তানাং বৈ মহাত্মনাং।
দিবি দেবে চ বিখ্যাতা ভর্ত্তারঃ কুরবঃ সদা॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু ভুবনকোশে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

তথা চতুর্ণাং বক্ষ্যামি শৈলেন্দ্রাণাং যথাক্রমম্।
অনুবিন্ধ্যানি রম্যাণি বিহঙ্গৈঃ কুজিতানি চ॥ ১॥
অনেকপক্ষিযুক্তানি শৃঙ্গাণি সুবহূনি চ।
দেবানাং দিব্যনারীভিঃ সমং ক্রীড়াময়ানি চ॥ ২॥
কিন্নরোদ্ঘোষঘুষ্টানি শীতমন্দসুগন্ধিভিঃ।
পবনৈঃ সেব্যমানানি রমণীয়তরাণি চ॥ ৩॥
চতুর্দ্দিক্ষু বিরাজন্তে নামতঃ শৃণু তানঘাঃ।
পূর্ব্বে চৈত্ররথং নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনম্।
প্রভাবেণ সুতোয়ানি বনখণ্ডযুতানি চ॥ ৪॥
বনখণ্ডান্তথাক্রম্য দেবতাললনা যুতাঃ।
যত্র ক্রীড়ন্তি চোদ্দেশে মুদা পরময়া যুতাঃ॥ ৫॥
রত্নৌঘকীর্ণতীর্থানি মহাপুণ্যজলানি চ।
অনেকজলযন্ত্রৈশ্চ নাদিতানি মহান্তি চ॥ ৬॥
শাখাভির্লম্বমানাভীরুবৎপক্ষিকুলালিভিঃ।
কমলোৎপলকহ্লারশোভিতানি সরাংসি চ।
চতুর্ষু তেষু গিরিষু নানাগুণযুতেষু চ॥ ৭॥
অরুণোদন্তু পূর্ব্বেণ দক্ষিণে মানসং স্থিতম্।
অসিতোদং পশ্চিমে চ মহাভদ্রং তথোত্তরে।
কুমুদৈঃ শ্বেতকপিলৈঃ কহ্লারৈর্ভূষিতানি চ॥ ৮॥
অরুণোদস্য যে শৈলাঃ প্রাচ্যা বৈ নামতঃ স্মৃতাঃ।
তান্ কীর্ত্যমানাংস্তত্ত্বেন শৃণুধ্বঙ্গদতো মম॥ ৯॥

বিকঙ্কো মণিশৃঙ্গশ্চ সুপাত্রশ্চোপলো মহান্।
মহানীলোঽথ কুম্ভশ্চ সুবিন্দুর্ম্মদনস্তথা।
বেণুনদ্ধঃ সুমেদাশ্চ নিষধো দেবপর্ব্বতঃ ॥ ১০ ॥
ইত্যেতে পর্ব্বতবরাঃ পুণ্যাশ্চ গিরয়োঽপি চ।
সরসো মানসস্যেহ দক্ষিণেন মহাচলাঃ।
যে কীর্ত্তিতা ময়া তুভ্যং নামতস্তান্নিবোধ মে ॥ ১১ ॥
শৈলস্ত্রিশিখরশ্চৈব শিশিরশ্চাচলোত্তমঃ।
কপিশ্চ শতমক্ষিশ্চ তুরগশ্চৈব সানুমান্ ॥ ১২ ॥
তাম্রাহশ্চ বিষশ্চৈব তথা শ্বেতোদনো গিরিঃ।
সমূলশ্চৈব সরলো রত্নকেতুশ্চ পর্ব্বতঃ ॥ ১৩ ॥
একমূলো মহাশৃঙ্গো গজমূলোঽপি শাবকঃ।
পঞ্চশৈলশ্চ কৈলাসো হিমবানচলোত্তমঃ ॥ ১৪ ॥
উত্তরা যে মহাশৈলাস্তান্ বক্ষ্যামি নিবোধত।
কপিলঃ পিঙ্গলো ভদ্রঃ সরসশ্চ মহাচলঃ ॥ ১৫ ॥
কুমুদো মধুমাংশ্চৈব গর্জ্জনো মর্কটস্তথা।
কৃষ্ণশ্চ পাণ্ডবশ্চৈব সহস্রশিরসস্তথা ॥ ১৬ ॥
পারিপাত্রশ্চ শৈলেন্দ্রঃ শৃঙ্গবানচলোত্তমঃ।
ইত্যেতে পর্ব্বতবরাঃ শ্রীমন্তঃ পশ্চিমে স্মৃতাঃ ॥ ১৭ ॥
মহাভদ্রস্য সরস উত্তরেণ দ্বিজোত্তমাঃ।
যে পর্ব্বতাঃ স্থিতা বিপ্রাস্তান্ বক্ষ্যামি নিবোধত ॥ ১৮
হংসকূটো মহাশৈলো বৃষহংসশ্চ পর্ব্বতঃ।
কপিঞ্জলশ্চ শৈলেন্দ্র ইন্দ্রশৈলশ্চ সানুমান্ ॥ ১৯ ॥
নীলঃ কনকশৃঙ্গশ্চ শতশৃঙ্গশ্চ পর্ব্বতঃ।
পুষ্পকরো মেঘশৈলো বিরাজশ্চাচলোত্তমঃ ॥ ২০ ॥

জারুচিশ্চৈব শৈলেন্দ্র ইত্যেতে উত্তরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১ ॥
ইত্যেতেষান্তু মুখ্যানামুত্তরেষু যথাক্রমম্।
স্থলীর্নগরদ্রোণীশ্চ সরাংসি চ নিবোধত ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

রুদ্র উবাচ।

সীতান্তস্যাচলেন্দ্রস্য কুমুদস্যান্তরেণ চ।
দ্রোণ্যাং বিহঙ্গজুষ্টায়াং নানাসত্ত্বনিষেবিতাম্॥ ১ ॥
ত্রিযোজনশতায়ামাং শতযোজনবিস্তৃতাম্।
সুরসামলপানীয়াং রম্যাং তত্র সুরোচনীম্॥ ২ ॥
দ্রোণমাত্রপ্রমাণৈশ্চ পুণ্ডরীকৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
সহস্রশতপত্রৈশ্চ মহাপদ্মৈরলঙ্কৃতম্॥ ৩ ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈর্ম্মহাসর্পৈরধিষ্ঠিতম্।
পুণ্যং তৎ শ্রীসরো নাম সপ্রকাশমিহৈব চ।
প্রসন্নসলিলৈঃ পূর্ণং শরণ্যং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ৪ ॥
তত্র ত্বেকং মহাপদ্মং মধ্যে পদ্মবনস্য চ।
কোটিপত্রপ্রকলিতং তরুণাদিত্যবর্চ্চসম্॥ ৫ ॥
নিত্যং ব্যাকোশমধুরং চরত্বাদতিমণ্ডলম্।
চারুকেসরজালাঢ্যং মত্তভ্রমরনাদিতম্॥ ৬ ॥
তস্মিন্মধ্যে ভগবতী সাক্ষাৎ শ্রীর্নিত্যমেব হি।
লক্ষ্মীস্তু তং তদাবাসং মূর্ত্তিমন্তং ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

সরসস্তস্য তীরে তু তস্মিন্ সিদ্ধনিষেবিতম্।
সদাপুষ্পফলং রম্যং তত্র বিল্ববনং মহৎ।
শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজনশতায়তম্॥ ৮॥
অর্দ্ধক্রোশোচ্চশিখরৈর্ম্মহাবৃক্ষৈঃ সমন্ততঃ।
শাখাসহস্রকলিতৈর্ম্মহাস্কন্ধৈঃ সমাকুলম্॥ ৯॥
ফলৈঃ সহস্রসঙ্কাশৈর্হরিতৈঃ পাণ্ডুরৈস্তথা।
অমৃতস্বাদুসদৃশৈর্ভেরীমাত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥ ১০॥
শীর্য্যদ্ভিশ্চ পতদ্ভিশ্চ কীর্ণভূমিবনান্তরম্।
নাম্না তৎ শ্রীবনং নাম সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্॥ ১১॥
দেবাদিভিঃ সমাকীর্ণমষ্টাভিঃ ককুভিঃ শুভম্।
বিল্বাশিভিশ্চ মুনিভিঃ সেবিতং পুণ্যকারিভিঃ॥ ১২॥
তত্র শ্রীঃ সংস্থিতা নিত্যং সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতা।
একৈকস্যাচলেন্দ্রস্য মণিশৈলস্য চান্তরম্॥ ১৩॥
শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিযোজনশতায়তম্।
বিমলং পঙ্কজবনং সিদ্ধচারণসেবিতম্॥ ১৪॥
পুষ্পং লক্ষ্ম্যা ধৃতং ভাতি নিত্যম্প্রজ্বলতীব হ।
অর্দ্ধক্রোশঞ্চ শিখরৈর্ম্মহাস্কন্ধৈঃ সমাবৃতম্।
প্রফুল্লশাখাশিখরং পিঞ্জরং ভাতি তদ্বনম্॥ ১৫॥
দ্বিবাহুপরিণাহৈস্তৈস্ত্রিহস্তায়ামবিস্তৃতৈঃ।
মনঃশিলাপূর্ব্বনিভৈঃ পাণ্ডুকেসরশালিভিঃ॥ ১৬॥
পুষ্পৈর্ম্মনোহরৈর্ব্ব্যাপ্তং ব্যাকোশৈর্গন্ধশালিভিঃ।
বিরাজতি বনং সর্ব্বং মত্তভ্রমরনাদিতম্॥ ১৭॥
তদ্বনং দানবৈর্দ্দৈবৈর্গন্ধর্ব্বৈর্যক্ষরাক্ষসৈঃ।
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ মহাভোগৈশ্চ সেবিতম্॥ ১৮॥

তত্রাশ্রমো ভগবতঃ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ।
সিদ্ধসাধুগণাকীর্ণং নানাশ্রমসমাকুলম্॥ ১৯॥
মহানীলস্য মধ্যে তু কুঞ্জরস্য গিরেস্তথা।
মধ্যে সুখা নদী নাম তস্যাস্তীরে মহদ্বনম্॥ ২০॥
পঞ্চাশদ্যোজনায়ামং ত্রিংশদ্যোজনমণ্ডলম্।
রম্যং তালবনং শ্রীমৎক্রোশার্দ্ধোচ্ছ্রিতপাদপম্॥ ২১॥
মহাবলৈর্ম্মহাসারৈঃ স্থিরৈরবিচলৈঃ শুভৈঃ।
মহদঞ্জনসংস্থানৈঃ পরিবৃত্তৈর্ম্মহাফলৈঃ।
মৃষ্টগন্ধগুণোপেতৈরুপেতং সিদ্ধসেবিতম্॥ ২২॥
ঐরাবতস্য করিণস্তত্রৈব সমুদাহৃতিঃ।
ঐরাবতস্য রুদ্রস্য দেবশৈলস্য চোত্তরে॥ ২৩॥
সহস্রযোজনায়ামশতযোজনবিস্তৃতা।
সর্ব্বা হ্যেকশিলা ভূমির্বৃক্ষবীরুধবর্জ্জিতা।
আপ্লুতা পাদমাত্রেণ সলিলেন সমন্ততঃ॥ ২৪॥
ইত্যেতাভ্যন্তরদ্রোণ্যো নানাকারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মেরোঃ পার্শ্বেন বিপ্রেন্দ্রা যথাবদনপূর্ব্বশঃ॥ ২৫॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু ভুবনকোশে উনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অশীতিতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

অথ দক্ষিণদিগ্ব্যবস্থিতাঃ পর্ব্বতদ্রোণ্যঃ সিদ্ধাচরিতাঃ কীর্ত্ত্যন্তে। শিশিরপতঙ্গয়োর্ম্মধ্যে শুক্লা ভূমিঃ শ্রিয়া মুক্তা গলিতপাদপা।

ইক্ষুক্ষেপে চ শিখরে পাদপৈরুপশোভিতে।
উডুম্বরবনং রম্যং পক্ষিসঙ্ঘনিষেবিতম্॥ ১॥
ফলিতং তদ্বনং ভাতি মহাকূর্ম্মোপমৈঃ ফলৈঃ।
তদ্বনং দেবযোন্যোঽষ্টৌ সেবন্তে সর্ব্ব এব হি॥ ২॥

তত্র প্রসন্নস্বাদুসলিলা বহূদকা নদ্যো বহন্তি। তত্রাশ্রমো ভগবতঃ কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ নানামুনিজনাকীর্ণস্তদ্ধশতযোজনমেকং পরিমণ্ডলং বনঞ্চ। তথাচ তাম্রাভস্য শৈলস্য পতঙ্গস্য চান্তরে শতযোজনবিস্তীর্ণং দ্বিগুণায়তং বালার্কসদৃশরাজীবপুণ্ডরীকৈঃ সমন্ততঃ সহস্রপত্রৈরবিরলৈরলঙ্কৃতং মহৎসরোঽনেকাপ্সরঃসিদ্ধগন্ধর্ব্বাধ্যুষিতম্। তস্য চ মধ্যে মহাশিখরঃ শতযোজনায়ামস্ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণোঽনেকধাতুরত্নভূষিতস্তস্য চোপরি মহতী রথ্যা রত্নপ্রাকারতোরণা তস্যাং মহদ্বিদ্যাধরপুরন্তত্র পুলোমনামা বিদ্যাধররাজঃ শতসহস্রপরীবারঃ। তথাচ বিশাখাচলেন্দ্রস্য শ্বেতস্য চান্তরে সরঃ। তস্য চ পূর্ব্বতীরে মহদাম্রবনং কনকসঙ্কাশৈঃ ফলৈরতিসুগন্ধিভির্ম্মহৎ কুম্ভমাত্রৈঃ সর্ব্বতশ্চিতং দেবগন্ধর্ব্বাদয়শ্চ তত্র নিবসন্তি।

সুমূলস্যাচলেন্দ্রস্য বসুধারস্য চান্তরে।
ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণে পঞ্চাশদ্যোজনায়তে॥

বিল্বস্থলী নাম, তত্র ফলানি মহাকুম্ভসঙ্কাশানি, তৈশ্চ পতদ্ভিঃ স্থলমৃত্তিকা ক্লিন্না, তাঞ্চ স্থলীং সুগুহ্যকাদয়ঃ সেবন্তে বিল্বফলাশিনঃ। তথাচ বসুধাররত্নধারয়োর্ম্মধ্যে ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনায়তং সুগন্ধি কিংশুকবনং, সদা কুসুমচয়স্য গন্ধেন বাসয়তে যোজনশতম্। তচ্চ সিদ্ধাধ্যুষিতঞ্জলোপেতঞ্চ। তত্র চাদিত্যস্য দেবস্য মহদায়তনম্। স মাসে মাসে ভগবানবতরতি সূর্য্যঃ। প্রজাপতিং লোকজনকং দেবাদয়ো নমস্যন্তি। তথাচ পঞ্চকূটস্য কৈলাসস্য চান্তরে সহস্রযোজনায়ামং বিস্তীর্ণং শতযোজনং হংসপাণ্ডুরং ক্ষুদ্রসত্ত্বৈরনাধৃষ্যং স্বর্গসোপানমিব ভূমণ্ডলম্। অথ পশ্চিমে দিগ্‌ভাগে ব্যবস্থিতা গিরিদ্রোণ্যঃ কীর্ত্ত্যন্তে। সুপার্শ্ব শিখিশৈলয়োর্ম্মধ্যে সমন্তাদ্যোজনশতমেকং ভৌমশিলাতলং নিত্যতপ্তং দুস্পার্শম্, তস্য মধ্যে ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণং মণ্ডলং বহ্নিস্থানং, স চ সর্ব্বকালমনিন্ধনো ভগবাঁল্লোকক্ষয়কারী সংবর্ত্তকো জ্বলতে। অন্তরে চ শৈলবরয়োঃ কুমুদাঞ্জনয়োঃ শতযোজনবিস্তীর্ণা মাতুলুঙ্গস্থলী সর্ব্বসত্ত্বানামগম্যা পীতবর্ণৈঃ ফলৈরাবৃতা সা স্থলী শোভতে। তত্র চ পুণ্যোহ্রদঃ সিদ্ধৈরুপেতঃ। বৃহস্পতেস্তদ্বনম্। তথাচ শৈলয়োঃ পিঞ্জরগৌরযোরন্তরে সরো দ্রোণ্যো হ্যনেকশতযোজনায়তাঃ। মহদ্ভিশ্চ ষট্‌পদোদ্‌ঘুষ্টৈঃ কুমুদৈরুপশোভিতাঃ। তত্র চ ভগবতো বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্যায়তনম্। তথাচ শুক্লপাণ্ডুরয়োরপি মহাগির্য্যোরন্তরে ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণো নবত্যায়ত একঃ শিলোদ্দেশো বৃক্ষবিবর্জ্জিতঃ। তত্র চ নিষ্কম্পা দীর্ঘিকা সবৃক্ষা স্থলপদ্মিনী অনেকজাতিজৈশ্চ পদ্মৈঃ শোভিতা, তস্যাশ্চ

মধ্যে পঞ্চযোজনপ্রমাণো ন্যগ্রোধো বৃক্ষস্তস্মিংশ্চন্দ্রশেখরো-মাপতির্নীলবাসাশ্চ দেবো নিবসতি যক্ষাদিভিরীড্যমানঃ। সহস্রশিখরস্য গিরেঃ কুমুদস্য চান্তরে বর্ত্তমানং পঞ্চাশদ্যোজনায়ামং ত্রিংশদ্যোজনবিস্তৃতং ইক্ষুক্ষেপোচ্চশিখরমনেকপক্ষিসেবিতমনেকবৃক্ষফলৈর্ম্মধুরসৈরুপশোভিতম্। তত্র চেন্দ্রস্য মহানাশ্রমো দিব্যাভিপ্রায়নির্ম্মিতঃ। তথাচ শঙ্খকুট-ঋষভয়োর্ম্মধ্যে পুরুষস্থলী রম্যাঽনেকগুণা অনেকযোজনায়তা বিল্বপ্রমাণৈঃ কঙ্কোলকৈঃ সুগন্ধিভিরুপেতা। তত্র পুরুষরসোন্মত্তাঃ নাগাদ্যাঃ প্রতিবসন্তি। তথা কপিঞ্জলনাগশৈলয়োরন্তরে দ্বিশতযোজনমায়তা শতযোজনবিস্তীর্ণা স্থলী নানাজনবিভূষিতা দ্রাক্ষাখর্জ্জুরখণ্ডৈরুপেতা অনেকবৃক্ষবল্লীভিরুপেতা সা স্থলী। তথাচ পুষ্করমহামেঘয়োরন্তরে ষষ্টিযোজনবিস্তীর্ণা শতায়ামা পাণিতলপ্রখ্যা মহতী স্থলী বৃক্ষবীরুধ্বিবর্জ্জিতা, তস্যাশ্চ পার্শ্বে চত্বারি মহাবনানি সরাংসি চানেকযোজনানি। দশ পঞ্চ সপ্ত তথাষ্টৌ ত্রিংশদ্বিংশতিযোজনাঃ স্থল্যো দ্রোণ্যশ্চ তত্র কাশ্চিন্মহাঘোরাঃ পর্ব্বতক্ষয়াঃ।

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু ভুবনকোশে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

অতঃপরং পর্ব্বতান্তেষু দেবানামবকাশা বর্ণ্যন্তে। তত্র যোঽসৌ সীতাখ্যঃ পর্ব্বতস্তস্যোপরি মহেন্দ্রস্য ক্রীড়াস্থানম্। তত্র দেবরাজস্য পারিজাতকবৃক্ষবনম্। তস্য পূর্ব্বপার্শ্বে কুঞ্জরো নাম গিরিঃ। তস্যোপরি দানবানামষ্টৌ পুরাণি চ। তথা বজ্রকে পর্ব্বতে রাক্ষসানামনেকানি পুরাণি। তে চ নাম্না নীলকাঃ কামরূপিনঃ। মহানীলে চ শৈলেন্দ্রে পুরাণি পঞ্চদশসহস্রাণি কিন্নরাণাং খ্যাতানি, তত্র দেবদত্তচন্দ্রাদয়ো রাজানঃ পঞ্চদশ কিন্নরাণাং গর্ব্বিতাঃ। তানি সৌবর্ণানি বিলপ্রবেশনানি চ পুরাণি। চন্দ্রোদয়ে চ পর্ব্বতবরে নাগানামধিবাসঃ। তে চ বিলপ্রবেশা বিলেষু বৈনতেয়াবিষয়বর্ত্তিষু ব্যবস্থিতাঃ অনুরাগে চ দানবেন্দ্রা ব্যবস্থিতাঃ। বেণুমত্যপি বিদ্যাধরপুরত্রয়ং ত্রিংশৎ যোজনশতবিস্তীর্ণমেকৈকন্তাবদায়তনম্। উলূকরোমশমহাবেত্রাদয়ো রাজানো বিদ্যাধরাণাঞ্চ। বিকঙ্কশৈলরাজনি স্বয়মেব গরুড়ো ব্যবস্থিতঃ। কুঞ্জরে তু পর্ব্বতবরে নিত্যং পশুপতির্ব্যবস্থিতঃ। বসুধারে চ বৃষভাঙ্কো মহাদেবঃ শঙ্করো যোগিনাংবরঃ অনেকভূতকোটিসহস্রপরীবারোঽনাদিপুরুষো ব্যবস্থিতঃ। বসুধারে চ পুষ্পবতাং বসূনাং সমবাসঃ। বসুধাররত্নধারয়োর্ম্মূর্দ্ধ্নি অষ্টৌ সপ্ত চ সংখ্যয়া পুরাণি বসুসপ্তর্ষীণাঞ্চেতি। একশৃঙ্গে চ পর্ব্বতোত্তমে প্রজাপতেঃ স্থানং চতুর্ব্বক্ত্রস্য ব্রহ্মণঃ। গজপর্ব্বতে চ মহাভূতপরিবৃতা স্বয়মেব ভগবতী তিষ্ঠতীতি। বসুধারে চ পর্ব্বতবরে মুনিসিদ্ধবিদ্যা-

ধরাণামায়তনং চতুরাশীত্যং বরপুরমিহ প্রাকারতোরণং। তত্র চানেকপর্ব্বতা নাম গন্ধর্ব্বা যুদ্ধশালিনো নিবসন্তি। তেষাঞ্চাধিপতির্দ্দেবো রাজরাজৈকপিঙ্গলঃ। সুররাক্ষসাঃ পঞ্চকুটে দানবাঃ শতশৃঙ্গে দানবযক্ষাণাং পুরং শতম্। প্রভেদকস্য পশ্চিমে দলে দেবদানবসিদ্ধাদিপুরাণি। তস্য গিরের্ম্মূর্দ্ধ্নি মহতী নাম শিলা তিষ্ঠতি, তস্যাঞ্চ পর্ব্বণি পর্ব্বণি সোমঃ স্বয়মেবাবতরতি। তস্যৈবোত্তরপার্শ্বে ত্রিকূটং নাম, তত্র ব্রহ্মা তিষ্ঠতি। ক্বচিত্তত্র তথা চ বহ্ন্যায়তনম্। মূর্ত্তিমান্বহ্নিরূপাস্যতে দেবৈঃ। উত্তরে চ শৃঙ্গাখ্যে পর্ব্বতবরে দেবতানামায়তনানি। পূর্ব্বেণ নারায়ণস্যায়তনম্। মধ্যে ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য পশ্চিমে তত্র যক্ষাদীনাং কানিচিৎ পুরাণি। তস্য চোত্তরে তীরে জাতুচ্ছমহাপর্ব্বতে ত্রিংশদ্যোজনমণ্ডলং নন্দজলং নাম সরস্তত্র নন্দো নাম নাগরাজো বসতি। শতশীর্ষপ্রচণ্ড ইতি ইত্যেতেঽষ্টৌ দেবপর্ব্বতা বিজ্ঞেয়াঃ, তে চানুক্রমেণ হেমরজতরত্নবৈদূর্য্যমনঃশিলাদিবর্ণাঃ। ইয়ঞ্চ পৃথ্বী লক্ষকোটিশতানেকসংখ্যাতৈঃ পূর্ণা, তেষু চ সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং নিলয়াঃ। তদ্যথা মেরোঃ পার্শ্বতঃ কেসরবলয়ালবালং সিদ্ধলোকইতি কীর্ত্ত্যতে। ইয়ঞ্চ পৃথ্বী পদ্মাকারেণ ব্যবস্থিতা। এষ সর্ব্বপুরাণেষু ক্রমঃ সামান্যতঃ প্রতিপাদ্যতে।

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু ভুবনকোশে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

অথ নদীনামবতারং শৃণুত। আকাশসমুদ্রো যঃ প্রোচ্যতে তস্মাদাকাশগামিনী নদী প্রবৃত্তা সা চানবরতমিন্দ্রগজেন ক্ষোভ্যতে, সা চ চতুরশীতিসহস্রোচ্ছ্রয়ান্মেরোরুপরি পততি। সা চ মেরুকূটতটান্তেভ্যঃ প্রস্খলিতা চতুর্দ্ধা সঞ্জাতা ষষ্টিসহস্রযোজনান্নিরালম্বা পতমানা প্রদক্ষিণমনুসরন্তী চতুর্দ্ধা জগাম। সীতা চালকনন্দা চক্ষুর্ভদ্রা চেতিনামভিঃ। তাসাং মধ্যে একাশীতিসহস্রপর্ব্বতান্দারয়ন্তী গাং গতা গঙ্গেত্যুচ্যতে। অথ গন্ধমাদনপার্শ্বে হমরগণ্ডিকা বর্ণ্যতে। একত্রিংশদ্যোজনসহস্রাণি আয়ামশ্চতুঃশতবিস্তীর্ণম্। তত্র কেতুমালাঃ সর্ব্বে জনপদাঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ পুরুষা মহাবলিন উৎপলবর্ণাঃ স্ত্রিয়ঃ শুভদর্শনাঃ। তত্র চ মহাবৃক্ষাঃ পনসাঃ সন্তি। তত্রেশ্বরো ব্রহ্মপুত্রস্তিষ্ঠতি তত্রোদপানাচ্চ জরারোগবিবর্জ্জিতা বর্ষাযুতায়ুষো জুষ্টাপশ্চ নরাঃ। মাল্যবতঃ পূর্ব্বপার্শ্বে পূর্ব্বগণ্ডিকা একশৃঙ্গাদ্যোজনসহস্রাণি মানতস্তে চ ভদ্রাশ্বা নাম জনপদাঃ। ভদ্ররসালবনঞ্চ তত্র ব্যবস্থিতম্। কালাম্রবৃক্ষাঃ পুরুষাঃ শ্বেতাঃ পদ্মবর্ণিনঃ স্ত্রিয়ঃ কুমুদবর্ণা দশবর্ষসহস্রাণি তেষামায়ুস্তত্র চ পঞ্চ কুলপর্ব্বতাস্তে চ শৈলবর্ণো মালাখ্যঃ কোরজস্কস্ত্রিপর্ণঃ নীলশ্চেতি তদ্বিনির্গতাঃ, তদন্তঃস্থিতানাং দেশানাং তান্যেব নামানি। তে চ দেশা এতা নদীঃ পিবন্তি, তদ্যথা—সীতা সুবাহিনী হংসবতী কাসা মহাবক্ত্রা চন্দ্রবতী কাবেরী সুরসাখ্যাবতী ইন্দ্রবতী অঙ্গারবাহিনী হরিতোয়া সোমাবর্ত্তা শতহ্রদা

বনমালা বস্তুমতী হংসা সুপর্ণা পঞ্চগঙ্গা ধনুষ্মতী মণিবপ্রা সুব্রহ্মভাগা বিলাসিনী কৃষ্ণতোয়া পুণ্যোদা নাগবতী শিবা শৈবালিনী মণিতটা ক্ষীরোদা বরুণতালী বিষ্ণুপদী মহানদী যে পিবন্তি তে দশবর্ষসহস্রায়ুষো রুদ্রোমাভক্তা ইতি।

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু ভুবনকোশে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

নিসর্গ এষ ভদ্রাশ্বানাং কীর্ত্তিতো নঃ কেতুমালানাং বিস্তরেণ কথিতম্। নৈষধস্যাচলেন্দ্রস্য পশ্চিমেন কুলাচল-জনপদনদ্যঃ কীর্ত্ত্যন্তে। তথাচ বিশাখকম্বলজয়ন্তকৃষ্ণহরিতা-শোকবর্দ্ধমান ইত্যেতে সপ্ত কুলপর্বতানাং কোটিশঃ প্রসূতিঃ। তন্নিবাসিনো জনপদাস্তন্নামান এব দ্রষ্টব্যাঃ। তদ্যথা সৌর-গ্রামান্ত সাতপঃ কৃতসুরাশ্রবণকম্বলমাহেয়াচল কূটবাসমূলতপ-ক্রৌঞ্চকৃষ্ণাঙ্গমণিপঙ্কজ চূড়মল সোমীয় সমুদ্রান্তক কুরকুঞ্চ সুবর্ণতট কুহ শেতাঙ্গ কৃষ্ণপাদ বিদ কপিল কর্ণিক মহিষ কুব্জ করনাট মহোৎকট শুক নাক সগজ ভূম ককুরঞ্জন মহানাহ কিকিসপর্ণ ভৌমক চোরক ধূমজন্ম অঙ্গারজ জীবলৌকিতা বাচাংসহাঙ্গমধুরেয় শুকেয় চকেয় শ্রবণ মত্তকাশিক গোদাবাম কুলপঞ্জাব বর্জ্জহ মোদশালকা এতে জনপদাস্তৎপর্বতস্থা নদীঃ পিবন্তি। তদ্যথা—প্লাক্ষা মহাকদম্বা মানসী শ্যামা সুমেধা বহুলা বিবর্ণা মুঙ্খা মালা দর্ভবতী ভদ্রনদী শুকনদী পল্লবা

ভীমা প্রভঞ্জনা কাম্বা কুশাবতী দক্ষা কাসবতী তুঙ্গা পুণ্যোদা চন্দ্রাবতী সুমূলাবতী ককুপদ্মিনী বিশালা করন্টকা পীবরী মহামায়া মহিষী মানুষী চণ্ডা এতাঃ নদীঃ প্রধানাঃ শেষাঃ ক্ষুদ্রনদ্যঃ সহস্রশশ্চেতি।

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু ভুবনকোশে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

উত্তরাণাঞ্চ বর্ষাণাং দক্ষিণানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
আচক্ষতে যথান্যায়ং যে যে পর্ব্বতবাসিনঃ।
তচ্ছৃণুধ্বং ময়া বিপ্রাঃ কীর্ত্ত্যমানং সমাহিতাঃ॥ ১।
দক্ষিণেন তু মেরোশ্চ শ্বেতস্য চোত্তরেণ চ।
বায়ব্যং রম্যকং নাম জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।
মতিপ্রধানা বিমলা জরাদুর্গতিবর্জ্জিতাঃ॥ ২।
তত্রাপি সুমহাবৃক্ষো ন্যগ্রোধো রোহিতঃ স্মৃতঃ।
তৎফলরসপানাচ্চ দশবর্ষসহস্রিণঃ।
আয়ুষা সর্ব্বমনুজা জায়ন্তে দেবরূপিণঃ॥ ৩।
উত্তরেণ চ শ্বেতস্য ত্রিশৃঙ্গস্য চ দক্ষিণে।
বর্ষং হিরণ্ময়ং নাম তত্র হৈরণ্বতী নদী।
যক্ষা বসন্তি তত্রৈব বলিনঃ কামরূপিণঃ॥ ৪।
একা দশসহস্রাণি সমানাস্তৈর্হি জীব্যতে।
শতান্যন্যে চ জীবন্তি বর্ষাণাং দশ পঞ্চ চ॥ ৫।

লকুচাঃ পনসা বৃক্ষাস্তস্মিন্দেশে ব্যবস্থিতাঃ।
তৎফলপ্রাশনাদেব জীবন্তি বহুবাসরম্॥ ৬।

তথা ত্রিশৃঙ্গে চ মণিকাঞ্চনসর্ব্বরত্নশিখরোরুক্রমেণ তস্য চোত্তরশৃঙ্গাদ্দক্ষিণসমুদ্রান্তং চোত্তরকুরবঃ। তত্র চ ক্ষীরস্রবা-সবস্রবা বৃক্ষাঃ সন্তি। তেষু বৃক্ষেষ্বেব বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ। মণিময়া ভূমিঃ সুবর্ণবালুকা তস্মিন্ স্বর্গচ্যুতাঃ পুরুষা বসন্তি ত্রয়োদশবর্ষসহস্রায়ুষঃ। তস্যৈব দ্বীপস্য পশ্চিমেন চতুর্যোজন-সহস্রমতিক্রম্য দেবলোকাচ্চন্দ্রদ্বীপো ভবতি যোজনসহস্রপরি-মণ্ডলঃ। তস্য মধ্যে চন্দ্রকান্তসূর্য্যকান্তনামানৌ গিরিপ্রস্রবণৌ তয়োর্ম্মধ্যে চন্দ্রাবর্ত্তা নাম মহানদী অনেকবৃক্ষসমাকুলানেকনদী-যুক্তা। এতৎকুরুবর্ষান্তস্যোত্তরপার্শ্বে সমুদ্রোর্ম্মিমালাঢ্যং পঞ্চযোজনসহস্রমতিক্রম্য দেবলোকাৎ সূর্য্যদ্বীপো ভবতি যোজনসহস্রপরিমণ্ডলঃ। তস্য মধ্যে গিরিবরঃ শতযোজন-বিস্তীর্ণস্তদুচ্ছ্রিতঃ। তস্মাৎ সূর্য্যাবর্ত্তনামা নদী নির্গতা, তত্র চ সূর্য্যস্যাধিষ্ঠানং, তত্র সূর্য্যদৈবত্যাস্তদ্বর্ণাশ্চ প্রজাঃ দশবর্ষ-সহস্রায়ুষঃ। তস্য চ দ্বীপস্য পশ্চিমেন চতুর্যোজনসহস্রমতি-ক্রম্য সমুদ্রদেশে যোজনসাহস্রপরিমণ্ডলেন দ্বীপো ভদ্রাকারো নাম। তত্র চ ভদ্রাসনং বায়োরনেকরত্নশোভিতং, তত্র সকলবিগ্রহবান্বায়ুস্তিষ্ঠতি। তপনীয়বর্ণাশ্চ প্রজাঃ পঞ্চবর্ষ-সহস্রায়ুষঃ।

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু ভুবনকোশে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

ইয়ন্তুঃ পদ্মব্যবস্থা কথিতা ইদানীং ভারতং নবভেদং শৃণুত। তদ্যথা—ইন্দ্রঃ কসেরুঃ তাম্রপর্ণো গভস্তিঃ নাগদ্বীপঃ তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বো বারুণো ভারতশ্চেতি। সাগরসংবৃতমেকৈককং যোজনসহস্রপ্রমাণম্। তত্র চ সপ্ত কুলপর্ব্বতাঃ সন্তি। তদ্যথা—

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ ইত্যেতে কুলপর্ব্বতাঃ॥

অন্যে চ মন্দরশারদদর্দুরকৈলাসমৈনাকবৈদ্যুতবারন্ধমপাণ্ডুর তুঙ্গপ্রস্থকৃষ্ণগিরিজয়ন্তৈরাবতঋষ্যমূকগোমন্ত-চিত্রকূটশ্রীপর্ব্বত-চকোরকূটশৈলকৃতস্থল ইত্যেতে ক্ষুদ্রপর্ব্বতাঃ এতেষামপি ক্ষুদ্রতরাঃ। তেষামার্য্যা ম্লেচ্ছা জনপদা বসন্তি। পিবন্তি চৈতাসু নদীষু পানীয়ম্। তদ্যথা—গঙ্গা সিন্ধুঃ সরস্বতী শতদ্রুর্ব্বিতস্তা বিপাশা চন্দ্রভাগা সরযূর্যমুনা ইরাবতীদেবিকা কুহূর্গোমতী ধূতপাপা বাহুদা দৃষদ্বতী কৌশিকী নিস্বীরা গণ্ডকী চক্ষুষ্মতী লোহিতা ইত্যেতা হিমবৎপাদনির্গতাঃ। বেদস্মৃতির্ব্বেদবতী সিন্ধুপর্ণা চন্দনাভা নাশদাচারা রোহীপারা চর্ম্মণ্বতী বিদিশা বেদত্রয়ী বপন্তী ইত্যেতা পারিপাত্রোদ্ভবাঃ। শোণো জ্যোতীরথা নর্ম্মদা সুরসা মন্দাকিনী দশার্ণা চিত্রকূটা তমসা পিপ্পলা করতোয়া পিশাচিকা চিত্রোৎপলা বিশালা বঞ্জুকা বালুবাহিনী শুক্তিমতী বীরজা পঙ্কিনী রাত্রী ইত্যেতাঃ ঋক্ষপ্রসূতাঃ। মণিজ্বালা শুভা তাপী পয়োষ্ণী

শীঘ্রোদা বেষ্ণাপাশা বৈতরণী বেদিপালা কুমুদ্বতী তোয়া দুর্গা অন্ত্যা গিরা এতা বিন্ধ্যপাদোদ্ভবাঃ। গোদাবরী ভীমরথী মরথী কৃষ্ণা বেণা বঞ্জুলা তুঙ্গভদ্রা সুপ্রয়োগা বাহ্যকাবেরী ইত্যেতাঃ সহ্যপাদোদ্ভবাঃ। শতমালা তাম্রপর্ণী পুষ্পাবতী উৎপলাবতী ইত্যেতা মলয়জাঃ। ত্রিযামা ঋষিকুল্যা ইক্ষুলা ত্রিবিন্দালা মূলিনী বংশবরা মহেন্দ্রতনয়াঃ। ঋষিকা লূসতী মন্দগামিনী পলাশিনী ইত্যেতাঃ শুক্তিমৎপ্রভবাঃ, এতাঃ প্রাধান্যেন কুলপর্ব্বতনদ্যঃ। শেষাঃ ক্ষুদ্রনদ্যঃ। এষ জম্বূদ্বীপো যোজনলক্ষপ্রমাণঃ।

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রগীতাসু ভুবনকোশে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রুদ্র উবাচ।

অতঃপরং শাকদ্বীপং নিবোধত। জম্বূদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণোঽসৌ পরিণাহদ্বিগুণোদকশ্চ জম্বূদ্বীপসমস্তেন দ্বিগুণাবৃতস্তত্র চ পুণ্যাঃ জনপদাশ্চিরাত্মানঃ তে দুর্ভিক্ষজরাব্যাধিরহিতাশ্চ। দেশেঽত্র সপ্তৈব কুলপর্ব্বতাস্তাবত্তিষ্ঠন্তি, তস্য চোভয়তো লবণক্ষীরোদধী ব্যবস্থিতৌ। তত্র চ প্রাগায়তঃ শৈলেন্দ্র উদয়ো নাম পর্ব্বতঃ তস্যাপরেণ জলধরো নাম গিরিঃ স এব চন্দ্রেতি কীর্ত্তিতঃ। তস্য জলঞ্চ ইন্দ্রো গৃহীত্বা বর্ষতি। তস্যাপরঃ শ্বেতকোনাম গিরিস্তস্মিন্ ষট্চেতি কীর্ত্তিতাঃ প্রজাঽনেকবিধাঃ ক্রীড়ন্তি, তস্যাপরো রজতো গিরিঃ স এব শাকো-

ভাগে সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং শত যোজন বিস্তৃত এক উপত্যকা বিদ্যমান। ঐ উপত্যকার আদ্যোপান্ত সমুদায় ভূমি যেন একখানি শিলায় সমাবৃত। সুতরাং তথায় বৃক্ষ বা লতার সম্পর্কমাত্র নাই। চতুর্দ্দিক পাদপরিমাণ জলে আপ্লুত। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে এবং অন্যান্য পর্ব্বতের মধ্যভাগে যেরূপ নানাপ্রকার উপত্যকা দর্শন করিয়াছি, তাহার আনুপুর্ব্বিক যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম।

অশীতিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে তপোধনগণ! এক্ষণে দক্ষিণ দিগ্বিভাগস্থিত সিদ্ধগণাধিষ্ঠিত উপত্যকাবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। শিশির এবং পতঙ্গ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে যে উপত্যকা বিদ্যমান আছে, উহা কেবল শুক্ল বর্ণ ধূ ধূ করিতেছে; কুত্রাপি একটি বৃক্ষের সম্পর্কমাত্র নাই। সুতরাং দেখিতে অতি ভীষণ। কেবল ইষুক্ষেপ নামক শিখরে কতকগুলি বৃক্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে। তত্রত্য উড়ুম্বর বন অতি রমণীয় এবং বহুতর পক্ষীর নিবাসভূমি। উহার ফল সকল দেখিতে বৃহদাকার কূর্ম্মের মত। আট জন দেবযোনি নিয়ত ঐ উড়ুম্বর বনে অবস্থান করিয়া থাকেন। তথায় প্রসন্ন ও স্বাদুসলিলা বহুজলপূর্ণা নদী সকল নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। প্রজাপতি

ভগবান্ কর্দ্দম তত্রত্য প্রধান আশ্রমধারী। তদ্ভিন্ন তথায় বহুতর মুনিজনের আশ্রম বিদ্যমান রহিয়াছে। কর্দ্দম ঋষির আশ্রমের আয়তন এক শত যোজন। তথায় তাম্রাভ ও পতঙ্গ নামক শৈলের মধ্যভাগে দুই শত যোজন দীর্ঘ এবং একশত যোজন বিস্তৃত সুদীর্ঘ এক সরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। বালার্কবর্ণ ঘনসন্নিবিষ্ট সুগন্ধ সহস্রদল পদ্ম সমূহে ঐ সরোবর অলঙ্কৃত হইয়াছে। উহার তীরদেশে সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ নিরন্তর অবস্থান করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক মহোন্নত শিখর বিরাজমান। উহার দৈর্ঘ্য শত যোজন এবং বিস্তার ত্রিংশৎ যোজন। ঐ শিখর নানাবিধ ধাতু ও নানাবিধ রত্নে মণ্ডিত রহিয়াছে। উহার উপরিভাগে সুদীর্ঘ এক রথ্যা বিদ্যমান। তাহার চতুর্দ্দিকে রত্নময় প্রাচীর এবং সম্মুখে অত্যুন্নত এক তোরণ। উহার মধ্যস্থলে সুবিস্তীর্ণ বিদ্যাধরপুরী বিদ্যমান। পুলোমনামা এক বিদ্যাধর বহুতর পরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় রাজত্ব বিস্তার করিতেছেন।

তাহার পর বিশাখ ও শ্বেতনামক পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক সরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার পূর্ব্বতীরে সুবিস্তীর্ণ এক আম্রবন বিরাজমান। তরুশাখাসকল কনকবর্ণ কুম্ভপ্রমাণ অতি সুগন্ধি ফলসমূহে নিরন্তর অবনত রহিয়াছে। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ সতত তথায় অবস্থান করিতেছেন।

তাহার পর অচলেন্দ্র সুমূল এবং বসুধার বিদ্যমান। ঐ দুই পর্ব্বতের মধ্যভাগে যে উপত্যকা বিরাজমান, তাহার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশৎ যোজন এবং বিস্তার ত্রিংশৎ যোজন। তথায় এক

বিল্বস্থলী বিরাজমান। তাহার ফল সকল বৃহদাকার কুম্ভের ন্যায়। নিরন্তর ফলপতনে বনভূমি পরিক্লিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বিল্বভোজী গুহ্যকগণ ঐ স্থলী অলঙ্কৃত করিয়াছে।

তাহার পরেই বসুধার ও রত্নধার নামক দুই গিরি শোভমান। উহার মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় শত যোজন দীর্ঘ এবং বিংশতি যোজন বিস্তীর্ণ এক কিংশুক বন বিরাজমান রহিয়াছে। বিকশিত কিংশুক কুসুমের গন্ধে শত যোজন পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়াছে। তথায় সিদ্ধগণ অবস্থান করিয়া থাকেন এবং জলকষ্টের নামমাত্র নাই। তথায় আদিত্যদেবের অতি সুদীর্ঘ আয়তন রহিয়াছে। সূর্য্যদেব প্রতি মাসেই তথায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সমুদায় দেবতারা লোকজনক ঐ প্রজাপতি সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া থাকেন।

তাহার পর পঞ্চকুট ও কৈলাস গিরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ উভয়ের মধ্যস্থলে হংসের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র প্রাণিগণের অনভিগম্য সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং শতযোজন বিস্তৃত এক ভূভাগ বিদ্যমান। ঐ ভূমিখণ্ড দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বর্গের সোপান বিরচিত হইয়াছে।

যাহাই হউক এক্ষণে পশ্চিম দিগ্বিভাগের গিরি-উপত্যকা'র বিষয় বিস্তারিত কহিতেছি, শ্রবণ কর। সুপার্শ্ব ও শিখিশৈলের মধ্যস্থলে চারিদিকে প্রায় শত যোজন বিস্তৃত এক খণ্ড মৃত্তিকাযুক্ত শিলাতল রহিয়াছে। ঐ শিলাতল নিয়ত উত্তপ্ত; এমন কি উহা স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। আবার শিলাতলের মধ্যস্থলে ত্রিংশত যোজন বিস্তৃত মণ্ডলাকার এক অগ্নিকুণ্ড শোভমান। তথায় দাহ্য বস্তুর সম্পর্কমাত্র নাই; কিন্তু

সংবর্ত্তক নামা অগ্নি নিরন্তর ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার পর কুমুদ ও অঞ্জন নামক দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে শত যোজন বিস্তীর্ণ বীজপূরস্থলী শোভমান। কোন প্রাণীই তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। বিশেষতঃ ঐ বীজপুর বন নিরন্তর পীতবর্ণ ফলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তথায় সিদ্ধপুরুষনিষেবিত এক পবিত্র হ্রদ শোভমান। ঐ ভূভাগ বৃহস্পতির আবাসস্থান। তাহার পরেই পিঞ্জর ও গৌরপর্ব্বতের মধ্যস্থলে এক সরোবর এবং বহুশত যোজন বিস্তৃত কয়েক খণ্ড উপত্যকা শোভমান রহিয়াছে। তত্রত্য সরোবর বিকসিত বৃহদাকার কুমুদবনে পরিপূর্ণ। ষট্পদ সকল সততই পুষ্পে পুষ্পে গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া বিচরণ করিতেছে। ঐ স্থান পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর আবাসভূমি। তাহার পর শুক্ল ও পাণ্ডুর নামক দুই মহাগিরির মধ্যভাগে নবতি যোজন দীর্ঘ এবং ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ এক শিলাময় প্রদেশ রহিয়াছে। তথায় বৃক্ষের সম্পর্কমাত্র নাই। তাহার কিয়দ্দূরে নীবাতনিষ্কম্পা এক দীর্ঘিকা শোভমান। তাহার তীরদেশ নানাজাতীয় বিকসিত স্থলপদ্ম বৃক্ষে সুশোভিত। উহার মধ্যে আবার পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ এক ন্যগ্রোধ পাদপ বিরাজমান। নীলাম্বরধারী উমাপতি ভগবান্ চন্দ্রশেখর যক্ষাদি দেবযোনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া নিরন্তর তথায় অবস্থান করিতেছেন। তাহার পর সহস্র শিখর ও কুমুদ এই দুই পর্ব্বতের মধ্যভাগে পঞ্চাশৎ যোজন দীর্ঘ এবং ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত ইষুক্ষেপ নামক এক উচ্চতর শিখর বিরাজমান রহিয়াছে। উহাতে যে কত প্রকার পক্ষী এবং কত প্রকার সুমধুর বৃক্ষফল বিদ্যমান

রহিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দেবরাজ ইন্দ্র ক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে তথায় অপূর্ব্ব এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার পর শঙ্খকূট ও ঋষভ নামক দুই গিরির মধ্যভাগে অনেক যোজন বিস্তৃত বহুগুণালঙ্কৃত রমণীয় এক পুরুষস্থলী বিদ্যমান রহিয়াছে। তত্রত্য ভূভাগ বিল্বপ্রমাণ সুগন্ধি অশোকবৃক্ষে পরিপুর্ণ। সিদ্ধপুরুষগণ এবং নাগাদিগণ তথায় বাস করিয়া থাকেন।

তাহার পর কপিঞ্জল ও নাগ শৈলের মধ্যভাগে দ্বিশত যোজন দীর্ঘ এবং শতযোজন বিস্তীর্ণ এক উপত্যকা অসংখ্য লোকে সমাকীর্ণ। ঐ স্থান দ্রাক্ষা, খর্জ্জূর ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষ এবং নানাবিধ লতায় পরিপূর্ণ। তাহার পর পুষ্কর ও মহামেঘ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে শতযোজন দীর্ঘ এবং ষষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ যে উপত্যকা বিরাজমান, তাহার নাম পাণিতল। তথায় বৃক্ষ বা লতার সম্পর্ক মাত্র নাই। তাহার পার্শ্বে বহুযোজন বিস্তীর্ণ চারিটি বন এবং চারিটি সরোবর শোভমান। তাহার কিয়দ্দূরে কতকগুলি ভূভাগ এবং কতকগুলি উপত্যকা বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোনটি দশযোজন, কোন কোনটি পঞ্চ যোজন, কোন কোন কোনটি সপ্ত যোজন, কোন কোনটি অষ্ট যোজন কোন কোনটি বিংশতি যোজন এবং কোন কোনটি ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ। ঐ সকল উপত্যকার মধ্যে কতকগুলি স্থান দেখিলে বোধ হয় যেন পর্ব্বত ভঙ্গ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে।

একাশীতিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! এক্ষণে এই সকল পর্ব্বতের শেষভাগে যে সকল দেবস্থান বিদ্যমান আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বতগণের শেষভাগে সীত নামে এক শৈল শোভমান। ঐ স্থান দেবরাজ ইন্দ্রের ক্রীড়াকানন। প্রসিদ্ধ পারিজাতবন ঐ স্থানেই অবস্থিত। তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে কুঞ্জর নামক যে গিরি বিরাজমান রহিয়াছে, তথায় দানবগণের আটটি পুরী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। তাহার পর বজ্রক পর্ব্বতে রাক্ষসদিগের পুরী সকল শোভমান। ঐ রাক্ষসগণ কামরূপী এবং নীলক নামে প্রসিদ্ধ। মহানীল পর্ব্বত কিন্নরগণের আবাসভূমি। তথায় পঞ্চদশ সহস্র কিন্নরপুরী বিরাজমান। তথায় দেবদত্ত ও চন্দ্রদত্ত প্রভৃতি পঞ্চদশ কিন্নররাজ মহাগর্ব্বে রাজত্ব করিতেছেন। সুবর্ণময় বিলদ্বার দিয়া ঐ সকল কিন্নরপুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। তাহার পর চন্দ্রোদয় নামক পর্ব্বত বিরাজমান। ঐ পর্ব্বতে বৈনতেয়ের অগম্য বিলমধ্যে নাগগণ অবস্থান করিয়া থাকে। তাহার পর অনুরাগ পর্ব্বত। অনুরাগ দানবেন্দ্রগণের আবাসস্থান। তাহার পরেই বেণুমান গিরি। বেণুমান শৈলে তিনটি বিদ্যাধর বিদ্যমান। ঐ পুরত্রয়ের প্রত্যেকটির বিস্তার ত্রিংশৎ শতযোজন এবং বিশালতা এক এক যোজন। উলূক, রোমশ ও মহাবেত্র নামক বিদ্যাধররাজগণ ঐ সকল পুরে অবস্থান করেন। বিকঙ্ক শৈল, গরুড়ের আবাসভূমি। পশুপতি স্বয়ং নিয়ত কুঞ্জর

শৈলে অবস্থান করিয়া থাকেন। তাহার পরেই বসুধার গিরি। যিনি যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি অনাদি পুরুষ; সেই বৃষভাঙ্ক মহাদেব শঙ্কর কোটি কোটি প্রমথপরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ বসুধার শৈলে অবস্থান করিয়া থাকেন। বসুগণও ঐ মহাগিরির অধিবাসী। বসুধার ও রত্নধার পর্ব্বতের অধিত্যকায় পঞ্চদশ পুরী বিরাজমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে আটটি বসুগণের এবং সাতটি সপ্তর্ষিগণের অধিকৃত। একশৃঙ্গ গিরি চতুরানন প্রজাপতি ব্রহ্মার আবাসস্থান। স্বয়ং ভগবতী মহাভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গজগিরিতে অবস্থান করিয়া থাকেন। বসুধার পর্ব্বতে সিদ্ধ বিদ্যাধর ও মুনিগণের চতুরশীতি পুরী বিরাজমান। ঐ পুরী সকল উন্নত তোরণ ও উন্নত প্রাকারপরিনিষ্ঠ। তাহার পরেই অনেকপর্ব্বত। যুদ্ধশাল গন্ধর্ব্বগণ ঐ অনেকপর্ব্বতে অবস্থান করিয়া থাকে। কপিঙ্গক উহাদিগের অধিরাজ। বহুতর সুর ও বহুতর রাক্ষস পঞ্চকূটে এবং বহুতর দানব শতশৃঙ্গে বাস করে। পঞ্চকূট ও শতশৃঙ্গে উহাদিগের শত শত পুরী বিরাজমান। প্রভেদক পর্ব্বতের পশ্চিম দলে দেবগণ সিদ্ধগণ ও দানবগণের বহুতর পুর বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ প্রভেদক পর্ব্বতের উপরিভাগে এক বিস্তীর্ণ শিলাখণ্ড রহিয়াছে। পর্ব্বে পর্ব্বে সোমদেব ঐ শিলাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। উহার উত্তর পার্শ্বে ত্রিকূটগিরি। ব্রহ্মা মধ্যে মধ্যে ঐ গিরিতে অবস্থান করিয়া থাকেন। তথায় অগ্নিদেবেরও আয়তন আছে। দেবগণ ঐ স্থানে মূর্ত্তিমান হুতাশনের অর্চ্চনা করেন। উহার উত্তরে শৃঙ্গপর্ব্বত। শৃঙ্গশৈল দেবতাদিগের বাসস্থান। উহার পূর্ব্বদিকে

নারায়ণের, মধ্যস্থলে ব্রহ্মার এবং পশ্চিমে শঙ্করের আশ্রম। উঁহার নিকটে যক্ষগণেরও কতকগুলি পুরী বিরাজমান রহিয়াছে। তাহার উত্তরে জাতুচ্ছ নামে এক মহাগিরি বিদ্যমান। ঐ গিরিতে ত্রিংশৎ যোজন আয়ত প্রসন্নসলিল এক সরোবর শোভমান রহিয়াছে। তথায় নন্দ নামে এক নাগরাজ অবস্থান করিয়া থাকেন। শতশীর্ষ ও প্রচণ্ড প্রভৃতি আটটি দেবপর্ব্বত। ক্রমান্বয়ে ঐ পর্ব্বতদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় পীত, কাহারও বর্ণ রজতের ন্যায় শ্বেত, কাহারও বর্ণ হীরকের ন্যায় কাহারও বৈদুর্য্য মণির ন্যায়, এবং কাহারও বা বর্ণ মনঃশিলা ধাতুর ন্যায়। এই পৃথিবীতে কত শত কোটি পর্ব্বত বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ঐ সকল পর্ব্বতে সিদ্ধ বিদ্যাধরাদিগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। মেরু শৈলের পার্শ্বদেশস্থিত কেশর সকল বলয় ও আলবালাকারে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উহাকে সিদ্ধলোক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই ভূতধাত্রী পৃথিবী পদ্মাকারে অবস্থান করিতেছেন। সমুদায় পুরাণেই সামান্যতঃ পর্ব্বতসংস্থানের এই রূপ ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

শৃণু চান্যং বরারোহে তস্যা দেব্যা মহাবিধিম্।
যা সা ত্রিশক্তিরুদ্দিষ্টা শিবেন পরমেষ্ঠিনা ॥ ১ ॥
তত্র সৃষ্টিঃ পুরা প্রোক্তা শ্বেতবর্ণা স্বরূপিণী।
একাক্ষরেতি বিখ্যাতা সর্ব্বাক্ষরময়ী শুভা ॥ ২ ॥
বাগীশেতি সমাখ্যাতা ক্বচিদ্দেবী সরস্বতী।
সৈব বিদ্যেশ্বরী দেবী সৈব ক্বাপ্যমিতাক্ষরা।
সৈব জ্ঞাননিধিঃ ক্বাপি সৈব দেবী বিভাবরী ॥ ৩ ॥
যানি সৌম্যানি নামানি যানি জ্ঞানোদ্ভবানি চ।
তানি তস্যা বিশালাক্ষি দ্রষ্টব্যানি বরাননে ॥ ৪ ॥
যা বৈষ্ণবী বিশালাক্ষী রক্তবর্ণা স্বরূপিণী।
অপরা সা সমাখ্যাতা রৌদ্রী চৈব পরায়ণা ॥ ৫ ॥
এতাস্ত্রয়োঽপি সিধ্যন্তি যো রুদ্রং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সর্ব্বা সেয়ং বরারোহে একৈব ত্রিবিধা স্মৃতা ॥ ৬ ॥
এষা সৃষ্টির্ব্বরারোহে কথিতা তে পুরাতনী।
তয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৭ ॥
যা সাদৌ বর্দ্ধিতা সৃষ্টির্ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
তয়া তুল্যাং স্তুতিং চক্রে তস্যা দেব্যাঃ পিতামহঃ ॥৮॥

ব্রহ্মোবাচ।

জয়স্ব সত্যসম্ভূতে ধ্রুবে দেবী বরেঽক্ষরে।
সর্ব্বগে সর্ব্বজননি সর্ব্বভূতমহেশ্বরি ॥ ৯ ॥
সর্ব্বগা ত্বং বরারোহে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।

সিদ্ধিবুদ্ধিকরে দেবি প্রসূতিঃ পরমেশ্বরী ॥ ১০ ॥
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা দেবি ত্বমুৎপত্তির্ব্বরাননে।
ত্বমোঙ্কারস্থিতা দেবি বেদোৎপত্তিস্ত্বমেব চ ॥ ১১ ॥
দেবানাং দানবানাঞ্চ যক্ষগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্।
পশূনাং বীরুধাঞ্চাপি ত্বমুৎপত্তির্ব্বরাননে ॥ ১২ ॥
বিদ্যা বিদ্যেশ্বরী সিদ্ধা প্রসিদ্ধাহং সুরেশ্বরী।
সর্ব্বজ্ঞা ত্বং বরারোহে সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বগা গতসন্দেহা সর্ব্বশত্রুনিবর্হিণী।
সর্ব্ববিদ্যেশ্বরী দেবী নমস্তে স্বস্তিকারিণি ॥ ১৪ ॥
ঋতুস্নাতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছেদ্যস্ত্বাং স্মৃত্বা বরাননে।
তস্যাবশ্যং ভবেৎসৃষ্টিস্ত্বৎপ্রসাদাৎপ্রজেশ্বরি।
স্বরূপা বিজয়া ভদ্রে সর্ব্বশত্রুবিনাশিনি ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে সৃষ্টিস্তুতির্নাম একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

যা মন্দরগতা দেবী তপঃ কর্ত্তুন্তু বৈষ্ণবী।
রাজসী পরমা শক্তিঃ কৌমারব্রতধারিণী ॥ ১ ॥
সৈকাকিনী তপস্তেপে বিশালায়াস্তু শোভনা।
তস্যাস্তপন্ত্যাঃ কালেন মহতা ক্ষুভিতং মনঃ ॥ ২ ॥
তস্মাৎক্ষোভাৎসমুত্তস্থুঃ কুমার্য্যঃ সৌম্যলোচনাঃ

সর্ব্বাঙ্গশোভিনী দেবী যাবদাস্তে তপোঽন্বিতা।
তাবদাগতবাংস্তত্র নারদো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ১৪ ॥
তং দৃষ্ট্বা সহসা দেবী ব্রহ্মপুত্রং তপোধনম্।
বিদ্যুৎপ্রভামুবাচেদমাসনন্দীয়তামিতি।
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ ক্ষিপ্রমস্মৈ প্রদীয়তাম্ ॥ ১৫ ॥
এবমুক্তা তদা দেব্যা কন্যা বিদ্যুৎপ্রভা শুভা।
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ নারদায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৬ ॥
ততঃ কৃতাসনন্দৃষ্ট্বা প্রণতন্নারদং মুনিম্।
উবাচ দেবী বচনং হর্ষেণ মহতান্বিতা ॥ ১৭ ॥
স্বাগতন্তে মুনিশ্রেষ্ঠ কস্মাল্লোকাদিহাগতঃ।
কিঙ্কার্য্যং বদ তে কৃত্যং মা তে কালাত্যয়ো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
এবমুক্তস্তদা দেব্যা নারদঃ প্রাহ লোকবিৎ।
ব্রহ্মলোকাদিন্দ্রলোকং তস্মাদ্রৌদ্রমথাচলম্।
ততস্ত্বামিহ দেবেশি দ্রষ্টুমভ্যাগতঃ শুভে ॥ ১৯ ॥
এবমুক্তা মুনিঃ শ্রীমাংস্তাং দেবীমন্ববেক্ষয়ৎ।
দৃষ্ট্বা মুহূর্ত্তং দেবেশীং বিস্মিতো নারদোঽভবৎ ॥ ২০ ॥
অহো রূপমহো কান্তিরহো ধৈর্য্যমহো বয়ঃ।
অহো নিষ্কামতা দেব্যা ইতি খেদমুপাযযৌ ॥ ২১ ॥
দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধানাং যক্ষকিন্নররক্ষসাম্।
ন রূপমীদৃশং ক্বাপি স্ত্রীষ্বন্যাসু প্রদৃশ্যতে ॥ ২২ ॥
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা নারদো বিস্ময়ান্বিতঃ।
প্রণম্য দেবীং সহসা উৎপপাত নভস্তলম্ ॥ ২৩ ॥
গতশ্চ ত্বরয়া যুক্তঃ পুরীন্দৈত্যেন্দ্রপালিতাম্।
মহিষাখ্যেন ভূতেশি সমুদ্রান্তস্থিতাং পুরিম্ ॥ ২৪ ॥

তত্রাসসাদ ভগবানসুরং মহিষাকৃতিম্।
দৃষ্টা লব্ধবরং বীরং দেবসৈন্যান্তকং মহৎ ॥ ২৫ ॥
স তেন পূজিতো ভক্ত্যা তদা লোকচরো মুনিঃ।
প্রীতাত্মা নারদস্তস্মৈ দেব্যা রূপমনুত্তমম্।
আচচক্ষে যথান্যায়ং যদ্বৃত্তং দেবতাপুরে ॥ ২৬ ॥

নারদ উবাচ।

অসুরেন্দ্র শৃণুম্বেকং কন্যারত্নং সমাহিতঃ।
ত্রৈলোক্যং বরদানেন স্বাধীনন্তে চরাচরম্ ॥ ২৭ ॥
ব্রহ্মলোকাদহং দৈত্য মন্দরাদ্রিমুপাগতঃ।
তত্র দেবীপুরং দৃষ্টং কুমারীশতসঙ্কুলম্ ॥ ২৮ ॥
তত্র প্রধানা যা কন্যা তাপসী ব্রতচারিণী।
সা দেবদৈত্যযক্ষাণাং মধ্যে কাচিন্ন দৃশ্যতে ॥ ২৯ ॥
যাদৃশী সা ময়া দৃষ্টা তাদৃশী কাশুমধ্যতঃ।
ভ্রমতা চেদৃশী দৃষ্টা ন কদাচিন্ময়া সতী ॥ ৩০ ॥
তস্যাশ্চ দেবগন্ধর্ব্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্ব্বে যেঽপ্যন্যে দৈত্যনায়কাঃ ॥ ৩১ ॥
তাং দৃষ্টা বরদাং দেবীমহং তূর্ণমিহাগতঃ।
অজিত্বা দেবগন্ধর্ব্বান্ন তাং জয়তি কশ্চন ॥ ৩২ ॥
এবমুক্ত্বা ক্ষণং স্থিত্বা তমনুজ্ঞাপ্য নারদঃ।
যথাগতং যযৌ ধীমানন্তর্দ্ধানেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে প্রাগিতিহাসে দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

বরাহ উবাচ।

গতে তু নারদে দৈত্যশ্চিন্তয়ামাস তাং শুভাম্।
কথিতাং নারদমুখাৎ শ্রুত্বা বিস্মিতমানসঃ ॥ ১ ॥
তামেব চিন্তয়ন্ শর্ম্ম ন লেভে দৈত্যসত্তমঃ।
মন্ত্রিণশ্চানয়ামাস অলংশর্ম্মাণমুত্তমম্ ॥ ২ ॥
তস্যাষ্টৌ মন্ত্রিণঃ শূরা নীতিমন্তো বহুশ্রুতাঃ।
প্রঘসো বিঘসশ্চৈব শঙ্কুকর্ণো বিভাবসুঃ।
বিদ্যুন্মালী সুমালী চ পর্জ্জন্যঃ ক্রূর এব চ ॥ ৩ ॥
এতে মন্ত্রিবরাস্তস্য প্রাধান্যেন প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তে দানবেন্দ্রমাসীনমূচুঃ কৃত্যং বিধীয়তাম্ ॥ ৪ ॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
উবাচ কন্যালাভার্থং নারদাবাপ্তনিশ্চয়ঃ ॥ ৫ ॥

মহিষ উবাচ।

মহ্যন্তু কথিতা বালা নারদেন মহর্ষিণা।
সা চাজিত্য সুরাধ্যক্ষং ন লভ্যেত বরাঙ্গনা ॥ ৬ ॥
এতদর্থং ভবন্তো বৈ কথয়ন্তু বিমৃশ্য মে।
কথং সা লভ্যতে বালা কথং দেবাশ্চ নির্জ্জিতাঃ।
ভবেয়ুরিতি তৎসর্ব্বং কথয়ন্তু দ্রুতং মম ॥ ৭ ॥
এবমুক্তাস্ততঃ সর্ব্বে কথয়ামাসুরঞ্জসা।
এবমুক্তস্তথোবাচ প্রঘসো দানবেশ্বরম্ ॥ ৮ ॥
যা সা তে কথিতা দৈত্য নারদেন মহাসতী।
সা শক্তিঃ পরমা দেবী বৈষ্ণবী রূপধারিণী ॥ ৯ ॥

গুরুপত্নী রাজপত্নী তথা সামন্তযোষিতঃ।
জিঘৃক্ষন্নশ্যতে রাজা তথাগম্যাগমেন চ ॥ ১০ ॥
প্রঘসেনৈবমুক্তস্তু বিঘসো বাক্যমব্রবীৎ।
সম্যগুক্তং প্রঘসেন তান্দেবীং প্রতি পার্থিব।
যদি নাম মতৈক্যন্তু বুদ্ধিঃ স্মরণমাগতা ॥ ১১ ॥
বরণীয়া কুমারী তু সর্ব্বদা বিজিগীষুভিঃ।
ন স্বতন্ত্রেণ কন্যায়াঃ কার্য্যং ক্বাপি প্রকর্ষণম্ ॥ ১২ ॥
যদি বো রোচতে বাক্যং মদীয়ং মন্ত্রিসত্তমাঃ।
তদানীং তাং শুভাং দেবীং গত্বা যাচন্তু মন্ত্রিণঃ।
যো মহাত্মা ভবেত্তস্যা বন্ধুস্তং যাচয়ামহে ॥ ১৩ ॥
সাম্নৈবাদৌ ততঃ পশ্চাৎ করিষ্যামঃ প্রদানকম্।
ততো ভেদং করিষ্যামস্ততো দণ্ডং ক্রমেণ চ ॥ ১৪ ॥
অনেন ক্রমযোগেন যদি সা নৈব লভ্যতে।
ততঃ সন্নহ্য গচ্ছামো বলাদ্গৃহ্নীম তাং শুভাম্ ॥ ১৫ ॥
বিঘসেনৈবমুক্তস্তু শেষাস্তু মন্ত্রিণো বচঃ।
স্তুভমূচুঃ প্রশংসন্তঃ সর্ব্বে হর্ষিতমানসাঃ ॥ ১৬ ॥
সাধূক্তং বিঘসেনেদং যাতু প্রতি বরাননাম্।
তদেব ক্রিয়তাং শীঘ্রং দূতস্তত্র বিসর্জ্জ্যতাম্ ॥ ১৭ ॥
যঃ সর্ব্বশস্ত্রনীতিজ্ঞঃ শুচিঃ শৌর্য্যসমন্বিতঃ।
তস্মাজ্জ্ঞাত্বা তু তান্দেবীং বর্ণতো রূপতো গুণৈঃ ॥১৮॥
পরাক্রমেণ শৌর্য্যেণ শৌণ্ডীর্য্যেণ বলেন চ।
বন্ধুবর্গেণ সামগ্র্যা স্থানেন চ করেণ চ।
এবং জ্ঞাত্বা তু তান্দেবীং ততঃ কার্য্যং বিধীয়তাম্ ॥১৯॥
ততঃ সপদি দৈত্যস্য তদ্বচঃ সাধু সাধ্বিতি।

প্রশশংসুর্ব্বরারোহে বিঘসং মন্ত্রিসত্তমম্।
প্রশস্য সর্ব্বে তং দূতং সন্দেষ্টুমুপচক্রমুঃ ॥ ২০ ॥
বিদ্যুৎপ্রভং মহাভাগং বহুমায়াবিদং শুভম্।
বিসর্জ্জয়িত্বা তদ্দূতং বিঘসো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥
ক্রিয়তাং বিজয়স্তাবদ্দেবসৈন্যং প্রতি প্রভো ॥ ২২ ॥
সন্নহ্যতাং দানবেন্দ্রাশ্চতুরঙ্গবলেন হ।
অসুরেন্দ্র সুরৈর্ভগ্নৈস্ত্বৎপরাক্রমভীষিতৈঃ।
সা কন্যা বশতামেতি ত্বয়ি শক্রে সমাগতে ॥ ২৩ ॥
লোকপালৈর্জ্জিতৈঃ সর্ব্বৈস্তথৈব মরুতাং গণৈঃ।
নাগৈর্ব্বিদ্যাধরৈঃ সিদ্ধৈর্গন্ধর্ব্বৈঃ সর্পভোজনৈঃ।
রুদ্রৈর্ব্বসুভির দিত্যৈস্ত্বমেবেন্দ্রো ভবিষ্যসি ॥ ২৪ ॥
ইন্দ্রস্য তে শতং কন্যা দেবগন্ধর্ব্বযোষিতঃ।
বসমায়ান্তি সাপি স্যাৎ সর্ব্বথা বশমাগতা ॥ ২৫ ॥
এবমুক্তস্তদা দৈত্যঃ সেনাপতিমুবাচ হ।
বিরূপাক্ষং মহামেঘবর্ণং নীলাঞ্জনপ্রভম্ ॥ ২৬ ॥
আনীয়তাং দ্রুতং সৈন্যং হস্ত্যশ্বরথপত্তিনাম্।
যেন দেবান্ সগন্ধর্ব্বান্ ক্ষয়ামি যুধি দুর্জ্জয়ান্ ॥ ২৭ ॥
এবমুক্তে বিরূপাক্ষেতদা সেনাপতির্দ্রুতম্।
আনিনায় মহৎ সৈন্যমনন্তমপরাজিতম্ ॥ ২৮ ॥
একৈকোদানবস্তত্র বজ্রহস্তসমো যুধি।
একৈকং স্পর্দ্ধতে দেবং জেতুং স্বেন বলেন হ ॥ ২৯ ॥
তেষাং প্রধানভূতানামর্ব্বুদং নবকোটয়ঃ।
একস্য যেষামনুপাতি তাবদ্বলমথোর্জ্জিতম্ ॥ ৩০ ॥
তেষাং নৈকসহস্রাণি দৈত্যানান্তু মহাত্মনাম্।

সম্মতিঞ্চক্রুরব্যগ্রাস্তদা দৈত্যাঃ প্রহারিণঃ।
প্রয়াণঙ্কারয়ামাসুর্দ্দেবসৈন্যজিঘাংসয়া ॥ ৩১

বিচিত্রযানা বিবিধধ্বজাগ্রা
বিচিত্রশস্ত্রা বিবিধোগ্ররূপাঃ।
দৈত্যাঃ সুরাঞ্জেতুমিচ্ছন্ত উচ্চৈ-
র্ন্নর্দ্দুরাত্তায়ুধযুক্তহস্তাঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে নারদমহিষাসুরয়োঃ পরস্পরসংবাদো নাম
ত্রয়োনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

ততো মহিষদৈত্যস্তু কামরূপী মহাবলঃ।
মত্তহস্তিনমারুহ্য যযাসুর্ম্মেরুপর্ব্বতম্ ॥ ১ ॥
তত্রেন্দ্রপুরমাসাদ্য দেবৈঃ সহ শতক্রতুম্।
অভিদুদ্রাব দৈত্যেন্দ্রস্ততো দেবাঃ ক্রুধান্বিতাঃ ॥ ২
আদায় স্বানি শস্ত্রাণি বাহনানি বিশেষতঃ।
অধিষ্ঠায় সুরানাজৌ দুদ্রুবুর্ম্মুদিতা ভৃশম্ ॥ ৩ ॥
তেষাং প্রববৃতে যুদ্ধস্তুমুলং লোমহর্ষণম্।
ঘোরং প্রচণ্ডযোধানামন্যোন্যমভিগর্জ্জতাম্ ॥ ৪ ॥

তত্রাঞ্জনো নীলকুক্ষির্মেঘবর্ণোবলাহকঃ।
উদরাক্ষো ললাটাক্ষঃ সুভীমোভীমবিক্রমঃ।
স্বর্ভানুশ্চেতি দৈত্যাষ্টৌ বসূন্দুদ্রুবুরাহবে॥ ৫॥
যথাসংখ্যেন তদ্বচ্চ দৈত্যা দ্বাদশ চাপরে।
আদিত্যান্দৈত্যবর্য্যাস্তু তেষাং প্রাধান্যতঃ শৃণু॥ ৬॥
ভীমাক্ষস্তব্ধকর্ণশ্চ শঙ্কুকর্ণস্তথৈব চ।
বজ্রকো জ্যোতিবীর্য্যশ্চ বিদ্যুন্মালী তথৈব চ।
রক্তাক্ষো ভীমদংষ্ট্রস্তু বিদ্যুজ্জিহ্বস্তথৈব চ॥ ৭॥
অতিকায়োমহাকায়ো দীর্ঘবাহুঃ কৃতান্তকঃ।
এতে দ্বাদশ দৈত্যেন্দ্রা আদিত্যান্ যুধি দুদ্রুবুঃ॥ ৮॥
স্বকং সৈন্যমুপাদায় তদ্বদন্যেঽপি দানবাঃ।
রুদ্রান্ দুদ্রুবুরব্যগ্রা যথাসংখ্যেন কোপিতাঃ॥ ৯॥
কালঃ কৃতান্তো রক্তাক্ষো হরণোমিত্রহা নলঃ।
যজ্ঞহা ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ স্ত্রীঘ্নঃ সংবর্ত্তকস্তথা॥ ১০॥
ইত্যেতে দশ চৈকশ্চ দৈত্যেন্দ্রা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
যথাসংখ্যেন রুদ্রাংস্তু দুদ্রুবুর্ভীমবিক্রমাঃ॥ ১১॥
শেষান্দেবান্ শেষদৈত্যা যথাযোগমুপাদ্রবন্।
স্বয়ং মহিষদৈত্যস্তু ইন্দ্রন্দুদ্রাব বেগতঃ॥ ১২॥
স চাপি বলবান্দৈত্যো ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ।
অবধ্যঃ পুরুষেণাজৌ যদ্যপি স্যাৎ পিনাকধৃক্॥ ১৩॥
আদিত্যৈর্ব্বসুভিঃ সার্দ্ধং রুদ্রৈশ্চ নিহতা ভৃশম্।
অসুরা যাতুধানাশ্চ সংখ্যাপূরণকেবলাঃ।
দেবানামপি সৈন্যানি নিহতান্যসুরৈর্যুধি॥ ১৪॥
এবম্ভূতে তদা ভগ্নে দেবেন্দ্রে বিদ্রুতাঃ সুরাঃ।

অর্দ্দিতা বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ শূলপট্টিশমুদ্গরৈঃ ॥ ১৫ ॥
গতবন্তো ব্রহ্মলোকমসুরৈরর্দ্দিতাঃ সুরাঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ত্রিশক্তিমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধে
চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়।

বরাহ উবাচ।

অথ বিদ্যুৎপ্রভো দৈত্যস্তথা দূতো বিসর্জ্জিতঃ।
প্রণম্য প্রযতোভূত্বা কুমারীশতসঙ্কুলাম্।
অস্থানে বিনয়াপন্নস্ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

বিদ্যুৎপ্রভ উবাচ।

দেবি পূর্ব্বমৃষিস্ত্বাসীদাদিসর্গৈকসম্ভবঃ।
সম্বৎসরোস্ততো জাতঃ সুপার্শ্বো নাম বৈ বিভুঃ ॥ ২
তস্যাভবন্মহাতেজাঃ সিন্ধুদ্বীপঃ প্রতাপবান্।
স হি তীব্রস্তপস্তেপে মাহিষ্মত্যাং পুরোত্তমে ॥ ৩ ॥
কুর্ব্বতস্তু তপো ঘোরে নিরাহারস্য শোভনে।
আদ্যা তু বিপ্রচিত্তেঃ সা সুতা পরমশোভনা।
মাহিষ্মতীতি বিখ্যাতা রূপেণাসদৃশী ভুবি ॥ ৪ ॥
সা সখীভিঃ পরিবৃতা বিহরন্তী যদৃচ্ছয়া।
আগতা মন্দরদ্রোণীং তত্রাপশ্যত্তপোবনম্ ॥ ৫ ॥
মুনেরম্বরসংজ্ঞস্য বিবিধদ্রুমমালিতম্।

লতাগৃহৈস্তু বিবিধৈর্ব্বকুলৈর্লকুচৈস্তথা।
চন্দনৈঃ পনসৈঃ শালৈঃ সরলৈরুপশোভিতম্॥ ৬॥
বিচিত্রবনখণ্ডৈশ্চ ভূষিতন্তু মহাত্মনঃ।
দৃষ্ট্বাশ্রমপদং রম্যং সাহসুরী কন্যকা শুভম্।
মাহিষ্মতী বরারোহা চিন্তয়ামাস ভামিনী॥ ৭॥
ভীষয়িত্বাহহমেনন্তু তাপসন্ত্বাশ্রমে স্বয়ম্।
তিষ্ঠামি ক্রীড়তি সার্দ্ধং সখীভিঃ পরমার্চ্চিতা॥ ৮॥
এবং সঞ্চিন্ত্য সা দেবী মহিষী সম্বভূব হ।
সখীভিঃ সহ বিশ্বেশি তীক্ষ্ণশৃঙ্গাগ্রধারিণী॥ ৯॥
তমৃষিং ভীষিতুং তাভিঃ সহ গত্বা বরাননা।
অসৌ বিভীষিতস্তাভিস্তাং জ্ঞাত্বা জ্ঞানচক্ষুষা।
আসুরীং ক্রোধসম্পন্নঃ শশাপ শুভলোচনাম্॥ ১০॥
যস্মাদ্ভীষয়সে মান্ত্বং মহিষীরূপধারিণী।
অতো ভব মহিষ্যেব পাপকর্ম্মে শতং সমাঃ॥ ১১॥
এবমুক্তা ততঃ সা তু সখীভিঃ সহ বেপতী।
পাদয়োর্ন্যপতত্তস্য শাপান্তং কুরু জল্পতী॥ ১২॥
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা স মুনিঃ করুণান্বিতঃ।
শাপান্তমকরোত্তস্যা বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ॥ ১৩॥
অনেনৈব স্বরূপেণ পুত্রমেকং প্রসূয় বৈ।
শাপান্তো ভবিতা ভদ্রে মদ্বাক্যং ন মৃষা ভবেৎ॥ ১৪॥
এবমুক্তা গতা সা তু নর্ম্মদাতীরমুত্তমম্।
যত্র তেপে তপো ঘোরং সিন্ধুদ্বীপো মহাতপাঃ॥১৫॥
তত্র চেন্দুমতী নাম দৈত্যকন্যাতিরূপিণী।
সা দৃষ্টা তেন মুনিনা বিবস্ত্রা মজ্জতী জলে।

চস্কন্দ স মুনিঃ শুক্রং শিলাদ্রোণ্যাং মহাতপাঃ ॥ ১৬ ॥
তচ্চ মাহিষ্মতী দৃষ্ট্বা দিব্যগন্ধি সুগন্ধি চ।
ততঃ সখীরুবাচেদং পিবামীদং জলং শুভম্ ॥ ১৭ ॥
এবমুক্ত্বা তু সা পীত্বা তচ্ছুক্রং মুনিসম্ভবম্।
প্রাপ্তা গর্ভং মুনের্বীর্য্যাৎ সুষুবে চ তদা সতী ॥ ১৮ ॥
তস্যাঃ পুত্রোঽভবদ্ধীমান্মহাবলপরাক্রমঃ।
মহিষেতি স্মৃতো নাম্না ব্রহ্মবংশবিবর্দ্ধনঃ ॥ ১৯ ॥
স ত্বাং বরয়তে দেবি দেবসৈন্যবিমর্দ্দনঃ।
স সুরানপি জিত্বাজৌ ত্রৈলোক্যঞ্চ তবানঘে।
দাস্যতে দেবি সুপ্রীতস্তব সর্ব্বং মহাসুরঃ।
তস্যাত্মোপপ্রদানেন কুরু দেবি মহৎকৃতম্ ॥ ২০ ॥
এবমুক্তা তদা দেবী তেন দূতেন শোভনা।
জহাস পরমা দেবী বাক্যং নোবাচ কিঞ্চন ॥ ২১ ॥
তস্যা হসন্ত্যা দূতোঽসৌ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
দদর্শ কুক্ষৌ সম্ভ্রান্তস্তৎক্ষণাৎ সমজায়ত ॥ ২২ ॥
ততো দেব্যাঃ প্রতীহারী জয়াখ্যা অতিতেজনা।
দেব্যা হৃদি স্থিতং বাক্যমুবাচ তনুমধ্যমা ॥ ২৩ ॥

জয়া উবাচ।

কন্যার্থী বদতে যত্তু তত্ত্বয়া সমুদীরিতম্।
যদি নাম ব্রতঞ্চাস্যাঃ কৌমারং সর্ব্বকালিকম্ ॥ ২৪ ॥
অপি চান্যাঃ কুমার্য্যোঽত্র সন্তি দেব্যাঃ পদানুগাঃ।
তাসামেকাপি নো লভ্যা কিমু দেবী স্বয়ংশুভা।
যাহি দূত ত্বরং মা তে কিঞ্চিদন্যদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
এবমুক্তো গতো দূতস্তাবদ্ব্যোম্নি মহামুনিঃ।

আয়াতো নারদস্তূর্ণং গৃণন্নুচ্চৈর্মহাতপাঃ ॥ ২৬ ॥
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চাগত্য তাং কন্যাং প্রণিপত্য চ।
উপবিষ্টো জগাদাথ আসনে পরমেষ্ঠিতঃ।
প্রণম্য দেবীঃ সর্ব্বাস্তা উবাচ চ মহাতপাঃ ॥ ২৭ ॥
দেবি দেবৈরহং প্রীতঃ প্রেষিতোঽস্মি তবান্তিকম্।
মহিষাখ্যেন দৈত্যেন যুধি দেবা বিনির্জ্জিতাঃ ॥ ২৮ ॥
ত্বাঙ্গৃহীতুং প্রযত্নং স কৃতবান্দেবি দৈত্যরাট্।
এবমুক্তোঽস্মি দেবৈস্ত্বাং বোধয়ামি বরাননে ॥ ২৯ ॥
স্থিরীভূতা মহাদেবী ত্বং দৈত্যপ্রতিঘাতয়।
উক্ত্বৈবান্তর্হিতঃ সদ্যো নারদঃ স্বেচ্ছয়া যযৌ।
দেবী চ কন্যাস্তাঃ সর্ব্বাঃ সন্নহ্যন্তামুবাচ হ ॥ ৩০ ॥
ততঃ কন্যা মহাভাগাঃ সর্ব্বাস্তা দেবীশাসনাৎ।
বভূবুর্ঘোররূপিণ্যঃ খড়্গচর্ম্মধনুর্ধরাঃ।
সঙ্গ্রামহেতোঃ সন্তস্থুর্দৈত্যবিধ্বংসনায় তাঃ ॥ ৩১ ॥
তাবদ্দৈত্যবলং সর্ব্বং মুক্ত্বা দেবচমূন্ দ্রুতম্।
আযযৌ যত্র তদ্দেব্যাঃ সন্নদ্ধং স্ত্রীবলং মহৎ ॥ ৩২ ॥
ততস্তা যুযুধুঃ কন্যা দানবৈঃ সহ দর্পিতাঃ।
ক্ষণেন তদ্বলন্তাভিশ্চতুরঙ্গং নিপাতিতম্ ॥ ৩৩ ॥
শিরাংসি তত্র কেষাঞ্চিচ্ছিন্নানি পতিতানি চ।
অপরেষাং বিদার্য্যোরঃ ক্রব্যাদাঃ পান্তি শোণিতম্ ॥৩৪॥
অন্যে কবন্ধভূতাস্তু ননৃতুর্দৈত্যনায়কাঃ।
এবং ক্ষণেন তে সর্ব্বে বিদ্রুতাঃ পাপচেতসঃ ॥ ৩৫ ॥
অপরে বিদ্রুতাঃ সর্ব্বে যত্রাসৌ মহিষাসুরঃ।
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং তথা দৈত্যবলং মহৎ ॥ ৩৬ ॥

এবং তদাকুলং দৃষ্ট্বা মহিষো বাক্যমব্রবীৎ।
সেনাপতে কিমেতদ্ধি বলং ভগ্নং মমাগ্রতঃ ॥ ৩৭ ॥
ততো যজ্ঞহনুর্নাম্না দৈত্যো হস্তিস্বরূপবান্।
উবাচ ভগ্নমেতদ্ধি কুমারীভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৮ ॥
ততো দুদ্রাব মহিষস্তাঃ কন্যা শুভলোচনাঃ।
গদামাদায় তরসা ঘাতিতুন্তাস্ততোঽসুরঃ ॥ ৩৯ ॥
যত্র তিষ্ঠতি সা দেবী দেবগন্ধর্ব্বপূজিতা।
তত্রৈব সোঽসুরঃ প্রায়াদ্যত্র দেবী ব্যবস্থিতা ॥ ৪০ ॥
সা চ দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং বিংশদ্ধস্তা বভূব হ।
ধনুঃ খড়্গং তথা শক্তিং শরাং শূলং গদান্তথা ॥৪১॥
মুসলং ভিন্দিপালঞ্চ মুদ্গরং পরশুং তথা।
চক্রঞ্চ ডমরুঞ্চৈব তথা ঘন্টাং বিশালিনীং।
শঙ্খঞ্চ পরমং ঘোরং ভুষণ্ডীং পদ্মমেব চ।
দণ্ডং পাশং ধ্বজঞ্চৈব কপালঞ্চেতি বিংশতিঃ ॥ ৪২ ॥
ভূত্বা বিংশদ্ভুজা দেবী সিংহমাস্থায় দংশিতা।
সস্মার রুদ্রং দেবেশং রৌদ্রং সংহারকারণম্ ॥ ৪৩ ॥
ততো বৃষধ্বজঃ সাক্ষাৎ রুদ্রন্তত্রৈব আযযৌ।
তয়া প্রণম্য বিজ্ঞপ্তঃ সর্ব্বান্ দৈত্যান্ জয়াম্যহম্।
ত্বয়ি সন্নিধিমাত্রে তু দেবদেব সনাতন ॥ ৪৪ ॥
এবমুক্ত্বাঽসুরান্ সর্ব্বাঞ্জিগায় পরমেশ্বরী।
মুক্ত্বা তমেকং মহিষং শেষং হত্বা তমধ্যয়াৎ!
যাবদ্দেবী ততঃ সাপি তাং দৃষ্ট্বা সোঽপি দুদ্রুবে ॥৪৫॥
ক্বচিদ্যুধ্যতি দৈত্যেন্দ্রঃ ক্বচিচ্চৈব পলায়তি।
ক্বচিৎ পুনর্ম্মৃধঞ্চক্রে ক্বচিৎ পুনরুপারমৎ ॥ ৩৬ ॥

এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তস্য তয়া সহ।
দিব্যানি বিগতানি স্যুর্যুধ্যতশ্চৈব শোভনে ॥ ৩৭ ॥
বভ্রাম সকলন্ত্বাজৌ ব্রহ্মাণ্ড ভীতমানসম্।
ততঃ কালেন মহতা শতশৃঙ্গে মহাগিরৌ।
পদ্ভ্যামাক্রম্য শূলেন নিহতো দৈত্যনায়কঃ ॥ ৪৮ ॥
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন তত্র চান্তঃস্থিতঃ পুমান্।
নির্গত্য বিগতঃ স্বর্গং দেব্যাঃ শস্ত্রনিপাতনাৎ ॥ ৪৯ ॥
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে মহিষং বীক্ষ্য নির্জ্জিতম্।
সব্রহ্মকাঃ স্তুতিঞ্চক্রুর্দেব্যাস্তুষ্টেন চেতসা ॥ ৫০ ॥

দেবা ঊচুঃ।

নমো দেবি মহাভাগে গম্ভীরে ভীমদর্শনে।
জয়স্থে স্থিতিসিদ্ধান্তে ত্রিনেত্রে বিশ্বতোমুখি ॥ ৫১ ॥
বিদ্যাবিদ্যে জপে জাপ্যে মহিষাসুরমর্দ্দিনি।
সর্ব্বগে সর্ব্বদেবেশি বিশ্বরূপিণি বৈষ্ণবি ॥ ৫২ ॥
বীতশোকে ধ্রুবে দেবি পদ্মপত্রশুভেক্ষণে।
শুদ্ধসত্ত্বব্রতস্থে চ চণ্ডরূপে বিভাবরি ॥ ৫৩ ॥
ঋদ্ধিসিদ্ধিপ্রদে দেবি বিদ্যেঽবিদ্যেঽমৃতে শিবে।
শাঙ্করী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী সর্ব্বদেবনমস্কৃতে ॥ ৫৪ ॥
ঘণ্টাহস্তে ত্রিশূলাস্ত্রে মহামহিষমর্দ্দিনি।
উগ্ররূপে বিরূপাক্ষি মহামায়েঽমৃতস্রবে ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বসত্ত্বহিতে দেবি সর্ব্বসত্ত্বময়ে ধ্রুবে।
বিদ্যাপুরাণশিল্পানাং জননী ভূতধারিণি ॥ ৫৬ ॥
সর্ব্বদেবরহস্যানাং সর্ব্বসত্ত্ববতাং শুভে।
ত্বমেব শরণং দেবি বিদ্যেঽবিদ্যে শ্রিয়েঽম্বিকে ॥ ৫৭ ॥

বিরূপাক্ষি তথা ক্ষান্তিঃ ক্ষোভিতান্তর্জ্জলেঽমলে।
নমোঽস্তু তে মহাদেবি নমস্তে পরমেশ্বরি ॥ ৫৮ ॥
শরণং ত্বাং প্রপদ্যন্তে যে দেবি পরমেশ্বরি।
ন তেষাঞ্জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসঙ্কটে ॥ ৫৯ ॥
যশ্চ ব্যাঘ্রভয়ে ঘোরে চৌররাজভয়ে তথা।
স্তবমেনং সদা দেবি পঠিষ্যতি যতাত্মবান্ ॥ ৬০ ॥
নিগড়স্থোঽপি যো দেবি ত্বাং স্মরিষ্যতি মানবঃ।
সোঽপি বন্ধৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তঃ সুসুখং বসতে সুখী ॥৬১॥

বরাহ উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী দেবৈঃ প্রণতিপূর্ব্বকম্।
উবাচ দেবান্ সুশ্রোণি বৃণুধ্বং বরমুত্তমম্ ॥ ৬২ ॥

দেবা ঊচুঃ।

দেবি স্তোত্রমিদং যে হি পঠিষ্যন্তি তবানঘে।
সর্ব্বকামসমাপন্নান্ কুরু দেবি স নো বরঃ ॥ ৬৩ ॥
এবমস্ত্বিতি তান্দেবানুক্ত্বা দেবী পরাপরা।
বিসসর্জ্জ ততো দেবান্ স্বয়ং তত্রৈব সংস্থিতা ॥ ৬৪ ॥
এতদ্দ্বিতীয়ং যো জন্ম বেদ দেব্যা ধরাধরে।
স বীতশোকো বিরজাঃ পদং গচ্ছত্যনাময়ম্ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ত্রিশক্তিমাহাত্ম্যে মহিষাসুরবধো নাম পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

যা সা নীলগিরিং যাতা তপসে ধৃতমানসা।
রৌদ্রী তমোদ্ভবা শক্তিস্তস্যাঃ শৃণু ধরে ব্রতম্॥ ১॥
তপঃ কৃত্বা চিরং কালং পালয়াম্যখিলং জগৎ।
এবমুদ্দিশ্য পঞ্চাগ্নিং সাধয়ামাস ভামিনী॥ ২॥
তস্যাঃ কালান্তরে দেব্যাস্তপন্ত্যাস্তপ উত্তমম্।
রুরুর্নাম মহাতেজাঃ ব্রহ্মদত্তবরোঽসুরঃ॥ ৩॥
সমুদ্রমধ্যে রত্নাঢ্যং পুরমস্তি মহাবনম্।
তত্র রাজা স দৈত্যেন্দ্রঃ সর্ব্বদেবভয়ঙ্করঃ॥ ৪॥
অনেক শতসাহস্রকোটিকোটিতথোত্তরৈঃ।
অসুরৈরন্বিতঃ শ্রীমান্দ্বিতীয়ো নমুচির্যথা॥ ৫॥
কালেন মহতা চাসৌ লোকপালপুরাণ্যথ।
জিগীষুঃ সৈন্যসংবীতো দেবৈর্যুদ্ধমরোচয়ৎ॥ ৬॥

উত্তিষ্ঠতস্তস্য মহাসুরস্য
সমুদ্রতোয়ং ববৃধেঽতিমাত্রম্।
অনেকনক্রগ্রহমীনজুষ্ট-
মাপ্লাবয়ৎ পর্ব্বতসানুদেশান্॥ ৭॥
অন্তঃস্থিতানেকসুরারিসঙ্ঘা-
দ্বিচিত্রবর্ম্মায়ুধচিত্রশোভম্।
ভীমং বলং বর্ম্মিতচারুযোধং
বিনির্যযৌ সিন্ধুজলাদ্বিশালাৎ॥ ৮॥

তত্র দ্বিপা দৈত্যবরৈরুপেতাঃ
সমানঘণ্টায়ুতকিঙ্কিণীকাঃ।
বিনির্যযুঃ স্বাকৃতিভীষণাশ্চ
সমত্বমুচ্চৈঃ খলু দর্শয়ন্তঃ॥ ৯॥
অশ্বাস্তথা কাঞ্চনপীঠনদ্ধা
রোহৈস্তু যুক্তাঃ সিতচামরৈশ্চ।
ব্যবস্থিতাস্তে সমমেব তূর্ণং
বিনির্যযুর্লক্ষশঃ কোটিশশ্চ॥ ১০॥
রথা রবিস্যন্দনতুল্যবেগাঃ
সুচক্রদণ্ডাক্ষত্রিবেণুযুক্তাঃ।
সুশস্ত্রযন্ত্রাঃ পরিপীড়িতাঙ্গা-
শ্চলন্ত্যনন্তাঃ ত্বরিতং বিশঙ্কাঃ॥ ১১॥
তথৈব যোধাঃ স্থগিতেতরেতরা-
স্তিতীর্ষবো যে বরতূণপাণয়ঃ।
পদে পদে লব্ধজয়াঃ প্রহারিণো
বিরেজুরুচ্চৈরসুরানুগা ভৃশম্॥ ১২॥

দেবেষু চৈব ভগ্নেষু বিনির্গত্য জলাত্ততঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতঃ প্রায়াদিন্দ্রপুরং প্রতি॥ ১৩॥
যুযোধ চ সুরৈঃ সার্দ্ধং রুরুদৈত্যপতিস্তথা।
মুদ্গরৈর্ম্মুশলৈর্ঘোরৈঃ শরৈর্দ্দণ্ডায়ুধৈস্তথা।
জঘ্নুর্দ্দৈত্যাঃ সুরান্ সংখ্যে সুরাশ্চৈব তথাসুরান্॥১৪॥
এবং ক্ষণমথো যুদ্ধা তদা দেবাঃ সবাসবাঃ।
অসুরৈর্নির্জ্জিতাঃ সদ্যো দুদ্রুবুর্ব্বিমুখা ভৃশম্॥ ১৫॥
দেবেষু চৈবন্তুগ্নেষু বিদ্রুতেষু বিশেষতঃ।

অসুরঃ সর্ব্বদেবানামন্বধাবত বীর্য্যবান্ ॥
ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে দ্রবন্তো ভয়বিহ্বলাঃ।
নীলং গিরিবরং জগ্মুর্যত্র দেবী ব্যবস্থিতা ॥ ১৭ ॥
রৌদ্রী তপোরতা দেবী তামসী শক্তিরুত্তমা।
সংহারকারিণী দেবী কালরাত্রীতি তাং বিদুঃ ॥ ১৮ ॥
সা দৃষ্ট্বা তাস্তদা দেবান্ ভয়ত্রস্তান্বিচেতসঃ।
মা ভৈষ্টেত্যুচ্চকৈর্দেবী তানুবাচ সুরোত্তমান্ ॥ ১৯ ॥

দেব্যুবাচ।

কিমিয়ং ব্যাকুলা দেবা গতির্ব্ব উপলক্ষ্যতে।
কথয়ধ্বং দ্রুতন্দেবাঃ সর্ব্বথা ভয়কারণম্ ॥ ২০ ॥

দেবা ঊচুঃ।

অয়মায়াতি দৈত্যেন্দ্রো রুরুর্ভীমপরাক্রমঃ।
এতস্য ভীতান্ রক্ষস্ব ত্বং দেবান্ পরমেশ্বরি ॥ ২১ ॥
এবমুক্তা তদা দেবৈর্দ্দেবী ভীমপরাক্রমা।
জহাস পরয়া প্রীত্যা দেবানাং পুরতঃ শুভা ॥ ২২ ॥
তস্যা হসন্ত্যা বক্ত্রাত্তু বহ্ব্যো দেব্যো বিনির্যযুঃ।
যাভির্ব্বিশ্বমিদং ব্যাপ্তং বিকৃতাভিরনেকশঃ ॥ ২৩ ॥
পাশাঙ্কুশধরাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাঃ পীনপয়োধরাঃ।
সর্ব্বাঃ শূলধরা ভীমাঃ সর্ব্বাশ্চাপধরাঃ শুভাঃ ॥ ২৪ ॥
তাঃ সর্ব্বাঃ কোটিশো দেব্যস্তাং দেবীং বেষ্ট্য সংস্থিতাঃ।
যুযুধুর্দ্দানবৈঃ সার্দ্ধং বদ্ধতূণা মহাবলাঃ ॥ ২৫ ॥
ক্ষণেন দানববলং তৎসর্ব্বং নিহতন্তু তৈঃ।
দেবাশ্চ সর্ব্বে সম্পন্না যুযুধুর্দ্দানবং বলম্ ॥ ২৬ ॥
কালরাত্র্যা বলঞ্চৈব যচ্চ দেববলং মহৎ।

তং সর্ব্বন্দানববলমনয়দ্যমসাদনম্ ॥ ২৭ ॥
এক এব মহাদৈত্যো রুরুস্তস্থৌ মহামৃধে।
স চ মায়াং মহারৌদ্রীং রৌরবীং বিসসর্জ্জ হ ॥
সা মায়া ববৃধে ভীমা সর্ব্বদেবপ্রমোহিনী।
তয়া বিমোহিতা দেবাঃ সর্ব্বে নিদ্রাস্তু লেভিরে ॥ ২৯ ॥
দেবী চ ত্রিশিখেনাজৌ তং দৈত্যং সমতাড়য়ৎ ॥ ৩০ ॥
তয়া তু তাড়িতস্যাস্য দৈত্যস্য শুভলোচনে।
চর্ম্মমুণ্ডে উভে সম্যক্ পৃথগ্ভূতে বভূবতুঃ ॥ ৩১ ॥
রুরোস্তু দানবেন্দ্রস্য চর্ম্মমুণ্ডে ক্ষণাদ্যতঃ।
অপহৃত্যাহরদ্দেবী চামুণ্ডা তেন সাঽভবৎ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বভূতমহারৌদ্রী যা দেবী পরমেশ্বরী।
সংহারিণী তু যা চৈব কালরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৩ ॥
তস্যা হ্যনুচরা দেব্যো বাহ্যসংখ্যাতকোটয়ঃ।
তাস্তাদ্দেবীং মহাভাগাং পরিবার্য্য ব্যবস্থিতাঃ।
যাচয়ামাসুরব্যগ্রাস্তাস্তাদ্দেবীং বুভুক্ষিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
বয়ং দেবি ক্ষুধার্ত্তাঃ স্মো দেহি নো ভোজনং শুভে।
এবমুক্তা তদা দেবী দধ্যৌ তাসাস্তু ভোজনম্ ॥ ৩৫ ॥
ন চাধ্যগচ্ছচ্চ যদা তাসাং ভোজনমন্তিকাৎ।
ততো দধ্যৌ মহাদেবং রুদ্রং পশুপতিং বিভুম্ ॥ ৪৬ ॥
সোঽপি ধ্যানাৎ সমুত্তস্থৌ পরমাত্মা ত্রিলোচনঃ।
উবাচ চ দ্রুতং দেবীং কিন্তে কার্য্যং বিবক্ষিতম্।
ব্রূহি দেবি বরারোহে যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৩৭ ॥

দেব্যুবাচ।

ভক্ষ্যার্থমাসাং দেবেশ কিঞ্চিদ্দাতুমিহার্হসি।

বলাৎ কুর্ব্বন্তি মামেতা ভক্ষার্থিন্যো মহাবলাঃ।
অন্যথা মামপি বলাদ্ভক্ষয়িষ্যন্তি তাঃ প্রভো ॥ ৩৮ ॥

রুদ্র উবাচ।

এতাসাং শৃণু দেবেশি ভক্ষ্যমেকং ময়োদিতম্।
কথ্যমানং বরারোহে কালরাত্রে মহাপ্রভে ॥ ৩৯ ॥
যা স্ত্রী সগর্ভা দেবেশি অন্যস্ত্রীপরিধানকম্।
পরিধত্তে স্পৃশেচ্চাপি পুরুষস্য বিশেষতঃ।
স ভাগোস্তু মহাভাগে কাসাঞ্চিৎ পৃথিবীতলে॥ ৪০ ॥
অন্যাশ্ছিদ্রেষু বাহজ্ঞানাং গৃহীত্বা তত্র বৈ বলিম্।
লব্ধ্বা ভবন্তু সুপ্রীতা অপি বর্ষশতান্যপি ॥ ৪১ ॥
অন্যাঃ সূতিগৃহে চ্ছিদ্রং গৃহ্নীয়ুস্তত্র পূজিতাঃ।
নিবসিষ্যন্তি দেবেশি তথান্যা জাতহারিকাঃ ॥ ৪২ ॥
গৃহে ক্ষেত্রে তড়াগেষু বাপ্যুদ্যানেষু চৈব হি।
অন্যচিত্তা রুদন্ত্যো যাঃ স্ত্রিয়স্তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ।
তাসাং শরীরাণ্যাবিশ্য কাঞ্চিত্তৃপ্তিমবাপ্স্যথ ॥ ৪৩ ॥
এবমুক্ত্বা তদা দেবীং স্বয়ং রুদ্রঃ প্রতাপবান্।
দৃষ্ট্বা রুরুঞ্চ সবলমসুরেন্দ্রং নিপাতিতম্।
স্তুতিঞ্চকার ভগবান্ স্বয়ং দেবস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৪৪ ॥

রুদ্র উবাচ।

জয়স্ব দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রে নমোঽস্তু তে ॥ ৪৫ ॥
বিশ্বমূর্ত্তে শুভে শুদ্ধে বিরূপাক্ষি ত্রিলোচনে।
ভীমরূপে শিবে বেদ্যে মহামায়ে মহোদয়ে ॥ ৪৬ ॥
মনোজবে জয়ে জৃম্ভে ভীমাক্ষি ক্ষুভিতক্ষয়ে।

মহামারি বিচিত্রাঙ্গে জয় নৃত্যপ্রিয়ে শুভে ॥ ৪৭ ॥
বিকরালে মহাকালি কালিকে পাপহারিণি ।
পাশহস্তে দণ্ডহস্তে ভীমরূপে ভয়ানকে ॥ ৪৮ ॥
চামুণ্ডে জ্বলমানাস্যে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে মহাবলে ।
শতযানস্থিতে দেবি প্রেতাসনগতে শিবে ॥ ৪৯ ॥
ভীমাক্ষি ভীষণে দেবি সর্ব্বভূতভয়ঙ্করি ।
করালে বিকরালে চ মহাকালে করালিনি ।
কালী করালী বিক্রান্তা কালরাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৫০ ॥
ইতি স্তুতা তদা দেবী রুদ্রেণ পরমেষ্ঠিনা ।
তুতোষ পরমা দেবী বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ।
বরং বৃণীষ্ব দেবেশ যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৫১ ॥

রুদ্র উবাচ ।

স্তোত্রেণানেন যে দেবি ত্বাং স্তুবন্তি বরাননে ।
তেষাস্ত্বং বরদা দেবি ভব সর্ব্বগতা সতী ॥ ৫২ ॥
যশ্চেমন্ত্রিঃপ্রকারস্তু দেবি ভক্ত্যা সমন্বিতঃ ।
স পুত্রপৌত্রপশুমান্ সমৃদ্ধিমুপগচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥
যশ্চেমং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা ত্রিশক্ত্যাস্তু সমুদ্ভবম্ ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো পদঞ্চচ্ছত্যনাময়ম্ ॥ ৫৪ ॥
এবং স্তুত্বা ভবো দেবীং চামুণ্ডাঞ্চ সুরেশ্বরীম্ ।
ক্ষণাদন্তর্হিতো দেবস্তে চ দেবা দিবং যযুঃ ॥ ৫৫ ॥
য এতাং বেদ বৈ দেব্যা উৎপত্তিং ত্রিবিধাং বরাম্ ।
স কর্ম্মপাশনির্ম্মুক্তঃ পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৫৬ ॥
ভ্রষ্টরাজ্যো যদা রাজা নবম্যান্নিয়তঃ শুচি ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যামুপবাসী নরোত্তমঃ ।

সংবৎসরেণ লভতে রাজ্যং নিষ্কণ্টকং নৃপঃ ॥ ৫৭ ॥
এষা ত্রিশক্তিরুদ্দিষ্টা নয়সিদ্ধান্তগামিনী।
এষা শ্বেতাপরা সৃষ্টিঃ সাত্ত্বিকী ব্রহ্মসংস্থিতা ॥ ৪৮ ॥
এষৈব রক্তা রজসি বৈষ্ণবী পরিকীর্ত্তিতা।
এষৈব কৃষ্ণা তমসি রৌদ্রী দেবী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫৯ ॥
পরমাত্মা যথা দেব এক এব ত্রিধা স্থিতঃ।
প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধাঽভবৎ ॥ ৬০ ॥
য এতং শৃণুয়াৎসর্গং ত্রিশক্ত্যাঃ পরমং শিবম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পরন্নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬১ ॥
যশ্চেমং শৃণুয়ান্নিত্যং নবম্যাং নিয়তঃ স্থিতঃ।
স রাজ্যমতুলং লেভে ভয়েভ্যশ্চ প্রমুচ্যতে ॥ ৬২ ॥
যস্যেদং লিখিতং গেহে সদা তিষ্ঠতি ধারিতম্।
ন তস্যাগ্নিভয়ং ঘোরং সর্পচৌরাদিজং ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥
যশ্চেমং পূজয়েদ্ভক্ত্যা পুস্তকেঽপি স্থিতং বুধঃ।
তেন যষ্টং ভবেৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৬৪ ॥
জায়ন্তে পশবঃ পুত্রা ধনং ধান্যং বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
রত্নান্যশ্বাস্তথা গাবো দাসা দাস্যো ভবন্তি হি।
যস্যেদং তিষ্ঠতে গেহে তস্য সম্পদ্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৬৫ ॥

বরাহ উবাচ।

এতদেব রহস্যন্তে কীর্ত্তিতং ভূতধারিণি।
রুদ্রস্য খলু মাহাত্ম্যং সকলং কীর্ত্তিতং ময়া ॥ ৬৬ ॥
নবকোট্যস্তু চামুণ্ডা ভেদভিন্না ব্যবস্থিতাঃ।
যা রৌদ্রী তামসী শক্তিঃ সা চামুণ্ডা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬৭ ॥
অষ্টাদশ তথা কোট্যো বৈষ্ণব্যা ভেদ উচ্যতে।

যা বিষ্ণো রাজসী শক্তিঃ পালনী চৈব বৈষ্ণবী।
যা ব্রহ্মশক্তিঃ সত্ত্বস্থা সা অনন্তা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬৮ ॥
এতাসাং সর্ব্বভেদেষু পৃথগেকৈকশো ধরে।
সর্ব্বাসাং ভগবান্ রুদ্রঃ সর্ব্বগশ্চ পতির্ভবেৎ ॥ ৬৯ ॥
যাবন্ত্যস্তা মহাশক্ত্যাস্তাবদ্রূপাণি শঙ্করঃ।
কৃতবাংস্তাশ্চ ভজতে পতিরূপেণ সর্ব্বদা ॥ ৭০ ॥
যশ্চারাধয়তে তস্য রুদ্রস্তুষ্টো ভবিষ্যতি।
সিধ্যন্তি তস্য কামাশ্চ মনসা চিন্তিতা অপি ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ত্রিশক্তিমাহাত্ম্যং নাম ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

অথ রুদ্রব্রতোৎপত্তিং শৃণু দেবি বরাননে।
যেন জ্ঞাতেন পাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মণা তু যদা সৃষ্টঃ পূর্ব্বং রুদ্রো বরাননে।
তৃতীয়ে জন্মনি বিভুঃ পিঙ্গাখ্যো নীললোহিতঃ ॥ ২
তদা কৌতূহলাদ্ব্রহ্মা স্কন্ধে তং জগৃহে প্রভুঃ।
স্কন্ধারূঢ়স্তদা রুদ্রো ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৩ ॥
জন্মতশ্চ শিরো যদ্ধি পঞ্চমন্তজ্জগাদ হ।
মন্ত্রমাথর্ব্বণং রুদ্রো যেন সদ্যঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪ ॥
কপালিন্ রুদ্র বভ্রোঽথ ভব কৈরাত সুব্রত।

পাহি বিশ্বং বিশালাক্ষ কুমার বরবিক্রম ॥ ৫ ॥
এবমুক্তস্তদা রুদ্রো ভবিষ্যৈর্নামভির্ভবঃ।
কপালশব্দাৎ কুপিতস্তচ্ছিরো বিচকর্ত্ত হ ॥ ৬ ॥
বামাঙ্গুষ্ঠনখেনাদ্যং প্রাজাপত্যং বিচক্ষণঃ।
তন্নিকৃত্যং শিরো ধাত্রি হস্তলগ্নং বভূব হ ॥ ৭ ॥
তস্মিন্নিকৃত্তে শিরসি প্রাজাপত্যং ত্রিলোচনঃ।
ব্রহ্মাণং প্রযতোভূত্বা রুদ্রো বচনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥

রুদ্র উবাচ।

কথং কপালং মে দেব করাৎ পততি সুব্রত।
নশ্যতে চ কথং পাপং মমৈতদ্বদ সুব্রত ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইদমেক ব্রতং দেব চর কাপালিকং বিভো।
সময়াচারসংযুক্তং কৃত্বা স্বেনৈব তেজসা ॥ ১০ ॥
এবমুক্তস্তদা রুদ্রো ব্রহ্মণাঽব্যক্তমূর্ত্তিনা।
আজগাম গিরিশ্রেষ্ঠং মাহেন্দ্রং পাপনাশনম্ ॥ ১১ ॥
তত্র স্থিত্বা মহাদেবস্তচ্ছিরো বিভিদে ত্রিধা।
তস্মিন্ ভিন্নে পৃথক্কেশান্ গৃহীত্বা ভগবান্ ভবঃ ॥১২॥
যজ্ঞোপবীতং কৈশন্ত মহাস্থাক্ষমণীংস্তথা।
কপালশকলঞ্চৈকমসৃক্ পূর্ণং করে স্থিতম্ ॥ ১৩ ॥
অপরং খণ্ডশঃ কৃত্বা জটাজূটে ন্যবেশয়ৎ ॥
এবং কৃত্বা মহাদেবো বভ্রামেমাং বসুন্ধরাম্ ॥ ১৪ ॥
সপ্তদ্বীপবতীং পুণ্যাং মজ্জংস্তীর্থেষু নিত্যশঃ।
সমুদ্রে প্রথমং স্নাত্বা ততো গঙ্গাং ব্যগাহত ॥ ১৫ ॥
সরস্বতীং ততো গত্বা যমুনাসঙ্গমস্ততঃ।

শতদ্রুঞ্চ ততো গত্বা দেবিকাঞ্চ মহানদীম্॥ ১৬ ॥
বিতস্তাং চন্দ্রভাগাঞ্চ গোমতীং সিন্ধুমেব চ।
তুঙ্গভদ্রাং তথা গোদামুত্তরে গণ্ডকীং তথা ॥ ১৭ ॥
নেপালঞ্চ ততো গত্বা ততো রুদ্রমহালয়ম্।
ততো দারুবনং গত্বা কেদারগমনম্পুনঃ ॥ ১৮ ॥
ভদ্রেশ্বরং ততো গত্বা গয়াং পুণ্যমথাঽগমৎ।
তত্র ফল্গুকৃতস্নানঃ পিতৄন্ সন্তর্প্য যত্নতঃ ॥ ১৯ ॥
এবং বেগেন সকলং ব্রহ্মাণ্ডং ভূতধারিণি।
বভ্রাম সর্ব্বদেবেশঃ ষষ্ঠেঽব্দে তস্য চাপতৎ।
পরিধানন্তু কৌপীনং নগ্নঃ কাপালিকোঽভবৎ ॥ ২০ ॥
পুনরব্দদ্বয়ম্ভ্রান্তস্তীর্থে তীর্থে হরঃ স্বয়ম্।
কপালন্ত্যক্তুকামঃ সন্তদ্ধস্তাত্তত্তু নাপতৎ ॥ ২১ ॥
ততোঽব্দমেকং বভ্রাম হিমবৎ পর্ব্বতে শুভে।
গত্বা হরিহরক্ষেত্রং স্নাত্বা দেবাঙ্গদে তথা।
সোমেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য গতোঽসৌ চক্রতীর্থকম্॥ ২২ ॥
তত্র স্নাত্বা তথা নত্বা ত্রিজলেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
অযোধ্যায়াং তথা গত্বা বারাণস্যাং ততোঽগমৎ ॥২৩॥
দ্বাদশাব্দৈর্গতবতঃ সীমাচারিগণৈস্তথা।
বলাৎকারেণ তদ্ধস্তাৎ কপালং পাতিতং ভুবি।
কপালমোচনং তীর্থং ততো জাতমঘাপহম্॥ ২৪ ॥
গঙ্গাম্ভসি ততঃ স্নাপ্য বিশ্বেশম্পূজ্য ভক্তিতঃ।
রুদ্রো বিশুদ্ধিমাপন্নো মুক্তঃ স ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২৫ ॥
কপালমোচনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
যথাপ্লুতো নরো ভক্ত্যা ব্রহ্মহা তু বিশুধ্যতি ॥ ২৬ ॥

কপালং পতিতং দৃষ্টা রুদ্রহস্তাচ্চতুর্ম্মুখঃ।
আগতো দেবসহিতো বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ভব রুদ্র বিরূপাক্ষ লোকমার্গব্যবস্থিতঃ।
ব্রতানি কুরুতে দেব ত্বং কৃতানি হি পুত্রক।
স ত্বং প্রসাদাদ্দেবেশ ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতি ॥ ২৮ ॥
যং ব্রতং নগ্নকাপালং যদ্বাভ্রব্যন্ত্বয়া কৃতম্।
যৎকৃতং শুদ্ধশৈবঞ্চ তত্তন্নাম্না ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥
মাং পুরস্কৃত্য দেবস্ত্বং পূজ্যসে যৈর্ব্বিধানতঃ।
তেষাং শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি শাস্ত্রং পাশুপতং তথা।
কথয়স্ব মহাদেব সবিধানং সমাসতঃ ॥ ৩০ ॥
এবমুক্তস্ততো রুদ্রো ব্রহ্মণাঽব্যক্তমূর্ত্তিনা।
দেবৈর্জ্জয়েতি সস্তুষ্টঃ কৈলাসনিলয়ং যযৌ ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মা অপি সুরৈঃ সার্দ্ধং গতঃ স্বর্লোকমুত্তমম্।
দেবা অপি যযুঃ খঞ্চ স্বস্থানং স্বং যথাগতম্ ॥ ৩২ ॥
এতদ্রুদ্রস্য মাহাত্ম্যং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতম্।
চরিতং যচ্চ দেবস্য বিত্তং সমভবদ্ভুবি ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে রুদ্রমাহাত্ম্যং নাম সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ।

যোঽসৌ সত্যতপা নাম লুব্ধো ভূত্বা দ্বিজো বভৌ।
যেনারুণির্ব্যাঘ্রভয়াদ্রক্ষিতো যঃ স্বশক্তিতঃ॥ ১॥
দুর্ব্বাসাঃ সংশ্রুতার্থশ্চ হিমবন্তং নগং যযৌ।
তস্যোপরি মহচ্চিত্রং ভবতীতি ত্বয়েরিতম্।
কীদৃশং তন্মমাচক্ষ্ব মহৎ কৌতূহলং বিভো॥ ২॥

বরাহ উবাচ।

স হি সত্যতপাঃ পূর্ব্বং ভৃগুবংশোদ্ভবো দ্বিজঃ।
দস্যুসংসর্গসম্ভূতো দস্যুবৎ সমজায়ত॥ ৩॥
ততঃ কালেন মহতা ঋষিসঙ্গাৎ পুনর্দ্বিজঃ।
বভৌ দুর্ব্বাসসা সম্যগ্বোধিতশ্চ বিশেষতঃ॥ ৪॥
হিমাদ্রেরুত্তরে পাদে পুষ্পভদ্রা নদী শুভা।
তস্যাস্তীরে শিলা দিব্যা নাম্না চিত্রশিলা ধরে॥ ৫॥
ন্যগ্রোধশ্চ মহাংস্তত্র নাম্না ভদ্রো মহাবটঃ।
তত্র সত্যতপাঃ স্থিত্বা তপঃ কুর্ব্বন্মহাতপাঃ॥ ৬॥
স কদাচিৎ কুঠারেণ চকর্ত্ত সমিধঃ কিল।
চিচ্ছেদ অঙ্গুলীমেকাং বামতর্জ্জনিকাং মুনিঃ॥ ৭॥
ছিন্নায়ামঙ্গুলৌ তস্য ভস্মচূর্ণং ভবৎ কিল।
ন লোহিতং ন মাংসন্তু ন মজ্জা তত্র দৃশ্যতে॥ ৮॥
অঙ্গুলী সন্ধিতা তেন পূর্ব্ববচ্চাভবৎ কৃতে॥ ৯॥
তস্মিন্ ভদ্রবটে চৈকং মিথুনং কিন্নরং স্থিতম্।

রাত্রৌ সুপ্তমৃষেস্তস্য দৃষ্টা তন্মহদদ্ভুতম্।
প্রভাতে বিমলে প্রাপ্তমিন্দ্রলোকমিতি স্মৃতিঃ ॥ ১০ ॥
অথেন্দ্রেণ সুরাঃ সর্ব্বে যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ।
পৃষ্টাঃ কিঞ্চিদিহাশ্চর্য্যমপূর্ব্বং কথ্যতামিতি ॥ ১১ ॥
তত্র রুদ্রসরস্তীরে যদেতন্মিথুনং শুভম্।
স্থিতং কিন্নরয়োস্তচ্চ বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥ ১২ ॥
দৃষ্টন্তু মহদাশ্চর্য্যং পুষ্পভদ্রাতটে শুভে।
যদেতৎ সত্যতপসঃ সমবোচত্ততঃ শুভে ॥ ১৩ ॥
স্রবণং ভস্মনশ্চৈব শ্রুতং সর্ব্বং শশংস হ।
তৎ শ্রুত্বা সহসা শক্রো বিস্মিতো বিষ্ণুমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
আগচ্ছ বিষ্ণো গচ্ছামো হিমবৎপার্শ্বমুত্তমম্।
তত্রাশ্চর্য্যমপূর্ব্বং মে কথিতং কিন্নরেণ হ ॥ ১৫ ॥
এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুর্ব্বারাহং রূপমগ্রহীৎ।
মৃগয়ুশ্চ তথৈবেন্দ্রো জগ্মতুস্তমৃষিং প্রতি ॥ ১৬ ॥
বিষ্ণুর্ব্বারাহরূপেণ ঋষিদৃষ্টিপথে স্থিতঃ।
ভূত্বা দৃশ্যোঽপ্যদৃশ্যোঽভূৎ পুনরেব চ দৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥
তাবদিন্দ্রো ধনুষ্পাণিস্তীক্ষ্ণসায়কধৃগ্বনে।
আগত্য সত্যতপসমৃষিমেনমুবাচ হ ॥ ১৮ ॥
ভগবন্নিহ দৃষ্টস্তে বরাহঃ পৃথুলো মহান্।
যেন তং হন্মি ভৃত্যানাং পোষণায় মহামুনে ॥ ১৯ ॥
এবমুক্তোমুনিস্তেন চিন্তয়ামাস তৎক্ষণাৎ।
যদি তং দর্শয়াম্যস্মৈ বরাহং হন্যতে তদা।
নো চেৎ কুটুম্বঃ ক্ষুধয়া সীদত্যস্য ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
জায়াপুত্রসমাযুক্তো লুব্ধকোঽয়ং ক্ষুধান্বিতঃ।

সশল্যশ্চ বরাহোঽয়ং মমাশ্রমমুপাগতঃ ॥ ২১ ॥
এবং গতে তু কিং কার্য্যমথাসৌ চিন্তয়ন্ প্রভুঃ।
নাধ্যগচ্ছত বুদ্ধিশ্চ ক্ষণাত্তস্য ব্যজায়ত ॥ ২২ ॥

দৃষ্টং চক্ষুর্নিহিতং জঙ্গমেষু
জিহ্বা বক্তুং মৃগয়ৌ তদ্বিসৃষ্টম্।
দ্রষ্টুং চক্ষুর্নাস্তি জিহ্বেহ বক্তুং
জিহ্বায়াঃ স্যাত্তত্ত্বতোঽস্তীহ চক্ষুঃ ॥ ২৩ ॥
এবং শ্রুত্বা দ্বাবপি তস্য তুষ্টৌ
ইন্দ্রাবিষ্ণু দর্শয়ন্তৌ স্বমূর্ত্তিম্।
বাক্যং চেদমূচতুর্ব্রূহি নৌ তে
তুষ্টৌ ধন্যং বরমেকং বদস্ব
তৎ শ্রুত্বাঽসৌ সত্যতপা উবাচ ॥ ২৪ ॥
ন চাতিরিক্তোঽস্তি বরঃ পৃথিব্যাম্।
যৎ দৃষ্টৌ মে পুরতো দেবদেবা-
বলং বরেণাপি কৃতার্থতাসীৎ ॥ ২৫ ॥
তথাপীদং যে সদা পর্ব্বকালে
বিপ্রা বিপ্রাংশ্চার্চ্চয়ন্তীহ ভক্ত্যা।
তেষাং পাপং নশ্যতাং মাসমেকং
যৎ সঞ্চিতং ত্বেষ একো বরোঽস্তু ॥ ২৬ ॥

মুক্তিঞ্চাহং ব্রজামীতি দ্বিতীয়োঽস্তু বরো মম ॥ ২৭ ॥
তথেত্যুক্ত্বা তু তৌ দেবৌ দত্ত্বা তস্য বরং শুভম্।
অদর্শনং গতৌ দেবৌ সোঽপি তত্র ব্যবস্থিতঃ।
লব্ধ্বা বরং সত্যতপা ব্রহ্মভূতোঽভবদ্ধৃদি ॥ ২৮ ॥
যাবদাস্তে শুভে দেশে কৃতকৃত্যো মহামুনিঃ।

তাবত্তস্য গুরুস্তত্র আরুণিঃ সমদৃশ্যত।
পৃথ্বীং প্রদক্ষিণীকৃত্য তীর্থহেতোর্ব্বিচক্ষণঃ ॥ ২৯ ॥
তেন চাসৌ মহাভক্ত্যা পূজিতো মুনিপুঙ্গবঃ।
পাদ্যাচমনগোদানৈঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ॥ ৩০ ॥
জ্ঞাত্বা স শিষ্যং সিদ্ধন্তু তপসা দগ্ধকিল্বিষম্।
উবাচ বিনয়াপন্নং প্রাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥

আরুণিরুবাচ।

পুত্র সিদ্ধোঽসি তপসা ব্রহ্মভূতোঽসি সুব্রত।
ইদানীমাত্মনা সার্দ্ধং মুক্তিকালো মতোঽস্তি তে ॥ ৩২ ॥
উত্তিষ্ঠ গম্যতাং পুত্র ময়া সার্দ্ধং পরং পদম্।
যদ্গত্বা ন পুনর্জ্জন্ম ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
এবমুক্ত্বা তু তৌ সিদ্ধৌ উভৌ সত্যতপারুণী।
ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং তদ্দেহে তৌ লয়ং গতৌ ॥ ৩৪ ॥
যশ্চাপি শৃণুয়াৎ পাদং পর্ব্বাধ্যায়ং সবিস্তরম্।
শ্রাবয়েদ্বাপি স নরো গতিমিষ্টামবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে পর্ব্বাধ্যায়ো নাম অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ।

যা সা মায়া শরীরাত্তু ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
গায়ত্র্যষ্টভুজা ভূত্বা চৈত্রাসুরমযোধয়ৎ ॥ ১ ॥
সৈব নন্দাভবদ্দেবী দেবকার্য্যচিকীর্ষয়া।
মহিষাখ্যাসুরবধং কুর্ব্বতী ব্রহ্মণেরিতা।
বৈষ্ণবাখ্যা ততো দেব কথমেতদ্ধি শংস মে ॥ ২ ॥

বরাহ উবাচ।

ইয়ং জগদ্ধিতা দেবী গঙ্গা শঙ্করসুপ্রিয়া।
ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ভবেদ্দত্তং স্বপদং বেদ সর্ব্ববিৎ ॥ ৩ ॥
স্বায়ম্ভুবে হতোদৈত্যো বৈষ্ণব্যা মন্দরে গিরৌ।
মহিষাখ্যঃ পরঃ পশ্চাৎ স বৈ চৈত্রাসুরো হতঃ।
নন্দয়া নিহতো বিন্ধ্যে মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৪ ॥
অথবা জ্ঞানশক্তিঃ সা মহিষোঽজ্ঞানমূর্ত্তিমান্।
অজ্ঞানং জ্ঞানসাধ্যন্তু ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥
মূর্ত্তিপক্ষে চেতিহাসমূর্ত্তে চৈকবদ্ধৃদি।
খ্যাপ্যতে বেদবাক্যৈশ্চ ইহ সা বেদবাদিভিঃ ॥ ৬ ॥
ইদানীং শৃণু মে দেবি পঞ্চপাতকনাশনম্।
যজনন্দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ পুত্রবসুপ্রদম্ ॥ ৭ ॥
ইহজন্মনি দারিদ্র্যব্যাধিকুষ্ঠাদিপীড়িতঃ।
অলক্ষ্মীবানপুত্রস্তু যোভবেৎ পুরুষো ভুবি ॥ ৮ ॥
তস্য সদ্যো ভবেল্লক্ষ্মীরায়ুর্ব্বিত্তং সুতঃ সুখম্।
দৃষ্ট্বা তু মণ্ডলগতং দেবং দেব্যা সমন্বিতম্ ॥ ৯ ॥

নারায়ণং পরন্দেবং যঃ পশ্যতি বিধানতঃ।
আচার্য্যদর্শিতং দেবি মন্ত্রমূর্ত্তিমযোনিজম্॥ ১০ ॥
কার্ত্তিকে মাসি শুক্লায়াং দ্বাদশ্যান্তু বিশেষতঃ।
সর্ব্বাসু বা যজেদ্দেবং দ্বাদশীষু বিধানতঃ॥ ১১ ॥
সংক্রান্ত্যাং বা মহাভাগং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা।
যঃ পশ্যতি হরিং দেবি পূজিতং গুরুণা শুভে॥ ১২ ॥
তস্য সদ্যোভবেত্তুষ্টিঃ পাপধ্বংসশ্চ জায়তে।
সামান্যদেবতানাঞ্চ ভবতীতি ন সংশয়ঃ॥ ১৩ ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভক্তানান্তু পরীক্ষণম্।
সংবৎসরং গুরুঃ কুর্য্যাজ্জাতিশৌচক্রিয়াদিভিঃ।
উপাসন্নন্ততোজ্ঞাত্বা হৃদয়েনাবধারয়েৎ॥ ১৪ ॥
তেঽপি ভক্তিমতো জ্ঞাত্বা আত্মানং পরমেশ্বরম্।
সংবৎসরং গুরোর্ভক্তিং কুর্য্যুর্ব্বিষ্ণোরিবাচলাম্॥১৫॥
সংবৎসরে ততঃ পূর্ণে গুরুশ্চৈব প্রসাদয়েৎ।
ভগবংস্তৎপ্রসাদেন সংসারার্ণবতারণম্।
ইচ্ছামস্ত্বৈহিকাং লক্ষ্মীং বিশেষেণ তপোধন॥ ১৬ ॥
এবমভ্যর্চ্চ্য মেধাবী গুরুং বিষ্ণুমিবাগ্রতঃ।
অভ্যর্চ্চিতস্তৈঃ সোঽপ্যাশু দশম্যাং কার্ত্তিকস্য তু॥১৭॥
ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভূতং দন্তকাষ্ঠং সমন্ত্রকম্।
ভক্ষয়িত্বা স্বপেয়ুর্হি দেবদেবস্য সন্নিধৌ॥ ১৮ ॥
স্বপ্নান্ দৃষ্ট্বা গুরোরগ্রে শ্রাবয়েত বিচক্ষণঃ।
ততঃ শুভাশুভং তত্র লক্ষয়েৎ পরমোগুরুঃ॥ ১৯ ॥
একাদশ্যামুপোষ্যৈবং স্নাত্বা দেবালয়ং ব্রজেৎ।
গুরুশ্চ মণ্ডলং ভূমৌ কল্পিতায়ান্তু বর্ত্তয়েৎ॥ ২০ ॥

লক্ষণৈর্ব্বিবিধৈর্ভূমিং লক্ষয়িত্বা বিধানতঃ।
ষোড়শারং লিখেচ্চক্রং সর্ব্বতোভদ্রমেব চ ॥ ২১ ॥
অথবা অষ্টপত্রঞ্চ লিখিত্বা দর্শয়েদ্বুধঃ।
নেত্রবন্ধন্তু কুর্বীত সিতবস্ত্রেণ সত্বতঃ।
বর্ণানুক্রমতঃ শিষ্যান্ পুষ্পহস্তান্ প্রবেশয়েৎ ॥ ২২ ॥
নবনাভং যদা কুর্য্যান্মণ্ডলং বর্ণকৈর্ব্বুধঃ।
তদানীং পূর্ব্বতো দেবমিন্দ্রপূর্ব্বন্তু পূজয়েৎ ॥ ২৩ ॥
লোকপালৈঃ সমং পূজ্য অগ্নিং সম্পূজয়েচ্ছুভে।
স্বদিক্ষু তদ্বদ্যাম্যায়াং নৈঋর্ত্যান্নিঋর্তিং ন্যসেৎ।
ধনদঞ্চোত্তরে ন্যস্য রুদ্রমীশানগোচরে ॥ ২৫ ॥
পূজ্যৈব তু বিধানেন দিক্ ক্ষেত্রেষু ব্যবস্থিতান্।
পদ্মমধ্যে তথা বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ২৬ ॥
পূর্ব্বপত্রে বলং পূজ্য প্রদ্যুম্নং দক্ষিণে তথা।
অনিরুদ্ধং তথা পূজ্য পশ্চিমে চোত্তরে তথা।
পূজয়েদ্বাসুদেবন্তু সর্ব্বপাতকশান্তিদম্ ॥ ২৭ ॥
ঐশান্যাং বিন্যসেচ্ছঙ্খমাগ্নেয্যাঞ্চক্রমেব তু।
যাম্যায়ান্তু গদাং পূজ্য বায়ব্যাং পদ্মমেব চ ॥ ২৮ ॥
ঐশান্যাং মুসলম্পূজ্য দক্ষিণে গরুড়ং ন্যসেৎ।
বামতো বিন্যসেল্লক্ষ্মীং দেবদেবস্য বুদ্ধিমান্ ॥ ২৯ ॥
ধনুশ্চৈব তু খড়্গন্তু দেবস্য পুরতো ন্যসেৎ।
শ্রীবৎসং কৌস্তুভঞ্চৈব নবমন্তত্র কল্পয়েৎ ॥ ৩০ ॥
এবং পূজ্য যথান্যায়ং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
দিক্ষু দলেষু বিন্যস্য অষ্টৌ কুম্ভান্বিধানতঃ।
বৈষ্ণবং কলসঞ্চৈবং নবমং তত্র কল্পয়েৎ ॥ ৩১ ॥

স্নাপয়েন্মুক্তিকামন্তু বৈষ্ণবেন ঘটেন হ।
শ্রীকামং স্নাপয়েত্তদ্বদৈন্দ্রেণ তু ঘটেন হ ॥ ৩২ ॥
প্রাজ্যপ্রতাপকামঞ্চ আগ্নেয়েন তু স্নাপয়েৎ।
মৃত্যুঞ্জয়বিধানায় যাম্যেন স্নপনস্তথা।
দুষ্টপ্রধ্বংসনায়ালং নৈর্ঋতেন বিধীয়তে।
শান্তয়ে বারুণেনাশু পাপনাশায় বায়বে ॥ ৩৪ ॥
দ্রব্যসম্পত্তিকামস্য কৌবেরেণ বিধীয়তে।
রৌদ্রেণ জ্ঞানহেতোশ্চ লোকপালপদাপ্তয়ে ॥ ৩৫ ॥
একৈকেন নরঃ স্নাতঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
ভবেদব্যাহতং জ্ঞানং শ্রীমান্বিপ্রো বিচক্ষণঃ ॥ ৩৬ ॥
কিং পুনর্নবভিঃ স্নাতো নরঃ পাতকবর্জ্জিতঃ।
জায়তে বিষ্ণুসদৃশঃ সদ্যোরাজাথ বা ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥
অথবা দিক্ষু সর্ব্বাসু যথাসংখ্যেন লোকপান্।
পূজয়ীত স্বশাস্ত্রোক্তবিধানেন বিধানবিৎ ॥ ৩৮ ॥
এবং সম্পূজ্য দেবাংশ্চ লোকপালান্ প্রসন্নধীঃ।
পশ্চাৎ প্রদক্ষিণান্ শিষ্যান্ বদ্ধনেত্রান্ প্রবেশয়েৎ ॥৩৯॥
আগ্নেয়ী বারুণী দগ্ধা বায়ুনা বিধিনা ততঃ।
সৌমেনাপ্যায়িতা পশ্চাৎ শ্রাবয়েৎ সময়ান্ বুধঃ ॥ ৪০॥
অনিন্দ্যা ব্রাহ্মণা বেদা বিষ্ণুর্ব্রাহ্মণ এব চ।
রুদ্রমাদিত্যমগ্নিঞ্চ লোকপালগ্রহাংস্ততঃ ॥ ৪১ ॥
গুরূংশ্চ বৈষ্ণবাংশ্চাপি পুরুষঃ পূর্ব্বদীক্ষিতঃ।
এবন্তু সময়ং খ্যাপ্য পশ্চাদ্ধোমন্তু কারয়েৎ ॥ ৪২ ॥
ওঁ নমো ভগবতে সর্ব্বরূপিণে হুং ফট্ স্বাহা।
ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণ হোময়েজ্জ্বলিতাগ্নয়ে ॥ ৪৩ ॥

গর্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সমবধারয়েৎ।
ত্রিভিরাহুতিভিশ্চাপি দেবদেবস্য সন্নিধৌ ॥ ৪৪ ॥
হোমান্তে দীক্ষিতঃ পশ্চাদ্দদ্যাচ্চ গুরুদক্ষিণাম্।
হস্ত্যশ্বকটকাদীনি হেমগ্রামাদিকন্নৃপঃ।
দদ্যাচ্চ গুরবে প্রাজ্ঞো মধ্যমে মধ্যমন্তথা ॥ ৪৫ ॥
এবং কৃতে তু যৎ পুণ্যং মাহাত্ম্যঞ্জায়তে ধরে।
তন্ন শক্যন্তু গদিতুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৪৬ ॥
দীক্ষিতাত্মা পুনর্ভূত্বা বরাহং শৃণুয়াদ্যদি।
তেন বেদপুরাণানি সর্ব্বে মন্ত্রাঃ সসংগ্রহাঃ ॥ ৪৭ ॥
জপ্তাঃ স্যুঃ পুষ্করে তীর্থে প্রয়াগে সিন্ধুসঙ্গমে।
দেবাগারে কুরুক্ষেত্রে বারাণস্যাং বিশেষতঃ ॥ ৪৮ ॥
গ্রহণে বিষুবে চৈব যৎ ফলং জপতাং ভবেৎ।
তৎফলং দ্বিগুণং তস্য দীক্ষিতো যঃ শৃণোতি চ ॥৪৯॥
দেবা অপি তপঃ কৃত্বা ধ্যায়ন্তে চ বদন্তি চ।
কদা নো ভারতে বর্ষে জন্ম স্যাদ্ভূতধারিণি ॥ ৫০ ॥
দীক্ষিতাশ্চ ভবিষ্যামো বরাহং শৃণুমঃ কথম্।
বরাহং ষোড়শাত্মানন্ত্যক্ত্বা দেহং কদা বয়ম্ ॥ ৫১ ॥
যাস্যামঃ পরমং স্থানং যদ্গত্বা ন পুনর্ভবেৎ।
এবং জল্পন্তি বিবুধা মনসা চিন্তয়ন্তি চ ॥ ৫২ ॥
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বসিষ্ঠস্য চ সংবাদং শ্বেতস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥
স্বর্গবাসে স্থিতোহ্যাসীচ্ছ্বেতো রাজা মহাযশাঃ।
আসীদিলাবৃতে বর্ষে শ্বেতো রাজা বৃহত্তপাঃ ॥ ৫৪ ॥
স মহীং সকলান্দেবি সপল্লববনদ্রুমাম্।

দাতুমিচ্ছন্ স চোবাচ বসিষ্ঠং তপসান্নিধিম্ ॥ ৫৫ ॥
ভগবন্দাতুমিচ্ছামি ব্রাহ্মণেভ্যো বসুন্ধরাম্।
দেহ্যনুজ্ঞাং স চোবাচ বসিষ্ঠো রাজসত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥
অন্নং দেহি সদা রাজন্ সর্ব্বকালসুখাবহম্।
অন্নেন চৈব দত্তেন কিন্ন দত্তং মহীতলে ॥ ৫৭ ॥
সর্ব্বেষামেব দানানামন্নদানং বিশিষ্যতে।
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি অন্নেনৈব চ বর্দ্ধতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন অন্নদানং দদস্ব ভোঃ ॥ ৫৮ ॥
বসিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা স রাজা ন তথাকরোৎ ॥ ৫৯ ॥
রত্নবস্ত্রমলঙ্কারান্ শ্রীমন্তি নগরাণি চ।
যৎকিঞ্চিৎ কোষজাতং স দ্বিজানাহূয় তদ্দদৌ ॥ ৬০ ॥
স কদাচিন্নৃপঃ পৃথ্বীং জিত্বা পরমধর্ম্মবিৎ।
পুরোহিতমুবাচেদং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্ ॥ ৬১ ॥
ভগবন্নশ্বমেধানাং সহস্রং কর্ত্তুমুৎসহে।
সুবর্ণরৌপ্যতাম্রাণি যাগং কৃত্বা দ্বিজাতিষু ॥ ৬২ ॥
দত্তানি তেন রাজ্ঞা বৈ নান্নং দত্তং তথা জলম্।
স্বল্পং বস্তু ইতি জ্ঞাত্বা সোঽন্নন্তু নাদদৎ প্রভুঃ ॥ ৬৩ ॥
এবং বিভবযুক্তস্য তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
কালধর্ম্মবশাদ্দেবি মৃত্যুঃ সমভবত্তদা ॥ ৬৪ ॥
পরলোকে বর্ত্তমানঃ স চ রাজা মহামনাঃ।
ক্ষুধয়া পীড়িতোঽপ্যাসীত্তৃষয়া চ বিশেষতঃ ॥ ৬৫ ॥
আনিনায়াপ্সরোভাগঙ্গত্বা শ্বেতাখ্যপর্ব্বতম্।
তত্র প্রাগ্জন্মমূর্ত্তিশ্চ পুরা দগ্ধা মহাত্মনঃ ॥ ৬৬ ॥
তত্রাস্থীনি স সংগৃহ্য লিহন্নাস্তে স পার্থিবঃ।

পুনর্ব্বিমানমারুহ্য দিবমাচক্রমে নৃপঃ ॥ ৬৭ ॥
অথ কালেন মহতা স রাজা শংসিতব্রতঃ।
তান্যস্থীনি লিহন্ দৃষ্টো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
উক্তশ্চ তেন কিঞ্চ ত্বং স্বাস্থিং ভুঙ্ক্ষে নরাধিপ ॥ ৬৮ ॥
এবমুক্তস্তদা রাজা বসিষ্ঠেন মহাত্মনা।
উবাচ বচনঞ্চেদং শ্বেতোরাজা মুনিস্তদা ॥ ৬৯ ॥
ভগবন্ ক্ষুধিতশ্চাস্মি অন্নপানং পুরা ময়া।
ন দত্তং মুনিশার্দ্দূল তেন মাং বাধতে ক্ষুধা ॥ ৭০ ॥
এবমুক্তস্ততো রাজ্ঞা বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ চ মুনির্ভূয়ঃ শ্বেতং বাক্যং মহানৃপম্।
কিন্তে করোমি রাজেন্দ্র ক্ষুধিতস্য বিশেষতঃ।
অদত্তং নোপতিষ্ঠেত কস্যচিৎ কিঞ্চিদুত্তমম্ ॥ ৭১ ॥
রত্নহেমপ্রদানেন ভোগবাঞ্জায়তে নরঃ।
অন্নপানপ্রদানেন সর্ব্বকামৈস্তু তর্পিতঃ।
তন্ন দত্তং ত্বয়া রাজন্ স্তোকং মত্বা নরাধিপ ॥ ৭২ ॥

শ্বেত উবাচ।

অদত্তস্য চ সম্প্রাপ্তিস্তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ।
শিরসা ভক্তিযুক্তেন যাচিতোঽসি মহামুনে ॥ ৭৩ ॥

বসিষ্ঠ উবাচ।

অস্ত্যেকং কারণং যেন জায়তে তন্ন সংশয়ঃ।
তচ্ছৃণুষ্ব নরব্যাঘ্র কথ্যমানং ময়াঽনঘ ॥ ৭৪ ॥
আসীদ্রাজা পুরাকল্পে বিনীতাশ্বেতি বিশ্রুতঃ।
স সর্ব্বমেধমারেভে স্বয়ং ক্রতুবরন্নৃপঃ ॥ ৭৫ ॥

যজতানেন বিপ্রেভ্যো দত্তা গাবো দ্বিপা বসু।
নান্নন্তেন তদা দত্তং স্বল্পং মত্বা যথা ত্বয়া ॥ ৭৬ ॥
ততঃ কালেন মহতা মৃতোঽসৌ জাহ্নবীজলে।
কৃত্বা পুণ্যং বিনীতাশ্বঃ সার্ব্বভৌমো নৃপোত্তমঃ ॥৭৭॥
স্বর্গঞ্চ গতবান্ সোঽপি যথা রাজন্ ভবান্ প্রভো।
অসাবপি ক্ষুধাবিষ্ট এবমেব গতো নৃপঃ ॥ ৭৮ ॥
মর্ত্তলোকে নদীতীরে গঙ্গায়াং নীলপর্ব্বতে।
বিমানেনার্কবর্ণেন ভাস্বতা দেববন্নৃপঃ ॥ ৭৯ ॥
দদর্শ চ তদা রাজা ক্ষুধিতঃ স্বং কলেবরম্।
পুরোহিতন্দদর্শাথ হোতারং জাহ্নবীতটে ॥ ৮০ ॥
তদ্দৃষ্ট্বাঽসাবপি নৃপঃ পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্।
ক্ষুধায়াঃ কারণং কিং মে স হোতা তমুবাচ হ ॥ ৮১ ॥
তিলধেনুস্ত্ববান্ রাজঞ্জলধেনুঞ্চ সত্তম।
ঘৃতধেনুঞ্চ ধেনুঞ্চ রসধেনুঞ্চ পার্থিব।
দেহি শীঘ্রং যেন ভবান্ ক্ষুধয়া বর্জ্জিতোভবেৎ ॥৮২॥
তপতে যাবদাদিত্যস্তপতে বাপি চন্দ্রমাঃ।
এবমুক্তস্ততো রাজা তং পুনঃ পৃষ্টবানিদম্ ॥ ৮৩ ॥

বিনীতাশ্ব উবাচ।

কথং সা দীয়তে ব্রহ্মংস্তিলধেনুর্জ্জিগীষুভিঃ।
ভুঙ্ক্তে স্বর্গঞ্চ বিপ্রেন্দ্র তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥ ৮৪ ॥

হোতোবাচ।

বিধানন্তিলধেনোশ্চ ত্বং শৃণুষ্ব নরাধিপ।
চতুর্ভিঃ কুড়বৈশ্চৈব প্রস্থ একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮৫ ॥

সা তু ষোড়শভিঃ কার্য্যা চতুর্ভির্ব্বৎসকো ভবেৎ ॥৮৬॥
নাসা গন্ধময়ী তস্যা জিহ্বা গুড়ময়ী শুভা।
পুচ্ছে প্রকল্পনীয়া সা ঘণ্টাভরণভূষিতা ॥ ৮৭ ॥
ঈদৃশীং কলয়িত্বা তু স্বর্ণশৃঙ্গীন্তু কারয়েৎ।
কাংস্যদেহাং রৌপ্যখুরাং পূর্ব্বধেনুবিধানতঃ ॥ ৮৮ ॥
কৃত্বা তাং ব্রাহ্মণায়াশু দদ্যাচ্চৈব নরাধিপঃ।
কৃষ্ণাজিনং ধেনুবাসো নন্দিতাং কল্পিতাং শুভাম্ ॥৮৯॥
সূত্রেণ সুত্রিতাঙ্কৃত্বা সর্ব্বরত্নসমন্বিতাম্।
সর্ব্বৌষধিসমাযুক্তাং মন্ত্রপূতান্তু দাপয়েৎ ॥ ৯০ ॥
অন্নং মে জায়তামন্যৎপানং সর্ব্বরসস্তথা।
সর্ব্বং সম্পাদয়াস্মাকং তিলধেনো দ্বিজার্পিতা ॥ ৯১ ॥
গৃহ্ণামি দেবি ত্বাং ভক্ত্যা কুটুম্বার্থং বিশেষতঃ।
ভজস্ব কামান্মাং দেবি তিলধেনো নমোঽস্তু তে ॥৯২॥
এবংবিধান্ততো দদ্যাত্তিলধেনুং নৃপোত্তম।
সর্ব্বকামসমাবাপ্তিং কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৩ ॥
যশ্চেদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা কুর্য্যাৎ কারয়তেঽপি বা।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শ্বেতবিনীতাশ্বোপাখ্যানে তিলধেনুমাহাত্ম্যং নাম নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

জলধেনুং প্রবক্ষ্যামি পুণ্যেঽহ্নি বিধিপূর্ব্বকম্।
গোচর্ম্মমাত্রং ভূভাগং গোময়েনোপলেপয়েৎ॥ ১॥
তত্র মধ্যে তু রাজেন্দ্র পূর্ণং কুম্ভঞ্চ বিন্যসেৎ।
জলপূর্ণং সুগন্ধাঢ্যং কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ।
বাসিতং গন্ধতোয়েন তাং ধেনুং পরিকল্পয়েৎ॥ ২॥
বৎসং তথাপরং কল্প্য জলেন পরিপূরিতম্।
বর্দ্ধনীকং মহারাজ বস্ত্রপুষ্পৈঃ সমন্বিতম্।
দূর্ব্বাঙ্কুরৈরুপস্তীর্য্য স্রগ্‌ভিশ্চৈব বিভূষিতম্॥ ৩॥
পঞ্চরত্নানি নিক্ষিপ্য তস্মিন্ কুম্ভে নরাধিপ।
মাংসীমুবীরং কুষ্ঠঞ্চ তথা শৈলেয়বালুকম্॥ ৪॥
ধাত্রীফলং সর্ষপাশ্চ সর্ব্বধান্যানি পার্থিব।
চতুর্দ্দিক্ষ্বপি পাত্রাণি চত্বার্য্যেব প্রকল্পয়েৎ॥ ৫॥
একং ঘৃতময়ং পাত্রং দ্বিতীয়ং দধিপূরিতম্।
তৃতীয়ং মধুনশ্চৈব চতুর্থং শর্করাযুতম্॥ ৬॥
সুবর্ণমুখচক্ষূংষি শৃঙ্গং কৃষ্ণাগুরেষু চ।
প্রশস্তপত্রশ্রবণাং মুক্তাফলময়েক্ষণাম্॥ ৭॥
তাম্রপৃষ্ঠাং কাংস্যদেহাং দর্ভরোমসমন্বিতাম্।
পুচ্ছং সূত্রময়ঙ্কৃত্বা কৃষ্ণাভরণঘণ্টিকাম্॥ ৮॥
কম্বলে পুষ্পমালাঞ্চ গুড়াস্যাং শুক্তিদন্তিকাম্।
জিহ্বাং শর্করয়া কৃত্বা নবনীতেন চ স্তনান্॥ ৯॥
ইক্ষুপাদাস্তু রাজেন্দ্র গন্ধপুষ্পোপশোভিতাম্।

কৃষ্ণাজিনোপরি স্থাপ্য বস্ত্রেণাচ্ছাদিতাস্তু তাম্।
গন্ধপুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য বিপ্রায় বিনিবেদয়েৎ ॥ ১০ ॥
এবং ধেনুস্তদা দত্ত্বা ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
সাধুবিপ্রায় রাজেন্দ্র শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে।
তপোবৃদ্ধায় পাত্রায় দাতব্যা চ কুটুম্বিনে ॥ ১১ ॥
যো দদাতি নরো রাজন্ যঃ পশ্যতি শৃণোতি চ।
প্রতিগৃহ্ণাতি যো বিপ্রঃ সর্ব্বে মুচ্যন্তি পাতকাৎ ॥১২॥
ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
বিমুক্তাঃ সর্ব্বপাপৈস্তু গন্তারো বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ১৩ ॥
যোঽশ্বমেধেন যজতে সমাপ্তবরদক্ষিণঃ।
জলধেনুঞ্চ যো দদ্যাৎ সমমেতন্নরাধিপ ॥ ১৪ ॥
জলাহারস্ত্বেক দিনং তিষ্ঠেচ্চ জলধেনুদঃ।
গ্রাহকোঽপি ত্রিরাত্রং বৈ তিষ্ঠেদেবং ন সংশয়ঃ ॥১৫॥
যত্র ক্ষীরবহা নদ্যো মধুপায়সকর্দ্দমঃ।
যত্র চাপ্সরসাঙ্গীতং তত্র যান্তি জলপ্রদাঃ ॥ ১৬ ॥
দাতা চ দাপকশ্চৈব প্রতিগ্রাহী চ যো দ্বিজঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৭ ॥
জলধেনুবিধানং যঃ শৃণুয়াৎ কীর্ত্তয়েৎপি বা।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গমেতি জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে জলধেনুবিধির্নাম শততমোঽধ্যায়ঃ।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

রসধেনুবিধানন্তে কথয়ামি সমাসতঃ।
অনুলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে কৃষ্ণাজিনকুশাস্তরে ॥ ১ ॥
রসস্য তু ঘটং রাজন্ সম্পূর্ণং ত্বৈক্ষবস্য তু।
তদ্বৎ সঙ্কল্পয়েৎ প্রাজ্ঞশ্চতুর্থাংশেন বৎসকম্ ॥ ২ ॥
ইক্ষুদণ্ডময়াঃ পাদা রজতস্য খুরৈর্যুতাঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গাভরণা বস্ত্রপুচ্ছা ঘৃতস্তনী ॥ ৩ ॥
পুষ্পকম্বলসংযুক্তা শর্করামুখজিহ্বকা।
দন্তাঃ ফলময়াস্তস্যাঃ পৃষ্ঠন্তাম্রময়ং শুভম্ ॥ ৪ ॥
পুষ্পরোমাস্তু রাজেন্দ্র মুক্তাফলকৃতেক্ষণাম্।
সপ্তব্রীহিসমাযুক্তাং চতুর্দ্দিক্ষু চ দীপিতাম্ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বোপস্করসংযুক্তাং সর্ব্বগন্ধাদিবাসিতাম্।
চত্বারি তিলপাত্রাণি চতুর্দ্দিক্ষু নিবেশয়েৎ ॥
সর্ব্বলক্ষণযুক্তায় শ্রোত্রিয়ায় কুটুম্বিনে।
রসধেনুঃ প্রদাতব্যা স্বর্গকামেন নিত্যদা ॥ ৭ ॥
দাতা স্বর্গমবাপ্নোতি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
দাতা চ গ্রাহকশ্চৈব এককালমভোজনঃ ॥ ৮ ॥
সোমপানফলং তস্য সর্ব্বত্র তু ফলং ভবেৎ।
দীয়মানাস্তু পশ্যন্তে তে চ যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৯ ॥
ধেনুঞ্চ পূজয়িত্বাগ্রে গন্ধধূপস্রগাদিভিঃ।
পূর্ব্বোক্তৈরেব মন্ত্রৈস্তু ততস্তাং প্রার্থয়েৎ সুধীঃ ॥১০॥
প্রার্থনাপূর্ব্বকং ভক্ত্যা দ্বিজাগ্র্যায় নিবেদয়েৎ।

দশপূর্ব্বান্ পরাংশ্চৈব আত্মানঞ্চৈকবিংশকম্।
প্রাপয়েৎ পরমং স্থানং স্বর্গান্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ১১ ॥
এষা তে কথিতা রাজন্ রসধেনুরনুত্তমা।
দদস্ব চ মহারাজ পরং স্থানমবাপ্নুহি ॥ ১২ ॥
য ইদং পঠতে নিত্যং শৃণুয়াদথ ভক্তিতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শ্বেতোপাখ্যানে রসধেনুমাহাত্ম্যং নাম
একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

গুড়ধেনুং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বকামার্থসাধিনীম্।
অনুলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে কৃষ্ণাজিনকুশাস্তৃতে ॥ ১ ॥
তস্যোপরিকৃতং বস্ত্রং গুড়মানীয় পুষ্কলম্।
কৃত্বা গুড়ময়ীং ধেনুং সবসাঙ্কাংস্যদোহিনীম্ ॥ ২ ।
সৌবর্ণে মুখশৃঙ্গে চ দন্তাশ্চ মণিমৌক্তিকৈঃ।
গ্রীবা রত্নময়ী ত্বস্যা ঘ্রাণং গন্ধময়ন্তথা ॥ ৩ ॥
শৃঙ্গে ত্বগুরুকাষ্ঠেন পৃষ্ঠং তাম্রময়ং তথা।
পুচ্ছং ক্ষৌমময়ন্তস্যাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৪ ॥
ইক্ষুপাদাং রৌপ্যখুরাং কম্বলং পট্টসূত্রকম্।
আচ্ছাদ্য পট্টবস্ত্রেণ ঘণ্টাচামরশোভিতাম্ ॥ ৫ ॥

প্রশস্তপত্রশ্রবণাং নবনীতস্তনীং বুধঃ।
ফলৈর্নানাবিধৈস্তস্যা উপশোভাম্প্রকল্পয়েৎ ॥ ৬ ॥
উত্তমা গুড়ধেনুঃ স্যাৎ সদা ধারচতুষ্টয়ম্।
ভাগার্দ্ধেন তু তৌল্যেন চতুর্থাংশেন বৎসকম্ ॥ ৭ ॥
মধ্যমা চ তদর্দ্ধেন ভারেণৈকেন চাধমা।
বিত্তহীনো যথাশক্ত্যা শতৈরষ্টাভিরেব চ ॥ ৮ ॥
অত ঊর্দ্ধন্তু কর্ত্তব্যা গৃহবিত্তানুসারতঃ।
গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজ্য ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৯ ॥
শ্রোত্রিয়ায় প্রদাতব্যা সহস্রেকনকেন তু।
তদর্দ্ধেন মহারাজ তস্যাপ্যর্দ্ধেন বা পুনঃ ॥ ১০ ॥
শতেন বা শতার্দ্ধেন যথাশক্ত্যা নিবেদয়েৎ।
গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজ্য মুদ্রিকাকর্ণভূষণৈঃ।
ছত্রিকাপাদুকে দত্ত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১১ ॥
গুড়ধেনো মহাবীর্য্যে সর্ব্বসম্পৎ প্রদে শুভে।
দানাদস্মাচ্চ ভো দেবি ভক্ষ্যভোজ্যং প্রযচ্ছ মে।
প্রাঙ্মুখোবাপি দাতা চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ১২ ॥
বাচা কৃতং কর্ম্মকৃতং মনসা যদ্বিচিন্তিতম্।
মানকূটং তুলাকূটং কন্যাগোঽর্থে উদাহৃতম্ ॥ ১৩ ॥
অনৃতং নাশমায়াতু গুড়ধেনো দ্বিজার্পিতা।
দীয়মানাং প্রপশ্যন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৪ ॥
যত্র ক্ষীরবহা নদ্যো ঘৃতপায়সকর্দ্দমাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধাস্তত্র গচ্ছন্তি ধেনুদাঃ ॥ ১৫ ॥
দশ পূর্ব্বান্দশ পরানাত্মানঞ্চৈকবিংশতিম্।
বিষ্ণুলোকং নয়ত্যাশু গুড়ধেনোঃ প্রসাদতঃ ॥ ১৬ ॥

অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে।
সর্ব্বদৈব প্রদাতব্যা পাত্রং দৃষ্টা মহামতে ॥ ১৭ ॥
শ্রদ্ধান্বিতেন দাতব্যা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।
সর্ব্বকামপ্রদা নিত্যং সর্ব্বপাপহরা স্মৃতা ॥ ১৮ ॥
গুড়ধেনোঃ প্রসাদাত্তু সৌভাগ্যমখিলং ভবেৎ।
বৈষ্ণবং পদমাপ্নোতি দৌর্গত্যন্তস্য নশ্যতি ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শ্বেতোপাখ্যানে গুড়ধেনুমাহাত্ম্যং নাম দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

তদ্বচ্চ শর্করাধেনুং শৃণু রাজন্ যথার্থতঃ।
অনুলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে কৃষ্ণাজিনকুশাস্তরে ॥ ১ ॥
ধেনুং শর্করয়া রাজন্ কৃত্বা ভারচতুষ্টয়ম্।
উত্তমা কথ্যতে সদ্ভিশ্চতুর্থাংশেন বৎসকম্ ॥ ২ ॥
তদর্দ্ধং মধ্যমা প্রোক্তা কনিষ্ঠা ভারকেণ তু।
তদ্বদ্বৎসং প্রকুর্ব্বীত চতুর্থাংশেন তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥
অথ কুর্য্যাদষ্টশতৈরূর্দ্ধং নৃপতিসত্তম।
স্বশক্ত্যা কারয়েদ্ধেনুং তথাত্মানং ন পীড়য়েৎ ॥ ৪ ॥
সর্ব্ববীজানি সংস্থাপ্য চতুর্দ্দিক্ষু সমন্ততঃ।
সুবর্ণস্য মুখং শৃঙ্গে মৌক্তিকৈর্নয়নে তথা।

গুড়েন তু মুখং কার্য্যং জিহ্বা পিষ্টময়ী তথা।
কম্বলং পট্টসূত্রেণ কণ্ঠাভরণভূষিতাম্॥ ৬॥
ইক্ষুপাদাং রৌপ্যখুরাং নবনীতস্তনীং তথা।
প্রশস্তপত্রশ্রবণাং সিতচামরভূষিতাম্॥ ৭॥
পঞ্চরত্নসমাযুক্তাং বস্ত্রেণাচ্ছাদিতাং তথা।
গন্ধপুষ্পৈরলঙ্কৃত্য ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ॥ ৮॥
শ্রোত্রিয়ায় দরিদ্রায় সাধুবৃত্তায় ধীমতে।
বেদবেদাঙ্গবিদুষে সাগ্নিকায় কুটুম্বিনে।
অদুষ্টায় প্রদাতব্যা ন তু মৎসরিণে দ্বিজে॥ ৯॥
অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে।
এষু পুণ্যেষু কালেষু যথাবিভবশক্তিতঃ॥ ১০॥
সৎপাত্রঞ্চ দ্বিজং দৃষ্ট্বা আগতং শ্রোত্রিয়ং গৃহে।
আগতায় প্রদাতব্যা পুচ্ছদেশে বিমৃষ্য চ॥ ১১॥
পূর্ব্বাভিমুখমাস্থায় অথবা স উদঙ্‌মুখঃ।
গাং পূর্ব্বাভিমুখীং কৃত্বা বৎসমুত্তরতো ন্যসেৎ॥ ১২॥
দানকালে তু যে মন্ত্রাস্তান্ পঠিত্বা সমর্পয়েৎ।
সম্পূজ্য বিধিবদ্বিপ্রং মুদ্রিকাকর্ণভূষণৈঃ॥ ১৩॥
স্বশক্ত্যা দক্ষিণা দেয়া বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
হস্তে তু দক্ষিণাং দত্ত্বা গন্ধপুষ্পসচন্দনাম্।
ধেনুং সমর্পয়েত্তস্য মুখঞ্চ ন বিলোকয়েৎ॥ ১৪॥
একাহং শর্করাহারো ব্রাহ্মণস্ত্রিদিনং বসেৎ।
সর্ব্বপাপহরা ধেনুঃ সর্ব্বকামপ্রদায়িনী॥ ১৫॥
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্তু জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
দীয়মানং প্রপশ্যন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ১৬॥

য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা পঠতে বাপি মানবঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শর্করাধেনুমাহাত্ম্যং নাম
ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

মধুধেনুং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাতকনাশিনীম্।
অনুলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে ॥ ১ ॥
ধেনুং মধুময়ীং কৃত্বা সম্পূর্ণঘটষোড়শাম্।
চতুর্থেন তথাংশেন বৎসকং পরিকল্পয়েৎ ॥ ২ ॥
সৌবর্ণন্তু মুখং কৃত্বা শৃঙ্গাণ্যগুরুচন্দনৈঃ।
পৃষ্ঠং তাম্রময়ং কৃত্বা সাস্নাং পটময়ীং তথা ॥ ৩ ।
পাদানিক্ষুময়ান্ কৃত্বা সিতকম্বলকম্বলম্;
মুখং গুড়ময়ং কৃত্বা জিহ্বাং শর্করয়া তথা ॥ ৪ ॥
ওষ্ঠৌ পুষ্পময়ৌ তস্যা দন্তাঃ ফলময়াঃ স্মৃতাঃ।
দর্ভরোমময়ী দেবী খুরৈরৌপ্যৈশ্চ ভূষিতা ॥ ৫ ॥
প্রশস্তপত্রশ্রবণা প্রমাণাৎ পরিতস্ততা।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তা সপ্তধান্যান্বিতা তথা ॥ ৬ ॥
চত্বারি তিলপাত্রাণি চতুর্দ্দিক্ষু প্রকল্পয়েৎ।
ছাদিতা বস্ত্রযুগ্মেন কণ্ঠাভরণভূষিতা।

কাংস্যোপদোহিনীং কৃত্বা গন্ধপুষ্পৈস্তু পূজিতাম্ ॥৭॥
অয়নে বিষুবে পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনক্ষয়ে।
সংক্রান্ত্যামুপরাগে চ সর্ব্বকালে যদৃচ্ছয়া ॥ ৮ ॥
দ্রব্যব্রাহ্মণসম্পত্তিং দৃষ্টা তাং প্রতিপাদয়েৎ।
ব্রাহ্মণায় দরিদ্রায় শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে।
তাদৃশায় প্রদাতব্যা মধুধেনুর্নরোত্তমে ॥ ৯ ॥
পুচ্ছদেশে বিমৃশ্যাথ জলপূর্ণাং সদক্ষিণাম্।
দদ্যাদ্বিপ্রায় ধেনুন্তাং মন্ত্রপূর্ব্বাং বিচক্ষণঃ ॥ ১০ ॥
রসজ্ঞা সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বভূতহিতে রতা।
প্রীয়ন্তাং পিতরো দেবা মধুধেনো নমোহস্তু তে।
এবমুচ্চার্য্য তান্ধেনুং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ১১ ॥
অহং গৃহ্ণামি ত্বাং দেবি কুটুম্বার্থে বিশেষতঃ।
কামং কামদুঘে কামান্মধুধেনো নমোহস্তু তে ॥ ১২ ॥
মধুবাতেতি মন্ত্রেণ দদ্যাদাশুচিকেন তু।
দত্ত্বা ধেনুং মহারাজ ছত্রিকোপানহৌ তথা ॥ ১৩ ॥
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা মধুধেনুং নরাধিপ।
দত্ত্বা দানং পায়সেন মধুনা চ দিনং নয়েৎ ॥ ১৪ ॥
ব্রাহ্মণশ্চ ত্রিরাত্রন্তু মধুপায়সসংযুতম্।
এবং কৃতে তু যৎ পুণ্যং তন্নিবোধ নরাধিপ ॥ ১৫ ॥
যত্র নদ্যো মধুবহা যত্র পায়সকর্দ্দমাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধাস্তত্র গচ্ছন্তি ধেনুদাঃ।
তত্র ভোগানথো ভুঙ্ক্তে ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥১৬॥
দশ পূর্ব্বান্দশ পরানাত্মানঞ্চৈকবিংশকম্।
নয়তে বিষ্ণুসাযুজ্যং মধুধেনুপ্রসাদতঃ ॥ ১৭ ॥

য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা শ্রাবয়েদ্বাপি মানবঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ১৮॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে মধুধেনুমাহাত্ম্যং নাম চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

ক্ষীরধেনুং প্রবক্ষ্যামি তাং নিবোধ নরাধিপ।
অনুলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে গোময়েন নৃপোত্তম॥ ১॥
গোচর্ম্মমাত্রমানেন কুশানাস্তীর্য্য সর্ব্বতঃ।
তস্যোপরি মহারাজ ন্যসেৎ কৃষ্ণাজিনং বুধঃ॥ ২॥
তত্র কৃত্বা কুণ্ডলিকাং গোময়েন সুবিস্তৃতাম্।
ক্ষীরকুম্ভং ততঃ স্থাপ্য চতুর্থাংশেন বৎসকম্॥ ৩॥
সুবর্ণমুখশৃঙ্গাণি চন্দনাগুরুকাণি চ।
প্রশস্তপত্রশ্রবণাং তিলপাত্রোপরি ন্যসেৎ॥ ৪॥
মুখং গুড়ময়ং তস্যা জিহ্বাং শর্করয়া তথা।
ফলপ্রশস্তদশনাং মুক্তাফলময়েক্ষণাম্॥ ৫॥
ইক্ষুপাদাং দর্ভরোমাং সিতকম্বলকম্বলাম্।
তাম্রপৃষ্ঠাং কাস্যদেহাং পট্টসূত্রময়ীং শুভাম্॥ ৬॥
পুচ্ছঞ্চ নৃপশার্দ্দূল নবনীতময়স্তনীম্।
স্বর্ণশৃঙ্গীং রৌপ্যখুরাং পঞ্চরত্নসমন্বিতাম্॥ ৭॥
চত্বারি তিলপাত্রাণি চতুর্দ্দিক্ষ্বপি বিন্যসেৎ।
সপ্তধান্যযুতং পাত্রং দিক্ষু দিক্ষু চ বিন্যসেৎ॥ ৮॥

এবং লক্ষণসংযুক্তাং ক্ষীরধেনুং প্রকল্পয়েৎ।
আচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন গন্ধপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৯ ॥
ধূপদীপাদিকং কৃত্বা ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ।
বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃত্য মুদ্রিকাকর্ণকুণ্ডলৈঃ।
পাদুকোপানহৌ ছত্রং দত্ত্বা দানং সমর্পয়েৎ ॥ ১০ ॥
দদ্যাদনেন মন্ত্রেণ ক্ষীরধেনুং প্রযত্নতঃ।
আপ্যায়স্বেতি মন্ত্রেণ বেদোক্তেন বিধানতঃ।
প্রতিগ্রাহী পঠেন্মন্ত্রমেষ দানবিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১১ ॥
দীয়মানাং প্রপশ্যন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্।
এতাং হেমসহস্রেণ শতেনাথ স্বশক্তিতঃ।
দত্ত্বা ধেনুং মহারাজ শৃণু তস্যাপি যৎ ফলম্ ॥ ১২ ॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রন্তু ইন্দ্রলোকে মহীয়তে।
পিত্রাদিভিশ্চ সহিতো ব্রহ্মণো ভবনং ব্রজেৎ ॥ ১৩ ॥
দিব্যং বিমানমারূঢ়ো দিব্যস্রগনুলেপনঃ।
ক্রীড়িত্বা সুচিরং কালং বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥১৪॥
দ্বাদশাদিত্যসঙ্কাশে বিমানবরমণ্ডিতে।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষৈরপ্সরোগণসেবিতে।
তত্রোষ্য বিষ্ণোর্ভবনে বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫ ॥
য ইমং শৃণুয়াদ্রাজন্ পঠেদ্বা ভক্তিভাবতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ক্ষীরধেনুবিধির্নাম পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

দধিধেনোর্ম্মহারাজ বিধানং শৃণু সাম্প্রতম্।
অনুলিপ্তে মহাভাগে গোময়েন নরাধিপঃ ॥ ১ ॥
গোচর্ম্মমাত্রন্তু পুনঃ পুষ্পপ্রকরশোভিতে।
কুশৈরাস্তীর্য্য বসুধাং কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরীম্ ॥ ২ ॥
দধিকুম্ভন্তু সংস্থাপ্য সপ্তধান্যচয়োপরি।
চতুর্থাংশেন বৎসন্তু সৌবর্ণমুখমণ্ডিতম্ ॥ ৩ ॥
আচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন পুষ্পগন্ধৈস্তু পূজিতাম্।
ব্রাহ্মণায় কুলীনায় সাধুবৃত্তায় ধীমতে।
ক্ষমাদিগুণযুক্তায় দদ্যাত্তাং দধিধেনুকাম্ ॥ ৪ ॥
পুচ্ছদেশোপবিষ্টস্তু মুদ্রিকাকর্ণভূষণৈঃ।
পাদুকোপানহৌ ছত্রং দত্ত্বা মন্ত্রমিমং পঠেৎ।
দধিক্রাবেুতি মন্ত্রেণ দদ্যাদ্ধেনুং সুপূজিতাম্ ॥ ৫ ॥
এবং দধিময়ীং ধেনুং দত্ত্বা রাজর্ষিসত্তম।
একাহারী দিনং তিষ্ঠেদ্দধ্না চ নৃপনন্দন ॥ ৬ ॥
যজমানোবসেদ্রাজংস্ত্রিরাএঞ্চ দ্বিজোত্তমঃ।
দীয়মানাম্প্রপশ্যন্তি তে যান্তি পরমং পদম্ ॥ ৭ ॥
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা শ্রাবয়েদ্বাপি মানবঃ।
সোঽশ্বমেধফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে দধিধেনুমাহাত্ম্যং নাম
ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

নবনীতময়ীং ধেনুং শৃণু রাজন্ প্রযত্নতঃ।
যাং শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১॥
গোময়েনানুলিপ্তায়াং ভূমৌ গোচর্ম্মমানতঃ।
চর্ম্ম কৃষ্ণমৃগস্যৈব তস্যোপরি চ ধারয়েৎ॥ ২॥
কুম্ভন্তু নবনীতস্য প্রস্থমাত্রস্য ধারয়েৎ।
বৎসং চতুর্থভাগস্য তস্যানুত্তরতো ন্যসেৎ॥ ৩॥
কৃত্বা বিধানেন চ রাজসিংহ
সুবর্ণশৃঙ্গী সুমুখা চ কার্য্যা।
নেত্রে চ তস্যা মণিমৌক্তিকৈস্তু
কৃত্বা তথান্যচ্চ গুড়েন জিহ্বাম্।
ওষ্ঠৌ চ পুষ্পৈশ্চ ফলৈশ্চ দন্তাঃ
প্রকল্প্য সাস্নাঞ্চ সিতৈশ্চ সূত্রৈঃ॥ ৪॥
নবনীতস্তনীং রাজন্নিক্ষুপাদাং প্রকল্পয়েৎ।
তাম্রপৃষ্ঠাং রৌপ্যখুরাং দর্ভরোমকৃতচ্ছবিম্॥ ৫॥
চতুর্ভিস্তিলপাত্রৈশ্চ সংবৃতাং সর্ব্বতো দিশি।
আচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন গন্ধপুষ্পৈরলঙ্কৃতাম্॥ ৬॥
দীপাংশ্চ দিক্ষু প্রজ্বাল্য ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ।
মন্ত্রাস্ত এব জপ্তব্যাঃ সর্বধেনুষু যে স্মৃতাঃ॥ ৭॥
পুরা দেবাসুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সাগরস্য তু মন্থনে।
উৎপন্নং দিব্যমমৃতং নবনীতমিদং শুভম্।
আপ্যায়নস্তু ভূতানাং নবনীত নমোঽস্তু তে॥ ৮॥

এবমুচ্চার্য্য তাং দদ্যাৎ ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে।
ধেনুঞ্চ দত্ত্বা সুদুঘাং সোপধানাং নয়েদ্গৃহম্॥ ৯॥
হবিরেবং রসঞ্চৈব বিপ্রবর্য্যস্য ভূপতে।
ভুক্ত্বা তিষ্ঠেদ্দিনং রাজন্ধেনুদস্ত্রীণি বৈ দ্বিজঃ॥ ১০॥
যঃ প্রপশ্যতি তান্ধেনুং দীয়মানাং নরোত্তম।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবসাযুজ্যতাং ব্রজেৎ॥ ১১॥
পিতৃভিঃ পূর্ব্বজৈঃ সার্দ্ধং ভবিষ্যদ্ভিশ্চ মানবঃ।
বিষ্ণুলোকং ব্রজত্যাশু যাবদাভূতসংপ্লবম্॥ ১২॥
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা শ্রাবয়েদ্বাপি মানবঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ১৩॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে নবনীতধেনুমাহাত্ম্যং নাম
সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

লবণধেনুং প্রবক্ষ্যামি তান্নিবোধ নৃপোত্তম।
ষোড়শপ্রস্থসংযুক্তাং ধেনুং কৃত্বা তু মানবঃ॥ ১
বৎসং চতুর্ভী রাজেন্দ্র ইক্ষুপাদাঞ্চ কারয়েৎ।
সুবর্ণমুখশৃঙ্গাণি খুরা রৌপ্যময়াস্তথা॥ ২॥
মুখং গুড়ময়ন্তস্যা দন্তাঃ ফলময়া নৃপ।
জিহ্বাং শর্করয়া রাজন্ ঘ্রাণং গন্ধময়ন্তথা॥ ৩॥

নেত্রে রত্নময়ে কুর্য্যাৎ কর্ণৌ পত্রময়ৌ তথা।
শ্রীখণ্ডময়কোষ্ঠৌ চ নবনীতময়াঃ স্তনাঃ ॥ ৪ ॥
সূত্রপুচ্ছান্তাম্রপৃষ্ঠান্দর্ভরোমাং পয়স্বিনীম্।
কাংস্যোপদোহাং রাজেন্দ্র ঘণ্টাভরণভূষিতাম্ ॥ ৫ ॥
সুগন্ধপুষ্পধূপৈশ্চ পূজয়িত্বা বিধানতঃ।
আচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৬ ॥
গ্রহণে বাথ সংক্রান্তৌ ব্যতীপাতে তথায়নে।
দ্বিজায় সাধুবৃত্তায় বেদবেদাঙ্গপারগে ॥ ৭ ॥
ব্রাহ্মণম্পূজ্য বিধিবৎ পূর্ব্বোক্তবিধিনা নৃপ।
সদক্ষিণঞ্চ গোপুচ্ছং দত্ত্বা ব্রাহ্মণহস্তকে।
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততস্তাং প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৮ ॥
ইমাং গৃহাণ ভো বিপ্র রুদ্ররূপাং নমোঽস্তু তে।
রসজ্ঞা সর্ব্বভূতানাং সর্বদেবনমস্কৃতা।
কামং পূরয় মে দেবি রুদ্ররূপে নমোঽস্তু তে ॥ ৯ ॥
দত্ত্বা ধেনুং লবণেন একাহঞ্চৈব তিষ্ঠতি।
স্বয়ং ত্রিরাত্রং বিপ্রেণ তথৈব লবণাশিনা ॥ ১০ ॥
সহস্রেণ শতেনাথ স্বশক্ত্যা কনকেন তু।
দত্ত্বেমাং স্বর্গমাপ্নোতি যত্র দেবো বৃষধ্বজঃ ॥ ১১ ॥
য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা শ্রাবয়েদ্বাপি মানবঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে লবণধেনুমাহাত্ম্যং নাম
অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ধেনুং কার্পাসকীং নৃপ।
যৎপ্রদানান্নরো যাতি ঐন্দ্রলোকমনুত্তমম্ ॥ ১ ॥
বিষুবে ত্বয়নে পুণ্যে যুগাদিগ্রহণে তথা।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু দুঃস্বপ্নে রিষ্টদর্শনে ॥ ২ ॥
পুণ্যেষ্বায়তনে রাজংচ্ছুচিদেশে গবাং গণে।
গোময়েনোপলিপ্তায়াং দর্ভানাস্তীর্য্য বৈ তিলান্ ॥ ৩ ॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েদ্ধেনুং বস্ত্রমাল্যানুলেপনাম্।
ধূপদীপাদিনৈবেদ্যৈঃ পূজয়েচ্চ বিমৎসরঃ ॥ ৪ ॥
উত্তমা চ চতুর্ভারৈরর্দ্ধৈনৈব তু মধ্যমা।
ভারেণ চাধমা প্রোক্তা বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫ ॥
চতুর্থাংশেন বৎসন্তু কল্পয়িত্বা বিধানতঃ।
কর্ত্তব্যা রুক্মশৃঙ্গী তু রজতস্য খুরান্বিতা ॥ ৬ ॥
ইত্যেবং সর্ব্বং সম্পূর্ণাং কৃত্বা শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
আবাহয়েত্তাং কার্পাসধেনুং মন্ত্রৈর্দ্বিজাতয়ে।
দদ্যাদ্ধেনুং চর্ম্মপাণিঃ প্রযতঃ শ্রদ্ধয়াঽন্বিতঃ ॥ ৭ ॥
পূর্ব্বোক্তস্তু বিধিঃ কার্য্যো দানমন্ত্রপুরঃসরঃ ॥ ৮ ॥
যথা দেবগণঃ সর্ব্বস্ত্বয়া হীনো ন বর্ত্ততে।
তথা উদ্ধর মাং দেবি পাহি সংসারসাগরাৎ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে কার্পাসধেনুমাহাত্ম্যং নাম
নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি ধান্যধেনুমনুত্তমাম্।
যস্যাঃ সঙ্কীর্ত্তনাদেব সা তুষ্যেৎ পার্ব্বতী স্বয়ম্॥ ১॥
বিষুবে চায়নে বাপি কার্ত্তিক্যাস্ত বিশেষতঃ।
যাং দত্ত্বা মুচ্যতে পাপাচ্ছশাঙ্ক ইব রাহুণা॥ ২॥
দশধেনুপ্রদানেন যৎফলং রাজসত্তম।
তৎ সর্ব্বমেব প্রাপ্নোতি ব্রীহিধেনুপ্রদানতঃ॥ ৩॥
কৃষ্ণাজিনং ততঃ কৃত্বা প্রাগ্বৎসং স্থাপয়েদ্বুধঃ।
গোময়েনানুলিপ্তায়াং ভূমৌ তাং পরিপূজয়েৎ॥ ৪॥
উত্তমা তু ভবেদ্ধেনু দ্রোণৈশ্চাপি চতুষ্টয়ৈঃ।
মধ্যমা চ তদর্দ্ধেন বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ॥ ৫॥
চতুর্থাংশেন বৎসন্ত কল্পয়িত্বা বিধানতঃ।
অঙ্গস্ত পূর্ব্ববৎ কার্য্যং মুখং ক্ষৌদ্রময়ং শুভম্॥ ৬॥
পূর্ব্ববদর্চ্চয়িত্বা তাং কৃত্বা দীপার্চ্চনাদিকম্।
পুণ্যকালঞ্চ সম্প্রাপ্য স্নাতঃ শুক্লাম্বরো গৃহী।
ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাবৃত্য দণ্ডবৎ প্রণমেচ্চ তাম্॥ ৭॥
ত্বং হি বিপ্র মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগ।
ময়া দত্তাঞ্চ গৃহ্নীষ্ব প্রসীদ ত্বং দ্বিজোত্তম।
প্রীয়তাং মম দেবেশো ভগবান্মধুসূদনঃ॥ ৮॥
যা চ লক্ষ্মীস্ত গোবিন্দে স্বাহা যা চ বিভাবসৌ;
শক্রে শচীতি বিখ্যাতা শিবে গৌরী চ সংস্থিতা॥ ৯॥
গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ প্রোক্তা জ্যোৎস্না চন্দ্রে রবেঃ প্রভা।

বুদ্ধির্বৃহস্পতেঃ খ্যাতা মেধা মুনিষু সত্তমা ॥ ১০ ॥
তস্মাৎসর্ব্বময়ী দেবী ধান্যরূপেণ সংস্থিতা।
এবমুচ্চার্য্য তাং ধেনুং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ।
দত্ত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা তং ক্ষমাপ্য দ্বিজোত্তমম্ ॥ ১১ ॥
যাবচ্চ পৃথিবী সর্ব্বা বস্তুরত্নানি ভূপতে।
তাবৎ পুণ্যং সমধিকং ব্রীহিধেনোশ্চ তৎফলম্ ॥ ১২ ॥
তস্মান্নরেন্দ্র দাতব্যা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা।
ইহলোকে চ সৌভাগ্যমায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
বিমানেনার্কবর্ণেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
স্তূয়মানোঽপ্সরোভিশ্চ স যাতি শিবমন্দিরম্ ॥ ১৪ ॥
যাবচ্চ স্মরতে জন্ম তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে।
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ ॥ ১৫ ॥
এবং হরেণ চোদ্গীর্ণং শ্রুত্বা বাক্যং নরোত্তমঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ধান্যধেনুমাহাত্ম্যং নাম
দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি কপিলাং ধেনুমুত্তমাম্।
যৎপ্রদানান্নরো যাতি বিষ্ণুলোকমনুত্তমম্॥ ১॥
পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন দদ্যাদ্ধেনুং সবৎসকাম্।
সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তাং সর্ব্বরত্নসমন্বিতাম্॥ ২॥
শিরো গ্রীবা কপিলায়াঃ সর্ব্বতীর্থানি ভামিনি।
পিতামহনিয়োগাচ্চ নিবসন্তি হি নিশ্চয়ঃ॥ ৩॥
প্রাতরুত্থায় যো মর্ত্ত্যঃ কপিলাগলমস্তকাৎ।
চ্যুতন্তু ভক্ত্যা পানীয়ং শিরসা বন্দতে শুচিঃ॥ ৪॥
স তেন পুণ্যতো যেন তৎক্ষণাদ্দগ্ধকিল্বিষঃ।
ত্রিংশদ্বর্ষকৃতং পাপং দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্॥ ৫॥
কল্যমুত্থায় যো মর্ত্ত্যঃ কুর্য্যাত্তাসাং প্রদক্ষিণম্।
প্রদক্ষিণীকৃতা তেন পৃথিবী স্যাদ্বসুন্ধরে॥ ৬॥
প্রদক্ষিণেন চৈকেন শ্রদ্ধাযুক্তেন তৎক্ষণাৎ।
দশজন্মকৃতং পাপং তস্য নশ্যত্যসংশয়ম্॥ ৭॥
কপিলায়াস্তু মূত্রেণ স্নায়াচ্চৈব শুচিব্রতঃ।
স গঙ্গাদিষু তীর্থেষু স্নাতো ভবতি মানবঃ॥ ৮॥
তেন স্নানেন চৈকেন ভাবযুক্তেন বৈ নরঃ।
যাবজ্জীবকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৯॥
গোসহস্রঞ্চ যো দদ্যাদেকাং বা কপিলাং নরঃ।
সমমেতৎ পুরা প্রাহ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ১০॥
গবামস্থি ততোঽপ্যেতন্মৃতগন্ধেন দূষয়েৎ।

যাবজ্জিঘ্রতি তং গন্ধং তাবৎপুণ্যৈস্তু পূর্য্যতে ॥ ১১ ॥
গবাং কণ্ডূয়নং শ্রেষ্ঠং তথা চ পরিপালনম্।
তুল্যং গোশতদানস্য ভয়রোগাদিপালনে ॥ ১২ ॥
তৃণোদকানি যো দদ্যাৎ ক্ষুধিতেন গবাহ্নিকম্।
গোমেধস্য ফলং দিব্যং লভতে মানবোত্তমঃ ॥ ১৩ ॥
বিমানৈর্ব্বিবিধৈর্দ্দিব্যৈঃ কন্যাভিরভিতোঽর্পি তৈঃ।
সেব্যমানঃ সুগন্ধৈর্ব্বৈ দীপ্যমান ইবাগ্নয়ঃ ॥ ১৪ ॥
সুবর্ণকপিলা পূর্ব্বং দ্বিতীয়া গৌরপিঙ্গলা।
তৃতীয়া চৈব রক্তাক্ষী চতুর্থী গুড়পিঙ্গলা ॥ ১৫ ॥
পঞ্চমী বহুবর্ণা স্যাৎ ষষ্ঠী চ শ্বেতপিঙ্গলা।
সপ্তমী শ্বেতপিঙ্গাক্ষী অষ্টমী কৃষ্ণপিঙ্গলা ॥ ১৬ ॥
নবমী পাটলা জ্ঞেয়া দশমী পুচ্ছপিঙ্গলা।
একাদশী খুরশ্বেতা এতাসাং সর্ব্বলক্ষণাঃ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তা সর্ব্বালঙ্কৃতসুন্দরী।
ব্রাহ্মণায় প্রদাতব্যা সর্ব্বমুক্তিপ্রদায়িনী।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা তেষাং বিষ্ণুমার্গপ্রদায়িনী ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে কপিলাধেনুবিধির্নাম
একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

হোতোবাচ।

অতঃ পরং মহারাজ শৃণূভয়মুখীং ততঃ।
বিধানং তদ্বরারোহে ধরণ্যা কথিতং পুরা।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি তব পুণ্যফলং মহৎ॥ ১॥

ধরণ্যুবাচ।

যা ত্বয়া কপিলা প্রোক্তা পূর্ব্বমুৎপাদিতা প্রভো।
হোমধেনুঃ সদা পুণ্যা সা জ্ঞেয়া কতিলক্ষণা॥ ২॥
কিয়ত্যঃ কপিলাঃ প্রোক্তাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
প্রসূয়মানা দানেন কিং পুণ্যং স্যাচ্চ মাধব।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ জগদ্গুরো॥ ৩॥

বরাহ উবাচ।

শৃণুষ্ব দেবি তত্ত্বেন পবিত্রং পাপনাশনম্।
যৎ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪॥
কপিলা হ্যগ্নিহোত্রার্থে যজ্ঞার্থে চ বরাননে।
উদ্ধৃত্য সর্ব্বতেজোভির্ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা॥ ৫॥
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং কপিলা চ বসুন্ধরে॥ ৬॥
তপসস্তপ এবাগ্র্যং ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্।
দানানামুত্তমন্দানং নিধীনাং হ্যেতদক্ষয়ম্॥ ৭॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি গুহ্যান্যায়তনানি চ।
পবিত্রাণি চ পুণ্যানি সর্ব্বলোকেষু সুন্দরি॥ ৮॥
হোতব্যান্যগ্নিহোত্রাণি সায়ং প্রাতর্দ্বিজাতিভিঃ।

কপিলায়া ঘৃতেনেহ দধ্না ক্ষীরেণ বা পুনঃ ॥ ৯ ॥
জুহ্বতে হ্যগ্নিহোত্রাণি মন্ত্রৈশ্চ বিবিধৈঃ সদা।
পূজয়ন্নতিথীংশ্চৈব পরাং ভক্তিমুপাগতাঃ ॥ ১০ ॥
তে যান্ত্যাদিত্যবর্ণৈশ্চ বিমানৈর্দ্বিজসত্তমাঃ।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যাত্তু ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা ॥ ১১ ॥
কপিলা যা পিঙ্গলাক্ষী সর্ব্বসৌখ্যপ্রদায়িনী।
সিদ্ধিবুদ্ধিপ্রদা ধেনুঃ কপিলানন্তরূপিণী ॥ ১২ ॥
পূর্ব্বোক্তা যাস্তু কপিলাঃ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাঃ।
সর্ব্বা হ্যেতা মহাভাগাস্তারয়ন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥
সঙ্গমেষু প্রশস্তাশ্চ সর্ব্বপাপবিনাশনাঃ।
অগ্নিপুচ্ছা অগ্নিমুখী অগ্নিলোমানলপ্রভা।
তথাগ্নায়ী তথা দেবী সুবর্ণাখ্যা প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥
গ্রহীত্বা কপিলাং শূদ্রান্ কামতঃ সদৃশীং পিবেৎ।
পতিতঃ স হি বিজ্ঞেয়শ্চাণ্ডালসদৃশোঽধমঃ ॥ ১৫ ॥
তস্মান্ন প্রতিগৃহ্নীয়াচ্ছূদ্রাদ্বিপ্রঃ প্রতিগ্রহম্।
দূরাত্তে পরিহর্ত্তব্যাঃ শ্বভিস্তুল্যা ইবাধ্বরে ॥ ১৬ ॥
পর্ব্বকালে হি সর্ব্বে বৈ বর্জ্জিতাঃ পিতৃদৈবতৈঃ।
অসম্ভাষ্যাপ্রতিগ্রাহ্যাঃ শূদ্রাস্তে পাপকর্ম্মণঃ ॥ ১৭ ॥
পিবন্তি যাবৎ কপিলাং যাবত্তেষাং পিতামহাঃ।
ভূমের্ম্মলং সমশ্নন্তি জায়ন্তে বিড়্ভুজশ্চিরম্ ॥ ১৮ ॥
তাসাঞ্চ ক্ষীরং ঘৃতং বাপি নবনীতমথাপি বা।
উপজীবন্তি যে শূদ্রাস্তেষাঙ্গতিমতঃ শৃণু ॥ ১৯ ॥
কপিলাজ্জীবিনঃ শূদ্রাঃ ক্রূরা গচ্ছন্তি রৌরবম্।
রৌরবে তু মহারৌদ্রে বর্ষকোটিশতন্ধরে ॥ ২০ ॥

ততোবিমুক্তাঃ কালেন শুনোযোনিং ব্রজন্তি হি।
শুনোযোন্যা বিমুক্তাস্তু বিষ্ঠাভুক্কৃময়স্ততঃ ॥ ২১ ॥
বিষ্ঠাস্থানেষু পাপিষ্ঠঃ সুদুর্গন্ধিষু নিত্যশঃ।
ভূয়োভূয়োজায়মানস্ততোত্তারং ন বিন্দতি ॥ ২২ ॥
ব্রাহ্মণশ্চৈব যো বিদ্বান্ কুর্য্যাত্তেষাং প্রতিগ্রহম্।
ততঃ প্রভৃত্যমেধ্যান্তঃ পিতরস্তস্য শেরতে ॥ ২৩ ॥
ন তং বিপ্রস্তু সম্ভাষেন্ন চৈবৈকাসনং বিশেৎ।
স নিত্যং বর্জ্জনীয়ো হি দূরাত্তু ব্রাহ্মণৈর্ধরে ॥ ২৪ ॥
যস্তেন সহ সম্ভাষেত্তথা চৈকাসনং ব্রজেৎ।
প্রাজাপত্যঞ্চরেৎ কৃৎস্নং তেন শুধ্যতি স দ্বিজঃ ॥ ২৫ ॥
একস্য গোপ্রদানস্য সহস্রাংশেন পূর্য্যতে।
কিমন্যৈর্বহুভির্দ্দানৈঃ কোটিসংখ্যানবিস্তরৈঃ ॥ ২৬ ॥
শ্রোত্রিয়ায় দরিদ্রায় সুবৃত্তায়াহিতাগ্নয়ে।
আসন্নপ্রসবাদ্ধেনুন্দানার্থং প্রতিপালয়েৎ।
কপিলার্দ্ধপ্রসূতা বৈ দাতব্যা চ দ্বিজন্মনে ॥ ২৭ ॥
জায়মানস্য বৎসস্য মুখং যোন্যাং প্রদৃশ্যতে।
তাবৎ সা পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদ্গর্ভন্ন মুঞ্চতি ॥ ২৮ ॥
ধেন্বা যাবন্তি রোমাণি সবৎসায়া বসুন্ধরে।
তাবত্যোবর্ষকোট্যস্তু ব্রহ্মবাদিভিরর্চ্চিতাঃ ॥ ২৯ ॥
বসন্তি ব্রহ্মলোকে বৈ যে নিত্যং কপিলাপ্রদাঃ ॥ ৩০ ॥
সুবর্ণশৃঙ্গীং যঃ কৃত্বা রৌপ্যযুক্তখুরাং তথা।
ব্রাহ্মণস্য করে দত্ত্বা সুবর্ণং রৌপ্যমেব চ।
কপিলায়াস্তদা পুচ্ছং ব্রাহ্মণস্য করে ন্যসেৎ ॥ ৩১ ॥
উদকঞ্চ করে দত্ত্বা বাচয়েচ্ছুদ্ধয়া গিরা।

সসমুদ্রবনা তেন সশৈলবনকাননা।
রত্নপূর্ণা ভবেদ্দত্তা পৃথিবী নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥
পৃথিবীদানতুল্যেন দানেনৈতেন বৈ নরঃ।
নন্দিতো যাতি পিতৃভির্ব্বিষ্ণ্বাখ্যং পরমম্পদম্ ॥ ৩৩ ॥
ব্রহ্মস্বহারী বা গোঘ্নো ভ্রূণহা পাপদেহকঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি বঞ্চকো ব্রহ্মদূষকঃ ॥ ৩৪ ॥
নিন্দকো ব্রাহ্মণানাঞ্চ তথা কর্ম্মবিদূষকঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি গবাং দানেন শুধ্যতি ॥ ৩৫ ॥
যশ্চোভয়মুখীং দদ্যাৎ প্রভূতকনকান্বিতাম্।
তদ্দিনং পায়সাহারং পয়সা বাপি বা ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥
সুবর্ণস্য সহস্রেণ তদর্দ্ধেনাপি ভামিনি।
তস্যাপ্যর্দ্ধশতেনাথ পঞ্চাশচ্চ ততোঽর্দ্ধকম্।
যথাশক্ত্যা প্রদাতব্যা বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৭ ॥
ইমাং গৃহ্ণোভয়মুখীমুভয়ত্র শমোঽস্তু বৈ।
দদে বংশবিবৃদ্ধ্যর্থং সদা স্বস্তিকরী ভব ॥ ৩৮ ॥
প্রতিগৃহ্ণামি ত্বা ধেনো কুটুম্বার্থে বিশেষতঃ।
শুভং ভবতু মে নিত্যং দেবধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৩৯ ॥
ওঁ দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্ণাতু।
ক ইদং কস্মা অদাদিতি জপিত্বা বৈ বসুন্ধরে।
বিসৃজ্য ব্রাহ্মণং দেবি তাং ধেনুং তদ্গৃহং নয়েৎ ॥৪০॥
এবং প্রসূয়মানাং যো গাং দদাতি বসুন্ধরে।
পৃথিবী তেন দত্তা স্যাৎ সপ্তদ্বীপা ন সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

বদন্তি তাং চন্দ্রসমানবক্ত্রাং
প্রতপ্তজাম্বূনদতুল্যবর্ণাম্।

মহাসিতত্বাং তনুবৃক্ষমধ্যাং
সেবন্ত্যজস্রং কুলিতাং হি দেবাঃ ॥ ৪২ ॥
প্রাতরুত্থায় যো মর্ত্ত্যঃ কল্পঞ্চেদং সমাহিতঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ শুচির্ভূত্বা পঠেদ্ভক্ত্যা সমন্বিতঃ ॥ ৪৩ ॥
ত্রিঃ সদাবর্ত্তনং কৃত্বা পাপং বর্ষকৃতঞ্চ যৎ।
নশ্যতে তৎক্ষণাদেব বায়ুনা পাংশবো যথা ॥ ৪৪ ॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদ্যস্তু ইদং পাবনমুত্তমম্।
তস্যান্নং সংস্কৃতন্তদ্ধি পিতরোঽশ্নন্তি ধীমতঃ ॥ ৪৫ ॥
অমায়াং বাথ যঃ কশ্চিদ্দ্বিজানামগ্রতঃ পঠেৎ।
পিতরস্তস্য তৃপ্যন্তি বর্ষাণাং শতমেব চ ॥ ৪৬ ॥
যশ্চৈতৎ শৃণুয়ান্নিত্যং তদ্গতেনান্তরাত্মনা।
সংবৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ৪৭ ॥

হোতোবাচ ;

ইদং রহস্যং রাজেন্দ্র বরাহেণ পুরাতনম্।
ধরণ্যৈ কথিতং রাজন্ ধেনুমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
ময়া তে কথিতং সর্ব্বং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৪৮ ॥
দ্বাদশ্যাং মাঘমাসস্য শুক্লায়াং তিলধেনুদঃ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধার্থো বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯ ॥
দ্বাদশ্যাং শ্রাবণে মাসি শুক্লায়াং রাজসত্তম।
প্রত্যক্ষধেনুর্দ্দাতব্যা সহিরণ্যা নৃপোত্তম ॥ ৫০ ॥
সর্ব্বদা সর্ব্বধেনূনাং প্রদানং রাজসত্তম।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ৫১ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং সমাসাদ্বহুবিস্তরম্।

ধেনূনাং ফলমুদ্দিশ্য সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৫২ ॥
অথবা পীড্যসেঽত্যন্তং ক্ষুধয়া পার্থিবোত্তম।
ইদানীং কার্ত্তিকী চেয়ং বর্ত্ততে চ নরাধিপ ॥ ৫৩ ॥
ব্রহ্মাণ্ডং সর্ব্বসম্পন্নং ভূতরত্নৌঘৈর্যুতম্।
দেবদানবযক্ষৈস্তু যুক্তমেতৎ সদা বিভো ॥ ৪৫ ॥
এতদ্ধেমময়ং কৃত্বা সর্ব্ববীজরসান্বিতম্।
সরত্নং পুরুষঃ কৃত্বা কার্ত্তিক্যাং দ্বাদশীদিনে ॥ ৫৫ ॥
অথবা পঞ্চদশ্যাঞ্চ কার্ত্তিকস্য বিশেষতঃ।
পুরোহিতায় গুরবে দদ্যাদ্ভক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৫৬ ॥
ব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তীনি যানি ভূতানি পার্থিব।
তানি দত্তানি তেন স্যুঃ সমাসাৎকথিতং তব ॥ ৫৭ ॥
যো যজ্ঞে যজতে রাজন্ সহস্রশতদক্ষিণৈঃ।
নৈকদেশো যজেত্তস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য বিশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥
যঃ পুনঃ সকলঞ্চেদং ব্রহ্মাণ্ডং যজতে নরঃ।
তেন যষ্টং হুতং দত্তং পঠিতং কীর্ত্তিতং ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥
এবং শ্রুত্বা ততো রাজা হেমকুম্ভপ্রকল্পিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডমৃষয়ে প্রাদাৎসপিধানঞ্চ তৎক্ষণাৎ ॥ ৬০ ॥
সর্ব্বকামৈঃ সুসংবীতো যযৌ স্বর্গং নরাধিপঃ।
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র তদ্দত্ত্বা তু সুখী ভব ॥ ৬১ ॥
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন সোঽপ্যেবমকরোন্নৃপঃ।
জগাম পরমাং সিদ্ধিং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ৬২ ॥

বরাহ উবাচ।

ইয়ং তে কথিতা দেবি সংহিতা সর্ব্বকামিকা।
বরাহাখ্যা বরারোহে সর্ব্বপাতকনাশিনী ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বজ্ঞাদুত্থিতা চেয়ং ততো ব্রহ্মা বুবোধ হ।
ব্রহ্মা স্বসূনবে প্রাদাৎ পুলস্ত্যায় মহাত্মনে।
সোঽপি রামায় চ প্রাদাদ্ভার্গবায় মহাত্মনে।
অসাবপি স্বশিষ্যায় প্রাদাদুগ্রায় ধারিণি ॥ ৬৫ ॥
উগ্রোঽপি মনবে প্রাদাদেষ বঃ কীর্ত্তিতো ময়া।
সম্বন্ধঃ পূর্ব্বকল্পীয়ো দ্বিতীয়ং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৬৬ ॥
সর্ব্বজ্ঞাল্লব্ধবানস্মি ত্বঞ্চ মত্তো ধরাধরে।
ত্বত্তশ্চ তপসা সিদ্ধা বেৎস্যন্তে কপিলাদয়ঃ ॥ ৬৭ ॥
ক্রমেণ যাবদ্ব্যাসেন জ্ঞাতমেতদ্ভবিষ্যতি।
তস্যাপি শিষ্যো ভবিতা নাম্না বৈ রোমহর্ষণিঃ।
অসৌ শুনকপুত্রায় কথয়িষ্যতি নান্যথা ॥ ৬৮ ॥
অষ্টাদশ পুরাণানি বেদ দ্বৈপায়নো গুরুঃ।
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতন্তথা ॥ ৬৯ ॥
তথান্যং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্।
আগ্নেয়মষ্টমং প্রোক্তং ভবিষ্যং নবমং তথা ॥ ৭০ ॥
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।
বারাহং দ্বাদশং প্রোক্তং স্কান্দঞ্চাপি ত্রয়োদশম্ ॥৭১॥
চতুর্দ্দশং বামনকং কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৭২ ॥
য এতৎ পাঠয়েদ্ভক্ত্যা কার্ত্তিক্যাং দ্বাদশীদিনে।
তস্য নূনং ভবেৎ পুত্রো হ্যপুত্রস্যাপি ধারিণি ॥ ৭৩ ॥
যস্যেদং তিষ্ঠতে গেহে লিখিতং পূজ্যতে সদা।
তস্য নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং তিষ্ঠতি ধারিণি ॥ ৭৪ ॥
যশ্চৈতৎ শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা নৈরন্তর্য্যেণ মানবঃ।

শ্রুত্বা তু পূজয়েদ্যস্তু শাস্ত্রং বারাহসংজ্ঞিতম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শ্বেতোপাখ্যানং নাম
দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

স তেন সান্ত্বিতায়াং বৈ পৃথিব্যাং যঃ সমাগতঃ।
সনৎকুমারস্তৎক্ষেত্রে দৃষ্টা তাং সংস্থিতাং মহীম্।
স্বস্তিবাচ্যাহ পুণ্যাগ্রে প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্ ॥ ১ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

যং দৃষ্টা বর্দ্ধসে দেবি ত্বঞ্চ যস্যাসি মাধবি।
বিষ্ণুনা ধার্য্যমাণা চ কিং ত্বয়া দৃষ্টমদ্ভুতম্ ॥ ২ ॥
এতদাচক্ষ্ব তত্ত্বেন যত্তে হরিমুখাৎ শ্রুতম্।
ব্রহ্মপুত্ত্রবচঃ শ্রুত্বা পৃথিবী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

ধরণ্যুবাচ।

যদ্গুহ্যং স ময়া পৃষ্টো যচ্চ মে সম্প্রভাষিতম্।
শৃণু তত্ত্বেন বিপ্রেন্দ্র গুহ্যং ধর্ম্মং মহৌজসম্ ॥ ৪ ॥
ভগবৎ প্রোক্তধর্ম্মেষু যদ্গুহ্যং কথয়াম্যহম্।
তেন মে কথিতং হ্যেতৎ সংসারাত্তু বিমোক্ষণম্।
বিষ্ণুভক্তেন যৎকার্য্যং যৎ ক্রিয়া পরিতিষ্ঠতা ॥ ৫ ।

উবাচ পরমং গুহ্যং ধর্ম্মাণাং ব্যাপ্তনিশ্চয়ম্।
অয়ং ধর্ম্মো ময়া হ্যেতৎ শ্রুতে ধর্ম্মে সনাতনে ॥ ৬ ॥
ততো মহীবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মপুত্রোমহাতপাঃ।
কোকামুখে মম ক্ষেত্রং জপন্তো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৭ ॥
তান্ সর্ব্বানানয়ামাস যত্র দেবী ব্যবস্থিতা।
সনৎকুমারঃ পূতাত্মা প্রত্যুবাচ মহীং প্রতি ॥ ৮ ॥
যন্ময়া পূর্ব্বমুক্তাসি কথয়স্ব বরাননে।
অপ্রমেয়গতিশ্চৈব ধর্ম্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ ॥ ৯ ॥
ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রণম্য ঋষিপুঙ্গবম্।
উবাচ পরমপ্রীতা ধাত্রী মধুরয়া গিরা ॥ ১০ ॥

ধরণ্যুবাচ।

শৃণ্বন্তু ঋষয়ঃ সর্ব্বে যত্তদ্বিষ্ণুমুখাৎ শ্রুতম্।
বাঢ়মিত্যেব তাং দেবি স্বস্তি ব্রূহীতি সোঽব্রবীৎ ॥ ১১॥
নষ্টচন্দ্রানিলে লোকে নষ্টভাস্করতারকে।
স্তম্ভিতাশ্চ দিশঃ সর্ব্বা ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১২ ॥
ন বাতি পবনস্তত্র নৈব চাগ্নির্ন বিদ্যুতঃ।
ন কিঞ্চিত্তত্র বিদ্যেত ন তারা ন চ রাশয়ঃ ॥ ১৩ ॥
ন চৈবাঙ্গারকস্তত্র ন শুক্রো ন বৃহস্পতিঃ।
শনৈশ্চরো বুধো নাত্র ন চেন্দ্রো ধনদো যমঃ ॥ ১৪ ॥
বরুণোঽপি ন বিদ্যেত নান্যে কেচিদ্দিবৌকসঃ।
বর্জ্জয়িত্বা ত্রয়ো দেবান্ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরান্ ॥ ১৫ ॥
পৃথিবী ভারসন্তপ্তা ব্রহ্মাণং শরণং গতা।
গত্বা চ শরণং দেবী দৈন্যং বদতি মাধবী ॥ ১৬ ॥
প্রসীদ মম দেবেন্দ্র মগ্নাহং ভারপীড়িতা।

সপর্ব্বতবনৈঃ সার্দ্ধং মাং তারয় পিতামহ ॥ ১৭ ॥
পৃথিব্যা বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থায় পৃথিবীন্তামুবাচ হ ॥ ১৮ ॥
নাহং তারয়িতুং শক্তো বিষমস্থাং বসুন্ধরে।
লোকনাথং সুরশ্রেষ্ঠমাদিকর্ত্তারমঞ্জসা ॥ ১৯ ॥
লোকেশং ধন্বিনং শ্রেষ্ঠং যাহি মায়াকরণ্ডকম্।
সর্ব্বেষামেব নঃ কার্য্যং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ২০ ॥
সর্ব্বাংস্তারয়িতুং শক্তঃ কিং পুনস্ত্বাং বসুন্ধরে।
অনন্তশয়নে দেবঃ শয়ানং যোগশায়িনম্ ॥ ২১ ॥
ততঃ কমলপত্রাক্ষী নানাভরণভূষিতা।
কৃতাঞ্জলিপুটা দেবী প্রসাদয়তি মাধবম্ ॥ ২২ ॥

ধরণ্যুবাচ।

অহং ভারসমাযুক্তা ব্রহ্মাণং শরণঙ্গতা।
প্রত্যাখ্যাতা ভগবতা তেনাপ্যুক্তমিদং বচঃ ॥ ২৩ ॥
নাহং তারয়িতুং শক্তঃ সুশ্রোণি ব্রজ মাধবম্।
স ত্বান্তারয়িতুং শক্তো মগ্নাসি যদি সাগরে ॥ ২৪ ॥
প্রসীদ মম দেবেশ লোকনাথ জগৎপ্রভো।
ভক্ত্যা ত্বাং শরণং যামি প্রসীদ মম মাধব ॥ ২৫ ॥
ত্বমাদিত্যশ্চ চন্দ্রশ্চ ত্বং যমো ধনদস্তু বৈ।
বসবো বরুণশ্চাসি অগ্নির্মারুত এব চ ॥ ২৬ ॥
অক্ষরশ্চ ক্ষরশ্চাসি ত্বং দিশো বিদিশো ভবান্।
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽসি বামনঃ ॥ ২৭ ॥
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী মহাত্মবান্।
এবং পশ্যসি যোগেন শ্রূয়তে ত্বং মহাযশাঃ ॥ ২৮ ॥

যুগাযুগসহস্রাণি ব্যতীতান্যসি সংস্থিতঃ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোজ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
শব্দস্পর্শস্বরূপোঽসি রসোগন্ধোঽসি নো ভবান্ ॥২৯॥
সগ্রহাণি চ ঋক্ষাণি কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তকাঃ।
জ্যোতিশ্চক্রং ধ্রুবশ্চাসি সর্ব্বেষু দ্যোততে ভবান্ ॥৩০॥
মাসঃ পক্ষমহোরাত্রমৃতুঃ সংবৎসরাণ্যপি।
কলা কাষ্ঠাপি ষণ্মাসাঃ ষড়্রসাশ্চাপি সংযমঃ ॥ ৩১ ॥
সরিতঃ সাগরাশ্চ ত্বং পর্ব্বতাশ্চ মহোরগাঃ।
ত্বং মেরুর্ম্মন্দরো বিন্ধ্যো মলয়ো দর্দ্দুরো ভবান্ ॥ ৩২॥
হিমবান্নিষধশ্চাসি সচক্রোঽসি বরায়ুধঃ।
ধনুর্বাঞ্চ পিনাকোঽসি সাংখ্যযোগোঽসি চোত্তমঃ ॥৩৩॥
পরম্পরোঽসি লোকানাং নারায়ণঃ পরায়ণঃ।
সংক্ষিপ্তশ্চৈব বিস্তারো গোপ্তা যজ্ঞশ্চ শাশ্বতঃ ॥ ৩৪ ॥
যজ্ঞানাঞ্চ মহাযজ্ঞো যূপানামসি সংস্থিতঃ।
বেদানাং সামবেদোঽসি সাঙ্গোপাঙ্গো মহাব্রতঃ ॥৩৫॥
গর্জ্জনং বর্ষণঞ্চাসি ত্বং বেধা অনৃতানৃতে।
অমৃতং সৃজসে বিষ্ণো যেন লোকানধারয়ৎ ॥ ৩৬ ॥
ত্বং প্রীতিস্ত্বং পরা প্রীতিঃ পুরাণঃ পুরুষো ভবান্।
ধ্যেয়াধ্যেয়ং জগৎসর্ব্বং যচ্চ কিঞ্চিৎপ্রবর্ত্ততে ॥ ৩৭ ॥
সপ্তানামপি লোকানাং ত্বং নাথস্ত্বমসঙ্গ্রহঃ।
ত্বঞ্চ কালশ্চ মৃত্যুশ্চ ত্বং ভূতো ভূতভাবনঃ ॥ ৩৮ ॥
আদিমধ্যান্তরূপোঽসি মেধা বুদ্ধিঃ স্মৃতির্ভবান্।
আদিত্যস্ত্বং যুগাবর্ত্তাস্ত্বং তপস্বী মহাতপাঃ ॥ ৩৯ ॥
অপ্রমাণঃ প্রমেয়োঽসি ঋষীণাঞ্চ মহানৃষিঃ।

অনন্তশ্চাসি নাগানাং সর্পাণামসি তক্ষকঃ ॥ ৪০ ॥
উদ্বহঃ প্রবহশ্চাসি বরুণো বারুণো ভবান্।
ক্রীড়াবিক্ষেপণশ্চাসি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বাত্মকঃ সর্ব্বগতো বর্দ্ধনো মন এব চ।
যুগমন্বন্তরে চাসি বৃক্ষাণাঞ্চ বনস্পতিঃ ॥ ৪২ ॥
শ্রদ্ধাসি ত্বঞ্চ দেবেশ দোষহন্তাসি মাধব।
গরুড়োঽসি মহাত্মানং বহসি ত্বং পরায়ণঃ ॥ ৪৩ ॥
দুন্দুভির্নাদঘোষাণাং আকাশমমলো ভবান্।
জয়শ্চ বিজয়শ্চাসি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ ॥ ৪৪ ॥
সর্ব্বাত্মকঃ সর্ব্বগতশ্চেতনো মন এব চ।
ভগস্ত্বঞ্চৈব লিঙ্গশ্চ পরস্ত্বং পরমাত্মকঃ ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বভূতনমস্কার্য্যো নমো দেবো নমো নমঃ।
আদিকালাত্মকঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকাত্মকো বিভুঃ ॥ ৪৬ ॥
য ইদং পঠতে স্তোত্রং কেশবস্য দৃঢ়ব্রতঃ।
ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ৪৭ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং দরিদ্রো ধনমাপ্নুয়াৎ।
অভার্য্যো লভতে ভার্য্যামপতিঃ পতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥
উভে সন্ধ্যে পঠেদ্যস্তু মাধবস্য মহাত্মকম্।
স গচ্ছেদ্বিষ্ণুলোকঞ্চ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৯ ॥
যাবন্তো হ্যক্ষরাঃ কেচিদ্ভবদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে বিষ্ণুস্তবনং নাম
ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

সংস্তূয়মানো ভগবান্ মুনিভির্ম্মন্ত্রবাদিভিঃ।
তুষ্টো নারায়ণো দেবঃ কেশবঃ পরমো বিভুঃ॥ ১।
ততো ধ্যানং সমাস্থায় দিব্যং যোগঞ্চ মাধবঃ।
মধুরং স্বরমাস্থায় প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্॥ ২॥
তব দেবি প্রিয়ার্থায় ভক্ত্যা যত্ত্বং ব্যবস্থিতা।
অহং ত্বাং ধারয়িষ্যামি সশৈলবনকাননাম্।
সসাগরাং সসরিতাং সপ্তদ্বীপসমন্বিতাম্॥ ৩॥
এবমাশ্বাসয়িত্বা তু বসুধাং স চ মাধবঃ।
রূপং সঙ্কল্পয়ামাস বারাহং সুমহৌজসম্॥ ৪॥
ষট্ সহস্রাণি চোচ্ছ্রায়ো বিস্তারেণ পুনস্ত্রয়ঃ।
এবং নবসহস্রাণি যোজনানাং বিধায় চ॥ ৫॥
বাময়া দংষ্ট্রয়া গৃহ্য উজ্জহার চ মেদিনীম্।
সপর্ব্বতবনাকারাং সপ্তদ্বীপাং সপত্তনাম্॥ ৬॥
নগা বিলগ্নাঃ পতিতাঃ কেচিদ্দ্বিজ্জানসংশ্রিতাঃ।
শোভন্তে চ বিচিত্রাঙ্গমেঘাঃ সন্ধ্যাগমে যথা॥ ৭॥
চন্দ্রনির্ম্মলসঙ্কাশা বরাহমুখসংস্থিতাঃ।
শোভন্তে চক্রপাণেশ্চ মৃণালং কর্দ্দমে যথা॥ ৮॥
এবং হি ধার্য্যমাণা সা পৃথিবী সাগরান্বিতা।
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রং হি বজ্রদংষ্ট্রেণ সাধুনা॥ ৯॥
তস্যামেব তু কালস্য পরিমাণং যুগেষু চ।
একসপ্ততিমে কল্পে কর্দ্দমোঽয়ং প্রজাপতিঃ॥ ১০॥

ততঃ পৃথিব্যা দেবশ্চ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
অন্যোন্যাভিমতাশ্চৈব বারাহে কল্প উত্তমে ॥ ১১ ॥
সা গৌঃ স্তুবতি তঞ্চৈব পুরাণং পরমব্যয়ম্।
যোগেন পরমেণৈব শরণঞ্চৈব গচ্ছতি ॥ ১২ ॥
আধারঃ কীদৃশো দেব উপযোগশ্চ কীদৃশঃ।
কালে কালে চ দেবেশ কর্ম্মণশ্চাপি কীদৃশঃ ॥ ১৩ ॥
কীদৃশী পশ্চিমা সন্ধ্যা কীদৃশী হ্যর্দ্ধবাহ্যতঃ।
শেষাঃ সমানাস্ত্বা দেব যে তু কর্ম্মাণি কুর্ব্বতে ॥ ১৪ ॥
কিন্নু সংস্থাপনং দেব আবাহনবিসর্জ্জনে।
অগুরুঙ্গন্ধধূপঞ্চ প্রমাণং গৃহ্যসে কথম্ ॥ ১৫ ॥
কথং পাদ্যঞ্চ গৃহ্ণাসি স্থাপনালেপনানি চ।
কথং দীপশ্চ দাতব্যঃ কন্দমূলফলানি চ ॥ ১৬ ॥
আসনং শয়নঞ্চৈব কিঙ্কর্ম্মাণি বিধীয়তে।
কথং পূজাধিকর্ত্তব্যা প্রাণাস্তত্র চ বৈ কতি ॥ ১৭ ॥
পশ্চিমা পূর্ব্বসন্ধ্যায়াং কিং পুণ্যঞ্চাপি তত্র বৈ।
শরদি কীদৃশং কর্ম্ম শিশিরে কর্ম্ম কীদৃশম্ ॥ ১৮ ॥
বসন্তে কীদৃশং কর্ম্ম গ্রীষ্মে কিঙ্কর্ম্ম কারয়েৎ।
প্রাবৃট্ কালে চ কিঙ্কর্ম্ম বর্ষান্তে কিঞ্চ কারয়েৎ ॥ ১৯ ॥
যানি তত্রোপযোগ্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
কর্ম্মণ্যাস্তে অকর্ম্মণ্যা যে চ শাস্ত্রবহিষ্কৃতাঃ ॥ ২০ ॥
কিঙ্কর্ম্মণা ভোগবতা যাবদ্গচ্ছতি মাধবঃ।
কথং কর্ম্ম ন চান্নেষু অতিগচ্ছতি কীদৃশম্ ॥ ২১ ॥
অর্চ্চায়াং কিং প্রমাণন্তু স্থাপনঞ্চাপি কীদৃশম্।
পরিমাণং কথং দেব উপবাসশ্চ কীদৃশঃ ॥ ২২ ॥

পীতকং শুক্লরক্তং বা কথং গৃহ্নাতি বাসসাম্।
তেষান্তু কানি বস্ত্রাণি যৈর্হি তং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৩ ॥
কেষু দ্রব্যেষু সংযুক্তং মধুপর্কং প্রদীয়তে।
কে তু কর্ম্মগুণাস্তস্য মধুপর্কস্য মাধব।
কেষু লোকেষু গচ্ছন্তি মধুপর্কস্য ভক্ষণাৎ ॥ ২৪ ॥
স্তবে পরমকালেঽপি তব ভক্তস্য মাধব।
কিম্প্রমাণন্তু দাতব্যং মধুপর্কসমন্বিতম্ ॥ ২৫ ॥
কানি মাংসানি তে দেব ফলং শাকশ্চ কীদৃশঃ।
প্রাপণেষ্বপি যুজ্যেত কর্ম্ম শাস্ত্রসমাযুতম্ ॥ ২৬ ॥
আহৃতস্য চ মন্ত্রেণ আগতে ধর্ম্মবৎসল।
কেন মন্ত্রবিধানেন প্রাশনন্তে প্রদীয়তে ॥ ২৭ ॥
বৃতস্য চোপচারেষু অর্চ্চয়িত্বা যথাবিধি।
কানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত তব ভক্তস্য ভোজনাৎ ॥ ২৮ ॥
যস্তু তং প্রাপণং দেবং ন চ দোষপ্রসাদিকম্।
কেঽত্র ভুঞ্জতি তদ্দেব সর্ব্বশুদ্ধিকরম্পরম্ ॥ ২৯ ॥
যে তু একাশিনো দেবমুপসর্পতি মাধবম্।
তেষান্তু কা গতির্দ্দেব তব মার্গানুসারিণাম্ ॥ ৩০ ॥
ব্রতঙ্কৃত্বা যথোক্তেন যেঽভিগচ্ছন্তি মাধবম্।
তেষান্তু কা গতির্দ্দেব তব ভক্তিং প্রকুর্ব্বতাম্ ॥ ৩১ ॥
কৃচ্ছ্রসান্তপনে কৃত্বা যেঽভিগচ্ছন্তি মাধবম্।
কাং গতিন্তে প্রপদ্যন্তে তব কর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৩২ ॥
বায্বাহারং ততঃ কৃত্বা কৃচ্ছ্রং সমধিগচ্ছতি।
তেষান্তু কা গতিঃ কৃচ্ছ্রে তব ভক্তৌ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩৩ ॥
অক্ষারলবণঙ্কৃত্বা যেঽভিগচ্ছন্তি চাচ্যুতম্।

কাং গতিস্তে প্রপদ্যন্তে তব কর্ম্মানুসারিণঃ ॥ ৩৪ ॥
কৃত্বা পয়োব্রতঞ্চৈব যেঽভিগচ্ছন্তি চাচ্যুতম্।
কাং গতিং প্রতিপদ্যন্তে নরা যে ব্রতকারিণঃ ॥ ৩৫ ॥
দত্ত্বা গবাহ্নিকঞ্চৈব যে প্রপদ্যন্তি মাধবম্।
কাং গতিস্তে প্রপদ্যন্তে তব ভক্ত্যা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩৬ ॥
উঞ্ছবৃত্তিং সমাস্থায় যেঽভিগচ্ছন্তি মাধবম্।
কাং গতিস্তে প্রপদ্যন্তে নরা ভিক্ষোপজীবনঃ ॥ ৩৭ ॥
গৃহস্থধর্ম্মঙ্কৃত্বা বৈ যেঽভিগচ্ছন্তি মাধবম্।
কাং গতিস্তে প্রপদ্যন্তে তব কর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৩৮ ॥
বৈকুণ্ঠ তব ক্ষেত্রেষু যে তু প্রাণান্ বিমুচ্যতে।
কাঁল্লোকাংস্তে প্রপদ্যন্তে তব ক্ষেত্রেষু যে মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥
কৃত্বা পঞ্চাতপঞ্চৈব মাধবায় প্রযচ্ছতি।
কাং গতিং বৈ পরাযান্তি যে তু পঞ্চাতপে মৃতাঃ ॥ ৪০ ॥
কন্টশয্যাং সমাসাদ্য যে প্রপশ্যন্তি চাচ্যুতম্।
তেষান্তু কা গতির্দ্দেব কন্টশয্যাং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৪১ ॥
আকাশশয়নঙ্কৃত্বা যে প্রপদ্যন্তি চাচ্যুতম্।
তেষান্তু কা গতিঃ কৃষ্ণ তব ভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৪২ ॥
গোব্রজে শয়নং কৃত্বা যে প্রপদ্যন্তি কেশবম্।
তেষান্তু কা গতির্ব্রহ্মংস্তব ভক্তিপথে স্থিতাঃ ॥ ৪৩ ॥
শাকাহারং ততঃ কৃত্বা যেঽভিগচ্ছন্তি চাচ্যুতম্।
তেষান্তু কা গতির্দ্দেব কণভক্ষাস্তু যে নরাঃ ॥ ৪৪ ॥
গঞ্চগব্যং ততঃ পীত্বা যেঽভিগচ্ছন্তি মাধবম্।
তেষান্তু কা গতির্দ্দেব যে নরা যাবকাশিনঃ ॥ ৪৫ ॥
আহারং গোময়ঙ্কৃত্বা যেঽভিগচ্ছন্তি কেশবম্।

নারায়ণ গতিস্তেষাং কীদৃশোঽত্র বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬ ॥
সক্তুং বৈ ভক্ষয়িত্বা তু যে প্রপদ্যন্তি চাচ্যুতম্।
তেষান্তু কা গতির্দ্দেব তব কর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৪৭ ॥
শিরসা দীপকঙ্কৃত্বা যেঽভিগচ্ছন্তি কেশবম্।
তেষান্তু কা গতির্দ্দেব শিরসা দীপধারণাৎ ॥ ৪৮ ॥
যে হি নিত্যং পয়ঃ পীত্বা তব চিন্তাব্যবস্থিতাঃ।
তে গতিং কাং প্রপদ্যন্তি তব চিন্তাপরায়ণাঃ ॥ ৪৯ ॥
অশ্মাশনং ব্রতঙ্কৃত্বা যে প্রপদ্যন্তি নিত্যশঃ।
তেষান্তু কা গতির্দ্দেব তব ভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৫০ ॥
ভক্ষয়িত্বা তু দূর্ব্বাং যে প্রপদ্যন্তি মনীষিণঃ।
তেষান্তু কা গতির্দ্দেব স্বধর্ম্মগুণচারিণঃ ॥ ৫১ ॥
জানুভ্যাং প্রতিপদ্যন্তি তব প্রীত্যা চ মাধব।
তেষান্তু কা গতির্দ্দেব তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥ ৫২ ॥
উত্তানশয়নঙ্কৃত্বা ধারয়ন্তি হি দীপিকাম্।
তে যান্তি কাং গতিন্দেব কথ্যতে যা চ শাশ্বতী ॥ ৫৩ ॥
জানুভ্যাং দীপকং কৃত্বা কেশবায় প্রপদ্যতে।
তেষান্তু কা গতির্দ্দেব কথ্যতে চৈব শাশ্বতী ॥ ৫৪ ॥
অবাঙ্মুখস্তু ভূত্বা বৈ যঃ প্রপদ্যেজ্জনার্দ্দনম্।
ভগবন্ কা গতিস্তস্য অবাক্‌শিরসি শায়িনঃ ॥ ৫৫ ॥
পুত্রদারগৃহঞ্চৈব মুক্ত্বা যোঽনুপ্রপদ্যতে।
কা গতিস্তস্য সিদ্ধা তু কথয়স্ব সুরোত্তম ॥ ৫৬ ॥
ভাবিতোঽসি ময়া হ্যেবং সর্ব্বলোকসুখাবহম্।
গমনাগমনঞ্চৈব ত্বৎপ্রসন্নেন মাধব ॥ ৫৭ ॥
ত্বং জ্ঞাতা ত্বং পিতা চৈব সর্ব্বধর্ম্মবিনিশ্চয়ঃ।

অতস্ত্বয়ৈব বক্তব্যো যোগসাঙ্খ্যবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
ত্বাং ভজংশ্চ গতে জীবে মধুপর্কসমন্বিতম্।
ভস্মাকুলেষু নিক্ষিপ্য কথঞ্চাগ্নৌ প্রপদ্যতে ॥ ৫৯ ॥
কাং গতিং প্রতিপদ্যন্তে ত্বদ্ভক্তো জলমাস্থিতঃ।
ত্বৎক্ষেত্রসংস্থিতো বাপি তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥ ৬০ ॥
স্মরণং পুত্র তে কৃষ্ণ যৈস্তু নাম প্রকীর্ত্ত্যতে।
নমো নারায়ণেত্যুক্ত্বা তেষাং বৈ কা গতির্ভবেৎ ॥ ৬১ ॥
উদ্যতেষ্বপি শস্ত্রেষু হন্যমানা রণে নরাঃ।
নামপ্রকীর্ত্তনাত্তেষাং কীদৃশী তু গতির্ভবেৎ ॥ ৬২ ॥
অহং শিষ্যা চ দাসী চ তব ভক্ত্যা ব্যবস্থিতা।
রহস্যং ধর্ম্মসংযুক্তং তন্মমাচক্ষ্ব মাধব ॥ ৬৩ ॥
এবং তৎপরমং গুহ্যং মম প্রীত্যা জগদ্গুরো।
সুকিন্ত্য লোকধর্ম্মার্থং তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে পৃথিব্যাঃ প্রশ্নো নাম
চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ততো মহীবচঃ শ্রুত্বা দেবো নারায়ণোঽব্রবীৎ।
কথয়িষ্যামি তে দেবি কর্ম্ম স্বর্গসুখাবহম্ ॥ ১ ॥
যত্ত্বয়া পৃচ্ছ্যতে দেবি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
স্থিতিং সত্তাস্তু মর্ত্ত্যানাং ভক্ত্যা যে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২ ॥

নাহং দানসহস্রেণ নাহং যজ্ঞশতৈরপি।
তুষ্যামি ন তু বিত্তেন যে নরাঃ স্বল্পচেতসঃ ॥ ৩ ॥
একচিত্তং সমাধায় যো মাং জানাতি মাধবি।
নিত্যং তুষ্যামি তস্যাহং পুরুষং বহুদোষকম্ ॥ ৪ ॥
যচ্চ পৃচ্ছসি মাং ভদ্রে কর্ম্ম স্বর্গসুখাবহম্।
তচ্ছৃণুষ্ব বরারোহে গদতো মে শুচিস্মিতে ॥ ৫ ॥
যে নমস্যন্তি মাং নিত্যং পুরুষা বহুচেতসঃ।
অর্দ্ধরাত্রেঽন্ধকারে চ মধ্যাহ্নে বাপরাহ্নয়োঃ ॥ ৬ ॥
যস্য চিত্তং ন নশ্যেত মম ভক্তিব্যবস্থিতম্।
দ্বাদশ্যামুপবাসন্তু যঃ কুর্য্যান্মম তৎপরঃ।
তে মামেব প্রপশ্যন্তি ময়ি ভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৭ ॥
কৃত্বা চৈবোপবাসন্তু গৃহ্য চৈব জলাঞ্জলিম্।
নমো নারায়ণেত্যুক্ত্বা আদিত্যঞ্চাবলোকয়েৎ ॥ ৮ ॥
(যাবন্তো বিন্দবঃ কিঞ্চিৎ পতন্ত্যেবাঞ্জলের্জলাৎ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৯ ॥)
অথ চৈব তু দ্বাদশ্যাং পুরুষা ধর্ম্মবাদকাঃ।
বিধিনা চ প্রযত্নেন যে মাং কুর্ব্বন্তি মানুষাঃ ॥ ১০ ॥
পাণ্ডুরৈশ্চৈব পুষ্পৈশ্চ সুগন্ধৈর্ধূপৈস্তু ধূপয়েৎ।
যে মে ধারয়তে ভূমৌ তস্যাপি শৃণু যা গতিঃ ॥ ১১ ॥
দত্ত্বা শিরসি পুষ্পাণি ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ।
হৃদি কৃত্বা তু মন্ত্রাংশ্চ শুক্লাম্বরধরো ধরে।
সুমান্যঃ সুমনো গ্রাহ্যঃ প্রিয়ো মে ভগবান্ হরিঃ ॥১২॥

নমোঽস্তু বিষ্ণবে ব্যক্তাব্যক্তিগন্ধিগন্ধান্ সুগন্ধান্ বা গৃহ্ন গৃহ্ন নমো ভগবতে বিষ্ণবে। অনেন মন্ত্রেণ গন্ধং দদ্যাৎ।

গুরুবিদ্যোঽনসূয়শ্চ নিন্দ্যকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
অভ্যুত্থানাদিকুশলঃ পৈশুন্যেন বিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৩ ॥
এতৈর্গুণৈঃ সমাযুক্তো যো মাং ব্রজতি ক্ষত্রিয়ঃ।
ভজতে মম যো নিত্যং মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
বৈশ্যানান্তু প্রবক্ষ্যামি মম কর্ম্মসু তিষ্ঠতাম্।
যানি কর্ম্মাণি কুরুতে মম ভক্তিপথে স্থিতঃ ॥ ২৫ ॥
এতৈর্গুণৈঃ স্বধর্ম্মেণ লাভালাভবিবর্জ্জিতঃ।
ঋতুকালাভিগামী চ শান্তাত্মা মোহবর্জ্জিতঃ ॥ ২৬ ॥
শুচির্দ্দক্ষো নিরাহারো মম কর্ম্মরতঃ সদা।
গুরুসম্পূজকো নিত্যং মুক্তো ভক্তানুবৎসলঃ ॥ ২৭ ॥
বৈশ্যোঽপ্যেবং সুসংযুক্তো যস্তু কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ২৮ ॥
অথ শূদ্রস্য বক্ষ্যামি কর্ম্মাণি শৃণু মাধবি।
কর্ম্মাণি যানি কৃত্বা হ শূদ্রো মহ্যং ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৯ ॥
দম্পতী মম ভক্তৌ যৌ মম কর্ম্মপরায়ণৌ।
উভৌ ভাগবতৌ ভক্তৌ মদ্ভক্তৌ কর্ম্মনিষ্ঠিতৌ ॥৩০॥
দেশকালৌ চ জানাতি রজসা তমসোজ্ঝিতঃ।
নিরহঙ্কারশুদ্ধাত্মা আতিথেয়ো বিনীতবান্ ॥ ৩১ ॥
শ্রদ্দধানোঽতিপূতাত্মা লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ।
নমস্কারপ্রিয়ো নিত্যং মম চিন্তাব্যবস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥
শূদ্রঃ কর্ম্মাণি মে দেবি য এবং সমমাচরেৎ।
ত্যক্ত্বা ঋষিসহস্রাণি শূদ্রমেব ভজাম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য কর্ম্মাণি যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতম্।
এবং কর্ম্মগুণাশ্চৈব যেষু ভক্তো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্ববর্ণানি মে দেবি অপরং বদতঃ শৃণু।
যেন তৎপ্রাপ্যতে যোগং তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে ॥ ৩৫ ॥
ত্যক্ত্বা লাভমলাভঞ্চ মোহং কামঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
ন শীতে চ ন চোষ্ণে চ লব্ধাঽলব্ধং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৬ ॥
ন তিক্তেনাতিকটুনা মধুরাম্লৈর্ন লাবণৈঃ।
ন কষায়ৈঃ স্পৃহা যস্য প্রাপ্নুয়াৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৩৭ ॥
ভার্য্যা পুত্রাঃ পিতা মাতা উপভোগার্থসংযুতম্।
য এতান্ হি পরিত্যজ্য মম কর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৩৮ ॥
ধৃতিজ্ঞঃ কুশলশ্চৈব শ্রদ্দধানো ধৃতব্রতঃ।
তৎপরো নিত্যমুদ্যুক্তঃ অন্যকার্য্যজুগুপ্সুকঃ ॥ ৩৯ ॥
বালে বয়সি ধর্ম্মজ্ঞ অল্পভোগী কুলান্বিতঃ।
কারুণ্যঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং সত্যবাদী মহাক্ষমঃ ॥ ৪০ ॥
কালে মৌনক্রিয়াং কুর্য্যাদ্যাবত্তৎকর্ম্ম কারয়েৎ।
কৃষ্ণালাপং সদা কুর্য্যান্মম কর্ম্মপথি স্থিতঃ ॥ ৪১ ॥
উপপন্নান্নুভুঞ্জানঃ কর্ম্মাণ্যভোজনানি চ।
অনুষ্ঠানপরশ্চৈব মম পার্শ্বে মনশ্চরঃ ॥ ৪২ ॥
কালে মূত্রপুরীষাণি বিসৃজ্য স্নানবৎসলঃ।
পুষ্পে গন্ধে চ ধূপে চ মৎকর্ম্মণি সদা রতঃ ॥ ৪৩ ॥
কদাচিৎ কন্দমূলানি ফলানি চ কদাচন।
পয়সা যাবকেনাপি কদাচিদ্বায়ুভক্ষণঃ ॥ ৪৪ ॥
কদাচিৎ ষষ্ঠকালেন ক্বচিৎ দৃষ্টমকালকঃ।
কদাচিত্তু চতুর্থেন কদাচিৎ পঞ্চকেন তু।
কদাচিদ্দশমে ভুঞ্জেৎ পক্ষে মাসে বসুন্ধরে ॥ ৪৫ ॥

য এতৎ সপ্তজন্মানি মম কর্ম্মাণি কুর্ব্বতে।
যোগিনস্তান্ প্রপশ্যন্তি পূর্ব্বোক্তান্ কর্ম্মসু স্থিতান্ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে নারায়ণকথায়াং পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

ময়া প্রোক্তবিধানেন যস্তু কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
তৎ শৃণুষ্ব মহাভাগে যেন সাফল্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥
একচিত্তঃ সমাস্থায় অহঙ্কারবিবর্জ্জিতঃ।
মচ্চিত্তসংহতো নিত্যং ক্ষান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২॥
ফলমূলানি শাকানি দ্বাদশ্যাং বা কদাচন।
পয়োব্রতশ্চ তৎকালে পুনরেব নিরামিষঃ ॥ ৩ ॥
ষষ্ঠ্যষ্টমী অমাবাস্যা উভে পক্ষে চতুর্দ্দশী।
মৈথুনং নাভিসেবেত দ্বাদশ্যাঞ্চ তথা প্রিয়ে ॥ ৪ ॥
এবং যোগবিধানেন কর্ম্ম কুর্য্যাৎ দৃঢ়ব্রতঃ।
পূতাত্মা ধর্ম্মসংযুক্তো বিষ্ণুলোকন্তু গচ্ছতি ॥ ৫ ॥
ন গ্লানির্ন জরা তস্য ন মোহো রোগ এব চ।
ভুজাষ্টাদশ জায়ন্তে ধন্বী খড়্গী শরী গদী।
তেষাং ব্যুষ্টিং প্রবক্ষ্যামি মম কর্ম্মসমুত্থিতাম্ ॥ ৬ ॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ।
মমার্চ্চনবিধিং কৃত্বা মম লোকে মহীয়তে ॥ ৭ ॥
দুঃখমেবং প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।

উচিতেনোপচারেণ দুঃখমোহবিনাশনম্॥ ৮॥
অহঙ্কারাবৃতো নিত্যং নরো মোহেন চাবৃতঃ।
যো মাং নৈব প্রপদ্যেত ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৯॥
সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রেতা নমস্কারবিবর্জ্জিতঃ।
যো ন মাং প্রতিপদ্যেত ততো দুঃখতরং নু কিম্॥১০॥
প্রাপ্তকালে বৈশ্বদেবে দৃষ্টা চাতিথিমাগতম্।
অদত্ত্বা তস্য যো ভুঙ্ক্তে ততো দুঃখতরং নু কিম্॥১১॥
সর্ব্বান্নানি তু সিদ্ধানি পাকভেদং করোতি যঃ।
তস্য দেবা ন চাশ্নন্তি ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ১২॥
অসন্তুষ্টস্তু বৈষম্যে পরদারাভিমর্ষকঃ।
পরোপতাপী মন্দাত্মা ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ১৩॥
অকৃত্বা পুষ্কলং কর্ম্ম গৃহে সংবসতে নরঃ।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্তস্ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ১৪॥
হস্ত্যশ্বরথযানানি গচ্ছমানানি পশ্যতি।
ধাবন্ত্যস্যাগ্রতঃ পৃষ্ঠে ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ১৫॥
অশ্নন্তি পিশিতং কেচিৎ কেচিচ্ছালিসমন্বিতম্।
শুষ্কান্নং কেচিদশ্নন্তি ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ১৬॥
বরবস্ত্রাবৃতাং শয্যাং সমাসেবতি ভূষিতাম্।
কেচিত্তৃণেষু শেরন্তে ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ১৭॥
বিদ্বান্ কৃতী গুণজ্ঞশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
কেচিন্মূকাশ্চ দৃশ্যন্তে ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ১৮॥
বিদ্যমানে ধনে কেচিৎ কৃপণা ভোগবর্জ্জিতাঃ।
দরিদ্রো জায়তে দাতা ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ১৯॥
দ্বিভার্য্যঃ পুরুষো যস্তু তয়োরেকাম্প্রশংসতি।

অহিংসাপরতঃ শুদ্ধঃ স সুখায়োপজায়তে ॥ ৩২ ॥
পরভার্য্যাং সুরূপাস্তু দৃষ্ট্বা দৃষ্টির্ন চাল্যতে।
যস্য চিত্তং ন গচ্ছেত ততঃ সৌখ্যতরং নু কিম্ ॥ ৩৩ ॥
মৌক্তিকাদীনি রত্নানি তথৈব কনকানি চ।
লোষ্টবৎ পশ্যতে যস্তু ততঃ সৌখ্যতরং নু কিম্ ॥৩৪॥
মুদিতে বাশ্বনাগেন্দ্রে উভে সৈন্যে পথি স্থিতে।
যস্তু প্রাণান্ প্রমুচ্যেত ততঃ সৌখ্যতরং নু কিম্ ॥ ৩৫ ॥
লব্ধেন চাপ্যলব্ধেন কুৎসিতং কর্ম্ম গর্হয়ন্।
যস্তু জীবতি সন্তুষ্টঃ স সুখায়োপপদ্যতে ॥ ৩৬ ॥
ভর্ত্তুস্তু বৈ ব্রতং স্ত্রীণামেবমেব বসুন্ধরে।
যা তোষয়তি ভর্ত্তারং ততঃ সৌখ্যতরং নু কিম্ ॥ ৩৭ ॥
বিদ্যতে বিভবেনাপি পুরুষো যস্তু পণ্ডিতঃ।
নিগৃহীতেন্দ্রিয়ঃ পঞ্চ ততঃ সৌখ্যতরং নু কিম্ ॥ ৩৮ ॥
সহতে চাবমানস্তু ব্যসনে ন তু দুর্ম্মনাঃ।
যস্যেদং বিদিতং সর্ব্বং ততঃ সৌখ্যতরং নু কিম্ ॥৩৯॥
অকামো বা সকামো বা মম ক্ষেত্রে বসুন্ধরে।
যস্তু প্রাণান্ প্রমুচ্যেত ততঃ সৌখ্যতরং নু কিম্ ॥ ৪০ ॥
মাতরং পিতরঞ্চৈব যঃ সদা পূজয়ন্নরঃ।
দেবতেব সদা পশ্যেত্ততঃ সৌখ্যতরং নু কিম্ ॥ ৪১ ॥
ঋতুকালে তু যো গচ্ছেন্মাসে মাসে চ মৈথুনম্।
অনন্যমানসো ভূত্বা ততঃ সৌখ্যতরং নু কিম্ ॥ ৪২ ॥
প্রযুক্তঃ সর্ব্বদেবানাং যো মামেবং প্রপূজয়েৎ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৪৩ ॥

এতত্তে কথিতং ভদ্রে শুভনির্দ্দেশনিশ্চয়ং।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় যন্মাত্ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে সুখদুঃখং নাম
ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

শৃণু ভদ্রে মহাশ্চর্য্যমাহারবিধিনিশ্চয়ম্।
আহারঞ্চাপ্যনাহারং তৎ শৃণোহি বসুন্ধরে ॥ ১ ॥
ভুঞ্জানোযাতি চাশ্নাতি মম যোগায় মাধবি।
অশুভং কর্ম্ম কৃত্বাপি পুরুষোধর্ম্মমাশ্রিতঃ ॥ ২ ॥
আহারঞ্চৈব ধর্ম্মজ্ঞ উপভুঞ্জীত নিত্যশঃ।
সর্ব্বে চাত্রৈব কর্ম্মণ্যা ব্রীহয়ঃ শালয়স্তথা ॥ ৩ ॥
অকর্ম্মণ্যানি বক্ষ্যামি যেন ভোজ্যন্তি মাং প্রতি।
তেন বৈ ভুক্তমার্গেণ অপরাধো মহৌজসঃ ॥ ৪ ॥
প্রথমঞ্চাপরাধান্নং ন রোচতে মম প্রিয়ে।
ভুক্ত্বা তু পরকীয়ান্নং তৎপরস্তন্নিবর্ত্তনঃ।
দ্বিতীয়স্ত্বপরাধোঽয়ং ধর্ম্মবিঘ্নায় বৈ ভবেৎ ॥ ৫ ॥
গত্বা মৈথুনসংযোগং যো নু মাং স্পৃশতে নরঃ।
তৃতীয়মপরাধন্তু কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ৬ ॥
দৃষ্ট্বা রজস্বলাং নারীমস্মাকং যঃ প্রপদ্যতে।

চতুর্থমপরাধন্তু দৃষ্টং নৈব ক্ষমাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
স্পৃষ্ট্বা তু মৃতকঞ্চৈব অসংস্কারকৃতন্তু বৈ।
পঞ্চমঞ্চাপরাধং চ ন ক্ষমামি বসুন্ধরে ॥ ৮ ॥
দৃষ্ট্বা তু মৃতকং যস্তু নাচম্য স্পৃশতে তু মাম্।
ষষ্ঠন্তং চাপরাধং বৈ ন ক্ষমামি বসুন্ধরে ॥ ৯ ॥
মমার্চ্চনস্য কালে তু পুরীষং যস্তু গচ্ছতি।
সপ্তমঞ্চাপরাধন্তু কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ১০ ॥
যস্তু নীলেন বস্ত্রেণ প্রাবৃতো মাং প্রপদ্যতে।
অষ্টমঞ্চাপরাধঞ্চ কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ১১ ॥
মমৈবার্চ্চনকালে তু যস্ত্বসমং প্রভাষতে।
নবমঞ্চাপরাধন্তং ন রোচামি বসুন্ধরে ॥ ১২ ॥
অবিধানং তু যঃ স্পৃশ্য মামেব প্রতিপদ্যতে।
দশমশ্চাপরাধোঽয়ং মম চাপ্রিয়কারকঃ ॥ ১৩ ॥
ক্রুদ্ধস্তু যানি কর্ম্মাণি কুরুতে কর্ম্মকারকঃ।
একাদশাপরাধন্তু কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ১৪ ॥
অকর্ম্মণ্যানি পুণ্যানি যস্তু মামুপকল্পয়েৎ।
দ্বাদশঞ্চাপরাধন্তং কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ১৫ ॥
যস্তু রক্তেন বস্ত্রেণ কৌসুম্ভেনোপগচ্ছতি।
ত্রয়োদশঞ্চাপরাধং কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ১৬ ॥
অন্ধকারে চ মান্দেবি যঃ স্পৃশেত কদাচন।
চতুর্দ্দশাপরাধন্তু কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ১৭ ॥
যস্তু কৃষ্ণেন বস্ত্রেণ মম কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
পঞ্চদশাপরাধন্তং কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ১৮ ॥
অধীতেন তু বস্ত্রেণ যস্তু মামুপকল্পয়েৎ।

ষোড়শন্ত্বপরাধানাং কল্পয়ামি বরাননে ॥ ১৯ ॥
স্বয়মন্নন্তু যোহদ্যাদজ্ঞানাদপি মাধবি।
সপ্তদশাপরাধন্তু কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ২০ ॥
যস্তু মাৎস্যানি মাংসানি ভক্ষয়িত্বা প্রপদ্যতে।
অষ্টাদশাপরাধঞ্চ কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ২১ ॥
জালপাদং ভক্ষয়িত্বা যস্তু মামুপসর্পতি।
একোনবিংশাপরাধং কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ২২ ॥
যস্তু মে দীপকং স্পৃষ্ট্বা মামেব প্রতিপদ্যতে।
বিংশকঞ্চাপরাধন্তং কল্পয়ামি বরাননে ॥ ২৩ ॥
শ্মশানং যস্তু বৈ গত্বা মামেব প্রতিপদ্যতে।
একবিংশাপরাধন্তং কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ২৪ ॥
পিণ্যাকং ভক্ষয়িত্বা তু যো মামেবাভিগচ্ছতি।
দ্বাবিংশঞ্চাপরাধন্তং কল্পয়ামি প্রিয়ে সদা ॥ ২৫ ॥
যস্তু বারাহমাংসানি প্রাপণেনোপপাদয়েৎ।
অপরাধং ত্রয়োবিংশং কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ২৬ ॥
সুরাং পীত্বা তু যো মর্ত্ত্যঃ কদাচিদুপসর্পতি।
অপরাধং চতুর্ব্বিংশং কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ২৭ ॥
যঃ কুসুম্ভঞ্চ মে শাকং ভক্ষয়িত্বোপচক্রমে।
অপরাধং পঞ্চবিংশং কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ২৮ ॥
পরপ্রাবরণেনৈব যস্তু মামুপসর্পতি।
অপরাধেষু ষড়্বিংশং কল্পয়ামি বসুন্ধরে ॥ ২৯ ॥
নবান্নং যস্তু ভক্ষেত ন দেবান্ন পিতৄন্যজেৎ।
সপ্তবিংশঞ্চাপরাধং কল্পয়ামি গুণান্বিতে ॥ ৩০ ॥
উপানহৌ চ প্রপদে দত্ত্বা মামেব গচ্ছতি।

অপরাধমষ্টবিংশং কল্পয়ামি গুণান্বিতে॥ ৩১॥
শরীরং মর্দ্দয়িত্বা তু যো মামাপ্নোতি মাধবি।
একোনত্রিংশাপরাধো ন স স্বর্গেষু গচ্ছতি॥ ৩২॥
অজীর্ণেন সমাবিষ্টো যস্তু মামুপগচ্ছতি।
ত্রিংশকঞ্চাপরাধন্তং কল্পয়ামি যশস্বিনি॥ ৩৩॥
গন্ধপুষ্পাণ্যদত্ত্বা তু যস্তু ধূপং প্রযচ্ছতি।
একত্রিংশঞ্চাপরাধং কল্পয়ামি মনস্বিনি॥ ৩৪॥
বিনা ভের্য্যাদিশব্দেন দ্বারস্যোদ্ঘাটনং মম।
মহাপরাধং জানীয়াদ্দ্বাত্রিংশন্তং মম প্রিয়ে॥ ৩৫॥
অন্যচ্চ শৃণু বক্ষ্যামি দৃঢ়ব্রতমনুত্তমম্।
কৃত্বা চাবশ্যকং কর্ম্ম মম লোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ৩৬॥
নিত্যযুক্তশ্চ শাস্ত্রজ্ঞো মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
অহিংসাপরমশ্চৈব সর্ব্বভূতদয়াপরঃ॥ ৩৭॥
সামান্যশ্চ শুচির্দ্দক্ষো মম নিত্যং পথে স্থিতঃ।
নিগৃহ্য চেন্দ্রিয়গ্রামমপরাধবিবর্জ্জিতঃ॥ ৩৮॥
উদারো ধার্ম্মিকশ্চৈব স্বদারেষু সুনিষ্ঠিতঃ।
শাস্ত্রজ্ঞঃ কুশলশ্চৈব মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
চাতুর্ব্বর্ণস্য মে ভদ্রে সন্মার্গেষু ব্যবস্থিতঃ॥ ৩৯॥
আচার্য্যভক্তা দেবেষু ভক্তা ভর্ত্তরি বৎসলা।
সংসারেষ্বপি বর্ত্তন্তী গচ্ছন্তী অগ্রতো যদি।
মম লোকস্থিতা সা বৈ ভর্ত্তারম্প্রসমীক্ষতে॥ ৪০॥
পুরুষো যদি মদ্ভক্তঃ স্ত্রিয়ন্ত্যক্ত্বা চ গচ্ছতি।
স ততোঽত্র প্রতীক্ষেত ভার্য্যাং ভর্ত্তরি বৎসলাম্॥৪১॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি কর্ম্মণাং কর্ম্মচোত্তমম্।

ঋষয়ো মাং ন পশ্যন্তি মম কর্ম্মপথে স্থিতাঃ ॥ ৪২ ॥
অন্যদেবেষু যে ভক্তা মূঢ়া বৈ পাপচেতসঃ।
মম মায়াবিমূঢ়াস্তু ন প্রপদ্যন্তি মাধবি ॥ ৪৩ ॥
মান্তু যে বৈ প্রপদ্যন্তে মোক্ষকামা বসুন্ধরে।
তানহং ভাবসংসিদ্ধান্ বুদ্ধা সংবিভজামি বৈ ॥ ৪৪ ॥
যেন ত্বং পরয়া শক্ত্যা ধারিতাসি ময়া ধরে।
তেনেদং কথিতন্দেবি আখ্যানং ধর্ম্মসংযুতম্ ॥ ৪৫ ॥
পিশুনায় ন দাতব্যং ন চ মূর্খায় মাধবি।
নাদীক্ষিতায় দাতব্যং নোপসর্প্যায় যত্নতঃ ॥ ৪৬ ॥
শঠায় চ ন দাতব্যং নাস্তিকায় ন মাধবি।
বর্জ্জয়িত্বা ভাগবতং মম কর্ম্মপরায়ণম্ ॥ ৪৭ ॥
এতত্তে কথিতন্দেবি মম ধর্ম্মং মহৌজসম্।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে দ্বাত্রিংশদপরাধ কথনং নাম
সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে ভদ্রে প্রাপণস্য যথাবিধি।
যথাবৎ স চ দাতব্যো মম ভক্তেন নিত্যশঃ॥ ১॥
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ উদ্ধৃত্য দন্তকাষ্ঠকম্।
দীপং ন জ্বালয়েত্তাবদ্যাবন্ন স্পৃশ্যতে ধরা॥ ২॥
দীপে প্রজ্বালিতে তত্র হস্তশৌচন্তু কারয়েৎ।
ততঃ প্রক্ষাল্য হস্তৌ তু পুনরেবমুপাগতঃ॥ ৩॥
বন্দয়িত্বাস্য চরণৌ দন্তধাবনমানয়েৎ।
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ দদ্যাদ্বৈ দন্তকাষ্ঠকম্॥ ৪॥

মন্ত্রশ্চ। ভুবনভবন রবিসংহরণ অনন্তো মধ্যশ্চেতি গৃহ্ণেমং ভুবনং দন্তধাবনম্।

যত্ত্বয়া ভাষিতং সর্ব্বমেবং ধর্ম্মবিনিশ্চয়ম্।
দন্তধাবনং দন্তে দদ্যাদ্যাবৎ কর্ম্ম বসুন্ধরে॥ ৫॥
নির্ম্মাল্যং শিরসোত্তার্য্য ধৃত্বা শিরসি চাত্মনঃ।
পশ্চাত্তু জলপূতেন ততো হস্তেন সুন্দরি॥ ৬॥
কুর্য্যাত্তু মুখকর্ম্মাণি স্বল্পেন সলিলেন চ।
মুখপ্রক্ষালনে চেমং শৃণু মন্ত্রঞ্চ সুন্দরি।
যস্ত্বেমং কৃতমন্ত্রেণ সংসারাত্তু প্রমুচ্যতে॥ ৭॥

মন্ত্রশ্চ। তদ্ভগবন্ত্বাং গুণশ্চ আত্মনশ্চাপি গৃহ্ণ বারিণঃ সর্ব্বদেবতানাং মুখমেবং প্রক্ষালয়েৎ। এতেন মন্ত্রেণ সগন্ধ-ধূপদীপনৈবেদ্যং পুনরেবং সমর্পয়েৎ।

ততঃ পুষ্পাঞ্জলিন্দত্ত্বা ভগবন্ ভক্তবৎসল।
নমো নারায়ণেত্যুক্তা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৮ ॥
মন্ত্রজ্ঞানাং যজ্ঞযষ্টারং ভূতস্রষ্টারমেব চ।
অন্যপুষ্পাণি সংগৃহ্য কল্যমুত্থায় মাধবি ॥ ৯ ॥
পূজয়েদ্দেবদেবেশং জ্ঞানী ভাগবতঃ শুচিঃ।
নিপতেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ সর্ব্বকর্ম্মসমন্বিতঃ ॥ ১০ ॥
কায়ং নিপতিতঙ্কৃত্বা প্রসীদেতি জনার্দ্দনম্।
শিরসা চাঞ্জলিঙ্কৃত্বা ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রৈর্লব্ধ্বা সংজ্ঞাং ত্বয়ি নাথ প্রসন্নে
ত্বদিচ্ছাতো হ্যপি যোগিনাঞ্চৈব মুক্তিঃ।
যতস্ত্বদীয়ঃ কর্ম্মকরোঽহমস্মি
ত্বয়োক্তং যত্তেন দেবঃ প্রসীদতু ॥ ১২ ॥

এবং মন্ত্রবিধিঙ্কৃত্বা মম ভক্তিব্যবস্থিতঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুপদঙ্কৃত্বা শীঘ্রং যাবন্ন হীয়তে ॥ ১৩ ॥
এবং সর্ব্বং সমাধায় মম কর্ম্ম দৃঢ়ব্রতঃ।
শীঘ্রং মেঽভ্যঞ্জনন্দদ্যাত্তৈলেনাথ ঘৃতেন বা ॥ ১৪ ॥
ততঃ স্নেহং সমুদ্দিশ্য মন্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মকারকঃ।
এবং চিত্তং সমাধায় ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রঃ।—স্নেহং স্নেহেন সংগৃহ্য লোকনাথ ময়া হৃতম্।
সর্ব্বলোকেষু সিদ্ধাত্মা দদাম্যাত্মকরেণ চ।
ময়া প্রোক্তঃ ক্ষমস্বেতি তুভ্যঞ্চৈব নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥
এবং মন্ত্রঃ সমাখ্যাতস্তেনাজ্যাৎ প্রথমং শিরঃ।
দক্ষিণাঙ্গং ততোঽভ্যজ্যাদ্বামমঙ্গং ততোঽনু চ ॥ ১৭ ॥
পশ্চাৎ পৃষ্ঠং সমভ্যজ্য ততোঽভ্যজ্যাৎ কটিং তথা।

পশ্চাল্লিম্পেত্ততো ভূমিং গোময়েন দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১৮ ॥
তস্য দৃষ্টা শ্রুতং ভদ্রে গোময়েন সুনিশ্চিতম্।
যানি পুণ্যান্যবাপ্নোতি তানি মে গদতঃ শৃণু॥ ১৯ ॥
অজ্যমানমপি তথা যাবন্তস্তৈলবিন্দবঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ২০ ॥
ততঃ পুণ্যকৃতাঁল্লোকান্ পুরুষো যোঽনুলিপ্যতে।
একৈককণসংখ্যাতঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ২১ ॥
এবং যোঽভ্যঞ্জয়েদ্গাত্রং তৈলেন তু ঘৃতেন বা।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি মম লোকে প্রতিষ্ঠতি॥ ২২ ॥
অথ চোদ্বর্তনং ভদ্রে প্রবক্ষ্যামি প্রিয়ং মম।
যেন শুধ্যন্তি চাঙ্গানি মম প্রীতিশ্চ জায়তে॥ ২৩ ॥
ভোগিনা যদি বা রোধ্রং যদি পিপ্পলিকামধু।
মধূকমশ্বপর্ণং বা রোহিণঞ্চৈব কর্কটম্।
এতেষাং প্রাপ্য লভতে শাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মকারকঃ॥ ২৪ ॥
করেণ যস্য চূর্ণেন পিষ্টচূর্ণেন বা পুনঃ।
এতদুদ্বর্ত্তনং কুর্য্যান্মম গাত্রসুখাবহম্॥ ২৫ ॥
যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং মম কর্ম্মানুসারকঃ।
এবমুদ্বর্ত্তনঙ্কৃত্বা স্নানকর্ম্ম তু কারয়েৎ॥ ২৬ ॥
তত আমলকঞ্চৈব বস্নুগন্ধার্ণমুত্তমম্।
তেন মে সর্ব্বগাত্রাণি মর্দ্দয়িত্বা দৃঢ়ব্রতঃ।
জলকুম্ভং ততো গৃহ্য ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ॥ ২৭ ॥
দেবানাং দেবদেবোঽসি দেব অনাদিভূত।
তবাব্যক্তরূপং স্নানং গৃহাণ মাম্॥ ২৮ ॥
এবন্তু স্নাপনং কুর্য্যান্মম মার্গানুসারকঃ।

ততঃ পুষ্পাঞ্জলিন্দত্ত্বা ভগবন্ ভক্তবৎসল।
নমো নারায়ণেত্যুক্ত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৮ ॥
মন্ত্রজ্ঞানাং যজ্ঞযষ্টারং ভূতস্রষ্টারমেব চ।
অন্যপুষ্পাণি সংগৃহ্য কল্যমুত্থায় মাধবি ॥ ৯ ॥
পূজয়েদ্দেবদেবেশং জ্ঞানী ভাগবতঃ শুচিঃ।
নিপতেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ সর্ব্বকর্ম্মসমন্বিতঃ ॥ ১০ ॥
কায়ং নিপতিতঙ্কৃত্বা প্রসীদেতি জনার্দ্দনম্।
শিরসা চাঞ্জলিঙ্কৃত্বা ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রৈর্লব্ধ্বা সংজ্ঞাং ত্বয়ি নাথ প্রসন্নে
ত্বদিচ্ছাতো হ্যপি যোগিনাঞ্চৈব মুক্তিঃ।
যতস্ত্বদীয়ঃ কর্ম্মকরোঽহমস্মি
ত্বয়োক্তং যত্নেন দেবঃ প্রসীদতু ॥ ১২ ॥

এবং মন্ত্রবিধিঙ্কৃত্বা মম ভক্তিব্যবস্থিতঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুপদঙ্কৃত্বা শীঘ্রং যাবন্ন হীয়তে ॥ ১৩ ॥
এবং সর্ব্বং সমাধায় মম কর্ম্ম দৃঢ়ব্রতঃ।
শীঘ্রং মেঽভ্যঞ্জনন্দদ্যাত্তৈলেনাথ ঘৃতেন বা ॥ ১৪ ॥
ততঃ স্নেহং সমুদ্দিশ্য মন্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মকারকঃ।
এবং চিত্তং সমাধায় ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রঃ।—স্নেহং স্নেহেন সংগৃহ্য লোকনাথ ময়া হৃতম্।
সর্ব্বলোকেষু সিদ্ধাত্মা দদাম্যাত্মকরেণ চ।
ময়া প্রোক্তঃ ক্ষমস্বেতি তুভ্যঞ্চৈব নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥
এবং মন্ত্রঃ সমাখ্যাতস্তেনাজ্যাৎ প্রথমং শিরঃ।
দক্ষিণাঙ্গং ততোঽভ্যজ্যাদ্বামমঙ্গং ততোঽনু চ ॥ ১৭ ॥
পশ্চাৎ পৃষ্ঠং সমভ্যজ্য ততোঽভ্যজ্যাৎ কটিং তথা।

পশ্চাল্লিম্পেত্ততো ভূমিং গোময়েন দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১৮ ॥
তস্য দৃষ্টা শ্রুতং ভদ্রে গোময়েন সুনিশ্চিতম্।
যানি পুণ্যান্যবাপ্নোতি তানি মে গদতঃ শৃণু ॥ ১৯ ॥
অজ্যমানমপি তথা যাবন্তস্তৈলবিন্দবঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২০ ॥
ততঃ পুণ্যকৃতাঁল্লোকান্ পুরুষো যোঽনুলিপ্যতে।
একৈককণসংখ্যাতঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২১ ॥
এবং যোঽভ্যঞ্জয়েদ্গাত্রং তৈলেন তু ঘৃতেন বা।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি মম লোকে প্রতিষ্ঠতি ॥ ২২ ॥
অথ চোদ্বর্ত্তনং ভদ্রে প্রবক্ষ্যামি প্রিয়ং মম।
যেন শুধ্যন্তি চাঙ্গানি মম প্রীতিশ্চ জায়তে ॥ ২৩ ॥
ভোগিনা যদি বা রোধ্রং যদি পিপ্পলিকামধু।
মধূকমশ্বপর্ণং বা রোহিণঞ্চৈব কর্কটম্।
এতেষাং প্রাপ্য লভতে শাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মকারকঃ ॥ ২৪ ॥
করেণ যস্য চূর্ণেন পিষ্টচূর্ণেন বা পুনঃ।
এতদুদ্বর্ত্তনং কুর্য্যান্মম গাত্রসুখাবহম্ ॥ ২৫ ॥
যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং মম কর্ম্মানুসারকঃ।
এবমুদ্বর্ত্তনঙ্কৃত্বা স্নানকর্ম্ম তু কারয়েৎ ॥ ২৬ ॥
তত আমলকঞ্চৈব বস্তুগন্ধার্ণমুত্তমম্।
তেন মে সর্ব্বগাত্রাণি মর্দ্দয়িত্বা দৃঢ়ব্রতঃ।
জলকুম্ভং ততো গৃহ্য ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ২৭ ॥
দেবানাং দেবদেবোঽসি দেব অনাদিভূত।
তবাব্যক্তরূপং স্নানং গৃহাণ মাম্ ॥ ২৮ ॥
এবন্তু স্নাপনং কুর্য্যান্মম মার্গানুসারকঃ।

অথ সৌবর্ণকুম্ভেন রজতস্য ঘটেন বা ॥ ২৯ ॥
এতেষামপ্যলাভেন কর্ম্মজ্ঞঃ কর্ম্ম কারয়েৎ।
তাম্রকুম্ভময়েনৈব কুর্য্যাৎ স্নাপনমুত্তমম্ ॥ ৩০ ॥
এবন্তু স্নাপনঙ্কৃত্বা বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
পশ্চাদ্গন্ধঃ প্রদাতব্যঃ প্রকৃষ্টো মন্ত্রসংযুতঃ ॥ ৩১ ॥
সর্ব্বগন্ধাঃ সৌমনস্যাঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ তে মতাঃ।
উৎপন্নাঃ সর্ব্বলোকেষু ত্বয়া সত্যেষু যোজিতাঃ ॥ ৩২ ॥
ময়া চ তে তবাঙ্গেষু তানাবহ শুচীন্ প্রভো।
মম ভক্ত্যা সুসন্তুষ্টঃ প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মাধব ॥ ৩৩ ॥
এবং গন্ধাংস্ততো দত্ত্বা উৎকৃষ্টং কর্ম্ম কারয়েৎ।
কর্ম্মণ্যান্যপি মাল্যানি ততো মহ্যং প্রদাপয়েৎ ॥ ৩৪ ॥
তদেব চার্চ্চনঙ্কৃত্বা কর্ম্মণ্যঃ কর্ম্মসম্মিতঃ।
ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৫ ॥
জলজং স্থলজঞ্চৈব পুষ্পং কালোদ্ভবং শুচি।
মম সংসারমোক্ষায় গৃহ্ণ গৃহ্ণ মমাচ্যুত ॥ ৩৬ ॥
এবংবিধোপচারেণ অর্চ্চয়িত্বা মম প্রিয়ম্।
পশ্চাদ্ধূপঞ্চ মে দদ্যাৎ সুগন্ধদ্রব্যসম্মিতম্ ॥ ৩৭ ॥
ধূপং গৃহ্য বিধানেন মমোক্তং সুখবল্লভম্।
উভয়েষু কুলেম্বাত্মা ধূপমন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
বনস্পতিরসং দিব্যং বহুদ্রব্যসমন্বিতম্।
মম সংসারমোক্ষায় ধূপোয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৯ ॥
মন্ত্রঃ।—শান্তির্ব্বৈ সর্ব্বদেবানাং শান্তির্ম্মম পরায়ণম্।
সাংখ্যানাং শান্তিযোগস্ত্বং ধূপং গৃহ্ণ নমোঽস্তু তে।
ত্রাতা নান্যোঽস্তি মে কশ্চিত্ত্বাং বিহায় জগদ্গুরো ॥৪০॥

এবমভ্যর্চ্চনঙ্কৃত্বা মাল্যগন্ধানুলেপনৈঃ।
পশ্চাদ্বস্ত্রঞ্চ বৈ দদ্যাৎ ক্ষৌমশুক্লং সপীতকম্॥ ৪১॥
এবঞ্চৈব সমাদায় কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্।
দিব্যযোগং সমাদায় ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ৪২॥
প্রীয়তাং ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ
শ্রীনিবাসঃ শ্রীমানানন্দরূপঃ।
গোপ্তা কর্ত্তাধিকর্ত্তা নান্যনাথ
ভূতনাথ আদিরব্যক্তরূপঃ।
ক্ষৌমং বস্ত্রং পীতরূপং মনোজ্ঞং
দেবাঙ্গে স্বে গাত্রপ্রচ্ছাদনায়॥ ৪৩॥
বস্ত্রৈর্ব্বিভূষণং কৃত্বা মম গাত্রানুসারিণম্।
পশ্চাৎ পুষ্পং গৃহীত্বা তু আসনঞ্চোপকল্পয়েৎ।
গৃহীত্বা প্রণবাদ্যেন ধর্ম্মপুণ্যেন সংবৃতঃ॥ ৪৪॥

ইদং পরায়ণং পরস্পরপ্রীতিকরং প্রাণরক্ষণং প্রাণিনাং স্বিষ্টং তদনুকল্পং সত্যমুপযুক্তমাত্মনে তদ্দেব গৃহাণ।

এবন্তু প্রাপণং কৃত্বা মম মার্গানুসারকঃ।
মুখপ্রক্ষালনং দত্ত্বা শীঘ্রমেব প্রকল্পিতম্॥ ৪৫॥
শুচিঃ স্তবতি দেবানামেতদেব পরায়ণম্।
শৌচার্থন্তু জলং গৃহ্য কৃত্বা প্রাপণমুত্তমম্॥ ৪৬॥
এবন্তু ভোজনং দত্ত্বা ব্যপনীয় তু প্রাপণম্।
তাম্বূলন্তু ততো গৃহ্য ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ৪৭॥

মন্ত্রঃ—অলঙ্কারং সর্ব্বতো দেবানাং দ্রব্যৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্ব-সৌগন্ধিকাদিভিঃ গৃহ্য তাম্বূলং লোকনাথবিশিষ্টমস্মাকঞ্চ ভবনং তব প্রীতির্ম্মে ভবৎ।

অলঙ্কারং মুখে শ্রেষ্ঠং তব প্রীত্যা ময়া কৃতম্।
মুখপ্রসাদনং শ্রেষ্ঠং দেব গৃহ্ণ মনোহরং ॥ ৪৮ ॥
এতেনৈবোপচারেণ মদ্ভক্তঃ কর্ম্ম কারয়েৎ।
অনুমুক্তো মহালোকান্ পশ্যতে মম নিত্যশঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে দেবোপচারবিধির্নাম
অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঊনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ।

এবং কর্ম্মবিধিং শ্রুত্বা সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্।
প্রসন্নবদনন্দেবং পুনর্ব্বাক্যমুবাচ হ ॥ ১ ॥
এবং মহৌজসং কর্ম্ম তব মার্গানুসারতঃ।
ত্বত্তস্তু প্রাপণবিধিস্তব প্রীত্যা ময়া শ্রুতঃ।
কেন দ্রব্যেণ সংযুক্তং তন্মমাচক্ষ্ব মাধব ॥ ২ ॥
বসুধায়া বচঃ শ্রুত্বা বরাহঃ প্রীতমানসঃ।
উবাচ ধর্ম্মসংযুক্তং ধর্ম্মজ্ঞো বাক্যকোবিদঃ ॥ ৩ ॥

বরাহ উবাচ।

যেন মন্ত্রেণ সংযুক্তো মম প্রাপণকং নয়েৎ।
সর্ব্বব্রীহিন্ ততো গৃহ্য শুভং সর্ব্বরসান্বিতং।
মন্ত্রো বাচ্যোপনীতস্তুৎ যৎ কিঞ্চিৎ পরিবিদ্যতে ॥ ৪ ॥
ইক্ষ্বীকলবৃক্ষাণি বদরামলকানি চ।

খর্জ্জূরং পণসঞ্চৈব মম চাতীব সুপ্রিয়ং ॥ ৫ ॥
আম্রমুড়ুম্বরঞ্চৈব তথা প্লক্ষফলানি চ।
পৈপ্পলং কণ্ডরীয়ঞ্চ তিন্দুকঞ্চ প্রিয়ঙ্গুকং ॥ ৬ ॥
কাবিরং শিশশাকঞ্চ ভল্লাতকঞ্চ মর্দ্দনং।
দ্রাক্ষাঞ্চ দাড়িমঞ্চৈব পিণ্ডখর্জ্জূরমেব চ ॥ ৭ ॥
শৌবীরকফলঞ্চৈব তথা তৈত্তিরকামপি।
প্রাচীনামলকঞ্চৈব তথা শুভফলানি চ ॥ ৮ ॥
পিণ্ডারকফলঞ্চৈব পুন্নাগফলমেব চ।
শৌণ্ঠিকং বকবীজঞ্চ ধুস্তূরঞ্চ মহাফলং ॥ ৯ ॥
ক্রমুকস্য ফলঞ্চাপি উৎপলস্য ফলং তথা।
কর্কারুকফলঞ্চৈব তথা নিম্বফলানি চ ॥ ১০ ॥
জাতীয়কফলঞ্চৈব ওষধং ঔষধং তথা।
লিঙ্গকস্য ফলঞ্চৈব ফলং কারুষকং তথা ॥ ১১ ॥
এতে চান্যেচ বহবঃ কন্দমূলফলানি চ।
এতানি চোপযুজ্যানি যে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১২ ॥
মূলকস্য তু শাকঞ্চ মধূকস্য তথৈব চ।
শাকঞ্চৈব কলায়স্য সর্ষপস্য তথৈব চ ॥ ১৩ ॥
বাস্তূকস্য তু শাকঞ্চ শাকমৌড়ুম্বরং তথা।
আমূলকস্য শাকানি পালাশং শাকমেব চ ॥ ১৪ ॥
হস্তীপিপ্পলিশাকঞ্চ বৃক্ষসৌবর্ণিকন্তথা।
রাজ[illegible]ষস্য শাকঞ্চ কোহেভীকং তথৈব চ ॥ ১৫ ॥
কামলং পাদশাকঞ্চ ধন্যাকং শাকমেব চ।
কর্ম্মণ্যানি চ শাকানি বিজানীহি বসুন্ধরে।
এতানি প্রতিগৃহ্ণামি যচ্চ ভাগবতং প্রিয়ং ॥ ১৬ ॥

মার্গমাংসং বরং ছাগং শাসং সমনুযুজ্যতে।
এতান্ হি প্রাপণে দদ্যান্মম চৈতৎ প্রিয়াবহম্॥ ১৭॥
যুঞ্জানো বিততে যজ্ঞে ব্রাহ্মণে বেদপারগে।
ভাগো মমাস্তি তত্রাপি পশূনাং ছাগলস্য চ॥ ১৮॥
মাহিষং বর্জ্জয়েন্মহ্যং ক্ষীরং দধি ঘৃতং ততঃ।
বর্জ্জয়েচ্চৈব মাংসানি কুতশ্চিদ্বৈষ্ণবে ব্রতে॥ ১৯॥
পক্ষিণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যে প্রযোজ্যা বসুন্ধরে।
যে চৈব মম যজ্ঞেষু উপযুজ্যন্তি নিত্যশঃ॥ ২০॥
লাবকং বার্ত্তিকঞ্চৈব প্রশস্তঞ্চ কপিঞ্জলম্।
এতে চান্যে চ বহবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
মম কর্ম্মণি যোগ্যা যে তে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ২১॥
যস্ত্বেতত্তু বিজানীয়াৎ কর্ম্মকর্ত্তা তথৈব চ।
নাপরাধ্নোতি স নরো মম চোক্তং বচঃ প্রিয়ে॥ ২২॥
তে চ ভোজ্যাশ্চ মঙ্গল্যা মম ভক্তসুখাবহাঃ।
ততোপস্থব্যমেবং হি য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥ ২৩॥
য এতেন বিধানেন যজিষ্যন্তি বসুন্ধরে।
প্রাপ্নুবন্তি পরাং সিদ্ধিং মমৈব কৃতকর্ম্মিণঃ॥ ২৪॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে প্রাপণদ্রব্যকর্ম্মণঃভোজ্যনিয়ম-
বিধির্নাম ঊনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

শৃণুষ্ব পরমং গুহ্যং পূর্ব্বং পৃষ্টং ত্বয়া ধরে।
দেবি সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি সংসারতরণং মহৎ ॥ ১ ॥
স্নানং কৃত্বা যথান্যায়ং মম কর্ম্মপরায়ণাঃ।
উপসর্পন্তি যে ভক্ত্যা কদন্নাশা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২ ॥
যশ্চৈবমুচ্যতে ভদ্রে মম রূপং সনাতনম্।
অহমেব বরারোহে সর্ব্বভূতসনাতনঃ ॥ ৩ ॥
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তির্য্যক্ চ অহমেব ব্যবস্থিতঃ।
দিশাঞ্চ বিদিশাঞ্চৈব উপর্য্যুপরি ভাবিনি ॥ ৪ ॥
সর্ব্বথা বন্দনীয়াস্তে মম ভক্তেন সর্ব্বদা।
ক্রিয়াসমূহযুক্তেন যদীচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ৫ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং লোকে মহদ্যশঃ।
যথা বৈ বন্দনীয়াস্তে মম মার্গানুসারিণঃ ॥ ৬ ॥
কৃত্বাপি পরমং কর্ম্ম বুদ্ধিমাদায় তদ্বিধাম্।
ততঃ পূর্ব্বমুখো ভূত্বা পুনর্গৃহ্য জলাঞ্জলিম্।
ওঁ নমো নারায়ণেত্যুক্ত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৭ ॥

যজামহে ধর্ম্মপরায়ণোদ্ভবং
নারায়ণং সর্ব্বলোকপ্রধানম্।
ঈশানমাদ্যং পুরুষং পুরাণং
সংসারমোক্ষায় কৃপাকরন্তম্ ॥ ৮ ॥

ততঃ পশ্চাঙ্মুখো ভূত্বা পুনর্গৃহ্য জলাঞ্জলিম্।
দ্বাদশাক্ষরমুচ্চার্য্য ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৯ ॥

যথা তু দেবঃ প্রথমাদিকর্ত্তা
পুরাণকল্পে চ যথা বিভূতিঃ।
তথা স্থিতঞ্চাদিমনন্তরূপং
অমোঘসঙ্কল্পমনন্তমীড়ে ॥ ১০ ॥

ততস্তেনৈব কালেন পুনর্গৃহ্য জলাঞ্জলিম্।
তেনৈব চাস্য যোগেন ভূত্বা চৈবোত্তরামুখঃ।
নমো নারায়ণেত্যুক্ত্বা ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ১১ ॥

যজামহে দিব্যং পরং পুরাণং
অনাদিমধ্যান্তমনন্তরূপম্।
ভবোদ্ভবং বিশ্বকরং প্রশান্তং
সংসারমোক্ষাবহমদ্বিতীয়ম্ ॥ ১২ ॥

ততস্তেনৈব কালেন ভূত্বা বৈ দক্ষিণামুখঃ।
নমঃ পুরুষোত্তমায়েত্যুক্ত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৩ ॥

যজামহে যজ্ঞমহো রূপন্তু সত্যং
ঋতঞ্চ কালাদিমরূপমাদ্যম্।
অনন্যরূপঞ্চ মহানুভাবম্
সংসারমোক্ষায় কৃতাবতারম্ ॥ ১৪ ॥

কাষ্ঠকৃত্যস্ততো ভূত্বা কৃত্বা চেন্দ্রিয়নিগ্রহম্।
অচ্যুতে তু মনঃ কৃত্বা ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ১৫ ॥

যজামহে সোমপং ভবন্তং তে
সোমার্কনেত্রং শতপত্রনেত্রম্।
জগৎপ্রধানং ননু লোকনাথং
মৃত্যুত্রিসংসারবিমোক্ষণঞ্চ ॥ ১৬ ॥

ত্রিষু সন্ধ্যাস্বনেনৈব বিধিনা কুর্য্যান্মম চ কর্ম্ম তৎ।
বুদ্ধ্যা যুক্ত্যা চ মত্যা চ যদীচ্ছেৎ পরমাং গতিম্॥ ১৭॥
গুহ্যানাং পরমং গুহ্যং যোগানাং পরমো বিধিঃ।
সাংখ্যানাং পরমং সাংখ্যং কর্ম্মণাং কর্ম্ম চোত্তমম্॥১৮॥
এতন্ন দদ্যান্মূর্খায় পিশুনায় শঠায় চ।
দীক্ষিতায়ৈব দাতব্যং সুশিষ্যায় দৃঢ়ায় চ॥ ১৯॥
এতন্মরণকালেঽপি গুহ্যং বিষ্ণুপ্রভাষিতম্।
বুদ্ধ্যা ধারয়িতব্যঞ্চ ন বিস্মর্ত্তব্যং কদাচন॥ ২০॥
য এতৎ পঠতে নিত্যং কল্পোচ্ছ্রায়ী দৃঢ়ব্রতঃ।
মমাপি হৃদয়ে নিত্যং স তিষ্ঠতি ন সংশয়ঃ॥ ২১॥
য এতেন বিধানেন ত্রিসন্ধ্যং কর্ম্ম কারয়েৎ।
তির্য্যগ্‌যোনিবিনির্ম্মুক্তো মম লোকায় গচ্ছতি॥ ২২॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে ত্রিসন্ধ্যামন্ত্রোপস্থানকরণং নাম বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বরাহ উবাচ।

যেন গর্ভং ন গচ্ছেত তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
কথয়িষ্যামি তে হ্যেবং সর্ব্বধর্ম্মবিনিশ্চয়ম্ ॥ ১ ॥
কৃত্বাপি বিপুলং কর্ম্ম আত্মানং ন প্রশংসতি।
করোতি বহুকর্ম্মাণি শুদ্ধেনৈবান্তরাত্মনা ॥ ২ ॥
কৃত্বা তু মম কর্ম্মাণি সমর্থোঽনুগ্রহে রতঃ।
কার্য্যাকার্য্যে বিজানাতি সর্ব্বধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতঃ ॥ ৩ ॥
শীতোষ্ণবাতবর্ষাদি ক্ষুৎপিপাসাসহশ্চ যঃ।
যো দরিদ্রো নিরালস্যঃ সত্যবাগনসূয়কঃ ॥ ৪ ॥
স্বদারনিরতো নিত্যং পরদারবিবর্জ্জকঃ।
সত্যবাদী বিশুদ্ধাত্মা নিত্যং ভাগবতপ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥
সংবিভাজ্য বিশেষজ্ঞো নিত্যং ব্রাহ্মণবৎসলঃ।
প্রিয়ভাষী দ্বিজানাঞ্চ মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
কুযোনিন্তু ন গচ্ছেত মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৬ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
যো বিযোনিং ন গচ্ছেত মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥
জীবহিংসানিবৃত্তস্তু সর্ব্বভূতহিতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বত্র সমতাযুক্তঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥
বাল্যে স্থিতোঽপি বয়সি ক্ষান্তো দান্তঃ শুভে রতঃ।
নিত্যং নৈব বিজানাতি পরেণাপকৃতং ক্বচিৎ ॥ ৯ ॥
কর্ত্তব্যং সংস্মরেৎ সর্ব্বং মম সত্যঞ্চ জল্পতি।
ব্যলীকাদ্বিনিবৃত্তো যস্তথ্যেতি কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১০ ॥

নিত্যঞ্চ বৃত্তিমান্ কঞ্চিৎ পরোক্ষেঽপি ন চাক্ষিপেৎ।
ঋতুকালেঽপি গচ্ছেদ্যঃ অপত্যর্থে স্বকাং স্ত্রিয়ম্॥ ১১॥
ঈদৃশাস্তু নরা ভদ্রে মম কর্ম্মপরায়ণাঃ।
তে বিযোনিং ন গচ্ছন্তি মম গচ্ছন্তি সুন্দরি॥ ১২॥
পুনরন্যং প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
পুরুষাণাং প্রসন্নানাং যশ্চ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৩॥
মনুনাপ্যন্যথা দৃষ্টোঽহ্যন্যথাঙ্গিরসেন চ।
শুক্রেণ চান্যথা দৃষ্টো গৌতমেনাপি চান্যথা॥ ১৪॥
সোমেন চান্যথা দৃষ্টো রুদ্রেণাপ্যন্যথা পুনঃ।
শঙ্খেন চান্যথা দৃষ্টো লিখিতেনাপি চান্যথা॥ ১৫॥
কশ্যপেনান্যথা দৃষ্টো ধর্ম্মেণাপ্যন্যথা ধরে।
অগ্নিনা বায়ুনা চৈব দৃষ্টো ধর্ম্মোঽন্যথা ধরে॥ ১৬॥
যমেন চান্যথা দৃষ্ট ইন্দ্রেণ বরুণেন চ।
কুবেরেণান্যথা দৃষ্টঃ শাণ্ডিল্যেনাপি চান্যথা॥ ১৭॥
পুলস্ত্যেনান্যথা দৃষ্ট আদিত্যেনাপি চান্যথা।
পিতৃভিশ্চান্যথা দৃষ্টো হ্যন্যথাপি স্বয়ম্ভুবা॥ ১৮॥
আত্মনাত্মনি ধর্ম্মেণ যে নরা নিশ্চিতব্রতাঃ।
স্বকং পালয়তে ধর্ম্মং স্বমতেনৈব ভাবিতম্॥ ১৯॥
পরবাদং ন কুর্ব্বীত সর্ব্বধর্ম্মেষু নিশ্চিতম্।
ন নিন্দেদ্ধর্ম্মকার্য্যাণি আত্মধর্ম্মপথে স্থিতঃ॥ ২০॥
এভির্গুণৈঃ সমাযুক্তো মম কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
বিযোনিং স ন গচ্ছেত মম লোকায় গচ্ছতি॥ ২১॥
পুনরন্যত্তু বক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্বেহ মাধবি।
তরন্তি পুরুষা যেন গর্ভসংসারসাগরম্॥ ২২॥

জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা লোভমোহবিবর্জ্জিতাঃ।
আত্মোপকারকা নিত্যন্দেবাতিথিগুরুপ্রিয়াঃ॥ ২৩॥
হিংসাদীনি ন কুর্ব্বন্তি মধুমাংসবিবর্জ্জকাঃ।
মনসা ব্রাহ্মণীঞ্চৈব যো গচ্ছেন্ন কদাচন॥ ২৪॥
বিপ্রায় কপিলাং দদ্যাদ্বৃদ্ধাং সান্ত্বেন পালয়েৎ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব পুত্রাণাং ন বিশেষং করোতি যঃ॥ ২৫॥
সংক্রুদ্ধং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা যস্তু তত্র প্রসাদয়েৎ।
যঃ স্পৃশেৎ কপিলাং ভক্ত্যা কুমারীং ন চ দূষয়েৎ॥২৬॥
অগ্নিং ন চ ক্রমেৎপদ্ভ্যাং ন চ পুত্রেণ ভাষয়েৎ।
জলে ন মেহয়েদ্যস্তু গুরুভক্তো ন জল্পকঃ॥ ২৭॥
এবং ধর্ম্মেণ সংযুক্তো যোনু মাং প্রতিপদ্যতে।
স চ গর্ভং ন গচ্ছেত মমলোকায় গচ্ছতি॥ ২৮॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে যোনিগর্ভমোক্ষণো নাম
একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

গুহ্যানাং পরমং গুহ্যং তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
তির্য্যগ্যোনিগতাশ্চাপি যেন মুচ্যন্তি কিল্বিষাৎ॥ ১
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং মৈথুনং যো ন গচ্ছতি।
ভুক্ত্বা পরস্য চান্নানি যশ্চৈবং ন বিকুৎসতি॥ ২॥

বাল্যে বয়স্থপি চ যো মম নিত্যমনুব্রতঃ।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টো যো মাতাপিতৃপুজকঃ ॥ ৩ ॥
আয়াসে জীবতি ন যঃ প্রবিভাগী গুণান্বিতঃ।
দাতা ভোক্তা চ কার্য্যেষু স্বতন্ত্রো নিত্যসংযতঃ ॥ ৪ ॥
বিকর্ম্ম নাভিকুর্ব্বীত কৌমারব্রতসংস্থিতঃ।
সর্ব্বভূতদয়াযুক্তঃ সত্ত্বেন চ সমন্বিতঃ ॥ ৫ ॥
মত্যা চ নিস্পৃহোঽত্যন্তং পরার্থেষ্বস্পৃহঃ সদা।
ঈদৃগ্বুদ্ধিং সমাদায় মমকর্ম্ম করোতি যঃ।
তির্য্যগ্যোনিং ন গচ্ছেত মমলোকায় গচ্ছতি ॥ ৬ ॥
ইমং গুহ্যং বরারোহে দেবৈরপি দুরাসদম্।
তৎ শৃণুষ্বানবদ্যাঙ্গি কথ্যমানং ময়াঽনঘে ॥ ৭ ॥
জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিজ্জস্বেদজানি কদাচন।
যে ন হিংসন্তি ভূতানি শুদ্ধাত্মানো দয়াপরাঃ ॥ ৮ ॥
যস্তু কোকামুখে দেবি ধ্রুবং প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
মনসা ন চলত্যেব মম বল্লভতাং ব্রজেৎ ॥ ৯ ॥
ততো বিষ্ণুবচঃ শ্রুত্বা সা মহী সংশিতব্রতা।
বরাহরূপিণন্দেবং প্রত্যুবাচ বসুন্ধরা ॥ ১০ ॥

ধরণ্যুবাচ।

অহং শিষ্যা চ দাসী চ ভক্তা চ ত্বয়ি মাধব।
এবং মে পরমং গুহ্যং ত্বদ্ভক্ত্যা বক্তুমর্হসি ॥ ১১ ॥
চক্রং বারাণসীঞ্চৈব অট্টহাসঞ্চ নৈমিষম্।
ভদ্রকর্ণহ্রদঞ্চৈব হিত্বা কোকাং প্রশংসসি ॥ ১২ ॥
নগরঞ্চ দ্বিরগুঞ্চ মুকুটং মণ্ডলেশ্বরম্।
কেদারঞ্চ ততো মুক্তা কিঙ্কোকাঞ্চ প্রশংসসি ॥ ১৩ ॥

দেবদারুবনং মুক্তা তথা জালেশ্বরং বিভুম্।
দুর্গং মহাবলং মুক্তা কিং বৈ কোকাং প্রশংসসি ॥১৪॥
গোকর্ণঞ্চ ততো মুক্তা শুদ্ধঞ্জাল্মেশ্বরস্তথা।
একলিঙ্গং ততো মুক্তা কিং বা কোকাং প্রশংসসি ॥১৫॥
এবং পৃষ্টস্তয়া ভক্ত্যা মাধবশ্চ মহাপ্রভুঃ।
বরাহরূপী ভগবান্ প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্॥ ১৬ ॥

বরাহ উবাচ।

এবমেতন্মহাভাগে যন্মাত্ত্বং ভীরু ভাষসে।
কথয়িষ্যামি তে গুহ্যং কোকা যেন বিশিষ্যতে ॥ ১৭ ॥
এতে রুদ্রাশ্রিতাঃ ক্ষেত্রা যে ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতাঃ।
এতে পাশুপতাশ্চৈষা কোকা ভাগবতস্য হ ॥ ১৮ ॥
তত্রান্যত্তে প্রবক্ষ্যামি মহাখ্যানং বরাননে।
কৃতং কোকামুখে চৈব মম ক্ষেত্রে হি সুন্দরি ॥ ১৯ ॥
কশ্চিল্লুব্ধো মিষাহারশ্চরন্বৈ কোকমণ্ডলে।
তত্রাল্পেনাম্বুনা যুক্তে হ্রদে মৎস্যস্তু তিষ্ঠতি ॥ ২০ ॥
দৃষ্ট্বা তং লুব্ধকস্তূর্ণং বড়িশেনাজহার হ।
তস্য হস্তাত্তু বলবান্মৎস্যস্তূর্ণং বিনির্গতঃ ॥ ২১ ॥
অথ শ্যেনস্তু তং হর্ত্তুং মন্ত্রয়িত্বা নভশ্চরঃ।
নিপত্য তং গৃহীত্বৈব প্রোড্ডীনস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
অশক্তস্য ততোনেতুং মৎস্যঃ কোকামুখেঽপতৎ ॥ ২২ ॥
তৎক্ষেত্রস্য প্রভাবেণ রাজপুত্রোঽভবৎ প্রভুঃ।
রূপবান্ গুণবান্ শুদ্ধঃ কুলেন বয়সান্বিতঃ ॥ ২৩ ॥
অথ কালেন তস্যৈব মৃগব্যাধস্য চাঙ্গনা।
গৃহীত্বা চৈব মাংসানি গচ্ছন্তী যাতি তত্র বৈ ॥ ২৪ ॥

একা চিল্লী মাংসলুব্ধা তদ্ধস্তান্মাংসগর্দ্ধিনী।
আগত্যাগত্য তরসা হর্ত্তুং সমুপচক্রমে ॥ ২৫ ॥
মৃগব্যাধা বলান্মাংসং হর্ত্তুকামান্তু চিল্লিকাম্।
বাণেনৈকেন সংহত্য পাতিতা ভুবি তৎক্ষণাৎ ॥ ২৬ ॥
আকাশাৎ পতিতা ভদ্রে কোকায়াং মম সন্নিধৌ।
জাতা চন্দ্রপুরে রম্যে রাজপুত্রী যশস্বিনী ॥ ২৭ ॥
ব্যবর্দ্ধত সা তু কন্যা বয়োরূপগুণান্বিতা।
চতুঃষষ্টিকলাযুক্তা পুরুষং সা জুগুপ্সতি ॥ ২৮ ॥
রূপবান্ গুণবান্ শূরো যুদ্ধকার্য্যার্থনিশ্চিতঃ।
সৌম্যশ্চ পুরুষশ্চৈব সা চ নেতি জুগুপ্সতি ॥ ২৯ ॥
অথ কেনচিৎ কালেন শক আনন্দপূরকে।
সম্বন্ধোঽজায়ত তয়োর্ম্মধ্যমে বয়সি স্থয়োঃ ॥ ৩০ ॥
তথা তু তৌ সমাসাদ্য পরস্পরমথ ক্রমাৎ।
যথান্যায়ং স বিপ্রোক্তং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৩১ ॥
স চ তয়া সমং নিত্যং সা চ তেন সমং শুভা।
অন্যোন্যং রমমাণৌ তৌ মুহূর্ত্তমপি নোজ্ঝতঃ ॥ ৩২ ॥
গচ্ছত্যেবং বহুতরে কালে চৈবাপ্যনিন্দিতা।
সমপ্রেম্না চ সংযুক্তা সৌহৃদাচ্চ বিশেষতঃ।
ভজমানা বিনীতা চ সৌহৃদেন চ নায়কম্ ॥ ৩৩ ॥
এবং বহুগতঃ কালঃ কামভোগেষু সক্তয়োঃ।
রাজপুত্রস্ততোঽপ্যত্র শকানাং নন্দবর্দ্ধনঃ।
তস্যাজায়ত মধ্যাহ্নে শিরোরুগতিপীড়িনী ॥ ৩৪ ॥
যে কেচিদ্ভিষজস্তত্র গদেষু কুশলাঃ শুভে।
তে তত্রৌষধযোগঞ্চ চক্রুস্তেনাপি বেদনা।

ন নাশ নৈব সংযাতঃ কালো বহুতিথস্ততঃ ॥ ৩৫ ॥
ন সম্বুধ্যতি চাত্মানং বিষ্ণুমায়াবিমোহিতঃ।
পূর্ব্বে হি সময়ে তত্তু উভয়োশ্চ তদন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥
তস্য কালস্য বৃত্তস্য যোঽসৌ পূর্ব্বপ্রতিশ্রয়ঃ।
অয়নে গত এতেষাং বৃত্তং কৌতূহলং ভুবি ॥ ৩৭ ॥
অন্যোঽন্যপ্রীতিযুক্তৌ তু নান্যোঽন্যং জহতুঃ ক্বচিৎ।
ততঃ সর্ব্বানবদ্যাঙ্গী ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥
কিমিদন্তব ভদ্রন্তে বেদনা জায়তে শিরে।
এতদাচক্ষ্ব তত্ত্বেন যদ্যহঞ্চ তব প্রিয়া ॥ ৩৯ ॥
বহবো ভিষজশ্চৈব নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ।
কুর্ব্বন্তি তব কর্ম্মাণি বেদনা চ ন গচ্ছতি।
এবং স প্রিয়য়া প্রোক্তস্তাং প্রিয়াং পুনরব্রবীৎ ॥৪০॥
ইদং কিং বিস্মৃতা ভদ্রে সর্ব্বব্যাধিসমন্বিতম্।
যল্লব্ধং মানুষত্বঞ্চ সুখদুঃখসমন্বিতম্ ॥ ৪১ ॥
সংসারসাগরারূঢ়ং নাতিপ্রষ্টুং ত্বমর্হসি।
তেনৈবং ভাষিতা বালা শ্রোতুকামা বরাননা ॥ ৪২ ॥
ততঃ কদাচিচ্ছয়নে সুপ্তৌ তৌ দম্পতী কিল।
গতে বহুতিথে কালে পুনঃ পপ্রচ্ছ সা প্রিয়ম্ ॥ ৪৩ ॥
কথয়স্ব তমেবার্থং যন্ময়া পূর্ব্বপৃচ্ছিতম্।
কিং মাং ন ভাষসে নাথ সাভিপ্রায়ং বচস্তব ॥ ৪৪ ॥
গোপ্যং বা কিঞ্চিদস্তীহ কিং গোপয়সি মে পুরঃ।
অবশ্যঞ্চৈব বক্তব্যং যদ্যহন্তব বল্লভা ॥ ৪৫ ॥
ইতি নির্ব্বন্ধতঃ পৃষ্টঃ স শকাধিপতির্নৃপঃ।
তাং প্রিয়াং প্রণয়াৎ প্রাহ বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৪৬ ॥

মুচ্যতাং মানুষং ভাবং তাং জাতিং স্মর পৌর্ব্বিকীম্।
অথ কৌতূহলং ভদ্রে শ্রবণে পূর্ব্বজন্মনঃ।
মন্মাতাপিতরৌ গত্বা প্রসাদয় শুচিস্মিতে॥ ৪৭॥
মানার্হৌ মানয়িত্বা তৌ যয়াহং জঠরে ধৃতঃ।
তয়ো রাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য মানয়িত্বা যথার্হতঃ।
অথ কোকামুখে গত্বা কথয়িষ্যাম্যসংশয়ম্॥ ৪৮॥
স্বপূর্ব্বজন্মবৃত্তন্ত দেবানামপি দুর্লভম্।
তত্র তে কথয়িষ্যামি সর্ব্ববৃত্তমনিন্দিতে॥ ৪৯॥
ততঃ সা হ্যনবদ্যাঙ্গী শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পুরঃ।
গত্বা গৃহীত্বা চরণৌ ততস্তাবিদমব্রবীৎ।
কিঞ্চিদ্বিজ্ঞপ্তুকামাস্মি তত্র বামবধীয়তাম্॥ ৫০॥
ভবদাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য ভবদ্ভ্যামনুমানিতৌ।
পুণ্যে কোকামুখে গন্তুমিচ্ছাবস্তত্র বাং গুরূ।
কার্য্যগৌরবভাবেন ন নিষেধ্যৌ কথঞ্চন॥ ৫১॥
অদ্য যাবৎ কিমপি বাং যাচিতন্ন ময়া ক্বচিৎ।
পুরস্তাদ্ধ্যাবয়োস্তন্মে যাচিতং দাতুমর্হথঃ॥ ৫২॥
শিরোবেদনয়াযুক্তঃ সদা তব সুতোহ্যয়ম্।
মধ্যাহ্নে মৃতকল্পো বৈ জায়তে হ্যচিকিৎসকম্॥ ৫৩॥
সুখানি সর্ব্ববিষয়ান্ বিসৃজ্য পরিপীড়িতঃ।
কোকামুখং বিনা কষ্টং ন নিবৃত্তং ভবিষ্যতি॥ ৫৪॥
কদাচিন্নোক্তপূর্ব্বন্তে রহস্যং পরমং মহৎ।
ত্বরিতঙ্গন্তুমিচ্ছামি বিষ্ণোস্তৎপরমং পদম্।
দম্পতীভ্যাং হি মননং রোচতাং সর্ব্বথৈব হি॥ ৫৫॥
ততো বধূবচঃ শ্রুত্বা শকানামধিপো নৃপঃ।

করেণ স্বয়মাদায় বধূং পুত্রমুবাচ হ ॥ ৫৬ ॥
কিমিদং চিন্তিতং বৎস কোকামুখগমং প্রতি।
হস্ত্যশ্বরথযানানি স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপমাঃ ॥ ৫৭ ॥
সর্ব্বমেতত্তু সপ্তাঙ্গং কোষকোষ্ঠাদিসংযুতম্।
শরণং বিত্তয়োরাজ্যং সর্ব্বং ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫৮ ॥
মিত্রং বরাসনঞ্চৈব গৃহ্নীষ্ব সুতসত্তম।
ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতাঃ প্রাণাঃ সন্তানঞ্চ তদুত্তরম্ ॥ ৫৯ ॥
ততঃ পিতুর্ব্বচঃ শ্রুত্বা রাজপুত্রো যশস্বিনি।
পিতুঃ পাদৌ গৃহীত্বা চ প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৬০ ॥
অলং রাজ্যেন কোষেণ বাহনেন বলেন বা।
গন্তুমিচ্ছামি তত্রাহং তূর্ণং কোকামুখং মহৎ ॥ ৬১ ॥
শিরোবেদনয়া যুক্তো যদি জীবাম্যহং পিতঃ।
তদা রাজ্যং বলং কোষো মমৈবৈতন্ন সংশয়ঃ।
তত্রৈব গমনান্মহ্যং বেদনা নাশমেষ্যতি ॥ ৬২ ॥
পুত্রোক্তমবধার্য্যৈবং শকানামধিপো নৃপঃ।
অনুজজ্ঞে ততঃ কোকাং গচ্ছ পুত্র নমোঽস্তু তে ॥ ৬৩ ॥
বণিজশ্চৈব পৌরাশ্চ বৈশ্যাশ্চাপি বরাঙ্গনাঃ।
অনুজগ্মূ রাজপুত্রং কোকামুখপথে স্থিতম্ ॥ ৬৪ ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন প্রাপ্তঃ কোকামুখন্ত্বিদম্।
তত্র গত্বা বরারোহা ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ৬৫ ॥
পূর্ব্বপৃষ্টং ময়া যত্তে বক্ষ্যামীতি চ মাং প্রতি।
কোকামুখে ত্বয়াপ্যুক্তং তদেতন্মম কথ্যতাম্ ॥ ৬৬ ॥
নিশম্যেতি প্রিয়াপ্রোক্তং রাজপুত্রো যশস্বিনি।
প্রহস্যাহ প্রিয়ান্তাস্তু সমালিঙ্গ্য বসুন্ধরে ॥ ৬৭ ॥

রজনী সম্প্রবৃত্তেয়ং সুখং স্বাপো বিধীয়তাম্।
শ্বঃ সর্ব্বং কথয়িষ্যামি যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৬৮ ॥
প্রভাতায়াস্তু শর্ব্বর্য্যাং স্নাতৌ ক্ষৌমবিভূষিতৌ।
প্রণম্য শিরসা বিষ্ণুং হস্তে গৃহ্য ততঃ প্রিয়াম্ ॥ ৬৯ ॥
ততঃ পূর্ব্বোত্তরে পার্শ্বে নিত্যং যো হৃদি তিষ্ঠতি।
অস্থীনি দর্শয়ামাস অবশিষ্টানি যানি তু ॥ ৭০ ॥
এতানি মম চাস্থীনি পূর্ব্বদেহোদ্ভবানি চ।
অহং পুরাভবং মৎস্যঃ কোকেষু বিচরঞ্জলে।
ব্যাধেন নিগৃহীতোঽস্মি বড়িশেন জলেচরঃ ॥ ৭১ ॥
তদ্ধস্তান্নির্গতস্তত্র বলেন পতিতো ভুবি।
শ্যেনেনামিষলুব্ধেন নখৈর্ব্বিদ্ধোঽস্মি সুন্দরি ॥ ৭২ ॥
নীত আকাশমার্গেণ তস্মাচ্চ পতিতোঽত্র বৈ।
তেন তস্য প্রহারেণ জাতা শিরসি বেদনা।
অহমেব বিজানামি নান্যো জানাতি মাং বিনা ॥ ৭৩ ॥
এতত্তে কথিতং ভদ্রে পূর্ব্বপৃষ্টঞ্চ যত্ত্বয়া।
গচ্ছ সুন্দরি ভদ্রন্তে যত্র তে বর্ত্ততে মনঃ ॥ ৭৪ ॥
ততঃ সাপ্যনবদ্যাঙ্গী রক্তপদ্মশুভাননা।
করুণং স্বরমাদায় ভর্ত্তারং পুনরব্রবীৎ ॥ ৭৫ ॥
এতদর্থং ময়া ভদ্র গুহ্যং নোক্তং তথা স্বকম্।
অহঞ্চ যাদৃশী পূর্ব্বমভবন্তং শৃণুষ্ব মে ॥ ৭৬ ॥
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তা চিল্লী গগনগামিনী।
বৃক্ষোপরি সমাসীনা ভক্ষ্যঞ্চৈব বিচিন্বতী ॥ ৭৭ ॥
অথ কশ্চিন্মৃগব্যাধো হত্বা বনচরান্ বহূন্।
সংগৃহ্য মাংসভারান্ বৈ তেন মার্গেণ সঙ্গতঃ ॥ ৭৮ ॥

স্থাপয়িত্বা মাংসভারান্ প্রিয়ায়াঃ সবিধে স্বয়ম্।
কাষ্ঠান্যানয়িতুং যাতঃ ক্ষুধিতো মাংসপাচনে ॥ ৭৯ ॥
প্রবৃত্তোঽগ্নিমুপাদায় তাবদুড্ডীয় সত্বরম্।
মাংসপিণ্ডো ময়া বিদ্ধো দৃঢ়ৈর্ব্বজ্রময়ৈর্নখৈঃ ॥ ৮০ ॥
ন চ শক্তাস্মি সংহর্ত্তুং মাংসভারপ্রপীড়িতা।
অশক্তা দূরগমনে সবিধে হি ব্যবস্থিতা ॥ ৮১ ॥
ভক্ষয়িষ্যা ততো মাংসং ব্যাধঃ সংহৃষ্টমানসঃ।
অপশ্যন্মাংসপিণ্ডন্তু মৃগয়ামাস পার্শ্বতঃ।
তাবদ্দদর্শ মান্তত্র খাদন্তীং মাংসপিণ্ডিকাম্ ॥ ৮২ ॥
ততঃ স ধনুরুদ্যম্য সশরঞ্চ ব্যকর্ষত।
বিদ্ধা বাণেন মাং তত্র ভক্ষয়ন্তীমপাতয়ৎ ॥ ৮৩ ॥
ততোঽহং ভ্রমমাণা বৈ নিশ্চেষ্টা গতজীবিতা।
পতিতাস্ম্যবশা ভদ্র কালতন্ত্রে দুরাসদে ॥ ৮৪ ॥
এতৎক্ষেত্রপ্রভাবেণ অকামাপি নৃপাত্মজা।
জাতাস্মি ত্বৎপ্রিয়া চাপি স্মরন্তী পূর্ব্বজন্ম তৎ ॥ ৮৫ ॥
এতানি পশ্য চাস্থীনি শেবাণি বহুকালতঃ।
গলিতান্যপশেবাণি প্রাণনাথ সমীপতঃ ॥ ৮৬ ॥
এবং সা দর্শয়িত্বা তু ভর্ত্তারং পুনরব্রবীৎ।
আনীতোঽসি ময়া ভদ্র স্থানং কোকামুখম্প্রতি ॥ ৮৭ ॥
এতৎক্ষেত্রপ্রভাবেণ তির্য্যগ্যোনিগতা অপি।
উত্তমে তু কুলে জাতা মানুষীং জাতিমাশ্রিতা ॥ ৮৮ ॥
যং যং প্রবক্ষ্যসে ধর্ম্মং বিষ্ণুপ্রোক্তং যশোধন।
তং তমেব করিষ্যামি বিষ্ণুলোকে সুখাবহম্ ॥ ৮৯ ॥
ততস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা লব্ধপূর্ব্বস্মৃতির্নৃপঃ।

বিস্ময়ং পরমং গত্বা সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ৎ ॥ ৯০ ॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রে চ যৎকর্ম্ম কর্ত্তব্যং ধর্ম্মসংহিতম্।
তৎ শ্রুত্বা কানিচিদ্দেবী স্বয়ং চক্রে পতিব্রতা ॥ ৯১ ॥
অন্যেঽপি সর্ব্বে তৎ শ্রুত্বা যস্য যদ্রোচতে প্রিয়ম্।
তত্তৎসর্ব্বেঽপি কুর্ব্বন্তি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৯২ ॥
তত্র তৌ দম্পতী দ্রব্যমন্নং রত্নং দ্বিজেষু চ।
দদতুঃ পরমপ্রীতৌ পাত্রেভ্যশ্চ যথার্হতঃ ॥ ৯৩ ॥
যেঽন্যে তৎসার্থমাসাদ্য যাতাস্তেঽপি বসুন্ধরে।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ স্বানি বিষ্ণুভক্ত্যা যতব্রতাঃ ॥ ৯৪
তত্র স্থিত্বা বরারোহে মম কর্ম্মব্যবস্থিতাঃ।
তৎক্ষেত্রস্য প্রভাবেণ শ্বেতদ্বীপমুপাগতাঃ ॥ ৯৫ ॥
এবং স রাজপুত্রোঽপি মম কর্ম্মব্যবস্থিতঃ।
মুক্ত্বা তু মানুষং ভাবং শ্বেতদ্বীপমুপাগতঃ ॥ ৯৬ ॥
সর্ব্বে চ পুরুষাস্তত্র আত্মনাত্মানুদর্শনাৎ।
শুক্লাম্বরধরা দিব্যভূষণৈশ্চ বিভূষিতাঃ।
দীপ্তিমন্তো মহাকায়াঃ সর্ব্বে চ শুভদর্শনাঃ ॥ ৯৭ ॥
স্ত্রিয়োঽপি দিব্যা যত্রত্যা দিব্যভূষণভূষিতাঃ।
তেজসা দীপ্তিমত্যশ্চ শুদ্ধসত্ত্ববিভূষিতাঃ।
ময়ি শুদ্ধং পরং ভাবমারূঢ়াঃ সত্যবর্চ্চসঃ ॥ ৯৮ ॥
এতত্তে কথিতং দেবি কোকামুখমনুত্তমম্।
যত্র মৎস্যশ্চ চিল্লী চ সকামা যে সমাগতাঃ ॥ ৯৯ ॥
প্রসাদান্মম সুশ্রোণি শ্বেতদ্বীপমুপাগতাঃ।
এষ ধর্ম্মশ্চ কীর্ত্তিশ্চ শক্তিশ্চৈব মহদ্যশঃ।
কর্ম্মণাং পরমং কর্ম্ম তপসাঞ্চ মহত্তমঃ ॥ ১০০ ॥

আখ্যানানাঞ্চ পরমং কৃতীনাং পরমা কৃতিঃ।
ধর্ম্মাণাঞ্চ পরো ধর্ম্মস্তবার্থং কীর্ত্তিতো ময়া ॥ ১০১ ॥
ক্রোধনায় ন তং দদ্যান্মূর্খায় পিশুনায় চ।
অভক্তায় ন তং দদ্যাদশ্রদ্ধায় শঠায় চ ॥ ১০২ ॥
দীক্ষিতায়ৈব দাতব্যং সুপ্রপন্নায় নিত্যশঃ।
পণ্ডিতায় চ দাতব্যং যশ্চ শাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১০৩ ॥
এতন্মরণকালেঽপি ধারয়েদ্যঃ সমাহিতঃ।
সোঽপি মুচ্যেত পূতাত্মা গর্ভাদ্যোনিভবাদ্ভয়াৎ ॥ ১০৪ ॥
এতত্তে কথিতং ভদ্রে মহাখ্যানং মহৌজসম্।
য এতেন বিধানেন গত্বা কোকামুখং মহৎ।
তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং চিল্লীমৎস্যৌ যথা পুরা ॥
॥ ১০৫ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে কোকামুখমাহাত্ম্যে
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা তু কোকামাহাত্ম্যং পৃথিবী ধর্ম্মসংহিতম্।
বিস্ময়ং পরমং যাতা শ্রুত্বা ধর্ম্মং মহৌজসম্ ॥ ১ ॥

ধরণ্যুবাচ।

অহো প্রভাবঃ কোকায়া মাহাত্ম্যং ক্রোড়রূপিণঃ।
তির্য্যগ্যোনিগতো বাপি প্রাপ্তো যৎপরমাং গতিম্ ॥২॥

তব দেব প্রসাদেন কিঞ্চিদিচ্ছামি বেদিতুম্।
যন্ময়া পূর্ব্বপৃষ্টোঽসি কেন ধর্ম্মেণ মানবাঃ।
তপসা কর্ম্মণা বাপি পশ্যন্তি ত্বাং হি মাধব।
প্রসাদস্থমুখো ভূত্বা নিখিলং বক্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥
এবং পৃষ্টস্তদা দেব্যা মাধব্যা স তু মাধবঃ।
প্রহস্য পুনরেবেদং বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৪ ॥

বরাহ উবাচ।

এবমেতন্মহাভাগে যথা ত্বং ভীরু ভাষসে।
কথয়িষ্যামি তে ধর্ম্মং গুহ্যং সংসারমোক্ষণম্ ॥ ৫ ॥
গতে মেঘাগমে কালে প্রসন্নশরদাশয়ে।
অম্বরে বিমলে জাতে বিমলে শশিমণ্ডলে ॥ ৬ ॥
নাতিশীতে ন চাত্যুষ্ণে কালে হংসবিরাবিণি।
কুমুদোৎপলকহ্লারপদ্মসৌরভনির্ভরে ॥ ৭ ॥
কুমুদস্য চ মাসস্য ভবেদ্যা দ্বাদশী শুভা।
তস্যাং মামর্চ্চয়েদ্যস্তু তৎপ্রভাবং শৃণুষ্ব মে ॥ ৮ ॥
যাবল্লোকাশ্চ ধার্য্যন্তে তাবৎকালং বসুন্ধরে।
মদ্ভক্তো জায়তে ধন্যো নান্যভক্তঃ কদাচন ॥ ৯ ॥
কৃত্বা মমৈব কার্য্যাণি দ্বাদশ্যাস্তত্র মাধবি।
মমৈবারাধনার্থায় ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১০ ॥

মন্ত্রঃ—ব্রহ্মণা চ রুদ্রেণ যস্তূয়মানো ভবানৃষিবন্দিতো বন্দনীয়শ্চ প্রাপ্তা দ্বাদশীয়ন্তে প্রবুদ্ধস্ব জাগৃষ্ব মেঘা গতাঃ পূর্ণশ্চন্দ্রঃ শারদানি পুষ্পাণি লোকনাথ তুভ্যমহন্দদানীতি ধর্ম্মহেতোস্তব প্রীতয়ে প্রবুদ্ধং জাগ্রন্তং লোকনাথ ত্বাং ভজমানা

যজ্ঞেন যজন্তে সত্রেণ সত্রিণো বেদৈঃ পঠন্তি ভগবন্তঃ শুদ্ধাঃ প্রবুদ্ধা জাগ্রতো লোকনাথ।

এবং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তে দ্বাদশ্যাং বৈ যশস্বিনি।
মম ভক্তা ব্রতং শ্রেষ্ঠং তে যান্তি পরমাঙ্গতিম্॥ ১১॥
এবং বৈ শারদং কর্ম্ম নিখিলং কথিতং ময়া।
দেবি সংসারমোক্ষার্থং মম ভক্তসুখাবহম্॥ ১২॥
ইতি প্রবোধিনীকর্ম্ম।
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি শৈশিরং কর্ম্ম শোভনম্।
যানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি পুংসো যান্তি পরাং গতিম্॥১৩॥
শীতবাতাভিসন্তপ্তা মম ভক্ত্যা ব্যবস্থিতাঃ।
অনন্যমনসো ভূত্বা যোগায় কৃতনিশ্চয়াঃ॥ ১৪॥
শিশিরে যানি পুষ্পাণি পুষ্পিতানি বনস্পতৌঃ।
তৈরেব চার্চ্চনং কৃত্বা জানুভ্যাং পতিতঃ ক্ষিতৌ।
করাভ্যামঞ্জলিং কৃত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ১৫॥

মন্ত্রঃ—শিশিরো ভবান্ ধাতরিমং লোকনাথ হিমম্ দুস্তরন্দুষ্প্রবেশং কালং সংসারাম্মান্তারয়েমন্ধর্ত্তা ত্রিলোকনাথ।

যস্ত্বথৈতেন মন্ত্রেণ শিশিরে কর্ম্ম কারয়েৎ;
স গচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং মম ভক্ত্যা ব্যবস্থিতঃ॥ ১৬॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
মাসং মার্গশিরশ্চৈব বৈশাখঞ্চ মম প্রিয়ম্॥ ১৭।
অহং তত্র প্রবক্ষ্যামি পুষ্পাদীনাঞ্চ যৎফলম্।
নববর্ষসহস্রাণি নববর্ষশতানি চ।
তিষ্ঠতে বিষ্ণুলোকেঽস্মিন্যো দদাতি স্ম নিশ্চলম্॥১৮॥
একৈকং গন্ধপত্রঞ্চ দানমেতন্মহৎ ফলম্।

মতিমান্ ধৃতিমান্ ভূত্বা গন্ধপুষ্পাণি দাপয়েৎ ॥ ১৯ ॥
পুনরন্যৎপ্রবক্ষ্যামি গন্ধপত্রস্য যৎ ফলম্।
দ্বাদশ্যাঞ্চৈব যো দদ্যাত্ত্রীন্মমাসাংশ্চ সমাহিতঃ ॥ ২০ ॥
কৌমুদস্য তু মাসস্য মার্গশীর্ষস্য বৈ তথা।
বৈশাখস্য তু মাসস্য বনমালাং সুপুষ্পিতাম্ ॥ ২১ ॥
একচিত্তং সমাধায় গন্ধপুষ্পাণি যো ন্যসেৎ।
বর্ষাণি দ্বাদশৈবেহ তেন পূজা কৃতা ভবেৎ ॥ ২২ ॥
শালপুষ্পেণ মিশ্রেণ কৌমুদ্যাঙ্গন্ধকেন চ।
মাসি মার্গশিরে ভদ্রে দদ্যাদুৎপলমিশ্রিতম্।
এবং মহৎফলং ভদ্রে গন্ধপত্রস্য চ স্মৃতম্ ॥ ২৩ ॥
শ্রুত্বেতি বচনং তস্য প্রশ্রয়েণ তু মাধবী।
প্রহস্য প্রণয়াদ্বাক্যমিত্যুবাচ বসুন্ধরা ॥ ২৪ ॥
প্রভো দ্বাদশ মাসাশ্চ ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ম্।
তত্র দ্বাবেব কিং মহ্যং ভগবন্ কিং প্রশংসসি।
দ্বাদশীঞ্চাপি দেবেশ প্রশংসসি সদা মম ॥ ২৫ ॥
ইতি পৃষ্টস্তদা দেব্যা ধরণ্যা স তু মাধবঃ।
প্রহস্য তামুবাচেদং বচনং ধর্ম্মসংশ্রিতম্ ॥ ২৬ ॥
শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি যেনেমৌ মম চ প্রিয়ৌ।
তিথীনাং দ্বাদশী চাপি সর্ব্বযজ্ঞফলাধিকা ॥ ২৭ ॥
ত্বয়া দ্বিজসহস্রেভ্যো যৎফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
তদেকং সংপ্রদায়ৈব দ্বাদশ্যামভিবিন্দতি ॥ ২৮ ॥
কৌমুদ্যাঞ্চ প্রবুদ্ধোঽস্মি বৈশাখ্যাং চ সমুদ্ধৃতঃ।
মহানাধিহরো যোগস্তেনৈতৎপ্রভবো ধরে ॥ ২৯ ॥
অতঃ কোমুদিকায়াস্তু বৈশাখ্যাং যতমানসঃ।

গন্ধপত্রং করে গৃহ্য ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩০ ॥

মন্ত্রঃ—ভগবন্নাজ্ঞাপয়।

ইমং বহুতরং নিত্যং বৈশাখঞ্চৈব কার্ত্তিকম্।
গৃহাণ গন্ধপত্রাণি ধর্ম্মমেবং প্রবর্দ্ধয়।
নমো নারায়ণেত্যুক্ত্বা গন্ধপত্রং প্রদাপয়েৎ ॥ ৩১ ॥
পুষ্পাণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যো গুণো যচ্চ বৈ ফলম্।
দত্ত্বা বৈ গন্ধপত্রাণি পুষ্পহস্তঃ শুচির্নরঃ।
ওঁ নমো বাসুদেবায়েত্যুক্ত্বা মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩২ ॥

মন্ত্রঃ—ভগবন্নাজ্ঞাপয় সুমনাংসীমানি অর্চ্চয়িতুং মাং সুমনসং কুরু গৃহ্লীষ্ব সুমনস্কং দেব সুগন্ধেন তে নমঃ।

প্রাপ্নোতি দদমানস্তু মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
ন জন্ম মরণঞ্চৈব ন গ্লানিং ন চ বৈ ক্ষুধাম্।
দিব্যং বর্ষসহস্রং বৈ মম লোকেষু তিষ্ঠতি ॥ ৩৩ ॥
একৈকস্য তু পুষ্পস্য পুণ্যমেতন্মহাফলম্।
সুমনোগন্ধসম্ভূতং যত্ত্বয়া পূর্ব্বপৃচ্ছিতম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে সুমনোগন্ধাদিমাহাত্ম্যং নাম
ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

ফাল্গুনস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশীম্।
গৃহ্য বাসন্তিকান্ পুষ্পান্ সুগন্ধা যে ক্রমাগতাঃ ॥ ১ ॥
শ্বেতং পাণ্ডুরকঞ্চৈব সুগন্ধং শোভনম্বহু।
বিধিনা মন্ত্রযুক্তেন সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥ ২ ॥
তত এবং বিধিং কৃত্বা সর্ব্বং ভাগবতঃ শুচিঃ।
যস্তু জানাতি কর্ম্মাণি সর্ব্বমন্ত্রবিনিশ্চিতঃ।
তদাহরতি কর্ম্মাণি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৩ ॥
বিধিনা মন্ত্রপূতেন কুর্য্যাচ্ছান্তমনোমলঃ।
নমো নারায়ণেত্যুক্ত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৪ ॥
মন্ত্রঃ—ওঁ নমোঽস্তু দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
নমোঽস্তু তে লোকনাথ প্রবীরায় নমোঽস্তু তে ॥ ৫ ॥
সংপুষ্পিতস্যেহ বসন্তকালে
বনস্পতের্গন্ধরসপ্রযুক্তাঃ।
পশ্যংশ্চ মাং পুষ্পিতপাদপেন্দ্রং
বসন্তকালে সমুপাগতে চ ॥ ৬ ॥
যশ্চৈতেন বিধানেন কুর্য্যান্মাসে তু ফাল্গুনে।
ন স গচ্ছতি সংসারং মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৭ ॥
যত্তু পৃচ্ছসি সুশ্রোণি মাসে বৈশাখ উত্তমে।
শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং যৎফলং তৎ শৃণুষ্ব মে ॥ ৮ ॥
পুষ্পিতেষু চ শালেষু তথান্যেষু দ্রুমেষু চ।
গৃহীত্বা শালপুষ্পাণি মম কর্ম্মণি সংস্থিতাঃ ॥ ৯ ॥

কৃত্বা তু মম কর্ম্মাণি শুভানি তরুণানি চ।
পূজ্য ভাগবতান্ সর্ব্বান্ স্থাপয়িত্বা ততোঽগ্রতঃ ॥১০॥
ঋষয়স্তুবন্তি মন্ত্রেণ বেদোক্তেন চ মাধবি।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব গীতনৃত্যৈঃ সবাদিতৈঃ ॥ ১১ ॥
স্তুবন্তি দেবলোকাশ্চ পুরাণং পুরুষোত্তমম্।
সিদ্ধবিদ্যাধরা যক্ষাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ ॥ ১২ ॥
স্তুবন্তি দেবং ভূতানাং সর্ব্বলোকস্য চেশ্বরম্।
আদিত্যবসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ মরুদ্গণাঃ ॥ ১৩ ॥
স্তুবন্তি দেবদেবেশং যুগানাং সংক্ষয়েঽক্ষয়ম্।
ততো বায়ুশ্চ বিশ্বে চ অশ্বিনৌ চ সমন্বিতাঃ ॥ :৪ ॥
স্তুবন্তি কেশবং দেবমাদিকালময়ং প্রভুম্।
ততো ব্রহ্মা চ সোমশ্চ শক্রশ্চাগ্নিসমন্বিতঃ।
স্তুবন্তি নাথং ভূতানাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ॥ ১৫ ॥
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব অসিতো দেবলস্তথা।
পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ ভৃগুশ্চাঙ্গির এব চ ॥ ১৬ ॥
এতে চান্যে চ বহবো মিত্রাবসুপরাবসূ।
স্তুবন্তি নাথং ভূতানাং যোগিনাং যোগমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥
শ্রুত্বা তু প্রতিনির্ঘোষং দেবানাস্তু মহৌজসাম্।
ততো নারায়ণো দেবঃ প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্ ॥ ১৮ ॥
কিময়ং শ্রূয়তে শব্দো ব্রহ্মঘোষেণ সংযুতঃ।
দেবানাঞ্চ মহাভাগে মহাশব্দোঽত্র শ্রূয়তে ॥ ১৯ ॥
ততঃ কমলপত্রাক্ষী সর্ব্বরূপগুণান্বিতা।
বরাহরূপিণং দেবং প্রত্যুবাচ বসুন্ধরা ॥ ২০ ॥
দেবা কাঙ্ক্ষন্তি তে দেব বারাহীং রূপসংস্থিতিম্।

ত্বন্নিয়োগনিযুক্তাশ্চ তদর্থং লোকভাবন॥ ২১॥
ততো নারায়ণো দেবঃ পৃথিবীং প্রত্যুবাচ হ।
অহং জানামি তান্দেবি মার্গমাণানুপস্থিতান্॥ ২২॥
দিব্যং বর্ষসহস্রং বৈ ধারিতাসি বসুন্ধরে।
ময়া লীলায়মানেন একদংষ্ট্রাগ্রকেণ বৈ॥ ২৩॥
ইহাগচ্ছামি ভদ্রন্তে দ্রষ্টুকামা দিবৌকসঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ স্কন্দেন্দ্রঃ সপিতামহাঃ॥ ২৪॥
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা মাধবস্য বসুন্ধরা।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় ততস্তু চরণেঽপতৎ।
বারাহং পুরুষং দেবং বিজ্ঞাপয়তি বসুন্ধরা॥ ২৫॥
উদ্ধৃতাস্মি ত্বয়া দেব রসাতলগতা হ্যহম্।
শরণন্ত্বাং প্রপন্নাহং ত্বদ্ভক্তা ত্বং গতিঃ প্রভুঃ॥ ২৬॥
কিঙ্কর্ম্ম কর্ম্মণা কেন কিং বা জন্মপরায়ণম্।
কথং বা তুষ্যসে দেব পূজ্যসে কেন কর্ম্মণা॥ ২৭॥
তবাহং কর্ত্তুমিচ্ছামি যচ্চ মুখ্যং সুখাবহম্।
ন চ মেঽস্তি ব্যথা কাচিত্তব কর্ম্মণি নিত্যশঃ॥ ২৮॥
ন গ্লানির্ন জরা কাচিন্ন জন্মমরণে তথা।
সর্ব্বে সুরাসুরা লোকাঃ সরুদ্রেন্দ্রপিতামহাঃ।
ক্লেষ্টং নিবাসং কুর্ব্বন্তি একৈকঞ্চ যশোধর॥ ২৯॥
কানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি যে ত্বাং পশ্যন্তি মাধব।
কিমাহারাঃ কিমাচারাস্ত্বাং পশ্যন্তীহ মাধব॥ ৩০॥
ব্রাহ্মণস্য চ কিং কর্ম্ম ক্ষত্রিয়স্য চ কিং ভবেৎ।
বৈশ্যঃ কিং কুরুতে কর্ম্ম শূদ্রঃ কিং কর্ম্ম কারয়েৎ॥৩১॥
যোগো বৈ প্রাপ্যতে কেন তপো বা কেন নিশ্চিতম্।

কিঞ্চাত্র ফলমাপ্নোতি তব কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৩২ ॥
কিঞ্চ দুঃখনিবাসং বা ভোজনং পানকং তথা।
কিঞ্চ কর্ম্ম প্রয়োক্তব্যং তব ভক্তৈশ্চ মাধব।
প্রাপণং কীদৃশঞ্চাপি কাসু দিক্ষু তথা প্রভো ॥ ৩৩ ॥
কথং যোনিং ন গচ্ছেত বিযোনিং ন চ গচ্ছতি।
তির্য্যগ্যোনিং ন গচ্ছেত কর্ম্মণা কেন কেশব।
তন্মমাচক্ষ্ব সকলং যেন চৈব সুখং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
জরা বা কেন গচ্ছেত জন্ম বা কেন গচ্ছতি।
গর্ভবাসং ন গচ্ছেত কর্ম্মণা কেন বাঽচ্যুত।
সংসারস্য ন গচ্ছেত কেন কর্ম্মপ্রভাবতঃ ॥ ৩৫ ॥
ইত্যুক্তো ভগবাংস্তত্র প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্।
শৃণ্বন্তু মে ভাগবতা যে চ মোক্ষে ব্যবস্থিতাঃ।
তান্মন্ত্রান্ কীর্ত্তয়িষ্যামি যৈস্তোষয়ামি নিত্যশঃ ॥ ৩৬ ॥

মন্ত্রঃ—মাসেষু সর্ব্বেষু চ মুখ্যভূত-
ত্বং মাধবো মাধবমাস এব।
পশ্যেদ্দেবন্তন্ত বসন্তকালে
উপাগতঙ্গন্ধরসপ্রযুক্ত্যা।
নিত্যঞ্চ যজ্ঞেষু তথেজ্যতে যো
নারায়ণঃ সপ্তলোকেষু বীরঃ।

এবং গ্রীষ্মে বিধিঞ্চৈব কুর্য্যাৎসর্ব্বং মমোক্তিতঃ।
ইমমুচ্চারয়েন্মন্ত্রং সর্ব্বভাগবতপ্রিয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

মাসেষু সর্ব্বেষ্বপি মুখ্যভূতো
মাসোভবান্ গ্রীষ্ম একঃ প্রপন্নঃ।

পশ্যেত ভবন্তং বর্ত্তমানং গ্রীষ্মে
তেনৈব সর্ব্বং দুঃখমেতু প্রশান্তিম্॥ ৩৯॥
এবং গ্রীষ্মে বরারোহে মম চৈবার্চ্চনং কুরু।
ন জন্ম মরণং যেন মম লোকে গতির্ভবেৎ॥ ৪০॥
যাবন্তঃ পুষ্পিতাঃ শালাঃ পৃথ্ব্যা যাবৎসুগন্ধকাঃ।
অর্চ্চিতঃ স ভবেৎ সর্ব্বৈঃ কৃতো যেন হ্যয়ং বিধিঃ॥৪১॥
এবং বর্ষাস্বপি ধরে মম কর্ম্ম চ কারয়েৎ।
নিষ্ফলা ভবতে বুদ্ধিঃ সংসারে চ ন জায়তে॥ ৪২॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি কর্ম্ম সংসারমোক্ষণম্।
কদম্বমুকুলাশ্চৈব সরলার্জ্জুনপাদপাঃ।
এতেবাং সুমনোভিশ্চ পূজনীয়ো মহাদরাৎ॥ ৪৩॥
মম সংস্থাপনঙ্কৃত্বা বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
নমো নারায়ণায়েতি ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ॥ ৪৪॥
পশ্যন্তি যে ধ্যানপরা ঘনাভং
ত্বামাশ্রিতাঃ পূজ্যমানং মহিম্না।
নিদ্রাং ভবান্ ভজতাং লোকনাথ
বর্ষাস্বিমং পশ্যতু মেঘবর্ণম্॥ ৪৫॥
আষাঢ়মাসে দ্বাদশ্যাং সর্ব্বশান্তিকরং শুভম্।
য এতেন বিধানেন মম কর্ম্ম তু কারয়েৎ।
স মর্ত্ত্যো ন প্রণশ্যেত সংসারেঽস্মিন্ যুগে যুগে॥৪৬॥
এতত্তে কথিতং দেবি ঋতূনাং কর্ম্ম চোত্তমম্।
তরন্তি যেন সংসারং নরাঃ কর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ৪৭॥
এতদগুহ্যং মহাভাগে দেবাঃ কেঽপি ন জানতে।
মুক্তা নারায়ণন্দেবং বরাহং রূপমাস্থিতম্॥ ৪৮॥

নাদীক্ষিতায় দাতব্যং মূর্খায় পিশুনায় চ।
কুশিষ্যায় ন দাতব্যং যে চ শাস্ত্রার্থদূষকাঃ ॥ ৪৯ ॥
ন পঠেদ্গ্রাম্যমধ্যে বৈ ন পঠেচ্ছ্‌ঠমধ্যতঃ।
ধনধর্ম্মক্ষয়স্তেষাং পঠনাদাশু জায়তে।
পঠেদ্ভাগবতাং মধ্যে যে চ ধর্ম্মেণ দীক্ষিতাঃ ॥ ৫০ ॥
এতত্তে কথিতং ভদ্রে পূর্ব্বং যৎ পৃষ্টবানসি।
কাৎস্ন্যেন কথিতং হ্যেতৎ কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি ॥৫১॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে ঋতূপকরণং নাম
চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা ষড়্‌তুকর্ম্মাণি পৃথিবী শংসিতব্রতা।
ততো নারায়ণং ভূয়ঃ প্রত্যুবাচ বসুন্ধরা ॥ ১ ॥
মঙ্গল্যাশ্চ পবিত্রাশ্চ যে ত্বয়া সমুদাহৃতাঃ।
মম লোকেষু বিখ্যাতা মনঃ প্রহ্লাদয়ন্তি তে ॥ ২ ॥
শ্রুত্বা ত্বেতানি কর্ম্মাণি ত্বন্মুখোক্তানি মাধব।
জাতাস্মি নির্ম্মলা দেব শশাঙ্ক ইব শারদঃ ॥ ৩ ॥
এতন্মে পরমং গুহ্যং পরং কৌতূহলং তথা।
মম চৈব হিতার্থায় ত্বং বিষ্ণো বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥
যামেনাং ভাবসে দেব মম মায়েতি নিত্যশঃ।

কা মায়া কীদৃশী বিষ্ণো কিং বা মায়েতি চোচ্যতে।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি মায়ার্থং রহস্যং পরমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥
ততস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুর্মায়াকরণ্ডকঃ।
প্রত্যুবাচ তদা বাক্যং প্রহস্য তু বসুন্ধরাম্ ॥ ৬ ॥
ভূমে মা পৃচ্ছ মায়াং মে যন্মাং পৃচ্ছসি সাদরম্।
বৃথা ক্লেশং কিমর্থং ত্বং প্রাপ্স্যসে যদ্বিলোকনাৎ ॥ ৭ ॥
অদ্যাপি মাং ন জানন্তি রুদ্রেন্দ্রাঃ সপিতামহাঃ।
মম মায়াং বিশালাক্ষি কিং পুনস্ত্বং বসুন্ধরে ॥ ৮ ॥
পর্জ্জন্যো বর্ষতে যত্র তজ্জলেন প্রপূর্য্যতে।
দেশোনির্জ্জলতাং যাতি এষা মায়া মম প্রিয়ে ॥ ৯ ॥
সোমো যৎ ক্ষীয়তে পক্ষে পক্ষে বাপি চ বর্দ্ধতে।
অমায়াং ন স দৃশ্যেত মায়েয়ং মম তত্ত্বতঃ ॥ ১০ ॥
হেমন্তে সলিলং কূপে উষ্ণং ভবতি সুন্দরি।
ভবেচ্চ শীতলং গ্রীষ্মে মায়েয়ং মম তত্ত্বতঃ ॥ ১১ ॥
পশ্চিমাং দিশমাস্থায় যদস্তং যাতি ভাস্করঃ।
উদেতি পূর্ব্বতঃ প্রাতর্ম্মায়েয়ং মম সন্দরি ॥ ১২ ॥
শোণিতঞ্চৈব শুক্রঞ্চ উভে তে প্রাণিসংস্থিতে।
গর্ভে চ জায়তে জন্তুর্ম্মায়েয়ং মম সুন্দরি ॥ ১৩ ॥
জীবং প্রবিশ্য গর্ভন্তু সুখদুঃখে চ বিন্দতি।
জাতশ্চ বিস্মরেৎ সর্ব্বমেষা মায়া মমোত্তমা ॥ ১৪ ॥
আত্মকর্ম্মাশ্রিতো জীবো নষ্টসংজ্ঞো গতস্পৃহঃ।
কর্ম্মণা নীয়তেঽন্যত্র মায়ৈষা মম চোত্তমা ॥ ১৫ ॥
শুক্রশোণিতসংযোগাজ্জায়তে মম জন্তবঃ।
অঙ্গুল্যশ্চরণৌ চৈব ভুজৌ শীর্ষং কটিস্তথা ॥ ১৬ ॥

পৃষ্ঠং তথোদরঞ্চৈব দন্তৌষ্ঠপুটনাসিকাঃ।
কর্ণৌ নেত্রে কপালৌ চ ললাটং জিহ্বয়া সহ॥ ১৩॥
এতয়া মায়য়া যুক্তা জায়ন্তে যদি জন্তবঃ।
তস্যৈব জীর্য্যতে ভুক্তমগ্নিনা পীতমেব চ।
অধশ্চ স্রবতে জন্তুরেষা মায়া মমোত্তমা॥ ১৮॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
অন্নাৎ প্রবর্ত্ততে জন্তুরেষা মায়া মম প্রিয়া॥ ১৯॥
সর্ব্বর্তুষু নিজাকারঃ স্থাবরে জঙ্গমে তথা।
তত্ত্বং ন জ্ঞায়তে তস্য মায়ৈষা মম সুন্দরি॥ ২০॥
আপো দিব্যাস্তথা ভৌমা আপো যেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নদ্যো বৃদ্ধিং প্রয়ান্ত্যত্র মায়ৈষা মম সুন্দরি॥ ২১॥
বৃষ্টৌ বহূদকাঃ সর্ব্বে পল্বলানি সরাংসি চ।
গ্রীষ্মে সর্ব্বাণি শুষ্যন্তি এতন্মায়াবলং মম॥ ২২॥
হিমবচ্ছিখরান্মুক্তা নাম্না মন্দাকিনী নদী।
গাং গতা সা ভবেদ্গঙ্গা মায়ৈষা মম কীর্ত্তিতা॥ ২৩॥
মেঘা বহন্তি সলিলমুদ্ধৃত্য লবণার্ণবাৎ।
বর্ষন্তি মধুরং লোকে এতন্মায়াবলং মম॥ ২৪॥
রোগার্ত্তা জন্তবঃ কেচিদ্ভক্ষয়ন্তি মহৌষধম্।
তস্য বীর্য্যং সমাশ্রিত্য মায়ান্তু বিসৃজাম্যহম্॥ ২৫॥
ঔষধে দীয়মানেঽপি জন্তুঃ পঞ্চত্বমেতি যঃ।
নির্বীর্য্যমৌষধঙ্কৃত্বা কালো ভূত্বা হরাম্যহম্॥ ২৬॥
প্রথমং জায়তে গর্ভঃ পশ্চাদুজ্জায়তে পুমান্।
জায়তে মধ্যমং রূপং ততোঽপি জরয়া যুতঃ।
তত ইন্দ্রিয়নাশশ্চ এতন্মায়াবলং মম॥ ২৭॥

পুনশ্চ পত্রাদিযুতমেতন্মায়াবলং মম ॥ ২৮ ॥
একবীজাৎ প্রকীর্ণাদ্বৈ জায়ন্তে তানি ভূরিশঃ।
তত্রামৃতং বিসৃজামি মায়াযোগেন ভূরিশঃ ॥ ২৯ ॥
লোক এবং বিজানাতি গরুড়ো বহতেঽচ্যুতম্ ॥
ভূত্বা বেগেন গরুড়ো বহাম্যাত্মানমাত্মনা ॥ ৩০ ॥
যা এতা দেবতাঃ সর্ব্বা যজ্ঞভাগেন তোষিতাঃ।
মায়ামেতামহং কৃত্বা তোষয়ামি দিবৌকসঃ ॥ ৩১ ॥
লোকাঃ সর্ব্বে বিজানন্তি দেবা নিত্যং মখাশিনঃ।
মায়ামেতামহঙ্কৃত্বা রক্ষ্যামি ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বোঽপি ভজতে লোকো যষ্টারঞ্চ বৃহস্পতিম্।
মায়ামাঙ্গিরসীঙ্কৃত্বা যাজয়ামি দিবৌকসঃ ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বে লোকা বিজানন্তি বরুণঃ পাতি সাগরম্।
মায়াস্তু বারুণীঙ্কৃত্বা রক্ষামি চ মহার্ণবম্ ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্বে লোকা বিজানন্তি কুবেরোঽয়ং ধনেশ্বরঃ।
কুবেরমায়ামাদায় অহং রক্ষামি তদ্ধনম্ ॥ ৩৫ ॥
এবং লোকা বিজানন্তি বৃত্রঃ শক্রেণ সূদিতঃ।
শাক্রীমায়াং সমাস্থায় ময়া বৃত্রো নিষূদিতঃ ॥ ৩৬ ॥
এবং লোকা বিজানন্তি আদিত্যশ্চ ধ্রুবো মহান্।
মেরুং মায়াময়ঙ্কৃত্বা বহাম্যাদিত্যমেব চ ॥ ৩৭ ॥
এবমাভাষতে লোকো জলং বা নশ্যতেঽখিলম্।
বড়বামুখমাস্থায় পিবামি তদহং জলম্ ॥ ৩৮ ॥
বায়ুং মায়াময়ঙ্কৃত্বা মেঘেষু বিসৃজাম্যহম্।
যদীদম্ভাষতে লোকঃ কুত্রৈতত্তিষ্ঠতে জলম্ ॥ ৩৯ ॥
দেবা অপি ন জানন্তি অমৃতং কুত্র তিষ্ঠতি।

মম মায়ানিয়োগেন তিষ্ঠতি হ্যোষধং বনে ॥ ৪০ ॥
লোকো হ্যেবং বিজানাতি রাজা পালয়তে প্রজাঃ।
রাজমায়ামহঙ্কৃত্বা পালয়ামি বসুন্ধরাম্ ॥ ৪১ ॥
যে তু বৈ দ্বাদশাদিত্যা উদেষ্যন্তি যুগক্ষয়ে।
প্রবিশ্য তানহং ভূমে মায়াং লোকে সৃজাম্যহম্ ॥ ৪২ ॥
সূর্য্যস্য চাংশুনা ভূমে লোকেষু পত্যতে সদা।
মায়ামংশুময়ীঙ্কৃত্বা পূরয়াম্যখিলং জগৎ ॥ ৪৩ ॥
বর্ষন্তে যত্র সংবর্ত্তা ধারৈর্মুশলসন্নিভৈঃ।
মায়াং সাংবর্ত্তকীং গৃহ্য পূরয়াম্যখিলং জগৎ ॥ ৪৪ ॥
যৎ স্বপামি বরারোহে শেষস্যোপরি ধারিণি।
অনন্তমায়য়া চাহং ধারয়ামি স্বপামি চ ॥ ৪৫ ॥
বরাহমায়ামাদায় ভূমে জানাসি কিং ন বৈ;
দেবা যত্র নিলীয়ন্তে সা মায়া মম কীর্ত্তিতা ॥ ৪৬ ॥
ত্বঞ্চাপি বৈষ্ণবীং মায়াং কৃত্বা জানাসি কিং ন তৎ।
ধারিতাসি চ সুশ্রোণি বারান্ সপ্তদশৈব তু ॥ ৪৭ ।
মায়া তু মম দেবীয়ং কৃত্বা হ্যেকার্ণবাং মহীম্।
মম মায়াবলং হ্যেতদ্যেন তিষ্ঠাম্যহং জলে ॥ ৪৮ ॥
প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চ সৃজামি চ বহামি চ।
তেঽপি মায়াং ন জানন্তি মম মায়াবিমোহিতাঃ ॥ ৪৯ ॥
অথো পিতৃগণাশ্চাপি য এতে সূর্য্যবর্চ্চসঃ।
মায়াং পিতৃময়ীং হ্যেতাং গৃহ্ণামীতি চ তত্ত্বতঃ ॥ ৫০ ॥
কিন্তু ত্বয়ৈব সুশ্রোণি অন্যচ্চ শৃণু সুন্দরি।
ঋষির্মায়ানুসারেণ স্ত্রিয়া যোনিং প্রবেশিতঃ ॥ ৫১ ॥
ততো বিষ্ণোর্ব্বচঃ শ্রুত্বা শ্রোতুকামা বসুন্ধরা।

করাভ্যামঞ্জলিং কৃত্বা বাক্যমেতত্তদব্রবীৎ ॥ ৫২ ॥
কিং তেন ঋষিমুখ্যেন কৃতং কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
স্ত্রীত্বঞ্চৈব পুনঃ প্রাপ্তং স্ত্রীযোনিঞ্চৈব প্রাপিতঃ ॥ ৫৩ ॥
এতন্মে সর্ব্বমাখ্যাহি পরং কৌতূহলং মম।
তস্য ব্রাহ্মণমুখ্যস্য স্ত্রীত্বে যৎকর্ম্ম পাপকম্ ॥ ৫৪ ॥
ততো মহ্যা বচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টতুষ্টমনা হরিঃ।
মধুরং বাক্যমাদায় প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্ ॥ ৫৫ ॥
শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি ধর্ম্মাখ্যানে চ সুন্দরি।
মায়া মম বিশালাক্ষি রোহিণী লোমহর্ষিণী ॥ ৫৬ ॥
মায়ায়া মম যোগেন সোমশর্ম্মা চ কর্শিতঃ।
গতো গতীরনেকাশ্চ উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
ব্রাহ্মণত্বং পুনঃ প্রাপ্তো মম মায়াপ্রণোদিতঃ ॥ ৫৭ ॥
যথা ব্রাহ্মণমুখ্যেন প্রাপ্তা স্ত্রীযোনিরেব চ।
ন তস্য বিকৃতং কর্ম্ম অপরাধো ন বিদ্যতে ॥ ৫৮ ॥
মমৈবারাধনপরো মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
নিত্যং চিন্তয়তে ভূমে মম মূর্ত্তিং মনোরমাম্ ॥ ৫৯ ॥
অথ দীর্ঘেন কালেন তস্য তুষ্টোঽস্মি সুন্দরি।
তপসা কর্ম্মণা ভক্ত্যা অনন্যমনসা স্তুতঃ ॥ ৬০ ॥
ততস্তস্য ময়া দেবি দত্ত্বা দর্শনমুত্তমম্।
বরেণ ছন্দিতো বিপ্রস্তু পস্তুষ্টোঽস্মি তে দ্বিজ ॥ ৬১ ॥
বরং বরয় ভদ্রন্তে তব যদ্ধৃদি বর্ত্ততে।
রত্নানি কাঞ্চনং গাবস্তথা রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৬২ ॥
অথ বেচ্ছসি তং স্বর্গং যত্র সৌখ্যং বরাঙ্গনাঃ।
ধনরত্নং সমৃদ্ধং হি হেমভাণ্ডবিভূষিতম্ ॥ ৬৩ ॥

যত্র সর্ব্বা দিব্যরূপা ভবন্ত্যপ্সরসঃ পরাঃ।
দদামি তে বরং বিপ্র যাবত্তে চিত্তচিন্তিতম্॥ ৬৪॥
ততো মম বচঃ শ্রুত্বা স চ ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ।
শিরসা পতিতো ভূমৌ মামুবাচ প্রিয়ং বচঃ॥ ৬৫॥
অথ নো কুপ্যসে দেব বরং সমনুযাচতে।
যত্ত্বয়া ভাষিতন্দেব মম দেয়ং যদৃচ্ছয়া॥ ৬৬॥
ন চাহং কাঞ্চনং গাবো ন চ স্ত্রীরাজ্যমেব চ।
স্বর্গং বাপ্সরসো বাপি ঐশ্বর্য্যং ন মনোহরম্॥ ৬৭॥
তথা স্বর্গসহস্রাণামেকঞ্চাপি ন রোচতে।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তে মায়াং যয়া ক্রীড়সি মাধব॥ ৬৮॥
ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা স ময়া তত্র ভাষিতঃ।
কিং মায়য়া তে বিপ্রেন্দ্র অকার্য্যং পৃচ্ছসে দ্বিজ।
দেবা অপি ন জানন্তি বিষ্ণুমায়াবিমোহিতাঃ॥ ৬৯॥
ততো মম বচঃ শ্রুত্বা স চ ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং মায়য়া চ প্রণোদিতঃ॥ ৭০॥
যদি তুষ্টোঽসি মে দেব কর্ম্মণা তপসাঽথবা।
তব দেব প্রসাদেন মামেবং দীয়তাং বরম্॥ ৭১॥
ততস্তু স ময়া প্রোক্তস্তপস্বী ব্রাহ্মণস্তথা।
গচ্ছ কুব্জাম্রকে গঙ্গাস্নাতো মায়াস্তু গচ্ছসি॥ ৭২॥
মমৈবং বচনং শ্রুত্বা কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
কুব্জাম্রকে দেবি বিপ্রো মম মায়াভিলাষুকঃ॥ ৭৩॥
ততঃ কুণ্ডী ত্রিদণ্ডী চ মাত্রাভাণ্ডঞ্চ যত্নতঃ।
স্থাপয়িত্বা যথান্যায়ং তীর্থমারাধয়দ্যথা॥ ৭৪॥
ততো হ্যবতরদ্গঙ্গাং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।

অবগাহ্য ততো গঙ্গাং সর্ব্বগাত্রে চ ক্লেদিতে।
তাবন্নিষাদসদনে তৎস্ত্রীগর্ভে গতোঽভবৎ ॥ ৭৫ ॥
হৃদয়েঽচিন্তয়ত্তত্র গর্ভক্লেশেন পীড়িতঃ।
অহো কষ্টং ময়া কিংস্বিৎ কর্ম্ম বা দুষ্কৃতং কৃতম্।
যোঽহং নিষাদগর্ভেস্মিন্ বসামি নরকেষু চ ॥ ৭৬ ॥
ধিক্তপো ধিক্ চ মে কর্ম্ম ধিক্ ফলং ধিক্ চ জীবিতম্।
যোঽহং নিষাদগর্ভেঽস্মিন্ পীড়ামি মলসঙ্কুলে ॥ ৭৭ ॥
অস্থ্নাং ত্রিশতসঙ্কীর্ণে নবদ্বারাভিসংবৃতে।
পুরীষমূত্রসঙ্কীর্ণে মাংসশোণিতকর্দ্দমে ॥ ৭৮ ॥
দুর্গন্ধে দুঃসহে চৈব বাতিকশ্লেষ্মপৈত্তিকে।
বহুরোগসমাকীর্ণে বহুদুঃখসমাকুলে।
অলং কিং তেন চোক্তেন দুঃখানানুভবামি চ ॥ ৭৯ ॥
কুতো বিষ্ণুঃ কুতো বাহং কুতো গঙ্গাজলানি চ।
গর্ভসংসারনিষ্ক্রান্তঃ পশ্চাদাপ্স্যামি তাং ক্রিয়াম্ ॥৮০॥
এবং চিন্তয়মানস্তু শীঘ্রং গর্ভাদ্বিনিঃসৃতঃ।
ভূম্যান্তু পততস্তস্য নষ্টং যৎপূর্ব্বচিন্তিতম্ ॥ ৮১ ॥
অজায়ত ততঃ কন্যা নিষাদস্য গৃহে তদা।
ধনধান্যসমৃদ্ধস্য বর্ত্ততে স চ ব্রাহ্মণঃ ॥ ৮২ ॥
ন চ সংজ্ঞায়তে কিঞ্চিদ্বিষ্ণুমায়াপ্রমোহিতা।
অথ দীর্ঘস্য কালস্য কৃতোদ্বাহা যশস্বিনী।
পুত্রান্ দুহিতরশ্চৈব জনয়ামাস মায়য়া ॥ ৮৩ ॥
ভক্ষাভক্ষঞ্চ খাদেত পেয়াপেয়ঞ্চ তৎপিবেৎ।
জীবানি চৈব সততং ঘাতিতানি ততস্ততঃ ॥ ৮৪ ॥
কার্য্যাকার্য্যং ন জানীতে বাচ্যাবাচ্যন্তথেতি চ।

গম্যাগম্যং ন জানাতি মায়াজালেন মোহিতঃ ॥ ৮৫ ॥
পঞ্চাশদ্বর্ষকে কালে ময়াখ্যাতঃ স ব্রাহ্মণঃ।
ঘটং গৃহীত্বা বিড়্‌লিপ্তবস্ত্রক্ষালনকারণাৎ ॥ ৮৬ ॥
তীরে নিক্ষিপ্য বস্ত্রং স ঘটঞ্চ বিনিধায় হি।
স্নাতুং গঙ্গাজলে স্থিত্বা বিগাহয়তি জাহ্নবীম্‌॥ ৮৭ ॥
প্রস্বেদঘর্ম্মসন্তপ্তঃ স শিরঃস্নানমীহতে।
জাতস্তপোধনস্তত্র দণ্ডী কুণ্ডীধরঃ পুনঃ ॥ ৮৮ ॥
যত্র পশ্যতি বিপ্রোঽসৌ মাত্রাং কুণ্ডীন্ত্রিদণ্ডকম্‌।
বস্ত্রাদি দর্শিতঞ্চৈব যত্র সংস্থাপিতং পুরা ॥ ৮৯ ॥
তত্তেন সর্ব্বং সন্দৃষ্টং জাতে জ্ঞানে তু পূর্ব্ববৎ।
বিপ্রেণ জ্ঞাতুকামেন বিষ্ণুমায়াং যথা পুরা ॥ ৯০ ॥
তত উত্তরতস্তত্র গঙ্গায়াস্তু তপোধনঃ।
সব্রীড়ো গৃহ্নতে বাসো যোগঞ্চ পরিচিন্তয়ন্‌॥ ৯১ ॥
উপবিশ্য চ গঙ্গায়াঃ পুলিনে সমবালুকে।
ততো বিন্দতি চাত্মানং তপসা যত্তদা কৃতম্‌॥ ৯২ ॥
ময়া কিং কর্ম্ম পাপেন কৃতং নিন্দ্যং সুদুষ্করম্‌।
এবং নিন্দতি চাত্মানং ধিক্কুর্ব্বন্‌ সাধুদূষিতম্‌।
আচারো বা পরিভ্রষ্টো যেনাহং প্রাপিতস্ত্বিমাম্‌॥৯৩॥
নিষাদস্য কুলে জাতো ভক্ষ্যাভক্ষ্যাশ্চ ভক্ষিতাঃ।
জীবাশ্চ ঘাতিতাঃ সর্ব্বে জলস্থলদিবৌকসঃ ॥ ৯৪ ॥
পেয়াপেয়ঞ্চ মে পীতং বিক্রীতাশ্চাপ্যবিক্রেয়াঃ।
অগম্যাগমনঞ্চৈব বাচ্যাবাচ্যং ন রক্ষিতম্‌॥ ৯৫ ॥
বেশ্মন্যভোজ্যভোজ্যঞ্চ ভুক্তঞ্চৈব ন সংশয়ঃ।
পুত্রা দুহিতরশ্চৈব নিষাদাজ্জনিতা ময়া ॥ ৯৬ ॥

ততঃ কিঞ্চাপরাধং বা কেন বা তদ্বিচিন্তয়ে।
যেনাহং প্রাপিতো হ্যেনাং নৈষাদীমীদৃশীং দশাম্ ॥৯৭॥
এতস্মিন্নন্তরে ভূমে নিষাদঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
পুত্রৈঃ পরিবৃতস্তত্র মায়াতীর্থমুপাগতঃ ॥ ৯৮ ॥
ততো মৃগয়তে ভার্য্যাং ভক্তিযুক্তাং শুভেক্ষণাম্।
পরিপৃচ্ছতি চৈকৈকং তপ্যমানং তপোধনম্ ॥ ৯৯ ॥
কিং নু পশ্যথ ভার্য্যা মে গঙ্গাতীরমুপাগতা।
ঘটমাদায় হস্তেন আগতা জলকারণাৎ ॥ ১০০ ॥
তত্রৈব চ নরাঃ সর্ব্বে মায়াতীর্থমুপাগতাঃ।
পশ্যন্তেঽত্র পরিব্রাজং কুম্ভঞ্চৈব যথাস্থিতম্ ॥ ১০১ ॥
ততো দুঃখেন সন্তপ্তঃ অপশ্যংশ্চ স্বকাং প্রিয়াম্।
দৃষ্ট্বা পটঞ্চ কুম্ভঞ্চ করুণং পর্য্যবেদয়ৎ ॥ ১০২ ॥
ইদং বাসশ্চ কুম্ভঞ্চ নদীকুলে চ তিষ্ঠতি।
ন চাপি দৃশ্যতে ভার্য্যা মম গঙ্গামুপাগতা ॥ ১০৩ ॥
অথ কেনাপি গ্রাহেণ স্নায়মানা তপস্বিনী।
গৃহীতা তোয়মধ্যস্তু জিহ্বালোড়েন চাবলা ॥ ১০৪ ॥
ন চাপ্রিয়ং ময়াঽস্যুক্তা কদাচিদপি বাচকম্।
স্বপ্নেঽপি নোক্তপূর্ব্বাসি কদাচিদপি চাপ্রিয়ম্ ॥ ১০৫ ॥
অথবাপি পিশাচেন ভক্ষিতা ভূতরাক্ষসৈঃ।
আক্রুষ্টা কিং নু রোগেণ গঙ্গাতীরং সমাশ্রিতা ॥১০৬ ॥
কিঙ্কৃতং দুষ্কৃতং পূর্ব্বং ময়া কর্ম্ম সুসঙ্কটম্।
যেন মৎপুরতো ভার্য্যাপ্যদৃষ্টা বিগতিং গতা ॥১০৭॥
এহি মে সুভগে কান্তে মম চিত্তানুবর্ত্তিনি।
পশ্যৈতান্ বালকান্ ভীতান্ ক্লিশ্যমানানিতস্ততঃ ॥১০৮॥

মাং পশ্যস্ব বরারোহে ত্রীন্ পুত্রানতিবালকান্।
দুহিতৃঃ পশ্য চত্বারি সর্ব্বস্তু মম মানদে॥ ১০৯॥
মম পুত্রা রুদন্ত্যেতে বালকাস্তব লালসাঃ।
নিত্যঞ্চ দারিকা রক্ষ মম দুষ্কৃতকারিণঃ॥ ১১০॥
কামং মাং ক্ষুধিতঞ্চৈব জ্ঞাস্যসে ত্বং পিপাসিতম্।
এবমুক্তা চ কল্যাণি মম ভক্ত্যা ব্যবস্থিতা॥ ১১১॥
এবং বিলপমানস্য নিষাদস্য ইতস্ততঃ।
সব্রীড়ং ভাষতে বিপ্রো নিষাদং গচ্ছ নাস্তি সা।
সুখং যোগঞ্চ তে নীত্বা সা গতা হ্যনিবৃত্তয়ে॥ ১১২॥
তং রুদন্তং তথা দৃষ্ট্বা কারুণ্যেন পরিপ্লুতঃ।
নিষাদং ভাষতে তত্র গচ্ছ কিং পরিক্লিশ্যসে॥ ১১৩॥
বালাস্তান্ পরিররক্ষস্ব আহারৈর্ব্বিবিধৈরপি।
এতে ন ত্যজনীয়াস্তে কদাচিদপি পুত্রকাঃ॥ ১১৪॥
পরিব্রাজবচঃ শ্রুত্বা নিষাদস্তস্য সন্নিধৌ।
উবাচ মধুরং বাক্যং দুঃখশোকপরিপ্লুতঃ॥ ১১৫॥
অহো মুনিবরশ্রেষ্ঠ অহো ধর্ম্মভৃতাং বর।
সান্ত্বিতোঽস্মি ত্বয়া বিপ্র বচনৈর্ম্মধুরাক্ষরৈঃ॥ ১১৬॥
নিষাদস্য বচঃ শ্রুত্বা স মুনিঃ সংশিতব্রতঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং দুঃখশোকপরিপ্লুতঃ॥ ১১৭॥
মারোদীর্ব্বিচমি ভদ্রন্তে তবাহং সা প্রিয়াঽভবম্।
গঙ্গাতীরং সমাসাদ্য মুনির্জ্জাতোঽস্ম্যহং তথা॥ ১১৮।
পরিব্রাজবচঃ শ্রুত্বা নিষাদো বিগতজ্বরঃ।
শ্লক্ষ্ণং বচনমাদায় প্রত্যুবাচ দ্বিজোত্তমম্॥ ১১৯॥
কিমিদং ভাষসে বিপ্র অব্যক্তং যৎ কদাচন।

ন ভাব বা যদ্ঘটিতং স্ত্রিয়ঃ পুংস্ত্বং সদৈব হি ॥১২০॥
নিষাদস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণো দুঃখমূর্চ্ছিতঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং গঙ্গাতীরে চ ধীবরম্॥ ১২১ ॥
শীঘ্রং গচ্ছ স্বকন্দেশমেতান্ গৃহ্য স্ববালকান্।
সর্ব্বেষাঞ্চ যথাসংখ্যং স্নেহঃ কর্ত্তব্য এব চ ॥ ১২২ ॥
স তেন চোদিতো হ্যেবং নিষাদো নাবগচ্ছতি।
মধুরং স্বরমাদায় প্রত্যুবাচ দ্বিজোত্তমম্॥ ১২৩ ॥
কিং ত্বয়া দুষ্কৃতং কর্ম্ম কৃতং পূর্ব্বং পুরাতনম্।
মম যদ্ভাষসে চৈব স্ত্রীত্বং প্রাপ্তোঽসি তৎকথম্॥১২৪॥
কেন দোষেণ প্রাপ্তস্ত্বং স্ত্রীত্বং ভূত্বা পুমান্ পুনঃ।
পুংস্ত্বং চৈব কথং প্রাপ্ত এতদাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥ ১২৫ ॥
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা স ঋষিঃ সংশিতব্রতঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং মায়াতীর্থমুপাগতঃ ॥ ১২৬ ॥
নিষাদ শৃণু তত্ত্বেন মৎকথাঞ্চ প্রজল্পতঃ।
ন ময়া দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং কুত্রাপি তত্ত্বতঃ ॥১২৭॥
একভক্তং সমাচারে অভক্ষ্যঞ্চৈব বর্জ্জিতম্।
স ময়ারাধিতো দেবো লোকনাথো জনার্দ্দনঃ;
কর্ম্মভির্ব্বহুভিশ্চৈব ময়াদর্শনকাঙ্ক্ষিণা ॥ ১২৮ ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন ময়া দৃষ্টো জনার্দ্দনঃ।
বরেণ ছন্দয়ামাস বহুধা মায়য়া ততঃ ॥ ১২৯ ॥
ময়া নাভীপ্সিতস্তস্মাদ্দীয়মানো বরস্ততঃ।
মায়াং মে দর্শয় বিভো বিষ্ণো প্রণতবৎসল ॥ ১৩০ ॥
ততো মাং ভাষতে বিষ্ণুর্মায়াং দৃষ্টা হ্যলং দ্বিজ।
ময়া পুনঃ পুনশ্চোক্তো মম প্রীত্যা প্রদর্শয় ॥ ১৩১ ॥

ততোঽহন্তেন চাপ্যুক্তস্তর্হি দ্রক্ষ্যত্যলং ভবান্।
গচ্ছ কুব্জাম্রকে গঙ্গাং স্নাত্বেত্যন্তর্হিতোঽভবৎ ॥১৩২॥
অহং মায়াপ্রলোভেন গঙ্গাতীরমুপাগতঃ।
দণ্ডং কুণ্ডীঞ্চ বস্ত্রঞ্চ তীরং সংস্থাপ্য যত্নতঃ।
ততঃ স্নানবিধানেন নিমগ্নস্তজ্জলেঽমলে ॥ ১৩৩ ॥
ন তত্র কিঞ্চিজ্জানামি কিমিদং কিং প্রবর্ত্ততে।
নিষাদীগর্ভসম্ভুতস্তব পত্ন্যভবস্ততঃ ॥ ১৩৪ ॥
কেনচিৎ কারণেনাত্র প্রবিষ্টো জাহ্নবীজলে।
স্নাত্বাঽপশ্যং পূর্ব্ববচ্চ তাবজ্জাতো ঋষিস্ত্বহম্ ॥ ১৩৫ =
নিষাদ পশ্য কুণ্ডীঞ্চ মাত্রাং বস্ত্রং যথা পুরা।
পঞ্চাশদ্বর্ষদেশীয়ো জাতোঽস্মি ত্বদ্গৃহে বসন্।
দণ্ডবস্ত্রাদি যৎকিঞ্চিন্ন জীর্ণং গঙ্গয়া হৃতম্ ॥ ১৩৬ ॥
এবং তেন ততশ্চোক্তো নিষাদোঽদৃশ্যতাং গতঃ।
যে চ তে বালকাস্তত্র তেষাং কশ্চিন্ন দৃশ্যতে ॥ ১৩৭ ॥
স ততো ব্রাহ্মণো দেবি তপস্তপতি নিশ্চিতঃ।
ঊর্দ্ধশ্বাসোর্দ্ধবাহুশ্চ বায়ুভক্ষপরায়ণঃ ॥ ১৩৮ ॥
তস্য বৈ তিষ্ঠমানস্য অপরাহ্নস্তু জায়তে।
ততঃ প্রমুচ্য যত্নেন বেদীং কৃত্বা যথোচিতম্ ॥ ১৩৯ ॥
কর্ম্মণ্যানি চ পুষ্পাণি আহৃত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
অর্চ্চয়িত্বা যথান্যায়ং বীরাসনমুপাগতঃ ॥ ১৪০ ॥
বৃতস্তু ব্রাহ্মণৈর্ম্মুখ্যৈর্গঙ্গাস্নানেষু বৈ দ্বিজঃ।
ঊচুস্ততো দ্বিজাস্তত্র তপস্বিনমনিন্দিতম্ ॥ ১৪১ ॥
পূর্ব্বাহ্নে স্থাপয়িত্বাত্র মাত্রাং কুণ্ডীং ত্রিদণ্ডকম্।
ইতো গতোঽসি ব্রহ্মেন্দ্র স্থাপয়িত্বা তু ধীবরান্।

বিস্মৃতং কিং ত্বয়া স্থানং কথং শীঘ্রং ন চাগতঃ ॥১৪২॥
ততো বিপ্রবচঃ শ্রুত্বা তূষ্ণীমাসীন্মুনিস্তদা।
ব্রাহ্মণাস্তু গতাঃ সর্ব্বে স্থানমাত্মন এব চ ॥ ১৪৩ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবি স চ ব্রাহ্মণপুঙ্গবঃ।
চিন্তয়ন্মনসা তত্র কিমিদং মহদদ্ভুতং।
অদ্য পঞ্চাশদ্বর্ষাণি অমাবস্যাদ্য চৈব হি ॥ ১৪৪ ॥
কথমেতাবতঙ্কালং মামূচুর্ব্রাহ্মণাশ্চ কিম্।
পূর্ব্বাহ্নে স্থাপয়িত্বা ত্বং স্বাং মাত্রাঞ্চাপরাহ্নিকে।
কথং কালেঽনুসম্প্রাপ্তঃ কিমেতদিতি ভাষতে ॥ ১৪৫ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবি ব্রাহ্মণায় ততো ময়া।
দর্শয়িত্বা নিজং রূপং তমবোচমিদন্ধরে ॥ ১৪৬ ॥
কিমিদং ভ্রান্তরূপোঽসি কিং বা ত্বং দৃষ্টবানসি।
পশ্যামি ত্বাং ব্যগ্রমিব সাবধানো ভব স্বয়ম্ ॥ ১৪৭ ॥
এবমুক্তঃ স তু ময়া ভূমৌ কৃত্বা শিরঃ স্বকম্।
উবাচ দুঃখিতো দীনো নিঃশ্বস্য চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৪৮ ॥
অহো দেব দ্বিজা এতে মাং বন্দন্তি জগদ্গুরো।
পূর্ব্বাহ্নে স্থাপয়িত্বা ত্বং বস্ত্রং দণ্ডকমণ্ডলূ।
আগতোঽস্যপরাহ্নে কিং স্থলং বিস্মৃতবানসি ॥ ১৪৯ ॥
অহং ব্যাধস্য বৈ ভূত্বা ভার্য্যা চ ব্যাধযোনিজা।
পঞ্চাশদ্বর্ষপর্য্যন্তং তত্র স্থিত্বা ততঃ কিল ॥ ১৫০ ॥
তস্মাচ্চৈব ত্রয়ঃ পুত্রাশ্চতস্রশ্চাপি কন্যকাঃ।
জাতান্যেবমপত্যানি দুষ্টকর্ম্মকৃতস্তথা ॥ ১৫১ ॥
স্নাতুং কদাচিদ্গঙ্গায়াং গতোঽহং তীরভূমিগঃ।
স্থাপয়িত্বাদ্য স্বং বস্ত্রং মগ্নঃ স্নামি জলেঽমলে।

উন্মজ্য স্বয়ং পুনশ্চৈব প্রাপ্তো রূপং মুনিস্তুতম্॥১৫২॥
কিং ময়া বিকৃতং কর্ম্ম সেবমানেন মাধব।
তপশ্চ তপ্যমানেন কিং ময়া বিকৃতঙ্কৃতম্॥ ১৫৩ ॥
ভক্ষিতং কিমকর্ম্মণ্যং সেবমানেন চাচ্যুত।
ব্যভিচারশ্চ মে তত্র কো জাতস্তু তবার্চ্চনে ॥ ১৫৪ ॥
এতদাচক্ষ্ব তত্ত্বেন যেনাহং নরকং গতঃ।
এতচ্চিন্তাব্যাকুলোঽহং নিবোধ ভগবন্মম ॥ ১৫৫ ॥
মায়ালব্ধেন হি ময়া পূর্ব্বং বিজ্ঞাপিতো হ্যসি।
নান্যং স্মরামি পাপঞ্চ নরকে যেন পাতিতঃ ॥ ১৫৬ ॥
ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা কারুণ্যং পরিদেবিতম্।
উক্তবানস্মি তং বিপ্রং দুঃখসন্তপ্তমানসম্॥ ১৫৭ ॥
মা দুঃখং কুরু বিপ্রেন্দ্র আত্মদোষসমুদ্ভবম্।
বিকর্ম্ম ন কৃতং কিঞ্চিদপি মে বিপ্র পূজনে।
যেন দুঃখমনুপ্রাপ্তং তির্য্যগ্‌যোনিঞ্চ বৈ গতঃ ॥ ১৫৮ ॥
উক্তমেব ময়া পূর্ব্বং শৃণু ব্রাহ্মণপুঙ্গব।
বরান্বরয় ভো ব্রহ্মন্ ত্বং মায়াং বৃতবানসি ॥ ১৫৯ ॥
দদামি দিব্যভোগান্বৈ ভৌমান্বাপি তবেপ্সিতম্।
তাংস্তু নেচ্ছসি মায়ায়া দর্শনং বৃতবানসি ॥ ১৬০ ॥
দৃষ্টা তু বৈষ্ণবী মায়া যা ধিয়া চেপ্সিতা ত্বয়া।
ন গতো দিবসশ্চেহ নাপরাহ্ণোঽপি কুত্রচিৎ।
বর্ষাণি চৈব পঞ্চাশন্নিষাদস্য গৃহেঽপি ন ॥ ১৬১ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব দ্বিজোত্তম।
যা এষা বৈষ্ণবী মায়া ত্বয়া ব্রাহ্মণ ঈপ্সিতা ॥ ১৬২ ॥
ত্বয়া ন তৎ কৃতং কিঞ্চিৎ শুভং বাশুভমেব বা।

সর্ব্বং মায়াময়ং তত্র বিস্ময়াৎপরিতপ্যসে ॥ ১৬৩ ॥
যত্ত্বয়া দুষ্কৃতং কর্ম্ম ব্যভিচারশ্চ তত্র বৈ।
অর্চ্চনঞ্চ ন তে ভ্রষ্টং তপশ্চৈব ন নাশিতম্ ॥ ১৬৪ ॥
ভবান্তরে কৃতং যচ্চ যেনেদং প্রাপ্তবান্মহৎ।
দুঃখন্তচ্চ তবাখ্যাস্যে শৃণু ব্রাহ্মণসত্তম ॥ ১৬৫ ॥
মম ভক্তা দ্বিজাঃ শুদ্ধা যত্ত্বয়া নাভিবাদিতাঃ।
তৎপাপাদীদৃশো ভোগস্তব জাতো হি দুঃখদঃ ॥ ১৬৬ ॥
যে চ ভাগবতাঃ শুদ্ধাস্তে নূনং মম মূর্ত্তয়ঃ।
তান্ বিপ্রান্যো নমস্যন্তি তে মামেব নমস্যতে।
বিদিতোঽস্মীহ বিপ্রেন্দ্র তৈরহং নাত্র সংশয়ঃ ॥১৬৭॥
মম দর্শনকামা যে তে মে ভক্তা দ্বিজাস্তথা।
শুদ্ধা ভাগবতাঃ পূজ্যা দ্রষ্টব্যাঃ সর্ব্বদা নৃভিঃ ॥১৬৮॥
বিশেষেণ কলৌ ব্রহ্মন্ দ্বিজরূপো হ্যবস্থিতঃ।
তস্মাদ্ব্রাহ্মণভক্তা যে তে মদ্ভক্তা ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৯ ॥
যো মাং প্রাপ্তুমিহেচ্ছেত যস্যাবাচ্যং ন বিদ্যতে।
অনন্যমনসো ভূত্বা মদ্ভক্তেষু নিযোজয়েৎ ॥ ১৭০ ॥
গচ্ছ ব্রাহ্মণসিদ্ধোঽসি যদা প্রাণান্ বিমোক্ষ্যসি।
তদা গতোঽসি মৎস্থানং শ্বেতদ্বীপং ন সংশয়ঃ ॥১৭১॥
এবমুক্ত্বা বরারোহে তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবম্।
সোঽপি দ্বিজস্তনুন্ত্যক্ত্বা মায়াতীর্থে যশস্বিনি।
কৃত্বা সুদুষ্করং কর্ম্ম শ্বেতদ্বীপমুপাগতঃ ॥ ১৭২ ॥
ধন্বী তূণী শরী খড়্গী মায়াবলপরাক্রমঃ।
মাঞ্চ পশ্যতি বৈ নিত্যং মায়াবলসুসংস্থিতম্ ॥ ১৭৩ ॥
মায়য়া কিন্তব ধরে ন মায়াং জ্ঞাতুমর্হসি।

মম মায়াং ন জানন্তি দেবদানবরাক্ষসাঃ ॥ ১৭৪ ॥
এতত্তে কথিতং ভূমে মায়াখ্যানং মহৌজসম্।
মায়াচক্রমিতি খ্যাতং সর্ব্বপুণ্যসুখাবহম্ ॥ ১৭৫ ॥
আখ্যানানাং মহাখ্যানং তপসাঞ্চ পরন্তপঃ।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং গতীনাঞ্চ পরা গতিঃ ॥ ১৭৬ ॥
পঠেচ্চ নিত্যং ভক্তেষু অভক্তেষু ন কীর্ত্তয়েৎ।
মা পঠেন্নীচমধ্যেষু মা পঠেচ্ছাস্ত্রদূষকে ॥ ১৭৭ ॥
মমাগ্রতঃ পঠেন্নিত্যং মদ্ভক্তস্য সদাগ্রতঃ।
পঠতে শোভতে বিপ্রো ন তু যে শাস্ত্রদূষকাঃ ॥ ১৭৮ ॥
কল্যমুত্থায় যো ভূমে পঠতে চ দৃঢ়ব্রতঃ।
তেন দ্বাদশ বর্ষাণি মমাগ্রে পঠিতং ভবেৎ ॥ ১৭৯ ॥
অথ পূর্ণেন কালেন পুমান্ পঞ্চত্বমাগতঃ।
মদ্ভক্তো জায়তে দেবি বিযোনিং ন চ গচ্ছতি ॥১৮০॥
য এবং শৃণুয়ান্নিত্যং মহাখ্যানং বসুন্ধরে।
ন স জায়েত মন্দাত্মা বিযোনিং নৈব গচ্ছতি ॥ ১৮১ ॥
এতত্তে কথিতং ভদ্রে ত্বয়া যৎ পূর্ব্বমীপ্সিতম্।
সূচ্যমানা বরারোহে কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৮২ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে মায়াচক্রং নাম
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রুত্বা মায়াবলং হ্যেতদ্ধরণী শংসিতব্রতা।
বরাহরূপিণং দেবং প্রত্যুবাচ বসুন্ধরা॥ ১॥

ধরণ্যুবাচ।

যত্তৎকুব্জাম্রকে দেব ভাষসে তদনন্তকম্।
ন তত্রাহং বিজানামি পূর্ব্বমুক্তঞ্চ যত্ত্বয়া॥ ২॥
যচ্চ কুব্জাম্রকে পুণ্যং পুষ্টিস্তস্য সনাতনী।
এতন্মে পরমং গুহ্যং ভগবন্ বক্তুমর্হসি॥ ৩॥

বরাহ উবাচ।

সর্ব্বং তৎ কথয়িষ্যামি সর্ব্বলোকসুখাবহম্।
যচ্চ কুব্জাম্রকে পুষ্টির্যচ্চ তীর্থমনিন্দিতে।
তচ্চ কাৎস্ন্যেন মে দেবি শৃণু তত্ত্বেন সুন্দরি॥ ৪॥
যথা কুব্জাম্রকো জাতস্ততস্তীর্থং যথাক্রমম্।
যচ্চ কর্ম্ম যতো ভূমে স্নাতো যাতি মৃতোঽপি চ॥ ৫॥
যুগে সপ্তদশে ভূমে কৃত্বা চৈকাং বসুন্ধরাম্।
মধুকৈটভৌ তথা হত্বা ব্রহ্মণো বচনাত্তদা।
জলসংহরণং কৃত্বা মমাধারমুপাগতঃ॥ ৬॥
পশ্যামি তং নতং ভূমে রৈভ্যং নাম মহামুনিম্।
মমৈবারাধনে যুক্তং সর্ব্বকর্ম্মসু নিষ্ঠিতম্।
যুক্তিমন্তঙ্গুণজ্ঞঞ্চ শুচিং দক্ষং জিতেন্দ্রিয়ম্॥ ৭॥
দশবর্ষসহস্রাণি ঊর্দ্ধবাহুঃ স তিষ্ঠতি।
সহস্রঞ্চাম্বুভক্ষেণ তথা শৈবালভক্ষণম্।
বর্ষাণাঞ্চ শতং পঞ্চ তিষ্ঠতে স মহামুনিঃ॥ ৮॥

ততঃ প্রীতোঽস্ম্যহং দেবি রৈভ্যস্য চ মহাত্মনঃ।
ভক্ত্যা চ পরয়া চৈব তেন চারাধিতো হ্যহম্ ॥ ৯ ॥
ততো বৈ তপ্যমানস্তং গঙ্গাদ্বারমুপাগতম্।
আম্রবৃক্ষং সমাসাদ্য দৃষ্টঃ স মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১০ ॥
দর্শিতোঽয়ং ময়া চাত্মা হেতুমাত্রেণ কেনচিৎ।
ময়া যদাশ্রিতশ্চাম্রস্তেন কুব্জত্বমাগতঃ ॥ ১১ ॥
এবং কুব্জাম্রকং খ্যাতং স্থানমেতন্মনস্বিনি।
মৃতাপি তত্র গচ্ছন্তি মম লোকায় কেবলম্ ॥ ১২ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
দৃষ্ট্বা স মামৃষিশ্চৈব যানি বাক্যানি ভাষতে ॥ ১৩ ॥
এবং তত্র ময়া দৃষ্টঃ কুব্জরূপং সমাস্থিতঃ।
জানুভ্যামবনিঙ্গত্বা কিঞ্চিদেব প্রভাষতে ॥ ১৪ ॥
নমস্কৃত্য স্থিতং তস্তু মুনিং বৈ সংশিতব্রতম্।
বরেণ ছন্দয়ামাস অহম্প্রীতমনা ধরে ॥ ১৫ ॥
মমৈব বচনং শ্রুত্বা স মুনিস্তপসান্বিতঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রসাদার্থী মহাযশাঃ ॥ ১৬ ॥
যদি প্রসন্নো ভগবাঁল্লোকনাথো জনার্দ্দনঃ।
তব চাত্র নিবাসং বৈ দেব ইচ্ছামি নিত্যশঃ ॥ ১৭ ॥
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবচ্চৈব মহাপ্রভো।
স্থানন্তব হৃষীকেশ ইচ্ছামি মধুসূদন ॥ ১৮ ॥
ত্বয়ি ভক্তিঃ সদা ভূয়াদ্যাবস্থানং জনার্দ্দন।
অন্যভক্তির্ম্মম বিভো রোচতে ন কদাচন ॥ ১৯ ॥
এতদেব পরং চিত্তং ময়া চৈব বিধার্য্যতে।
উপেন্দ্র যদি তুষ্টোঽসি মমায়ং দীয়তাং বরঃ ॥ ২০ ॥

ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা রৈভ্যস্থর্ষেরহম্পুনঃ।
বাঢ়মিত্যেব ব্রহ্মর্ষে এবমেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥
মমৈবং বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণঃ স বসুন্ধরে।
মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থায় যামুবাচ মুদান্বিতঃ ॥ ২২ ॥
এতস্য তীর্থবর্য্যস্য মহিমানং ত্বয়া প্রভো।
শৃণু বৈ কথ্যমানস্তু বদ লোকোপকারক ॥ ২৩ ॥
অন্যানি যানি তীর্থানি এতৎ ক্ষেত্রাশ্রিতানি তু।
তান্যপি শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যমানানি চ ত্বয়া ॥ ২৪ ॥
শৃণু তত্ত্বেন মে ব্রহ্মন্ যন্মাস্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
তীর্থে কুব্জাম্রকে পুণ্যে মম লোকে সুখাবহে ॥ ২৫ ॥
তীর্থন্তু কুমুদাকারং তস্মিন্ কুব্জাম্রকে স্থিতম্।
স্নানমাত্রেণ সুশ্রোণি স্বর্গং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৬ ॥
কৌমুদস্য তু মাসস্য তথা মার্গশিরস্য চ।
বৈশাখস্যৈব মাসস্য কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥ ২৭ ॥
যো বৈ পরিত্যজেৎ প্রাণান্ স্ত্রী পুমান্ বা নপুংসকঃ।
নিষ্কলাং লভতে সিদ্ধিং মমলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৮ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
তীর্থং মানসমিত্যেব বিখ্যাতং মম সুন্দরি ॥ ২৯ ॥
যস্মিন্ স্নাত্বা বিশালাক্ষি গচ্ছতে নন্দনং বনম্।
দিব্যং বর্ষসহস্রং বৈ মোদতে চাপ্সরৈঃ সহ ॥ ৩০ ॥
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু জায়তে বিপুলে কুলে।
দ্রব্যমান্ গুণবাংশ্চৈব জায়তে তত্র মানবঃ ॥ ৩১ ॥
তত্রাথ মুচ্যতে প্রাণান্ কৌমুদস্য তু দ্বাদশী।
পুষ্কলাং লভতে সিদ্ধিং মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৩২ ॥

অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
মায়াতীর্থমিদং খ্যাতং যেন মায়াং বিজানতে ॥ ৩৩ ॥
তস্মিন্ কৃতোদকো ব্রহ্মন্ মায়াতীর্থে মহাযশাঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি মদ্ভক্তো জায়তে নরঃ ॥ ৩৪ ॥
লভতে পরমাং পুষ্টিং কুবেরভবনং যথা।
একং সহস্রং বর্ষাণাং স্বচ্ছন্দগমনাশ্রয়ম্ ॥ ৩৫ ॥
অথবা ম্রিয়তে তত্র মায়াতীর্থে যশস্বিনী।
মায়াযোগী ততো ভূত্বা মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
তীর্থং সর্ব্বাত্মকং নাম সর্ব্বতীর্থগুণান্বিতম্ ॥ ৩৭ ॥
যস্তত্র স্নায়তে কশ্চিদ্বৈশাখস্য তু দ্বাদশীম্।
নিষ্কলং লভতে স্বর্গং সহস্রং দশ পঞ্চ চ ॥ ৩৮ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণাংস্তীর্থে সার্ষপকে তথা।
সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব শুভলোচনে।
তীর্থং পূর্ণমুখং নাম তন্ন জানাতি কশ্চন ॥ ৪০ ॥
তত্র সর্ব্বা ভবেদ্গঙ্গা শীতলং জায়তে জলম্।
যত্র চোষ্ণং ভবত্যম্বু জ্ঞেয়ং পূর্ণমুখং তথা ॥ ৪১ ॥
স্নাতো গচ্ছতি সুশ্রোণি সোমলোকে মহীয়তে।
পশ্যতে তু তদা সোমং সহস্রং দশ পঞ্চ চ ॥ ৪২ ॥
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো ব্রাহ্মণশ্চৈব জায়তে।
মদ্ভক্তঃ শুচিমান্ দক্ষঃ সর্ব্বকর্ম্মগুণান্বিতঃ ॥ ৪৩ ॥
অথবা ম্রিয়তে তত্র মাসি মার্গশিরে তথা।
শুক্লপক্ষে চ দ্বাদশ্যাং মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪৪ ॥

তত্র মাং পশ্যতে নিত্যং দীপ্তিমন্তং চতুর্ভুজম্।
ন জন্ম বিদ্যতে তস্য মরণঞ্চ কদাচন ॥ ৪৫ ॥
পুনরন্যং প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
অনন্যমানসো ভূত্বা ভক্তো ভাগবতো মম ॥ ৪৬ ॥
তস্মিংস্তীর্থে তু যঃ স্নাতি কদাচিদপি মানবঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি মোদতে হ্যমরালয়ে ॥ ৪৭ ॥
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টস্তত্তীর্থস্য প্রভাবতঃ।
দ্রব্যবান্ গুণবাংশ্চৈব মদ্ভক্তশ্চৈব জায়তে ॥ ৪৮ ॥
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী।
যদি মুঞ্চেৎ স্বকং দেহং কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥ ৪৯ ॥
ন জন্ম মরণং তস্য ন গ্লানির্ন চ বৈ ভয়ম্।
সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তো মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৫০ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
তীর্থং করবীরকং নাম সর্ব্বলোকসুখাবহম্ ॥ ৫১ ॥
তস্য চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি যেন জ্ঞাপয়তে শুভে।
পুরুষো জ্ঞানবাংস্তাবন্মম ভক্তিবিনিশ্চিতঃ ॥ ৫২ ॥
মাঘমাসে তু সুশ্রোণি শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশী।
পুষ্পিতে করবীরে বৈ মধ্যাহ্নে তু ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
তস্মিন্ কৃতোদকস্তীর্থে স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।
ভ্রমেদ্বিমানমারূঢ়ো সহস্রান্নরীনর্ত্তিতঃ ॥ ৫৪ ॥
তত্রাথ ম্রিয়তে ভূমে মাঘমাসস্য দ্বাদশীম্।
ব্রহ্মাণং মাঞ্চ পশ্যেত পশ্যতে চ বৃষধ্বজম্ ॥ ৫৫ ॥
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
তস্য ব্রাহ্মণমুখ্যস্য পূর্ব্বং যৎ কথিতং ময়া।

তস্মিন্ কুব্জাম্রকে ভদ্রে স্থানন্তু মম রোচতে ॥ ৫৬ ॥
পুণ্ডরীক ইতি খ্যাতং তীর্থঞ্চৈব মহৎ ফলম্।
তস্য চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব শুচিস্মিতে ॥ ৫৭ ॥
তস্য তীর্থস্য সুশ্রোণি মধ্যাহ্নে দ্বাদশীদিনে।
রথচক্রপ্রমাণো বৈ চরতে তত্র কচ্ছপঃ ॥ ৫৮ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
স্নাত্বা প্রাপ্নোতি সুশ্রোণি ফলং তত্র মহাগুণম্ ॥ ৫৯ ॥
পুণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য যজমানস্য যৎ ফলম্।
প্রাপ্নোতি বসুধে তত্র এবমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥
অথবা ম্রিয়তে তত্র লব্ধসংজ্ঞো মহাযশাঃ।
দশানাং পুণ্ডরীকাণাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬১ ॥
ভুক্ত্বা যজ্ঞফলং তত্র জাতিশুদ্ধো মহাতপাঃ।
সিদ্ধশ্চ লভতে নিত্যং মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৬২ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি প্রিয়ে তদ্বৈ শৃণুষ্ব মে।
অগ্নিতীর্থমিতি খ্যাতং সিদ্ধং কুব্জাম্রকে স্থিতম্।
যদ্বৈ প্রজ্ঞায়তে দেবি দ্বাদশ্যাং পাপবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৬৩ ॥
কৌমুদস্য তু মাসস্য মাসো মার্গশিরস্য চ।
আষাঢ়স্য চ মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশীম্ ॥ ৬৪ ॥
যশ্চৈব মাধবে মাসি সময়ে হৃদি বর্ত্ততে।
তস্যাস্তু শুক্লদ্বাদশ্যাং তীর্থে তিষ্ঠতি যত্নতঃ ॥ ৬৫ ॥
তস্য চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব হি বসুন্ধরে।
যেন চিহ্নেন বিজ্ঞেয়ং তীর্থং তচ্চৈব মামকম্।
একাগ্রন্তু মনঃ কৃত্বা তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে ॥ ৬৬ ॥
মুক্ত্বা ভাগবতান্ শুদ্ধান্মম সংহিতাপাঠকান্।

ন হি কশ্চিদ্বিজানাতি শাস্ত্রং মম ন যশ্চ বৈ ॥ ৬৭ ॥
ফলং তস্য প্রবক্ষ্যামি মৃতোঽপি স্নাতকোঽপি বা।
একচিত্তং সমাধায় তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে ॥ ৬৮।
অগ্নিতীর্থেষু স্নাতো বৈ তস্মিন্ কুব্জাম্রকেষু চ।
অগ্নিতীর্থং মহাভাগে দীপ্তিমন্তং সবৈষ্ণবম্ ॥ ৬৯ ॥
সপ্ত কৃত্বাগ্নিমেধানাং যৎ ফলং ভবতি প্রিয়ে।
প্রাপ্নোতি তন্মহাভাগে স্নানমাত্রান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭০ ॥
অথবা ম্রিয়তে তত্র একৈকান্ দ্বাদশীকৃতান্।
স্থিত্বা বিংশত্যহোরাত্রান্ মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৭১ ॥
তীর্থস্য তস্য বক্ষ্যামি চিহ্নানি শৃণু সুন্দরি।
যেন বিজ্ঞায়তে প্রাজ্ঞৈর্মম ভক্তং সুখাবহম্ ॥ ৭২ ॥
উষ্ণং ভবতি হেমন্তে বসুধে তজ্জলন্তথা।
উষ্ণকালে ভবেচ্ছীতমেবং চিহ্নন্তু তদ্ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥
এষ বহ্নির্মহাভাগে তীর্থমাগ্নেয়মুত্তরে।
তরন্তি মানবা যেন ঘোরং সংসারসাগরম্ ॥ ৭৪ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি দেবি কুব্জাম্রকে মহৎ।
বায়ব্যমিতি বিখ্যাতং তীর্থং ধর্ম্মাদ্বিনিঃসৃতম্ ॥ ৭৫ ॥
তস্মিংস্তীর্থে তু যঃ স্নাতঃ কৃতনিত্যোদকক্রিয়ঃ।
বাজপেয়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি নিষ্কলম্ ॥ ৭৬ ॥
অথবা ম্রিয়তে তত্র বায়ুতীর্থে মহাহ্রদে।
দিনানি দশ পঞ্চৈতৎ কৃতমেব হি মামকম্ ॥ ৭৭ ॥
জন্ম বা মরণং বাপি ভূমৌ নৈব পুনর্ভবেৎ।
জায়তে চ চতুর্ব্বাহুর্ম্মম লোকপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৮ ॥
তস্য চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি বায়ুতীর্থস্য সুন্দরি।

যেন চিহ্নেন বিজ্ঞেয়ং তীর্থং তচ্চ মহত্তরম্ ॥ ৭৯ ॥
অশ্বত্থবৃক্ষপত্রাণি চলন্তি নিত্যশো বনে।
চতুর্ব্বিংশতিদ্বাদশ্যাং যেন বিজ্ঞায়তে খলু ॥ ৮০ ॥
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি তীর্থং কুব্জাম্রকে ধরে।
শক্রতীর্থমিতি খ্যাতং সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্ ॥ ৮১ ॥
তস্মিংস্তীর্থে বরারোহে শক্রতীর্থে বসুন্ধরে।
শক্রস্য বসতে লোকে বজ্রহস্তো ন সংশয় ॥ ৮২ ॥
অথবা ম্রিয়তে তত্র শক্রতীর্থে মহাতপে।
উপোষ্য দশরাত্রাণি মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৮৩ ॥
তস্য চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি যেন বিজ্ঞায়তে ততঃ।
একচিত্তং সমাধায় শৃণু সুন্দরি তত্ত্বতঃ ॥ ৮৪ ॥
পঞ্চ বৃক্ষাস্তু তিষ্ঠন্তি তদ্দক্ষিণদিশি ক্ষিতে।
শক্রতীর্থস্য চিহ্নন্তে বসুধে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৫ ॥
অন্যচ্চ তীর্থং বক্ষ্যামি তস্মিন্ কুব্জাম্রকে পরম্।
বরুণেন তপস্তপ্তং সহস্রং পঞ্চ সপ্ত চ ॥ ৮৬ ॥
তত্র স্নাতস্য বক্ষ্যামি জায়তে তত্র যৎ ফলম্।
যং প্রাপ্নোতি মৃতো বাপি পুরুষঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ৮৭॥
অষ্ট বর্ষসহস্রাণি গত্বা বৈ বরুণালয়ম্।
স্বচ্ছন্দগমনো ভূত্বা এবমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৮ ॥
অথ বৈ ম্রিয়তে তত্র বিংশবর্ষোষিতো নরঃ।
সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৮৯ ॥
তস্য চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
তত্র ধারা পতত্যেকা একরূপা সদা ভবেৎ।
ন বর্দ্ধতে চ বর্ষাসু ধর্ম্মে ন হ্রসতে পুনঃ ॥ ৯০ ॥

সপ্তসামুদ্রকং নাম তস্মিন্ কুব্জাম্রকে পরম্।
তস্মিন্ কৃতোদকো ভূমে নরো ধর্ম্মপরায়ণঃ।
ত্রয়াণামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৯১॥
শীঘ্রং গচ্ছতি বৈ স্বর্গং সহস্রং দশ পঞ্চ চ।
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ কুলবাঞ্জায়তে দ্বিজঃ।
বেদবেদাঙ্গকুশলঃ সোমপশ্চৈব জায়তে॥ ৯২॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মুক্তসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উষিত্বা সপ্তরাত্রং বৈ মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৯৩॥
তস্য চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি তীর্থস্য শৃণু সুন্দরি।
বৈশাখশুক্লদ্বাদশ্যাং বিভূতিস্তত্র যা ভবেৎ।
বিমলা গাঙ্গতা যত্র গঙ্গাজলবিমিশ্রিতম্॥ ৯৪॥
তস্মিংস্তীর্থে তদেবৈতৎ ক্ষীরবর্ণং পুনর্ভবেৎ।
পুনশ্চ পীতবর্ণাভা পুনারক্তঃ কদা ভবেৎ॥ ৯৫॥
পুনর্ম্মরকতাভাসং পুনর্ম্মুক্তাসমপ্রভম্।
এতৈশ্চিহ্নৈস্তু বিজ্ঞেয়ন্তত্তীর্থং বিদিতাত্মভিঃ॥ ৯৬॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তীর্থং কুব্জাম্রকে মহৎ।
তীর্থং মানসরো নাম সর্ব্বভাগবতপ্রিয়ম্॥ ৯৭॥
তস্মিন্ স্নাতো বরারোহে গচ্ছতে মানসং সরঃ।
দেবান্ পশ্যতি বৈ সর্ব্বান্ রুদ্রেন্দ্রসমরুদ্গণান্॥ ৯৮॥
অথ তত্র মৃতো ভূমে ত্রিংশদ্রাত্রোষিতো নরঃ।
সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তো মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৯৯॥
তস্য চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি যেন তজ্জ্ঞায়তে নরৈঃ।
পঞ্চাশৎ ক্রোশবিততং মানুষাণাং দুরাসদম্॥ ১০০॥
এতত্তু ভূমে বিজ্ঞেয়ং যথৈতন্মানসং সরঃ।

শুদ্ধৈর্ভাগবতৈর্জ্ঞেয়ং মম কর্ম্মসু নিষ্ঠিতৈঃ ॥ ১০১ ॥
এতত্তীর্থং মহাভাগে তস্মিন্ কুব্জাম্রকে স্মৃতম্।
সিদ্ধিকামস্য বিপ্রস্য রৈভ্যস্য পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০২ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
তত্র কুব্জাম্রকে বৃত্তং পুরাশ্চর্য্যং মহাদ্ভুতম্ ॥ ১০৩ ॥
মম নির্ম্মাল্যপার্শ্বে বৈ ব্যালী তিষ্ঠতি নির্ভয়া।
গন্ধমাল্যোপহার্য্যাণি ভক্ষয়ন্তী যদৃচ্ছয়া ॥ ১০৪ ॥
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য নকুলস্তত্র চাগতঃ।
পশ্যতে চ ততস্তত্র রমমাণাং যদৃচ্ছয়া ॥ ১০৫ ॥
নকুলেন সহ ব্যাল্যা তদা যুদ্ধমভূচ্চ তৎ।
সম্পূর্ণে তে তু মধ্যাহ্নে মাঘমাসে তু দ্বাদশীম্ ॥ ১০৬ ॥
তযা স দষ্টো নকুলো নাশায় মম মন্দিরে।
তেনাপি বিষদিগ্ধেন ব্যালী শীঘ্রং নিপাতিতা ॥ ১০৭ ॥
উভৌ চান্যোঽন্যযুদ্ধেন তদা পঞ্চত্বমাগতৌ।
ব্যালী প্রাগ্জ্যোতিষে জাতা রাজপুত্রী যশস্বিনী ॥১০৮॥
নকুলোঽজায়ত তদা কোশলেষু জনাধিপঃ।
রূপবান্ গুণবান্দেবি সর্ব্বশাস্ত্রকলান্বিতঃ ॥ ১০৯ ॥
তৌ তু দীর্ঘেণ কালেন সৌখ্যেন পরিরঞ্জিতৌ।
অবর্দ্ধতাং যথাকালং শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥ ১১০ ॥
স কন্যা নকুলং দৃষ্ট্বা সদ্যো হন্তুং তথেচ্ছতি।
ব্যালীং দৃষ্ট্বা রাজপুত্রঃ সহসা হন্তুমিচ্ছতি ॥ ১১১ ॥
অথ তস্যাস্তু কালেন কোশলাধিপতিস্তথা।
পাণিং জগ্রাহ বিধিবন্মৎপ্রসাদাদ্বসুন্ধরে ॥ ১১২ ॥
কোশলাধিপতেশ্চাপি রাজ্ঞঃ প্রাগ্জ্যোতিষস্য চ।

মহোৎসবেন সংবৃত্তঃ সম্বন্ধো মৎপ্রসাদতঃ ॥ ১১৩ ॥
দৃঢ়প্রীতিস্তয়োর্জ্জাতা যথা চ জতুকাষ্ঠয়োঃ।
রমতো ধূমকেতোশ্চ বহ্নেশ্চৈব যথা তথা ॥ ১১৪ ॥
যথা শচী চ শক্রস্য রমন্তৌ নন্দনে বনে।
এবঞ্চ দীর্ঘকালং হি তয়োঃ প্রীতির্ন হীয়তে ॥ ১১৫ ॥
এবন্তৌ বিহরন্তৌ তু তস্মিন্নুপবনে ততঃ।
বসেতে চ যথান্যায়ং বেলামিব মহোদধিঃ ॥ ১১৬ ॥
এবং তয়োর্গতঃ কালো বর্ষাণাং সপ্তসপ্ততিঃ।
ন বুধ্যতোস্তথাত্মানং মম মায়াবিমোহিতৌ ॥ ১১৭ ॥
এবন্তৌ বিহরন্তৌ তু তস্মিন্নুপবনে ততঃ।
দৃষ্ট্বা ব্যালীং রাজপুত্রস্ততো হন্তুং ব্যবস্থিতঃ ॥ ১১৮ ॥
স তয়া বার্য্যমাণোঽপি ব্যালীং হন্তুমিহোদ্যতঃ।
গরুড়ো হন্তি নাগান্বৈ দৃষ্ট্বৈব বিনতাত্মজঃ ॥ ১১৯ ॥
এবং স বার্য্যমানোঽপি ব্যালীং হন্তি স্ম দারুণম্।
তদা সা রুষিতা দেবী ন কিঞ্চিদপি ভাষতে ॥ ১২০ ॥
ততস্তস্যান্তু বেলায়াং রাজপুত্র্যাগ্রতো বিলাৎ।
নকুলস্তু বিনির্গত্য আহারার্থং সমুদ্যতঃ ॥ ১২১ ॥
দৃষ্ট্বা তু রাজপুত্রী সা নকুলং সর্পকাঙ্ক্ষিণম্।
হন্তুং চঙ্ক্রম্যমাণং সা নকুলং শুভদর্শনম্ ॥ ১২২ ॥
ক্রোধান্তং নকুলঞ্চাপি বিনিহন্তুং প্রচক্রমে।
বারিতা রাজপুত্রেণ সুতা প্রাগ্জ্যোতিষস্য বৈ ॥ ১২৩ ॥
নকুলং ঘাতিতং দৃষ্ট্বা মাঙ্গল্যং শুভদর্শনম্।
কুপিতো রাজপুত্রো বৈ রাজপুত্রীমভাষত ॥ ১২৪ ॥
স্ত্রীণাং ভর্ত্তা সদা মান্যস্তং মামুল্লঙ্ঘ্য নিষ্ঠুরম্।

দর্শনীয়ঃ প্রিয়ো রাজ্ঞাং মঙ্গল্যঃ শুভদর্শনঃ।
ঘাতিতো নকুলঃ কস্মান্ময়া বৈ বার্য্যমাণয়া ॥ ১২৫ ॥
ইতি ভর্ত্তৃবচঃ শ্রুত্বা প্রাগ্‌জ্যোতিষসুতা তদা।
প্রত্যুবাচ ততঃ ক্রোধাৎ কোশলাধিপতেঃ সুতম্ ॥১২৬॥
অসকৃদ্বার্য্যমাণোঽপি ব্যালীং ঘাতিতবান্ যতঃ।
তস্মান্ময়াপি নকুলো ঘাতিতঃ সর্পঘাতকঃ ॥ ১২৭।
রাজপুত্র্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজপুত্রস্ততোঽব্রবীৎ।
বাগ্‌ভিঃ স কটুকাভিশ্চ তর্জ্জয়ন্নিব তাং ধরে ॥ ১২৮ ॥
সর্পস্তীব্রবিষো ভদ্রে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো দুরাসদঃ।
দশতে মানুষং দুষ্টো যেনাঽসৌ ম্রিয়তে জনৈঃ।
তস্মান্ময়া হতো ভদ্রেঽহিতকারী বিষোদ্ধতঃ ॥ ১২৯ ॥
প্রজাপালা বয়ং ভদ্রে যেঽপি চৈবাপথে স্থিতাঃ।
সর্ব্বাংস্তান্দণ্ডয়ামো হি তীব্রদণ্ডৈর্যথোচিতম্ ॥ ১৩০ ॥
সাধূনন্যে চাপি হিংসন্তি হ্যপরাধবিবর্জ্জিতান্।
স্ত্রিয়শ্চৈবাপি হিংসন্তি কামকারাশ্চ যে নরাঃ ॥ ১৩১ ॥
তে দণ্ড্যাশ্চৈব বধ্যাশ্চ রাজধর্ম্মাদ্যথার্হতঃ।
ময়াপি রাজধর্ম্মো বৈ কর্ত্তব্যো রাজকর্ম্মণি ॥ ১৩২ ॥
নকুলেনাপরাদ্ধং কিং তদ্বদ ত্বং মমাপি হি।
দর্শনীয়ঃ সুরূপশ্চ রাজ্ঞাং যোগ্যো গৃহেষু চ।
মঙ্গল্যশ্চ পবিত্রশ্চ নকুলঃ কিং হতস্ত্বয়া ॥ ১৩৩ ॥
বার্য্যমাণোঽপি হি ময়া ঘাতিতো নকুলস্ততঃ।
ততো মম ন ভার্য্যাসি ন চাহন্তে পতিঃ স্থিতঃ।
কিঞ্চ তেন ন হন্মি ত্বাং স্ত্রিয়োঽবধ্যাঃ সদৈব যৎ ॥১৩৪॥
ইত্যুক্ত্বা রাজপুত্রস্তাং নিবৃত্তো নগরং প্রতি।

এবং ক্রোধং সমাদায় নষ্টস্নেহৌ পরস্পরম্॥ ১৩৫॥
এবং গচ্ছতি কালে বৈ কোশলায়াং জনাধিপঃ।
শৃণোতি তাং কথাং সর্ব্বাং বধ্বং নকুলসর্পয়োঃ॥ ১৩৬॥
এবং শ্রুত্বা যথান্যায়ং সক্রোধৌ তাবুভাবপি।
ততঃ কঞ্চুকিনশ্চৈব স্বামাত্যানগ্রতঃ স্থিতান্।
পুত্রং মম বধূঞ্চৈব সমানয়ত সত্বরম্॥ ১৩৭॥
ততো বৈ রাজভৃত্যাস্তু রাজ্ঞো বৈ প্রিয়কারিণঃ।
রাজাজ্ঞাং তাং পুরস্কৃত্য বধূং পুত্রঞ্চ সাদরম্।
আনীয় দর্শয়ামাসুর্যত্র রাজা স্বয়ং স্থিতঃ॥ ১৩৮॥
বধূপুত্রৌ ততো দৃষ্ট্বা রাজা বচনমব্রবীৎ।
পুত্র কুত্র গতং প্রেম যুবয়োস্তৎসমাহিতম্।
স্নেহশ্চ ক্ব গতঃ পূর্ব্বো বিরুদ্ধাচরণৌ কথম্॥ ১৩৯॥
আসীদ্যা যুবয়োঃ প্রীতিরন্যোঽন্যং জতুকাষ্ঠবৎ।
দর্পণে প্রতিবিম্বঞ্চ দৃশ্যতে যদ্বদাত্মনঃ।
সম্মুখত্বেন চ সদা তদ্বদ্বাং যাঽভবৎপুরা॥ ১৪০॥
দক্ষা সুশীলা শর্ম্মিষ্ঠা নৈনাং ত্যক্তুং ত্বমর্হসি।
অপ্রিয়ং নোক্তপূর্ব্বন্তু যয়া পরিজনেঽপি চ।
মিষ্টান্নসাধনে দক্ষা ত্বয়া ত্যক্তুং ন যুজ্যতে॥ ১৪১॥
ধর্ম্মসর্ব্বস্বভূতেয়ং স চ যোষিৎকৃতঃ খলু।
অহো সত্যং জনানাঞ্চ স তু স্ত্রীভ্যঃ সুতঃ কুলম্॥ ১৪২॥
ততঃ পিতুর্ব্বচঃ শ্রুত্বা রাজপুত্রো যশস্বিনী।
উভৌ তচ্চরণৌ গৃহ্য পিতরং প্রত্যভাষত॥ ১৪৩॥
দোষো ন বিদ্যতে তাত স্নুষায়াং কোঽপি কুত্রচিৎ।
কিং মে তু বার্য্যমাণাপি নকুলং মেঽগ্রতোঽহনৎ॥ ১৪৪॥

ততোঽভবন্মম ক্রোধো দৃষ্ট্বা পাতিতমগ্রতঃ।
ক্রোধাসক্তেন তু ময়া যথেয়ং পরিভাষিতা॥ ১৪৫॥
মম ভার্য্যা ন ভবতী ন চাহন্তব বৈ পতিঃ।
এতচ্চ কারণং নান্যং কিঞ্চিদ্রাজন্ন সংশয়ঃ॥ ১৪৬॥
ততঃ পতিবচঃ শ্রুত্বা প্রাগ্‌জ্যোতিষকুলোদ্ভবা।
শিরসা প্রণতিঙ্কৃত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ১৪৭॥
অপরাধবিহীনশ্চ ভীতশ্চ ভুজগস্তথা।
শতশো বার্য্যমাণেন শীঘ্রমেব নিপাতিতঃ॥ ১৪৮॥
ততঃ সর্পবধং দৃষ্ট্বা ক্রোধসন্তপ্তমানসা।
নাভাষিতঃ কিমপি নো ময়ৈষদবধেহি বৈ॥ ১৪৯॥
বধূপুত্রবচঃ শ্রুত্বা কোশলানাং জনেশ্বরঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যমুভয়োর্জ্জনসংসদি॥ ১৫০॥
অনেন নিহতঃ সর্পস্ত্বয়া চ নকুলো হতঃ।
কথং বা ক্রিয়তে ক্রোধস্তন্মে বক্তুমিহার্হথ॥ ১৫১॥
হতে তু নকুলে পুত্র কিন্তে ক্রোধস্য কারণম্।
রাজপুত্রি হতে সর্পে কিং বা তে মন্যুকারণম্॥ ১৫২॥
ততঃ পিতুর্ব্বচঃ শ্রুত্বা কোশলেশ্বরনন্দনঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং রাজপুত্রো মহাযশাঃ॥ ১৫৩॥
এতেন কিং বা প্রশ্নেন নৈতৎ প্রষ্টুং ত্বমর্হসি।
এনাং পৃচ্ছ মহারাজ জ্ঞাস্যতে কায়চেষ্টিতম্॥ ১৫৪॥
পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা কোশলানাং জনেশ্বরঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং ধর্ম্মসংযোগসাধনম্॥ ১৫৫॥
ব্রূহি পুত্র যথান্যায়ং যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
প্রীতিবিচ্ছেদকারণমুভয়োরিহ কথ্যতাম্॥ ১৫৬॥

জাতাঃ সম্বর্দ্ধিতাঃ পুত্রাঃ সর্ব্বকামেষু নিষ্ঠিতাঃ।
পিতৃপৃষ্টস্তু যদ্যা হ্যং গোপয়ন্তি সুতাধমাঃ ॥ ১৫৭ ॥
সত্যং বা যদি বাঽসত্যং ন ব্রুবন্তি কদাচন।
পতন্তি নরকে ঘোরে রৌরবে তপ্তবালুকে ॥ ১৫৮ ॥
পিত্রা পৃষ্ঠস্তু যে ব্রূয়ুঃ শুভং বাশুভমেব বা।
দিব্যাঞ্চ তে গতিং যান্তি যা গতিঃ সত্যবাদিনাম্ ॥ ১৫৯॥
অবশ্যমেব তদ্বাক্যং বক্তব্যং মম সন্নিধৌ।
যস্য দোষেণ তে পুত্র নষ্টা প্রীতিগুণাকর ॥ ১৬০ ॥
ততঃ পিতুর্ব্বচঃ শ্রুত্বা কোশলানন্দিবর্দ্ধনঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা তত্রৈব জনসংসদি ॥ ১৬১ ॥
গচ্ছন্ত্বেব জনঃ সর্ব্বো যথান্যায়ং গৃহাণি বৈ।
প্রাতস্ত্বাং কথয়িষ্যামি যদ্বক্তব্যমবশ্যকম্ ॥ ১৬২ ॥
প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যাং দুন্দুভীনাং নিনাদনৈঃ।
বিবুদ্ধঃ কোশলশ্রেষ্ঠঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ১৬৩ ॥
তদা কমলপত্রাক্ষো রাজপুত্রো মহাযশাঃ।
স্নাত্বা স মঙ্গলৈর্যুক্তো রাজদ্বারমুপাগতঃ ॥ ১৬৪ ॥
ততস্তু কঞ্চুকী গত্বা রাজ্ঞে চৈব ন্যবেদয়ৎ।
দ্বারি তিষ্ঠতি পুত্রস্তে তব দর্শনলালসঃ ॥ ১৬৫ ॥
কঞ্চুকেস্তু বচঃ শ্রুত্বা কোশলানাং জনেশ্বরঃ।
শীঘ্রং প্রবেশয় সুতং কঞ্চুকে সাধুবাহিনম্।
ইত্যুক্তো রাজপুত্রস্তু প্রাবেশয়দনুজ্ঞয়া ॥ ১৬৬ ॥
রাজপুত্রঃ পিতুর্ব্বেশ্ম প্রবিশ্য নিয়তঃ শুচিঃ।
ববন্দে চরণৌ মূর্দ্ধ্না নিষীদেতি সুতস্ততঃ।
তমব্রবীৎ পিতা জীব জয়েত্যুক্ত্বা মুদান্বিতঃ ॥ ১৬৭ ॥

পিতৃপুত্রৌ তু বিজ্ঞেয়ৌ জনৈস্ত্বেকত্র সংস্থিতৌ।
হর্ষিতস্ত্বান্তরে। বাহ্যঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ॥ ১৬৮ ॥
ততঃ পুত্রং প্রহস্যাহ কুমারং স জনাধিপঃ।
বদ পুত্র মহাভাগ পূর্ব্বং পৃষ্টং ময়া হি যৎ।
যুবয়োঃ প্রীতিবিচ্ছেদে কারণং গোপিতং হি যৎ ॥১৬৯॥
ততো রাজকুমারস্তং পিতরং প্রত্যভাষত।
অবশ্যমেব বক্তব্যং ত্বয়া পৃষ্টেন নিষ্ফলম্।
তদ্গুহ্যং হি মহারাজ প্রীতিবিচ্ছেদকারকম্ ॥ ১৭০ ॥
যদীচ্ছসি মহারাজ শ্রোতুং গুহ্যমিদং মহৎ।
আগচ্ছ তাত কুব্জাম্রে ময়া সহ মহীপতে ॥ ১৭১ ॥
তত্র তে কথয়িষ্যামি কোশলাধিপতে ত্বরন্।
যত্ত্বয়া পৃচ্ছিতং হ্যেতদ্গুহ্যং পূর্ব্বমনিন্দিতম্ ॥ ১৭২ ॥
ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য বৈ নৃপঃ।
বাঢ়মিত্যেব তত্রাহ পুত্রপ্রেম্না সমন্বিতঃ ॥ ১৭৩ ॥
রাজপুত্রে গতে সুভ্রু অমাত্যানাঞ্চ সন্নিধৌ।
উবাচ মধুরং বাক্যং যে বৈ তত্র সমাগতাঃ ॥ ১৭৪ ॥
অমাত্যাঃ শৃণুতেমং মে বচনঙ্কৃতনিশ্চয়ম্।
কুব্জাম্রকং প্রতি বয়ং গচ্ছামস্তস্য সাধনম্ ॥ ১৭৫ ॥
শীঘ্রং সম্পাদ্যতাঞ্চৈব যুজ্যন্তাং গজবাজিনঃ।
রাজ্ঞো বচস্তে সংশ্রুত্য তমূচুঃ কৃতমেব তৎ ॥ ১৭৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা সপ্তরাত্রেণ সর্ব্বং সম্পাদ্য সাধনম্।
গজাশ্বপশুযানাদিকার্ষাপণকধেনুকম্ ॥ ১৭৭ ॥
সুবর্ণরত্নবস্ত্রাণি অন্নঞ্চান্যদপেক্ষিতম্।
রাজানন্তে সমাগত্য সিদ্ধমিত্যূচুরীশ্বরম্ ॥ ১৭৮ ॥

ততঃ স রাজশার্দ্দূলঃ পুত্রমাহ বসুন্ধরে।
রাজ্যং শূন্যং কথন্ত্যক্ত্বা গমিষ্যামো বয়ং সুত॥ ১৭৯॥
ততঃ পিতুর্ব্বচঃ শ্রুত্বা রাজপুত্রো মহাযশাঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং গৃহীত্বা চরণৌ পিতুঃ॥ ১৮০॥
কনীয়ানেষ মে ভ্রাতা একোদরসমুদ্ভবঃ।
এতস্য দীয়তাং রাজ্যং যথান্যায়েন চাগতম্॥ ১৮১॥
পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা কোশলানাং কুলোদ্বহঃ।
বর্ত্তমানেঽপি চ জ্যেষ্ঠে কনীয়ান্ কথমর্হতি॥ ১৮২॥
ততঃ পিতুর্ব্বচঃ শ্রুত্বা কোশলায়াঃ কুলোদ্ভবঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং পিতরন্ধর্ম্মকারণাৎ॥ ১৮৩॥
অনুজানামি তে তাত দীয়মানাং বসুন্ধরাম্।
নাস্য ধর্ম্মবিলোপস্তু ভুঞ্জমানস্য মেদিনীম্॥ ১৮৪॥
নাহং কুব্জাম্রকঙ্গত্বা নিবর্ত্তিষ্যে কদাচন।
এতৎ সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ তাত তে কথিতং ময়া॥ ১৮৫॥
পুত্রেণ চাভ্যনুজ্ঞাতঃ কনীয়ানভিষেচিতঃ।
স মুখ্যেনাভ্যনুজ্ঞাতো ভূমে ভূপতিসত্তমঃ॥ ১৮৬॥
ততো দীর্ঘেণ কালেন স্থানং কুব্জাম্রকং গতঃ।
অন্তঃপুরেণ সহিতঃ সর্ব্বদ্রব্যসমন্বিতঃ॥ ১৮৭॥
ততস্তীর্থবিধিং কৃত্বা দত্ত্বা দানানি ভূরিশঃ।
অন্নবস্ত্রসুবর্ণানি গোহস্ত্যশ্বভুবস্তথা॥ ১৮৮॥
ততো বহুতিথে কালে ব্যতীতে সতি ধীমতাম্।
ততঃ কদাচিদ্ভূপালো রাজপুত্রমুপস্থিতম্।
দম্পত্যোঃ প্রীতিবিচ্ছেদং গুহ্যন্তং সমপৃচ্ছত॥ ১৮৯॥
স্থানং পাবনকং বংস বিষ্ণোঃ পাদসমাশ্রয়ম্।

দত্তানি ধনরত্নানি জাতস্তস্য বিধিঃ পরঃ ॥ ১৯০ ॥
ইদানীং ব্রূহি সত্যং তদ্যৎ কৃতে সুন্দরী স্নুষা।
অদুষ্টকারিণী যুক্তা কুলশীলগুণান্বিতা।
ত্বয়া মিথ্যৈব কিন্ত্যক্তা তদ্গুহ্যং বদ পুত্রক ॥ ১৯১ ॥
ততঃ স পিতরম্প্রাহ রাত্রির্গচ্ছতু সুপ্যতাম্।
শ্বঃ প্রভাতে ততঃ সর্ব্বং কথয়িষ্যামি তৎপুনঃ ॥১৯২॥
অতো রাত্র্যাং ব্যতীতায়া মুদিতে চ দিবাকরে।
কৃতোদকস্তু গঙ্গায়াং ক্ষৌমবস্ত্রবিভূষিতঃ ॥ ১৯৩ ॥
অর্চ্চয়িত্বা যথান্যায়ং মাঞ্চৈব গুরুবৎসলঃ।
পিতুঃ প্রদক্ষিণঙ্কৃত্বা বাক্যমেতদুদাহরৎ ॥ ১৯৪ ॥
এহ্যেহি তাত গচ্ছামঃ যস্ত্বং গুহ্যানি পৃচ্ছসি।
শৃণু তত্ত্বেন মে রাজন্ যত্ত্বয়া পূর্ব্বপৃচ্ছিতম্ ॥ ১৯৫ ॥
রাজপুত্রশ্চ বৈ রাজা সা চ পঙ্কজলোচনা।
গতা নির্ম্মাল্যকূটং বৈ যত্তদ্বৃত্তং পুরাতনম্ ॥ ১৯৬ ॥
নির্ম্মাল্যন্তু সমাসাদ্য রাজপুত্রো মহাতপাঃ।
উভৌ তৌ চরণৌ গৃহ্য পিতরং প্রত্যভাষত ॥ ১৯৭ ॥
নকুলোঽহং মহারাজ বসামি কদলীতলে।
ততোঽহং কালসংযুক্তঃ প্রাপ্তো নির্ম্মাল্যকূটকম্ ॥১৯৮॥
ততস্ত্বাশীবিষা সর্পী সর্পতেঽত্র জনাধিপ।
ভক্ষয়ন্তি সুগন্ধানি পুষ্পাণি বিবিধানি চ ॥১৯৯॥
দৃষ্ট্বা তু তাং মহাব্যালীং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
অচিরেণৈব কালেন তস্যাঙ্কং সহসা গতঃ ॥ ২০০ ॥
তয়া সহ মহারাজ ঘোরং যুদ্ধমবর্ত্তত।
মাসমাসস্তু দ্বাদশ্যাং তব কশ্চিন্ন পশ্যতি ॥ ২০১ ॥

যুধ্যমানস্য মে তত্র গাত্রৈশ্চৈব নিগূহতঃ।
নাসাবংশে ত্বয়া দষ্টো ভুজঙ্গ্যা চ তদন্তরে ॥ ২০২ ॥
ময়াপি বিষদিগ্ধেন নিহতা চ ভুজঙ্গমা।
উভৌ প্রাণান্ পরিত্যজ্য উভৌ পঞ্চত্বমাগতৌ ॥ ২০৩ ॥
মৃতৌ স্বকালে রাজেন্দ্র ক্রোধমোহপরিচ্যুতৌ।
জাতোঽহং তব পুত্রস্তু কোশলাধিপতে প্রিয়ঃ ॥২০৪॥
এবং মে ঘাতিতঃ সর্পস্তং ক্রোধবশনিশ্চয়াৎ।
এতদ্‌গুহ্যং ময়া রাজন্ যত্ত্বয়া পূর্ব্বপৃচ্ছিতম্ ॥ ২০৫ ॥
রাজপুত্রবচঃ শ্রুত্বা বধূর্ব্বচনমব্রবীৎ।
অহং সর্পী মহারাজ পুরা নির্ম্মাল্যকূটকে ॥ ২০৬ ॥
যুধ্যমানা তু তেনৈব নকুলেন নিপাতিতা।
প্রাগ্‌জ্যোতিষকুলে জাতা জাতা তব বধূস্ততঃ ॥ ২০৭ ॥
তেন ক্রোধেন নৃপতে মূচ্ছিতা মরণম্প্রতি।
ঘাতিতো নকুলশ্চৈতদ্‌গুহ্যং প্রোক্তং তব প্রভো ॥২০৮॥
বধূপুত্রবচঃ শ্রুত্বা স রাজা সংশিতব্রতঃ।
মায়াতীর্থং সমাসাদ্য ততঃ পঞ্চত্বমাগতঃ ॥ ২০৯ ॥
রাজপুত্রো বিশালাক্ষী রাজপুত্রী যশস্বিনী।
পৌণ্ডরীকে ততস্তীর্থে তেঽপি পঞ্চত্বমাগতাঃ।
গতাস্তে পরমং স্থানং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ২১০ ॥
রাজা বা রাজপুত্রশ্চ রাজপুত্রী যশস্বিনী।
মম চৈব প্রসাদেন তপসশ্চ বলেন চ।
কৃত্বা সুদুষ্করং কর্ম্ম শ্বেতদ্বীপমুপাগতাঃ ॥ ২১১ ॥
যোঽসৌ পরিজনো দেবি কৃত্বা তু সুকৃতং মহৎ।
সোঽপি সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তঃ শ্বেতদ্বীপমুপাগতঃ ॥২১২॥

এষ তে কথিতা দেবি পুষ্টিঃ কুব্জাম্রকস্য চ।
তস্য ব্রাহ্মণমুখ্যস্য রৈভ্যস্য কথিতা ময়া ॥ ২১৩ ॥
এতৎপুণ্যং পরঞ্জপ্যং চাতুর্ব্বর্ণ্যেন সর্ব্বদা।
সর্ব্বকর্ম্মসু মুখ্যঞ্চ এতদেব বিশিষ্যতে।
তেজসাঞ্চ মহত্তেজস্তপসাঞ্চ মহত্তপঃ ॥ ২১৪ ॥
এতন্ন মূর্খমধ্যস্তু পঠেচ্চাপি কদাচন।
ন পঠেদ্দেশাম্নমধ্যে তু বেদবেদাঙ্গনিন্দকে ॥ ২১৫ ॥
ন পঠেদ্গুরুবিদ্বিষ্টে ন পঠেচ্ছাস্ত্রদূষকে।
পঠেদ্ভাগবতানাঞ্চ মধ্যে দীক্ষাবতাস্তথা ॥ ২১৬ ॥
য এতৎ পঠতে ভূমে কল্যমুত্থায় মানবঃ।
তারয়েচ্চ স্বকুলজান্ দশপূর্ব্বান্দশাপরান্ ॥ ২১৭ ॥
এতত্তু পঠমানো বৈ যস্তু প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
চতুর্ভুজশ্চ জায়েত মল্লোকেষু প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২১৮ ॥
এতত্তে কথিতং ভূমে স্থানং কুব্জাম্রকে তথা।
মম ভক্তসুখার্থায় কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি ॥ ২১৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে কুব্জাম্রকমাহাত্ম্যে রৈভ্যানুগ্রহণং নাম ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং ধর্ম্মাংস্ততঃ শ্রুত্বা বহুমোক্ষার্থকারণাৎ।
প্রত্যুবাচ ততো ভূমির্লোকনাথং জনার্দ্দনম্॥ ১॥
অহো প্রভাবঃ ক্ষেত্রস্য কথ্যমানোঽতিপুষ্কলম্।
অহং ভারভরাক্রান্তা লঘুর্জ্জাতাস্মি ধাবতী॥ ২॥
বিমোহা চ বিশুদ্ধা চ শৃণ্বমাণা ত্বিমাং প্রভো।
অহং লোকেষু বিখ্যাতা মুখাত্তব বিনিঃসৃতা॥ ৩॥
পুনঃ পৃচ্ছামি তে দেব সংশয়ং ধর্ম্মসংহিতম্।
যেন ধর্ম্মবিধানেন দীক্ষা প্রাপ্যেত পুষ্কলা॥ ৪॥
এতন্মে পরমং গুহ্যং পরং কৌতূহলঞ্চ মে।
ধর্ম্মসঙ্গ্রহণার্থায় তদ্ভবান্ বক্তুমর্হসি॥ ৫॥
ততো মহীবচঃ শ্রুত্বা মেঘদুন্দুভিনিঃস্বনঃ।
বরাহরূপী ভগবান্ প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্॥ ৬॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি মম ধর্ম্মং সনাতনম্।
দেবা এতন্ন জানন্তি যে চ যোগব্রতে স্থিতাঃ॥ ৭॥
এতং ধর্ম্মং বরারোহে মাঙ্গল্যমুখনিঃসৃতম্।
অহমেকো বিজানামি মদ্ভক্তা যে জনা ভুবি॥ ৮॥
যচ্চ পৃচ্ছসি মে ভদ্রে দীক্ষাং ভাগবতীং কথাম্।
তং শৃণুষ্ব বরারোহে কর্ম্মসংসারমোক্ষণম্॥ ৯॥
ময়োক্তাং লভতে কশ্চিদ্দীক্ষাঞ্চৈব সুখাবহাম্।
চাতুর্ব্বর্ণ্যবিধানেন তান্দীক্ষাং শৃণু সুন্দরি॥ ১০
ময়ি শান্তং মনঃ কৃত্বা তড়ুং কৃষ্টঞ্চ সুন্দরি

অভিগচ্ছেদ্‌গুরূন্দেবি শাধি শিষ্যোঽস্মি মাং গুরো ॥১১॥
তদাজ্ঞান্তু পুরস্কৃত্য দীক্ষাদ্রব্যানথাহরেৎ।
লাজা মধু কুশাশ্চৈব ঘৃতঞ্চামৃতসন্নিভম্॥ ১২ ॥
গন্ধং সুমনসো ধূপং দীপং প্রাপণকাদিকম্।
কৃষ্ণাজিনঞ্চ পালাশং দণ্ডঞ্চৈব কমণ্ডলুম্॥ ১৩ ॥
ঘটং বাসঃ পাদুকাঞ্চ শুক্লযজ্ঞোপবীতকম্।
যন্ত্রিকামর্ঘপাত্রীঞ্চ চরুস্থালীং সদর্ব্বিকাম্।
তিলব্রীহিযবাংশ্চৈব বিবিধাংশ্চ ফলোদকম্॥ ১৪ ॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যান্নপানঞ্চ কর্ম্মণ্যাংশ্চৈব সঞ্চয়ান্।
দীক্ষিতা যদি ভুঞ্জন্তি মম কর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ১৫ ॥
যানি কানি চ বীজানি রত্নানি বিবিধানি চ।
কাচকাদীনি সুশ্রোণি তানি শীঘ্রমুপাহরেৎ ॥ ১৬ ॥
এতান্যেবোপহার্য্যাণি গুরুমূলে ততঃ পরম্।
স্নাত্বা মঙ্গলসংযুক্তো দীক্ষাকামশ্চ ব্রাহ্মণঃ।
গুরোশ্চরণৌ সংগৃহ্য ব্রূহি কিঙ্করবাণি তে ॥ ১৭ ॥
ততস্তু গুরুরনুজ্ঞাতো বেদীং কুর্য্যাচ্চ পুষ্কলাম্।
ব্রাহ্মণো দীক্ষমাণস্তু চতুরস্রাস্তু ষোড়শ।
হস্তান্ কৃত্বা তত্র চ কলশোপরি যুঞ্জয়েৎ ॥ ১৮ ॥
প্রতিষ্ঠাপ্য বিধানেন ধান্যোপরি দৃঢ়ং নবম্।
জলেন পূরিতং মন্ত্রৈঃ পুষ্পপল্লবশোভিতম্॥ ১৯ ॥
তস্যোপরি তিলৈঃ পূর্ণপাত্রং স্থাপ্য বিধানতঃ।
পূজয়েন্মাং গুরুং দ্রব্যৈঃ শিষ্যেণৈবোপকল্পিতৈঃ ॥ ২০ ॥
তত্রার্চ্চনবিধিং কৃত্বা গুরুর্দ্ধর্ম্মবিনিশ্চয়ঃ।
পূর্ব্বোক্তানি চ দ্রব্যাণি বেদীমধ্যমুপাহরেৎ ॥ ২১ ॥

চতুরঃ কলশান্দদ্যাচ্চতুষ্পার্শ্বেষু সুন্দরি।
বারিপূর্ণান্ শুভান্ শুদ্ধান্ সহকারবিভূষিতান্ ॥ ২২ ॥
সর্ব্বতঃ শুক্লসূত্রেণ বেষ্টয়েত তথানঘে।
পূর্ণপাত্রাণি চত্বারি চতুষ্পার্শ্বেষু স্থাপয়েৎ ॥ ২৩ ॥
এবং মন্ত্রং ততঃ কৃত্বা দদ্যাদ্দীক্ষাপ্রযোজকঃ।
সা চ মন্ত্রা যথান্যায়ং যেন বা তুষ্যতে গুরুঃ ॥ ২৪ ॥
যথান্যায়েন সংগৃহ্য গুরুকর্ম্মবিনিশ্চিতঃ।
প্রপদ্যাবসথং বিপ্রোদীক্ষাণাং পরিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৫ ॥
উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং ভূত্বা পূর্ব্বমুখস্ততঃ।
সর্ব্বাংস্তু শ্রাবয়েচ্ছিষ্যান্দীক্ষণার্থং ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥
যস্তু ভাগবতান্ দৃষ্টা স্বয়ং ভাগবতঃ শুচিঃ।
অভ্যুত্থানং ন কুর্ব্বীত তেনাহন্তু বিহিংসিতঃ ॥ ২৭ ॥
কন্যান্দত্ত্বা পুনস্তাস্তু কর্ম্মণা নোপপাদয়েৎ।
অষ্টৌ পিতৃগণাস্তেন হিংসিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥
ভার্য্যাং প্রিয়সখীং যস্তু সাধ্বীং হিংসতি নির্ঘৃণঃ।
ন তেন তাং প্রাপ্নুবন্তি হিংসকাশ্চকুটযোনিজাঃ ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ গোঘ্নশ্চ কৃতপাতকাঃ।
এতাক্তিষ্যান্ বিবর্জ্জেত উক্তা যে চান্যপাতকাঃ ॥ ৩০ ॥
বিল্ববৃক্ষোডুম্বরশ্চ তথা চান্যে কদাচন।
কর্ম্মণ্যাশ্চৈব যে বৃক্ষা ন ছেত্তব্যাঃ কদাচন ॥ ৩১ ॥
যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং মোক্ষধর্ম্মং সনাতনম্।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যঞ্চ তং শিষ্যং বেদিতব্যং তদন্তরে ॥ ৩২ ॥
করীরস্য বধ্বঃ শস্তঃ কলান্যৌডুম্বরস্য চ।
সদ্যোভক্ষী ভবেত্তেন অভক্ষ্যা পূতিবাসিকা ॥ ৩৩ ॥

ন ভক্ষণীয়ং বারাহং মাংসং মৎস্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।
অভক্ষ্যা ব্রাহ্মণৈরেতে দীক্ষিতৈশ্চ ন সংশয়ঃ॥ ৩৪॥
পরীবাদং ন কুর্ব্বীত ন হিংসাং বা কদাচন।
পৈশুন্যন্ন চ কর্ত্তব্যং স্তৈন্যং বাপি কদাচন॥ ৩৫॥
অতিথিঞ্চাগতন্ দৃষ্টা দূরাধ্বানং গতং ক্বচিৎ।
সংবিভাগস্তু কর্ত্তব্যো যেন কেনাপি পুত্রক॥ ৩৬॥
গুরুপত্নী রাজপত্নী ব্রাহ্মণস্ত্রী কদাচন॥
মনসাপি ন গন্তব্যা এবং বিষ্ণুঃ প্রভাষতে॥ ৩৭॥
কনকাদীনি রত্নানি যৌবনস্থা চ কামিনী।
তত্র চিত্তং ন কর্ত্তব্যমেবং বিষ্ণুঃ প্রভাষতে॥ ৩৮॥
দৃষ্টা পরস্য ভাগ্যানি আত্মনো ব্যসনন্তথা।
তত্র মন্যুর্ন কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৩৯॥
এবং ততঃ শ্রাবয়ীত দীক্ষাকামং বসুন্ধরে।
ছত্রঞ্চোপানহঞ্চৈব মনসা চোপকল্পয়েৎ।
দ্বে দ্বে ঔডুম্বরস্য পত্রে বেদীমধ্যে তু স্থাপয়েৎ॥ ৪০॥
ক্ষুরঞ্চৈব বরারোহে জলপূর্ণঞ্চ ভাজনম্।
মমাবাহনপূর্ব্বস্তু মন্ত্রেণ বিধিনার্চ্চয়েৎ॥ ৪১॥

ওঁ মন্ত্রঃ—সপ্ত দ্বীপানি সপ্ত সাগরাশ্চ সপ্ত পর্ব্বতাশ্চ দশ স্বর্গসহস্রাশ্চ সমস্তাশ্চ নমোঽস্তু সর্ব্বাস্তে হৃদয়ে বসন্তি। যশ্চৈতদ্বর্ষতি পুনরুন্নমতি। ওঁ ভগবন্বাসুদেব মমৈতৎসারয় যুক্তং বরাহরূপসৃষ্টেন পৃথিব্যাস্তু মন্ত্রানুস্মরণঞ্চ য আজ্ঞাপয়ানুভাবনাস্মাকমাজ্ঞপ্তমনুচিন্তয়িত্বা ভগবন্নাগচ্ছ দীক্ষাকামবিপ্রস্ত্বৎপ্রসাদাত্তু দীক্ষতি। এতন্মন্ত্রমুদাহরিত্বা শিরসা জানুভ্যামবনিং গতেন ভবিতব্যম্। ওঁ স্বাগতং স্বাগতবানিতি।

ততএতেন মন্ত্রেণ আনয়িত্বা বসুন্ধরে।
অর্ঘ্যং পাদ্যঞ্চ দাতব্যং মন্ত্রেণ বিধিনিশ্চয়াৎ ॥ ৪২ ॥
মন্ত্রঃ—অক্লতম্নে দেবানস্তুরাক্লতম্নরুদ্রেণ ব্রাহ্মণায় চ লব্ধং সর্ব্বমিমাং ভগবতেহস্তু দত্তং প্রতিগৃহ্নীষ্ব চ লোকনাথ।
এবং ভূমে ততো দত্ত্বা অর্ঘ্যম্পাদ্যঞ্চ কর্ম্মণা।
ক্ষুরং গৃহীত্বা যথান্যায়মিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৪৩ ॥
মন্ত্রঃ—এবং বরুণঃ পাতু শিষ্য তে বপতঃ শিরঃ।
জলেন বিষ্ণুযুক্তেন দীক্ষা সংসারমোক্ষণম্ ॥ ৪৪ ॥
একস্য কলশন্দদ্যাৎ কর্ম্মকারস্য সুন্দরি।
নিষ্কলস্ত-শিরঃ কৃত্বা শোণিতেন বিবর্জ্জিতম্।
পুনঃ স্নানং ততঃ কৃত্বা শীঘ্রমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
এতস্য বিধিবৎ কৃত্বা দীক্ষাকামস্য সুন্দরি।
দত্ত্বা সংসারমোক্ষায় সর্ব্বকামবিনিশ্চিতঃ।
জানুভ্যামবনীং গত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৪৬ ॥
ওঁ মন্ত্রঃ—বেদাম্যহং ভাগবতাংশ্চ সর্ব্বান্
সুদীক্ষিতা যে গুরবশ্চ সর্ব্বে।
বিষ্ণুপ্রসাদেন চ লব্ধদীক্ষা
মম প্রসীদন্তু নমামি সর্ব্বান্ ॥ ৪৭ ॥
নত্বা তু ভগবদ্ভক্তান্ প্রজ্বাল্য চ হুতাশনম্।
ঘৃতেন মধুমিশ্রেণ লাজৈঃ কৃষ্ণতিলৈস্তথা ॥ ৪৮ ॥
সপ্তবারাংস্ততো দত্ত্বা বিংশতিঞ্চ তিলোদনম্।
জানুভ্যামবনিং গত্বা ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ৪৯ ॥
মন্ত্রঃ—অশ্বিনৌ দিশঃ সোমসূর্য্যৌ সাক্ষিমাত্রং বয়ং প্রসন্নাঃ শৃণ্বন্তু মে সত্যবাক্যং বদামি।

সত্যেন তিষ্ঠতে ভূমিরাপঃ সত্যেন তিষ্ঠতি।
সত্যেন গচ্ছতে সূর্য্যো বায়ুঃ সত্যেন বাতি চ ॥ ৫০ ॥
এবং সত্যং ততঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণোবীক্ষণং পুনঃ।
গুরুম্প্রসাদয়েত্তত্র মন্ত্রেণ বিধিনার্চ্চয়ন্ ॥ ৫১ ॥
ত্রিঃ প্রদক্ষিণাঃ কৃত্বা দেবং ভাগবতং গুরুম্।
গুরুপাদৌ তু সংগৃহ্য ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৫২ ॥
মন্ত্রঃ—গুরুদেবপ্রসাদেন লব্ধা দীক্ষাং যদৃচ্ছয়া।
যশ্চৈবাপকৃতং কিঞ্চিদ্গুরুর্মর্ষয়তাং মম ॥ ৫৩ ॥
এবং প্রসাদয়িত্বা তু শিষ্যো মন্ত্রেণ সুন্দরি।
বেদীমধ্যে স্থাপয়িত্বা ভূত্বা পূর্ব্বমুখস্ততঃ।
শিষ্যমেব ততো দৃষ্টা গৃহীত্বা চ কমণ্ডলুম্।
শুক্লযজ্ঞোপবীতঞ্চ ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ৫৪ ॥
মন্ত্রঃ—বিষ্ণুপ্রসাদেন গতোঽসি সিদ্ধিং
প্রাপ্তা চ দীক্ষা সকমণ্ডলুশ্চ।
গৃহীত্বা তু করাভ্যাং যুক্তোঽসি
কর্ম্মণা ক্রিয়য়াশ্চৈব ॥ ৫৫ ॥

মুখপদং ততঃ কৃত্বা দীক্ষিতো গুরুণা তথা।
সর্ব্বপ্রদক্ষিণঙ্কৃত্বা ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ৫৬ ॥

অধোঽধো ভূত্বা যদ্যহন্ত্বাম্য-
লঁব্ধো গুরুর্বিষ্ণুদীক্ষা চ লব্ধা।
তব প্রসাদাচ্চ গুরো যথা চ ॥ ৫৭ ॥

এতেন মন্ত্রেণ মুখং পদং কারয়েৎ। শৌচসেকে বৈ কুর্য্যাদ্দেবান্ তন্তুবাসসম্।

এবং বৈ বাস আদত্তে গৃহ্ণু বৎস কমণ্ডলুম্।
ইমং লোকেষু বিখ্যাতং শোধনং সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫৮ ॥
মন্ত্রঃ—গৃহ্ণীষ্ব গন্ধপাত্রাণি সর্ব্বগন্ধং সুখোচিতম্।
সর্ব্ববৈষ্ণবকং শুদ্ধং সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্।
মধুপর্কং গৃহীত্বা তু ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
মন্ত্রঃ—গৃহাণ মধুপর্কঞ্চ প্রাক্‌কায় বিশোধনম্।
ততো গৃহীত্বা চরণৌ গুরোর্যত্নাৎস্তুতোষয়েৎ ॥ ৬০ ॥
শিরসা চাঞ্জলিঙ্কৃত্বা মনশ্চৈব সুসংযতম্।
গুরূপদিষ্টং সন্ধার্য্য ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৬১ ॥
মন্ত্রঃ—শৃণ্বন্তু মে ভাগবতাস্তু সর্ব্বে
গুরুশ্চ মে সর্ব্বকামক্ষয়ঞ্চকার ॥
অহং শিষ্যো দাসভূতস্তথৈব
দেবসমো গুরুশ্চ মে তথোপপন্নম্ ॥ ৬২ ॥
এষাগমে ব্রাহ্মণস্য দীক্ষা ভূমে হ্যুদাহৃতা।
ত্রয়াণামথ বর্ণানাং মম দীক্ষাবিধিঙ্কৃণু ॥ ৬৩ ॥
এতেনৈব বিধানেন দীক্ষয়েত বসুন্ধরে।
উভৌ চ প্রাপ্নুতাং সিদ্ধিমাচার্য্যঃ শিষ্য এব চ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ব্রাহ্মণদীক্ষাসূত্রং নাম
সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়

বরাহ উবাচ।

ক্ষত্রিয়স্য প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
ত্যক্ত্বা প্রহরণান্ সর্ব্বান্ যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্বশিক্ষিতম্।
পূর্ব্বমন্ত্রেণ মে ভূমে তস্য দীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ ॥ ১ ॥
ময়া চ পূর্ব্বমুক্তানি যানি সংসারকানি চ।
তানি সর্ব্বাণি চানীয় একং বর্জ্জ্য যশস্বিনি ॥ ২ ॥
ন দদ্যাৎ কৃষ্ণসারস্য চর্ম্ম তত্র কদাচন।
পালাশং দণ্ডকাষ্ঠঞ্চ দীক্ষায়ান্ন তু কারয়েৎ ॥ ৩ ॥
ছাগস্য চৈব কৃষ্ণস্য চর্ম্ম তত্র প্রদাপয়েৎ।
আশ্বত্থং দণ্ডকাষ্ঠন্তু দীক্ষায়ান্তদনন্তরম্ ॥ ৪ ॥
কৃত্বা দ্বাদশহস্তান্তু বেদীন্তত্রোপলেপয়েৎ।
সর্ব্বং মমোক্তং কর্ত্তব্যং যচ্চ মে পূর্ব্বভাষিতম্ ॥ ৫ ॥
এবং ক্ষত্রিয়দীক্ষায়াং সর্ব্বং সম্পাদ্য যত্নতঃ।
চরণৌ মম সঙ্গৃহ্য ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রঃ—ত্যক্তানি বিষ্ণো শস্ত্রাণি ত্যক্তং সর্ব্বং ক্ষত্রিয়কর্ম্ম সর্ব্বং ত্যক্ত্বা দেবং বিষ্ণুং প্রপন্নোঽহথ সংসারাদ্বৈ জন্মনাস্তারয়স্ব।

এবং ততো বচশ্চোক্ত্বা ক্ষত্রিয়ো মম পার্শ্বতঃ।
উভৌ চ চরণৌ গৃহ্য ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রঃ—নাহং শস্ত্রং দেবদেব স্পৃশামি
পরাপবাদং ন চ দেব ব্রবীমি।

কর্ম্ম করোমি সংসারমোক্ষণ-
ত্ত্বয়া চোক্তমেব বরাহসংস্থান ॥ ৮ ॥
তত এবং বচো শ্রুতে সর্ব্বৈশ্চৈবাত্র পূজয়েৎ।
বিবিধৈর্গন্ধপত্রৈশ্চ ধূপৈশ্চৈব যথোদিতম্ ॥ ৯ ॥
যথোক্তেনৈব তান্ ভূমে ভোজয়েত্তদনন্তরম্।
শুদ্ধান্ ভাগবতাংশ্চৈব এবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
এষা বৈ ক্ষত্রিয়ে দীক্ষা দেবি সংসারমোক্ষণম্।
মৎপ্রসাদেন কর্ত্তব্যং যদীচ্ছেৎসিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১১ ॥
বৈশ্যস্য চৈব বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন সুন্দরি।
দীক্ষা চ যাদৃশী তস্য যথা ভবতি সুন্দরি ॥ ১২ ॥
ত্যক্ত্বা তু বৈশ্যকর্ম্মাণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
যথা চ লভতে সিদ্ধিং তৃতীয়া বর্ণসংস্থিতিঃ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বং তত্র সমানীয় যন্ময়া পূর্ব্বভাষিতম্।
দশহস্তাং ততঃ কৃত্বা বেদীং বেদবিচেতিতঃ ॥ ১৪ ॥
লেপয়েদ্গোময়েনাদৌ পূর্ব্বন্যায়েন তত্র বৈ।
চর্ম্মণাপি তু ছাগস্য স্বগাত্রং পরিবেষ্টয়েৎ ॥ ১৫ ॥
উড়ুম্বরং দন্তকাষ্ঠং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
শুদ্ধভাগবতানাঞ্চ কৃত্বা ত্রিঃ পরিবর্ত্তনম্।
জানুভ্যামবনীঙ্গত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ১৬ ॥
মন্ত্রঃ—অহং বৈশ্যো ভবন্তমুপাগতঃ
প্রমুচ্য কর্ম্মাণি চ বৈশ্যযোগং।
দীক্ষা চ লব্ধা ভগবৎপ্রসাদাৎ
প্রসীদতাং মে ভববন্ধমোক্ষণম্ ॥ ১৭ ॥
মামেবং সোঽপি চোক্ত্বা বৈ মম কর্ম্মপ্রসাদবান্।

গুরোশ্চ চরণৌ গৃহ্য ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ১৮ ॥
ত্যক্ত্বা বৈ কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যক্রয়বিক্রয়ম্।
লব্ধা চ ত্বৎপ্রসাদেন বিষ্ণুদীক্ষা ময়াঽধুনা ॥ ১৯ ॥
দেবাভিবাদনঙ্কৃত্বা পুরো ভাগবতেষু চ।
পশ্চাত্তু ভোজনং দদ্যাদপরাধবহিষ্কৃতম্ ॥ ২০ ॥
এবং দীক্ষা তু বৈশ্যানাং মম মার্গানুসারিণাম্।
যেন মুচ্যন্তি সুশ্রোণি ঘোরসংসারগাগরাৎ ॥ ২১ ॥
শূদ্রস্যাপি প্রবক্ষ্যামি মদ্ভক্তস্য বরাঙ্গনে।
যস্তু দীক্ষাং সমাসাদ্য মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥ ২২ ॥
সর্ব্বসংস্কারদ্রব্যাণি ময়া পূর্ব্বোদিতানি চ।
দীক্ষাকামস্য শূদ্রস্য শীঘ্রং তানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৩ ॥
অষ্টহস্তাং ততো দেবি সংলিপ্য নীয়তাং ততঃ।
চর্ম্ম নীলস্য ছাগস্য কল্পয়েৎ শূদ্রযোনয়ে।
দণ্ডঞ্চ বৈণ্ববং দদ্যান্নীলং বস্ত্রঞ্চ তস্য বৈ ॥ ২৪ ॥
এবং গৃহীত্বা শূদ্রোঽপি দীক্ষায়াঃ কারণং পরম্।
মমৈব শরণং গত্বা ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ২৫ ॥
মন্ত্রঃ—শূদ্রোঽহং শূদ্রকর্ম্মাণি মুক্ত্বা ভক্ষ্যঞ্চ সর্ব্বশঃ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যং ততস্ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা চ শূদ্রকর্ম্ম চ ॥ ২৬ ॥
এবং বদেত্ততো দেবং শূদ্রো দীক্ষাভিকাঙ্ক্ষিণম্।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো লব্ধসংজ্ঞো গতস্পৃহঃ ॥ ২৭ ॥
উভৌ তৌ চরণৌ গৃহ্য গুরোর্ব্বৈ তদনন্তরম্।
গুরোঃ প্রসাদনার্থায় ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ২৮ ॥
মন্ত্রঃ—বিষ্ণুপ্রসাদে গুহ্যং প্রসন্নাৎ পূর্ব্ববচ্চ লব্ধা চৈব সংসারমোক্ষণায় করোমি কর্ম্ম প্রসীদ।

এতন্মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য কুর্য্যাত্তত্র প্রদক্ষিণম্।
চতুরশ্চ যথান্যায়ং পুনশ্চৈবাভিবাদয়েৎ ॥ ২৯ ॥
অনন্তরন্ততঃ কুর্য্যাদ্গান্ধমাল্যেন চার্চ্চনম্।
ভোজয়েচ্চ যথান্যায়মপরাধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩০ ॥
দীক্ষা এষা চ শূদ্রাণামুপচারশ্চ ঈদৃশঃ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং দুঃখসংসারমোক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং যথা ছত্রং প্রদীয়তে ॥ ৩২ ॥
ব্রাহ্মণে পাণ্ডুরঞ্চত্রং ক্ষত্রিয়ে রক্তমেব চ।
বৈশ্যায় পীতং বৈ দদ্যান্নীলং শূদ্রায় দাপয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ।

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য শ্রুত্বা বৈ সা মহী সংশিতব্রতা।
বরাহং পুনরপ্যাহ নত্বা সা ধরণী তদা ॥ ৩৪ ॥

ধরোবাচ।

শ্রুতা দীক্ষা যথান্যায়ং চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য কেশব।
দীক্ষিতৈঃ কিন্নু কর্ত্তব্যং তব কর্ম্মপরায়ণৈঃ ॥ ৩৫ ॥
ততো মহীবচঃ শ্রুত্বা মেঘদুন্দুভিনিস্বনঃ।
বরাহরূপী ভগবানুবাচ স মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩৬ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন কল্যাণি যন্মাত্বং পরিপৃচ্ছসি।
সর্ব্বত্র চিন্তনীয়োঽহং গুহ্যমেব গণান্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥
নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা ধরণী শংসিতব্রতা।
হৃষ্টতুষ্টমনাস্তত্র শ্রুত্বা তচ্চ মহোজসম্।
শুচির্ভাগবতাং শ্রেষ্ঠা তব কর্ম্মণি নিত্যশঃ ॥ ৩৮ ॥

ততঃ কমলপত্রাক্ষী ভক্তাভক্তেষু বৎসলা।
করাভ্যামঞ্জলিঙ্কৃত্বা নারায়ণমথাব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥

ধরণ্যুবাচ।

ত্বদ্ভক্তেন মহাভাগ বিধিনা দীক্ষিতেন চ।
তব চিন্তাপরেণাত্র কিঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ মাধব ॥ ৪০ ॥
কেন চিন্তয়িতব্যস্ত্বমচিন্ত্যো মানুষৈঃ পরঃ।
কিঞ্চ ভাগবতৈঃ কার্য্যং যথাবিত্তং ন শক্যতে ॥ ৪১ ॥
ততো ভূম্যা বচঃ শ্রুত্বা আদিরব্যক্তসম্ভবঃ।
মধুরং স্বরমাদায় প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্ ॥ ৪২ ॥

বরাহ উবাচ।

দেবি তত্ত্বেন বক্ষ্যামি যন্মাত্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যেন চিন্তয়সে চিন্তাং মম কর্ম্মপরায়ণা ॥ ৪৩ ॥
এষা গণান্তিকা নাম দীক্ষাঙ্গবীজনিঃসৃতা।
এতদ্গৃহ্যাং মহাভাগে মম চিন্তাং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৪৪ ॥
দীক্ষিতেন তু শুদ্ধেন মম নিশ্চিতকর্ম্মণা।
গ্রহীতব্যং বিশালাক্ষি মন্ত্রেণ বিধিনাত্র বৈ ॥ ৪৫ ॥
যস্তু ভাগবতো ভূত্বা তদ্গৃহ্ণাতি গণান্তিকাম্।
জনস্য দর্শনস্পর্শসংযুক্তাং বামসংযুতাম্।
তস্য ধর্ম্মো ন বিদ্যেত দীক্ষা তস্য মহাফলা ॥ ৪৬ ॥
যস্তু গৃহ্ণাতি সুশ্রোণি মন্ত্রপূতাং গণান্তিকাম্।
আসুরী নাম সা দীক্ষা যয়াধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৭ ॥
যস্মাদ্গণান্তিকাং গুহ্যাং চিন্তয়েৎ শুদ্ধমানসঃ।
গুহ্যাং গণান্তিকাং যো মাং চিন্তয়েৎ স বুধোত্তমঃ।
জন্মান্তরসহস্রাণি চিন্তিতা তেন তেন সঃ ॥ ৪৮ ॥

গ্রহণস্য প্রবক্ষ্যামি যথা শিষ্যায় দীয়তে।
মন্ত্রং লোকসুখার্থায় তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে ॥ ৪৯ ॥
কৌমুদস্য তু মাসস্য মার্গশীর্ষস্য বাপ্যথ।
বৈশাখস্যাপি মাসস্য শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশী ॥ ৫০ ॥
কুর্য্যান্নিরামিষং তত্র দিনানি ত্রীণি নিশ্চিতঃ।
তস্মিন্ গণান্তিকং গ্রাহ্যং মম ধর্ম্মবিনিশ্চয়াৎ ॥ ৫১ ॥
মমাগ্রতো বরারোহে প্রজ্বাল্য চ হুতাশনম্।
কুশৈরাস্তরণঙ্কৃত্বা স্থাপয়িত্বা গণান্তিকম্ ॥ ৫২ ॥
ততঃ শিষ্যো গুরুশ্চৈব দীক্ষিতঃ শুচিরুত্তমঃ।
নমো নারায়ণেত্যুক্ত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

মন্ত্রঃ—যা ধারিতা পূর্ব্বপিতামহেন
ব্রহ্মণ্যদেবেন ভবোদ্ভবেন।
নারায়ণাদ্দক্ষিণগাত্রজাতাং
হে শিষ্য গৃহ্নীষ্ব স বৈ ত্বমেব ॥ ৫৪ ॥

তত এতেন মন্ত্রেণ গুরুর্গৃহ্য গণান্তিকম্।
শিষ্যায় দত্ত্বা স্নিগ্ধায় ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৫৫ ॥

মন্ত্রঃ—নারায়ণস্য দক্ষিণগাত্রজাতাং
স্বশিষ্য গৃহ্নীষ্ব সময়েন দেবীম্।
এতদ্বিচিন্ত্যাপরএব ভূত্বা
ভবে পুনর্ভাবনমেতি নৈব ॥ ৫৬ ॥

ধরণ্যুবাচ।

স্নানোপকল্পনান্তেষু কিঙ্কর্ত্তব্যন্তু মাধব।
প্রসাধনবিধিশ্চৈব কেন মন্ত্রেণ কল্পয়েৎ।
অকর্ম্মণ্যেন মুচ্যেত তব কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৫৭ ॥

ততো ভূম্যা বচঃ শ্রুত্বা লোকনাথো জনার্দ্দনঃ।
ধর্ম্মসংযুক্তবাক্যেন প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্॥ ৫৮॥

বরাহ উবাচ।

দেবি তত্ত্বেন বক্ষ্যামি যন্মাত্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
স্নানস্থৈবোপচারাণি যানি কুর্ব্বন্তি কর্ম্মিণঃ॥ ৫৮॥
বৃত্তেষ্বেবোপচারেষু জলপ্রধানাণিকেষু চ।
কঙ্কতীঞ্চাঞ্জনৈশ্চৈব দর্পণশ্চৈব সুন্দরি।
যথা মন্ত্রেণ দাতব্যং তৎ শৃণুষ্ব বসুন্ধরে॥ ৬০॥
স্পৃষ্টা তু মম গাত্রাণি ক্ষৌমবস্ত্রেণ সংবৃতঃ।
অঞ্জনং কঙ্কতীশ্চৈব শীঘ্রমেব প্রকল্পয়েৎ॥ ৬১॥
ততো জানুস্থিতো ভূত্বা মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
অঞ্জলৌ কঙ্কতীং গৃহ্য ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ॥ ৬২॥

মন্ত্রঃ—এতাং কঙ্কতীমঞ্জলিস্থাং প্রগৃহ্য
প্রসীদ নারায়ণ শিরঃ প্রসাধি হি।
মহানুভাব বিশ্বনেত্রে স্বনেত্রে
যাভ্যাং পশ্যসে ত্বং ত্রিলোকীম্।
লোকপ্রভো সর্ব্বলোকপ্রধান
এষো জনমঞ্জনং লোকনাথ॥ ৬৩॥

ততঃ সংস্নাপয়েদ্দেবং মন্ত্রেণানেন সুব্রতম্॥ ৬৪॥

মন্ত্রঃ—দেবদেব স্নানীয়মিদং মম কল্পিতং সুবর্ণকলসং গৃহাণ প্রসীদ এষোঽঞ্জলির্ম্ময়া পরিকল্পিতঃ স্নাহি স্নাহীতি।

নমো নারায়ণেত্যুক্ত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ৬৫॥

মন্ত্রঃ—এষা ময়া মাধব ত্বৎপ্রসাদাৎ
গুরুপ্রসাদাচ্চ হি মন্ত্রপূজা।

প্রাপ্তা ময়ৈষা চ গণান্তিকা বৈ
ভবেদধর্ম্মো ন চ মে কদাচিৎ ॥ ৬৬ ॥
য এতেন বিধানেন মম কর্ম্মণি দীক্ষিতঃ।
গুরোর্গৃহীত্বা মহতো মম লোকায় গচ্ছতি।
কুশিষ্যায় ন দাতব্যা পিশুনায় শঠায় চ ॥ ৬৭ ॥
এষা চৈব বরারোহে গৃহীত্বা গণনান্তিকা।
সুশিষ্যায় চ দাতব্যা হস্তে চৈব গণান্তিকা ॥ ৬৮ ॥
উত্তমাষ্টাধিকশতং পঞ্চাশত্তু র্য্যমধ্যমা।
তদর্দ্ধং কন্যসী চাপি পরিমাণেন সুন্দরি ॥ ৬৯ ॥
রুদ্রাক্ষৈরুত্তমা সা তু মধ্যমা পুত্রজীবকৈঃ।
পদ্মাক্ষৈঃ কন্যসী জ্ঞেয়া দেবি তে কথিতা ময়া ॥ ৭০ ॥
এতৎ কশ্চিন্ন জানাতি জন্মান্তরশতৈরপি।
সর্ব্বলোকহিতাং শুদ্ধাং মোক্ষকামাং গণান্তিকাম্ ॥ ৭১ ॥
নোচ্ছিষ্টঃ সংস্পৃশেত্তান্তু স্ত্রীণাং হস্তে ন কারয়েৎ।
আকাশে স্থাপনং কুর্য্যান্ন চ বামেন সংস্পৃশেৎ ॥ ৭২ ॥
ন দর্শয়েচ্চ কস্যাপি চিন্তয়িত্বা তু পূজয়েৎ।
এতত্তে পরমং গুহ্যমাখ্যাতং মোক্ষদায়কম্ ॥ ৭৩ ॥
এবং হি বিধিপূর্ব্বেণ পালয়েত গণান্তিকাম্।
বিশুদ্ধো মম ভক্তশ্চ মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৭৪ ॥
এবং বিষ্ণোর্বচঃ শ্রুত্বা ধরণী শংসিতব্রতা।
প্রত্যুবাচ পরং শ্রেষ্ঠং লোকনাথং মহৌজসম্ ॥ ৭৫ ॥
দর্পণন্তে কথং দেয়ং তন্মমাখ্যাহি মাধব।
যেন তুষ্টো নিজং রূপং পশ্যসে চিন্তিতঃ প্রভোঃ ॥ ৭৬ ॥
ধরণ্যাস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা বরাহঃ পুনরব্রবীৎ।

শৃণু মে দর্পণবিধিং যথাবদ্দেবি সুব্রতে।
নমো নারায়ণেত্যুক্ত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৭৭ ॥
মন্ত্রঃ—শ্রুতির্ভাগবতী শ্রেষ্ঠা শ্রুতী অগ্নির্দ্বিজশ্চ তব মুখং নাসেঽশ্বিনৌ নয়নে চন্দ্রসূর্য্যৌ মুখঞ্চ চন্দ্র ইব গাত্রাণি জগৎ প্রধানানীমঞ্চ দর্পণং পশ্য পশ্য রূপম্।
য এতেন বিধানেন মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
করোতি মম কর্ম্মাণি তারিতং কুলসপ্তকম্ ॥ ৭৮ ॥
এতেন মন্ত্রেণ বৈ ভূমে উপচারস্তু ঈদৃশঃ।
হৃষ্টতুষ্টেন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছেৎপরমাং গতিম্ ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে কঙ্কতাঞ্জনদর্পণং নাম
অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঊনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

ভূষিতালঙ্কৃতঙ্কৃত্বা মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
শুক্লং যজ্ঞোপবীতঞ্চ দেয়ন্নবগুণন্তথা।
গন্ধেন তিলকং দদ্যাল্ললাটে মম সুন্দরি ॥ ১ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি কর্ম্ম লোকসুখাবহম্।
যেন মন্ত্রেণ দাতব্যং ললাটে তিলকং মম ॥ ২ ॥
মন্ত্রঃ—মুখং মণ্ডনং চিন্তয়া বাসুদেব
ত্বয়া প্রযুক্তঞ্চ ময়োপনীতম্।

এতেন চিত্রং কুরু বাসুদেব
মম চৈবং কুরু সংসারমোক্ষম্।
এতেন মন্ত্রেণ চিত্রকং মে
দদ্যাল্ললাটে তিলকং ধরিত্রি ॥ ৩ ॥
ততঃ সুমনসো গৃহ্য ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥ ৪ ॥
মন্ত্রঃ—ইমাঃ সুমনসঃ সৌমনস্যায় ভগবন্! সর্ব্বং সুমনসং কুরু ত্বয়েতে সৌমনস্যায় নির্ম্মিতা গৃহীতা স্বাহা।
এবং সুমনসো দত্ত্বা ধূপঞ্চৈব নিবেদয়েৎ।
নমো নারায়ণেত্যুক্ত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৫ ॥
মন্ত্রঃ—সুগন্ধানি তবাঙ্গানি স্বভাবেনৈব কেশব।
অমুনা চৈব ধূপেন ধূপিতানি তবাহনঘ ॥ ৬ ॥
তবাঙ্গানাং সুগন্ধেন সর্ব্বং সৌগন্ধিকং কুরু।
গৃহাণেমঞ্চ মে ধূপং সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্ ॥ ৭ ॥
পুনরন্যৎপ্রবক্ষ্যামি যথা দীপং নিবেদয়েৎ।
যথা দত্তস্তু গৃহ্লামি মম ভক্তৈঃ সুখাবহম্ ॥ ৮ ॥
কৃত্বা তু মম কর্ম্মাণি গৃহ্য দীপমনুত্তমম্।
জানুসংস্থং ততঃ কৃত্বা ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৯ ॥
মন্ত্রঃ—নমো ভগবতে তেজসে বিষ্ণো
সর্ব্বে দেবাস্ত্বগ্নিসংস্থাঃ প্রতিষ্ঠাঃ।
এবঞ্চাগ্নিস্তব তেজসা প্রতিষ্ঠিতো
তেজশ্চাত্মা স্বয়মেব মন্ত্রশ্চ ॥ ১০ ॥
তেজঃ সংসারান্মোচয়িতুং দেব
গৃহ্লীষ দীপং দ্যুতিমন্তঞ্চ
মূর্ত্তিশ্চ ভূত্বা ইদং কর্ম্ম নিষ্কলম্ ॥ ১১ ।

মাং করোতি যথান্যায়ং দীপকং দদতে নরঃ।
তারিতাঃ পিতরস্তেন নিষ্কলাশ্চ পিতামহাঃ॥ ১২॥
নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা বিস্মিতা চ বসুন্ধরা।
বরাহরূপিণন্দেবং প্রত্যুবাচ বসুন্ধরা॥ ১৩॥
শ্রুতা ময়া ভাগবতাস্তব কর্ম্মপরায়ণাঃ।
শেষসংশ্রবণার্থায় মনো ধাবতি সৎপথে॥ ১৪॥
তব প্রাপণকং কৃত্যং কেষু পাত্রেষু কারয়েৎ।
এতদাচক্ষ্ব তত্ত্বেন যেন তুষ্যসি মাধব॥ ১৫॥
ততোভূমের্বচঃ শ্রুত্বা লোকনাথোঽব্রবীদিদম্।
শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি পাত্রাণি যানি রোচতে।
তানি তে কথয়িষ্যামি ত্বয়া মে পূর্ব্বপৃচ্ছিতম্॥ ১৬॥
সৌবর্ণং রজতঙ্কাংস্যং যেষু দদ্যাৎ প্রপাণকম্।
সর্ব্বাণি তানি ত্যক্ত্বেহ তাম্রঞ্চ মম রোচতে॥ ১৭॥
এতন্নারায়ণাচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা।
উবাচ মধুরং বাক্যং লোকনাথং জনার্দ্দনম্।
এতন্মে পরমং গুহ্যং তাম্রন্তে রোচতে কথম্॥ ১৮॥
ততো ভূমের্বচঃ শ্রুত্বা অনাদিরপরাজিতঃ।
লোকানাং প্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্॥ ১৯॥
শৃণু তত্ত্বেন মে ভূমে কথ্যমানং ময়াঽনঘে।
একাগ্রং চিত্তমাধায় যেন তাম্রং মম প্রিয়ম্॥ ২০॥
সপ্তযুগসহস্রাণি আদিকালেঽথ মাধবি।
যথা তাম্রং সমুৎপন্নং যথৈব প্রিয়দর্শনম্॥ ২১॥
পূর্ব্বং কমলপত্রাক্ষি গুড়াকেশো মহাসুরঃ।
তাম্ররূপং সমাদায় মমৈবারাধনে রতঃ॥ ২২॥

তত আরাধিতস্তেন বর্ষাণান্তু চতুর্দ্দশ।
সহস্রাণি বিশালাক্ষি ধর্ম্মকামেন নিশ্চলম্ ॥ ২৩ ॥
অহন্তু তপসা তুষ্টস্তীব্রেণ কৃতনিশ্চয়াৎ।
ততস্তাম্রময়ে রম্যে যত্র তাম্রসমুদ্ভবঃ ॥ ২৪ ॥
দৃষ্ট্বাশ্রমং মহাদেবি কিঞ্চিদেব সুভাষিতম্।
ততো জানুস্থিতো ভূত্বা মম এব বিচিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥
চতুর্বাহুঞ্চ মাং দৃষ্ট্বা মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
প্রণতঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ শিরো ভূমৌ নিধাপ্য সঃ।
তঞ্চ দৃষ্ট্বা ময়া প্রোক্তং প্রসন্নেনান্তরাত্মনা ॥ ২৬ ॥
গুড়াকেশ মহাভাগ ব্রূহি কিঙ্করবাণি তে।
তোষিতোঽস্ম্যনয়া ভক্ত্যা দুরারাধ্যোঽপি সুব্রত ॥ ২৭ ॥
যত্ত্বয়া চিন্তিতং সৌম্য কর্ম্মণা মনসা গিরা।
বরং ব্রূহি মহাভাগ তব যদ্রোচতেঽনঘ ॥ ২৮ ॥
এবং মম বচঃ শ্রুত্বা গুড়াকেশোঽব্রবীদিদম্।
করাভ্যামঞ্জলিঙ্কৃত্বা বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা ॥ ২৯ ॥
যদি তুষ্টোঽসি মে দেব সমস্তেনান্তরাত্মনা।
জন্মনান্তু সহস্রাণি ত্বয়ি ভক্তির্দ্দৃঢ়াঽস্তু মে।
চক্রেণ বধমিচ্ছামি ত্বয়া মুক্তেন কেশব ॥ ৩০ ॥
চক্রেণ পাতিতস্যৈতদ্বসামাংসানি কিঞ্চন।
তাম্রং নাম ভবেদ্দেব পবিত্রীকরণং শুভম্ ॥ ৩১ ॥
তেন পাত্রং ততঃ কৃত্বা শুদ্ধধর্ম্মবিনিশ্চিতঃ।
তস্মিন্ প্রাপণকং কৃত্বা শুদ্ধে বৈ তাম্রভাজনে।
নিবেদিতে পরা প্রীতির্ভবত্বেতন্মনোগতম্ ॥ ৩২ ॥
প্রসন্নো যদি মে দেব হ্যেষ মে দীয়তাং বরঃ।

যচ্চিন্তিতোঽসি দেবেশ উগ্রে তপসি তিষ্ঠতা ॥ ৩৩ ॥
বাঢ়মিত্যেব সোঽপ্যুক্তো যাবল্লোকস্থিতির্ম্ময়া।
তাবত্তাম্রাস্থিতো ভূত্বা মম সংস্থো ভবিষ্যসি ॥ ৩৪ ॥
ততঃপ্রভৃতি তাম্রাত্মা গুড়াকেশো ব্যবস্থিতঃ।
তত্তাম্রভাজনে মহ্যং দীয়তে যৎসুপুষ্কলম্।
অতুলা তেন মে প্রীতির্ভূমে জানীহি সুব্রতে ॥ ৩৫ ॥
মঙ্গল্যঞ্চ পবিত্রঞ্চ তাম্রন্তেন প্রিয়ং মম ॥ ৩৬ ॥
ত্বঞ্চ দ্রক্ষ্যসি তচ্চক্রং মধ্যসংস্থে দিবাকরে।
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশী।
মম তেজোময়ং চক্রং ত্বাং বধিষ্যত্যসংশয়ম্।
এষ্যসে মম লোকায় এবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥
এবমুক্ত্বা গুড়াকেশং তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবম্।
চক্রাদ্বধমভীপ্সন্বৈ সোঽপি মৎকর্ম্মণি স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥
দিনে দিনে বিশিষ্টৈস্তু শুভং কুর্ব্বংস্তপস্যতি।
বিষ্ণুসংস্থো ভবিষ্যামি কদাহমিতি চিন্তয়ন্ ॥ ৪০ ॥
এবং স্থিতস্য তস্যাথ বৈশাখস্য তু দ্বাদশী।
শুক্লপক্ষস্য সম্প্রাপ্তা তস্যাং ধর্ম্মবিনিশ্চিতঃ।
বিষ্ণুপূজাং ততঃ কৃত্বা প্রার্থয়ামাস মাং প্রতি ॥ ৪১ ॥
মুঞ্চ মুঞ্চ প্রভো চক্রমপি বহ্নিসমপ্রভম্।
আত্মা মে নীয়তাং শীঘ্রং নিকৃত্ত্যাঙ্গানি সর্ব্বশঃ ॥ ৪২ ॥

তদৈব চক্রেণ বিপাটিতোঽসৌ
প্রাপ্তোঽপি মাং ভাগবতপ্রধানঃ।
তাম্রস্তু তম্মাংসমসৃক্ সুবর্ণ-
মস্থীনি রূপ্যং বহুধাতবশ্চ।

রঙ্গঞ্চ সীসং ত্রপুধাতুসংস্থং
কাংস্যঞ্চ রীতিশ্চ মলস্তু তেষাম্ ॥ ৪৩ ॥
তাম্রপাত্রেণ বৈ ভূমে প্রাপণং যৎপ্রদীয়তে।
সিক্থেহসিক্থে ফলং তস্য শৃণুষ্ব গদতো মম ॥ ৪৪ ॥
এতদ্ভাগবতৈঃ কার্য্যং মম প্রিয়করৈঃ সদা
এবং তাম্রং সমুৎপন্নমিতি মে রোচতে হি তৎ।
দীক্ষিতৈর্বৈ ভাগবতৈঃ পাদ্যার্ঘাদৌ চ দীয়তে ॥ ৪৫ ॥
এবং দীক্ষাবিধিঃ প্রোক্ত এবং তাম্রসমুদ্ভবঃ।
দেবি তত্ত্বেন কথিতঃ কিমন্যৎপরিপৃচ্ছসি ॥ ৪৬ ॥

ভূমিরুবাচ।

দেবদেব কথং সন্ধ্যাং দীক্ষিতঃ কুরুতে বদ।
কেন মন্ত্রেণ বা ভক্তস্তব কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৪৭ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু মাধবি তত্ত্বেন সন্ধ্যামন্ত্রমনুত্তমম্।
যথা বন্দন্তি বৈ সূর্য্যং সন্ধ্যাং পূর্ব্বাপরান্তথা ॥ ৪৮ ॥
জলাঞ্জলিং গৃহীত্বা তু মম ভক্ত্যা ব্যবস্থিতঃ।
মুহূর্ত্তন্ধ্যানমাস্থায় ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
সিক্থানি তত্র যাবন্তি তাম্রপ্রাপণকে ধরে।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি মম লোকে স মোদতে ॥ ৫০ ॥

মন্ত্রঃ—ভবোদ্ভবমাদিব্যক্তরূপমাদিত্যং
সর্ব্বে দেবা ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাস্ত্বাঞ্চ।
কৃষ্ণে যথাসীদ্ধ্যানযোগস্থিতাস্তে
সন্ধ্যাসংস্থা বাসুদেবং নমন্তি ॥ ৫১ ॥
বয়ং দেবমাদিমব্যক্তরূপং

কৃত্বা চাত্মনি দেব সংস্থাস্তথাপি।
সংসারার্থং কর্ম্ম তৎকরণমেব
সন্ধ্যাসংস্থা বাসুদেব নমো নমঃ ॥ ৫২॥
অনেনৈব হি মন্ত্রেণ সন্ধ্যাং কুর্য্যাত্তু দীক্ষিতঃ ॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে চতুর্বর্ণদীক্ষা নাম ঊনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং দীক্ষাং ততঃ শ্রুত্বা নারায়ণমুখান্মহী।
বিশুদ্ধমানসা দেবী নারায়ণমথাব্রবীৎ ॥ ১॥

ধরণ্যুবাচ।

অহো তে দীক্ষামাহাত্ম্যং যস্য বৈ ব্যুষ্টিরুত্তমা।
শ্রুত্বাহন্ত মহাভাগ জাতাস্মি বিমলা বিভো ॥ ২।
অহো দেবস্য মাহাত্ম্যং লোকনাথস্য তত্ত্বতঃ।
যেন সা কারিতা দীক্ষা চাতুর্বর্ণ্যসুখাবহা ॥ ৩॥
একং মে পরমং গুহ্যং যদীশ হৃদি বর্ত্ততে।
ভব ভক্তসুখার্থায় তত্ত্বং মে বক্তুমর্হসি ॥ ৪॥
দেব পূর্ব্বাপরাধাস্তে দ্বাত্রিংশদপি কীর্ত্তিতাঃ।
এবঙ্কৃত্বাপরাধানি মনুজা অল্পচেতসঃ ॥ ৫॥
কর্ম্মণা কেন শুদ্ধ্যন্তি অপরাধস্য কারিণঃ।
তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন মম প্রীত্যা চ মাধব ॥ ৬॥

তদ্বৈ ভূম্যা বচঃ শ্রুত্বা হৃষীকেশো মহামনাঃ।
দিব্যন্ধ্যানং সমাদায় প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্॥ ৭॥

বরাহ উবাচ।

শুদ্ধা ভাগবতা ভূত্বা মম কর্ম্মপরায়ণাঃ।
যে তু ভুঞ্জন্তি রাজান্নং লোভেন চ ভয়েন বা॥ ৮॥
আপদ্গতা হি ভুঞ্জন্তি রাজান্নন্তু বসুন্ধরে।
দশবর্ষসহস্রাণি পচ্যন্তে নরকে নরাঃ॥ ৯॥
ভগবদ্বচনং শ্রুত্বা কম্পিতা চ বসুন্ধরা।
দিনানি সপ্ত দশ চ ভয়ন্তীব্রমজায়ত॥ ১০॥
ততো দীনমনা ভূত্বা সা মহী শংসিতব্রতা।
উবাচ মধুরং বাক্যং সর্ব্বলোকসুখাবহম্॥ ১১॥

ধরণ্যুবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেব হৃদয়ে হি ব্যবস্থিতম্।
কো নু দোষোঽস্তি রাজ্ঞাং হি তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি॥১২॥
ততো ভূম্যা বাচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ।
প্রাহ নারায়ণো বাক্যং ধর্ম্মকামাং বসুন্ধরাম্॥ ১৩॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু সুন্দরি তত্ত্বেন গুহ্যমেতদনিন্দিতে।
রাজান্নন্তু ন ভোক্তব্যং শুচৈর্ভাগবতৈঃ সদা॥ ১৪॥
যদ্যপ্যেষ সমত্বেন রাজা লোকে প্রবর্ত্ততে।
রাজসন্তামসং বাপি কুর্ব্বন্ কর্ম্ম সুদারুণম্॥ ১৫॥
অপি বা গর্হিতং তেন রাজান্নন্তু বসুন্ধরে।
ধর্ম্মসন্ধারণার্থায় ন তু মে রোচতে ভুবি॥ ১৬॥

তেতো যদ্যৎপ্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
যথা রাজ্ঞান্ত ভোজ্যং বৈ শুদ্ধৈর্ভাগবতৈর্নরৈঃ ॥ ১৭ ॥
স্থাপয়িত্বা তু মাং দেবি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
ধনধান্যসমৃদ্ধানি দত্বা ভাগবতৈরপি ॥ ১৮ ॥
সিদ্ধং ভাগবতৈশ্চান্নং মম প্রাপণশেষকম্।
ভুঞ্জানস্তু বরারোহে ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ ১৯ ॥
এবং বিষ্ণুবচঃ শ্রুত্বা ধরণী শংসিতব্রতা।
বরাহরূপিণং দেবং প্রত্যুবাচ বরাননা ॥ ২০ ॥

ধরণ্যুবাচ।

রাজান্নস্তু নরো ভুক্ত্বা শুদ্ধো ভাগবতঃ শুচিঃ।
কর্ম্মণা কেন শুদ্ধ্যেত তন্মে ব্রূহি জনার্দ্দন ॥ ২১ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি যন্মাত্ত্বং ভীরু ভাষসে।
তরন্তি পুরুষা যেন রাজান্নস্যোপভুঞ্জকাঃ ॥ ২২ ॥
একং চান্দ্রায়ণঙ্কৃত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রঞ্চ পুষ্কলম্।
কুর্য্যাৎ সান্তপনঞ্চৈকং শীঘ্রং মুচ্যন্তি কিল্বিষাৎ।
ন তস্য চাপরাধোঽস্তি বসুধে বৈ বচো মম ॥ ২৩ ॥
এবমেব ন ভোক্তব্যং রাজান্নং বৈ কদাচন।
মমাত্র পূজাকামেন যদীচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে রাজান্নপ্রায়শ্চিত্তং নাম
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যো হি মামুপসর্পতি।
পূর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি ॥ ১ ॥
নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা পৃথিবী ধর্ম্মসংশ্রিতা।
বিষ্ণুভক্তসুখার্থায় হৃষীকেশমুবাচ হ ॥ ২ ॥

ধরণ্যুবাচ।

সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম ক্লেশেন মহতাঽনঘ।
কথমেকাপরাধেন সর্ব্বমেব প্রণশ্যতি ॥ ৩ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু সুন্দরি তত্ত্বেন কথ্যমানং ময়াঽনঘে।
যেন চৈকাপরাধেন পূর্ব্বকর্ম্ম প্রণশ্যতি ॥ ৪ ॥
মনুষ্যঃ কিল্বিষী ভদ্রে কফপিত্তসমন্বিতঃ।
পূয়শোণিতসম্পূর্ণং দুর্গন্ধি মুখমস্য তৎ ॥ ৫ ॥
তৎসর্ব্ববীজং নশ্যেত দন্তকাষ্ঠস্য ভক্ষণাৎ।
শুদ্ধির্ভাগবতী চৈব আচারেণ বিবর্জ্জিতা ॥ ৬ ॥

ধরণ্যুবাচ।

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি তে।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ মে ব্রূহি যেন ধর্ম্মো ন নশ্যতি ॥ ৭ ॥

বরাহ উবাচ।

এবমেতন্মহাভাগে যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
কথয়িষ্যামি হীদং তে যথা শুধ্যন্তি মানবাঃ॥ ৮॥
আকাশশয়নঙ্কৃত্বা দিনানি দ্বে চ পঞ্চ চ।
অভুক্তদন্তকাষ্ঠাশ্চ এবং শুধ্যন্তি মানবাঃ॥ ৯॥
এবং তে কথিতং ভদ্রে দন্তকাষ্ঠস্য ভক্ষণম্।
য এতেন বিধানেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
কুতস্তস্যাপরাধোঽস্তি এবমেব ন সংশয়ঃ॥ ১০॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে দন্তকাষ্ঠভক্ষপ্রায়শ্চিত্তং
নামৈকত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

গত্বা তু মৈথুনং ভদ্রে অস্নাতো যঃ স্পৃশেৎ।
রেতঃ পিবতি দুর্বুদ্ধিঃ সহস্রং নব পঞ্চ চ॥ ১॥
এতন্নারায়ণাচ্ছ্রুত্বা সা মহী শংসিতব্রতা।
ততো দীনমনা ভূত্বা প্রোবাচ মধুসূদনম্॥ ২॥

ধরণ্যুবাচ।

কিমিদং ভাষসে দেব ধর্ম্মং ভীষণসঙ্কটম্।
কথমেবং পুমান্বৈ স রেতঃপানপরো ভবেৎ।
এতন্মে পরমং দুঃখং তদ্ভবান্বক্তুমর্হসি॥ ৩॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি ইদং গুহ্যমনুত্তমম্।
চিহ্নমেতদ্বরারোহে আধিচারবিনিশ্চয়ঃ॥ ৪॥
পুরুষঃ স্ত্রীষু কর্ম্মাণি যো বিকুর্ব্বীত নির্ঘৃণঃ।
দৃষ্টং তস্যাপরাধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৫॥
এবমেতদ্বরারোহে যন্মাস্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
অপরাধস্য দোষেণ বিশুদ্ধিশ্চ ন জায়তে॥ ৬।
প্রায়শ্চিত্তং প্রবক্ষ্যামি রাগদোষেণ দোষিতম্।
গৃহস্থাঃ পুরুষা ভদ্রে মম কর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ৭॥
যাবকেন ত্রয়ং ক্ষিপ্ত্বা পিন্যাকেন দিনত্রয়ম্।
বায়ুভক্ষো দিনং ত্বেকং ততো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ॥ ৮॥
য এবং কুরুতে ভূমে বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
জ্ঞাত্বা কর্ম্মাপরাধন্তু ন স পাপেন লিপ্যতে॥ ৯॥
এতত্তে কথিতং ভদ্রে মিথুনং যোঽভিগচ্ছতি।
প্রায়শ্চিত্তং মহাভাগে মম লোকসুখাবহম্॥ ১০॥
স্পৃষ্ট্বা তু মৃতকং ভদ্রে নরং পঞ্চত্বমাগতম্।
মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃত্বা যঃ শ্মশানং প্রপদ্যতে॥ ১১॥
পিতরস্তস্য সুশ্রোণি আত্মনশ্চ পিতামহাঃ।
শ্মশানে জম্বুকা ভূত্বা ভক্ষয়ন্তি শবাংস্তথা॥ ১২॥

ততো হরের্বচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা।
উবাচ মধুরং বাক্যং সর্ব্বলোকহিতায় বৈ ॥ ১৩ ॥

ধরণ্যুবাচ।

তব নাথ প্রপন্নানাং ক্ব পাপং বিদ্যতে প্রভো।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ মে ব্রূহি যেন মুচ্যন্তি কিল্বিষাৎ ॥ ১৪ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু সুন্দরি তত্ত্বেন যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
কথয়িষ্যামি তে হীদং শোভনং পাপনাশনম্ ॥ ১৫ ॥
একাহারো দিনান্সপ্ত ত্রিরাত্রং চাপ্যুপোষিতঃ।
পঞ্চগব্যং ততঃ পীত্বা ততো মুচ্যতি কিল্বিষাৎ ॥ ১৬ ॥
শবে স্পৃষ্টেঽপরাধস্য এষ তে কথিতো বিধিঃ।
সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়ং বৈ সর্ব্বভাগবতেন তু ॥ ১৭ ॥
য এতেন বিধানেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো নাপরাধোঽস্তি তস্য বৈ ॥ ১৮ ॥
নারীং রজস্বলাং স্পৃষ্ট্বা যো মাং স্পৃশতি নির্ভয়ঃ।
রাগমোহেন সংযুক্তঃ কামেন চ বশীকৃতঃ ॥ ১৯ ॥
বর্ষাণান্তু সহস্রৈকং রজঃ পিবতি নির্ঘৃণঃ।
অন্ধশ্চ জায়তে দেবি দরিদ্রো জ্ঞানমূর্খবান্ ॥ ২০ ॥
ন চ বিন্দতি চাত্মানং পতিতো নরকে যথা।
অপরাধমিমঙ্কৃত্বা তত্রৈবং নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥

ধরণ্যুবাচ।

তব দেব প্রপন্নানাং মোক্ষং সংসারসাগরাৎ।
অপরাধসমাযুক্তস্তব কর্ম্মপরায়ণঃ।
কর্ম্মণা যেন শুধ্যেত তন্মে ব্রূহি জনার্দ্দন ॥ ২২ ॥

বরাহ উবাচ।

স্পৃষ্ট্বা রজস্বলাং নারীং নরো মদ্ভক্তিতৎপরঃ।
তপঃ কৃত্বা ত্রিরাত্রন্তু আকাশশয়নে বসেৎ ॥ ২৩ ॥
শুদ্ধো ভাগবতো ভূত্বা মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
এবঙ্কৃত্বা মহাভাগে প্রায়শ্চিত্তং মম প্রিয়ম্ ॥ ২৪ ॥
মুচ্যতে কিল্বিষাদ্দেবি আচারেণ বহিষ্কৃতঃ।
এতত্তে কথিতং ভদ্রে যৎস্পৃষ্ট্বা তু রজস্বলাম্ ॥ ২৫ ॥
স্পৃষ্ট্বা তু মৃতকং দেবী যো মৎক্ষেত্রেষু তিষ্ঠতি।
শতং বর্ষসহস্রাণি গর্ভেষু পরিবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি চণ্ডালশ্চৈব জায়তে।
অন্ধঃ সপ্তসহস্রাণি মণ্ডূকশ্চ শতং সমাঃ ॥ ২৭ ॥
মক্ষিকা ত্রীণি বর্ষাণি টিট্টিভৈকাদশং সমাঃ।
দংশো বৈ সপ্ত চান্যানি কৃকলাসো ভবেৎসমাঃ ॥ ২৮ ॥
হস্তী বর্ষশতঞ্চৈব খরো দ্বাত্রিংশকং ভবেৎ।
মার্জ্জারো নব বর্ষাণি বানরো দশ পঞ্চ চ ॥ ২৯ ॥
এবং স চাত্মদোষেণ মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
প্রাপ্নোতি সুমহদ্দুঃখং দেবি চৈবং ন সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥
ততো হরের্বচঃ শ্রুত্বা দুঃখেন পরিপৃচ্ছতী।
সর্ব্বসংসারমোক্ষায় প্রত্যুবাচ বসুন্ধরা ॥ ৩১ ॥

ধরণ্যুবাচ।

কিমিদং ভাষসে দেব মানুষাণাং দুরাসদম্।
বাক্যন্তীষণমত্যন্তং মম মর্ম্মপ্রভেদকম্ ॥ ৩২ ॥
আচারাচ্চ পরিভ্রষ্টস্তব কর্ম্মপরায়ণঃ।
যথা তরতি দুর্গাণি প্রায়শ্চিত্তং তথা বদ ॥ ৩৩ ॥

শ্রুত্বা পৃথ্ব্যাস্তথা বাক্যং লোকনাথো জনার্দ্দনঃ।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্ ॥ ৩৪ ॥

বরাহ উবাচ।

স্পৃষ্ট্বা তু মৃতকং ভূমে মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
একাহারং ততস্তিষ্ঠেদ্দিনানি দশ পঞ্চ চ ॥ ৩৫ ॥
তত এবং বিধিঙ্কৃত্বা পঞ্চগব্যন্তু প্রাশয়েৎ।
শুদ্ধভাবং বিশুদ্ধাত্মা কর্ম্মণা চ ন লিপ্যতে ॥ ৩৬ ॥
এতত্তে কথিতন্দেবি স্পৃষ্ট্বা মৃতকমেব চ।
দোষঞ্চৈবং বিবুদ্ধ্যর্থং যত্ত্বয়া পূর্ব্বমিচ্ছিতম্ ॥ ৩৭ ॥
য এতেন বিধানেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
অপরাধবিমুক্তো বৈ মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে মৃতকস্য স্পর্শনপ্রায়শ্চিত্তং নাম
দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

স্পৃশমানেন মাং ভূমে বাতকর্ম্ম প্রমুচ্যতে।
এবঞ্চ পুরুষো যুক্তো বায়ুপীড়িতমানসঃ ॥ ১ ॥
মক্ষিকা পঞ্চ বর্ষাণি ত্রীণি বর্ষাণি মূষকঃ।
শ্বা চৈব ত্রীণি বর্ষাণি কূর্ম্মো বৈ জায়তে নব ॥ ২ ॥
এষ বৈ তাপনং দেবি মোহনং মম সাম্প্রতম্।
যো বৈ শাস্ত্রং বিজানাতি মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
শ্রুত্বা বাক্যং হৃষীকেশং প্রত্যুবাচ বসুন্ধরা ॥ ৩ ॥

ধরণ্যুবাচ।

অতুলং লভতে পাপং তব কর্ম্মপরায়ণঃ।
তস্য দেব সুখার্থায় বিশুদ্ধিং বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু কাৎস্নের্ন মে দেবি কথ্যমানং ময়াহনঘে।
অপরাধমিমঙ্কৃত্বা সন্তরেদ্যেন কর্ম্মণা ॥ ৫ ॥
পাবকেন দিনং ত্রীণি নক্তানি চ পুনস্ত্রয়ঃ।
কর্ম্ম চৈবং ততঃ কৃত্বা স চ মে নাপরাধ্যতি।
সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৬ ॥
এতত্তে কথিতং ভদ্রে মহৎকর্ম্মাপরাধিনঃ।
দোষশ্চৈব গুণশ্চৈব যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতম্ ॥ ৭ ॥
শৃণু তত্ত্বেন মে ভূমে কথ্যমানং ময়াহনঘে।
পুরীষং মুচ্যতে যস্তু মম কর্ম্ম সমাচরন্ ॥ ৮ ॥
দিব্যবর্ষসহস্রন্তু রৌরবে নরকে বসেৎ।
পুরীষং ভক্ষয়েত্তত্র মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৯ ॥
প্রায়শ্চিত্তং বদাম্যত্র যেন মুচ্যেত কিল্বিষাৎ।
মম কর্ম্মপরিভ্রষ্টো বিহ্বলেনান্তরাত্মনা ॥ ১০ ॥
একং জলময়ীং শয্যামেকমাকাশশায়িনীম্।
এবঙ্কৃত্বা বিধানন্তু সোহপরাধাৎপ্রমুচ্যতে ॥ ১১ ॥
এতত্তে কথিতং ভদ্রে পুরীষং যঃ সমুৎসৃজেৎ।
মদ্ভক্তেষু বিশালাক্ষি অপরাধবিনিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে মরুৎকর্ম্ম-পুরীষোৎসর্গ-প্রায়শ্চিত্তং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

মুক্ত্বা তু মম কর্ম্মাণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
প্রায়শ্চিত্তবিধিন্দেবি যস্তু বাক্যং প্রভাষতে।
মূর্খো ভবতি সুশ্রোণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১ ॥
প্রায়শ্চিত্তবিধিন্দেবি যেন মুচ্যেত কিল্বিষাৎ।
আকাশশয়নং কৃত্বা দিনানি দশ পঞ্চ চ।
মুচ্যতে কিল্বিষাত্তত্র দেবি চৈবং ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি মৌনত্যাগপ্রায়শ্চিত্তম্।

বরাহ উবাচ।

ভূষিতো নীলবস্ত্রেণ যো হি মামুপপদ্যতে।
বর্ষাণাং হি শতং পঞ্চ কৃমির্ভূত্বা স তিষ্ঠতি ॥ ৩ ॥
তস্য বক্ষ্যামি সুশ্রোণি অপরাধবিশোধনম্।
প্রায়শ্চিত্তং বিশালাক্ষি যেন মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ৪
ব্রতং চান্দ্রায়ণঙ্কৃত্বা বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
মুচ্যতে কিল্বিষাদ্ভূমে এবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥
অবিধানেন সংস্পৃশ্য যো হি মামুপসর্পতি।
স মূর্খঃ পাপকর্ম্মা চ মম বিপ্রিয়কারকঃ ॥ ৬ ॥

তেন দত্তং বরারোহে গন্ধমাল্যসুগন্ধিতম্।
প্রাপণঞ্চ ন গৃহ্লামি মৃষ্টঞ্চাপি কদাচন॥ ৭॥
ততো নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা সা সংশিতব্রতা।
উবাচ মধুরং বাক্যং ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা॥ ৮॥

ধরণ্যুবাচ।

যস্মাত্ত্বং ভাষসে নাথ আচারস্য ব্যতিক্রমম্।
উপস্পৃশ্য সমাচারং রহস্যং বক্তুমর্হসি॥ ৯॥
কেন কর্ম্মবিধানেন ভূত্বা ভাগবতা ভুবি।
উপস্পৃশ্যোপসর্পন্তি তব কর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ১০॥
এতন্মে সংশয়ং দেব পরং কৌতূহলং হি মে।
তব ভক্তসুখার্থায় নিষ্কলং বক্তুমর্হসি॥ ১১॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি যস্মাত্ত্বং ভীরু ভাষসে।
কথিতং মম তত্ত্বেন গুহ্যমেতৎপরং মহৎ॥ ১২॥
বিমুচ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি যো হি মামুপসর্পতি।
তস্য বৈ শৃণু সুশ্রোণি উপস্পৃশ্য চ যা ক্রিয়া॥ ১৩॥
ভূত্বা পূর্ব্বমুখস্তত্র পাদৌ প্রক্ষাল্য চাম্বুভিঃ।
উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং তিস্রো বৈ গৃহ্য মৃত্তিকাঃ॥ ১৪॥
ততঃ প্রক্ষালিতং হস্তং জলেন তদনন্তরম্।
সপ্তকোশং ততো গৃহ্য জলেন ক্ষালয়েত্ততঃ॥ ১৫॥
পাদমেকৈকশস্তদ্বৎপঞ্চ পঞ্চ বদেত্ততঃ।
কোশৌ সম্মৃজ্যতাং তত্র যদীক্ষেত মম প্রিয়ম্॥ ১৬॥
ত্রীণি কোশান্ পিবেত্তত্র সর্ব্বপাপবিশোধনম্।
করাভ্যাং মুখং মার্জ্জ্যেত সর্ব্বমিন্দ্রিয়নিগ্রহম্॥ ১৭॥

প্রাণায়ামস্ততঃ কৃত্বা মম চিন্তাপরায়ণঃ।
কর্ম্মণা বিধিদৃষ্টেন কুর্য্যাৎ সংসারমোক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥
ত্রীণি বারান্ স্পৃশেত্তত্র শিরো ব্রহ্মণি সংস্থিতঃ।
ত্রীণি বারান্ পুনস্তত্র উভে তে কর্ণনাসিকে ॥ ১৯ ॥
স্পৃশেত নিষ্কলস্তত্র যোহি যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।
বিক্ষিপেত্ত্রীণি বারাণি সলিলং প্রবরং ত্রয়ম্ ॥ ২০ ॥
এবমুক্তস্য কর্ত্তব্যং মমাভিগমনেষু চ।
উপস্পৃশ্য তনুং বামে যদীক্ষেত প্রিয়ং মম ॥ ২১ ॥
এবঞ্চ কুর্ব্বতস্তস্য মম কর্ম্মব্যবস্থিতঃ।
অপরাধং ন বিন্দেত এবং দেবি ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥
ততো নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা দেবী বসুন্ধরা।
উবাচ মধুরং বাক্যং সর্ব্বভাগবতাং প্রিয়ম্ ॥ ২৩ ॥

ধরণ্যুবাচ।

উপস্পৃশ্য বিধানেন যস্তু কর্ম্মাণি চাপ্নুয়াৎ।
তাপনং শোধনঞ্চৈব তত্ত্বাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২৪ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে ভূমে ইমং গুহ্যমনিন্দিতে।
যাং গতিঞ্চ প্রপদ্যন্তে মম কর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥ ২৫ ॥
ব্যভিচারঞ্চ মে কৃত্বা যশ্চ মামুপসর্পতি।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
কৃমিভূত্বা যথান্যায়ং তিষ্ঠতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥
প্রায়শ্চিত্তং প্রবক্ষ্যামি তস্য মূর্খস্য মাধবি।
যচ্চ কৃত্বা মহাভাগে কৃতকৃত্যঃ পুনর্ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

মহাসান্তপনঙ্কৃত্বা তপ্তকৃচ্ছ্রঞ্চ নিষ্কলম্।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো মম যে চ মতে স্থিতাঃ॥ ২৮॥
অনেন বিধিনা কৃত্বা প্রায়শ্চিত্তং যশস্বিনি।
কিল্বিষাত্তু প্রমুক্তাস্তে গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্॥ ২৯॥
যস্তু ক্রোধসমাবিষ্টো মম ভক্তিপরায়ণঃ।
স্পৃশেত মম গাত্রাণি চিত্তঙ্কৃত্বা চলাচলম্॥ ৩০॥
ন চাহং রাগমিচ্ছামি ক্রুদ্ধমেব যশস্বিনি।
ইচ্ছামি চ সদা দান্তং শুভং ভাগবতং শুচিম্।
পঞ্চেন্দ্রিয়সমাযুক্তং লাভালাভবিবর্জ্জিতম্।
অহঙ্কারবিনির্ম্মুক্তং কর্ম্মণ্যভিরতং মম॥ ৩১॥ ৩২॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বরাননে।
মাং যদা লভতে ক্রুদ্ধঃ শুদ্ধো ভাগবতঃ শুচিঃ॥ ৩৩॥
চিল্লী জাতো বর্ষশতং শ্যেনো বর্ষশতং পুনঃ।
ভেকস্ত্রিশতবর্ষাণি যাতুধানঃ পুনর্দ্দশ॥ ৩৪॥
অপুমান্ ষট্ চ বর্ষাণি রেতোভক্ষস্তু জায়তে।
অন্ধো জায়েত সুশ্রোণি পঞ্চ সপ্ত তথা নব॥ ৩৫॥
গৃধ্রো দ্বাত্রিংশবর্ষাণি চক্রবাকো দশৈব তু।
শৈবালভক্ষিতা চৈব হ্যাকাশগমনস্তথা॥ ৩৬॥
ব্রাহ্মণো জায়তে ভূমে ক্রোধস্থ চ পথে স্থিতঃ।
আত্মকর্ম্মাপরাধেন প্রাপ্তঃ সংসারসাগরে॥ ৩৭॥

ধরণ্যুবাচ।

অহো বৈ পরমং গুহ্যং যত্ত্বয়া পূর্ব্বভাষিতম্।
জাতং মে বিহ্বলং চিত্তং ন স্থিরং জায়তে ক্বচিৎ॥ ৩৮॥

যত্ত্বয়া ভাষিতং হীদং ভক্তানাঞ্চ দুরাসদম্।
শ্রুত্বা সুদুস্তরং সারং ভীতাস্মি পরিদেবিতা ॥ ৩৯ ॥
নাহমাজ্ঞাপয়ামি ত্বাং দেবদেব জগৎপতে।
মম চৈব প্রিয়ার্থায় সর্ব্বলোকসুখাবহম্ ॥ ৪০ ॥
যেন মুচ্যন্তি সংশুদ্ধা বুধাঃ কর্ম্মপরায়ণাঃ।
অল্পসত্ত্বা গতভয়া লোভমোহসমন্বিতাঃ।
তরন্তি যেন দুর্গাণি প্রায়শ্চিত্তঞ্চ মে বদ ॥ ৪১ ॥
ততঃ কমলপত্রাক্ষো বরাহঃ সম্মুখে স্থিতঃ।
সনৎকুমারো মে ভক্তো পুনর্নারায়ণোঽব্রবীৎ ॥ ৪২ ॥
ততো ভূম্যা বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণশ্চ সুতো মুনিঃ।
সনৎকুমারো যোগজ্ঞঃ প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্ ॥ ৪৩ ॥
ধন্যা চৈব সুভাগ্যা চ যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতম্।
বরাহরূপী ভগবান্ সর্ব্বমায়াকরণ্ডকঃ ॥ ৪৪ ॥
কিং ত্বয়া ভাষিতো দেবি সর্ব্বযোগাঙ্গযোগবিৎ।
দেবো নারায়ণস্তত্র সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ ॥ ৪৫ ॥
কুমারবচনং শ্রুত্বা স মহীং প্রত্যভাষত।
শৃণু তত্ত্বেন মে ব্রহ্মন্যন্ময়া পরিপৃচ্ছিতম্।
কার্য্যং ক্রিয়াঞ্চ যোগঞ্চ আধ্যাত্ম্যং পার্থিবস্থিতম্ ॥ ৪৬ ॥
এতস্মে পৃচ্ছ্যতে ব্রহ্মন্দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ততো মাং ভাষতে ব্রহ্মন্বিষ্ণুর্মায়াকরণ্ডকঃ ॥ ৪৭ ॥
ক্রুদ্ধা ভাগবতা ব্রহ্মন্যেন শুদ্ধ্যন্তি কিল্বিষাৎ।
কৃত্বা তেন ব্রতঞ্চৈব মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৪৮ ॥
ষষ্ঠে কালে তু ভুঞ্জীত গৃহভিক্ষামনিন্দিতাম্।
অষ্টৌ ভিক্ষা যথান্যায়ং শুদ্ধভাগবতাং গৃহে ॥ ৪৯ ॥

য এতেন বিধানেন ব্রহ্মকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
মুচ্যতে কিল্বিষাত্তস্মাদেবমাহ জনার্দ্দনঃ॥ ৫০॥
যদীচ্ছসি পরাং সিদ্ধিং বিষ্ণুলোকং জনার্দ্দনাৎ।
শীঘ্রমারাধয়েদ্বিষ্ণুং দ্বিজমুখ্যো ন সংশয়ঃ॥ ৫১॥
ততো ভূমের্বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মণশ্চ স্মৃতো মুনিঃ।
প্রত্যুবাচ বিশালাক্ষীং ধর্ম্মকামো বসুন্ধরাম্॥ ৫২॥
অহো গুহ্যং রহস্যঞ্চ যত্ত্বয়া দেবি ভাষিতম্।
তস্য যে মুখনিষ্ক্রান্তা ধর্ম্মাস্তান্বক্তুমর্হসি॥ ৫৩॥

ধরণ্যুবাচ।

ততঃ স পুণ্ডরীকাক্ষঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
বরাহরূপী ভগবান্ লোকনাথোজনার্দ্দনঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং মেঘদুন্দুভিনিঃস্বনঃ॥ ৫৪॥
ভক্তকর্ম্মসুখার্থায় গুণবিত্তসমন্বিতাম্।
অনেনৈব বিধানেন আচারেণ সমন্বিতঃ।
দেবি কারয়তে কর্ম্ম মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৫৫॥
ক্রুদ্ধেন ন চ কর্ত্তব্যং লোভেন ত্বরয়া ন চ।
মৎপুজনং বিধানেন যদীচ্ছেৎপরমাং গতিম্॥ ৫৬॥
যে মাং দেবি যজিষ্যন্তি কোধন্ত্যক্ত্বা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
সংসারন্তে ন গচ্ছন্তি অপরাধবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৫৭॥

বরাহ উবাচ।

অকর্ম্মণ্যেন পুষ্পেণ যো মামর্চ্চয়তে ভুবি।
পাতনন্তস্য বক্ষ্যামি তচ্ছৃণষ্ব বসুন্ধরে॥ ৫৮॥
নাহং তৎপ্রতিগৃহ্লামি ন চ তে বৈ মম প্রিয়াঃ।
মূর্খা ভাগবতা দেবি মম বিপ্রিয়কারিণঃ॥ ৫৯॥

পতন্তি নরকে ঘোরে রৌরবে তদনন্তরম্।
অজ্ঞানস্য চ দোষেণ দুঃখান্যনুভবন্তি চ ॥ ৬০ ॥
বানরো দশ বর্ষাণি মার্জ্জারশ্চ ত্রয়োদশ।
মূকঃ পঞ্চ চ বর্ষাণি বলীবর্দ্দশ্চ দ্বাদশ ॥ ৬১ ॥
ছাগশ্চৈবাষ্টবর্ষাণি মাসং বৈ গ্রামকুক্কুটঃ।
ত্রীণি বর্ষাণি মহিষো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬২ ॥
এতত্তে কথিতং ভদ্রে পুষ্পং যন্মে ন রোচতে।
অকর্ম্মণ্যং বিশালাক্ষি পুষ্পং যে চ দদন্তি বৈ ॥ ৬৩ ॥

ধরণ্যুবাচ।

ভগবন্যদি তুষ্টোঽসি বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
যেন শুধ্যন্তি তে ভক্তাস্তব কর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৬৪ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি যন্মাত্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
প্রায়শ্চিত্তং মহাভাগে যেন শুধ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৬৫ ॥
একাহারং ততঃ কৃত্বা মাসমেকং বরাননে।
বীরাসনবিধীংশ্চৈব কারয়েৎ সপ্ত সপ্ত চ ॥ ৬৬ ॥
চতুর্থভক্ষ্যমেকেন মাসেন ঘৃতপায়সম্।
যাবকান্নং দিনত্রীণি বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥ ৬৭ ॥
য এতেন বিধানেন দেবি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
সর্ব্বপাপপ্রমুক্তশ্চ মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে অকর্ম্মণ্যপ্রায়শ্চিত্তং নাম
চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

রক্তবস্ত্রেণ সংযুক্তো যো হি মামুপসর্পতি।
তস্যাপি শৃণু সুশ্রোণিকর্ম্ম সংসারমোক্ষণম্ ॥ ১ ॥
রজস্বলাসু নারীষু রজো যত্তৎপ্রবর্ত্ততে।
তেনাসৌ রজসা পুষ্টো কর্ম্মদোষেণ জানতঃ ॥ ২ ॥
বর্ষাণি দশ পঞ্চৈব বসতে তত্র নিশ্চয়ঃ।
রজো ভূত্বা মহাভাগে রক্তবস্ত্রপরায়ণঃ ॥ ৩ ॥
প্রায়শ্চিত্তং প্রবক্ষ্যামি তস্য কায়বিশোধনম্।
যেন শুধ্যন্তি তে ভূমে পুরুষাঃ শাস্ত্রনিশ্চিতাঃ ॥ ৪ ॥
একাহারস্ততঃ কৃত্বা দিনানি দশ সপ্ত চ।
বায়ুভক্ষো দিনত্রীণি দিনমেকং জলাশনঃ ॥ ৫ ॥
এবং স মুচ্যতে ভূমে মম বিপ্রিয়কারকঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা মমাসৌ রোচতে ভুবি ॥ ৬ ॥
এতত্তে কথিতং ভূমে রক্তবস্ত্রবিভূষিতে।
প্রায়শ্চিত্তং মহাভাগে সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্ ॥ ৭ ॥
যস্তু মামন্ধকারেষু বিনা দীপেন সুন্দরি।
স্পৃশতে চ বিনা শাস্ত্রং ত্বরমাণো বিমোহিতঃ।
পতনং তস্য বক্ষ্যামি শৃণুষ্ব ত্বং বসুন্ধরে।
তেন ক্লেশং সমাসাদ্য ক্লিশ্যতে চ নরাধমঃ ॥ ৮ । ৯ ॥

অন্ধো ভূত্বা মহাভাগে একং জন্ম তমোময়ঃ।
সর্ব্বাশী সর্ব্বভক্ষশ্চ মানবঃ সোঽভিজায়তে।
অনন্যমানসো ভূত্বা ভূমে হ্যেতৎপ্রসাধয়েৎ॥ ১০॥
প্রায়শ্চিত্তম্প্রবক্ষ্যামি অন্ধকারে তু যঃ পুরা।
সংস্পৃশেৎ সোঽপি ধর্ম্মাত্মা যেন লোকং মম ব্রজেৎ॥১১॥
অক্ষোরাচ্ছাদনঙ্কৃত্বা দিনানি দশ পঞ্চ চ।
একাহারং ততঃ কৃত্বা দিনবিংশসমাহিতঃ॥ ১২॥
যস্য কস্যাপি মাসস্য একামেব চ দ্বাদশীম্।
একাহারস্ততো ভূত্বা নিষীদেচ্চ জলাশনঃ॥ ১৩॥
ততো যবান্নম্ভুঞ্জীত গোমূত্রেণ তু পাচিতম্।
প্রায়শ্চিত্তেন চৈতেন মুচ্যতে পাতকাত্ততঃ॥ ১৪॥
যঃ পুনঃ কৃষ্ণবস্ত্রেণ মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
দেবি কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত তস্য বৈ পাতনং শৃণু॥ ১৫॥
ঘুণো বৈ পঞ্চবর্ষাণি লাজবাস্তুসমাশ্রয়ঃ।
পঞ্চ বর্ষাণি নকুলো দশ বর্ষাণি কচ্ছপঃ॥ ১৬॥
এবং ভ্রমতি সংসারে মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
পারাবতেষু জায়েত নব বর্ষাণি পঞ্চ চ॥ ১৭॥
জাতো মমাপরাধেন স্থিতঃ পারাবতো ভুবি।
তিষ্ঠতে মম পার্শ্বেষু যত্রৈবাহং প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ১৮॥
প্রায়শ্চিত্তং প্রবক্ষ্যামি তস্য সংসারমোক্ষণে।
যেনাসৌ লভতে সিদ্ধিং কৃষ্ণবস্ত্রাপরাধতঃ॥ ১৯॥
সপ্তাহং যাবকং ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রং সক্তুপিণ্ডিকাম্।
ত্রীণি পিণ্ডাংস্ত্রিরাত্রন্তু এবং মুচ্যেত কিল্বিষাৎ॥ ২০॥
য এতেন বিধানেন দেবি কর্ম্মাণি কারয়েৎ।

শুচির্ভাগবতো ভূত্বা মম মার্গানুসারতঃ।
ন স গচ্ছতি সংসারং মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ২১ ॥
বাসসা চাবিধৌতেন যো মে কর্ম্মাণি কারয়েৎ।
শুচির্ভাগবতো ভূত্বা মম মার্গানুসারকঃ ॥ ২২ ॥
তস্য দোষং প্রবক্ষ্যামি অপরাধং বসুন্ধরে।
পতন্তি যেন সংসারং বাসসোচ্ছিষ্টকারিণঃ ॥ ২৩ ॥
দেবি ভূত্বা গজো মত্তস্তিষ্ঠত্যেকং নরো ভুবি।
উষ্ট্রশ্চৈকং ভবেজ্জন্ম জন্ম চৈকং বৃকস্তথা ॥ ২৪ ॥
গোমায়ুরেকং জন্মাপি জন্ম চৈকং হয়স্তথা।
সারঙ্গস্ত্বেকজন্মা বৈ মৃগো ভবতি বৈ ততঃ ॥ ২৫ ॥
সপ্তজন্মান্তরং পশ্চাত্ততো ভবতি মানুষঃ।
মদ্ভক্তশ্চ গুণজ্ঞশ্চ মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
নিরপরাধো দক্ষশ্চ অহঙ্কারবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৬ ॥

ধরণ্যুবাচ।

শ্রুতমেতন্ময়া দেব যত্ত্বয়া সমুদাহৃতম্।
সংসারং বাসসোচ্ছিষ্টা যেন গচ্ছন্তি মানুষাঃ ॥ ২৭ ॥
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ মে ব্রূহি সর্ব্বকর্ম্মসুখাবহম্।
কিল্বিষাদ্যেন মুচ্যন্তে তব কর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ২৮ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি কথ্যমানং ময়াহনঘে।
প্রায়শ্চিত্তম্প্রবক্ষ্যামি মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ২৯ ॥
যাবকেন দিনং ত্রীণি পিণ্যাকেন দিনত্রয়ম্।
পর্ণভক্ষো দিনত্রীণি পয়োভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥ ৩০ ॥
পায়সেন ত্রিরাত্রন্তু বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্।

এবঙ্কৃত্বা মহাভাগে বাসসোচ্ছিষ্টকারিণঃ।
অপরাধন্ন বিন্দেরন্ সংসারং ন প্রয়ান্তি চ ॥ ৩১ ॥
শ্বানোচ্ছিষ্টন্তু যো দদ্যান্মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
পাপন্তস্য প্রবক্ষ্যামি সংসারে চ মহদ্ভয়ম্ ॥ ৩২ ॥
শ্বানো বৈ সপ্ত জন্মানি গোমায়ুঃ সপ্ত বৈ তথা।
উলূকঃ সপ্ত বর্ষাণি পশ্চাজ্জায়েত মানুষঃ ॥ ৩৩ ॥
বিশুদ্ধাত্মা শ্রুতিজ্ঞশ্চ মদ্ভক্তশ্চৈব জায়তে।
গৃহে ভাগবতোৎকৃষ্টে অপরাধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৪ ॥
শৃণু তত্ত্বেন বসুধে প্রায়শ্চিত্তং মহৌজসম্।
তরন্তি মানুষা যেন ত্যক্ত্বা সংসারসাগরম্ ॥ ৩৫ ॥
মূলভক্ষো দিনত্রীণি ফলাহারো দিনত্রয়ম্।
শাকভক্ষো দিনত্রীণি পয়োভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥ ৩৬ ॥
দধ্যাহারো দিনত্রীণি পায়সেন দিনত্রয়ম্।
বায়্বাহারো দিনত্রীণি স্নানঙ্কৃত্বা দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৩৭ ॥
এবং দিনান্যেকবিংশং কৃত্বা বৈ শুভলক্ষণম্।
অপরাধং ন বিন্দেত মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥
ভুক্ত্বা বরাহমাংসন্তু যশ্চ মামিহ সর্পতি।
পাতনং তস্য বক্ষ্যামি যথা ভবতি সুন্দরি ॥ ৩৯ ॥
বরাহো দশ বর্ষাণি কৃত্বানুচরতে বনে।
ব্যাধো ভূত্বা মহাভাগে সমাঃ পঞ্চ চ সপ্ত চ ॥ ৪০ ॥
ততশ্চ মূষকো ভূত্বা বর্ষাণি চ চতুর্দ্দশ।
একোনবিংশবর্ষাণি যাতুধানশ্চ জায়তে ॥ ৪১ ॥
শল্লকী চাষ্টবর্ষাণি জায়তে ভবনে বহু।
ব্যাঘ্রস্ত্রিংশচ্চ বর্ষাণি জায়তে পিশিতাশনঃ ॥ ৪২ ॥

এবং সংসারিতাঙ্গত্বা বরাহামিষভক্ষকঃ।
জায়তে বিপুলে সিদ্ধে কুলে ভাগবতে তথা ॥ ৪৩ ॥
হৃষীকেশবচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বং সম্পূর্ণলক্ষণম্।
শিরসা চাঞ্জলিং কৃত্বা বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ ॥ ৪৪ ॥
এতন্মে পরমং গুহ্যং তব ভক্তসুখাবহম্।
বরাহমাংসভক্ষস্তু যেন মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ৪৫ ॥
তরন্তি মানুষা যেন তির্য্যক্সংসারসাগরাৎ।
গোময়েন দিনং পঞ্চ কণাহারেণ সপ্ত বৈ ॥ ৪৬ ॥
পানীয়ন্তু ততো ভুক্ত্বা তিষ্ঠেৎসপ্তদিনং ততঃ।
অক্ষারলবণং সপ্ত সক্তুভিশ্চ তথা ত্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
তিলভক্ষো দিনান্ সপ্ত পাষাণস্য চ ভক্ষকঃ।
পয়ো ভুক্ত্বা দিনং সপ্ত কারয়েদ্বুদ্ধিমাত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥
ক্ষান্তং দান্তং তথা কৃত্বা অহঙ্কারবিবর্জ্জিতঃ।
দিনান্যেকোনপঞ্চাশচ্চরেৎ কৃতবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৯ ॥
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সসংজ্ঞো বিগতজ্বরঃ।
কৃত্বা মম চ কর্ম্মাণি মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৫০ ॥
জালপাদং ভক্ষয়িত্বা যস্তু মামুপসর্পতি।
জালপাদস্ততো ভূত্বা বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ॥ ৫১ ॥
কুম্ভীরো দশ বর্ষাণি পঞ্চবর্ষাণি শূকরঃ।
তাবদ্ভ্রমতি সংসারে মম চৈবাপরাধতঃ ॥ ৫২ ॥
কৃত্বা তু দুষ্করং কর্ম্ম জায়তে বিপুলে কুলে।
শুদ্ধো ভাগবতশ্রেষ্ঠো হ্যপরাধবিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যতিক্রম্য মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥
প্রায়শ্চিত্তং প্রবক্ষ্যামি জালপাদস্য ভক্ষণে।

তরন্তি মনুজা যেন ঘোরসংসারসাগরাৎ ॥ ৫৪ ॥
যাবকান্নং দিনত্রীণি বায়ুভক্ষো দিনত্রয়ম্।
ফলভক্ষো দিনত্রীণি তিলভক্ষো দিনত্রয়ম্ ॥ ৫৫ ॥
অক্ষারলবণান্নাশী পুনস্তত্র দিনত্রয়ম্।
পঞ্চদশ দিনান্যেবং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ৫৬ ॥
জালপাদাপরাধস্য এবং কুর্ব্বীত শোধনম্।
বিনীতাত্মা শুচির্ভূত্বা য ইচ্ছেৎ সুন্দরাং গতিম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে জালপাদভক্ষণাপরাধপ্রায়শ্চিত্তং নাম
পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

বরাহ উবাচ।

দীপং স্পৃষ্ট্বা তু যো দেবি মম কর্ম্মাণি কারয়েৎ
তস্যাপরাধাদ্বৈ ভূমে পাতং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
তচ্ছৃণুষ মহাভাগে কথ্যমানং ময়াঽনঘে ॥ ১ ॥
জায়তে ষষ্টিবর্ষাণি কুষ্ঠী গাত্রপরিপ্লুতঃ।
চাণ্ডালস্য গৃহে তত্র এবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥
এবমুক্ত্বা তু তৎকর্ম্ম মম ক্ষেত্রে মৃতো যদি।
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত শুদ্ধে ভাগবতে গৃহে ॥ ৩ ॥

প্রায়শ্চিত্তং প্রবক্ষ্যামি দীপস্য স্পর্শনাদ্ভুবি।
তরন্তি মনুজা যেন কষ্টং চাণ্ডালযোনিষু॥ ৪॥
যস্য কস্যাপি মাসস্য শুক্লপক্ষে চ দ্বাদশী।
চতুর্থভক্তমাহারমাকাশশয়নে স্বপেৎ॥ ৫॥
দীপং দত্ত্বাপরাধাদ্বৈ তরন্তি মনুজা ভুবি।
শুচির্ভূত্বা যথান্যায়ং মম কর্ম্মপথে স্থিতঃ॥ ৬॥
এতত্তে কথিতং ভদ্রে স্পর্শনে দীপকস্য তু।
সংসারশোধনঞ্চৈব যৎ কৃত্বা লভতে শুভম্॥ ৭॥
শ্মশানং যো নরো গত্বা অস্নাত্বৈব তু মাং স্পৃশেৎ।
মম দোষাপরাধস্য শৃণু তত্ত্বেন যৎ ফলম্॥ ৮॥
জম্বুকো জায়তে ভূমৌ বর্ষাণাং নব পঞ্চ চ।
গৃধ্রস্তু সপ্ত বর্ষাণি জায়তে খচরেশ্বরঃ॥ ৯॥
চরন্তৌ মানুষং মাংসমুভৌ তৌ গৃধ্রজম্বুকৌ।
পিশাচো জায়তে তত্র বর্ষাণি নব পঞ্চ চ।
ততস্তু কুণপোচ্ছিষ্টং ত্রিংশদ্বর্ষাণি খাদতি॥ ১০॥
ততো নারায়ণাচ্ছ্রুত্বা ধরণী বাক্যমব্রবীৎ।
এতন্মে পরমং গুহ্যং লোকনাথ জনার্দ্দন।
পরং কৌতূহলন্দেব নিখিলং বক্তুমর্হসি॥ ১১॥
শ্মশানং পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশ্বরেণ প্রশংসিতম্।
কিন্তত্র ত্রিগুণন্দেব পবিত্রে শিবভাষিতে॥ ১২॥
স তত্র রমতে নিত্যং ভগবাংস্তু মহামতিঃ।
কপালং গৃহ্য দেবোঽত্র দীপ্তিমন্তং মহৌজসম্॥ ১৩॥
প্রশংসিতঞ্চ রুদ্রেণ ভবতা কিং বিনিন্দিতম্।
শ্মশানং পদ্মপত্রাক্ষ রুদ্রস্য চ নিশি প্রিয়ম্॥ ১৪॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি ইদমাখ্যানমুত্তমম্।
অদ্যাপি তে ন জানন্তি অনঘে শংসিতব্রতাঃ॥ ১৫॥
কৃত্বা সুদুষ্করং কর্ম্ম সর্ব্বভূতপতিং হরিম্।
হত্বা চ বালান্ বৃদ্ধাংশ্চ ত্রিপুরে রূপিণীঃ স্ত্রিয়ঃ॥
তেন পাপেন সম্বদ্ধো ন শক্নোতি বিচেষ্টিতুম্।
প্রনষ্টমানসৈশ্বর্য্যো নষ্টা মায়া চ যোগিনঃ॥ ১৬॥ ১৭॥
বিবর্ণবদনো ভূত্বা তিষ্ঠতে স মহেশ্বরঃ।
তত্র স্থানে শিবো ভূমে গণৈঃ সর্বৈঃ সমাবৃতঃ॥ ১৮॥
নষ্টমায়ং ততো দেবি চিন্তয়ামি বসুন্ধরে।
ততো ধ্যাতো ময়া দেবি শঙ্করঃ পুনরেষ্যতি॥ ১৯॥
যাবৎপশ্যামি তন্দেবং দেবি দিব্যেন চক্ষুষা।
নষ্টং মায়াবলং রুদ্রং সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্॥ ২০॥
ততোঽহং তত্র গত্বা তু যষ্টিকামন্ত্রিয়ম্বকম্।
নষ্টসংজ্ঞো হতজ্ঞানো নষ্টযোগবলোঽবলঃ॥ ২১॥
তত ঈশো ময়া চোক্তো বাক্যমেবং সুখাবহম্।
কিমিদন্তিষ্ঠসে রুদ্র কশ্মলেন সমাবৃতঃ॥ ২২॥
ত্বং কর্ত্তা চ বিকর্ত্তা চ বিকারাকার এব চ।
ত্বং বৈশাখ্যং বিয়োগঞ্চ ত্বং যোনিস্ত্বম্পরায়ণম্॥ ২৩॥
ত্বমুগ্রদেবদেবাদিস্ত্বং সাম ত্বং তথা দিশঃ।
কিন্ন বুধ্যসি চাত্মানং গণৈঃ পরিবৃতো ভবান্॥ ২৪॥
কিমিদং দেবদেবেশ বিবর্ণঃ পৃথুলোচনঃ।
তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন যৎ পৃষ্টোঽসি ময়া ভবান্॥ ২৫॥

স্মর যোগঞ্চ মায়াঞ্চ পশ্য বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।
তব চৈব প্রিয়ার্থায় যেনাহমিহ চাগতঃ ॥ ২৬ ॥
ততো মম বচঃ শ্রুত্বা লব্ধসংজ্ঞো মহেশ্বরঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং পাপসন্তপ্তলোচনঃ ॥ ২৭ ॥
শৃণু তত্ত্বেন মে দেব কোহন্যোহপ্যেবং করিষ্যতি।
দেবং নারায়ণঞ্চৈকং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥
হে বিষ্ণো ত্বৎপ্রসাদেন দেবত্বঞ্চৈব মাধব।
লব্ধোযোগশ্চ সাঙ্খ্যঞ্চ জাতোহস্মি বিগতজ্বরঃ ॥ ২৯ ॥
ত্বৎপ্রসাদেন জাতোহস্মি পূর্ণাম্বুরিব সাগরঃ।
অহন্ত্বান্তু বিজানামি মান্ত্বং জানাসি মাধব ॥ ৩০ ॥
আবয়োরন্তরং কোঽপি ন পশ্যতি জনার্দ্দন।
ব্রহ্মাণস্তু বিজানাতি নাবয়োরন্তরেণ হি।
সাধু বিষ্ণো মহাভাগ সর্ব্বমায়াকরণ্ডক ॥ ৩১ ॥
এবং মহ্যং হরো বাক্যমুক্ত্বা ভূতমহেশ্বরঃ।
মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থায় পুনঃ প্রোবাচ মাধবি ॥ ৩২ ॥
তব বিষ্ণোঃ প্রসাদেন ময়া তত্ত্রিপুরং হতম্।
নিহতা দানবাস্তত্র গর্ভিণ্যশ্চ নিপাতিতাঃ ॥ ৩৩ ॥
বালবৃদ্ধা হতাস্তত্র বিস্ফুরন্তো দিশো দশ।
তস্য পাপস্য দোষেণ ন শক্লোমি বিচেষ্টিতুম্ ॥ ৩৪ ॥
প্রনষ্টযোগমায়শ্চ নষ্টৈশ্বর্য্যশ্চ মাধব।
কিঙ্কর্ত্তব্যং ময়া বিষ্ণো পাপাবস্থেন সম্প্রতি ॥ ৩৫ ।
বিষ্ণো তত্ত্বেন মে ব্রূহি শোধনং পাপনাশনম্।
যেন বৈ কৃতমাত্রেণ শুদ্ধো মুচ্যেয় কিল্বিষাৎ ॥ ৩৬ ॥
এবং চিন্তাত্মনস্তস্য ময়া রুদ্রস্য ভাবিতম্।

কপালমালাং গৃহীত্বা সমলং গচ্ছ শঙ্কর ॥ ৩৭ ॥
মমৈবং বচনং শ্রুত্বা ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উবাচ মাং পুনর্ব্যক্তং মাং বোধয় জগৎপতে।
কীদৃশঃ সমলো বিষ্ণো যত্র গচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ৩৮ ॥
ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করস্য মহেশ্বরি।
তৎপাপশোধনার্থায় ময়া বাক্যং প্রভাষিতম্ ॥ ৩৯ ॥
শ্মশানং সমলং রুদ্র পূতিকো ব্রণগন্ধিকঃ।
স্বয়ং তিষ্ঠন্তি বৈ তত্র মনুজা বিগতস্পৃহাঃ ॥ ৪০ ॥
তত্র গৃহ্য কপালানি রম তত্রৈব শঙ্কর।
তত্র বর্ষসহস্রাণি দিব্যান্যেব দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৪১ ॥
ততো ভক্ষয় মাংসানি পাপক্ষয়চিকীর্ষুকঃ।
হতানাং চৈব মাংসানি যে চ ভোজ্যাস্তব প্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥
এবং সর্ব্বৈর্গণৈঃ সার্দ্ধং বস তত্র সুনিশ্চিতঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু স্থিত্বা ত্বং সমলে পুনঃ।
গচ্ছাশ্রমপদং পশ্চাদ্গৌতমস্য মহামুনেঃ ॥ ৪৩ ॥
তত্র জ্ঞাস্যসি চাত্মানং গৌতমাশ্রমসংস্থিতঃ।
প্রসাদাদ্গৌতমমুনের্ভবান্বি গতকিল্বিষঃ ॥ ৪৪ ॥
সততং পাপসম্পন্নং কপালং শিরসি স্থিতম্।
ঋষিঃ পাতয়িতুং শক্তস্ত্বৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
এবং রুদ্রং বরং দত্ত্বা তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবম্।
রুদ্রোঽপি ভ্রমতে তত্র শ্মশানে পাপসংবৃতে ॥ ৪৬ ॥
অতো ন রোচতে ভূমে শ্মশানং মে কদাচন।
যত্র রুদ্রকৃতম্পাপং স্থিতঙ্কিল ভয়াবহম্ ॥ ৪৭ ॥
এতত্তে কথিতম্ভদ্রে শ্মশানং মে জুগুপ্সিতম্।

বিনা তু কৃতসংস্কারোমম কর্ম্মপরায়ণঃ।
প্রায়শ্চিত্তম্প্রবক্ষ্যামি যেন শুধ্যতি কিল্বিষাৎ॥ ৪৮॥
কৃত্বা চতুর্থভক্ষস্তু দিনানি দশ পঞ্চ চ।
আকাশশয়নং কুর্য্যাদেকবস্ত্রঃ কুশাসনে॥ ৪৯॥
প্রভাতে পঞ্চগব্যঞ্চ পাতব্যং কর্ম্মশোধনম্।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৫০॥
পিণ্যাকং ভক্ষয়িত্বা তু যো দেবমুপসর্পতি।
তস্য বৈ শৃণু সুশ্রোণি প্রায়শ্চিত্তং সুশোধনম্॥ ৫১।
উলূকো দশ বর্ষাণি কচ্ছপস্তু সমাস্ত্রয়ঃ।
জায়তে মানবস্তত্র মম কর্ম্মপরায়ণঃ॥ ৫২॥
যাংস্তু দোষান্ প্রপশ্যন্তে সংসারেহস্মিন্বসুন্ধরে।
তস্য বক্ষ্যামি সুশ্রোণি প্রায়শ্চিত্তং মহৌজসম্॥ ৫৩॥
কিল্বিষাদ্যেন মুচ্যেত সংসারান্তঞ্চ গচ্ছতি।
যাবকেন দিনৈকন্তু গোমূত্রেণ চ কারয়েৎ॥ ৫৪॥
রাত্রৌ বীরাসনং কুর্য্যাদাকাশশয়নে বসেৎ।
স ন গচ্ছতি সংসারং মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৫৫॥
বরাহমাংসেন তু যো মম কুর্ব্বীত প্রাপণম্।
মূর্খঃ স পাপকর্ম্মা চ মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
যাংস্তু দোষান্ প্রপদ্যেত সংসারঞ্চ বসুন্ধরে॥ ৫৬॥
যাবদ্রোম বরাহস্য মম গাত্রেষু সংস্থিতম্।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নরকে পচ্যতে ভুবি॥ ৫৭॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ বসুন্ধরে।
বরাহেণ তু মাংসেন যস্তু কুর্ব্বীত প্রাপণম্॥ ৫৮॥
যাবত্তত্তনুসংস্থন্তু ভাজনে তু প্রতিষ্ঠিতম্।

তাবৎ স পততে দেবি সৌকরীং যোনিমাস্থিতঃ ॥ ৫৯ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ বসুন্ধরে।
যাং গতিং সম্প্রপদ্যেত মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৬০ ॥
অন্ধো ভূত্বা ততো দেবি জন্ম চৈবং প্রতিষ্ঠিতম্।
এবং গত্বা তু সংসারং বরাহমাংসপ্রাপণাৎ।
জায়তে বিপুলে সিদ্ধে কুলে ভাগবতে শুচিঃ ॥ ৬১ ॥
বিনীতঃ কৃতসংস্কারো মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
দ্রব্যবান্ গুণবাংশ্চৈব রূপবান্ শীলবান্ শুচিঃ ॥ ৬২ ।
প্রায়শ্চিত্তম্প্রবক্ষ্যামি তস্য কায়বিশোধনম্।
কিল্বিষাদ্যেন মুচ্যেত মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৬৩ ॥
ফলাহারো দিনান্সপ্ত সপ্ত মূলাশনস্তথা।
দিনানি সপ্ত তিষ্ঠেত সপ্ত বৈ পায়সেন চ ॥ ৬৪ ॥
তক্রেণ সপ্ত দিবসান্ সপ্ত পাবকভোজনঃ।
প্রায়শ্চিত্তান্মহাভাগে মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৬৫ ॥
মদ্যম্পীত্বা বরারোহে যস্তু মামুপসর্পতি।
তত্র দোষম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু সুন্দরি তত্ত্বতঃ ॥ ৬৬ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি দরিদ্রো জায়তে পুনঃ।
ততো ভবেৎ সুপূতাত্মা মদ্ভক্তঃ স ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥
যস্তু ভাগবতোভূত্বা কামরাগেণ মোহিতঃ।
দীক্ষিতঃ পিবতে মদ্যম্প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৬৮ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
অগ্নিবর্ণাং সুরাং পীত্বা তেন মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ৬৯ ॥
য এতেন বিধানেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
ন স লিপ্যতি পাপেন সংসারঞ্চ ন গচ্ছতি ॥ ৭০ ॥

কৌসুম্ভঞ্চৈব যঃ শাকং ভক্ষয়েন্মম পূজকঃ।
নরকে পচ্যতে ঘোরে দশ পঞ্চ চ স্থকরঃ॥ ৭১॥
ততোগচ্ছেচ্ছ্বযোনৌ চ ত্রীণি বর্ষাণি জম্বুকঃ।
বর্ষমেকং ততঃ শুধ্যেন্মৎকর্ম্মণি রতঃ শুচিঃ।
মম লোকমবাপ্নোতি শুদ্ধোভূত্বা বসুন্ধরে॥ ৭২॥ ৭৩॥
ততো ভূমির্বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ পুনর্হরিম্।
কুসুম্ভশাকনৈবেদ্যপ্রাপণেন চ কিল্বিষাৎ।
কথং মুচ্যেত দেবেশ প্রায়শ্চিত্তং বদ প্রভো॥ ৭৪॥

বরাহ উবাচ।

যো মে কুসুম্ভশাকেন প্রাপণং কুরুতে নরঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি নরকে পরিপচ্যতে॥ ৭৫॥
প্রায়শ্চিত্তম্প্রবক্ষ্যামি তচ্চ মে বদতঃ শৃণু।
ভক্ষণে তু কৃতে কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণমতন্দ্রিতঃ।
প্রাপণে তু কৃতে কুর্য্যাদ্দ্বাদশাহং পয়োব্রতম্॥ ৭৬॥
য এতেন বিধানেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
ন স লিপ্যেত পাপেন মম লোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ৭৭॥
যঃ পারক্যেণ বস্ত্রেণ ন ধৃতেন চ মাধবি।
প্রায়শ্চিত্তীভবেন্মূর্খো মম কর্ম্মপরায়ণঃ॥ ৭৮॥
করোতি মম কর্ম্মাণি স্পৃশতে মাং তদা স্থিতঃ।
মৃগো বৈ জায়তে দেবি বর্ষাণি ত্রীণি সপ্ত চ॥ ৭৯॥
হীনপাদেন জায়েত চৈকজন্ম বসুন্ধরে।
মূর্খশ্চ ক্রোধনশ্চৈব মদ্ভক্তশ্চৈব জায়তে॥ ৮০॥
তস্য বক্ষ্যামি সুশ্রোণি প্রায়শ্চিত্তং মহৌজসম্।
যেন গচ্ছতি সংসারং মম ভক্তো ব্যবস্থিতঃ॥ ৮১॥

অষ্টভক্তং ততঃ কৃত্বা মম ভক্তিপরায়ণঃ।
মাঘস্যৈব তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশীম্॥ ৮২॥
তিষ্ঠেজ্জলাশয়ে গত্বা শান্তো দান্তো যতব্রতঃ।
অনন্যমানসো ভূত্বা মম চিন্তাপরায়ণঃ॥ ৮৩॥
প্রভাতায়ান্তু শর্ব্বর্য্যামুদিতে তু দিবাকরে।
পঞ্চগব্যং ততঃ পীত্বা মম কর্ম্মাণি কারয়েৎ॥ ৮৪॥
য এতেন বিধানেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৮৫॥
অকৃত্বা যো নবান্নানি মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
ততো ভাগবতো ভূত্বা নবান্নং যো ন কারয়েৎ।
পিতরস্তস্য নাশ্নন্তি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ॥ ৮৬॥
অদত্ত্বা যস্তু ভুঞ্জীত নবান্নানি কদাচন।
ন তস্য ধর্ম্মো বিদ্যেত এবমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৮৭॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি যেন তস্মাৎ প্রমুচ্যতে।
প্রায়শ্চিত্তং মহাভাগে মম ভক্তসুখাবহম্॥ ৮৮॥
উপবাসং ত্রিরাত্রন্তু তত একেন বা পুনঃ।
আকাশশয়নঙ্কৃত্বা চতুর্থেঽহনি শুধ্যতি॥ ৮৯॥
এবং তত্র বিধিঙ্কৃত্বা উদিতে চ দিবাকরে।
পঞ্চগব্যং ততঃ পীত্বা শীঘ্রং মুচ্যেত কিল্বিষাৎ॥ ৯০॥
য এতেন বিধানেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৯১॥
অদত্ত্বা গন্ধমাল্যানি যো মে ধূপং প্রযচ্ছতি।
কুণপো জায়তে ভূমে যাতুধানো ন সংশয়ঃ॥ ৯২॥
বর্ষাণি চৈকবিংশানি অয়স্কারনিবাসকঃ।

তিষ্ঠতে হ্যত্র মহাভাগে এবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৯৩ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ বসুন্ধরে।
প্রায়শ্চিত্তম্প্রবক্ষ্যামি যেন মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ৯৪ ॥
যস্য কস্যচিন্মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশীম্।
উপোষ্য চাষ্টভক্তন্তু দশৈকাদশমেব চ ॥ ৯৫ ॥
প্রভাতায়াস্তু শর্ব্বর্য্যামুদিতে রবিমণ্ডলে।
পঞ্চগব্যং ততঃ পীত্বা শীঘ্রং মুচ্যতি কিল্বিষাৎ ॥ ৯৬ ॥
য এতেন বিধানেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
তানি তানি তরন্ত্যেনং সর্ব্ব এব পিতামহাঃ ॥ ৯৭ ॥
বহন্নুপানহৌ পদ্ভ্যাং যস্তু মামুপচঙ্ক্রমেৎ।
চর্ম্মকারস্তু জায়েত বর্ষাণান্তু ত্রয়োদশ ॥ ৯৮ ॥
তজ্জন্মনঃ পরিভ্রষ্টঃ সূকরো জায়তে পুনঃ।
সূকরত্বাৎপরিভ্রষ্টঃ শ্বা ভবেচ্চ জুগুপ্সিতঃ ॥ ৯৯ ॥
ততঃ শ্বত্বাৎ পরিভ্রষ্টো মানুষেষূপজায়তে।
মদ্ভক্তশ্চ বিনীতশ্চ অপরাধবিবর্জ্জিতঃ।
মুক্তস্তু সর্ব্বসংসারান্মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ১০০ ॥
য এতেন বিধানেন বসুধে কর্ম্ম কারয়েৎ।
ন স লিপ্যেত পাপেন এবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ১০১ ॥
ভেরীশব্দমকৃত্বা তু যস্তু মাং প্রতিবোধয়েৎ।
বধিরোজায়তে ভূমে একং জন্ম ন সংশয়ঃ ॥ ১০২ ॥
তস্য বক্ষ্যামি সুশ্রোণি প্রায়শ্চিত্তং মম প্রিয়ম্।
কিল্বিষাদ্যেন মুচ্যেত ভেরীতাড়নমোহিতঃ ॥ ১০৩ ॥
যস্য কস্যচিন্মাসস্য শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশী।
আকাশশয়নঙ্কৃত্বা শীঘ্রং মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ১০৪ ॥

য এতেন বিধানেন বসুধে কর্ম্ম কারয়েৎ।
অপরাধন্ন গচ্ছেত মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ১০৫ ॥
অন্নম্ভুক্ত্বা বহুতরমজীর্ণেন পরিপ্লুতঃ।
উদ্গারেণ সমাযুক্তঃ অস্নাত উপসর্পতি ॥ ১০৬ ॥
একজন্মনি শ্বা চৈব বানরশ্চৈব জায়তে।
একস্মিঞ্জন্মনি চ্ছাগঃ শৃগালশ্চৈকজন্মনি ॥ ১০৭ ॥
একজন্ম ভবেদন্ধো মূষিকো জায়তে পুনঃ।
তারিতো হ্যেষ সংসারাজ্জায়তে বিপুলে কুলে ॥ ১০৮ ॥
শুদ্ধোভাগবতঃ শ্রেষ্ঠস্ত্বপরাধবিবর্জ্জিতঃ।
প্রায়শ্চিত্তম্প্রবক্ষ্যামি মম ভক্তসুখাবহম্ ॥ ১০৯ ॥
কিল্বিষাদ্যেন মুচ্যেত মম ভক্তিপরায়ণঃ।
ত্রিদিনং পাবকাহারো মূলাহারো দিনত্রয়ম্ ॥ ১১০ ॥
পায়সেন দিনত্রীণি ত্রিদিনং শক্তুনা তথা।
ত্রিদিনং বায়ুভক্ষোঽপি আকাশশয়নস্ত্রিকম্ ॥ ১১১ ॥
উত্থায়াপররাত্রে তু কৃত্বা বৈ দন্তধাবনম্।
পঞ্চগব্যং পিবেচ্চৈব শরীরপরিশোধনম্ ॥ ১১২ ॥
য এতেন বিধানেন প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
ন স লিপ্যেত পাপেন মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ১১৩ ॥
আখ্যানানাং মহাখ্যানং তপসাঞ্চ পরন্তপঃ।
অত্রাহঙ্কীর্ত্তয়িষ্যামি ব্রাহ্মণেভ্যো মহেশ্বরি ॥ ১১৪ ॥
এষ ধর্ম্মশ্চ কীর্ত্তিশ্চ আচারাণাং মহৌজসাম্।
গুণানাঞ্চ পরং শ্রেষ্ঠ শ্রুতীনাঞ্চ মহাশ্রুতিঃ ॥ ১১৫ ॥
য এতৎপঠতে নিত্যং কল্যমুত্থায় মানবঃ।
স পিতৄংস্তারয়েজ্জন্তুর্দ্দশ পূর্ব্বান্দশপারান্ ॥ ১১৬ ॥

আরোগ্যাণাং মহারোগ্যং মঙ্গলানান্তু মঙ্গলম্।
রত্নানাং পরমং রত্নং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ১১৭॥
যস্তু ভাগবতো নিত্যং পঠতে চ দৃঢ়ব্রতঃ।
কৃত্বা সর্ব্বাপরাধানি ন স পাপেন লিপ্যতে॥ ১১৮॥
এষ জপ্যঃ প্রমাণঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
কল্যমুত্থায় পঠতে মম লোকায় গচ্ছতি॥ ১১৯॥
ন পঠেন্মূর্খমধ্যে তু কুশিষ্যাণাং তথৈব চ।
দদ্যাদ্ভাগবতে শ্রেষ্ঠে মম কর্ম্মপরায়ণে॥ ১২০॥
এতত্তে কথিতো দেবি আচারস্য বিনিশ্চয়ঃ।
পূর্ব্বস্ত্বয়া যৎপৃষ্টস্তু কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১২১॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তকর্ম্মসূত্রং নাম
ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা তু বিপুলং হ্যেতদপরাধবিশোধনম্।
কর্ম্ম ভাগবতং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বভাগবতপ্রিয়ম্॥ ১॥
অহো কর্ম্ম মহাশ্রেষ্ঠং ভগবংস্তব ভাষিতম্।
মম চৈব প্রিয়ার্থায় তব ভক্তসুখাবহম্॥ ২॥

শ্রুতং হ্যেব মহাবাহো সর্ব্বধর্ম্মার্থসাধকম্।
তব ভক্তসুখার্থায় তদ্ভবান্বক্তু মর্হতি ॥ ৩ ॥
কিমুচ্যতে ব্রতঞ্চৈব শুভং কুব্জাম্রকে মহৎ।
কতরচ্চাপি তচ্ছ্রেষ্ঠং ক্ষেত্রম্ভক্তসুখাবহম্ ॥ ৪ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু মে পরমং গুহ্যং যত্ত্বয়া পৃচ্ছিতং মম।
মম ক্ষেত্রং পরঞ্চৈব শুদ্ধং ভাগবতপ্রিয়ম্ ॥৫ ॥
পরং কোকামুখং স্থানং তথা কুব্জাম্রকং পরম্।
পরং সৌকরবং স্থানং সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্ ॥ ৬ ॥
যত্র সংস্থা চ মে দেবি হ্যুদ্ধৃতাসি রসাতলাৎ।
যত্র ভাগীরথী গঙ্গা মম সৌকরবে স্থিতা ॥ ৭ ॥

ধরোবাচ।

কেষু লোকেষু যান্তীশ সৌকরে যে মৃতাঃ প্রভো।
কিং বা পুণ্যং ভবেত্তত্র স্নাতস্য পিবতস্তথা ॥ ৮ ॥
কতি তীর্থানি পদ্মাক্ষ ক্ষেত্রে সৌকরবে তব।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় তদ্বিষ্ণো বক্তু মর্হসি ॥ ৯ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি যত্ত্বং মাম্পরিপৃচ্ছসি।
যাং গতিন্তে প্রপদ্যন্তে নরাঃ সৌকরবে মৃতাঃ ॥ ১০ ॥
যত্র স্নাতস্য যৎপুণ্যং গতস্য চ মৃতস্য চ।
যত্র যানি চ তীর্থানি মম সংস্থানসংস্থিতাঃ ॥ ১১ ॥
শৃণু পুণ্যং মহাভাগে মম ক্ষেত্রেষু সুন্দরি।
প্রাপ্নুবন্তি মহাভাগে গত্বা সৌকরবম্প্রতি ॥ ১২ ॥

দশ পূর্ব্বাপরাশ্চাপি অপরে সপ্ত পঞ্চ চ।
স্বর্গং গচ্ছন্তি পুরুষাস্তেষাং যে তত্র বৈ মৃতাঃ ॥ ১৩ ॥
গমনাদেব সুশ্রোণি মুখস্য মম দর্শনাৎ।
সপ্তজন্মান্তরে ভদ্রে জায়তে বিপুলে কুলে ॥ ১৪ ॥
ধনধান্যসমৃদ্ধেষু রূপবান্ গুণবান্ শুচিঃ।
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৫ ॥
এবং বৈ মানুষো ভূত্বা অপরাধবিবর্জ্জিতঃ।
গমনস্তস্য ক্ষেত্রস্য মরণং তত্র কারণম্ ॥ ১৬ ॥
যে মৃতাস্তস্য ক্ষেত্রস্য সৌকরস্য প্রভাবতঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধনুর্হস্তাশ্চতুর্ভুজাঃ।
ত্যক্ত্বা কলেবরন্তূর্ণং শ্বেতদ্বীপায় যান্তি তে ॥ ১৭ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
তীর্থেষু তেষু স্নাতশ্চ যাং প্রাপ্নোতি পরাং গতিম্ ॥ ১৮ ।
চক্রতীর্থং মহাভাগে যত্র চক্রং প্রতিষ্ঠতে।
শৃণু পুণ্যং তত্র ভদ্রে প্রাপ্নোতি পরমং নরঃ ॥ ১৯ ॥
চক্রতীর্থে নরো গত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
বৈশাখদ্বাদশীম্প্রাপ্য স্নায়াদ্যো বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২০ ॥
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
ধনধান্যসমৃদ্ধো হি জায়তে বিপুলে কুলে ॥ ২১ ॥
মদ্ভক্তশ্চাপি জায়েত মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
অপরাধং বর্জ্জয়তি দীক্ষিতশ্চৈব জায়তে ॥ ২২ ॥
ভূত্বা বৈ মানুষস্তত্র তীর্থে সংসারসাগরম্।
তীর্ত্বা চক্রগদাশঙ্খপদ্মপাণিশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২৩ ॥
মম রূপধরঃ শ্রীমান্মম লোকে মহীয়তে।

চক্রতীর্থে বিশালাক্ষি মরণে কৃতকৃত্যতা ॥ ২৪ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য শ্রোতুকামা বসুন্ধরা।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় শ্লক্ষ্মমেতদুবাচ হ ॥ ২৫ ॥
তত্র সৌকরবে তীর্থে চন্দ্রমাস্ত্বামতোষয়ৎ।
এতদাচক্ষ্ব তত্ত্বেন পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ২৬ ॥
বসুধায়া বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুর্মায়াকরণ্ডকঃ।
উবাচ বাক্যং মেদিন্যাঃ মেঘদুন্দুভিনিঃস্বনঃ ॥ ২৭ ॥
শৃণু ভূমে প্রযত্নেন কথ্যমানং ময়ানঘে।
তস্য বৈ কারণং যেন তেন চারাধিতোহস্ম্যহম্ ॥ ২৮ ॥
তস্য প্রীতোহস্ম্যহং দেবি বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
দর্শিতশ্চ ময়া হ্যাত্মা যো হি দেবেষু দুর্ল্লভঃ ॥ ২৯ ॥
রূপং সোমেন তদ্দৃষ্ট্বা বিসংজ্ঞস্তদনন্তরম্।
মহ্যং দ্রষ্টুং ন শক্নোতি মম তেজঃপ্রমোহিতঃ ॥ ৩০ ॥
ততো নিমীলিতাক্ষেণ কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্।
ন শক্নোতি তথা বক্তুং ভীরুঃ সন্ত্রস্তলোচনঃ ॥ ৩১ ॥
এবমেতদ্বিচেষ্টন্তং ব্রাহ্মণানামপীশ্বরম্।
বাণীং সূক্ষ্মাং সমাদায় স সোমো নোদিতো ময়া ॥ ৩২ ॥
কিংবা ফলং সমুদ্দিশ্য তপ্যসে সুমহত্তপঃ।
ব্রূহি তত্ত্বেন মে সোম যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
সর্ব্বং সম্পাদয়িষ্যামি ত্বৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
মম বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা গ্রহাণাং প্রবরেশ্বরঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং সোমতীর্থমবস্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥
ভগবন্যদি তুষ্টোহসি মম চাত্র ততঃ প্রভো।
যোগনাথোজ্জগচ্ছে্ষ্ঠঃ সর্ব্বযোগীশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩৫ ॥

যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবত্ত্বয়ি জনার্দ্দন।
অতুলা ত্বয়ি মে ভক্তির্ভবেন্নিত্যং সুনিশ্চলা ॥ ৩৬ ॥
যচ্চাপি মম তদ্রূপং ত্বয়া সংস্থাপিতং প্রভো।
সপ্তদ্বীপেষু দৃশ্যেত তত্র তত্রৈব সংস্থিতম ॥ ৩৭ ॥
সোম ইত্যেব যজ্ঞেষু পিবন্তু মম ব্রাহ্মণাঃ।
গতিঃ পরমিকা তেষাং দিব্যা বিষ্ণো ভবেদ্যথা ॥ ৩৮ ॥
ক্ষীণস্তত্র ত্বমাবস্যাং তত্র পিণ্ডপিতৃক্রিয়া।
প্রবর্ত্তন্তে যথান্যায়ং ভবেয়ং সৌম্যদর্শনঃ ॥ ৩৯ ॥
অধর্ম্মে চ ন মে বুদ্ধির্ভবেদ্বিষ্ণো কদাচন।
পতিত্বঞ্চাথ গচ্ছেয়মোষধীনাং তথা কুরু ॥ ৪০ ॥
যদি তুষ্টো মহাদেব আদিমধ্যান্তবর্জ্জিতঃ।
মম চৈব প্রিয়ার্থায় এতন্মে দীয়তাং বরঃ ॥ ৪১ ॥
ততঃ সোমবচঃ শ্রুত্বা তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবম্ ॥ ৪২ ॥
এবং তপ্তং মহাভাগে তপঃ সোমেন নিশ্চয়াৎ।
প্রাপ্তা চ পরমা সিদ্ধিঃ সোমতীর্থেঽন্যদুর্ল্লভা ॥ ৪৩ ॥
স্নায়াদ্যঃ সোমতীর্থে তু মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
অষ্টমেন তু ভক্তেন মম কর্ম্মবিধৌ স্থিতঃ।
ফলন্তস্য প্রবক্ষ্যামি সোমতীর্থে নরস্য যৎ ॥ ৪৪ ॥
যত্র তপ্তস্তপস্তেন সোমেন সুমহাত্মনা।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি একপাদেন তিষ্ঠতা।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি তথৈবোর্দ্ধমুখঃ স্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥
এবমুগ্রন্তপঃ কৃত্বা কান্তিমানভবচ্চ সঃ।
মমাপরাধান্মুক্তশ্চ ব্রাহ্মণানাং পতিস্তথা ॥ ৪৬ ॥
এবমেব মহাভাগে সোমতীর্থে কৃতোদকঃ।

ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানি চ।
জায়তে ব্রাহ্মণঃ সুভ্রু বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৪৭ ॥
দ্রব্যবান্ গুণবাংশ্চৈব সংবিভাগী যশস্বিনি।
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত অপরাধবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪৮ ॥
স এষ ব্রাহ্মণোভূত্বা সংসারাদ্বিপ্রমুচ্যতে।
তস্য চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি সোমতীর্থস্য সুন্দরি।
তত্তীর্থং যেন বিজ্ঞেয়ং মম মার্গানুসারিণা ॥ ৪৯ ॥
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী।
প্রবৃত্তে চান্ধকারে তু যত্র কশ্চিন্ন দৃশ্যতে ॥ ৫০ ॥
সোমেন চ বিনা ভূমির্দৃশ্যতে চন্দ্রসপ্রভা।
আলোকশ্চৈব দৃশ্যেত সোমস্তত্র ন দৃশ্যতে ॥ ৫১ ॥
এবন্ত্বাং বচ্মি হে ভদ্রে এষ বৈ বিস্ময়ঃ পরঃ।
এতচ্চিহ্নং মহাভাগে পুণ্যে সৌকরবে মম।
সোমতীর্থে বিশালাক্ষি যেন মুচ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ৫২ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
প্রভাবমস্য ক্ষেত্রস্য বিস্ময়ম্পরমং মহৎ ॥ ৫৩ ॥
অকামা তু মৃতা তীর্থে আত্মনঃ কর্ম্মনিশ্চয়াৎ।
মম ক্ষেত্রপ্রভাবেণ শৃগালী মানুষী ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥
রাজপুত্রী বিশালাক্ষী শ্যামা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
গুণবদ্রূপসম্পন্না চতুঃষষ্টিকলান্বিতা ॥ ৫৫ ॥
তস্য পূর্ব্বেণ পার্শ্বেন তীর্থং গৃধ্রবটং স্মৃতম্।
যত্রাকামো মৃতো গৃধ্রো মানুষত্বমুপাগতঃ ॥ ৫৬ ॥
বাক্যং নারায়ণাচ্ছ্রুত্বা ধরণী শুভলক্ষণা।
উবাচ মধুরং বাক্যং বিষ্ণুভক্তসুখাবহম্ ॥ ৫৭ ॥

অহো তীর্থপ্রভাবো বৈ ত্বয়া প্রোক্তো মহান্মম।
যস্য দেব প্রভাবেণ তির্য্যগ্যোনিত্বমাগতৌ।
গৃধ্রশ্চৈব শৃগালী চ প্রাপ্তৌ বৈ মানুষীন্তনুম্ ॥ ৫৮ ॥
স্নানেন তত্র তীর্থে চ মরণাদ্বা জনার্দ্দন।
কাঙ্গতিং বৈ প্রপদ্যন্তে তন্মমাচক্ষ্ব কেশব ॥ ৫৯ ॥
চিহ্নঞ্চ কীদৃশন্তেষাং জায়ন্তে যেন তে তথা।
অকামাবপি তৌ ক্ষেত্রে প্রাপ্তৌ তু পরমাং গতিম্ ॥ ৬০ ॥
ততোমহীবচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুর্ধর্ম্মবিদাং বরঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যন্ধর্ম্মকামো বসুন্ধরাম্ ॥ ৬১ ॥
শৃণু তত্ত্বেন মে ভূমে যন্মাত্বং পরিপৃচ্ছসি।
উভৌ তৌ কারণাদ্যস্মাৎপ্রাপ্তৌ বৈ মানুষীঙ্গতিম্ ॥ ৬২ ॥
তস্মিন্ কালে হ্যতিক্রান্তে মম কর্ম্মবিনিশ্চয়াৎ।
ত্রেতাযুগে হ্যুপক্রান্তে জাতে চ যুগসংস্থিতৌ ॥ ৬৩ ॥
তত্র রাজা মহাভাগঃ স্বধর্ম্মকৃতনিশ্চয়ঃ।
ব্রহ্মদত্তেতি বিখ্যাতঃ পুরং কাম্পিল্লমাস্থিতঃ ॥ ৬৪ ॥
তস্য পুত্রোমহাভাগঃ সর্ব্বধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতঃ।
সোমদত্তেতি বিখ্যাতঃ কুমারঃ শুভলক্ষণঃ।
পিত্রর্থে মৃগয়াং যাতোমৃগলিপ্সুর্বনে তদা ॥ ৬৫ ॥
অরণ্যে স তদা গত্বা ব্যাঘ্রসিংহনিষেবিতে।
ন তত্র লভতে কিঞ্চিৎপিতৃকার্য্যে নরাধিপঃ ॥ ৬৬ ॥
এবং হি ভ্রমতস্তস্য শৃগালী দক্ষিণে তথা।
অঙ্গমধ্যে তু বিদ্ধা সা স্ফুরন্তী সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৬৭ ॥
তথা সা বাণসন্তপ্তা ব্যথয়া চ পরিপ্লুতা।
পীত্বা সা সলিলং তত্র বৃক্ষং শাকোটকঙ্গতা ॥ ৬৮ ॥

আতপেন পরিক্লান্তা বাণবিদ্ধাতুরা ভৃশম্।
অকামা মুক্তবতী প্রাণাংস্তীর্থং সোমাত্মকম্প্রতি ॥ ৬৯ ॥
এতস্মিন্নন্তরে ভদ্রে রাজপুত্রঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ।
প্রাপ্তো গৃধ্রবটং তীর্থং বিশ্রামস্তত্র চাকরোৎ ॥ ৭০ ॥
অথ পশ্যতি গৃধ্রং স বটশাখাং সমাশ্রিতম্।
একেন স তু বাণেন তথা গৃধ্রো নিপাতিতঃ॥ ৭১ ॥
স তত্র পতিতো গৃধ্রো বটমূলে যশস্বিনি।
গতাসুর্নষ্টসংজ্ঞো বৈ বাণভিন্নস্তথা হৃদি ॥ ৭২ ॥
তং দৃষ্ট্বা পতিতং গৃধ্রং রাজপুত্রস্তুতোষ হ।
তস্য চ্ছিত্বা ততঃ পক্ষৌ গৃহীত্বা রাজনন্দনঃ।
বাণপক্ষান্বিধাতুঞ্চ সোমদত্তো গৃহান্যয়ৌ ॥ ৭৩ ॥
সোঽপি দীর্ঘেণ কালেন অকামোঽপি মৃতঃ খগঃ।
জাতঃ কলিঙ্গরাজস্য সুতো গুণবিভূষিতঃ।
রূপবান্ পণ্ডিতশ্চৈব প্রজানন্দকরঃ সদা ॥ ৭৪ ॥
তস্মিন্রাজনি নায়াসং কোঽপি কুত্রাপি বিন্দতি ॥ ৭৫ ॥
যা সা শৃগালী সঞ্জজ্ঞে কাঞ্চীরাজ্ঞো গৃহে সুতা।
রূপযুক্তা গুণবতী দক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ॥ ৭৬ ॥
চতুঃষষ্টিকলাযুক্তা কোকিলেব সুখস্বরা ॥ ৭৭ ॥
এবং প্রবর্ত্তিতে তত্র কাঞ্চীরাজ্যে কলিঙ্গকে।
হার্দ্দিক্যাৎসৌহৃদাৎপ্রীতিরন্যোঽন্যকুলনিশ্চয়াৎ।
ভূমে মম প্রসাদেন সম্বন্ধো জায়তে ততঃ ॥ ৭৮ ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন কাঞ্চীরাজসুতা তথা।
কলিঙ্গরাজপুত্রেণ বিধিনা তু বিবাহিতা ॥ ৭৯ ॥
কাঞ্চীরাজস্তয়োঃ প্রীত্যা নানারত্নানি চাদদৎ।

ভূষণানি চ দিব্যানি গজাশ্বমহিষীঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৮০ ॥
ততঃ কলিঙ্গরাজোঽপি সবধূকং নিজং সুতম্।
আদায় স্বগৃহং যাতস্তেন রাজ্ঞাতিমানিতঃ ॥৮১ ॥
এবং গচ্ছতি কালে বৈ দম্পত্যোস্তুষ্যমানয়োঃ।
অব্যুচ্ছিন্নাঽভবৎপ্রীতী রোহিণীচন্দ্রয়োরিব ॥ ৮২ ॥
রেমতুস্তৌ বিহারেষু দেবতায়তনেষু চ।
বনে চোপবনে চৈব যে কেচিন্নন্দনোপমাঃ ॥ ৮৩ ॥
ভর্ত্তারং সা ন পশ্যেচ্চেৎ কদাচিদপি পার্শ্বতঃ।
নষ্টং মন্যেত চাত্মানং রাজপুত্রী যশস্বিনী ॥ ৮৪ ॥
ন চেৎ পশ্যতি ভার্য্যাং স্বাং সোঽপি রাজন্যনন্দনঃ।
আত্মানং মন্যতে প্রীত্যা নষ্টপ্রায়ং বসুন্ধরে ॥ ৮৫ ॥
দিনে দিনে তয়োরেবং বর্দ্ধতে প্রীতিরুত্তমা।
নান্তরং পশ্যতে কশ্চিৎ পুরুষঃ পুণ্যকর্ম্মণোঃ ॥ ৮৬ ॥
সোঽপি বুদ্ধ্যা সুশীলেন কুলেন চ বসুন্ধরে।
কলিঙ্গস্তোষয়ামাস পৌরাঞ্জানপদাংস্তথা ॥ ৮৭ ॥
অন্তঃপুরে তু যা নার্য্যঃ কলিঙ্গেষু ধরে তয়োঃ।
তাভ্যাং সন্তোষিতাঃ সর্ব্বাঃ শীলেন স্বগুণৈস্তথা ৮৮ ॥
এবম্প্রবর্দ্ধিতা তাভ্যাং প্রীতিঃ পূর্ব্বং যশস্বিনি।
রমতে তত্র চান্যোন্যং শচীবাসবয়োরিব ॥ ৮৯ ॥
অথ প্রণয়পূর্ব্বং সা কান্তং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
ব্যজিজ্ঞপদ্রাজসুতং সৌহৃদেন যশস্বিনী ॥ ৯০ ॥
কিঞ্চিদিচ্ছামি তে বক্তুং রাজপুত্র যশোধন।
মম স্নেহাৎ প্রিয়ত্বৈশ্চৈব তত্ত্বাদ্বক্তুমর্হতি ॥ ৯১ ॥
ততো ভার্য্যাবচঃ শ্রুত্বা কলিঙ্গস্য সুতঃ প্রভুঃ।

উবাচ মধুরং বাক্যং পদ্মপত্ৰনিভেক্ষণঃ ॥ ৯২ ॥
যদ্বদিষ্যসি ভদ্রে ত্বং যচ্চ তেঽস্তি মনীষিতম্।
সর্ব্বন্তে কথয়িষ্যামি শপে সত্যেন সুন্দরি ॥ ৯৩ ॥
সত্যং মূলং ব্রাহ্মণানাং বিষ্ণুঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
তস্য মূলং তপো রাজ্ঞি রাজ্যং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৯৪
নাহং মিথ্যা প্রবক্ষ্যামি কদাচিদপি সুন্দরি।
ন মিথ্যা পূর্ব্বমুক্তং মে ব্রূহি কিঙ্করবাণি তে ॥ ৯৫ ॥
হস্ত্যশ্বরথরত্নানি যানানি চ ধনানি চ।
অথবা পরমগ্র্যন্তু পট্টবন্ধঙ্করোমি তে ॥ ৯৬ ॥
সা ভর্ত্তৃবচনং শ্রুত্বা কাঞ্চীরাজস্য চাত্মজা।
উভৌ চরণৌ সংগৃহ্য ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ ॥ ৯৭ ॥
ন চৈব রত্নানীচ্ছামি হস্ত্যশ্বরথমেব চ।
পট্টবন্ধেন কার্য্যঞ্চ যাবদ্ধ্রিয়তি মে গুরুঃ ॥ ৯৮ ॥
একা স্বপিতুমিচ্ছামি মধ্যাহ্নে তু তথাবিধে।
ন চিরং বাল্যকালন্তু যথা কশ্চিন্ন পশ্যতি ॥ ৯৯ ॥
শ্বশুরো যদি বা শ্বশ্রূর্যথৈবান্যো নরাধিপ।
সুপ্তা নৈব চ দ্রষ্টব্যা ব্রতমেতন্মুহূর্ত্তকম্ ॥ ১০০ ॥
আত্মনো বৈ গৃহজনা যে কেচিৎস্বজনে জনাঃ।
তে মাং প্রসুপ্তাং পশ্যেয়ুঃ কদাচিদপি সংস্থিতাম্ ॥ ১০১।
ততো ভার্য্যাবচঃ শ্রুত্বা কলিঙ্গৈশ্বর্য্যবর্দ্ধনঃ।
বাঢ়মিত্যেব তাং বাক্যং প্রত্যুবাচ বসুন্ধরে ॥ ১০২ ॥
বিস্রব্ধা ভব সুশ্রোণি কল্যাণেন যশস্বিনি।
ন ত্বাং বৈ দ্রক্ষ্যতে কশ্চিচ্ছয়নীয়ে মহাব্রতাম্ ॥ ১০৩ ॥
এবং গচ্ছতি কালে তু তয়োস্তু তদনন্তরে।

কলিঙ্গো জরয়া যুক্তো পুত্রং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ১০৪ ॥
রাজ্যং দত্ত্বা বরারোহে যথান্যায়ং কুলোদ্ভবম্।
কৃত্বা নিষ্কণ্টকং রাজ্যং দত্ত্বা পঞ্চত্বমাগতঃ ॥ ১০৫ ॥
এবম্প্রভুস্ততোরাজ্যং পিতুর্দ্দত্তং যথোচিতম্।
একাকী স্বপতে তত্র যত্র কশ্চিন্ন পশ্যতি॥ ১০৬ ॥
স তু দীর্ঘেণ কালেন কলিঙ্গবংশবর্দ্ধনঃ।
সুতানজনয়ৎ পঞ্চ আদিত্যসমতেজসঃ ॥ ১০৭ ॥
এবন্তু মানুষং লোকং মম মায়াপ্রমোহিতম্ ।
আত্মকর্ম্মসু সংযুক্তং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে ॥ ১০৮ ॥
জাতো জন্তুর্ভবেদ্বালো বালস্তু তরুণো ভবেৎ।
তরুণো মধ্যমং যাতি পশ্চাদ্যাতি জরান্ততঃ ॥ ১০৯॥
বালো বৈ যানি কর্ম্মাণি করোত্যজ্ঞানতঃ স্বয়ম্।
ন স লিপ্যতি পাপেন এবমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ১১০ ॥
ততঃ করিষ্যতোরাজ্যন্নিষ্কণ্টকমনাময়ম্ ।
সপ্তসপ্ততিবর্ষাণি হ্যতীতানি যশস্বিনি ॥ ১১১ ॥
অষ্টসপ্ততিমে বর্ষে একান্তে তু নরাধিপঃ।
তমেব চিন্তয়ন্নর্থং মধ্যসংস্থে দিবাকরে ॥ ১১২ ॥
মাধবস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশী।
বুদ্ধিঃ সম্পদ্যতে তস্য প্রিয়া দর্শনলালসা ॥ ১১৩ ॥
কোঽর্চ্যস্তৎ কিং ব্রতঞ্চাস্যা এষা স্বপিতি নির্জনে।
ন সুপ্তায়া ব্রতং কিঞ্চিদৃশ্যতে ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ ॥ ১১৪ ॥
ন চ বিষ্ণুকৃতং কর্ম্ম ন চৈবেশ্বরচোদিতম্।
মনুনা বৈ কৃতোধর্ম্ম এষ চৈব ন দৃশ্যতে ॥ ১১৫ ॥
ন ক্বাপ্যপকৃতো ধর্ম্মো মহানপি ন যোগিনাম্।

ন তত্র এষ বিদ্যেত যশ্চরেদ্ব্রতমীদৃশম্ ॥ ১১৬ ॥
বার্হস্পত্যেষু ধর্ম্মেষু যাম্যেষু চ ন বিদ্যতে।
ন এষ বিদ্যতে তত্র সুপ্তা চরতি যদ্ব্রতম্ ॥ ১১৭ ॥
ভুক্ত্বা তু কামভোগানি ভুক্ত্বা তু পিশিতোদনম্।
তাম্বুলং রক্তবস্ত্রস্তু সুসূক্ষ্মে পট্টবাসসী ॥ ১১৮ ॥
সুগন্ধৈর্ভূষিতা গাত্রে সর্ব্বরত্নসমাযুতা।
মম কান্তা বিশালাক্ষী কিমত্র চরতে ব্রতম্ ॥ ১১৯ ॥
কুপ্যেতাপি তু সন্দৃষ্টা প্রিয়া মে কমলেক্ষণা।
অবশ্যমেব দ্রষ্টব্যা চরতি কীদৃশং ব্রতম্ ॥ ১২০ ॥
কিন্নরৈঃ সুপ্রলক্ষ্যেত বশীকরণমুত্তমম্।
অথ যোগীশ্বরী ভূত্বা গচ্ছতে যত্র রোচতে।
অথবা চান্যসংসৃষ্টা কামরোগেণ চাবৃতা ॥ ১২১ ॥
এবঞ্চিন্তয়তস্তস্য অস্তং প্রাপ্তো দিবাকরঃ।
সংবৃত্তা রজনী সুভ্রূঃ সর্ব্বসার্থসুখাবহা ॥ ১২২ ॥
ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রভাতসময়ে শুভে।
পঠন্তি মাগধা বন্দিসূতা বৈতালিকাস্তথা ॥ ১২৩ ॥
শঙ্খদুন্দুভিনাদৈশ্চ বোধিতো বসুধাধিপঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় উদিতে চ দিবাকরে ॥ ১২৪ ॥
যত্তদা চিন্তিতং পূর্ব্বং দ্রষ্টুকামেন তাং প্রিয়াম্।
সর্ব্বচিন্তাং পরিত্যজ্য সা চিন্তা হৃদি বর্ত্ততে ॥ ১২৫ ॥
স্নাতস্তু বিধিনা সোঽথ ক্ষৌমাভ্যামুপসংবৃতঃ।
ভূত্বা চোৎসারয়ামাস আজ্ঞাং দত্ত্বা যথোচিতম্ ॥ ১২৬ ॥
ব্রতস্থং মান্তু যঃ স্পৃশেন্নারী পুরুষ এব চ।
ধর্ম্মযুক্তেন দণ্ডেন মম বধ্যো ভবেত্তু সঃ ॥ ১২৭ ॥

এবমাজ্ঞাপয়িত্বা তু কালিঙ্গো নৃপতিঃ কিল।
গতশ্চ ত্বরয়া ধীমান্ প্রবিষ্টস্তত্র সুব্রতে ॥ ১২৮ ॥
পর্য্যঙ্কস্য তলে তত্র রাজা দর্শনলালসঃ।
বিলোক্য তাং বরারোহান্ততশ্চিন্তাপরায়ণাম্ ॥ ১২৯ ॥
ততঃ কমলপত্রাক্ষী বেদনায়াসপীড়িতা।
রুজার্ত্তা রুরুদে তত্র শিরোবেদনতাড়িতা ॥ ১৩০ ॥
কিম্ময়া তু কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বমেব সুদুষ্করম্।
যেনাহমীদৃশীং প্রাপ্তা দশাং পুণ্যপরিক্ষয়াৎ।
ভর্ত্তা চ মাং ন জানাতি ক্লিশ্যমানামনাথবৎ ॥ ১৩১ ॥
অথ মাঙ্কিং কথং ভর্ত্তা মন্যতে স্বজনোহপি বা।
কথয়ে কিং শয়ানা তু সখীনাং শয়নে স্থিতা ॥ ১৩২ ॥
এবমত্র ন যুজ্যেত যন্ময়া পরিচিন্তিতম্।
কিঞ্চ বাত্মনি দুঃখস্য সর্ব্বমেতচ্চ যুজ্যতে ॥ ১৩৩ ॥
কিঞ্চ মাং বক্ষ্যতে ভর্ত্তা কিঞ্চ মামিতরে জনাঃ।
অন্যায়েন ব্রতঞ্চীর্ণং সর্ব্বতো বিকৃতং ভবেৎ ॥ ১৩৪ ॥
কদাচিদপি কালে তু গচ্ছেৎ সৌকরবম্প্রতি।
ততো ব্রূয়ামিদং বাক্যং যন্মে হৃদ্যবতিষ্ঠতে ॥ ১৩৫ ॥
ততঃ প্রিয়াবচঃ শ্রুত্বা সমুত্থায় ততো নৃপঃ।
দোর্ভ্যামালিঙ্গ্য বৈ ভার্য্যাং বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১৩৬ ॥
কিমিদং ভাষসে ভদ্রে আত্মানং ন প্রশংসসি।
অশোচ্যা শোচতী যা তু যচ্চ নিন্দসি চাত্মনি ॥ ১৩৭ ॥
ভিষজঃ কিং ন বিদ্যন্তে অষ্টকর্ম্মসমাহিতাঃ।
যে তু সংস্থাপয়েয়ুস্তে শিরসোবেদনাং পরাম্ ॥ ১৩৮ ॥
ত্বয়া পূর্ব্বং ব্রতমিষাদ্বেদনা যদি গোপিতা।

যেন বৈ ক্লিশ্যসে ভদ্রে শিরস্যসুখপীড়িতা ॥ ১৩৯।
বায়ুনা কফপিত্তেন শোণিতেন কফেন বা।
সন্নিপাতস্য দোষেণ যেনেদম্পীড্যতে শিরঃ ॥ ১৪০ ॥
কালে বিকালে কৃত্বা বৈ পিত্তোদ্রেকং যশস্বিনি।
অশ্নাসি পিশিতং চান্নন্তেনেদং দুষ্যতে শিরঃ ॥ ১৪১ ॥
ক্রিয়তেঽত্র শিরাবেধো রুধিরস্রাব এব চ।
দীয়তে চেচ্ছিরোঽভ্যঙ্গঃ কথং তিষ্ঠতি বেদনা ॥ ১৪২ ॥
কিমেতদ্গোপিতং ভদ্রে ময়ি তন্ন নিবেদিতম্।
ত্বয়া ব্রতমিষেণায়মাত্মা সংক্লিশ্যতে বৃথা ॥ ১৪৩ ॥
যা ত্বং বৈ ভাষসে বাক্যং সৌকরে গমনং প্রতি।
তত্র গোপ্যং কিমস্তীতি যেন তে পরিবেদনা ॥ ১৪৪ ॥
ততঃ কমলপত্রাক্ষী সব্রীড়া দুঃখপীড়িতা।
ভর্ত্তুর্গৃহীত্বা চরণৌ সা পতিং প্রত্যভাষত ॥ ১৪৫ ॥
প্রসীদ মে মহারাজ নেদং প্রষ্টুত্বমর্হসি।
মম পূর্ব্বকথাং বীর দুষ্টকর্ম্মানুসারিণীম্ ॥ ১৪৬ ॥
ততো ভার্য্যাবচঃ শ্রুত্বা কলিঙ্গানাং জনাধিপঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং বহিতেনান্তরাত্মনা ॥ ১৪৭ ॥
কিমিদং গোপ্যতে দেবি মমাগ্রে বরবর্ণিনি।
তথ্যমেব মহাভাগে পৃচ্ছ্যমানা যশস্বিনি ॥ ১৪৮।
ততো ভর্ত্তুর্বচঃ শ্রুত্বা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা।
উবাচ মধুরং বাক্যং কলিঙ্গানাং মহাধিপম্ ॥ ১৪৯ ॥
ভর্ত্তা ধর্ম্মো যশো ভর্ত্তা ভর্ত্তৈব প্রিয়মাত্মনঃ।
অবশ্যমেব তদ্বাচ্যং যম্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৫০ ॥
তথাপি নোৎসহে বক্তুং হৃদি যৎ পরিবর্ত্ততে।

তব পীড়াকরমিতি তস্মান্ন প্রষ্টু মর্হসি॥ ১৫১॥
এতদ্দুঃখং মহাভাগ হৃদি মে পরিবর্ত্ততে।
সুখে হি বর্ত্তসে নিত্যং মহারাজোঽসি সুন্দরঃ॥ ১৫২॥
বহ্ব্যো মৎসদৃশা ভার্য্যাস্তিষ্ঠন্ত্যন্তঃপুরে তব।
অশ্নাসি পিশিতান্নঞ্চ প্রাবারান্ ভূষণানি চ॥ ১৫৩॥
আচ্ছাদয়সি যানৈশ্চ হস্ত্যশ্বরথপৃষ্ঠগঃ।
গচ্ছস্যনারতং রাজন্ কিং স্থিতঞ্চ ময়া বিনা॥ ১৫৪॥
আজ্ঞা চ তেঽপ্রতিহতা গন্ধান্ ভোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
বিভর্ষি স্বেচ্ছয়া রাজন্ন মাং সংপ্রষ্টু মর্হসি॥ ১৫৫॥
ত্বং মে দেবো গুরুঃ সাক্ষাদ্ভর্ত্তা যজ্ঞঃ সতাতনঃ।
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ যশঃ স্বর্গশ্চ মানদ॥ ১৫৬॥
পৃষ্টয়া মে সদা বাচ্যং সর্ব্বং সত্যং প্রিয়ং তব।
পতিব্রতানাং সর্ব্বাসামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৫৭॥
ন সংশয়ে নিযোক্তব্যঃ সুখস্থোহি পতিঃ স্ত্রিয়া।
এতন্নিশ্চিত্য মে পীড়াং ন প্রষ্টু ত্বমিহার্হসি॥ ১৫৮॥
ততো ভার্য্যাবচঃ শ্রুত্বা কলিঙ্গানাং জনাধিপঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং ভার্য্যাপীড়াভিপীড়িতঃ॥ ১৫৯॥
শৃণু তত্ত্বেন মে ভদ্রে শুভং বা যদি বাশুভম্।
অবশ্যমেব বক্তব্যং পৃষ্টয়া পতিনা ধ্রুবম্॥ ১৬০॥
যানি গুহ্যান্যগুহ্যানি স্ত্রিয়ো ধর্ম্মপথে স্থিতাঃ।
ভর্ত্তারঞ্চ সমাসাদ্য রহস্তাৎ গোপয়ন্তি ন॥ ১৬১॥
কৃত্বা সুদুষ্করং কর্ম্ম রাগলোভপ্রমোহিতা।
যা সুগোপায়তে গুহ্যং সতী সা নোচ্যতে বুধৈঃ॥ ১৬২॥
এবং চিন্ত্য মহাভাগে ব্রূহি সত্যং যশস্বিনি।

অধর্ম্মস্তে ন ভবিতা গুহ্যার্থকথনে মম ॥ ১৬৩ ॥
ততো ভর্ত্তৃর্বচঃ শ্রুত্বা সা দেবী পরমপ্রিয়া।
প্রত্যুবাচ প্রিয়ং বাক্যং রাজানং ধর্ম্মবাদিনম্ ॥ ১৬৪ ॥
দেবোরাজা গুরূরাজা সোমোরাজেতি পঠ্যতে।
অবশ্যমেব বক্তব্যমেষ ধর্ম্ম সনাতনঃ ॥ ১৬৫ ॥
যদি গুহ্যং ন মে কার্য্যং শ্রূয়তাং রাজসত্তম।
অভিষিঞ্চস্ব রাজ্যে স্বে জ্যেষ্ঠং পুত্রং কুলোচিতম্।
এহি নাথ ময়া সার্দ্ধং ক্ষেত্রং সৌকরবম্প্রতি ॥ ১৬৬ ॥
ততোভার্য্যাবচঃ শ্রুত্বা কলিঙ্গানাং জনাধিপঃ।
বাঢ়মিত্যেব বাক্যেন ছন্দয়ামাস তাং প্রিয়াম্ ॥ ১৬৭ ॥
দাস্যামি রাজ্যং পুত্রায় বচনাত্তব সুন্দরি।
যথা পূর্ব্বং ময়া লব্ধং স্বপিতুর্যদ্যথাক্রমম্ ॥ ১৬৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা তৌ মহাভাগৌ যুক্তৈশ্চৈব পরস্পরম্।
রাজা চ রাজপুত্রী চ নিষ্ক্রান্তৌ তদ্‌গৃহাত্ততঃ ॥ ১৬৯ ॥
ততঃ কঞ্চুকিনং দৃষ্ট্বা প্রোবাচোচ্চস্বরেণ চ।
অপসারয় সর্ব্বং বৈ জনমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
জ্ঞানকৌতূহলোযোঽত্র শীঘ্রং গচ্ছত্বিতো বহিঃ ॥ ১৭০ ॥
ততোহলহলাশব্দঃ প্রবৃত্তোঽন্তঃপুরে মহান্।
কিমিদং কারণং বৃত্তং যেন চোৎসারিতা বয়ম্ ॥ ১৭১ ॥
নাজ্ঞাস্তি চিন্তালোলানামাগতানাং স্বকার্য্যতঃ।
অশ্রোতব্যং ভবেন্নূনং যেন চোৎসারিতা বয়ম্ ॥ ১৭২ ॥
ততোভোজ্যান্নপানানি ভুক্ত্বা রুচ্যা নৃপঃ প্রিয়ান্।
সমং মহিষ্যা চাচম্য ক্ষণং বিশ্রম্য পার্থিবঃ।
অমাত্যানানয়ামাস হ্যভিষেক্তুং নিজং সুতম্ ॥ ১৭৩ ॥

সম্প্রাপ্তান্ সচিবাংস্তত্র রাজা বচনমব্রবীৎ।
সংস্ক্রিয়তাং রাজধানী মঙ্গলাচারপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭৪ ॥
বৃদ্ধামাত্যমুপাস্যাথ কলিঙ্গো ধর্ম্মসংহিতম্।
নীতিশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞমুবাচাবিক্লবং বচঃ ॥ ১৭৫ ॥
কল্যমিচ্ছাম্যহং তাত পুত্রং রাজ্যেঽভিষেচিতুম্।
শীঘ্রং সজ্জং প্রকুর্ব্বন্তু আভিষেচনিকং বিধিম্ ॥ ১৭৬ ॥
ভূতমিত্যেব তম্প্রাহুঃ সচিবাস্তং নরাধিপম্।
অস্মাকমপি তচ্চৈব রোচতে যৎ প্রভাষসে ॥ ১৭৭ ॥
পুত্রস্তে রাজশার্দ্দূল সর্ব্বলোকহিতে রতঃ।
প্রজানুরাগবান্ শূরো নীতিজ্ঞস্তু বিচারকঃ।
মনীষিতং তব বিভো সম্যক্ নোমনসঃ প্রিয়ম্ ॥ ১৭৮ ॥
এবমুক্ত্বা গতামাত্যাঃ সূর্য্যশ্চাস্তমুপাগতঃ।
সুখেন সা গতা রাত্রির্গীতগান্ধর্ব্ববাদিতৈঃ ॥ ১৭৯ ॥
বোধিতঃ স চ রাজা তু সূতমাগধবন্দিভিঃ।
বৈতালিকৈশ্চ সুশ্রোণি সর্ব্বমঙ্গলপাঠকৈঃ ॥ ১৮০ ॥
প্রভাতায়াস্তু শর্ব্বর্য্যামুদিতে চ দিবাকরে।
মুহূর্ত্তং শুভমাসাদ্য হ্যভিষিক্তঃ সুতঃ শুচিঃ ॥ ১৮১ ॥
এবন্দত্ত্বা তদা রাজ্যং মূর্দ্ধ্নি চাঘ্রায় ধর্ম্মবিৎ।
উবাচ মধুরং বাক্যং পুত্রং পুত্রবতাং বরঃ ॥ ১৮২ ॥
রাজ্যস্থেনাপি তে পুত্র কর্ত্তব্যং শৃণু তন্মম।
যদীচ্ছেঃ পরমং ধর্ম্মং পিতৃণাং তারণং তথা ॥ ১৮৩ ॥
দাতব্যং ন চ হন্তব্যং হন্তব্যাঃ পারদারিকাঃ।
বালঘাতাশ্চ হন্তব্যাঃ হন্তব্যাঃ স্ত্রীবিঘাতকাঃ ॥ ১৮৪ ॥
ন লোভঃ পরভার্য্যাসু ব্রাহ্মণীষু বিশেষতঃ।

সুরূপাং পরনারীন্তু দৃষ্ট্বা চক্ষুর্নিমীলয়েঃ ॥ ১৮৫ ॥
মা লোভঃ পরদ্রব্যেষু অন্যায়োপার্জ্জিতেষু চ।
ন চিরং তিষ্ঠসি ক্বাপি কথঞ্চন ন পশ্যসি ॥ ১৮৬ ॥
রক্ষণীয়শ্চ তে দেশঃ কুশলন্যায়সজ্জিতঃ।
নিত্যোদ্যুক্তেন স্থাতব্যমমাত্যবচনঙ্কুরু ॥ ১৮৭ ॥
অমাত্যো যদ্বচো ব্রুয়াত্তস্য কার্য্যং বিমর্শনম্।
অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং শরীরপরিরক্ষণম্ ॥ ১৮৮ ॥
প্রজা যেন প্রমোদন্তি যেন তুষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ।
এবং তে পুত্র কর্ত্তব্যং মম প্রিয়হিতৈষিণা ॥ ১৮৯ ॥
সপ্তব্যসনবর্গোঽত্র দোষো রাজ্ঞাং মহান্ ভবেৎ।
অর্থদূষণকঞ্চৈব ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
অমাত্যং নাপ্রিয়ং ব্রুয়া যমিচ্ছেরাজকর্ম্মণি ॥ ১৯০ ॥
নাহং নিবারণীয়স্তে গমনায় পথে স্থিতঃ।
এতন্মে ক্রিয়তাং শীঘ্রং যদীচ্ছসি মম প্রিয়ম্ ॥ ১৯১ ॥
ততঃ পিতুর্বচঃ শ্রুত্বা রাজপুত্রী যশস্বিনি।
পিতুঃ পাদৌ তু সংগৃহ্য করণম্প্রত্যুবাচ তম্ ॥ ১৯২ ॥
মম কিং তাত রাজ্যেন কোশেন চ বলেন চ।
যত্ত্বয়া রহিতস্তাত ন শক্নোমি বিচেষ্টিতুম্ ॥ ১৯৩ ॥
অভিষেকং রাজশব্দং মম সংজ্ঞাপিতস্ত্বয়া।
এতন্ন বহু মন্যেঽহং বিনা তাত ত্বয়া হ্যহম্ ॥ ১৯৪ ॥
ক্রীড়া মেবাঽত্র জানামি যেন ক্রীড়ন্তি বালকাঃ।
রাজ্যচিন্তাং ন জানামি রাজানো যান্তু কুর্ব্বতে ॥ ১৯৫ ॥
ততঃ পুত্রবচঃ শ্রুত্বা কলিঙ্গানাং মহীপতিঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং সামপূর্ব্বং যশস্বিনি ॥ ১৯৬ ॥

যচ্চেদং ভাষসে পুত্র নাহং জানামি তদ্বচঃ।
পুত্র শিক্ষাপয়িষ্যন্তি পৌরজানপদাস্তব ॥ ১৯৭ ॥
এবং সন্দিশ্য তং তত্র স রাজা ধর্ম্মশাস্ত্রতঃ।
গমনায় মতিঞ্চক্রে ক্ষেত্রং সৌকরবম্প্রতি ॥ ১৯৮ ॥
তম্প্রয়ান্তং ততোদৃষ্ট্বা পৌরজানপদাস্তদা।
সকলত্রসুতাঃ সর্ব্বেঽপ্যনুযান্তি নরাধিপম্ ॥ ১৯৯ ॥
হস্ত্যশ্বরথযানানি স্ত্রিয়শ্চান্তঃপুরস্থিতাঃ।
সংহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে অনুযান্তি নরাধিপম্ ॥ ২০০ ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন প্রাপ্য সৌকরবম্প্রতি।
ধনধান্যসমৃদ্ধ্যাদি প্রদদৌ তত্র মাধবি ॥ ২০১ ॥
এবং গচ্ছতি কালে তু তয়োস্তত্র বসুন্ধরে।
প্রবর্ত্তমানয়োর্নিত্যং ধর্ম্যে কর্ম্মণি শুদ্ধয়োঃ ॥ ২০২ ॥
ততঃ স পদ্মপত্রাক্ষঃ কলিঙ্গানাং জনাধিপঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং কাশীরাজসুতাং তদা ॥ ২০৩ ॥
পূর্ণং বর্ষসহস্রং বৈ জীবিতং মম সুন্দরি।
ব্রূহি তৎ পরমং গুহ্যং যন্ময়া পূর্ব্বপৃচ্ছিতম্ ॥ ২০৪ ॥
ততো ভর্ত্তুর্বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য রুচিরেক্ষণা।
উভৌ তৌ চরণৌ গৃহ্য রাজানং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২০৫ ॥
এবমেতন্মহাভাগ যস্মাত্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
উপোষ্য তু ত্রিরাত্রন্ত্বং পশ্চাচ্ছ্রোষ্যসি মানদ ॥ ২০৬ ॥
বাঢ়মিত্যেব তাং রাজা প্রত্যুবাচ যশস্বিনি।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষি পূর্ণচন্দ্রনিভাননে।
যথা বদসি সুশ্রোণি তথৈব মম রোচতে ॥ ২০৭ ॥
দন্তকাষ্ঠং সমাদায় দ্বাদশাঙ্গুলমায়তম্।

স্নাত্বা সঙ্কল্পয়ামাস ত্রিরাত্রং নিয়মান্বিতঃ ॥ ২০৮ ॥
উপোষ্য তৌ ত্রিরাত্রন্তু বিধিনা নিয়মান্বিতৌ।
ততঃ স্নাতৌ শুচী ক্ষৌমে পরিধায় তু বাসসী।
প্রণম্য ভূষিতৌ বিষ্ণুং দম্পতী তদনন্তরম্ ॥ ২০৯॥
ততঃ সা সুন্দরী ভূষাং সমুত্তার্য্য শুভেক্ষণা।
মহ্যং নিবেদয়ামাস প্রোবাচ চ জনেশ্বরম্।
এহ্যেহি নাথ গচ্ছাবঃ পশ্য গোপ্যং মনীষিতম্ ॥ ২১০ ॥
ততো হস্তে পতিং গৃহ্য উদ্বাহে ইব সুন্দরী।
উবাচ মধুরং বাক্যং কলিঙ্গাধিপতিং তথা ॥ ২১১ ॥
শৃগালী পূর্ব্বমেবাহং তির্য্যগ্যোনিব্যবস্থিতা।
বিদ্ধাস্মি সোমদত্তেন বাণেন মৃগলিপ্সুনা ॥ ২১২ ॥
এতং শিরসি মে রাজন্ পশ্য বাণং সুসংস্কৃতম্।
যস্য দোষেণ মেঽপ্যেষা রুজা শিরসি সংস্থিতা ॥ ২১৩ ॥
কাঞ্চীরাজকুলে জন্ম পিত্রা দত্তা তব প্রিয়া।
ক্ষেত্রপ্রভাবাদ্মে সৈষা জাতা সিদ্ধির্নমোঽস্তু তে ॥ ২১৪ ॥
স ততঃ পদ্মপত্রাক্ষঃ কলিঙ্গানাং জনাধিপঃ।
শ্রুত্বা রাজা প্রিয়াং বাক্যং প্রত্যুবাচ স্মৃতিঙ্গতঃ ॥ ২১৫ ॥
অহং গৃধ্রোমহাভাগে তেনৈব বনচারিণা।
সোমদত্তেন বাণেন একেনৈব নিপাতিতঃ॥ ২১৬ ॥
ততো জাতোঽস্ম্যহং ভদ্রে কলিঙ্গানাং জনাধিপঃ।
জাতোঽস্মি পরমা বৃষ্টিঃ প্রাপ্তং রাজ্যং ময়া মহৎ॥ ২১৭।
সিদ্ধির্লব্ধা বরারোহে ময়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
অকামপতিতেনাপি পশ্য ক্ষেত্রস্য বৈ ফলম্ ॥ ২১৮ ॥
যে চ ভাগবতশ্রেষ্ঠা যে চ নারায়ণপ্রিয়াঃ।

পৌরজানপদাঃ সর্ব্বে শ্রুত্বা তু তদনন্তরম্।
লাভালাভৌ পরিত্যজ্য সর্ব্বকর্ম্মাণ্যকারয়ন্॥
তত্রৈব মরণম্প্রাপুঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ
শ্বেতদ্বীপং ততঃ প্রাপ্তাঃ সর্ব্ব এব চতুর্ভুজাঃ।
সর্ব্বে শঙ্খধরাশ্চৈব সর্ব্বে চায়ুধসংযুতাঃ॥ ২১৯।২২০॥
তাঃ স্ত্রিয়শ্চ বরারোহে স্তুতিমান্যা মহৌজসঃ।
শ্বেতদ্বীপে প্রমোদন্তে সর্ব্বভোগসমন্বিতাঃ॥ ২২১॥
এবং তে কথিতং ভূমে ব্যুষ্টিঃ সৌকরবে মহৎ।
অকামপতিতাশ্চৈব শ্বেতদ্বীপমুপাগতাঃ॥ ২২২॥
য এতেন বিধানেন বাসন্তীর্থে তু কারয়েৎ।
মরণঞ্চ বিশালাক্ষি শ্বেতদ্বীপং স গচ্ছতি॥ ২২৩॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
স্নানাদাখোটকে তীর্থে যৎ ফলং সমুপাশ্নুতে॥ ২২৪॥
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
নন্দনং সমবাশ্রিত্য মোদন্তে চৈব সর্ব্বদা॥ ২২৫॥
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জায়তে বিপুলে কুলে।
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত এবমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ২২৬॥
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি স্নাতো গৃধ্রবটে নরঃ।
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি স্নানমাত্রকৃতোদকঃ॥ ২২৭॥
নববর্ষসহস্রাণি নববর্ষশতানি চ।
ইন্দ্রলোকং সমাসাদ্য মোদতে দৈবতৈঃ সহ॥ ২২৮॥
ইন্দ্রলোকাৎ পরিভ্রষ্টো মম তীর্থপ্রভাবতঃ।
সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য মদ্ভক্তশ্চৈব জায়তে॥ ২২৯॥
এতত্তে কথিতম্ভদ্রে স্নানমাত্রস্য যৎ ফলম্।

যত্ত্বয়া পৃচ্ছিতং পূর্ব্বং সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্ ॥ ২৩০ ॥
ততো নারায়ণাচ্ছ্রুত্বা পৃথিবী শংসিতব্রতা।
উবাচ মধুরং বাক্যং লোকনাথং জনার্দ্দনম্ ॥ ২৩১ ॥
কেন কর্ম্মবিপাকেন তীর্থং পুনরবাপ্যতে।
স্নানং বা মরণন্দেব যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ২৩২ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু দেবি মহাভাগে পূর্ব্বধর্ম্মকৃতো নরাঃ।
কেনচিৎ কর্ম্মদোষেণ তির্য্যগ্যোনিমবাপ্য হি ॥ ২৩৩ ॥
জন্মান্তরার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈস্তীর্থস্নানজপাদিভিঃ।
মহাদানৈশ্চ লভ্যেত তীর্থে পঞ্চত্বমর্চ্চকৈঃ ॥ ২৩৪ ॥
জন্মান্তরকৃতং কর্ম্ম যৎ স্বল্পমপি বা বহু।
তৎ কদাচিৎ ফলত্যেব ন তস্য পরিসঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ২৩৫ ॥
কদাচিদ্বাসহায়ো বৈ পুণ্যতীর্থাদিদর্শনাৎ।
দুর্ব্বলং প্রবলম্ভূত্বা প্রবলং দুর্ব্বলম্ভবেৎ ॥ ২৩৬ ॥
পাপান্তরং সমাসাদ্য গহনা কর্ম্মণোগতিঃ।
যদল্পমিব দৃশ্যেয় তন্মহত্বায় কল্পতে ॥ ২৩৭ ॥
অতএব মনুষ্যত্বং প্রাপ্তো রাজত্বমেব চ।
শৃগালী চৈব গৃধ্রশ্চ তীর্থস্যৈব প্রভাবতঃ ॥ ২৩৮ ॥
মরণাদেব সম্প্রাপ্য ক্ষীণপাপৌ স্মৃতিং পুনঃ।
শ্বেতদ্বীপং ততঃ প্রাপ্তৌ জানীহি ত্বং বসুন্ধরে ॥ ২৩৯ ॥
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
তীর্থং বৈবস্বতং নাম যত্রার্কস্তপ্তবাংস্তপঃ ॥ ২৪০ ॥
কদাচিৎ পুত্রকামেন মার্ত্তণ্ডেন মহত্তপঃ।
কৃতং চান্দ্রায়ণং তত্র দশবর্ষসহস্রকম্ ॥ ২৪১ ॥

ততঃ সপ্তসহস্রাণি বায়ুভক্ষস্তু সংস্থিতঃ।
ততস্তুষ্টোঽস্ম্যহং ভদ্রে সূর্য্যস্য সুমহৌজসঃ॥ ২৪২॥
বরেণ ছন্দয়ামাস আদিত্যং তদনন্তরম্।
বিবস্বন্তং মহাভাগং মম কর্ম্মপরায়ণম্।
বরং বরয় ভদ্রন্তে যস্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ২৪৩॥
ততো মম বচঃ শ্রুত্বা কশ্যপস্য সুতো বলী।
মধুরং স্বরমাদায় প্রত্যুবাচ মহদ্বচঃ॥ ২৪৪॥
যদি দেব প্রসন্নোঽসি অয়ং মে দীয়তাং বরঃ।
পুত্রমিচ্ছাম্যহং দেব প্রসাদাত্তে সুরেশ্বর॥ ২৪৫॥
বিবস্বদ্বচনং শ্রুত্বা তুষ্টোঽহন্তস্য সুন্দরি।
তস্য শুদ্ধেন মনসা প্রোক্তবানস্মি সুন্দরি।
যমশ্চ যমুনা চৈব মিথুনং জনয়িষ্যসি॥ ২৪৬॥
এবং তস্য বরং দত্ত্বা আদিত্যস্য বসুন্ধরে।
আত্মযোগপ্রভাবেণ তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবম্॥ ২৪৭॥
আদিত্যোঽপি গতো ভদ্রে বেশ্ম স্বঞ্চ মহাধনম্।
পুণ্যং সৌকরবে কৃত্বা সুদুষ্করতরং মহৎ॥ ২৪৮॥
অষ্টমেন তু ভক্তেন যস্তু স্নাতি বসুন্ধরে।
দশবর্ষসহস্রাণি সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥ ২৪৯॥
অথবা তত্র সুশ্রোণি ম্রিয়তে পুণ্যবান্নরঃ।
যমলোকং ন গচ্ছেত তীর্থস্যাস্য প্রভাবতঃ॥ ২৫০॥
এতত্তে কথিতং ভদ্রে স্নানস্য মরণস্য চ।
ফলঞ্চৈব যথাবৃত্তং তীর্থে সৌকরবে মম॥ ২৫১॥
আখ্যানানাং মহাখ্যানং ক্রিয়াণাঞ্চ মহাক্রিয়া।
এষ জপ্যঃ প্রমাণশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥ ২৫২॥

এষ তেজশ্চ মন্ত্রশ্চ সর্ব্বভাগবতপ্রিয়ঃ।
পিশুনায় ন দাতব্যো মূর্খে ভাগবতে ন তু।
ন চ বৈশ্যায় শূদ্রায় যে ন জানন্তি মাং পরম্ ॥ ২৫৩ ॥
পণ্ডিতানাং সভামধ্যে যে চ ভাগবতা ভুবি।
মঠে ব্রাহ্মণমধ্যে তু যে চ বেদবিদাং বরাঃ।
দীক্ষিতায় চ দাতব্যং যে চ শাস্ত্রাণি জানতে ॥ ২৫৪ ॥
এতত্তে কথিতম্ভদ্রে পুণ্যং সৌকরবে মহৎ।
য এতৎ পঠতে সুভ্রু কল্য উত্থায় মানবঃ।
তেন দ্বাদশ বর্ষাণি চিন্তিতোঽহং ন সংশয়ঃ ॥ ২৫৫ ॥
ন স জায়েত গর্ভেষু মুক্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীম্।
যঃ পঠেদেকমধ্যায়ং তারয়েৎ স কুলান্দশ ॥ ২৫৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে তীর্থমাহাত্ম্যে সৌকরবে
গৃধ্রজম্বুকাখ্যানাদিত্যবরপ্রদানাদির্নাম
সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়।

সূত উবাচ।

এতৎ পুণ্যতমং শ্রুত্বা রম্যে সোকরবে তদা।
গুণস্তবঞ্চ মাহাত্ম্যং জাত্যানাং পরিবর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥
ততঃ কমলপত্রাক্ষী সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরা।
বিস্ময়ং পরমঙ্গত্বা নির্বৃতেনান্তরাত্মনা।
পুনঃ পপ্রচ্ছ তন্দেবং বিস্ময়াবিষ্টমানসা ॥ ২ ॥
অহো তীর্থস্য মাহাত্ম্যং ক্ষেত্রে সোকরবে তব।
অকামান্ম্রিয়মাণস্তু মানুষত্বমজায়ত।
কিং বান্যদ্বৃত্তমাখ্যাহি ক্ষেত্রে সোকরবে প্রতি ॥ ৩ ॥
শৃণ্বন্ত্যা মে মহজ্জাতং চিত্তে কৌতূহলং পরম্।
গায়মানস্তু কিং পুণ্যং বাদ্যমানস্তু কিং ফলম্।
নৃত্যতঃ কিম্ভবেৎ পুণ্যং জাগ্রতো বা ফলং নু কিম্ ॥ ৪
গোদাতুরন্নদাতুর্বা জলদাতুস্তু কিম্ফলম্।
সম্মার্জ্জনে লেপনে বা গন্ধপুষ্পাদিদানতঃ ॥ ৫ ॥
ধূপদীপাদিনৈবেদ্যৈঃ কিম্ফলং সমুদীরিতম্।
অন্যেন কর্ম্মণা চৈব জপযজ্ঞাদিনাঽথবা ॥ ৬ ॥
কাং গতিম্প্রতিপদ্যন্তে যে শুদ্ধমনসো জনাঃ।
তব ভক্তসুখার্থায় তদ্ভবান্বক্তুমর্হতি ॥ ৭ ॥

ততো মহ্যা বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং ধর্ম্মকামাং বসুন্ধরাম্ ॥ ৮ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু সুন্দরি তত্ত্বেন যন্মাত্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
সর্ব্বন্তে কথয়িষ্যামি পুণ্যকর্ম্ম সুখাবহম্ ॥ ৯ ॥
তস্মিন্ সৌকরবে পক্ষী খঞ্জরীটস্তু কীটকান্।
বহূন্ ভুক্ত্বা হি বসুধে অজীর্ণভৃশপীড়িতঃ।
মরণং সমনুপ্রাপ্তঃ পতিতঃ স্বেন কর্ম্মণা ॥ ১০ ॥
সম্প্রাপ্তাস্তত্র বৈ বালাঃ ক্রীড়ন্তস্তং মৃতণ্ডগম্।
গ্রহীষ্যাম ইতি প্রোচ্য ধাবন্তস্তত্র তত্র হ ॥ ১১ ॥
মমায়ং বৈ মমায়ং বৈ জিঘৃক্ষন্তঃ পরস্পরম্।
সঞ্জর্যাৎ কলহঞ্চক্রুভৃ´শং ক্রীড়নকোৎসুকাঃ ॥ ১২ ॥
তত একো গৃহীত্বৈনং গঙ্গাম্ভসি সমাক্ষিপৎ।
যুষ্মাকমেব ভবতু নানেনাস্মৎ প্রয়োজনম্ ॥ ১৩ ॥
এবং স খঞ্জরীটোহি গঙ্গাতোয়াপ্লুতস্তদা।
আদিত্যতীর্থসংক্লিন্নশরীরঃ স বসুন্ধরে ॥ ১৪ ॥
বৈশ্যস্য তু গৃহে জাতো হ্যনেকক্রতুযাজিনঃ।
ধনরত্নসমৃদ্ধে তু রূপবান্ গুণবান্ শুচিঃ।
বিবুদ্ধশ্চ পবিত্রশ্চ মদ্ভক্তশ্চ বসুন্ধরে ॥ ১৫ ॥
জাতস্য তস্য বর্ষাণি জগ্মুর্দ্বাদশ সুব্রতে ॥ ১৬ ॥
কদাচিদুপবিষ্টৌ তৌ দৃষ্ট্বা বালো গুণান্বিতঃ।
মাতরং পিতরং চোভৌ হর্ষেণ মহতান্বিতৌ।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ বদ্ধাঞ্জলিরযাচত ॥ ১৭ ॥
মৎ প্রিয়ং যদি কর্ত্তব্যমেকো মে দীয়তাং বরঃ।

ন চাহং বারণীয়ো বৈ পিত্রা মাত্রা কথঞ্চন।
সত্যং শপামি গুরুণা যথা নন্‌নু কৃতস্তবেৎ ॥ ১৮ ॥
পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা দম্পতী তৌ মুদান্বিতৌ।
উচতুস্তৎপ্রিয়ং বাক্যং বালং কমললোচনম্ ॥ ১৯ ॥
যদ্যত্ত্বং বক্ষ্যসে বৎস যদ্যত্তে হৃদি বর্ত্ততে।
সর্ব্বং তত্তৎ করিষ্যাবোবিশ্রব্ধং বদ সাম্প্রতম্ ॥ ২০ ॥
ত্রিংশৎ সহস্রঙ্গাবো হি সর্ব্বাশ্চ শুভদোহনাঃ।
যদ্যত্র রোচতে পুত্র দেহি ত্বমবিচারিতম্ ॥ ২১ ॥
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি আবয়োঃ পুত্রকারণাৎ।
বাণিজ্যং নঃ স্মৃতঙ্কর্ম্ম তত্তে পুত্র যদীপ্সিতম্ ॥ ২২ ॥
তৎ কুরুষ যথান্যায়ং মিত্রেভ্যোদীয়তাং ধনম্।
ধনধান্যানি রত্নানি দেহি পুত্র অবারিতঃ ॥ ২৩ ॥
কন্যা বৈ রমণীয়াশ্চ সজাতীয়াঃ কুলোদ্ভবাঃ।
আনয়িষ্যাব ভদ্রন্তে উদ্বাহেন ক্রমেণ তে ॥ ২৪ ॥
যদীচ্ছসি পুনশ্চান্যদ্যজ্ঞৈর্যষ্টুং সুপুত্রক।
বিধিনা পূর্ব্বদৃষ্টেন বৈশ্যা যেন যজন্তি চ ॥ ২৫ ॥
অষ্টৌ সম্পূর্ণধুর্য্যাণাং হলানাং তাবতাং শতম্।
বৈশ্যকর্ম্ম সমাদায় কিং পুনঃ প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ২৬ ॥
যাবদ্ভোজনতৃপ্তাস্বা দ্বিজানিচ্ছসি তর্পিতুম্।
সর্ব্বং নিজেচ্ছয়া পুত্র কর্ত্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ॥ ২৭ ॥
পিতৃমাতৃবচঃ শ্রুত্বা স বালো ধর্ম্মসংযুতঃ।
চরণাবুপসংগৃহ্য পিতরৌ পুনরব্রবীৎ ॥ ২৮ ॥
গোপ্রদানে ন মে কার্য্যং মিত্রং বাপি ন চিন্তিতম্।
কন্যালাভে ন চেচ্ছাস্তি ন চ যজ্ঞফলে তথা ॥ ২৯ ॥

নাহং বাণিজ্যমিচ্ছামি কৃষিগোরক্ষ্যমেব চ।
ন চ সর্ব্বাতিথিত্বং বা মম চিত্তে প্রসজ্জতি ॥ ৩০ ॥
একং মে পরমং চিন্ত্যং যন্মমেচ্ছা তপোধৃতৌ।
চিন্তা নারায়ণক্ষেত্রং গাঢ়ং সৌকরবম্প্রতি ॥ ৩১ ॥
ততঃ পুত্রবচঃ শ্রুত্বা মম কর্ম্মপরায়ণৌ।
করুণম্পরিদেবন্তৌ রুদন্তৌ তাবুভৌ তথা ॥ ৩২ ॥
অদ্য দ্বাদশবর্ষাণি তব জাতস্য পুত্রক।
কিমিদং চিন্তিতং বৎস ত্বয়া নারায়ণাশ্রয়ম্।
চিন্তয়িষ্যসি ভদ্রন্তে যদা তৎ প্রাপ্নুয়া বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
অদ্যাপি ভোজনং গৃহ্য ধাবমানাস্মি পৃষ্ঠতঃ।
কিমিদং চিন্তিতং বৎস গমনে সৌকরম্প্রতি ॥ ৩৪ ॥
অদ্যাপি মৎ স্তনৌ ধন্যৌ প্রস্রুতৌ হি দিবানিশম্।
পুত্র ত্বৎস্পর্শনাশায়াঃ কিমেতচ্চিন্তিতং ত্বয়া ॥ ৩৫ ॥
রাত্রৌ সুপ্তোঽসি বৎস ত্বং শয্যাসু পরিবর্ত্তিতঃ।
অম্বেতি ভাষসেঽদ্যাপি কথমেতদ্বিচিন্তিতম্ ॥ ৩৬ ॥
স্পৃশন্তি তব নার্য্যোঽপি ক্রীড়মানস্য পুত্রক।
অপরাধো ন বিদ্যেত পুত্র ক্ষেত্র গৃহেষ্বপি ॥ ৩৭ ॥
ন বা স্বজনভৃত্যাদ্যৈঃ পরুষন্তে প্রভাষিতম্।
রুষ্টেন বাপি ভীষায়ৈ গৃহ্যতে চৈব যষ্টিকা।
পুত্র হেতুং ন পশ্যেঽহং তব নির্ব্বেদকারণম্ ॥ ৩৮ ॥
ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা স বৈশ্যকুলনন্দনঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং জননীং সংশিতব্রতঃ ॥ ৩৯ ॥
উষিতোঽস্মি ত্বদঙ্গেষু গর্ভস্থঃ কুক্ষিসম্ভবঃ।
ক্রীড়িতোঽস্মি যথান্যায়ং তবোৎসঙ্গে যশস্বিনি ॥ ৪০ ॥

স্তনৌ হেতৌ ময়া পীতৌ ললিতেন বিজৃম্ভিতৌ।
অঙ্গন্তব সমারুহ্য পাংশুভির্গুণ্ঠিতা তনুঃ॥ ৪১॥
অম্ব ত্বং ময়ি কারুণ্যং কুরুষ খলু চোচিতম্।
মুঞ্চ পুত্ত্রকৃতং শোকং ত্যজ মাতরনিন্দিতে॥ ৪২॥
আয়ান্তি চ পুনর্যান্তি গতা গচ্ছন্তি চাপরে।
দৃশ্যতে চ পুনর্নষ্টো ন দৃশ্যতে পুনঃ ক্বচিৎ॥ ৪৩॥
কুতোজাতঃ ক্ব সম্বন্ধঃ কস্য মাতা পিতাথবা।
ইমাং যোনিমনুপ্রাপ্তো ঘোরে সংসারসাগরে॥ ৪৪॥
মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্ত্রদারশতানি চ।
জন্মজন্মনি বর্ত্তন্তে কস্য তে কস্য বা বয়ম্।
এবং চিন্তাং সমাসাদ্য মা শুচো জননি ক্বচিৎ॥ ৪৫॥
এবং তৌ পিতরৌ শ্রুত্বা বিস্ময়াৎ পুনরূচতুঃ।
অহোবতঃ মহদ্গুহ্যং কিমেতত্তাত কথ্যতাম্॥ ৪৬॥
এতদ্বচনমাকর্ণ্য স বৈশ্যকুলবালকঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং জননীং পিতরন্তথা॥ ৪৭॥
যদি শ্রুতেন বঃ কার্য্যং গুহ্যস্য পরিনিশ্চয়াৎ।
তৎপৃচ্ছ্যতাং ভবদ্ভ্যাং হি গুহ্যং সৌকরবম্প্রতি॥ ৪৮॥
তত্রাহং কথয়িষ্যামি স্বস্য গুহ্যং মহৌজসম্।
সূর্য্যতীর্থং সমাসাদ্য যত্তাত পরিপৃচ্ছসি॥ ৪৯॥
বাঢ়মিত্যেব পুত্ত্রং তৌ দম্পতী প্রোচতুশ্চ তম্।
গমনে কৃতসংকল্পা ততঃ সৌকরবং প্রতি॥ ৫০॥
সর্ব্বদ্রব্যসমাযুক্তো গমনে সৌকরবম্প্রতি।
ততঃ স পদ্মপত্রাক্ষ আভীরাণাং জনেশ্বরং।
গাবোবিংশসহস্রাণি প্রেষয়ত্যগ্রতোদ্রুতম্॥ ৫১॥

অগ্রে প্রযযুস্তাঃ সর্ব্বা দ্রব্যেণ চ সমাযুতাঃ।
যচ্চ কিঞ্চিদ্গৃহে বাস্তি কৃতং নারায়ণম্প্রতি ॥ ৫২ ॥
ততঃ পূর্ব্বার্দ্ধযামেন মাঘমাসে ত্রয়োদশী।
সর্ব্বং স্বজনমামন্ত্র্য সম্বন্ধঞ্চ যথাবিধি ॥ ৫৩ ॥
মুহূর্ত্তেন চ তেনৈব গমনং কুরুতে ততঃ।
স্নাত্বা চ কৃতশৌচান্তে নারায়ণমুদাবহাঃ ॥ ৫৪ ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন নারায়ণমুদাবহাঃ।
বৈশাখস্য তু দ্বাদশ্যাং মম ক্ষেত্রমুপাগতাঃ ॥ ৫৫ ॥
স্নাতাঃ সন্তর্প্য চ পিতৄন্মম বস্ত্রবিভূষিতাঃ।
গাবোবিংশতিসাহস্রা যাঃ পূর্ব্বমুপকল্পিতাঃ ॥ ৫৬ ॥
তত্র ভঙ্গুরসো নাম মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
তেনৈব তা গৃহীতা বৈ বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৫৭ ॥
ততঃ স প্রদদৌ তস্য বিংশা গাবো মহাধনাঃ।
মঙ্গল্যাশ্চ পবিত্রাশ্চ সর্ব্বাশ্চ বরদোহনাঃ ॥ ৫৮ ॥
প্রদদৌ ধনরত্নানি নিত্যমেব দিনে দিনে।
মোদতে সহ পুত্রেণ ভার্য্যয়া স্বজনেন চ ॥ ৫৯ ॥
এবন্তু বসতস্তস্য বর্ষাকাল উপাগতঃ।
প্রাবৃড়ুপস্থিতা তত্র সর্ব্বশস্যপ্রবর্দ্ধিনী ॥ ৬০ ॥
পুষ্পিতানি কদম্বানি কুটজার্জ্জুনকানি চ।
এবং দুঃখমনুপ্রাপ্তাঃ স্ত্রিয়ো যা রহিতাঃ প্রিয়ৈঃ ॥ ৬১ ॥
গর্জ্জন্ত্যাঙ্গুঞ্জতাশ্চৈব ধারাপাতনিপাতিতাঃ।
মেঘাঃ সবিদ্যুতশ্চৈব বলাকাঙ্গদভূষিতাঃ ॥ ৬২ ॥
নদীনাঞ্চৈব নির্ঘোষো ময়ূরাণাঞ্চ নিস্বনঃ।
কুটজার্জ্জুনগন্ধাশ্চ কদম্বার্জ্জুনপাদপাঃ ॥ ৬৩ ॥

বাতাঃ প্রবান্তি তে তত্র শিখিনাঞ্চ সুখাবহাঃ।
শোকেন কামিনীনাঞ্চ ভর্ত্রা চ রহিতাশ্চ যাঃ ॥ ৬৪ ॥
এবং স গচ্ছতে কালো মেঘদুন্দুভিনাদিতঃ।
ততঃ শরদনুপ্রাপ্তা অগস্তিরুদিতো মহান্ ॥ ৬৫ ॥
তড়াগানি প্রসন্নানি কুমুদোৎপলবন্তি চ।
পদ্মষণ্ডৈঃ সুরম্যাণি পুষ্পিতানি সমন্ততঃ ॥ ৬৬ ॥
প্রবান্তি তু সুখা বাতাঃ সুগন্ধাশ্চ সুশীতলাঃ।
সপ্তপর্ণসুগন্ধাশ্চ শীতলাঃ কামিবল্লভাঃ ॥ ৬৭ ॥
এবং শরদি নির্ব্বৃত্তে কৌমুদে সমুপাগতে।
সা তস্মিন্মাসে সুশ্রোণি শুক্লপক্ষান্তরে তদা ॥ ৬৮ ॥
একাদশ্যাং ততঃ সুভ্রু স্নাতৌ ক্ষৌমবিভূষিতৌ।
উভৌ তৌ দম্পতী তত্র পুত্রমূচতুরাত্মনঃ ॥ ৬৯ ॥
উষিতাস্ত্বত্র ষণ্মাসান্ সুখাংশ্চ দ্বাদশী ভবেৎ।
কিন্নো ন বক্ষ্যসে গুহ্যং যেন বৈ বারিতা বয়ম্ ॥ ৭০ ॥
পিত্রোস্তু বচনং শ্রুত্বা স পুত্রো ধর্ম্মনিষ্ঠিতঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং তয়োস্তু কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৭১ ॥
এবমেতন্মহাভাগ যত্ত্বয়া পরিভাষিতম্।
কল্যন্তে কথয়িষ্যামি ইদং গুহ্যং মহৌজসম্ ॥ ৭২ ॥
এষা বৈ দ্বাদশী তাত প্রভুনারায়ণপ্রিয়া।
মঙ্গলা চ বিচিত্রা চ বিষ্ণুভক্তসুখাবহা ॥ ৭৩ ॥
দদতেঽস্যাং প্রহৃষ্টা চ দ্বাদশ্যাঙ্কৌমুদে সিতে।
দীক্ষিতাস্তে যোগিকুলে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৭৪ ॥
তেন দানপ্রভাবেণ বিষ্ণুতোষকরেণ চ।
তরন্তি দুস্তরন্তাত ঘোরং সংসারসাগরম্ ॥ ৭৫ ॥

এবং কথয়তান্তেষাং প্রভাতা রজনী শুভা।
ততঃ সন্ধ্যামুপাস্যাথ উদিতে সূর্য্যমণ্ডলে।
শুচির্ভূত্বা যথান্যায়ং ক্ষৌমবস্ত্রবিভূষিতঃ ॥ ৭৬ ॥
প্রণম্য শিরসা দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
উভৌ তচ্চরণৌ গৃহ্য পিতরৌ সমভাষত ॥ ৭৭ ॥
শৃণু তাত মহাভাগ যদর্থং সমুপাগতঃ।
যত্ত্বান্ পৃচ্ছতে তাত গুহ্যং সৌকরবম্প্রতি ॥ ৭৮ ॥
খঞ্জরীটোহ্যহং তাত পক্ষিযোনিসমুদ্ভবঃ।
ভক্ষিতাশ্চ পতঙ্গা মে অজীর্ণেনাতিপীড়িতঃ ॥ ৭৯ ॥
অহন্তেনৈব দোষেণ ন শক্নোমি বিচেষ্টিতুম্।
দৃষ্ট্বা মাং বিহ্বলং বালা গৃহীত্বা ক্রীড়িতুং গতাঃ ॥ ৮০ ॥
হস্তাদ্ধস্তেন ক্রীড়ন্তশ্চান্যোহন্যপরিহাসয়া।
ত্বয়া দৃষ্টোময়া দৃষ্টো হ্যয়ঞ্চেতি কলিঃ কৃতঃ ॥ ৮১ ॥
তত একেন বালেন ভ্রাময়িত্বাক্ষযেহম্ভসি।
ন মমেতি তবেত্যুক্ত্বা হ্যাদিত্যং তীর্থমুত্তমম্।
ক্রোধেনাদায় তীব্রেণ ক্ষিপ্তো গঙ্গাম্ভসি ত্বরা ॥ ৮২ ॥
তত্র মুক্তা ময়া প্রাণাঃ সূর্য্যতীর্থে মহৌজসি।
অকামেন বিশালাক্ষি তৎপ্রভাবাদহং ততঃ।
জাতস্তব সুতো মাতস্তদেতদ্দিনমুত্তমম্ ॥ ৮৩ ॥
অকামান্ম্রিয়মাণস্য বর্ষাণ্যদ্য ত্রয়োদশ।
ব্যতীতানি চ গুহ্যন্তে কথনং মম চৈব যৎ ॥ ৮৪ ॥
এতত্তে কথিতন্তাত গুহ্যমাগমনম্প্রতি।
অহঙ্কর্ম্ম করিষ্যামি গচ্ছ তাত নমোহস্তু তে ॥ ৮৫ ॥
ততো মাতা পিতা চৈব পুত্রম্পুনরুবাচ হ।

বিষ্ণুপ্রোক্তানি কর্ম্মাণি যং যঙ্কারয়িতা ভবান্ ॥
তান্বয়ঞ্চ করিষ্যামো বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ।
ঘটমানা যথান্যায়ঙ্কর্ম্ম সংসারমোক্ষণম্ ॥ ৮৬ । ৮৭ ॥
তেঽপি দীর্ঘেণ কালেন মম কর্ম্মপরায়ণাঃ ।
কৃত্বা তু বিপুলং কর্ম্ম ততঃ পঞ্চত্বমাগতাঃ ॥ ৮৮ ॥
মম ক্ষেত্রপ্রভাবেণ চাত্মনঃ কর্ম্মনিশ্চয়াৎ ।
বিমুক্তাঃ সর্ব্বসংসারাচ্ছ্বেতদ্বীপমুপাগতাঃ ॥ ৮৯ ॥
যোঽসৌ পরিজনঃ কশ্চিদ্গৃহেভ্যশ্চ সমাগতঃ ।
সর্ব্বঃ শ্রিয়া যুতস্তত্র রোগব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯০ ॥
সর্ব্বে চ যোগিনস্তত্র সর্ব্বে চোৎপলগন্ধয়ঃ ।
মোদন্তে তু যথান্যায়ং প্রসাদাৎ ক্ষেত্রজান্মম ॥ ৯১ ॥
এতত্তে কথিতন্দেবি মহাখ্যানং মহৌজসম্ ।
পুনরন্যং প্রবক্ষ্যামি যদ্বৃত্তং সৌকরে মম ॥ ৯২ ॥
এষা ব্যুষ্টির্মহাভাগে ক্ষেত্রে যৎ ক্রিয়তে মহৎ ।
তির্য্যগ্যোনিবিনির্ম্মুক্তাঃ শ্বেতদ্বীপমুপাগতাঃ ॥ ৯৩ ॥
য এতৎ পঠতে নিত্যং কল্যমুত্থায় মানবঃ ।
স কুলাংস্তারয়েত্তূর্ণং দশ পূর্ব্বান্দশাপরান্ ॥ ৯৪ ॥
ন পঠেন্মূর্খমধ্যে তু পাপিষ্ঠে শাস্ত্রদূষকে ।
ন পঠেৎ পিশুনানাঞ্চ একাকী তু পঠেদ্গৃহে ॥ ৯৫ ॥
পঠেদ্ব্রাহ্মণমধ্যে চ যে চ বেদবিদাং বরাঃ ।
বৈষ্ণবানাঞ্চ পুরতো যে চ শাস্ত্রগুণান্বিতাঃ ।
বিশুদ্ধানাং বিনীতানাং সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্ ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে খঞ্জরীটোপাখ্যানং নাম
অষ্টাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ঊনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি লিপ্যমানস্য যৎফলম্।
সর্ব্বন্তে কথয়িষ্যামি যথা প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ১॥
গৃহীত্বা গোময়ন্ভূমে মম বেশ্মোপলেপয়েৎ।
ন্যস্তানি তত্র যাবন্তি পদানি চ বিলিম্পতঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি দিব্যানি দিবি মোদতে॥ ২॥
যদি দ্বাদশবর্ষাণি লিপ্যতে মম কর্ম্মসু।
জায়তে বিপুলে শুদ্ধে ধনধান্যসমাকুলে॥ ৩॥
দিব্যৈর্নমস্কৃতো দেবি কুশদ্বীপঞ্চ গচ্ছতি।
কুশদ্বীপমনুপ্রাপ্য সহস্রাণি চ জীবতি।
দশ চৈব তু বর্ষাণাং মম ভক্তো মহান্ শুচিঃ॥ ৪॥
কুশদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টো মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
রাজা বৈ জায়তে সুভ্রু সর্ব্বধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতঃ॥ ৫॥
লেপনস্য প্রভাবেণ মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
ভক্তো ব্যবস্থিতশ্চাপি সর্ব্বশাস্ত্রাণি পৃচ্ছতি॥ ৬॥
দেবি কারয়তে সর্ব্বং মম চায়তনানি চ।
কারয়িত্বা যথান্যায়ং মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৭॥
গোময়স্য তু বক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
গোময়ন্তু সমাসাদ্য যাবল্লোকোঽনুগচ্ছতি।
সমীপে যদি বা দূরে গত্বা নয়তি গোময়ম্॥ ৮॥
যাবন্তি তৎপদান্যস্য তাবদ্বর্ষসহস্রকম্।

গোময়ানয়িতা চৈব স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৯ ॥
ততঃ স শাল্মলে দ্বীপে রমতে চ মুদা যুতঃ।
একাদশসহস্রাণি একাদশশতানি চ ॥ ১০ ॥
শাল্মলাত্তু পরিভ্রষ্টোরাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ।
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ ॥ ১১ ॥
অথ দ্বাদশবর্ষাণি মচ্ছ্রিতঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
বহতে গোময়ং সুভ্রু মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ১২ ॥
স্নানোপলেপনে ভূমে সলিলং যো দদাতি চ।
তস্য পুণ্যং মহাভাগে শৃণু তত্ত্বেন নিষ্কলম্ ॥ ১৩ ॥
যাবন্তো বিন্দবস্তত্র পানীয়স্য বসুন্ধরে।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৪ ॥
স্বর্গলোকাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপঞ্চ গচ্ছতি।
ক্রৌঞ্চদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ।
তেনৈব গুণযোগেন শ্বেতদ্বীপঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
সম্মার্জ্জনম্প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ বসুন্ধরে।
যাং গতিম্ পুরুষা যান্তি স্ত্রিয়ো বা কর্ম্মসু স্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥
শুচির্ভাগবতঃ শুদ্ধো অপরাধবিবর্জ্জিতঃ।
যাবন্তঃ পাংশবো ভূমেরুদ্ধ্রিয়ন্তে তু চালিতাঃ।
তাবদ্বর্ষশতান্যাশু স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৭ ॥
স্বর্গলোকাৎ পরিভ্রষ্টঃ শাকদ্বীপায় গচ্ছতি।
তত্র স্থিত্বা চিরঙ্কালং রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ ॥ ১৮ ॥
ততোভুক্ত্বা সর্ব্বভোগান্ স্থিত্বা সংসারসাগরে।
শ্বেতদ্বীপং ততো গচ্ছেন্মৎকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ ॥ ১৯ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ গদতোমম।

গায়নং যে প্রকুর্ব্বন্তি মম কর্ম্মপরায়ণাঃ।
তেষাং যদ্যৎফলং ভূমে শৃণুষ্ব গদতোমম ॥ ২০ ॥
গায়মানস্য গীতস্য যাবদক্ষরপঙ্‌ক্তয়ঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥ ২১ ॥
রূপবান্ গুণবান্ সিদ্ধঃ সর্ব্ববেদবিদাং বরঃ।
নিত্যম্পশ্যতি তত্রস্থোদেবরাজং ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত ইন্দ্রলোকপথে স্থিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মগুণশ্রেষ্ঠস্তত্রাপি মম পূজকঃ ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্রলোকাৎ পরিভ্রষ্টো মম গীতপরায়ণঃ।
নন্দনোপবনে রম্যে রমন্ দেবগণৈঃ সহ ॥ ২৪ ॥
ততঃ স ভূমৌ জায়েত বৈষ্ণবৈঃ সহ সংস্থিতঃ।
গায়ন্মম যশো নিত্যং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
মৎপ্রসাদাৎ স শুদ্ধাত্মা মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

সূত উবাচ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মাধবস্য যশস্বিনী।
কৃতাঞ্জলিপুটা ভূয়ঃ প্রত্যুবাচ বসুন্ধরা ॥ ২৬ ॥

ধরণ্যুবাচ।

অহো গীতপ্রভাবো বৈ যস্ত্বয়া কীর্ত্তিতো মহান্।
কে চ গীতপ্রভাবেণ সিদ্ধিং প্রাপ্তা মহৌজসঃ ॥ ২৭ ॥

বরাহ উবাচ।

তত্রৈব চাশ্রমে ভদ্রে চাণ্ডালঃ কৃতনিশ্চয়ঃ।
দূরাজ্জাগরণে যাতি মম ভক্তো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥
গায়মানশ্চ গীতানি সংবৎসরগণান্ বহূন্।
শ্বপাকঃ স গুণজ্ঞশ্চ মদ্ভক্তশ্চৈব সুন্দরি ॥ ২৯ ॥

কৌমুদস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশী।
সুপ্তে গতে জনে জাতে বীণামাদায় চঙ্ক্রমৎ।
জাগ্রংস্তত্র স চাণ্ডালোগৃহীতোব্রহ্মরক্ষসা ॥ ৩০ ॥
অল্পপ্রাণঃ শ্বপাকো বৈ বলবান্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ।
দুঃখশোকেন সন্তপ্তো ন শক্নোতি বিচেষ্টিতুম্ ॥ ৩১ ॥
তেন প্রোক্তঃ শ্বপাকেন বলবান্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ।
কিন্ত্বয়া চেষ্টিতং মহ্যং যস্ত্বেবং পরিধাবসি ॥ ৩২ ॥
শ্বপাকবচনং শ্রুত্বা তেন বৈ ব্রহ্মরক্ষসা।
ততঃ প্রোবাচ তং শ্বাদং মানুষাহারলোলুপঃ ॥ ৩৩ ॥
অথেহ দশরাত্রং মে নিরাহারস্য তিষ্ঠতঃ।
বিধাত্রা বিহিতস্ত্বঞ্চ আহারঃ পারণাবিধৌ ॥ ৩৪ ॥
অদ্য ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামি সবসামাংসশোণিতম্।
তৃপ্তিং যাস্যামি পরমাং বিধাত্রা বিহিতাং মম ॥ ৩৫ ॥
ব্রহ্মরক্ষোবচঃ শ্রুত্বা শ্বপাকো গীতলালসঃ।
রাক্ষসং ছন্দয়ামাস মম ভক্ত্যা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥
এবমেতন্মহাভাগ ভক্ষ্যোহহং সমুপাগতঃ।
অবশ্যমেতৎ কর্ত্তব্যং ধাত্রা দত্তং যথা তব ॥ ৩৭ ॥
কিন্ত্বহং দেবদেবস্য ভক্ত্যা গাতুঞ্চ জাগরে।
উদ্যতস্তত্র গত্বাহমুপাস্য বিধিনা হরিম্।
পশ্চাৎ খাদস্ব মাং রক্ষো জাগরাদ্বিনিবর্ত্তিতম্ ॥ ৩৮ ॥
বিষ্ণোঃ সন্তোষণার্থায় যতোমে ব্রতমাস্থিতম্।
জাগরে বিনিবৃত্তে মাং ভক্ষয় ত্বং যদীচ্ছসি ॥ ৩৯ ॥
শ্বপাকস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মরক্ষঃ ক্ষুধার্দ্দিতঃ।
উবাচ পরুষং বাক্যং শ্বপাকস্তদনন্তরম্ ॥ ৪০ ॥

মিথ্যা কিং ভাষসে মূঢ় পুনরেষ্যামি তেঽন্তিকম্।
মৃত্যোর্মুখমনুপ্রাপ্য পুনর্জ্জীবতি মানবঃ।
রক্ষসোমুখবিভ্রষ্টঃ পুনরাগন্তুমিচ্ছসি ॥ ৪১ ॥
রাক্ষসস্য বচঃ শ্রুত্বা চাণ্ডালস্তমথাব্রবীৎ।
যদ্যপ্যহং হি চাণ্ডালঃ পূর্ব্বকর্ম্মবিদূষিতঃ।
সম্প্রাপ্তো মানুষম্ভাবং বিহিতেনান্তরাত্মনা ॥ ৪২ ॥
শৃণু মৎসময়ং রক্ষো যেনাহং পুনরাগমম্।
দূরাজ্জাগরণঙ্কৃত্বা লোকস্য দ্বিজরাক্ষস।
সত্যেন পুনরেষ্যামি মন্যসে যদি মুঞ্চ মাম্ ॥ ৪৩ ॥
সত্যমূলঞ্জগৎ সর্ব্বং লোকাঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
সত্যেন সিদ্ধিম্প্রাপ্তা হি ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৪৪ ॥
সত্যেন দীয়তে কন্যা সত্যং জল্পন্তি ব্রাহ্মণাঃ।
সত্যং জয়ন্তি রাজানস্ত্রীণ্যেতান্যব্রুবন্নৃতম্ ॥ ৪৫ ॥
সত্যেন গম্যতে স্বর্গো মোক্ষঃ সত্যেন চাপ্যতে।
সত্যেন তপতে সূর্য্যঃ সোমঃ সত্যেন রজ্যতে ॥ ৪৬ ॥
ষষ্ঠ্যষ্টমীমমাবাস্যামুভে পক্ষে চতুর্দ্দশী।
অস্নাতানাঙ্গতিঙ্গচ্ছে যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥ ৪৭ ॥
গুরুপত্নীং রাজপত্নীং যোঽভিগচ্ছতি মোহিতঃ।
তাঙ্গতিং সম্প্রপদ্যেঽহং যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥ ৪৮ ॥
যাজকানাঞ্চ যে লোকা যে চ মিথ্যাভিভাষিণাম্।
তাঙ্গতিং সম্প্রপ্রদ্যেঽহং যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥ ৪৯ ॥
ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে বা স্তেনে ভগ্নব্রতে তথা।
তেষাং গতিম্প্রপদ্যেঽহং যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥ ৫০ ।
শ্বপাকবচনং শ্রুত্বা তুষ্টো ব্রাহ্মণরাক্ষসঃ।

উবাচ মধুরং বাক্যং গচ্ছ শীঘ্রং নমোহস্তু তে ॥ ৫১ ॥
ব্রহ্মরাক্ষসমুক্তা তু শ্বপাকঃ কৃতনিশ্চয়ঃ।
পুনর্গায়তি মহ্যং বৈ মম ভক্তো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫২ ॥
অথ প্রভাতে বিমলে গীতে নৃত্যে চ জাগরে।
নমো নারায়ণায়েতি শ্বপাকঃ পরিবর্ত্ততে ॥ ৫৩ ॥
ততস্ত্বরিতমাগত্য পুমাংস্তস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং চাণ্ডালং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ৫৪ ॥
ক্ব যাসি ত্বরিতঃ সাধো ন চ ত্বং গন্তুমর্হসি।
জানন্ কৌণপপতিস্ত্বঞ্চ ন ত্বং গন্তুমিহার্হসি ॥ ৫৫ ॥
পুরুষস্য বচঃ শ্রুত্বা চাণ্ডালঃ পুনরব্রবীৎ।
সময়োমে কৃতঃ পূর্ব্বং রাক্ষসেন হি ভক্ষতা।
তেন তত্র গমিষ্যামি সত্যং চ পরিপালয়ন্ ॥ ৫৬ ॥
ততঃ স পদ্মপত্রাক্ষঃ শ্বপাকম্প্রত্যুবাচ হ।
মধুরাঙ্গিরমাদায় বিহিতেনান্তরাত্মনা ॥ ৫৭ ॥
মা গচ্ছ তত্র চাণ্ডাল যত্রাসৌ পাপরাক্ষসঃ।
জীবিতার্থায় সত্যস্য ন দোষঃ পরিহাপনাৎ ॥ ৫৮ ॥
ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা শ্বপাকঃ শংসিতব্রতঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
নাহমেবং করিষ্যামি যন্মাত্ত্বং পরিভাষসে।
ন চাহং নাশয়ে সত্যমেতন্মে নিশ্চিতং ব্রতম্ ॥ ৬০ ॥
সত্যমূলং জগৎ সর্ব্বং কুলং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যমেব পরোধর্ম্ম আত্মা সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৬১ ॥
ন চৈবাহং তদুৎসৃজ্য অসত্যঃ স্যাং কদাচন।
নাহং মিথ্যা চরিষ্যামি গচ্ছ তাত নমোহস্তু তে ॥ ৬২ ॥

এবমুক্ত্বা শ্বপাকোঽপি নিত্যং সত্যব্রতে স্থিতঃ।
রাক্ষসং সমনুপ্রাপ্তস্তমুবাচাথ পূজয়ন্॥ ৬৩॥
আগতোঽস্মি মহাভাগ মা বিলম্বয় ভক্ষয়।
ত্বৎপ্রসাদাদহং গন্তা বৈষ্ণবং স্থানমুত্তমম্॥ ৬৪॥
এতানি মম গাত্রাণি ভক্ষয়স্ব যথেষ্টতঃ।
পিবোষ্ণং রুধিরং মহ্যং পীড়িতোঽসি ক্ষুধা ভৃশম্।
তর্পয়স্ব স্বমাত্মনং কুরুষ মম বৈ হিতম্॥ ৬৫॥
শ্বপাকস্য বচঃ শ্রুত্বা ততঃ স ব্রহ্মরাক্ষসঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং শ্বপাকস্তদনন্তরম্॥ ৬৬॥
সাধু তুষ্টোঽস্ম্যহং বৎস সত্যং ধর্ম্মঞ্চ পালিতম্।
চণ্ডালস্যাবিধিজ্ঞস্য যস্য তে মতিরীদৃশী॥ ৬৭॥
ব্রহ্মরক্ষোবচঃ শ্রুত্বা শ্বপাকঃ সত্যসঙ্গরঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং ব্রহ্মরাক্ষসমেব তু॥ ৬৮॥
যদ্যপ্যহং বৈ চাণ্ডালঃ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
তথাপি সত্যং বক্তব্যং ব্রহ্মরাক্ষস নিত্যশঃ॥ ৬৯॥
শ্বপাকবচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মরক্ষো ভয়ানকম্।
উবাচ মধুরং বাক্যং শ্বপাকং সংশিতব্রতম্॥ ৭০॥
যত্ত্বয়া গীয়তে রাত্রৌ বিষ্ণোর্জ্জাগরণম্প্রতি।
ফলঙ্গীতস্য মে দেহি যদীচ্ছের্জ্জীবিতং স্বকম্।
ততো মোক্ষ্যামি কল্যাণ ভক্ষয়ামি ন ভীষণঃ॥ ৭১॥
ব্রহ্মরক্ষোবচঃ শ্রুত্বা শ্বপাকঃ প্রত্যুবাচ হ।
মনোঽজ্ঞাতমিদং বাক্যং ব্রহ্মরক্ষো নিভাষসে।
ভক্ষয়ামীতি চোক্ত্বা মাং গীতপুণ্যং কিমিচ্ছসি॥ ৭২॥
শ্বপাকবচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মরক্ষোঽব্রবীৎপুনঃ।

একযামীয়ং মে দেহি পুণ্যঙ্গীতস্য বৈ পরম্।
ততোমোক্ষ্যসি ভক্ষ্যেণ সঙ্গতঃ পুত্রদারকৈঃ ॥ ৭৩ ॥
শ্রুত্বা রাক্ষসবাক্যানি চাণ্ডালোগীতলোভিতঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং রাক্ষসঙ্কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৭৪ ॥
ন গায়নফলন্দদ্মি ব্রহ্মরক্ষস্তবেপ্সিতম্।
ভক্ষয়স্ব যথান্যায়ং রুধিরং পিব চেপ্সিতম্ ॥ ৭৫ ॥
শ্বপাকবচনং শ্রুত্বা রাক্ষসঃ পুনরব্রবীৎ।
একগীতস্য মে দেহি যত্ত্বয়া বিষ্ণুসংসদি।
এতেন তারিতোহস্মীতি তব গীতফলেন বৈ ॥ ৭৬ ॥
শ্রুত্বা বাক্যানি চাণ্ডালো রাক্ষসস্য নিবারয়ন্।
উবাচ মধুরং বাক্যং চাণ্ডালো বিস্ময়ান্বিতঃ ॥ ৭৭ ॥
কিন্ত্বয়া বিকৃতং কর্ম্ম তদ্ব্রূহি মম রাক্ষস।
কর্ম্মণো যস্য দোষেণ রাক্ষসত্বং সমাগতঃ ॥ ৭৮ ॥
শ্বপাকবচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মরক্ষোমহাযশাঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং দুঃখসন্তপ্তমানসঃ ॥ ৭৯ ॥
নাম্না বৈ সোমশর্ম্মাহং চরকো ব্রহ্মযোনিজঃ।
সূত্রমন্ত্রপরিভ্রষ্টো যজ্ঞকর্ম্মসু নিষ্ঠিতঃ ॥ ৮০ ॥
ততোহহং যাজযাম্যজ্ঞান্ লোভমোহপ্রপীড়িতঃ।
প্রবর্ত্তমানে যজ্ঞে তু কদাচিদ্দৈবযোগতঃ।
উদরে জাতশূলোহহং তেন পঞ্চত্বমাগতঃ ॥ ৮১ ॥
অথ পঞ্চমহারাত্রে হ্যসমাপ্তে ক্রতৌ তথা।
অস্য যজ্ঞস্য দোষেণ মাতঙ্গ শৃণু মে বচঃ।
রাক্ষসত্বমনুপ্রাপ্তস্তেন দুষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৮২ ॥
মন্ত্রহীনং ময়া তত্র স্বরহীনঞ্চ তৎকৃতম্।

সূত্রহীনং তথা তত্র প্রাগ্বংশাদি কৃতং ময়া ॥ ৮৩ ॥
পরিমাণঞ্চ রূপঞ্চ ময়া তত্রোপলক্ষিতম্।
কৃতস্য তস্য দোষেণ যোনিম্প্রাপ্তোঽস্মি রাক্ষসীম্ ॥ ৮৪ ॥
স্বগীতফলদানেন নিস্তারয়িতুমর্হসি।
মোচয়স্বাধমং পাপাদ্বিষ্ণুগীতেন সত্বরম্ ॥ ৮৫ ॥
ব্রহ্মরক্ষোবচঃ শ্রুত্বা শ্বপাকঃ সংশিতব্রতঃ।
বাঢ়মিত্যেব তং বাক্যং রাক্ষসম্প্রাব্রবীত্তদা ॥ ৮৬ ॥
এতস্য মম গীতস্য সুস্বরস্য ফলন্তু যৎ।
দদামি রাক্ষস ত্বঞ্চৈন্মুচ্যসে শুদ্ধমানসঃ ॥ ৮৭ ॥
যস্তু গায়তি সংযুক্তং গীতকং বিষ্ণুসন্নিধৌ।
স তারয়তি দুর্গাণীত্যুক্ত্বা তদ্দত্তবান্ ফলম্ ॥ ৮৮ ॥
এবং তস্মাৎ ফলম্প্রাপ্য শ্বপাকাদ্রাক্ষসস্তদা।
জাতঃ সুবিমলো ভদ্রে শরদীব যথা শশী ॥ ৮৯ ॥
শ্বপাকশ্চাপি সুশ্রোণি মম চৈবোপগায়কঃ।
কৃত্বা সুবিপুলং কর্ম্ম স ব্রহ্মত্বমুপাগতঃ ॥ ৯০ ॥
এতদ্গীতফলন্দেবি প্রাপ্নোতি মনুজো ভুবি।
মহ্যঞ্জাগরতো ভদ্রে গীয়মানং মনস্বিনি ॥ ৯১ ॥
যস্তু গায়তি সুশ্রোণি কৌমুদীংদ্বাদশীং প্রতি।
সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৯২ ॥
যস্তু গায়তি গীতানি মম জাগরণে সদা।
সর্ব্বসঙ্গাৎপ্রমুক্তো বৈ মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৯৩ ॥
এতত্তে কথিতন্দেবি গায়নস্য ফলং মহৎ।
যস্য গীতস্য শব্দেন তরেৎ সংসারসাগরম্ ॥ ৯৪ ॥
বাদিত্রস্য প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।

প্রাপ্তবান্মানুষো যেন দেবেভ্যঃ সবলাং স্বয়ম্ ॥ ৯৫ ॥
শম্পাতালপ্রয়োগেন সন্নিপাতেন বা পুনঃ।
নববর্ষসহস্রাণি নববর্ষশতানি চ।
কুবেরভবনঙ্গত্বা মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া ॥ ৯৬ ॥
কুবেরভবনাদ্ভ্রষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।
শম্পাদিতালসম্পাতৈর্মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৯৭ ॥
নৃত্যমানস্য বক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
মানবো যেন গচ্ছেত ছিত্ত্বা সংসারবন্ধনম্ ॥ ৯৮ ॥
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানি চ।
পুষ্করদ্বীপমাসাদ্য স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।
ফলম্প্রাপ্নোতি সুশ্রোণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৯৯ ॥
রূপবান্ গুণবান্ শূরঃ শীলবান্ সৎপথে স্থিতঃ।
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত সংসারপরিমোচিতঃ ॥ ১০০ ॥
যস্তু জাগরতে নিত্যং গীতবাদ্যেন নর্ত্তকঃ।
জম্বুদ্বীপং সমাসাদ্য রাজরাজস্তু জায়তে ॥ ১০১ ॥
সর্ব্বকর্ম্মসমাযুক্তো রক্ষিতা বৈ মহীপতিঃ।
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১০২ ॥
উপহার্য্যাণি পুষ্পাণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
যো মামুপানয়েদ্ভূমে মম কর্ম্মপথে স্থিতঃ ॥ ১০৩ ॥
পুষ্পাণি তত্র যাবন্তি মম মূর্দ্ধনি ধারয়েৎ।
স কৃত্বা পুষ্কলঙ্কর্ম্ম মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ১০৪ ॥
এতত্তে কথিতন্দেবি ভক্তানান্তু মহৌজসাম্।
মম ভক্তসুখার্থায় সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্ ॥ ১০৫ ॥
এতৎ পঠতে ভূমে কল্যমুত্থায় মানবঃ।

স তু তারয়তে জন্তুর্দশ পূর্ব্বান্দশাপরান্ ॥ ১০৬ ॥
ন পঠেন্মূর্খমধ্যে তু পিশুনানাং পুরো ন চ।
পঠেদ্ভাগবতানাঞ্চ মধ্যে মুক্তিরতাত্মনাম্ ॥ ১০৭ ॥
অশ্রদ্দধানে ক্রূরে বা ন পঠেদ্দেবলে তথা।
যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিকল্যাণং মঙ্গলঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥ ১০৮ ॥
ধর্ম্মাণাং পরমং ধর্ম্মং ক্রিয়াণাম্পরমা ক্রিয়া।
মা পঠেচ্ছাস্ত্রদূষায় অধ্যায়ং বা কদাচন।
যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং মম লোকে মহীয়তে ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে সৌকরে চাণ্ডালব্রহ্মরাক্ষসসংবাদে সৌকরমাহাত্ম্যং নাম ঊনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ।

শ্রুতানি দেবস্থানানি ত্বয়া প্রোক্তানি যান্যুত।
কস্মিংস্তিষ্ঠসি নিত্যস্ত্বং তত্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১ ॥
কিঞ্চ তে পরমং স্থানং যত্র মূর্ত্ত্যাকৃতির্ভবান্।
কস্মিন্ স্থানে কৃতঙ্কর্ম্ম যেন যাত্যুত্তমাং গতিম্ ॥ ২ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি ভক্তানাং ভক্তবৎসলে।
যেষু স্থানেষু তিষ্ঠামি কথ্যমানানিমান্ শৃণু ॥ ৩ ॥
তব কোকামুখং নাম যন্ময়া পূর্ব্বভাষিতম্।

বদরীতি চ বিখ্যাতং গিরিরাজশিলাতলম্ ॥ ৪ ॥
স্থানং লোহার্গলং নাম ম্লেচ্ছরাজসমাশ্রিতম্ ।
ক্ষণঞ্চাপি ন মুঞ্চামি এবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥
সচৈত্যং পশ্য মে স্থানং জগদেতচ্চরাচরম্ ।
সর্ব্বত্রাহং বরারোহে ন মন্ম্যনং হি জানতে ॥ ৬ ॥
যে তু জানন্তি মাং দেবি গুহ্যাং কামগতিং মম ।
শীঘ্রঙ্কোকামুখং যান্তু মম কর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৭ ॥
ততো দেববচঃ শ্রুত্বা পৃথিবী বাক্যমব্রবীৎ ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় নির্বৃতেনান্তরাত্মনা ॥ ৮ ॥

ধরণ্যুবাচ ।

সর্ব্বতো লোকনাথেশ পরঙ্কৌতূহলং হি মে ।
কথঙ্কোকামুখং শ্রেষ্ঠং তত্ত্বাম্বক্তুমর্হসি ॥ ৯ ॥

বরাহ উবাচ ।

নাস্তি কোকামুখাৎ ক্ষেত্রং শ্রেষ্ঠঙ্কোকামুখাচ্ছুচি ।
নাস্তি কোকামুখাৎ স্থানং নাস্তি কোকামুখাৎ প্রিয়ম্ ॥১০॥
যস্তু কোকামুখঙ্গত্বা ন ভূয়োবিনিবর্ত্ততে ।
কর্ম্মাণি তত্র কুর্ব্বীত যষ্টস্তবতি চাত্মনি ॥ ১১ ॥
যানি যানি চ ক্ষেত্রাণি ত্বয়া পৃষ্টং বসুন্ধরে ।
কোকামুখসমং স্থানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥
মম সা পরমা মূর্ত্তির্যাং ন জানন্তি গোপিতাম্ ।
স্থিতঙ্কোকামুখং নাম এতত্তে কথিতং ময়া ॥ ১৩ ॥

ধরণ্যুবাচ ।

দেব দেব মহাদেব ভক্তানামভয়প্রদ ।
যানি গুহ্যানি সন্ত্যত্র কোকায়াং বক্তুমর্হসি ॥ ১৪ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি যন্মাং ত্বম্পরিপৃচ্ছসি।
তস্মিন্ কোকামুখং রম্যং কথ্যমানং ময়াহনঘে ॥ ১৫ ॥
জলবিন্দুরিতি খ্যাতাৎ পর্ব্বতাৎ পত্তনাদ্ভুবি।
তত্তু গুহ্যমতি দেবি কৃত্বা কর্ম্ম মহৌজসম্।
সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ১৬ ॥
বিষ্ণুধারেতি বিখ্যাতা কোকায়াং মম মণ্ডলে।
পর্ব্বতাৎ পতিতা ভূমৌ ধারা মুসলসন্নিভা ॥ ১৭ ॥
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা স্নায়াত্তত্র প্রযত্নতঃ।
অগ্নিষ্টোমসহস্রাণাং ফলম্প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৮ ॥
ন মুহ্যতি স কর্ত্তব্যে ফলম্প্রাপ্নোতি চোত্তমম্।
জায়তে বিপুলে শুদ্ধে মম মার্গানুসারিণি ॥ ১৯ ॥
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্বিষ্ণুধারাং সমাশ্রিতঃ।
পশ্যতে পরমাং মূর্ত্তিমেতাং মম ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
তত্র বিষ্ণুপদং নাম স্থানঙ্কোকামুখাশ্রিতম্।
এতৎকশ্চিন্ন জানাতি ধরে বারাহসংশ্রিতম্ ॥ ২১ ॥
তস্মিন্ কৃতোদকো দেবি রাত্রাবুপোষিতো নরঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপে প্রজায়েত মম ভক্তিপরায়ণঃ ॥ ২২ ॥
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্ গুহ্যস্থানে পরে মম।
সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥
অস্তি বিষ্ণুসরোনাম যত্ত্বয়া সহ ক্রীড়িতম্।
যত্র দংষ্ট্রাপ্রহারেণ চাহ্নতাসি বসুন্ধরে ॥ ২৪ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত প্রাতঃকালে বসুন্ধরে।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

সোমতীর্থমিতি খ্যাতঙ্কোকায়াং মম মণ্ডলে।
যত্র পঞ্চশিলাভূমির্বিষ্ণুনাম্না তথাঙ্কিতা ॥ ২৬ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং পঞ্চরাত্রোষিতো নরঃ।
গোমেদে জায়তে দ্বীপে মম মার্গানুসারকঃ ॥ ২৭ ॥
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্ গুহ্যক্ষেত্রে পরে মম।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শুদ্ধাত্মা মাং স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥
তুঙ্গকুটেতি বিখ্যাতং কোকায়াং মম মণ্ডলে।
ধারাঃ পতন্তি চত্বারঃ পর্ব্বতাদুচ্চসংশ্রিতাঃ ॥ ২৯ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং পঞ্চরাত্রোষিতো নরঃ।
কুশদ্বীপং সমাসাদ্য মম লোকেষু তিষ্ঠতি ॥ ৩০ ॥
অনিত্যমাশ্রমং নাম ক্ষেত্রকর্ম্মসুখাবহম্।
দেবাপি যং ন জানন্তি কিম্পুনর্ম্মনুজাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥
তত্র স্নাত্বা বরারোহে অহোরাত্রোষিতো নরঃ।
জায়তে পুষ্করদ্বীপে মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৩২ ॥
অথ তত্র মৃতোভূমে পুণ্যক্ষেত্রে মহাশুচিঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥
অস্ত্যত্রাগ্নিসরো নাম পরঙ্গুহ্যং মম স্থিতম্।
পঞ্চ ধারাঃ পতন্ত্যত্র গিরিকুঞ্জসমাশ্রিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
তত্র চাপি কৃতস্নানঃ পঞ্চরাত্রোষিতোনরঃ।
কুশদ্বীপে চ জায়েত মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্রাহথ মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা কর্ম্ম মহৌজসম্।
কুশদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টো ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
অস্তি ব্রহ্মসরোনাম গুহ্যঙ্ক্ষেত্রং পরং মম।
যত্র ধারা পতত্যেকা পুণ্যা ভূমিশিলাতলে ॥ ৩৭ ॥

তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত পঞ্চরাত্রোষিতো নরঃ।
বসতে সূর্য্যলোকেষু মম মার্গানুসারকঃ ॥ ৩৮ ॥
অথাহত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ সূর্য্যধারাং সমাশ্রিতঃ।
সূর্য্যলোকমতিক্রম্য মম লোকন্তু গচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অস্তি ধেনুবটং নাম গুহ্যং ক্ষেত্রং পরং মম।
একা ধারা পতত্যত্র দেবি পূর্ণা শিলোচ্চয়াৎ ॥ ৪০ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত একমেকং দিনন্তথা।
সপ্তরাত্রোষিতোভূত্বা মম কর্ম্মসমাশ্রিতঃ ॥ ৪১ ॥
স্নাত্বা সপ্তসমুদ্রেষু লব্ধসংজ্ঞঃ সমাহিতঃ।
বিহরেৎ সপ্তদ্বীপেষু মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৪২ ॥
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্মম ভক্তিসমন্বিতঃ।
সপ্তদ্বীপমতিক্রম্য মম লোকন্তু গচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥
অস্তি ধর্ম্মোদ্ভবং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরে মম।
গিরিকুঞ্জাৎ পতত্যেকা ধারা ভূমিতলে শুভা ॥ ৪৪ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত একরাত্রোষিতো নরঃ।
স বৈশ্যোজায়তে শূদ্রো মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৪৫ ॥
তত্রাহথ মুঞ্চতে প্রাণান্ গুহ্যে দেবি শিলোচ্চয়ে।
সাঙ্গযজ্ঞং সদাক্ষিণ্যং ভুক্ত্বা মাং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪৬ ॥
অস্তি কোটিবটং নাম ক্ষেত্রং গুহ্যম্পরং মম।
একা ধারা পতত্যত্র বটমূলমুপাশ্রিতা ॥ ৪৭ ॥
তত্র স্নানন্তু কুরুতে রাত্রাবুপোষিতো নরঃ।
যাবন্তি বটপত্রাণি তস্মিন্ শৃঙ্গে পরে মম।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি রূপসম্পৎসমন্বিতঃ।
তিষ্ঠতে তু বরারোহে মম মার্গানুসারিণি ॥ ৪৮। ৪৯ ॥

তত্রাঽথ মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
অগ্নিবর্ণস্ততোভূত্বা মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৫০ ॥
পাপপ্রমোচনং নাম গুহ্যমস্মিন্ পরং মম।
পতিতৈকতমা ধারা স্থূলা কুম্ভসমা ততঃ ॥ ৫১ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানমহোরাত্রোষিতো নরঃ।
জায়তে চ চতুর্বেদী মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৫২ ॥
তত্রাঽথ মুঞ্চতে প্রাণান্ কৌশিকীমাশ্রিতো নদীম্।
যস্তত্র কুরুতে স্নানং পঞ্চরাত্রোষিতো নরঃ।
মোদতে বাসবে লোকে মম মার্গানুসারিণি ॥ ৫৩ ॥
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
বাসবং লোকমুৎসৃজ্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥
যমব্যসনকং নাম গুহ্যমস্তি পরং মম।
স্রোতোবহতি তত্রৈকঙ্কৌশিকীমাশ্রিতং নদীম্ ॥ ৫৫ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানমেকরাত্রোষিতো নরঃ।
ন স গচ্ছতি দুর্গাণি যমস্য ব্যসনং মহৎ ॥ ৫৬ ॥
অথ তত্র ত্যজেৎ প্রাণান্মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
বিশুদ্ধোমুক্তপাপোঽসৌ মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৫৭ ॥
মাতঙ্গং নাম বিখ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
স্রোতোবহতি তত্রৈব আশ্রিতঙ্কৌশিকীং নদীম্ ॥ ৫৮ ॥
স্নানঙ্কুর্ব্বন্তি যে তত্র একরাত্রোষিতো নরঃ।
ভেদঙ্কিম্পুরুষম্প্রাপ্য জায়তে নাঽত্র সংশয়ঃ।
বিদ্বান্ শুচিশ্চ জায়েত মম কর্ম্মানুসারকঃ ॥ ৫৯ ॥
তত্রাঽথ মুঞ্চতে প্রাণান্ গুহ্যে দেবি পরে মম।
মুক্ত্বা কিম্পুরুষম্ভেদং মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৬০ ॥

অস্তি বজ্রভবং নাম গুহ্যো তস্মিন্ পরং মম।
স্রোতোবহতি তত্রৈকমাশ্রিতঙ্কৌশিকীং নদীম্ ॥ ৬১ ॥
স্নানঙ্করোতি যস্তত্র একরাত্রোষিতো নরঃ।
জায়তে শক্রলোকে তু মম কর্ম্মানুসারকঃ ॥ ৬২ ॥
শরীরচক্রসঙ্ঘাতে বজ্রহস্তঃ স্বরূপকঃ।
তত্র স্নানপ্রভাবেণ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥
অথাহত্র মুচ্যতে প্রাণান্মম চিন্তনতৎপরঃ।
শক্রলোকমতিতিক্রম্য মম লোকম্প্রপদ্যতে ॥ ৬৪ ॥
তত্র ত্রিক্রোশমাত্রেণ গুহ্যং ক্ষেত্রম্পরং মম।
শক্ররুদ্রেতি বিখ্যাতং তস্মিন্ কোকাশিলাতলে ॥ ৬৫ ॥
স্নানঙ্করোতি যস্তত্র ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
জম্বূদ্বীপে প্রজায়েত জম্বূর্যত্র প্রতিষ্ঠিতা।
জম্বূদ্বীপং পরিত্যজ্য জায়তে মম পার্শ্বগঃ ॥ ৬৬ ॥
অস্তি চান্যন্মহদ্ভদ্রে ক্ষেত্রে গুহ্যে বিশেষিতম্।
মনুজা যেন গচ্ছন্তি মুক্ত্বা সংসারসাগরম্ ॥ ৬৭ ॥
দংষ্ট্রাঙ্কুরেতি বিখ্যাতং যত্র কোকা বিনিঃসৃতা।
এতদ্গুহ্যং ন জানন্তি যতোমুঞ্চন্তি জন্তবঃ ॥ ৬৮ ॥
কৃতোদকস্তত্র ভদ্রে অহোরাত্রোষিতো নরঃ।
জায়তে শাল্মলিদ্বীপে মম কর্ম্মানুসারিণি ॥ ৬৯ ॥
তত্রাহথ মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মসু নিষ্ঠিতঃ।
শাল্মলিদ্বীপমুৎসৃজ্য মম পার্শ্বে স তিষ্ঠতি ॥ ৭০ ॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাগুহ্যে পরমস্তি ফলোদয়ম্।
বিষ্ণুতীর্থমিতি খ্যাতং মম ভক্তসুখাবহম্ ॥ ৭১ ॥
ততঃ পর্ব্বতমধ্যাত্তু কোকায়াম্পততে জলম্।

ত্রিস্রোতসং মহাভাগে সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্ ॥ ৭২ ॥
তস্মিন্ কৃতোদকোভূমে ছিত্ত্বা সংসারবন্ধনম্ ।
বায়োঃ স ভবনম্প্রাপ্য বায়ুভূতস্তু তিষ্ঠতি ॥ ৭৩ ॥
তত্রাহথ মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মসু নিষ্ঠিতঃ ।
বায়ুলোকমতিক্রম্য মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৭৪ ॥
অস্তি তত্র বরং স্থানং সঙ্গমঙ্কৌশিকোকয়োঃ ।
সর্ব্বকামিকেতি বিখ্যাতা শিলা তিষ্ঠতি চোত্তরে ॥ ৭৫ ॥
তত্র যঃ কুরুতে স্নানমহোরাত্রোষিতোনরঃ ।
বিস্তীর্ণে জায়তে বংশে জাতিং স্মরতি চাত্মনঃ ॥ ৭৬ ॥
স্বর্গে বা যদি বা ভূমৌ যং যঙ্কাময়তে নরঃ ।
তং তং প্রাপ্নোতি বৈ কামং স্নাতমাত্রঃ শিলাতলে ॥ ৭৭ ॥
তত্রাহথ মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মণ্যবস্থিতঃ ।
সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৭৮ ॥
অস্তি মৎস্যশিলা নাম গুহ্যঙ্কোকামুখে বরম্ ।
ধারাঃ পতন্তি তিস্রো বৈ কৌশিকীমাশ্রিতা নদীম্ ॥ ৭৯ ॥
তত্র চ স্নায়মানস্তু যদি মৎস্যং প্রপশ্যতি ।
ততোজানামহং দেবি প্রাপ্তোনারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৮০ ॥
তত্র মৎস্যং পুনর্দৃষ্ট্বা যজমানস্তু সুন্দরি ।
দদ্যাদর্ঘ্যং ততো ভদ্রে মধুলাজসমন্বিতম্ ॥ ৮১ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং দেবি গুহ্যে ততঃ পরে ।
তিষ্ঠতে পদ্মপত্রে তু সোত্তরে মেরুসংশ্রিতে ॥ ৮২ ॥
অথ সংপ্রাপ্য মুচ্যেত মৎস্যং গুহ্যম্পরং মম ।
মেরুশৃঙ্গং সমুল্লঙ্ঘ্য মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৮৩ ॥
পঞ্চযোজনবিস্তারং ক্ষেত্রঙ্কোকামুখং মম ।

যস্ত্বেতত্ত্বু বিজানাতি ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ ৮৪ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
তস্মিন্ কোকামুখে রম্যে তিষ্ঠামি দক্ষিণামুখঃ ॥ ৮৫ ॥
শিলাচন্দনসঙ্কাশং দেবানামপি দুর্ল্লভং।
বরাহরূপমাদায় তিষ্ঠামি পুরুষাকৃতিঃ ॥ ৮৬ ॥
বামোন্নতমুখঙ্কৃত্বা বামদংষ্ট্রাসমুন্নতম্।
পশ্যামি চ জগৎসর্ব্বং যে চ ভক্তা মম প্রিয়াঃ ॥ ৮৭ ॥
যে চ মাং স্মরতে ভূমে পুরুষা মুক্তকিল্বিষাঃ।
তত্র কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি শুদ্ধাঃ সংসারমোক্ষণে ॥ ৮৮ ॥
যদি কোকামুখঙ্গচ্ছেৎ কদাচিৎ কালপর্য্যয়ে।
মা ততো বিনিবর্ত্তেত যদীচ্ছেন্মম সাম্যতাম্ ॥ ৮৯ ॥
গুহ্যানাং পরমঙ্গুহ্যমেতৎ স্থানং পরং মহত্।
সিদ্ধানাম্পরমা সিদ্ধিগুর্হ্যঙ্কোকামুখম্পরম্ ॥ ৯০ ॥
ন চ সাংখ্যেন যোগেন সিদ্ধিং যান্তি মহৎ পরাম্।
যাতি কোকামুখঙ্গত্বা রহস্যঙ্কথিতং ময়া ॥ ৯১ ॥
এবং শ্রেষ্ঠং মহাভাগে যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতম্।
কথনঙ্কথিতং সর্ব্বঙ্কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৯২ ॥
স এতৎ কথিতম্ভূমে কোকামুখমনুত্তমম্।
তারিতাঃ পিতরস্তেন দশ পূর্ব্বাস্তথা পরাঃ ॥ ৯৩ ॥
মৃতো বা তত্র জায়েত শুদ্ধে ভাগবতে কুলে।
অনন্যমানসো ভূত্বা মম মার্গপ্রদর্শকঃ ॥ ৯৪ ॥
যশ্চেদং শৃণুয়ান্নিত্যঙ্কল্য উত্থায় মানবঃ।
সপ্তপঞ্চশতং জন্ম মম ভক্তশ্চ জায়তে ॥ ৯৫ ॥
য এতৎ পঠতে নিত্যঙ্কোকাখ্যানন্তথোষসি।

গচ্ছতে পরমং স্থানমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে সৌকরে কোকামুখমাহাত্ম্যবর্ণনং চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

তস্মিন্ হিমবতঃ পৃষ্ঠে পরং গুহ্যমতঃ শৃণু।
বদরীতি চ বিখ্যাতা দেবানামপি দুর্ল্লভা ॥ ১ ॥
ন তৎ প্রাপ্নোতি মনুজঃ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
প্রাপ্নুবন্তি চ ভক্তা যে বদরীং বিশ্বতারিণীম্ ॥ ২ ॥
দুর্ল্লভং তন্মম ক্ষেত্রং হিমকুটশিলাতলে।
যস্তৎ প্রাপ্নোতি হি ক্ষেত্রঙ্কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতমাস্তে তত্র শিলোচ্চয়ে।
হিমসংস্থং তথাত্মানঙ্কৃত্বা তিষ্ঠামি মাধবি ॥ ৪ ॥
স্নানঙ্করোতি যস্তত্র ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলম্প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫ ॥
মুঞ্চেৎ প্রাণাংস্তত্র যদি ব্রতনিষ্ঠোজিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্যলোকমতিক্রম্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৬ ॥
অগ্নিসত্যপদং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
শৃঙ্গত্রয়াৎ পতন্ত্যত্র ধারা মুসলসন্নিভাঃ ॥ ৭ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
সত্যবাদী ভবেদ্দক্ষো মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥

যস্তত্র মুঞ্চতে প্রাণান্যদি কৃত্বা জলাশয়ম্।
সত্যলোকমতিক্রম্য মম লোকে স মোদতে ॥ ৯ ॥
ইন্দ্রলোকমিতি খ্যাতং বদর্য্যাঞ্চ মমাশ্রমম্।
তত্রাহন্দেবি শক্রেণ নিষ্কলম্পরিতোষিতঃ ॥ ১০ ॥
তত্র চৈব তু শৃঙ্গেভ্যঃ স্থূলধারা পতেৎ পুনঃ।
স্থূলে শিলাতলে তত্র মম ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ ॥
স্নানঙ্করোতি যস্তত্র একরাত্রোষিতো নরঃ।
সত্যবাদী শুচির্ভূত্বা সত্যলোকে মহীয়তে ॥১১॥১২ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা চানাশকং ব্রতম্।
সত্যলোকমতিক্রম্য মম লোকেষু তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥
অস্তি পঞ্চশিখং নাম বদর্য্যামাশ্রমম্প্রতি।
যত্র ধারাঃ পতন্ত্যত্র পঞ্চশৃঙ্গসমাশ্রিতাঃ ॥ ১৪ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং পঞ্চস্রোতসি মানবঃ।
অশ্বমেধফলম্প্রাপ্য দৈবতৈঃ সহ মোদতে ॥ ১৫ ॥
যদ্যত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
স্বর্গলোকমতিক্রম্য মম লোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥
চতুঃস্রোতমিতি খ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরে মম।
ধারাঃ পতন্তি চত্বারি চতুরো দিশমাশ্রিতাঃ ॥ ১৭ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানমেকরাত্রোষিতো নরঃ।
মোদতে নাকপৃষ্ঠে তু মম ভক্তশ্চ জায়তে ॥ ১৮ ॥
অথ প্রাণান্ পরিত্যজ্য কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
নাকপৃষ্ঠমতিক্রম্য মম লোকং প্রপদ্যতে ॥ ১৯ ॥
বেদধারমিতি খ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরে মম।
যত্র ব্রহ্মমুখাদ্ভ্রষ্টা বেদাশ্চত্বার এব চ ॥ ২০ ॥

তত্রৈব হিমবৎপৃষ্ঠে চতুঃশৃঙ্গাদ্‌ বৃহত্তরাঃ।
ধারাঃ পতন্তি চত্বারি বিষমাশ্চ শিলোচ্চয়ে ॥ ২১ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং চতুরাত্রোষিতো নরঃ।
চতুর্ণামপি দেবানাঙ্গ্রহণে কারণম্ভবেত্‌ ॥ ২২ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মপথে স্থিতঃ।
দেবলোকমতিক্রম্য মম লোকে প্রতিষ্ঠতে ॥ ২৩ ॥
দ্বাদশাদিত্যকুণ্ডেতি তস্মিন্‌ ক্ষেত্রে পরে মম।
যত্র তে দ্বাদশাদিত্যা দেবি সংস্থাপিতা ময়া ॥ ২৪ ॥
তত্র পর্ব্বতশৃঙ্গে তু স্থূলমূলে শিলাতলে।
দ্বাদশাঃ পততে ধারা মম কর্ম্ম সুখাবহাঃ ॥ ২৫ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং যাং কাঞ্চিদ্দ্বাদশীং প্রতি।
যত্র তে দ্বাদশাদিত্যাস্তত্র গচ্ছেন্ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মণি সংস্থিতঃ।
সমতিক্রম্য চাদিত্যান্মম লোকে মহীয়তে ॥ ২৭ ॥
লোকপালমিতি খ্যাতং তস্মিন্‌ ক্রেত্রে পরে মম।
তত্র তে লোকপালাস্তু ময়া সংস্থাপিতাঃ পুরা ॥ ২৮ ॥
তত্র পর্ব্বতমধ্যে তু স্থলকুণ্ডং বৃহন্মম।
ভিত্ত্বা পর্ব্বতমুদ্দীর্ণং যত্র সোমসমুদ্ভবঃ ॥ ২৯ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত জ্যৈষ্ঠমাসস্য দ্বাদশীম্‌।
মোদতে লোকপালেষু মম ভক্তশ্চ জায়তে ॥ ৩০ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মসু তৎপরঃ।
লোকপালানতিক্রম্য মম লোকম্প্রপদ্যতে ॥ ৩১ ॥
অস্তি মেরোর্বরং নাম তস্মিন্‌ গুহ্যম্পরং মম।
তত্র স্থিতেন ভূমে তু মেরুঃ সংস্থাপিতঃ স্বয়ম্‌ ॥ ৩২ ॥

যস্তত্র মুঞ্চতে প্রাণান্যদি কৃত্বা জলাশয়ম্।
সত্যলোকমতিক্রম্য মম লোকে স মোদতে॥ ৯॥
ইন্দ্রলোকমিতি খ্যাতং বদর্য্যাঞ্চ মমাশ্রমম্।
তত্রাহন্দেবি শক্রেণ নিষ্কলম্পরিতোষিতঃ॥ ১০॥
তত্র চৈব তু শৃঙ্গেভ্যঃ স্থূলধারা পতেৎ পুনঃ।
স্থূলে শিলাতলে তত্র মম ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ॥
স্নানঙ্করোতি যস্তত্র একরাত্রোষিতো নরঃ।
সত্যবাদী শুচির্ভূত্বা সত্যলোকে মহীয়তে॥১১॥১২॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা চানাশকং ব্রতম্।
সত্যলোকমতিক্রম্য মম লোকেষু তিষ্ঠতি॥ ১৩॥
অস্তি পঞ্চশিখং নাম বদর্য্যামাশ্রমম্প্রতি।
যত্র ধারাঃ পতন্ত্যত্র পঞ্চশৃঙ্গসমাশ্রিতাঃ॥ ১৪॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং পঞ্চস্রোতসি মানবঃ।
অশ্বমেধফলম্প্রাপ্য দৈবতৈঃ সহ মোদতে॥ ১৫॥
যদ্যত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
স্বর্গলোকমতিক্রম্য মম লোকে মহীয়তে॥ ১৬॥
চতুঃস্রোতমিতি খ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরে মম।
ধারাঃ পতন্তি চত্বারি চতুরো দিশমাশ্রিতাঃ॥ ১৭॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানমেকরাত্রোষিতো নরঃ।
মোদতে নাকপৃষ্ঠে তু মম ভক্তশ্চ জায়তে॥ ১৮॥
অথ প্রাণান্ পরিত্যজ্য কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
নাকপৃষ্ঠমতিক্রম্য মম লোকং প্রপদ্যতে॥ ১৯॥
বেদধারমিতি খ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরে মম।
যত্র ব্রহ্মমুখাদ্ভ্রষ্টা বেদাশ্চত্বার এব চ॥ ২০॥

তত্রৈব হিমবৎপৃষ্ঠে চতুঃশৃঙ্গাদ্‌ হস্তরাঃ।
ধারাঃ পতন্তি চত্বারি বিষমাশ্চ শিলোচ্চয়ে॥ ২১॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং চতুরাত্রোষিতো নরঃ।
চতুর্ণামপি দেবানাঙ্গ্রহণে কারণম্ভবেত্‌॥ ২২॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মপথে স্থিতঃ।
দেবলোকমতিক্রম্য মম লোকে প্রতিষ্ঠতে॥ ২৩॥
দ্বাদশাদিত্যকুণ্ডেতি তস্মিন্‌ ক্ষেত্রে পরে মম।
যত্র তে দ্বাদশাদিত্যা দেবি সংস্থাপিতা ময়া॥ ২৪॥
তত্র পর্ব্বতশৃঙ্গে তু স্থূলমূলে শিলাতলে।
দ্বাদশাঃ পততে ধারা মম কর্ম্ম সুখাবহাঃ॥ ২৫॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং যাং কাঞ্চিদ্দ্বাদশীং প্রতি।
যত্র তে দ্বাদশাদিত্যাস্তত্র গচ্ছেন্ন সংশয়ঃ॥ ২৬॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মণি সংস্থিতঃ।
সমতিক্রম্য চাদিত্যান্মম লোকে মহীয়তে॥ ২৭॥
লোকপালমিতি খ্যাতং তস্মিন্‌ ক্ষেত্রে পরে মম।
তত্র তে লোকপালাস্তু ময়া সংস্থাপিতাঃ পুরা॥ ২৮॥
তত্র পর্ব্বতমধ্যে তু স্থলকুণ্ডং বৃহন্মম।
ভিত্ত্বা পর্ব্বতমুদ্গীর্ণং যত্র সোমসমুদ্ভবঃ॥ ২৯॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত জৈ্যষ্ঠমাসস্য দ্বাদশীম্‌।
মোদতে লোকপালেষু মম ভক্তশ্চ জায়তে॥ ৩০॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মসু তৎপরঃ।
লোকপালানতিক্রম্য মম লোকম্প্রপদ্যতে॥ ৩১॥
অস্তি মেরোর্বরং নাম তস্মিন্‌ গুহ্যম্পরং মম।
তত্র স্থিতেন ভূমে তু মেরুঃ সংস্থাপিতঃ স্বয়ম্‌॥ ৩২॥

ধারাস্তিস্রঃ পতন্ত্যত্র স্বুবর্ণসদৃশপ্রভাঃ।
পতেত্তু তজ্জলম্ভূমৌ ব্যক্তিং নৈবোপলভ্যতে ॥ ৩৩
যস্তত্র কুরুতে স্নানন্ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
মোদতে মেরুশৃঙ্গেষু মম ভক্তশ্চ জায়তে ॥ ৩৪ ॥
অথ তত্র মৃতোদেবি তস্মিন্ গুহ্যে পরে মম।
মেরুপৃষ্ঠমতিক্রম্য মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৩৫ ॥
মানসোদ্ভেদমিতি চ তত্রান্যত্তীর্থমুত্তমম্।
পৃথ্বীমুদ্ভিদ্য মধ্যে তু জলঙ্গচ্ছতি সত্বরম্ ॥ ৩৬ ॥
দেবাপ্যেবং ন জানন্তি তং দেশং তত্র সংস্থিতম্।
মানুষা হি বিজানন্তি ভূম্যাং পততি তজ্জলম্ ॥ ৩৭ ।
যস্তত্র কুরুতে স্নানমহোরাত্রোষিতো নরঃ।
মোদতে মানসে দিব্যে মম ভক্তশ্চ জায়তে ॥ ৩৮ ॥
অস্তি পঞ্চশিরো নাম তস্মিন্ গুহ্যং পরং মম।
ব্রহ্মণা ছিদ্যতে যত্র শিরশ্চৈব মহাদ্যুতি ॥ ৩৯ ॥
তত্র বৈ পঞ্চ কুণ্ডানি স্থূলশীর্যশিলোচ্চয়ে।
পঞ্চাত্র শিরসঃ স্থানে বহুধারাসমন্বিতাঃ ॥ ৪০ ॥
যত্র তন্মধ্যমং কুণ্ডং ছিন্নমেব স্বয়ম্ভুবা।
তত্র রক্তজলা ভূমির্দ্দৃশ্যতে ধারসঙ্কুলা ॥ ৪১ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং পঞ্চরাত্রোষিতো নরঃ।
মোদতে ব্রহ্মলোকস্থো মম ভক্তশ্চ জায়তে ॥ ৪২ ॥
তথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ গুহ্যে পঞ্চশিরে মম।
জলচান্দ্রায়ণঙ্কৃত্বা মম কর্ম্মসু নিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৩ ॥
বুদ্ধিমান্মতিমাংশ্চৈব রাগমোহবিবর্জ্জিতঃ।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৪৪ ॥

অস্তি সোমাভিষেকেতি তীর্থমন্যৎপরং মম।
রাজত্বে ব্রাহ্মণানাস্তু ময়া সোমোঽভিষেচিতঃ॥ ৪৫ ॥
তত্রাহং তোষিতস্তেন অত্রিপুত্রেণ মাধবি।
নবপঞ্চককোটিতু কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
প্রাপ্তশ্চ পরমাং সিদ্ধিং মৎপ্রাসাদাদ্বসুন্ধরে॥ ৪৬ ॥
তদায়ত্তং জগৎ সর্ব্বং ব্রীহয়ঃ পরমৌষধীঃ॥
জায়ন্তেঽস্মিন্ প্রলীয়ন্তে স্কন্দেন্দ্রাঃ সমরুদ্গণাঃ।
ভূমে সোমময়ং সর্ব্বং মম সংস্থন্তবিষ্যতি॥ ৪৭ ॥
তত্র সোমগিরির্নাম যত্র ধারা পতেদ্ভুবি।
কুণ্ডেঽরণ্যে বিশালে তু এতত্তে কথিতং ময়া॥ ৪৮ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
মোদতে সোমলোকেষু এবমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৪৯ ॥
অথাত্র ম্রিয়তে দেবি কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
সোমলোকমতিক্রম্য মম লোকম্প্রপদ্যতে॥ ৫০ ॥
অস্তি চোর্বশীকুণ্ডেতি গুহ্যঙ্ক্ষেত্রে পরং মম।
যত্র চৈবোর্বশী ভিত্ত্বা দক্ষিণোরুমজায়ত॥ ৫১ ॥
তত্র তপ্যাম্যহন্দেবি দেবানামপি কারণাৎ॥ ৫২ ॥
ন মাং কশ্চিদ্বিজানাতি স্বাত্মানো হি বিজানতে।
ততোমে তপ্যমানস্য বহুবর্ষব্যতিক্রমাৎ।
দেবা অপি ন জানন্তি বহ্নিব্রহ্মমহেশ্বরাঃ॥ ৫৩ ॥
একৈকেন ফলেনাঽত্র বদর্য্যাস্তু সুনিশ্চিতম্।
বহুবর্ষসহস্রস্তু তপশ্চীর্ণং ময়া ভুবি॥ ৫৪ ॥
তত্রাহং দশকোট্যস্তু দশবর্ষং দশার্বুদম্।
দশ ভূমে তথান্যানি পদ্মানি তপসি স্থিতঃ॥ ৫৫ ॥

ততস্তে মাং ন পশ্যন্তি দেবা গুহ্যপথে স্থিতম্।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেবা দুঃখপরায়ণাঃ॥ ৫৬ ॥
অহম্পশ্যামি সর্ব্বং বৈ তপঃসংস্থো বসুন্ধরে।
ন মাং সর্ব্বে প্রপশ্যন্তি যোগমায়াসমাবৃতাঃ॥ ৫৭ ॥
ততস্তা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ প্রত্যূচুশ্চ পিতামহম্।
বিষ্ণুনা চ বিনা লোকে শান্তিনৈব লভামহে॥ ৫৮ ॥
দেবানান্তু বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যোগমায়াপটচ্ছন্নঙ্কথয়ামাস মাং তদা॥ ৫৯ ॥
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
তত্র জগ্মুর্মহাভাগে তুষ্যন্তঃ পরমং মুদা।
বিভাবয়ন্তি মাং তত্র দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ৬০ ॥
ত্বয়া নাথ পরিত্যক্তা দুঃখিতাঃ শর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
ত্রায়স্ব নো হৃষীকেশ পরমানুগ্রহেণ বৈ॥ ৬১ ॥
এতৎ কৃত্বা বিশালাক্ষি দেবান্ প্রণতিপূর্ব্বকম্।
ময়া বিলোকিতাঃ সর্ব্বে পরাং নির্বৃতিমাগতাঃ॥ ৬২ ॥
এতস্মিন্নূর্ব্বশীকুণ্ডে একরাত্রোষিতো নরঃ।
যঃ স্নাতি সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
উর্ব্বশীলোকমাসাদ্য ক্রীড়তে কালমক্ষয়ম্॥ ৬৩ ॥
যস্তত্রোৎসৃজতে প্রাণান্মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
পুণ্যপাপবিনির্মুক্তো যাতি মল্লয়তাম্প্রিয়ে॥ ৬৪ ॥
বদরীমাশ্রমং পুণ্যং যত্র যত্র স্থিতঃ স্মরেৎ।
স যাতি বৈষ্ণবং স্থানং পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ॥ ৬৫ ॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং মদ্ভক্তঃ সততম্পঠেৎ।
ব্রহ্মচারী জিতক্রোধঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

ধ্যানযোগরতো নিত্যং স মুক্তিফলভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৬৬ ॥
যস্যৈতদ্বিদিতং সর্ব্বং ধ্যানযোগং বসুন্ধরে।
যোঽবগচ্ছতি চাত্মানং স গচ্ছেৎ পরমাঙ্গতিম্ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততো দেববচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা।
কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা প্রসাদয়তি মাধবম্ ॥ ১ ॥

ধরণ্যুবাচ।

দাস্যাং মে প্রণয়ঙ্কৃত্বা বিজ্ঞাপ্যং শৃণু মাধব।
মৃদুনা চ স্বভাবেন বক্ষ্যামি ত্বাং জনার্দ্দন ॥ ২ ॥
অল্পপ্রাণবলা নার্য্যো যত্ত্বয়া পরিভাষিতম্।
অশক্তাঃ সহিতুং হ্যেতাঃ ক্ষুধামনশনেঽবলাঃ ॥ ৩
ভুঞ্জমানা নরা হ্যত্র রজসা যান্তি শং পরম্।
অন্নং হ্যনুগ্রহন্দেব যেন তে কর্ম্মসংশ্রিতাঃ ॥ ৪ ॥
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মাধব্যাঃ স তু মাধবঃ।
প্রহস্য ভাবশুদ্ধাত্মা তত এবম্প্রভাষত ॥ ৫ ॥

বরাহ উবাচ।

সাধু দেবি বরারোহে মম কর্ম্মব্যবস্থিতে।
পৃষ্টোহহং পরমঙ্গুহ্যং মম ভক্তসুখাবহম্॥ ৬ ॥
স্পৃষ্টা যা রজসা দেবি মম কর্ম্মপরায়ণা।
মাং সংস্পৃশন্তু তত্রস্থং যত্র তিষ্ঠামি সুন্দরি॥ ৭ ॥
যদি ভাবস্তদা কশ্চিদ্ভোজনে কায়সাধনে।
চিত্তন্ন্যস্য ময়ি ক্ষৌণি ভোক্তব্যঞ্চ ন সংশয়ঃ॥ ৮ ॥
ন সা লিপ্যতি দোষেণ ভুঞ্জমানা রজস্বলা।
অঞ্জলিং শিরসা কৃত্বা ময়োক্তং মন্ত্রমুত্তমম্॥ ৯ ॥
অনাদিমধ্যান্তমজং পুরাণং
রজস্বলা দেববরং নমামি।
তত এতেন মন্ত্রেণ ভুক্ত্বা দেবি রজস্বলা।
করোতি যানি কর্ম্মাণি ন সা দুষ্যেত কর্হিচিৎ॥ ১০ ॥
স্নাত্বা সা তু মহাভাগে পঞ্চমাত্তু দিনাৎ পুনঃ।
যথাহঙ্কুরুতে কর্ম্ম মচ্চিত্তা মৎপরায়ণাঃ।
প্রাপ্নুয়াৎ পুরুষত্বঞ্চ ন্যস্তসংসারচিন্তনাৎ॥ ১১ ॥

ধরণ্যুবাচ।

পুরুষা বা স্ত্রিয়ো বাপি ন পুমাংসো ন বা স্ত্রিয়ঃ।
কথন্দোষেণ মুচ্যন্তে জন্মসংসারবন্ধনাৎ॥ ১২ ॥

বরাহ উবাচ।

ইন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্যাথ চিত্তমপ্যনুবেশ্য চ।
ময়ি সন্ন্যাসযোগেন মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
মম যোগেষু সন্ন্যাসমেকচিত্তো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ১৩ ॥

এবং কুর্ব্বন্মহাভাগে স্ত্রিয়োবা পুন্নপুংসকম্।
জ্ঞানসন্ন্যাসযোগং বা যদীচ্ছেৎ পরমাঙ্গতিম্॥ ১৪ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
মনো বুদ্ধিশ্চ চিত্তঞ্চ তে হ্যনীশাঃ শরীরিণাম্।
একচিত্তং মনঃ কৃত্বা জ্ঞানেন পৃথুলোচনে।
সমচিত্তং প্রপদ্যন্তে ন তে লিপ্যন্তি মানবাঃ॥ ১৫। ১৬॥
সর্ব্বভক্ষ্যাণি ভক্ষন্তঃ পেয়াপেয়াংস্তথৈব চ।
সমং চিত্তং ময়ি যদি তদা তস্য ন চ ক্রিয়া॥ ১৭ ॥
চিত্তং মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ মৎসংস্থঞ্চ সমং যদি।
যৎ কিঞ্চিৎ কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম পদ্মপত্রমিবাম্ভসি।
সংযোগান্ন চ লিপ্যেত সমত্বাদেব নান্যথা॥ ১৮ ॥
রাত্রিন্দিবং মুহূর্ত্তং বা ক্ষণং বা যদি বা কলা।
নিমেষং বা ত্রুটিং বাথ দেবি চিত্তং সমঙ্কুরু॥ ১৯ ॥
সদা দিবানিশোশ্চৈব কুর্ব্বন্তঃ কর্ম্মসঙ্করম্।
তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং যদি চিত্তং ব্যবস্থিতম্॥ ২০॥
জাগ্রতঃ স্বপতো বাপি শৃণ্বতঃ পশ্যতোঽপি বা।
যোমাং চিত্তে চিন্তয়তি মচ্চিন্তস্য চ কিম্ভয়ম্॥ ২১ ॥
দুর্ব্বৃত্তমপি চাণ্ডালং ব্রাহ্মণং চাঽপথি স্থিতম্।
তন্তু দেবি প্রশংসামি নান্যচিত্তং কদাচন॥ ২২ ॥
যজন্তঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা জ্ঞানসংস্কারসংস্কৃতাঃ।
ময়ি চিত্তং সমাধায় মম কর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ২৩ ॥
যে মৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ময়া হৃদি সমাশ্রিতাঃ।
সুখন্নিদ্রাং সমাদায় স্বপন্তঃ কর্ম্মসংস্থিতাঃ॥ ২৪ ॥
যেষাং প্রসঙ্গতশ্চিত্তং তেঽপি দেবি মম প্রিয়াঃ।

সর্ব্বমাত্মনি কর্ম্ম স্বং শুভং বা যদি বাহশুভম্ ॥ ২৫ ॥
প্রাপ্নুবন্তি চ দুঃখানি ভ্রমচ্চিত্তা নরাধমাঃ।
চিত্তং নাশোহি লোকস্য চিত্তং মোক্ষস্য কারণম্ ॥ ২৬ ॥
তস্মাচ্চিত্তং সমাদায় মাম্প্রপদ্যস্ব মেদিনি।
ন্যস্য জ্ঞানঞ্চ যোগঞ্চ একচিত্তা ভজস্ব মাম্ ॥ ২৭ ॥
মচ্চিত্তঃ সততং যো মাং ভজেত নিয়তব্রতঃ।
মৎপার্শ্বং প্রাপ্য পরমং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ২৮ ॥
ময়া চৈব পুরা সৃষ্টং প্রজার্থেন বসুন্ধরে।
মাসে মাসে তু গন্তব্যমৃতুকালে ব্যবস্থিতম্।
একচিত্তং সমাদায় যদীচ্ছেত মম প্রিয়ম্ ॥ ২৯ ॥
ন গচ্ছেদ্যদি মাসে তু ঋতুকালব্যবস্থিতম্।
পিতরস্তস্য হন্যন্তে দশ পূর্ব্বা দশাপরাঃ ॥ ৩০ ॥
ন তত্র কামলোভেন মোহেন চ বসুন্ধরে।
ত্যক্ত্বানঙ্গঞ্চ মোহঞ্চ পিত্রর্থায় স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ ॥ ৩১ ॥
দ্বিতীয়াম্ন স্পৃশেন্নারীং লোভমোহাৎ কথঞ্চন।
ন সংস্পৃশেত্তৃতীয়াস্তু চতুর্থীং ন কদাচন ॥ ৩২ ॥
কৃতে সম্ভোগধর্ম্মে তু কৃতকৌতুকসংস্থিতঃ।
শয়নে স্ত্রিয়ং পশ্যেদ্যদীচ্ছেচ্ছুদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৩৩ ॥
কৌতুকে কৃতকৃত্যে তু মম কর্ম্মপরায়ণাঃ।
জলস্নানং ততঃ কুর্য্যাদন্যবস্ত্রপরিগ্রহম্ ॥ ৩৪ ॥
অপূর্ণে ঋতুকালে তু যোহভিগচ্ছেদ্রজস্বলাম্।
রেতঃপাঃ পিতরস্তস্য এবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
একান্তু পুরুষো যাতি দ্বিতীয়াঙ্কামমোহিতঃ।
তৃতীয়াং বা চতুর্থীং বা তদা স পুরুষাধমঃ ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বস্যৈব তু লোকস্য সময়োঽয়ং হি মৎকৃতঃ।
ঋতুকালে তু সর্ব্বাসাং পিত্রর্থম্ভোগ ইষ্যতে।
ঋতুকালাভিগামী যো ব্রহ্মচার্য্যেব সম্মতঃ॥ ৩৭ ॥
ন গচ্ছতি চ যঃ ক্রোধাম্মোহাদ্বা পুরুষাধমঃ।
ঋতৌ ঋতৌ ভ্রূণহত্যাং প্রাপ্নোতি পুরুষশ্চরন্॥ ৩৮ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ বসুন্ধরে।
জ্ঞানন্তু চিত্তযোগস্য কর্ম্মযোগস্য যৎক্রিয়া॥ ৩৯ ॥
কর্ম্মণা যান্তি মৎস্থানং যান্তি মদ্ধ্যাননিষ্ঠিতাঃ।
যান্তি যোগবিদঃ স্থানং নাস্তি চান্যা পরা গতিঃ॥ ৪০ ॥
জ্ঞানং যোগঞ্চ সাঙ্খ্যঞ্চ নাস্তি চিত্তব্যপাশ্রিতম্।
লভন্তে পুষ্কলাং সিদ্ধিং মম মার্গানুসারিণঃ॥ ৪১ ॥
যস্তু ভাগবতো ভূত্বা ঋতুকালে ব্যবস্থিতঃ।
বায়ুভক্ষস্ততস্তিষ্ঠেদ্ভূমে ত্রীণি দিনানি চ॥ ৪২ ॥
অথ তত্র চতুর্থে তু দিনে প্রাপ্তে বসুন্ধরে।
কৃত্বা বৈ সিদ্ধিকর্ম্মাণি ন গচ্ছত্যপরাণি চ॥ ৪৩ ॥
ততঃ স্নানেন কুর্ব্বীত শিরসোমলশোধনম্।
শুক্লাম্বরধরোভূত্বা চিত্তঙ্কৃত্বা সমাহিতম্॥ ৪৪ ॥
ততোবুদ্ধিং মনশ্চৈব সমঙ্কৃত্বা বসুন্ধরে।
পশ্চাৎ কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি সদা তে মে হৃদি স্থিতাঃ॥ ৪৫ ॥
মম প্রাপণঁকঙ্কৃত্বা ততঃ কুর্ব্বন্তি ভোজনম্।
অঞ্জলিং শিরসা কৃত্বা ময়োক্তং কর্ম্ম সম্মিতম্॥ ৪৬ ॥
তত্র মন্ত্রঃ—আদির্ভবান্ গুপ্তমনন্তমধ্যো
রজস্বলা দেব বয়ং নমামঃ।
উপোষিতাস্ত্রীণি দিনানি চৈবং

মুক্তৌ রতং বাসুদেবং নমামঃ ॥ ৪৭ ॥
তত এতেন মন্ত্রেণ শুদ্ধা ভূমে রজস্বলাঃ।
যে তু কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি স্নাতাস্নাতানি ভাগশঃ ॥ ৪৮ ॥
এবং ন দুষ্যতে দেবি নারী বা পুরুষোঽপি বা।
কুর্ব্বন্তি মম কর্ম্মাণি তে যথাবন্মম প্রিয়াঃ ॥ ৪৯ ॥
সর্ব্বাণ্যনুদিনম্ভদ্রে মম চিত্তানুসারিণঃ।
প্রাপ্নুয়াৎ পুরুষঃ স্ত্রী বা রজসা দূষিতা অপি ॥ ৫০ ॥
একচিত্তস্ততো ভূত্বা ভূমে চেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ।
মম যোগেষ্টসন্ন্যাসং যদীচ্ছেৎ পরমাঙ্গতিম্ ॥ ৫১ ॥
এবঙ্কুর্ব্বন্তি যে নিত্যং স্ত্রিয়ঃ পুংসোনপুংসকাঃ।
জ্ঞানে সত্যপ্যযোগানাং মম কর্ম্মসু কর্ম্মিণাম্ ॥ ৫২ ॥
অদ্যাপি মাং ন জানন্তি নরাঃ সংসারসংশ্রিতাঃ।
তে বৈ ভূমে বিজানন্তি যে মদ্ভক্ত্যা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫৩ ॥
মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে যন্মোহান্মাং ন জানতে ॥ ৫৪ ॥
অজ্ঞানেনাবৃতো লোকো মোহেন চ বশীকৃতঃ।
সঙ্গৈশ্চ বহুভির্বদ্ধস্তেন চিত্তং ন সন্ন্যসেৎ ॥ ৫৫ ॥
অন্যত্র গচ্ছতে মাতা পিতা চান্যত্র গচ্ছতি।
পুত্রাশ্চান্যত্র গচ্ছন্তি দাসশ্চান্যত্র গচ্ছতি ॥ ৫৬ ॥
জায়ন্তে চাত্মনঃ স্থানে স্বস্বকর্ম্মসমুদ্ভবে।
জ্ঞানমূঢ়া বরারোহে নরাঃ সংসারমোহিতাঃ ॥ ৫৭ ॥
অল্পকালং পরৈশ্চৈব মাসসংবৎসরেতি চ।
ভবিষ্যন্তি পুনঃ কৃত্বা ন মে মূর্ত্ত্যা সহাসতে ॥ ৫৮ ॥
যস্যৈতদ্বিদিতং সর্ব্বং ন্যাসযোগং বসুন্ধরে।

যোগে ন্যস্য সদাত্মানং মুচ্যতে ন চ সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
য এতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং কল্যমুত্থায় মানবঃ।
পুষ্কলাং লভতে সিদ্ধিং মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৬০ ॥
এতত্তে কথিতম্ভদ্রে রহস্যম্পরমং মহৎ।
ত্বয়া পৃষ্টঞ্চ যদ্দেবি মম ভক্তসুখাবহম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে গুহ্যকর্ম্মমাহাত্ম্যবর্ণং নাম
দ্বাচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়শ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি একান্তং শৃণু সুন্দরি।
স্থানং মে পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তানাং সুখাবহম্ ॥ ১ ॥
জাহ্নব্যা দক্ষিণে কূলে বিন্ধ্যপৃষ্ঠসমাশ্রিতম্।
মন্দারেতি চ বিখ্যাতং সর্ব্বভাগবতপ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥
তত্র ত্রেতাযুগে ভূমে রামো নাম মহাদ্যুতিঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ স চ মাং স্থাপয়িষ্যতি ॥ ৩ ॥
নারায়ণমুখাচ্ছ্রুত্বা ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা।
উবাচ মধুরং বাক্যং লোকনাথং জনার্দ্দনম্ ॥ ৪ ॥

ধরণ্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব হরে নারায়ণ প্রভো।
মন্দারেতি ত্বয়া প্রোক্তং দেব ধর্ম্মার্থসংযুতম্ ॥ ৫ ॥
মন্দারে কানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি চ ততো নরাঃ।
কাংশ্চ লোকান্ প্রপদ্যন্তে তত্র কর্ম্মকৃতো নরাঃ ॥ ৬

মন্দারে কানি গুহ্যানি রহস্যং কিঞ্চ তত্র বৈ।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ পরঙ্কৌতূহলং মম॥ ৭॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু সুন্দরি যত্নেন যন্মাত্বম্পরিপৃচ্ছসি।
কথয়িষ্যামি তে গুহ্যং মন্দারস্য মহাক্রিয়াম্ ৮॥
ক্রীড়মানোঽস্ম্যহং তত্র মন্দারে পুষ্পিতে তদা।
মন্দারপুষ্পমাদায় মনোজ্ঞং ন্যস্য বৈ হৃদি। ৯
ততো মমাভবচ্চিন্তা মন্দারে পর্ব্বতস্থিতে।
তত্রৈকাদশকুণ্ডানি নিঃসৃতানি গিরৌ ধরে। ১০
বিন্ধ্যে চ মৎপ্রভাবেণ মন্দারশ্চ মহাদ্রুমঃ।
স্থিতোঽহং তত্র সুভগে ভক্ত্যানুগ্রহকাময়া ১১
দর্শনীয়তমং স্থানং মনোজ্ঞঞ্চ শিলাতলম্।
যত্র তিষ্ঠাম্যহং দেবি মন্দারদ্রুমমাশ্রিতঃ॥ ১২॥
বিস্ময়ং শৃণু সুশ্রোণি মন্দারেঽস্মিন্মহাদ্রুমে।
দ্বাদশ্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং স পুষ্পতি মহাদ্রুমঃ॥ ১৩॥
তত্র মধ্যাহ্নবেলায়াং বীক্ষ্যমাণোজনৈস্ততঃ।
ততোঽন্যদিনমাসাদ্য দৃশ্যতে ন কদাচন॥ ১৪॥
তস্মিন্মন্দারকুণ্ডে তু একভক্তোষিতো নরঃ।
স্নানঙ্করোতি শুদ্ধাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাঙ্গতিম্॥ ১৫॥
অথ প্রাণান্ প্রমুচ্যেত কুণ্ডে মন্দারসংস্থিতে।
তপঃ কৃত্বা বরারোহে মম লোকায় গচ্ছতি॥ ১৬॥
তস্য চোত্তরপার্শ্বে চ প্রাপণং নাম তদ্গিরিম্।
তিস্রো ধারাঃ পতন্ত্যত্র দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাঃ॥ ১৭॥
স্নানকুণ্ডমিতি খ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।

দক্ষিণে পততে ধারা স্রবতে চোত্তরামুখম্ ॥ ১৮ ॥
তত্র স্নাতো বরারোহে একরাত্রোষিতো নরঃ।
মোদনং দক্ষিণে শৃঙ্গে তস্মিন্মেরৌ শিলোচ্চয়ে ॥ ১৯ ॥
তত্রাথ মুঞ্চেদ্যো প্রাণান্মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
সর্ব্বসঙ্গম্পরিত্যজ্য মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ২০ ॥
তস্য পূর্ব্বোত্তরে পার্শ্বে গুহ্যং বৈকুণ্ঠকারণম্।
যত্র ধারা পতত্যেকা হরিদ্রাবর্ণসন্নিভা ॥ ২১ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানমেকরাত্রোষিতো নরঃ।
নাকপৃষ্ঠং সমাসাদ্য মোদতে সহ দৈবতৈঃ ॥ ২২ ॥
তথাঽত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃতকৃত্যঃ সুনিশ্চিতঃ।
তারয়িত্বা কুলং সর্ব্বং মম লোকম্প্রপদ্যতে ॥ ২৩ ॥
তস্য দক্ষিণপূর্ব্বেণ সমস্রোতো বরাঙ্গনে।
পততে বিন্ধ্যশৃঙ্গেষু অগাধশ্চ মহাহ্রদঃ ॥ ২৪ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত একভক্তোষিতো নরঃ।
মোদতে পূর্ব্বপার্শ্বে তু তস্মিন্মেরৌ শিলোচ্চয়ে ॥ ২৫ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম চিত্তব্যবস্থিতঃ।
ছিত্ত্বা বৈ সর্ব্বসংসারং মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ২৬ ॥
মন্দারস্য তু পূর্ব্বেণ গুহ্যঙ্কোটরসংস্থিতম্।
যত্র ধারা পতত্যেকা মুসলেন সমন্বিতা ॥ ২৭ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত পঞ্চভক্তোষিতো নরঃ।
মোদতে পূর্ব্বপার্শ্বে চ মেরৌ তস্মিঞ্ছিলোচ্চয়ে ॥ ২৮ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
মেরুশৃঙ্গং সমুৎসৃজ্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২৯ ॥
তস্য দক্ষিণপার্শ্বে তু গুহ্যং বিন্ধ্যবিনিঃসৃতম্।

পঞ্চ ধারাঃ পতন্ত্যত্র মুসলেন সমন্বিতাঃ ॥ ৩০ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত অহোরাত্রোষিতো নরঃ।
মোদতে দক্ষিণে শৃঙ্গে মহামেরৌ শিলোচ্চয়ে ॥ ৩১ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
মেরুশৃঙ্গং পরিত্যজ্য মম লোকম্প্রপদ্যতে ॥ ৩২ ॥
দক্ষিণে পশ্চিমে ভাগে মন্দারস্য যশস্বিনি।
অত্র ধারা পতত্যেকা আদিত্যসমতেজসা ॥ ৩৩ ॥
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত অহোরাত্রোষিতো নরঃ।
মোদতে পশ্চিমে ভাগে ধ্রুবো যত্র প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৪ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মব্যবস্থিতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মম লোকে চ মোদতে ॥ ৩৫ ॥
তস্য পশ্চিমপার্শ্বে তু গুহ্যং দেবসমন্বিতম্।
চক্রাবর্ত্তমিতি খ্যাতমগাধশ্চ মহাহ্রদঃ ॥ ৩৬ ॥
স্নানঙ্করোতি যস্তত্র পঞ্চভক্তোষিতো নরঃ।
মোদতে মেরুশৃঙ্গেষু স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
অথ বৈ মুঞ্চতে প্রাণাংশ্চক্রবর্ত্তী মহাযশাঃ।
শৃঙ্গান্সর্ব্বান্ পরিত্যজ্য মোদতে মম সন্নিধৌ ॥ ৩৮ ॥
দিশং বায়ব্যমাশ্রিত্য তস্মিন্বিন্ধ্যশিলোচ্চয়ে।
তিস্রো ধারাঃ পতন্ত্যত্র মুসলাকৃতয়ঃ শুভাঃ ॥ ৩৯ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত মম চিত্তব্যবস্থিতঃ।
মোদতে সর্ব্বশৃঙ্গেষু একচিত্তং সমাশ্রিতঃ ॥ ৪০ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণাস্তস্মিন্ গুহ্যে যশস্বিনি।
সর্ব্বসঙ্গম্পরিত্যজ্য মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৪১ ॥
তস্য বিক্রোশমাত্রেণ দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতঃ।

গুহ্যো গভীরকো নাম অগাধশ্চ মহাহ্রদঃ॥ ৪২ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত অষ্টভক্তোষিতো নরঃ।
মোদতে সর্ব্বদ্বীপেষু স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ॥ ৪৩ ॥
অথ বৈ মুচ্যতে প্রাণান্মম কর্ম্মব্যবস্থিতঃ।
সর্ব্বদ্বীপান্ পরিত্যজ্য মম লোকম্প্রপদ্যতে॥ ৪৪ ॥
তস্য পশ্চিমপার্শ্বে তু গুহ্যং বৈ পরমং মহৎ।
সপ্ত ধারাঃ পতন্ত্যত্র অগাধশ্চ মহাহ্রদঃ॥ ৪৫ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত অহোরাত্রোষিতো নরঃ।
মোদতে শক্রলোকে তু স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ॥ ৪৬ ॥
অথ বৈ মুঞ্চতে প্রাণান্ স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতঃ।
সর্ব্বসঙ্গম্পরিত্যজ্য মম লোকম্প্রপদ্যতে॥ ৪৭ ॥
মণ্ডলং তস্য ক্ষেত্রস্য কথ্যমানং ময়া শৃণু।
স্যমন্তপঞ্চকঞ্চৈব মন্দারস্য গিরৌ মম।
তত্র তিষ্ঠামি সুশ্রোণি বিন্ধ্যস্য গিরিমূর্দ্ধনি॥ ৪৮ ॥
মন্দারে পরমং গুহ্যং তস্মিন্ গুহ্যশিলোচ্চয়ে।
দক্ষিণে সংস্থিতঞ্চক্রং বামে স্থানে চ বৈ গদা॥ ৪৯ ॥
য এতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং গুহ্যং মন্দারসংস্থিতম্।
লাঙ্গলে মুসলঞ্চৈব শঙ্খস্তিষ্ঠতি চাগ্রতঃ।
তব চৈব প্রিয়ার্থায় মম ভক্তসুখাবহম্॥ ৫০ ॥
এতন্ন জানতে কেচিন্মম মায়াবিমোহিতাঃ।
মুচ্য ভাগবতাঞ্চুদ্ধান্যো চ বারাহসংশ্রিতাঃ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে মন্দারমহিমবর্ণনং নাম
ত্রয়শ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা মন্দারমাহাত্ম্যং ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা।
বিস্ময়ম্পরমঙ্গত্বা পুনঃ পপ্রচ্ছ মাধবম্॥ ১॥

ধরণ্যুবাচ।

ময়া দেবপ্রসাদেন শ্রুতং মন্দারবর্ণনম্।
মন্দারাৎ পরমং স্থানং বিষ্ণো তদ্বক্তুমর্হসি॥ ২॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি যন্মাত্ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
কথয়িষ্যামি মে গুহ্যং শালগ্রামমিতি স্মৃতম্॥ ৩॥
দ্বাপরে তু যুগে ভূমে যদূনাঙ্কুলসঙ্কুলে।
তত্র শূর ইতি খ্যাতো যদূনাং বংশবর্দ্ধনঃ॥ ৪॥
তস্য পুত্ত্রো মহাভাগে সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ।
বসুদেবো গৃহে জাতো যাদবানাং কুলোদ্বহঃ॥ ৫॥
তস্য ভার্য্যা চ বসুধে সর্ব্বাবয়বসুন্দরী।
দেবকী নাম নাম্না চ মনোজ্ঞা শুভদর্শনা॥ ৬॥
তস্যা গর্ভে মহাভাগে ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
বাসুদেব ইতি খ্যাতো দেবানামরিমর্দ্দনঃ॥ ৭॥
ততোঽপি সংস্থিতে তত্র যাদবানাং কুলোদ্বহে।
তত্র ব্রহ্মর্ষিপরমঃ সালঙ্কায়ন এব চ॥ ৮॥
মমৈবারাধনার্থায় ভ্রমতে স দিশো দশ।
পুত্ত্রার্থং স তপস্তেপে মেরুশৃঙ্গে সমাহিতঃ॥ ৯॥

ততঃ পিণ্ডাকরে গত্বা মম ক্ষেত্রে বসুন্ধরে।
লোহার্গলে ততো গত্বা সহস্রশ্চৈব তিষ্ঠতি ॥ ১০ ॥
ঈশ্বরেণ সমং পূর্ব্বং সর্ব্বযোগেশ্বরং স্থিতম্।
ন চ মাং পশ্যতে দেবি মার্গমাণ ইতস্ততঃ ॥ ১১ ॥
ঈশ্বরেণ সমম্পূর্ব্বমহমাসং বসুন্ধরে।
তস্যৈব তপ্যমানস্য সালঙ্কায়নকস্য হ ॥ ১২ ॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রে হরো দেবো মৎস্বরূপেণ সংযুতঃ।
শালগ্রামে গিরৌ তস্মিঞ্ছিলারূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥
অহন্তিষ্ঠামি তত্রৈব গিরিরূপেণ নিত্যদা।
তস্মিঞ্ছিলাঃ সমগ্রাস্তু মৎস্বরূপা ন সংশয়ঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন কিং পুনশ্চক্রলাঞ্ছিতাঃ ॥ ১৪ ॥
লিঙ্গরূপেণ চ হরস্তত্র দেবালয়ে গিরৌ।
শিবনাভাঃ শিলাস্তত্র চক্রনাভাস্তথা শিলাঃ। ১৫ ॥
সোমেশ্বরাধিষ্ঠিতযস্তু শিবরূপো গিরিঃ স্মৃতঃ।
সোমেন তত্র সংস্থাপ্য স্বনাম্না লিঙ্গমুত্তমম্।
বর্ষাণান্তু সহস্রং বৈ স্বশাপস্য নিবৃত্তয়ে ॥ ১৬ ॥
ততঃ শাপাদ্বিনির্ম্মুক্ত স্তেজসা চ পরিপ্লুতঃ।
স্বকং তেজো বলম্প্রাপ্য তুষ্টাব গিরিজাপতিম্।
সোমেশ্বরাচ্চ বরদমাবির্ভূতন্ত্রিয়ম্বকম্ ॥ ১৭ ॥

সোম উবাচ।

শিবং সৌম্যমুমাকান্তম্ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
নতোঽস্মি পঞ্চবদনং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্ ॥ ১৮ ॥
শশাঙ্কশেখরন্দিব্যং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
পিনাককপাণিং দেবেশং ভক্তানামভয়প্রদম্ ॥ ১৯ ॥

ত্রিশূলিনং ডমরুণা লসদ্ধস্তং বৃষধ্বজম্।
নানামুখৈর্গণৈর্জুষ্টং নানারূপৈর্ভয়ানকৈঃ॥ ২০ ॥
ত্রিপুরঘ্নং মহাকালমন্ধকারিনিষূদনম্।
গজাজিনাবৃতং স্থাণুং ব্যাঘ্রচর্ম্মবিভূষিতম্॥ ২১ ॥
নাগভোগোপবীতঞ্চ রুদ্রমালধরম্প্রভুম্।
অরূপমপি সর্ব্বেশং ভক্তেচ্ছোপাত্তবিগ্রহম্॥ ২২ ॥
বহ্নিসোমার্কনয়নং মনোবাচামগোচরম্।
জটাজূটপ্রকটিনং গঙ্গাসম্মার্জ্জিতাংহসম্।
কৈলাসনিলয়ং শম্ভুং হিমাচলকৃতাশ্রমম্॥ ২৩ ॥
এবং স্তুতস্তদা শম্ভুরিন্দুং বচনমব্রবীৎ।
বরং বরয় ভদ্রন্তে যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
দুর্ল্লভং দর্শনং যস্মাৎ প্রাপ্তবানসি গোপতে॥ ২৪ ॥

সোম উবাচ।

বরন্দদাসি চেদ্দেব মম লিঙ্গে সদা বস।
এতল্লিঙ্গস্য ভক্তানাং পূরয়স্ব মনোরথম্॥ ২৫ ॥

দেবদেব উবাচ।

বিষ্ণুসান্নিধ্যমপ্যত্র সদৈব নিবসাম্যহম্।
বিশেষতস্ত্বদীয়েঽস্মিন্নদ্যপ্রভৃতি গোপতে।
মমৈবান্যা পরা মূর্ত্তিস্ত্বং শশাঙ্ক ন সংশয়ঃ॥ ২৬ ॥
এতল্লিঙ্গার্চ্চকানাঞ্চ ভক্তানাং মম সর্ব্বদা।
বরান্দাস্যামি ভদ্রন্তে দেবানামপি দুর্ল্লভান্॥ ২৭ ॥
সালঙ্কায়নকাখ্যস্য মুনেস্তু তপসো বলাৎ।
বিষ্ণুনা সহ সংমন্ত্র্য স্থিতাবাবাং কলানিধে॥ ২৮ ॥
শালগ্রামগিরির্বিষ্ণুরহং সোমেশ্বরাভিধঃ।

তয়োঃ পর্ব্বতয়োর্যা বৈ শিলা বিষ্ণুশিবাভিধাঃ ॥ ২৯ ॥
রেবয়া চ কৃতং পূর্ব্বন্তপঃ শিবস্তুতুষ্টিদম্।
মম ত্বৎসদৃশঃ পুত্রো ভূয়াদিতি বিভূতয়া ॥ ৩০ ॥
অহঙ্কস্যাপি ন সুতঃ কিঙ্করিষ্যাম্যচিন্তয়ৎ।
রেবায়াস্তু বরো দেয়স্ত্ববশাৎ মৃগলাঞ্ছন।
নিশ্চিতৈবং তদা প্রোক্তঃ প্রসন্নেনান্তরাত্মনা ॥ ৩১ ॥
লিঙ্গরূপেণ তে দেবি গজাননপুরস্কৃতঃ।
গর্ভে তব বসিষ্যামি পুত্রো ভূত্বা শিবপ্রিয়ে ॥ ৩২ ॥
মম ত্বমপরা মূর্ত্তিঃ খ্যাতা জলময়ী শিবা।
শিবশক্তিবিভেদেন আবামেকত্র সংস্থিতৌ ॥ ৩৩ ॥
এবং দত্তবরা রেবা মৎসান্নিধ্যমিহাগতা।
রেবাখণ্ডমিতি খ্যাতং ততঃপ্রভৃতি গীয়তে ॥ ৩৪ ॥
গণ্ডক্যাপি পুরা তপ্তং বর্ষাণামযুতং বিভো।
শীর্ণপর্ণাশনঙ্কৃত্বা বায়ুভক্ষাহপ্যনন্তরম্।
দিব্যবর্ষশতং তেপে বিষ্ণুং চিন্তয়তী তদা ॥ ৩৫ ॥
ততঃ সাক্ষাজ্জগন্নাথো হরির্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রীতঃ প্রণতবৎসলঃ ॥ ৩৬ ॥
গণ্ডকি ত্বাং প্রসন্নোহস্মি তপসা বিস্মিতোহনঘে।
অনবিচ্ছিন্নয়া ভক্ত্যা বরং বরয় সুব্রতে।
কিং দেয়ন্তদ্বদস্বাশু প্রীতোহস্মি বরবর্ণিনি ॥ ৩৭ ॥
গণ্ডক্যাপি পুরা দৃষ্ট্বা শঙ্খচক্রগদাধরম্।
দণ্ডবৎ প্রণতা ভূত্বা ততঃ স্তোতুম্প্রচক্রমে ॥ ৩৮ ॥
অহো দেব ময়া দৃষ্টো দুর্দর্শো যোগিনামপি।
ত্বয়া সর্ব্বমিদং সৃষ্টং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৯ ॥

তদনু ত্বম্প্রবিষ্টোঽসি পুরুষস্তেন চোচ্যসে।
ত্বল্লীলোন্মীলিতে বিশ্বে কঃ স্বতন্ত্রোঽস্তি বৈ পুমান্॥ ৪০ ॥
অনাদ্যন্তমপর্য্যন্তং যদ্ব্রহ্ম শ্রুতিবোধিতম্।
তদেব ত্বং মহাবিষ্ণো যস্ত্বাং বেদ স বেদবিৎ॥ ৪১ ॥
তবৈবাদ্যা জগন্মাতা যা শক্তিঃ পরমা স্মৃতা।
তাং যোগমায়া প্রকৃতিম্প্রধানমিতি চক্ষতে॥ ৪২ ॥
নির্গুণঃ পুরুষোঽব্যক্তশ্চিৎস্বরূপো নিরঞ্জনঃ।
আনন্দরূপঃ শুদ্ধাত্মা হ্যকর্ত্তা নির্বিকারকঃ॥ ৪৩ ॥
স্বাং যোগমায়ামাবিশ্য কর্ত্তৃত্বম্প্রাপ্তবানসি।
প্রকৃত্যা সৃজ্যমানেঽস্মিন্দ্রষ্টা সাক্ষী নিগদ্যসে॥ ৪৪ ॥
প্রকৃতেস্ত্রিগুণৈরস্মিন্ সৃজ্যমানেঽপি নান্যথা।
সান্নিধ্যমাত্রতো দেব ত্বয়ি স্ফুরতি কারণে॥ ৪৫ ॥
স্ফটিকে হি যথা স্বচ্ছে জবাকুসুমরাগতঃ।
প্রকাশ্যতে ত্বপ্রকাশাজ্জ্যোতীরূপং নতাঽস্মি তৎ॥ ৪৬
ব্রহ্মাদয়োঽপি কবয়ো ন বিদন্তি যথার্থতঃ।
তত্কথং বৈদ্ম্যহং মূঢ়া তব রূপং নিরঞ্জনম্॥ ৪৭ ॥
মূঢ়স্য জগতো মধ্যে স্থিতা কিঞ্চিদজানতী।
ত্বয়া ঘৃণা কৃতা চাস্মি যোগ্যাযোগ্যমবিন্দতী॥ ৪৮ ॥
তেন লোকে মহত্ত্বঞ্চ ত্বৎপ্রসাদেন চেচ্ছিতা।
যযাচেঽজ্ঞতয়োদার তন্মে দাতুং ত্বমর্হসি।
দয়ালুরসি দীনেষু নেতি মাং ন বদ প্রভো॥ ৪৯ ॥
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্দেবি যদ্যত্ত্বমিচ্ছসি।
তদ্যাচয় বরারোহে নাদেয়মপি সর্ব্বথা॥ ৫০ ॥
যদ্দুর্ল্লভং মনুষ্যাণাং শীঘ্রং যাচয় মাং প্রতি।

মদ্দর্শনমনুপ্রাপ্য কো বাহপূর্ণমনোরথঃ ॥ ৫১ ॥
ততো হিমাংশো সা দেবী গণ্ডকী লোকতারিণী।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতা ভূত্বা মধুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫২ ॥
যদি দেব প্রসন্নোহসি দেয়ো মে বাঞ্ছিতো বরঃ।
মম গর্ভগতো ভূত্বা বিষ্ণো মৎপুত্রতাং ব্রজ ॥ ৫৩ ॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবাংশ্চিন্তয়ামাস গোপতে।
কিং যাচিতং নিম্নগয়া নিত্যং মৎসঙ্গলুব্ধয়া।
দাস্যামি যাচিতং যেন লোকানাং ভবমোক্ষণম্।
ইত্যেবং কৃপয়া দেবো নিশ্চিত্য মনসা স্বয়ম্।
গণ্ডকীমবদৎ প্রীতঃ শৃণু দেবি বচো মম ॥ ৫৪ ॥
শালগ্রামশিলারূপী তব গর্ভগতঃ সদা।
স্থাস্যামি তব পুত্রত্বে ভক্তানুগ্রহকারণাৎ ॥ ৫৫ ॥
মৎসান্নিধ্যান্নদীনাত্ত্বমতিশ্রেষ্ঠা ভবিষ্যসি।
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ স্নানাৎ পানাচ্চৈবাবগাহনাৎ।
হরিষ্যসি মহাপাপং বাঙ্মনঃকায়সম্ভবম্ ॥ ৫৬ ॥
যঃ স্নাস্যতি বিধানেন দেবর্ষিপিতৃতর্পকঃ।
তর্পয়েৎ স্বপিতৄংশ্চাপি তারয়িত্বা দিবং নয়েৎ।
স্বয়ং মম প্রিয়ো ভূত্বা ব্রহ্মলোকঙ্গমিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥
যদি ত্বয্যুৎসৃজেৎ প্রাণান্মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
সোহপি যাতি মম স্থানং যত্র গত্বা ন শোচতি ॥ ৫৮ ॥
এবং দত্ত্বা বরান্দেব্যৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৯ ॥
ততঃ প্রভৃতি তিষ্ঠামঃ ক্ষেত্রেহস্মিঞ্ছশলাঞ্ছন।
অহঞ্চ ভগবান্বিষ্ণুর্ভক্তেচ্ছোপাত্তবিগ্রহঃ ॥ ৬০ ॥
এবমুক্ত্বা দ্বিজপতিমন্বগচ্ছাৎ হরঃ প্রভুঃ।

প্রভাসযন্নুডুপতেরঙ্গানি প্রমমার্জ্জ হ॥ ৬১ ॥
শঙ্করেণ করেণাপি নীরুজানি বিধায় চ।
পশ্যতস্তস্য তু বিধোস্তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৬২ ॥
সোমেশাদ্দক্ষিণে ভাগে বাণেনাদ্রিং বিভিদ্য বৈ।
রাবণেন প্রকটিতা জলধারাঽতিপুণ্যদা।
বাণগঙ্গেতি বিখ্যাতা যা স্নাতা অঘহারিণী॥ ৬৩ ॥
সোমেশাৎ পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে রাবণস্য তপোবনম্।
যত্র স্থিত্বা ত্রিরাত্রেণ তপসঃ ফলমশ্নুতে॥ ৬৪ ॥
যত্র নৃত্যেন দেবেশস্তুষ্টস্তস্মৈ বরং দদৌ।
তেন রাবণনৃত্যেন প্রখ্যাতো নর্ত্তনাচলঃ॥ ৬৫ ॥
স্নাত্বা তু বাণগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা বাণেশ্বরং প্রভুম্।
গঙ্গাস্নানফলম্প্রাপ্য মোদতে দেববদ্দিবি॥ ৬৬ ॥
সালঙ্কায়নকোঽপ্যাশু ক্ষেত্রে তস্মিন্ পরং মম।
শালগ্রামে মহাতীব্রমাস্থিতম্পরমন্তপঃ॥ ৬৭ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি পরঙ্গুহ্যং বসুন্ধরে।
তপ্যতস্তস্য তু মুনেরীশ্বরেণ সমং সুতম্॥ ৬৮ ॥
প্রাপ্স্যামীতি পরং ভাবং জ্ঞাত্বা দেবো মহেশ্বরঃ।
সুন্দরন্ত্বপরং রূপং ধৃত্বা দৃষ্টিসুখাবহম্।
সালঙ্কায়নপুত্রস্ত্বং যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ৬৯ ॥
প্রাপ্তোঽপি তং ন জানাতি দক্ষিণম্পার্শ্বমাস্থিতঃ।
মায়াযোগবলোপেতস্ত্র্যক্ষো বৈ শূলপাণিধৃক্॥ ৭০ ॥
রূপবান্ গুণবাংশ্চৈব বপুষাদিত্যসন্নিভঃ।
স তং ন জ্ঞায়তে জাতং মমৈবারাধনে স্থিতঃ॥ ৭১ ॥
অথ নন্দী প্রহস্যাহ মহাদেবাজ্ঞয়া মুনিম্।

উত্তিষ্ঠ মুনিশার্দ্দূল সফলস্তে মনোরথঃ।
ত্বদ্দক্ষিণাঙ্গাজ্জাতোঽস্মি পুত্রস্তে শাধি মাম্প্রভো॥ ৭২ ॥
ত্বয়া তপঃ সমারব্ধমীশ্বরেণ সমং সুতম্।
প্রাপ্স্যামীতি ততো মহ্যং সদৃশোঽন্যো ন কশ্চন।
বিচার্য্যেতি তবাহং বৈ জাতোঽস্মি স্বয়মেব চ॥ ৭৩ ॥
তপসারাধয়ন্দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
প্রাপ্তোঽসি পরমাং সিদ্ধিং ত্বৎপুত্রোঽহং যতঃ স্থিতঃ॥৭৪॥
শ্রুত্বা তন্নন্দিনো বাক্যং প্রহৃষ্টবদনো মুনিঃ।
বিস্মিতস্তু তদোবাচ কথং নাদ্যাপি মে হরিঃ।
দৃগ্গোচরত্বমায়াতি জাতঞ্চেত্তপসঃ ফলম্॥ ৭৫ ॥
যাবত্তং ন সমীক্ষিষ্যে তাবন্ন বিরতস্তপঃ।
অহমত্রৈব বৎস্যামি যাবদচ্যুতদর্শনম্॥ ৭৬ ॥
পুত্র ত্বমপি যোগেন মথুরাং ব্রজ সত্বরম্।
মদাশ্রমে তত্র পুণ্যে ধনং গোব্রজসঙ্কুলম্।
আমুষ্যায়ণমাদায় শীঘ্রমত্র সমানয়॥ ৭৭ ॥
ততস্ত্বাজ্ঞাং সমাদায় নন্দী সত্বরমব্রজৎ।
গত্বা চ মথুরান্তস্য ঋষেরাশ্রমমীক্ষ্য চ।
দৃষ্ট্বামুষ্যায়ণন্তত্র পৃষ্ট্বা নাম তমপ্যুত।
গৃহে বিত্তে চ কুশলমপৃচ্ছদ্গোধনেষু চ॥ ৭৮ ॥
সালঙ্কায়নশিষ্যোঽপি আমুষ্যায়ণসংজ্ঞিতঃ।
সর্ব্বত্র কুশলং সাধো প্রভাবাত্তু গুরোর্মম।
গুরোশ্চ কুশলং ব্রূহি কুত্রাস্তে স তপোধনঃ॥ ৭৯ ॥
ভবান্ কুতঃ সমায়াতঃ কিমত্রাগমকারণম্।
তন্মে বিস্তরতো ব্রূহি অর্ঘ্যৈশ্চৈবোপগৃহ্যতাম্॥ ৮০ ॥

ইত্যুক্তঃ সোহর্ঘ্যমাদায় বিশ্রম্য চ ততো গুরোঃ।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস স্বাগমস্য চ কারণম্॥ ৮১ ॥
ততস্তেনৈব সহিতো গোধনং তৎ প্রগৃহ্য চ।
দিনৈঃ কতিপয়ৈশ্চৈব গণ্ডকীতীরমাশ্রিতঃ॥ ৮২ ॥
শনৈরুত্তীর্য্য চ ততস্ত্রিবেণীং প্রাপ্য হর্ষিতঃ।
দেবিকা নাম দেবানাম্প্রভাবাচ্চ তপস্যতাম্।
নিয়মার্থং সমুদ্ভূতা গণ্ডক্যা মিলিতা শুভা॥ ৮৩ ॥
আশ্রমাদপরা চাসীৎ পুলস্ত্যপুলহাশ্রমাৎ।
গণ্ডক্যা মিলিতা সাপি ত্রিবেণী গণ্ডকীত্যভূৎ॥ ৮৪ ॥
কামিকং তন্মহাতীর্থং পিতৃ্ণামতিবল্লভম্।
তত্র স্থিতং মহালিঙ্গং ত্রিজলেশ্বরসংজ্ঞিতম্।
মুক্তিভুক্তিপ্রদং দেবি দর্শনাদঘনাশনম্॥ ৮৫ ॥

ধরণ্যুবাচ।

প্রয়াগে যা ত্রিবেণীতি যত্র দেবোমহেশ্বরঃ।
শূলটঙ্ক ইতি খ্যাতঃ সোমেশ ইতি চাপরঃ॥ ৮৬ ॥
বেণিমাধবনাম্নাহপি যত্র বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিতঃ।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব সরস্বত্যপরা নদী॥ ৮৭ ॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানামৃষীণাং সরসামপি।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব তীর্থানাং সমাজস্তত্র মে শ্রুতঃ॥ ৮৮ ॥
যত্রাপ্লুতা দিবং যান্তি মৃতা মুক্তিং প্রয়ান্তি চ।
তীর্থরাজ ইতি খ্যাতং তত্তীর্থঙ্কেশবপ্রিয়ম্।
সৈব ত্রিবেণী বিখ্যাতা কিমপূর্ব্বাম্প্রশংসসি॥ ৮৯ ॥
এতদ্গুহ্যতমম্প্রোক্তং ত্বয়া বিষ্ণো ন সংশয়ঃ।
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ লোকানাং হিতকাম্যয়া।

ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা চ কৃপাং কুরু দয়ানিধে ॥ ৯০ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণুষ দেবি ভদ্রং তে যদ্‌গুহ্যম্পরিপৃচ্ছসি।
অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি সেতিহাসাঙ্কথাং শুভাম্ ॥ ৯১ ॥
পুরা বিষ্ণুস্তপস্তেপে লোকানাং হিতকাম্যয়া।
হিমালয়ে গিরৌ রম্যে দেবতাগণসেবিতে ॥ ৯২ ॥
ততো বহুতিথে কালে যাতে সতি তপস্যতঃ।
তীব্রস্তেজঃ প্রাদুরাসীদ্যেন লোকাশ্চরাচরাঃ ॥ ৯৩ ॥
তস্যোষ্মণা সমুদ্ভূতঃ স্বেদপূরস্তু গণ্ডয়োঃ।
তেন জাতা ধুনী দিব্যা লোকানামঘহারিণী ॥ ৯৪ ॥
মহর্লোকাদয়ঃ সর্ব্বে বিস্মিতাঃ সর্ব্বতো দিশম্।
তস্য প্রভবমিচ্ছন্তো জ্ঞাতুং নেশুঃ কথঞ্চন ॥ ৯৫ ॥
দেবাঃ সর্ব্বে ততো জগ্মুর্ব্রহ্মাণম্প্রতি চোৎসুকাঃ।
পপ্রচ্ছুঃ প্রভবন্তস্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯৬ ॥
ব্রহ্মাপি হি ন জানাতি মোহিতস্তস্য মায়য়া।
ততো দেবৈঃ সমং ব্রহ্মা শঙ্করম্প্রত্যুপস্থিতঃ ॥ ৯৭ ॥
তং দৃষ্ট্বা সহসা দেবৈঃ সমেতং প্রত্যুপস্থিতম্।
পপ্রচ্ছ তং মহাদেবস্তদাগমনকারণম্ ॥ ৯৮ ॥
ব্রহ্মা তঞ্চ মহাদেবম্পপ্রচ্ছ প্রণতঃ স্থিতঃ।
অত্যদ্ভুতং মহত্তেজঃ কিমুদ্ভূতং মহেশ্বর ॥ ৯৯ ॥
যেন প্রত্যাহতা ক্ষ্মাহসৌ জগদ্ব্যতিকরাবহৎ।
কিন্নু স্যাৎ কথমেতৎ স্যাৎ কশ্চাস্য প্রভবো বিভো ॥ ১০০ ॥
শিবঃ ক্ষণং ততো ধ্যাত্বা ব্রহ্মাদ্যান্ প্রত্যুবাচ হ।
মহসোহস্য সমুৎপত্তিং মহতো দর্শয়ামি বঃ ॥ ১০১ ॥

জগাম দেবসহিতঃ সোমঃ সহগণঃ প্রভুঃ।
যত্রাস্তে ভগবান্বিষ্ণুর্মহতা তপসান্বিতঃ॥ ১০২॥
উবাচ পরমপ্রীতস্তদা শম্ভুঃ স্ময়ন্নিব।
তপস্যসি কিমিচ্ছন্ত ত্বং কর্ত্তা জগতাম্প্রভুঃ।
সর্ব্বাধারোঽখিলাধ্যক্ষস্তৎকিং যত্তব দুর্ল্লভম্॥ ১০৩॥
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ প্রণম্য জগতাম্প্রভুঃ।
অহং লোকহিতার্থায় তপস্তপ্তুং সমুদ্যতঃ॥ ১০৪॥
ত্বত্তো বরানভীপ্সন্বৈ ত্বদ্দর্শনসমুৎসুকঃ।
ত্বদ্দর্শনমনুপ্রাপ্য কৃতার্থোঽস্মি জগৎপতে॥ ১০৫॥

শিব উবাচ।

মুক্তিক্ষেত্রমিদং দেব দর্শনাদেব মুক্তিদম্।
গণ্ডস্বেদোদ্ভবা যত্র গণ্ডকী সরিতাং বরা।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো যস্যা গর্ভে ভবিষ্যসি॥ ১০৬॥
ত্বয়ি স্থিতে জগন্নাথে তব সান্নিধ্যকারণাৎ।
অহং ব্রহ্মা চ দেবাশ্চ ঋষিভিঃ সহ কেশব॥ ১০৭॥
সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বতীর্থানি চাপ্যুত।
বসিষ্যামঃ সদৈবাত্র গণ্ডক্যাং জগতাম্পতে॥ ১০৮॥
কার্ত্তিকং সকলং মাসং যঃ স্নাস্যতি নরঃ প্রভো।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ॥ ১০৯॥
তীর্থানাং পরমং তীর্থং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
যত্র স্নানেন লভ্যেত গঙ্গাস্নানফলং নরৈঃ॥ ১১০॥
স্মরণাদ্দর্শনাৎস্পর্শান্নিষ্পাপো জায়তে নরঃ।
যস্যাস্তৎসমতাঙ্কান্যা লভেদ্গঙ্গাং বিনা নদীম্॥ ১১১॥
যত্র সা পরমা পুণ্যা গণ্ডকী ভুক্তিমুক্তিদা।

অপরা দেবিকা নাম্না গণ্ডক্যা সহ সঙ্গতা ॥ ১১২ ॥
পুলস্ত্যপুলহৌ পূর্ব্বং তেপাতে পরমন্তপঃ।
যত্র সৃষ্টিবিধানার্থঙ্কৃত্বাশ্রমপদং পৃথক্।
সৃষ্টের্বিধানসামর্থ্যং যত্র লব্ধং ততঃ পরম্ ॥ ১১৩ ॥
ততোঽভূদ্ব্রহ্মতনয়া পুণ্যা সা সরিতাংবরা।
গণ্ডক্যা যত্র মিলিতা ব্রহ্মপুত্রী যশস্বিনী ॥ ১১৪ ॥
ত্রিবেণী সা মহাপুণ্যা দেবানামপি দুর্ল্লভা।
পরে জানীহি তৎক্ষেত্রং যোজনম্পরমার্চ্চিতম্ ॥ ১১৫ ॥
পুরা বেদনিধেঃ পুত্রৌ জয়ো বিজয় এব চ।
যজনায় গতৌ রাজ্ঞা বৃতৌ তৌ কর্দ্দমাত্মজৌ।
তৃণবিন্দোঃ সুতৌ পাপৌ জাতৌ দৃষ্টৈব সুব্রতৌ ॥ ১১৬ ॥
যজ্ঞবিদ্যাসুনিপুণৌ বেদবেদাঙ্গপারগৌ।
পূজয়ন্তৌ হরিম্ভক্ত্যা তন্নিষ্ঠেন্দ্রিয়মানসৌ ॥ ১১৭ ॥
যয়োঃ পূজয়তো নিত্যং সান্নিধ্যং কিল কেশবঃ।
দদাতি পূজাঽবসরে ভক্ত্যা কিল বশীকৃতঃ ॥ ১১৮ ॥
মরুত্তেন কদাচিত্তাবাহূতৌ কুশলৌ দ্বিজৌ।
রাজ্ঞা সমাপ্তযজ্ঞেন পূজয়িত্বা পুরস্কৃতৌ ॥ ১১৯ ॥
দক্ষিণাভিস্তোষয়িত্বা বিসৃষ্টৌ গৃহমাগতৌ।
বিভাগঙ্কর্ত্তুমারব্ধৌ পস্পার্দ্ধাতে পরস্পরম্ ॥ ১২০ ॥
সমো বিভাগঃ কর্ত্তব্য ইতি জ্যেষ্ঠোঽভ্যভাষত।
বিজয়শ্চাব্রবীচ্চৈনং যেন লব্ধং হি তস্য তৎ ॥ ১২১ ॥
জয়োঽব্রবীদসামর্থ্যং মন্বানো মাং ব্রবীষি কিম্।
ন দদাসি গৃহীত্বা যত্তস্মাদ্গ্রাহঽমাপ্নুহি ॥ ১২২ ॥
বিজয়োঽপ্যব্রবীন্নূনমন্ধীভূতোঽসি কিন্ধনৈঃ।

গজো ভব মদান্ধস্ত্বং যো মামেবম্প্রভাষসে॥ ১২৩ ॥
এবন্তৌ গ্রাহমাতঙ্গাবভূতাং শাপতঃ পৃথক্।
গণ্ডক্যামেব সঞ্জাতো গ্রাহঃ পূর্ব্বস্মৃতির্দ্বিজঃ॥ ১২৪ ॥
ত্রিবেণীক্ষেত্রমধ্যে তু জয়োঽভূদ্বৈ মহান্ গজঃ।
করিশাবৈর্গজাভিশ্চ ক্রীড়মানো বনে বসন্॥ ১২৫ ॥
বহুন্যব্দসহস্রাণি ব্যতীতানি তয়োস্তদা।
বনে বিহরতোর্ভূমে শাপমোহিতয়োঃ সতোঃ॥ ১২৬ ॥
কদাচিৎ স গজঃ স্নাতুং করেণুগণসংবৃতঃ।
ত্রিবেণীমভিতো যাতোঽবগাহনপরায়ণঃ॥ ১২৭ ॥
সিঞ্চন্ করেণূস্তাভিশ্চ সিচ্যমানো জলম্পিবন্।
স্বয়ঞ্চ পায়য়ংস্তাশ্চ চিক্রীড় প্রীতমানসঃ॥ ১২৮ ॥
এবং সংক্রীড়তস্তত্র দৈবযোগেন তস্য হি।
গ্রাহঃ সম্প্রেরিতঃ পূর্ব্বং বৈরযোগমনুস্মরন্॥ ১২৯ ॥
জগ্রাহ সুদৃঢ়ম্পাদং গজোঽপি চ বিষাণতঃ।
গ্রাহং বিব্যাধ সোঽপ্যেনমাকর্ষয়ত তজ্জলে॥ ১৩০ ॥
তয়োর্যুদ্ধং সমভবদনেকাব্দং বিকর্ষণৈঃ।
আকর্ষণৈশ্চ বহুভির্দ্দন্তমেদৈঃ পরস্পরম্॥ ১৩১ ॥
প্রযুদ্ধয়োস্তয়োরেবং মৎসরগ্রস্তয়োঃ সতোঃ।
সত্ত্বানি পীড়িতান্যাসন্ননেকানি ক্ষয়ং যযুঃ॥ ১৩২ ॥
ততো জলেশ্বরো রাজা ভগবন্তং ব্যজিজ্ঞপৎ।
তেন বিজ্ঞাপিতো দেবো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
সুদর্শনেন চক্রেণ গ্রাহাস্যং সমপাটয়ৎ॥ ১৩৩ ॥
ক্ষিপ্তং পুনঃ পুনস্তত্তু শিলাঃ সঙ্ঘট্টয়ন্করে।
সঙ্ঘট্টনাত্তু চক্রস্য শিলাশ্চক্রেণ লাঞ্ছিতাঃ॥ ১৩৪ ॥

বাহুল্যেন বভূবুর্হি তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরে মম।
বজ্রকীটৈশ্চ জাতানি সন্ততানি বিলোকয় ॥ ১৩৫ ॥
ন সন্দেহস্ত্বয়া কার্য্যস্ত্রিবেণীং প্রতি সুন্দরি।
ত্রিবেণীক্ষেত্রমহিমা এবন্তে পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৩৬ ॥
যদা চ ভরতো রাজা পুলস্ত্যস্যাশ্রমান্তিকে।
স্থিত্বা পর্য্যচরদ্বিষ্ণুং ত্রিজলেশমপূজয়ৎ ॥ ১৩৭ ॥
ততঃপ্রভৃতি তস্যাসীদ্ভরতেনীরতিস্ফুটম্।
পুনশ্চ মৃগদেহান্তে জড়ঃ স ভরতোহভবৎ ॥ ১৩৮ ॥
তেনৈব পূজিতো যস্মাজ্জলেশ্বর ইতি স্মৃতঃ।
যস্য সম্পূজনাদ্ভক্ত্যা যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৩৯ ॥
শালগ্রামে পরে ক্ষেত্রে যদাহং সুভগে স্থিতঃ।
তত্র জ্ঞাত্বা জলেশেন স্তুতোঽহং বসুধে মহি ॥ ১৪০ ॥
ততো ভক্তকৃপাবেশাৎ ক্ষিপ্তবাংস্তৎসুদর্শনম্।
প্রথমং পতিতং যত্র তত্র তীর্থং ততোঽভবৎ ॥ ১৪১ ॥
তত্র স্নানেন তেজস্বী সূর্য্যলোকে মহীয়তে।
যদি প্রাণৈর্বিযুজ্যেত মম লোকে মহীয়তে ॥ ১৪২ ॥
ভক্তসংরক্ষণার্থায় ময়াজ্ঞপ্তং সুদর্শনম্।
যত্র যত্র ভ্রমতি তত্তত্র তত্র শিলাঙ্কিতাঃ।
এবং তদ্বৈ ভ্রমাক্ষিপ্তং সর্ব্বং চক্রময়ন্ত্বভূৎ ॥ ১৪৩ ॥
ততঃ স পঞ্চরাত্রাণি স্থিত্বা বৈ বিধিপূর্ব্বকম্।
গোধনান্যগ্রতঃ কৃত্বা হরিক্ষেত্রং জগাম হ ॥ ১৪৪ ॥
হরিণাধিষ্ঠিতঙ্ক্ষেত্রং পূজনীয়ং ততঃ স্মৃতম্।
যদা নন্দী শূলপাণির্গোধনেন পুরস্কৃতঃ।
স্থিতবাংস্তদ্দিনাদেতৎ খ্যাতং হরিহরপ্রভম্।

দেবানামটনাচ্চৈব দেবাট ইতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ১৪৫ ॥
তস্য দেবস্য মহিমা কেন বক্তুং হি শক্যতে।
স শূলপাণির্দেবেশো ভক্তাভয়বিধায়কঃ।
মুনিভির্দ্দেবগন্ধর্ব্বৈঃ সেব্যতেঽচিন্ত্যশক্তিমান্ ॥ ১৪৬ ॥
তস্মিন্ স্থানে মহাদেবঃ সালঙ্কায়নকস্য হি।
পুত্রত্বং নন্দিরূপেণ প্রাপ্তঃ সাক্ষাচ্ছিবঃ প্রভুঃ ॥ ১৪৭ ॥
স্বয়ঞ্চৈব মহাযোগী যোগসিদ্ধিবিধায়কঃ।
আস্থিতঃ পরমম্পীঠং তীর্থে চৈব ত্রিধারকে ॥ ১৪৮ ॥
ত্রিজটাভ্যোঽভবন্ধারাস্তিস্রো বৈ পরমাদ্ভুতাঃ।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব পুণ্যা চৈব সরস্বতী।
এতত্রৈধারিকন্তীর্থন্ত্রিজটাভ্যঃ সমুত্থিতম্ ॥ ১৪৯ ॥
যত্র শম্ভুঃ স্থিতঃ সাক্ষান্মহাযোগী মহেশ্বরঃ।
শালগ্রামাভিধে ক্ষেত্রে হরিশীলনতৎপরঃ।
দিশন্ জ্ঞানং স্বভক্তানাং সংসারাদ্যেন মুচ্যতে ॥ ১৫০ ॥
তীর্থে ত্রিধারে যঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
মহাযোগিনমভ্যর্চ্য ন ভূয়োজন্মভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১৫১ ॥
তস্যৈব পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে হংসতীর্থমিতি স্মৃতম্।
তত্রৈকঙ্কৌতুকং বৃত্তন্তচ্ছৃণুষ্ব মহত্তরম্ ॥ ১৫২ ॥
কদাচিচ্ছিবরাত্র্যান্তু ভক্তৈঃ পূজামহোৎসবে।
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ স্বৈঃ পূজয়িত্বা তু যোগিনম্।
তত্র কাকাঃ সমুৎপেতুরন্নে তস্মিন্ বুভুক্ষিতাঃ।
গৃহীত্বান্নন্তু তৎকাকস্তেন উড্‌ডীয় নির্গতঃ।
তদ্‌গ্রহীতুম্পরঃ কাকস্তেনাযুধ্যত চাম্বরে ॥ ১৫৩ ॥
তাবুভৌ যুধ্যমানৌ তু কুণ্ডে তস্মিন্নিপেততুঃ।

তত্র হংসৌ ততোভূত্বা নির্গতৌ চন্দ্রবর্চসৌ ॥ ১৫৪ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং তত্র যে মিলিতা জনাঃ।
হংসতীর্থমিতি প্রোচুস্ততঃ প্রভৃতি সত্তমে।
ততঃ প্রভৃতি তত্তীর্থং হংসতীর্থমিতি স্মৃতম্ ॥ ১৫৫ ॥
পূর্ব্বং যক্ষকৃতন্তত্তু যক্ষতীর্থমিতি স্মৃতম্।
তত্র স্নাতোনরঃ শুদ্ধোযক্ষলোকে মহীয়তে ॥ ১৫৬ ॥
তত্রাহথ মুঞ্চতে প্রাণান্ শিবভক্তিপরায়ণঃ।
যক্ষলোকমতিক্রম্য মম লোকং প্রপদ্যতে ॥ ১৫৭ ॥
এবম্প্রভাবন্তত্তীর্থং মহাযোগিপ্রভাবতঃ।
অহং শিবশ্চ লোকানামনুগ্রহপরায়ণৌ ॥ ১৫৮ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতঙ্ক্ষেত্রং গুহ্যং বসুন্ধরে।
আরভ্য মুক্তিক্ষেত্রং তৎ ক্ষেত্রং দ্বাদশয়োজনম্ ॥ ১৫৯ ॥
শালগ্রামস্বরূপেণ ময়া যত্র স্থিতং স্বয়ম্।
স্বভক্তানাং বিশেষেণ পরমানন্দদায়কম্।
গুহ্যানাং পরমঙ্গুহ্যঙ্কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৬০

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে সোমেশ্বরাদিলিঙ্গমহিম-মুক্তিক্ষেত্রত্রিবেণ্যাদি-মহিমকথনং নাম চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ধরণ্যুবাচ।

ভগবন্দেবদেবেশ সালঙ্কায়নকো মুনিঃ।
কিঙ্কার তপঃ কুর্ব্বংস্তব ক্ষেত্রে বিমুক্তিদে ॥ ১ ॥

বরাহ উবাচ।

অথ দীর্ঘেণ কালেন স ঋষিঃ সংশিতব্রতঃ।
তপ্যমানোযথান্যায়ং পশ্যতে শালমুত্তমম্ ॥ ২ ॥
অভিন্নমতুলচ্ছায়ং বিশালং পুষ্পিতন্তথা।
মনোজ্ঞঞ্চ সুগন্ধঞ্চ দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥ ৩ ॥
ঋষির্জ্ঞানপরিশ্রান্তঃ সালঙ্কায়নকোঽদ্ভুতম্।
পশ্যতে চ পুনঃ শালং শুভানাং শুভদর্শনম্ ॥ ৪ ॥
ততো দৃষ্ট্বা মহাশালং পরিশ্রান্তো মহামুনিঃ।
বিশ্রামং কুরুতে তত্র দ্রষ্টুকামোঽথ মাং মুনিঃ ॥ ৫ ॥
শালস্য তস্য পূর্ব্বেণ স্থিতঃ পশ্চান্মুখো মুনিঃ।
মায়য়া মম মূঢ়াত্মা শক্তোদ্রষ্টুং ন মামভূৎ ॥ ৬ ॥
ততঃ পূর্ব্বেণ পার্শ্বেন তস্য শালস্য সুন্দরি।
বৈশাখমাসদ্বাদশ্যাং মদ্দর্শনমুপাগতঃ ॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বা মাং তত্র স মুনিস্তপস্বী সংশিতব্রতঃ।
তুষ্টাব বৈদিকৈঃ সূক্তৈঃ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥
মত্তেজসা তাড়িতাক্ষঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে।
যাবৎ পশ্যতি মাং তত্র স্তবন্ স তপসান্বিতঃ।
বৃক্ষস্য দক্ষিণে পার্শ্বে গতস্তাবদহন্ধরে ॥ ৯ ॥
পূর্ব্বস্থানং পরিত্যজ্য স ঋষিঃ সংশিতব্রতঃ।
স্থিত্বা মৎপ্রমুখে চৈব স্তবন্নেবং মম প্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥
ততোঽহং স্তূয়মানো বৈ ঋগ্বেদস্যৈব ঋগ্গণৈঃ।
স্তোত্রৈঃ সম্পূজ্যমানো হি গতোঽস্মি পশ্চিমান্দিশম্ ॥ ১১ ॥
ততঃ পশ্চিমপার্শ্বে তু স্থিতস্তত্রৈব মাধবি।
যজুর্ব্বেদোক্তমন্ত্রেণ সংস্তুতঃ পশ্চিমাঙ্গতঃ ॥ ১২ ॥

স্তবতীত্থং মুনৌ দেবি গতোঽহমুত্তরান্দিশম্।
তত্রাপি সামবেদোক্তৈর্ম্মন্ত্রৈস্তুষ্টাব মাং মুনিঃ॥ ১৩ ॥
ততোঽহং স্তূয়মানো বৈ ঋষিমুখ্যেন সুন্দরি।
প্রাপ্তশ্চ পরমাম্প্রীতিং তমবোচমৃষিং তদা॥ ১৪ ॥
সাধু ব্রহ্মন্মহাভাগ সালঙ্কায়ন সত্তম।
তপসানেন সন্তুষ্টঃ স্তুত্যা চৈবানয়া তব।
বরং বরয় ভদ্রং তে সংসিদ্ধস্তপসা ভবান্॥ ১৫ ॥
এবমুক্তঃ স তু ময়া সালঙ্কায়নকোমুনিঃ।
শালবৃক্ষং সমাশ্রিত্য নিভৃতেনান্তরাত্মনা॥ ১৬ ॥
ততো মাং ভাষতে দেবি স ঋষিঃ সংশিতব্রতঃ।
তবৈবারাধনার্থায় তপস্তপ্তং ময়া হরে॥ ১৭ ॥
পর্য্যটামি মহীং সর্ব্বাং সশৈলবনকাননাম্।
ইদানীং খলু দৃষ্টোঽসি চক্রপাণে মহাপ্রভো॥ ১৮ ॥
যদি তুষ্টোঽসি মে দেব সর্ব্বশান্তিকরঃ পরঃ।
যদি দেয়ো বরোমহ্যং তপসারাধিতেন চ॥ ১৯ ॥
তদা দেহি জগন্নাথ মমেশ্বরসমং সুতম্।
এষ এব বরোমহ্যং দীয়তাং মধুসূদন॥ ২০ ॥
এবং বরং যাচিতোঽস্মি মুনিনা ভীমকর্ম্মণা।
পুত্রকামেন বিপ্রেণ দীর্ঘকালন্তপস্যতা॥ ২১ ॥
এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ।
মধুরাঙ্গিরমাদায় প্রত্যবোচমৃষিম্প্রতি॥ ২২ ॥
চিরকালং ব্রতস্থেন যত্ত্বয়া চিন্তিতং মুনে।
স কামস্তব সঞ্জাতঃ সিদ্ধোঽসি তপসা ভবান্॥ ২৩ ॥
ঈশ্বরস্য পরা মূর্ত্তির্নাম্না বৈ নন্দিকেশ্বরঃ।

ত্বদ্দক্ষিণাঙ্গাদুদ্ভূতঃ পুত্রস্তব মুনীশ্বর।
সংহরস্য তপো ব্রহ্মন্ শান্তিঙ্গচ্ছ মহামুনে॥ ২৪ ॥
অথ চৈতস্য জাতস্য কল্পা বৈ সপ্ত সপ্ত চ।
ত্বং ন জানাসি বিপ্রর্ষে স জাতো নন্দিকেশ্বরঃ।
মায়াযোগবলোপেতো গোত্রজং স ময়া স্থিতঃ॥ ২৫ ॥
মথুরায়াঃ সমানীয় আমুষ্যায়ণসংজ্ঞিতম্।
তব শিষ্যং পুরস্কৃত্য শূলপাণিরবস্থিতঃ॥ ২৬ ॥
তত্রাশ্রমে মহাভাগ স্থিত্বা ত্বং তপসান্বিধে।
পুত্রেণ পরমপ্রীতো মৎক্ষেত্রেঽস্মৎসমো ভব॥ ২৭ ॥
অন্যচ্চ গুহ্যং বক্ষ্যামি সালঙ্কায়ন তচ্ছৃণু।
তব প্রীত্যা প্রবক্ষ্যামি যেনৈতৎ ক্ষেত্রমুত্তমম্।
শালগ্রামমিতি খ্যাতং তন্নিবোধ মুনে শুভম্॥ ২৮ ॥
যোঽয়ং বৃক্ষস্ত্বয়া দৃষ্টঃ সোঽহমেব ন সংশয়ঃ।
এতৎ কোঽপি ন জানাতি বিনা দেবং মহেশ্বরম্।
মায়য়াঽহং নিগূঢ়োঽস্মি ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রকাশিতঃ॥ ২৯ ॥
এবং তস্মৈ বরন্দত্ত্বা সালঙ্কায়নকায় বৈ।
পশ্যতস্তস্য বসুধে তত্রৈবান্তর্হিতোঽভবম্॥ ৩০ ॥
বৃক্ষং দক্ষিণতঃ কৃত্বা জগাম স্বাশ্রমং মুনিঃ॥ ৩১ ॥
মম তদ্রোচতে স্থানং গিরিকূটশিলোচ্চয়ে।
শালগ্রাম ইতি খ্যাতং ভক্তসংসারমোক্ষণম্॥ ৩২ ॥
তত্র গুহ্যানি মে ভূমে বক্ষ্যমাণানি মে শৃণু।
তরন্তি মনুজা যেভ্যো ঘোরং সংসারসাগরম্॥ ৩৩ ॥
গুহ্যানি তত্র বসুধে তীর্থানি দশ পঞ্চ চ।
নাদ্যাপি কিঞ্চিজ্জানন্তি মুচ্যন্তে যৈরিহ স্থিতাঃ॥ ৩৪ ॥

তত্র বিল্বপ্রভং নাম গুহ্যঙ্ক্ষেত্রং মম প্রিয়ম্।
কুণ্ডানি তত্র চত্বারি ক্রোশমাত্রে যশস্বিনি।
হৃদ্যান্তৎপরমঙ্গুহ্যং ভক্তকর্ম্মসুখাবহম্॥ ৩৫॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত অহোরাত্রোষিতোনরঃ।
চতুর্ণামশ্বমেধানাম্ফলম্প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৩৬॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মসু নিষ্ঠিতঃ।
অশ্বমেধফলম্ভুক্ত্বা মম লোকে স মোদতে॥ ৩৭॥
চক্রস্বামীতি বিখ্যাতং অস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
চক্রাঙ্কিতশিলাস্তত্র দৃশ্যন্তে চ ইতস্ততঃ॥ ৩৮॥
চক্রাঙ্কিতশিলা যত্র তিষ্ঠতে বরবর্ণিনি।
তদেতদ্বিদ্ধি বসুধে সমন্তাদ্যোজনত্রয়ম্॥ ৩৯॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
ত্রয়াণামপি তন্ত্রাণাং ফলম্প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥ ৪০॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
বাজপেয়ফলং ভুক্ত্বা মম লোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ৪১॥
তত্র বিষ্ণুপদং নাম ক্ষেত্রং গুহ্যম্পরং মম।
তিস্রো ধারাঃ পতন্ত্যত্র হিমকূটসমাশ্রিতাঃ॥ ৪২॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
ত্রয়াণামপি রাত্রীণাং ফলম্প্রাপ্নোতি নিষ্কলম্॥ ৪৩॥
তথৈব মুঞ্চতে প্রাণান্মুক্তসঙ্গো গতক্লমঃ।
অতিরাত্রফলম্ভুক্ত্বা মম লোকে মহীয়তে॥ ৪৪॥
তত্র কালীহ্রদং নাম গুহ্যঙ্ক্ষেত্রম্পরং মম।
অত্র চৈব হ্রদস্রোতো বদরীবৃক্ষনিঃসৃতঃ॥ ৪৫॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত ষষ্টিকালোষিতো নরঃ।

নরমেধস্য যজ্ঞস্য ফলম্প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৪৬ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মুক্তরাগো গতক্লমঃ।
নরমেধফলম্ভুক্ত্বা মম লোকে চ মোদতে॥ ৪৭ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি মহাশ্চর্য্যং বসুন্ধরে।
তত্র শঙ্খপ্রভং নাম গুহ্যঙ্ক্ষেত্রম্পরং মম।
শ্রূয়তে শঙ্খশব্দশ্চ দ্বাশ্যামর্দ্ধরাত্রকে॥ ৪৮ ॥
গদাকুণ্ডমিতি খ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
যত্র বৈ কম্পতে স্রোতো দক্ষিণান্দিশমাশ্রিতম্॥ ৪৯ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
বেদান্তগানাং বিপ্রাণাং ফলম্প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৫০ ॥
অথ বৈ মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃতকৃত্যোগুণান্বিতঃ।
গদাপাণির্মহাকায়ো মম লোকম্প্রপদ্যতে॥ ৫১ ॥
পুনশ্চাগ্নিপ্রভং নাম গুহ্যঙ্ক্ষেত্রং পরং মম।
ধারা পততি তত্রৈকা পূর্ব্বোত্তরসমাশ্রিতা॥ ৫২ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং চতুর্ভক্তোষিতোনরঃ।
অগ্নিষ্টোমাৎ পঞ্চগুণং ফলম্প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৫৩ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মসু নিষ্ঠিতঃ।
অগ্নিষ্টোমফলম্ভুক্ত্বা মম লোকম্প্রপদ্যতে॥ ৫৪ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং মহাভাগে কথ্যমানং ময়া শৃণু।
হেমন্তে চোদকমুষ্ণং গ্রীষ্মে ভবতি শীতলম্॥ ৫৫ ॥
গুহ্যং সর্ব্বায়ুধং নাম তত্র ক্ষেত্রে পরং মম।
পতন্তি সপ্ত স্রোতাংসি হিমবন্নিঃসৃতানি বৈ॥ ৫৬ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত সপ্তরাত্রোষিতো নরঃ।
রাজা ভবতি সুশ্রোণি সর্ব্বায়ুধকলান্বিতঃ॥ ৫৭ ॥

অথ বৈ মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মবিনিশ্চিতঃ।
স ভুক্ত্বা রাজ্যভোজ্যানি মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৫৮ ॥
তত্র দেবপ্রভং নাম গুহ্যক্ষেত্রং পরং মম।
ধারাঃ পঞ্চমুখাস্তত্র পতন্তি গিরিসংশ্রিতাঃ ॥ ৫৯ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত অষ্টকালোষিতোনরঃ।
চতুর্ণামপি দেহিনাং যাতি পারং ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণাল্লোঁভমোহবিবর্জ্জিতঃ।
বেদকর্ম্ম সমুৎসৃজ্য মম লোকে মহীয়তে ॥ ৬১ ॥
গুহ্যং বিদ্যাধরং নাম তত্র ক্ষেত্রে পরং মম।
পঞ্চ ধারাঃ পতন্ত্যত্র হিমকূটবিনিঃসৃতাঃ ॥ ৬২ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানমেকরাত্রোষিতো নরঃ।
যাতি বৈদ্যাধরং লোকং তৎকৃত্যো ন সংশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্বীতরাগো গতক্লমঃ।
ভুক্ত্বা বৈদ্যাধরান্ ভোগান্মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥
তত্র পুণ্যনদী নাম গুহ্যক্ষেত্রে পরে মম।
শিলা কুঞ্জলতাকীর্ণা গন্ধর্ব্বাপ্সরসেবিতা ॥ ৬৫ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত অষ্টভক্তোষিতো নরঃ।
ভ্রমতে সপ্তদ্বীপেষু স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মানুসারকঃ।
সপ্তদ্বীপান্সমুৎসৃজ্য মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৬৭ ॥
গন্ধর্ব্বেতি চ বিখ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রং পরং মম।
একধারা পতত্যত্র পশ্চিমাং দিশমাশ্রিতা ॥ ৬৮ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত চতুরাত্রোষিতোনরঃ।
মোদতে লোকপালেষু স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
লোকপালান্ পরিত্যজ্য মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৭০ ॥
তত্র দেবহ্রদং নাম মম ক্ষেত্রং বসুন্ধরে।
যত্র কান্তাসি মে ভূমে বলের্গজ্জবিনাশনাৎ॥ ৭১ ॥
স হ্রদো বরদঃ শ্রেষ্ঠো মনোজ্ঞঃ সুখশীতলঃ।
অগাধঃ সৌখ্যদশ্চাপি দেবানামপি দুর্ল্লভঃ॥ ৭২ ॥
তস্মিন্ হ্রদে মহাভাগে মম বৈ নিয়মোদকে।
মৎস্যাশ্চক্রাঙ্কিতাশ্চৈব পর্য্যটন্তে ইতস্ততঃ॥ ৭৩ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
মহাশ্চর্য্যং বিশালাক্ষি যত্র তৎ পরিবর্ত্ততে।
শ্রদ্দধানস্তু পশ্যেত ন পশ্যেৎ পাপপুরুষঃ॥ ৭৪ ॥
তস্মিন্দেবহ্রদে পুণ্যং চতুর্বিংশতির্দ্বাদশ।
সৌবর্ণানি চ পদ্মানি দৃশ্যতে ভাস্করোদয়ে॥ ৭৫ ॥
তাবৎ পশ্যন্তি ভূতানি যাবন্মধ্যন্দিনম্ভবেৎ।
যত্র স্নাতা দিবং যান্তি শুদ্ধা বাক্কায়জৈর্ম্মলৈঃ॥ ৭৬ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত দশভক্তোষিতোনরঃ।
দশানামশ্বমেধানাং প্রাপ্নোত্যবিকলম্ফলম্॥ ৭৭ ॥
অথাঽত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম চিন্তাব্যবস্থিতঃ।
অশ্বমেধফলম্ভুক্ত্বা ভূমে মৎসমতাং ব্রজেৎ॥ ৭৮ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি ক্ষেত্রং গুহ্যং পরং মম।
সম্ভেদো দেবনদ্যোস্তু সমস্তসুখবল্লভঃ॥ ৭৯ ॥
দিব্যোঽবতীর্য্য তিষ্ঠন্তি দেবা যত্র সহপ্রিয়াঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব নাগকন্যাঃ সহোরগৈঃ॥ ৮০ ॥
দেবর্ষয়শ্চ মুনয়ঃ সমস্তসুরনায়কাঃ।

সিদ্ধাশ্চ কিন্নরাশ্চৈব স্বর্গাদবতরন্তি হি ॥ ৮১ ॥
নেপালে যচ্ছিবস্থানং সমস্তসুখবল্লভম্।
তেভ্যস্তেভ্যশ্চ স্থানেভ্যস্তীর্থেভ্যশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৮২ ॥
মহাদেবজটাজূটান্নীলকণ্ঠাচ্ছিবালয়ঃ।
শ্বেতগঙ্গেতি যা প্রোক্তা তয়া সম্ভূয় সাদরম্।
নানানদ্যঃ সমায়াতা দৃশ্যাঽদৃশ্যতয়া স্থিতাঃ ॥ ৮৩ ॥
গণ্ডক্যা কৃষ্ণয়া চৈব যা কৃষ্ণস্য তনূদ্ভবা।
তয়া সম্ভেদমাপন্না যা সা শিবতনূদ্ভবা।
ত্রিশূলগঙ্গেত্যাখ্যাতা সাপি তত্র মহানদী ॥ ৮৪ ॥
এবং নদীসমুদ্ভেদঃ সর্ব্বতীর্থকদম্বকম্।
মম ক্ষেত্রে সমাখ্যাতং পুণ্যং পরমপাবনম্।
বসুধে ত্বং বিজানীহি দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥ ৮৫ ॥
যশ্চ সিদ্ধাশ্রম ইতি বিখ্যাতঃ পুণ্যবর্দ্ধনঃ।
শম্ভোস্তপোবনং তত্র সর্ব্বাশ্রমবরম্প্রতি ॥ ৮৬ ॥
নানাপুষ্পফলোপেতঙ্কদলীখণ্ডমণ্ডিতম্।
নিচুলৈশ্চৈব পুন্নাগৈঃ কেসরৈশ্চ বিরাজিতম্ ॥ ৮৭ ॥
খর্জ্জুরাশোকবকুলৈশ্চ তৈশ্চৈব প্রিয়ালকৈঃ।
নারিকেলৈশ্চ পূগৈশ্চ চম্পকৈর্জম্বুভির্ধবৈঃ। ৮৮ ॥
নারঙ্গৈর্বদরীভিশ্চ জম্বীরৈর্মাতুলুঙ্গকৈঃ।
কেতকীমল্লিকাজাতীযূথিকারাজিরাজিতম্ ॥ ৮৯ ॥
কুন্দৈঃ কুরবকৈর্নাগৈঃ কুটজৈর্দাড়িমৈরপি।
আগত্য যত্র ক্রীড়ন্তি দেবানাং মিথুনানি চ ॥ ৯০ ॥
তস্মিন্ হ্রদে মহাপুণ্যে পুণ্যনদ্যোস্তু সঙ্গমে।
স্নানাচ্ছতাশ্বমেধানাং ফলম্প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৯১ ॥

স্নাত্বা তত্র তু বৈশাখে গোসহস্রফলম্ভবেৎ।
মাঘমাসে পুনঃ স্নাত্বা প্রয়াগস্নানজম্ফলম্॥ ৯২॥
কার্ত্তিকে মাসি যঃ স্নাতি তুলাসংস্থে দিবাকরে।
বিধিনা নিয়তঃ সোঽপি মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ॥ ৯৩॥
যস্ত্রিরাত্রমুষিত্বা তু ম্রিয়তে নিয়তাশনঃ।
রাজসূয়ফলম্প্রাপ্য মোদতে দেববদ্দিবি॥ ৯৪॥
যজ্ঞস্তপোঽথবা দানং শ্রাদ্ধমিষ্টস্য পূজনম্।
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদনন্তফলম্ভবেৎ।
ভূমে তস্যাপরাধাংশ্চ সর্ব্বানেব ক্ষমাম্যহম্॥ ৯৫॥
গঙ্গাযমুনয়োর্যদ্বৎসঙ্গমো মর্ত্ত্যদুর্ল্লভঃ।
তথৈবায়ং দেবনদ্যোঃ সঙ্গমঃ সমুদাহৃতঃ॥ ৯৬॥
এতদ্গুহ্যং পরন্দেবি মম ক্ষেত্রে বসুন্ধরে॥ ৯৭॥
অহমস্মিন্মহাক্ষেত্রে ধরে পূর্ব্বমুখঃ স্থিতঃ।
শালগ্রামে মহাক্ষেত্রে ভূমে ভাগবতপ্রিয়ঃ॥ ৯৮॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
অন্তর্গুহ্যং পরং শ্রেষ্ঠং যন্ন জানন্তি মোহিতাঃ॥ ৯৯॥
শিবো মে দক্ষিণস্থানং তিষ্ঠতে বিগতজ্বরঃ।
লোকানাম্প্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বলোকবরো হরঃ॥ ১০০॥
তং যে বিন্দন্তি তে দেবি নূনং মামেব বিন্দতি।
যে মাং বিদন্তি দেবেশি তে বিদন্তি শিবম্পরম্॥ ১০১॥
অহং যত্র শিবস্তত্র শিবো যত্র বসুন্ধরে।
তত্রাহমপি তিষ্ঠামি আবয়োর্নান্তরং ক্কচিৎ॥ ১০২॥
শিবং যো বন্দতে ভূমে স হি মামেব বন্দতে।
লভতে পুষ্কলাং সিদ্ধিমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ১০৩॥

এবমেতন্মহাভাগে ক্ষেত্রং হরিহরাত্মকম্।
মৃতা যেঽত্র গতিং যান্তি মম কর্ম্মানুসারিণঃ॥ ১০৪ ॥
মুক্তিক্ষেত্রং প্রথমতো রুরুখণ্ডন্ততঃ পরম্।
সম্ভেদো দেবনদ্যোশ্চ ত্রিবেণী চ ততঃ পরম্।
ক্ষেত্রং প্রমাণং বিজ্ঞেয়ং গণ্ডকীসঙ্গতং পরম্॥ ১০৫ ॥
এবং সা গণ্ডকী দেবি নদীনামুত্তমা নদী।
গঙ্গয়া মিলিতা যত্র ভাগীরথ্যা মহাফলা।
অপরন্তন্মহৎ ক্ষেত্রং হরিক্ষেত্রমিতি স্মৃতম্॥ ১০৬ ॥
আদৌ সা গণ্ডকী পুণ্যা ভাগীরথ্যা চ সঙ্গতা।
তস্য তীর্থস্য মহিমা জ্ঞায়তে ন সুরৈরপি॥ ১০৭ ॥
এতত্তে কথিতন্তদ্রে শালগ্রামস্য সুন্দরি।
গণ্ডক্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং সর্ব্বকল্মষনাশনম্।
পূর্ব্বপৃষ্টন্ত্বয়া যচ্চ পুণ্যং ভাগবতপ্রিয়ম্॥ ১০৮ ॥
আখ্যানানাং মহাখ্যানং দ্যুতীনাং পরমা দ্যুতিঃ।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং তপসাঞ্চ মহত্তপঃ॥ ১০৯ ॥
গুহ্যানাং পরমঙ্গুহ্যং গতীনাম্পরমা গতিঃ।
মহালাভস্তু লাভানাং নাস্ত্যস্মাদপরং মহৎ॥ ১১০ ॥
পিশুনায় ন দাতব্যং ন শঠায় গুরুদ্রুহে।
যে চ পাপা কৃতঘ্নাশ্চ দ্বিজদেবাপরাধিনঃ॥ ১১১ ॥
কুশিষ্যায় ন দাতব্যং ন দদ্যাচ্ছাস্ত্রদূষকে।
নীচায় ন চ দাতব্যং যে ন জানন্তি সেবিতুম্॥ ১১২ ॥
সুশিষ্যায় চ দাতব্যং ধীরায় শুভবুদ্ধয়ে।
লোভমোহমদাদ্যৈর্যে বর্জ্জিতাঃ পুণ্যবুদ্ধয়ঃ॥ ১১৩ ॥
য এতৎ পঠতে নিত্যঙ্কল্যমুত্থায় মানবঃ।

কুলানি তারিতান্যেবং সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ॥ ১১৪ ॥
এবং মরণকালে তু ন কদাচিদ্বিমুহ্যতে।
যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং মম লোকায় গচ্ছতি॥ ১১৫ ॥
শালগ্রামস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং পরমং ময়া।
কথিতং তে মহাদেবি কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১১৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে শালগ্রামক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শালগ্রামস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা গুহ্যং মহৌজসম্।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা হৃষ্টা বচনমব্রবীৎ॥ ১ ॥

ধরণ্যুবাচ।

অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং যত্ত্বয়া ভাষিতং হরে।
এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগ জাতাস্মি বিগতজ্বরা॥ ২ ॥
রুরুখণ্ডমিতি প্রোক্তং যত্ত্বয়া পরমার্চ্চিতম্।
রুরুর্নাম কথং কো বা আসীৎ পূর্ব্বং জনার্দ্দন॥ ৩ ॥
যন্নাম্না পরমঙ্ক্ষেত্রং হৃষীকেশ ত্বয়াশ্রিতম্।
কথয়স্ব জগন্নাথ যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি॥ ৪ ॥

বরাহ উবাচ।

আসীৎপুরা মহাভাগো দেবদত্ত ইতি দ্বিজঃ।
ভৃগুবংশে সমুৎপন্নো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
যজ্ঞবিদ্যাসু কুশলো ব্রতনিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥
তত্রাশ্রমপদং পুণ্যং পুণ্যদ্রুমলতান্বিতম্।
শান্তৈর্ম্মগগণৈঃ কীর্ণং কন্দমূলফলান্বিতম্ ॥ ৬ ॥
তত্র তীব্রং তপোঽতপ্যদ্দেবদত্তো মুনীশ্বরঃ।
বর্ষাণামযুতং সাগ্রং তত ইন্দ্রো ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৭ ॥
কামং বসন্তসহিতং গন্ধর্ব্বান্ সসখীন্ পুনঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং ক্ষুব্ধেন্দ্রিয়মনাঃ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥
অহো সখায়ঃ কিঞ্চিন্মে মহৎকার্য্যমুপস্থিতম্।
তস্য মে চিন্তয়ানস্য যূয়মেব পরা গতিঃ।
ভবৎপ্রসাদাৎ স্বস্থোঽহং নির্ভয়স্তদ্বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৯ ॥
তদিন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা তে কামমলয়ানিলাঃ।
প্রত্যূচুর্দেবরাজানমাজ্ঞাপয় নিজস্প্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥
জিতেন্দ্রিয়স্যাপি মনঃ কস্য সংক্ষোভয়ামহে।
কং বা সুতীব্রাত্তপসো ভ্রংশয়ামঃ সুপেশলম্।
আজ্ঞাপ্রসাদস্তে লব্ধ্বা বদ শীঘ্রং সুখী ভব ॥ ১১ ॥
ইত্যুক্তঃ শতমন্যুর্বৈ প্রত্যুবাচাঽথ মানয়ন্।
তদৈব মে গতা চিন্তা ভবতাং দর্শনং যদা।
জাতমেবাঽখিলঙ্কার্য্যং মে বৈ ত চ্ছৃণুতাখিলাঃ ॥ ১২ ॥
হিমশৈলে মহারম্যে হৃষীকেশাশ্রিতো মুনিঃ।
দেবদত্ত ইতি খ্যাতস্তপস্যতি মহত্তপঃ।
জিঘৃক্ষুর্মে পদং নূনং তত্তপো বিনিবর্ত্ত্যতাম্ ॥ ১৩ ॥

ইত্যুক্তাস্তে তদাজ্ঞাং বৈ গৃহীত্বা শিরসা দ্রুতম্।
প্রস্থানায় মতিঞ্চক্রুঃ কামদেবপুরঃসরাঃ।
প্রস্থাপ্যাগ্রে বসন্তঞ্চ মলয়ানিলমেব চ॥ ১৪ ॥
ততঃ সুরপতিঃ শক্রঃ প্রম্লোচান্নাম নামতঃ।
প্রশস্য প্রণয়াৎপূর্ব্বং মানয়ন্নিদমব্রবীৎ॥ ১৫ ॥
গচ্ছ স্বস্তিমতী দেবি বিজয়ায় মুনের্ভুবি।
যত্রাশ্রমপদন্তস্য দেবদত্তস্য বৈ মুনেঃ।
ললিতৈঃ স্বৈর্বিলাসৈস্তং মোহয়িত্বা বশঙ্কুরু॥ ১৬ ॥
যথা মৎপ্রীতিরতুলা ত্বং মে কার্য্যকরী সদা।
তথা কুরুষ ভদ্রন্তে হৃষীকেশসমীপতঃ॥ ১৭ ॥
ইন্দ্রস্যাজ্ঞাং সমাদায় যযৌ তস্যাশ্রমম্প্রতি।
সমীপোপবনে রম্যে নানাদ্রুমলতাকুলে॥ ১৮ ॥
মধুরালাপবহুলে কোকিলানাং কুলাকুলে।
রসালমঞ্জরীব্যাপ্তরসামোদালিসঙ্কুলে॥ ১৯ ॥
গুঞ্জন্মত্তালিসন্নাদশ্রুতিশ্রুতিধরান্বিতে।
গন্ধর্ব্বগীতসংমিশ্রে মলয়ানিলশীতলে॥ ২০ ॥
সম্ফুল্লপঙ্কজবনে সুনির্ম্মলজলাশয়ে।
মুনিপ্রভাবসন্ত্যক্তক্রৌর্য্যস্থলজলালয়ে।
মধুরামোদমধুরে চিত্তক্ষোভবিধায়িনি॥ ২১ ॥
প্রবিশ্য সা বরারোহা গীতং সুমধুরং জগৌ।
যদা ধ্যানাদুপরতঃ সমাধের্বিরতশ্চিরাৎ।
গান্ধর্ব্বম্প্রারভংস্তে তু গন্ধর্ব্বাঃ সুরসম্মতাঃ॥ ২২ ॥
তস্মিন্নেব ক্ষণে লব্ধ্বাঽবসরং পঞ্চসায়কঃ।
বিচকর্ষ ধনুঃ পৌষ্পং সায়কান্সমমযুজৎ।

সংলক্ষ্য তং মুনিং শান্তং ভাবিদৈববলাৎকৃতম্ ॥ ২৩ ॥
শ্রুত্বা তন্মধুরং গীতং পঞ্চমালাপসুন্দরম্।
ক্ষুব্ধচিত্তঃ সমভবৎ স মুনিঃ সংশিতব্রতঃ
চকর্ষ চ ধনুঃ কামঃ পুনঃ পুনরতন্দ্রিতঃ। ॥২৪ ॥
দেবব্রতোঽপি স মুনিঃ ক্ষুব্ধাত্মা নিয়তোঽপি সন্।
বিচচারাশ্রমপদং পশ্যন্ সন্তুষ্টমানসঃ।
দূরাদ্দদর্শ তন্বঙ্গীং ক্রীড়ন্তীং কন্দুকেন তাম্ ॥ ২৫ ॥
দৃষ্ট্বৈব তান্তু চার্ব্বঙ্গীং বিদ্ধঃ কামেন পত্রিণা।
তস্যাঃ সমীপমগমৎ স্ময়মানো মহামুনিঃ ॥ ২৬ ॥
সাপি দৃষ্ট্বা দেবদত্তং সজ্জন্তী হরিণেক্ষণা।
কটাক্ষয়ন্তী সহসা লজ্জমানা বিগূহতি ॥ ২৭ ॥
করেণ কন্দুকং ঘ্নন্তী চঞ্চলাক্ষী সুপেশলা।
স্রংসতা কেশপাশেন গলৎপুষ্পেণ রাজতা।
মনোহরন্তী তস্যার্গৈর্ললিতৈর্বিভ্রমোদ্ভবৈঃ ॥ ২৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তস্যা দক্ষিণঃ পবনোঽহরৎ।
বাসঃ সূক্ষ্মঙ্গলন্নীবিকাঞ্চীদামগুণান্বিতম্ ॥ ২৯ ॥
পুষ্পবাণোঽপ্যবিধ্যত্তং দৃষ্ট্বাঽবসরমন্তিকে।
সম্মোহিতঃ স তু মুনির্গত্বান্তিকমথাব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥
কা ত্বঙ্কস্যাসি সুভগে বনেঽস্মিন্ কিঞ্চিকীর্ষসি।
মাদৃশান্ কিং মৃগয়সে বাহুপাশেন বা মৃগান্।
বদ্ধা গৃহীত্বা বামোরু কিং বাঽস্মান্ কর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ৩১ ॥
সর্ব্বথাঽস্মাংস্তবাধীনান্ যদ্যদ্বা কারয়িষ্যসি।
তত্তৎকুর্ম্মো বয়ং নিত্যং ত্বদধীনাঃ স্ম সর্ব্বথা ॥ ৩২ ॥
অথ তাং হস্যমানাঞ্চ গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।

সমালিঙ্গ্য বিষজ্জন্তীং রময়ামাস মোহিতঃ ॥ ৩৩ ॥
রমমাণস্তয়া সার্দ্ধং ভুঞ্জন্ ভোগান্মনোরমান্।
তপঃপ্রভাবোপনতান্দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥ ৩৪ ॥
বহূনহর্গণানেবং রমমাণো যদৃচ্ছয়া।
সুপ্তোত্থিত ইবাকস্মাদ্বিবেকেন সমন্বিতঃ।
নির্ব্বেদম্প্রাপ্তবান্ সদ্যস্তদোবাচ ভৃশাতুরঃ ॥ ৩৫ ॥
অহো ভাগবতী মায়া যয়াহং ভৃশমোহিতঃ।
জানন্নপি তপোভ্রংশং প্রাপ্তো দৈববলাৎকৃতঃ ॥ ৩৬ ॥
(অগ্নিকুণ্ডসমা নারী ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্।
ইতি প্রবাদো মূর্খাণাং বিচারান্মহদন্তরম্ ॥) ৩৭ ॥
ঘৃতকুম্ভোঽগ্নিযোগেন দ্রবতে ন তু দর্শনাৎ।
পুমান্ স্ত্রীদর্শনাদেব দ্রবতে যদ্বিমোহিতঃ ॥ ৩৮ ॥
নাপরাধস্ত্বতো নার্য্যাঃ স্বয়ং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ইত্যুক্ত্বাঽসৌ নিবৃত্তাত্মা বিসসর্জ্জ সুরাঙ্গনাম্।
প্রম্লোচান্দৈববশগো মনস্যেতদচিন্তয়ৎ॥ ৩৯। ৪০ ॥
উপসর্গো মহানত্র তপসোভ্রংশকারকঃ।
ত্যক্ত্বাশ্রমমিমং চান্যৎ স্থানঙ্গত্বা সমাহিতঃ।
তপস্তীব্রং সমাস্থায় শোষয়িষ্যে কলেবরম্ ॥ ৪১ ॥
ইতি নিশ্চিত্য মনসা গত্বা ভৃগ্বাশ্রমম্প্রতি।
গণ্ডকীসঙ্গমে স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
বিষ্ণুং শিবঞ্চ সম্পূজ্য তপস্থানং বিচিন্তয়ন্।
পশ্যন্ ভৃগ্বাশ্রমং রম্যমুত্তরঙ্গতবান্ শনৈঃ ॥ ৪২। ৪৩ ॥
গণ্ডক্যাঃ পূর্ব্বভাগে তু বিবিক্তং বিজনং শুভম্।
দৃষ্ট্বা তীরেষু বিশ্রান্তস্তপোভূমিমচিন্তয়ৎ ॥ ৪৪ ॥

ভৃগুতুঙ্গং সমাসাদ্য শঙ্করারাধনে রতঃ।
অতপ্যত তপোঘোরং শিবদর্শনলালসঃ ॥ ৪৫ ॥
অথ দীর্ঘেণ কালেন সন্তুষ্টঃ স মহেশ্বরঃ।
লিঙ্গরূপধরঃ সাক্ষাদুপর্য্যপি তথা হ্যধঃ।
তির্য্যক্ চ জলধারাভির্যুক্তস্তত্তাপশান্তিকৃৎ।
উবাচ চ প্রসন্নাত্মা মুনে পশ্যস্ব মাং শিবম্।
মামেবাবৈহি বিষ্ণুং ত্বং মা পশ্যস্বান্তরং মম ॥ ৪৬। ৪৭ ॥
পূর্ব্বমন্তরভাবেন দৃষ্টবানসি যন্মম।
তেন বিঘ্নোঽভবদ্যেন গলিতস্ত্বত্তপো মহৎ।
আবামেকেন ভাবেন পশ্যংস্ত্বং সিদ্ধিমাপ্স্যসি ॥ ৪৮ ॥
তপঃপ্রভাবাল্লিঙ্গানি প্রাদুর্ভূতানি যত্র বৈ।
সমঙ্গমিতি বিখ্যাতমেতৎ স্থানং ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥
স্নাত্বাঽত্র গণ্ডকীতীর্থে মম লিঙ্গানি যোঽর্চ্চয়েৎ।
তস্য যোগফলং সম্যগ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥
ইতি দত্ত্বা বরং শম্ভুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫১ ॥
দেবদত্তোঽপি স মুনিঃ সম্প্রাপ্য জ্ঞানমুত্তমম্।
শিবোপদিষ্টমার্গেণ সাযুজ্যং পরমং গতঃ ॥ ৫২ ॥
প্রম্লোচাপি মুনের্গর্ভং সম্প্রাপ্যাশ্রমমন্তিকাৎ।
প্রসূতাং কন্যকাং ত্যক্ত্বা স্বর্গমেব জগাম হ।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মন্যমানা শুচিস্মিতা ॥ ৫৩ ॥
সাপি কন্যা মৃগৈস্তত্র রুরুভির্বর্দ্ধিতা সতী।
রুরুরিত্যেব বিখ্যাতা পিতুরেবাশ্রমে স্থিতা।
যুবভিঃ প্রার্থ্যমানাপি চিত্তে কঞ্চন নাধ্যগাৎ ॥ ৫৪ ॥
ততঃ সুনিশ্চয়ং কৃত্বা তপসে ধৃতমানসা।

চিন্তয়ন্তী জগন্নাথং ভগবন্তং রমাপতিম্ ॥ ৫৫ ॥
মাসে সা প্রথমে বালা ফলাহারপরায়ণা।
একান্তরং দিনম্প্রাপ্য দ্বিতীয়ে ত্রিদিনান্তরে ॥ ৫৬ ॥
তৃতীয়ে পঞ্চমদিনে চতুর্থে সপ্তমান্তরে।
পঞ্চমে নবরাত্রেণ ষষ্ঠে পঞ্চদশাহকে ॥ ৫৭ ॥
মাসেন সপ্তমে চৈব শীর্ণপর্ণাশনাষ্টমে।
ত্যক্ত্বা তান্যপি সা বালা বায়্বাহারা বভূব হ ॥ ৫৮ ॥
সৈবং বর্ষশতং স্থিত্বা হরাবেকাগ্রমানসা।
সমাধিনা সমা ভূত্বা স্থাণুবন্নিশ্চলাহভবৎ ॥ ৫৯ ॥
দ্বন্দ্বানি নাবিদচ্চাপি আত্মভূতান্তরং বিনা।
পরাঙ্কাষ্ঠাং সমাপন্না প্রকাশময়কান্তিধৃক্ ॥ ৬০ ॥
তত্তেজসা বৃতং সর্ব্বং তদা দৃষ্ট্বা বসুন্ধরে।
অহং বিস্ময়মাপন্নস্তস্যাঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥ ৬১ ॥
সন্নিরুদ্ধেন্দ্রিয়গ্রামা নাচক্ষত বহিঃস্থিতম্ ।
তদা হৃষীকাণ্যাবিশ্য সংহৃত্য স্বং হৃদো বহিঃ।
স্থিতোহহং বসুধে দেবি অক্ষোঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥৬২॥
হৃষীকাণি নিয়ম্যাহং যতঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ।
হৃষীকেশ ইতি খ্যাতো নাম্না তত্রৈব সংস্থিতঃ ॥ ৬৩ ॥
সা মাং যদৈব নাপশ্যদুন্মীল্য নয়নে ততঃ।
বহিঃ স্থিতঞ্চ মাং দৃষ্ট্বা প্রণনাম কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬৪ ॥
গদ্গদস্বরসংযুক্তা অশ্রুক্লিন্নবিলোচনা।
রোমাঞ্চিততনুশ্চাসীৎ কদম্বমুকুলাকৃতিঃ ॥ ৬৫ ॥
তথাভূতান্তু তাং দৃষ্ট্বা প্রাবোচমহমঙ্গনাম্।
অয়ি বালে বিশালাক্ষি তুষ্টোহহং তপসস্তব ॥ ৬৬ ॥

বরং যাচয় মত্তস্ত্বং যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
অদেয়মপি তে দদ্মি যদন্যেষাং সুদুর্ল্লভম্॥ ৬৭ ॥
ইতি শ্রুত্বা প্রভোর্বাক্যং প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
স্তুত্বা তং দেবদেবেশং প্রবদ্ধকরসম্পুটা॥ ৬৮ ॥
দদাসি চেদ্বরং মহ্যং দেবদেব জগৎপতে।
অনেনৈব স্বরূপেণ ভগবন্ স্থাতুমর্হসি॥ ৬৯ ॥
স্থিতোঽস্ম্যত্রৈব ভদ্রন্তে অপরং বরয়াশু মে।
দুর্ল্লভন্তে বরং দদ্মি তপসাঽহং প্রতোষিতঃ॥ ৭০ ॥
ইত্যুক্তা মাং প্রণম্যাহ রুরুঃ সা শংসিতব্রতা।
যদি প্রসন্নো দেবেশ তদা মাং কুরু পাবনীম্।
মন্নাম্না ক্ষেত্রমেতচ্চ খ্যাতং ভবতু নান্যথা॥ ৭১ ॥
তামহং দেবি সুভগে প্রাবোচং পুনরেব হি।
তীর্থানাং পরমং তীর্থং তব দেহোদ্ভবত্বয়ম্।
তব নাম্না চ বিখ্যাতমেতৎ ক্ষেত্রং ভবিষ্যতি॥ ৭২ ॥
তব তীর্থে কৃতস্নানস্ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
বিলোক্য মাং ভবেৎপূতো মম বাক্যান্ন সংশয়ঃ॥ ৭৩ ॥
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি জ্ঞাতাঽজ্ঞাতা কৃতান্যপি।
যাস্যন্তি বিলয়ং ক্ষিপ্রমেবমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৭৪ ॥
ইতি দত্ত্বা বরাংস্তস্যৈ তত্রৈবান্তর্হিতঃ স্থিতঃ।
সাপি কালেন সঞ্জাতা তীর্থভূতা তথাঽভবৎ॥ ৭৫ ॥
এতত্তে কথিতং দেবি রুরুমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
রুরুক্ষেত্রস্য প্রভবমেতদ্‌গুহ্যং পরং মম॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে রুরুক্ষেত্রহৃষীকেশমহিমবর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

ধরণ্যুবাচ ।

অত্যাশ্চর্য্যং শ্রুতং হ্যেতদ্রুরুক্ষেত্রসমুদ্ভবম্ ।
হৃষীকেশস্য মহিমা ত্বয়া য উপবর্ণিতঃ ॥ ১ ॥
অন্যচ্চ যৎপরং গুহ্যং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্ ।
বক্তুমর্হসি দেবেশ পরঙ্কৌতূহলং মম ॥ ২ ॥

বরাহ উবাচ ।

শৃণু ভূমে প্রযত্নেন কারণং পরমং মম ।
গুহ্যমস্ত্যপরঞ্চৈব হিমশৃঙ্গশিলোচ্চয়ে ॥ ৩ ॥
গোনিষ্ক্রমণকং নাম গাবো যত্র প্রতারিতাঃ ।
যথা নিষ্ক্রমণম্প্রাপ্য সুরভীণাং বসুন্ধরে ॥ ৪ ॥
সপ্ততির্যত্র কল্পানি ঔর্বো যত্র প্রজাপতিঃ ।
তপশ্চচার পরমং মম মায়াবলাম্বিতঃ ॥ ৫ ॥
তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য যাতি কালে মহত্তরে ।
এবং হি তপ্যমানস্য সর্ব্বলোকস্য সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
ন বরং প্রার্থয়ত্যেষ লাভালাভসমন্বিতঃ ।
সূচকোঽপি ন বিদ্যেত বলিকর্ম্মসুসংযতঃ ॥ ৭ ॥
অথ দীর্ঘস্য কালস্য কশ্চিদ্ব্রহ্মযতিস্তদা ।
তপস্তপস্যতি মুনৌ তস্মিন্ শৈলোচ্চয়ে ধরে ।
ঈশ্বরোঽপি মহাভাগে তৎপার্শ্বং সমুপাগতঃ ।
গোনিষ্ক্রমেতি বিখ্যাতে তস্মিংস্তীর্থে মহৌজসি ॥৮।৯॥
তত্র স্থৌর্বো মহাভাগে তপ্যতে সমদর্শনঃ ।
পদ্মানাঙ্কারণাদৌর্বো গঙ্গাদ্বারমুপাগতঃ ॥ ১০ ॥

তন্নির্গতং ততো জ্ঞাত্বা ঔর্ব্বং সর্ব্বে তপস্বিনঃ।
মহেশ্বরোমহাতেজাঃ সম্ভ্রমং সমুপাগতঃ ॥ ১১ ॥
ফলপুষ্পসমাকীর্ণা লক্ষ্মীশ্চৈবোপজায়তে।
আশ্রমং রূপসম্পন্নং ফলপুষ্পোপশোভিতম্।
তচ্চ বৈ ভস্মসাদ্ভূতং মহারুদ্রস্য তেজসা ॥ ১২ ॥
দগ্ধ্বা তঞ্চাশ্রমং পুণ্যমৌর্ব্বস্য সুমহৎপ্রিয়ম্।
ঈশ্বরোহপি ততঃ প্রাপ্তঃ শীঘ্রমেব হিমালয়ম্ ॥ ১৩ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবি গৃহ্য পুষ্পকরণ্ডকম্।
আশ্রমং সমনুপ্রাপ্ত ঔর্ব্বোহপি মুনিপুঙ্গবঃ।
শান্তো দান্তঃ ক্ষমাশীলঃ সত্যব্রতপরায়ণঃ ॥ ১৪ ॥
দৃষ্ট্বা স্বমাশ্রমং দগ্ধং বহুপুষ্পফলোদকম্।
মন্যুনা পরমাবিষ্টো দুঃখেন চ পরিপ্লুতঃ।
উবাচ ক্রোধরক্তাক্ষো বচনং নির্দহন্নিব ॥ ১৫ ॥
যেনৈষ চাশ্রমো দগ্ধো বহুপুষ্পফলোদকঃ।
সোহপি দুঃখেন সন্তপ্তঃ সর্ব্বলোকান্ ভ্রমিষ্যতি ॥ ১৬ ॥
এবমৌর্ব্বেণ দত্তে তু শাপে তস্মিন্মহৌজসি।
মহাভয়াত্তু লোকানাং ন কশ্চিৎ পর্য্যবারয়ৎ ॥ ১৭ ॥
তৎক্ষণাদেব দেবেশি ঈশোহপি জগতোবিভুঃ।
মহাদাহেন সন্তপ্তঃ শম্ভুর্দ্দেবীমুবাচ হ ॥ ১৮ ॥
ঔর্ব্বস্য তু তপো দৃষ্ট্বা ভীতৈর্দ্দেবৈরুদাহৃতম্।
দহ্যতে স্ম জগৎসর্ব্বং স তু কিঞ্চিন্ন চেচ্ছতি।
কো বা প্রতিবিধিস্তত্র যথা সর্ব্বস্য সম্ভবেৎ ॥ ১৯ ॥
এবমুক্তে ময়া ক্রোধাদীক্ষিতস্তস্য চাশ্রমঃ।
দগ্ধোহভবৎ ক্ষণেনৈব বয়ং তস্মাদ্বিনির্গতাঃ ॥ ২০ ॥

এতদ্দুঃখেন সন্তপ্তোমন্যুনা চ পরিপ্লুতঃ।
ঔর্ব্বঃ শশাপ রোষেণ তেন তপ্তা বয়ং শিবে॥ ২১ ॥
ততোঽভ্রমদ্বিরূপাক্ষঃ শর্ম্ম প্রাপ্নোতি কর্হিচিৎ।
অহঞ্চ পরিতপ্তোঽস্মি আত্মত্বাদীশ্বরস্য চ।
তেন দাহেন সন্তপ্তো ন শক্নোমি বিচেষ্টিতুম্॥ ২২ ॥
পার্ব্বত্যা চ ততঃ প্রোক্তঃ আবাং নারায়ণং প্রতি।
গচ্ছাবস্তস্য বাক্যেন সুখং যত্র ভবিষ্যতি॥ ২৩ ॥
ততোনারায়ণং গত্বা সহ তেন তমৌর্ব্বকম্।
বিজ্ঞাপয়ামো রুদ্রস্য শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্ততাম্।
সন্তপ্তাঃ স্ম বয়ং সর্ব্বে তস্মাচ্ছাপং নিবর্ত্তয়॥ ২৪ ॥
ঔর্ব্বোঽপ্যুবাচ নোক্তং মে অনৃতন্তু কদাচন।
সুরভীগণমানীয় গব্যৈতং স্নাপয়ন্তু বৈ।
রুদ্রশাপো নিবৃত্তঃ স্যাত্তেনৈব কিল নান্যথা॥ ২৫ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবি ময়া গাবোঽবতারিতাঃ।
সপ্তসপ্ততি কল্যাণি সৌরভেয়া মহৌজসঃ॥ ২৬ ॥
তেনাপ্লাবিতদেহাশ্চ পরাং নির্বৃতিমাগতাঃ।
তচ্চ গোনিষ্ক্রমং নাম তীর্থং পরমপাবনম্॥ ২৭ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত একরাত্রোষিতোনরঃ।
গোলোকঞ্চ সমাসাদ্য মোদতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৮ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
শঙ্খচক্রগদাযুক্তো মম লোকে মহীয়তে॥ ২৯ ॥
পঞ্চ ধারাঃ পতন্ত্যত্র মূলে মূলবটস্য হি।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চরাত্রোষিতো নরঃ।
পঞ্চানামপি যজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥ ৩০ ॥

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ।
পঞ্চযজ্ঞফলং ভুক্ত্বা মম লোকং প্রপদ্যতে ॥ ৩১ ॥
অস্তি পঞ্চপদং নাম তস্মিন্ক্ষেত্রে পরং মম ।
মম পূর্ব্বেণ পার্শ্বেণ দৃঢ়াঃ পঞ্চ মহাশিলাঃ ।
মৎপূর্ব্বাং দিশমাশ্রিত্য তত্র ব্রহ্মপদদ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥
মধ্যে তু তস্য কুণ্ডস্য শিলাবিস্তীর্ণসংশ্রিতা ।
উর্দ্ধ্বং নালপরীণাহং তত্র বিষ্ণুপদং মম ॥ ৩৩ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত পঞ্চরাত্রোষিতোনরঃ ।
যাতি শুদ্ধানি লোকানি যে চ ভাগবতপ্রিয়াঃ ॥ ৩৪ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণানুযুক্তঃ পঞ্চপদে নরঃ ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বসংসারান্মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৩৫ ॥
ততো ব্রহ্মপদং নাম ক্ষেত্রগুহ্যং পরং মম ।
যত্র ধারা পতত্যেকা পশ্চিমাং দিশমাশ্রিতা ॥ ৩৬ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত একরাত্রোষিতোনরঃ ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥ ৩৭ ॥
কৌমুদস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী ।
যজ্ঞানাং বাজপেয়ানাং ফলম্প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৮ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মসু নিষ্ঠিতঃ ।
বাজপেয়ফলং মুক্ত্বা মম লোকে প্রমোদতে ॥ ৩৯ ॥
অস্তি কোটিবটং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম ।
পঞ্চক্রোশং ততো গত্বা বায়ব্যাং দিশি সংস্থিতঃ ॥ ৪০ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত ষষ্ঠকালোষিতো নরঃ ।
বহুযজ্ঞস্য কোটীনাং ফলং প্রাপ্নোতি নিষ্কলম্ ॥ ৪১ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ ভূমে কোটিবটে শুভে ।

যজ্ঞকোটিফলম্ভুক্ত্বা মম কোটিং প্রপদ্যতে ॥ ৪২ ॥
অস্তি বিষ্ণুসরোনাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
পূর্ব্বোত্তরেণ পার্শ্বেন পঞ্চক্রোশং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
মৎসরঃ পদ্মপত্রাক্ষি অগাধং পরিসংস্থিতম্।
পঞ্চক্রোশশ্চ বিস্তারঃ পর্ব্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ৪৪ ॥
তত্র ভ্রমতি যো ভদ্রে কুর্য্যাচ্চৈব প্রদক্ষিণম্।
উপবাসং ত্রিরাত্রন্তু কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্ ॥ ৪৫ ॥
যাবন্তি ভ্রমমাণস্য পদানি ননু সুন্দরি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৪৬ ॥
অথাঽত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতঃ।
ব্রহ্মলোকং সমুৎসৃজ্য মম লোকে মহীয়তে ॥ ৪৭ ॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাভাগে আশ্চর্য্যং শৃণু সুন্দরি।
গবাং বৈ শ্রূয়তে শব্দো মম কর্ণসুখাবহঃ ॥ ৪৮ ॥
অথাত্র জ্যৈষ্ঠমাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী।
শ্রূয়তে সুমহাঞ্ছব্দঃ স্বয়মেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥
এবঙ্গোস্থলকে পুণ্যে মহাভাগবতঃ শুচিঃ।
করোতি শুভকর্ম্মাণি শীঘ্রং মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ৫০ ॥
এবং তেন মহাভাগে ঈশ্বরেণ যশস্বিনি।
শাপদাহো বিনির্মুক্তঃ সর্ব্বৈঃ সহ মরুদ্গণৈঃ ॥ ৫১ ॥
এতদ্গোস্থলকং নাম সর্ব্বশান্তিকরং পরম্।
কথিতং দেবি কাৎস্নেন তবানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৫২ ॥
এষোঽধ্যায়ো মহাভাগে সর্ব্বমঙ্গলকারকঃ।
মম মার্গানুসারাণাং মম চ প্রীতিবর্দ্ধনঃ ॥ ৫৩ ॥
শ্রেষ্ঠানাং পরমং শ্রেষ্ঠং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।

লাভানাং পরমো লাভোধর্ম্মাণাং ধর্ম্ম উত্তমঃ॥ ৫৪ ॥
লভন্তে পঠমানা বৈ মম মার্গানুসারিণঃ।
তেজঃ শ্রিয়ঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চ সর্ব্বকামান্যশস্বিনি॥ ৫৫ ॥
যাবন্তি চাক্ষরাণি স্যুরত্রাধ্যায়ে মনস্বিনি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি মম লোকে মহীয়তে॥ ৫৬ ॥
পতনঞ্চ ন বিদ্যেত পঠমানা দিনে দিনে।
তারিতানি কুলান্যেভিঃ সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ॥ ৫৭ ॥
পিশুনায় ন দাতব্যং ন মূর্খায় শঠায় চ।
দেয়ং পুত্রায় শিষ্যায় যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥ ৫৮ ॥
এতন্মরণকালে তু ন কদাচিত্ত্ব বিস্মরেৎ।
শ্লোকং বা যদি বা পাদং যদীচ্ছেৎ পরমাঙ্গতিম্॥ ৫৯ ॥
তৎক্ষেত্রন্তু মহাভাগে পঞ্চযোজনমণ্ডলম্।
তিষ্ঠামি পরয়া প্রীত্যা দিশং পূর্ব্বামুপাশ্রিতঃ॥ ৬০ ॥
পশ্চিমেন বহেদ্গঙ্গাং নিষ্কামেণ বসুন্ধরে।
এবং রহস্যং গুহ্যঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মসুখাবহম্॥ ৬১ ॥
এতত্তে পরমং ভদ্রে গুহ্যং ধর্ম্মসমন্বিতম্।
মম ক্ষেত্রং মহাভাগে যত্ত্বয়া পরিপৃচ্ছিতম্॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে হ্যেতদ্দ্রুক্ষেত্রমাহাত্ম্যং নাম সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টাচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

গোনিষ্ক্রমণমাহাত্ম্যং শ্রুত্বা গুহ্যমনুত্তমম্।
বিস্ময়ম্পরমঙ্গত্বা সর্ব্বরত্নবিভূষিতা॥ ১॥

ধরণ্যুবাচ।

অহো গবাং হি মাহাত্ম্যং তব চৈবং শ্রুতং ময়া।
যচ্ছ্রুত্বাঽহং জগন্নাথ জাতাস্মি পরিনির্বৃতা॥ ২॥
এবমেব পরঙ্গুহ্যং ব্রূহি নারায়ণ প্রভো।
অস্মাৎ ক্ষেত্রাৎ পরং দেব যদি ক্ষেত্রং বিশিষ্যতে॥ ৩

বরাহ উবাচ।

অহং নারায়ণো দেবঃ সর্ব্বধর্ম্মব্যপাশ্রয়ঃ।
মাৎসর্য্যঞ্চৈব মে নাস্তি তেনাহং পরমঃ প্রভুঃ॥ ৪॥
এতচ্ছাস্ত্রং মহাভাগে প্রযুক্তং লীলয়া ময়া।
বরাহরূপমাদায় সর্ব্বভাগবতপ্রিয়ম্॥ ৫॥

ধরণ্যুবাচ।

যথা যথা ভাষসে ধর্ম্মকারণ-
মিদং বচো ধর্ম্মবিনিশ্চয়ং মহৎ।
তথা তথা দেববরাহপ্রমেয়ং
হৃদ্যং মনো ভাবয়সে জনার্দ্দন॥ ৬॥

ততো মহীবচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মশ্রেষ্ঠোমহামনাঃ।
বরাহরূপী ভগবান্ প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্॥ ৭॥

সুশিষ্যা বাঢ়মিত্যেবং বদিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
তদেতে প্রবদিষ্যন্তি সর্ব্বভাগবতপ্রিয়ম্॥ ১৯॥
যথা চ মথ্যমানাদ্বৈ দধ্নশ্চোদ্ধ্রিয়তে ঘৃতম্।
এবং সর্ব্বেষু শাস্ত্রেষু বারাহং ঘৃতসম্মিতম্॥ ২০॥
বারাহং জ্ঞানমুৎসৃজ্য মহাভাগং মহৌজসম্।
এবং সমং ময়া চৈব আত্মনা পরিভাষিতম্।
তে প্রমাণং করিষ্যন্তি সিদ্ধিং প্রাপ্স্যন্তি বৈ পরাম্॥২১॥
মহাজ্ঞানমিদং সূক্ষ্মং ভূমে ভক্তেষু দৃশ্যতে।
শাস্ত্রাণাং পরমং শাস্ত্রং সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্॥ ২২॥
কিঞ্চিদন্যৎ প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
শাস্ত্রমেতন্মহাভাগে স্থূলকর্ম্ম মহৌজসম্॥ ২৩॥
কেচিত্তরন্তি জ্ঞানেন কেচিৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠিতাঃ।
কেচিদ্যথেষ্টং সুশ্রোণি কেচিদ্দানেন কর্ম্মণা॥ ২৪॥
কেচিদ্যোগবলং ভুক্ত্বা পশ্যন্তি মম সংস্থিতিম্।
বিধিপূর্ব্বন্তু মে কিঞ্চিন্নরাঃ পশ্যন্তি নিষ্ঠিতাঃ॥ ২৫॥
সর্ব্বধর্ম্মকরাঃ কেচিৎ সর্ব্বাশাঃ সর্ব্ববিক্রয়াঃ।
তে মাং পশ্যন্তি বৈ ভূমে একচিত্তব্যবস্থিতাঃ॥ ২৬॥
এবমেতন্মহাশাস্ত্রং দেবি সংসারমোক্ষণম্।
মম ভক্তব্যবস্থায়ৈ প্রযুক্তং পরমং প্রিয়ম্॥ ২৭॥
তে তথা চ প্রবক্ষ্যন্তি যচ্চ যস্যাভিরোচতে।
অন্যথান্যস্য দৃষ্টানামৃষিভির্যৎ প্রয়োজিতম্।
তদ্যুগস্য প্রভাবেণ ভূমে কুর্ব্বন্তি মানবাঃ॥ ২৮॥
তৈঃ স্বশিষ্যৈঃ সমং দেবি যে শাস্ত্রবিনিয়োজিতাঃ।
মৎপ্রসাদেন তে সর্ব্বে সিদ্ধিং যাস্যন্তি মৎপরাম্॥ ২৯॥

মম শিষ্যেষু যেষাঞ্চ মাৎসর্য্যোপহতাত্মনাম্।
মচ্ছাস্ত্রে চ ভবেদ্দোষস্তেষামত্র পুনর্ভবঃ॥ ৩০ ॥
মাৎসর্য্যং যে চ কুর্ব্বন্তি মদ্ধর্ম্মপরমে জনে।
তেষামায়ং পরোলোকো মাৎসর্য্যোপহতাত্মনাম্॥ ৩১ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
মম মার্গানুসারেণ পরন্গুহ্যং মম প্রিয়ে॥ ৩২ ॥
শাস্ত্রবন্তো বিনীতাশ্চ বহুদোষবিবর্জ্জিতাঃ।
তে তু মাৎসর্য্যদোষেণ নষ্টাচারাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ৩৩ ॥
মাৎসর্য্যং সর্ব্বনাশায় মাৎসর্য্যং ধর্ম্মনাশকম্।
যস্তু মাৎসর্য্যসংযুক্তো ন স পশ্যতি মাং ক্বচিৎ॥ ৩৪ ॥
বহুকর্ম্মসমাযুক্তা দানাধ্যয়ননিষ্ঠিতাঃ।
তপসা জ্ঞানযুক্তা বা নিত্যকর্ম্মসু চোদ্যতাঃ॥ ৩৫ ॥
অনেন হি স্বভাবেন মাৎসর্য্যঞ্চৈব কুর্ব্বতে।
ন তে পশ্যন্তি মাং ভূমে মায়য়া পরিদূষিতাঃ॥ ৩৬ ॥
ন কর্ত্তব্যং ততঃ সর্ব্বৈর্মাৎসর্য্যং ধর্ম্মঘাতকম্।
মম শাস্ত্রপরেণেহ যদীচ্ছেৎ পরমাঙ্গতিম্॥ ৩৭ ॥
এতদ্গুহ্যং মহাভাগে ন জানন্তি মনীষিণঃ।
মাৎসর্য্যস্য তু দোষেণ বহবো নিধনঙ্গতাঃ॥ ৩৮ ॥
এতচ্ছাস্ত্রং মহাভাগে প্রযুক্তং বিধিনা ময়া।
বরাহরূপমাদায় সর্ব্বভাগবতপ্রিয়ম্॥ ৩৯ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং মহাভাগে শৃণু ভূতগিরৌ মম।
আয়সী প্রতিমা তত্র অভেদ্যা চৈব দৃশ্যতে॥ ৪০ ॥
ব্রুবন্তি কেচিৎ কাংস্যেতি আয়সীত্যপরেহব্রুবন্।
পাষাণীত্যপরে কেচিদন্যো বজ্রময়ীতি চ॥ ৪১ ॥

ঊর্দ্ধং বা যদি বাহধোবা যে কুর্ব্বন্তি মমার্চ্চনম্।
তথাপি সংস্পৃশন্তি মাং শিরোমধ্যে তু সুন্দরি॥ ৪২ ॥
যে তু পশ্যন্তি মাং ভূমে মণিপূরগিরৌ স্থিতম্।
স্তুবন্ত্যাচার্য্যবন্তশ্চ মৎপ্রসাদাৎ সুসংযতাঃ॥ ৪৩ ॥
আচার্য্যাণাং গুণান্ ভুক্ত্বা মম কর্ম্মপথে স্থিতাঃ।
সর্ব্বকিল্বিষমুক্তাশ্চ যান্তি তে পরমাঙ্গতিম্॥ ৪৪ ॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাভাগে অস্তি গুহ্যম্পরং মম।
পঞ্চারুমেতি বিখ্যাতং উত্তরাং দিশমাশ্রিতম্॥ ৪৫ ॥
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চকালোষিতো নরঃ।
মোদতে নন্দনে দিব্যে অপ্সরোভিঃ সমাকুলে॥ ৪৬ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ।
নন্দনং বনমুৎসৃজ্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ৪৭ ॥
ভৃগুকুণ্ডেতি বিখ্যাতমত্র গুহ্যং পরং মম।
মম দক্ষিণপার্শ্বে তু অদূরাদর্দ্ধযোজনাৎ॥ ৪৮ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত মম মার্গানুসারকঃ।
ভূপৃষ্ঠে ন তু জায়েত কালেন বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪৯ ॥
ধ্রুবো যত্র তু তিষ্ঠেত মেরুশৃঙ্গে শিলোচ্চয়ে।
তত্র মোদতি সুশ্রোণি অপ্সরোভির্যথাসুখম্॥ ৫০ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মপথে স্থিতঃ।
ধ্রুবলোকং পরিত্যজ্য মম লোকে মহীয়তে॥ ৫১ ॥
মণিকুণ্ডেতি বিখ্যাতং তত্র গুহ্যম্পরং মম।
মণয়ো যত্র দৃশ্যন্তে অনেকালয়সংস্থিতাঃ॥ ৫২ ॥
অগাধং তং হ্রদম্ভদ্রে দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
বিস্ময়ং কিং পুনস্তত্র মণয়শ্চঞ্চলস্থিতাঃ॥ ৫৩ ॥

তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চকালোষিতো নরঃ।
রত্নভাগী ভবেদ্ধীররাজলক্ষণসংযুতঃ॥ ৫৪ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মপথে স্থিতঃ।
ছিত্ত্বা বৈ সর্ব্বসংসারং মম লোকম্প্রপদ্যতে॥ ৫৫ ॥
সুগুহ্যম্পূর্ব্বপার্শ্বেণ মম ক্ষেত্রস্য সুন্দরি।
অদূরাত্রীণি ক্রোশানি পরিমাণং বিধীয়তে॥ ৫৬ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৫৭ ॥
ধূতপাপেতি বিখ্যাতং তত্র গুহ্যং পরং মম।
অদূরাৎ পঞ্চ ক্রোশা বৈ মম ক্ষেত্রস্য পশ্চিমে॥ ৫৮ ॥
তত্র কুণ্ডং মহাভাগে মম তদ্রোচতে জলম্।
মারকতং সুবর্ণাভমগাধং নির্ম্মিতং ময়া॥ ৫৯ ॥
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চভক্তোষিতো নরঃ।
ধুন্বানো দুষ্করং কর্ম্ম পঞ্চভূতাত্মনিষ্ঠিতম্॥ ৬০ ॥
তত্র কৃতোদকো ভদ্রে ধূতপাপো যশস্বিনি।
গন্ধেন্দ্রলোকং সুশ্রোণি দেবৈঃ সহ স মোদতে॥ ৬১ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
ইন্দ্রলোকম্পরিত্যজ্য মম লোকং প্রপদ্যতে॥ ৬২ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং মহাভাগে ধূতপাপে শৃণুষ মে।
বর্ত্ততে চ বিশালাক্ষি মণিপূরে গিরৌ মম॥ ৬৩ ॥
তাবন্ন পততে ধারা যাবৎ পাপং ন ধূয়তে।
ধূতে পাপে চ সুশ্রোণি ধারা চ পততে মহি॥ ৬৪ ॥
এবং তত্র বিশালাক্ষি বৃক্ষমশ্বত্থমিশ্রিতম্।
ধূতপাপং ন প্রবিশেন্নরে শুদ্ধে প্রাবিশতি॥ ৬৫ ॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রে বরারোহে সমন্তাৎ পঞ্চযোজনে।

যত্র তিষ্ঠাম্যহং দেবি পশ্চিমাং দিশমাশ্রিতঃ ॥ ৬৬ ॥
তত্র চামলকস্তদ্রে অদূরাদর্দ্ধযোজনাৎ।
মম চৈব প্রভাবেণ সর্ব্বকামফলোদয়ম্ ॥ ৬৭ ॥
তত্র কশ্চিন্ন জানাতি পাপকর্ম্মা নরাধমঃ।
ভক্তং ভাগবতং শুদ্ধং মম কর্ম্মব্যবস্থিতম্ ॥ ৬৮ ॥
উপোষ্য চ ত্রিরাত্রাণি শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তত্র গত্বা বরারোহে উদিতে চ দিবাকরে ॥ ৬৯ ॥
অথ মধ্যাহ্নবেলায়াং যদি বাস্তগতেঽপি বা।
একচিত্তেন গন্তব্যং ধৃতিঙ্কৃত্বা সুপুষ্কলাম্ ॥ ৭০ ॥
যত্তত্র লভতে ভদ্রে ফলমামলকং শুভম্।
পঞ্চরাত্রেণ লভতে তস্মিন্ ভূতগিরৌ মম ॥ ৭১ ॥
ততো হরিবচঃ শ্রুত্বা সা মহী সংশিতব্রতা।
পুনর্নারায়ণন্তত্র প্রোবাচ বিনয়ান্বিতা ॥ ৭২ ॥
স্তুতস্বামী শ্রুতোঽসি ত্বং তত্র স্থানানি যানি চ।
এতন্নামনিরুক্তিস্ত্বং বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ॥ ৭৩ ॥

বরাহ উবাচ।

ভূমে হত্বা তু সংসারান্ যে চান্যে দেবকণ্টকাঃ।
দ্বাপরং যুগমাসাদ্য যত্র স্থাস্যামি সুন্দরি ॥ ৭৪ ॥
ততোঽমরৈশ্চ ব্রহ্মাদ্যৈর্ব্বহুভির্মন্ত্রবাদিভিঃ।
স্তুতিং কর্ত্তুং সমারব্ধা মণিপূরাশ্রিতস্য মে ॥ ৭৫ ॥
ততো মাং নারদো দেবি অসিতো দেবলস্তথা।
পর্ব্বতশ্চ মহাভাগে মম ভক্ত্যা ব্যবস্থিতঃ।
নাম কুর্ব্বন্তি মে তত্র মণিপূরগিরৌ ততঃ ॥ ৭৬ ॥
স্তুতস্বামীতি বিখ্যাতং মম কর্ম্মব্যপাশ্রিতম্ ॥ ৭৭ ॥

এতত্তে কথিতস্তদ্রে নিরুক্তিকরণং ময়া।
ত্বয়া পৃষ্টং হি যদ্ভদ্রে সর্ব্বভাগবতপ্রিয়ম্॥ ৭৮ ॥
এতৎস্তুতগিরের্দ্দেবি মাহাত্ম্যঙ্কথিতং ময়া।
দ্বাপরং যুগমাসাদ্য যত্র স্থাস্যামি সুন্দরি॥ ৭৯ ॥
এতানি ভূমি গুহ্যানি তত্র ভূতগিরৌ মম।
শ্রদ্দধানেন মর্ত্ত্যেন শ্রোতব্যং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮০ ॥
এতত্তে কথিতস্তদ্রে সর্ব্বধর্ম্মব্যপাশ্রয়ম্।
শ্রীস্তুতস্বামিমাহাত্ম্যঙ্কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি॥ ৮১ ॥

ইতি বরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে স্তুতস্বামিমাহাত্ম্যং নাম
অষ্টাচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ঊনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রীস্তুতস্বামিমাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ধর্ম্মপরায়ণা।
পরিতুষ্টমনা দেবী বাক্যমেতদুবাচ হ॥ ১ ॥

ধরণ্যুবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু মাহাত্ম্যং দেবদেববর প্রভো।
মম চিত্তস্য পরমা জাতা শান্তিরনুত্তমা॥ ২ ॥

নারাচধারাবরণাসিধারী
সুররিপুবধকারী ধরণীধরঃ।
ধৃতশঙ্খগদাব্জচক্রপাণিঃ
স্বয়মিহ শাস্ত্রমুদাবহৎপ্রধানম্॥ ৩ ॥

এবং হি গুণমাহাত্ম্যং স্তুতস্বামিনি মচ্ছ্রুতম্।
অস্মাচ্চেদং পরং শ্রেষ্ঠং তন্মে বদ কৃপানিধে॥ ৪ ॥

বরাহ উবাচ।

এবম্ভূমে বরং শ্রেষ্ঠে ফুল্লপঙ্কজমালিনি।
কথয়িষ্যামি চান্যত্তে গুহ্যম্পাপভয়াপহম্॥ ৫ ॥
দ্বাপরং যুগমাসাদ্য যাদবানাং কুলোদ্বহঃ।
সৌরীতি তত্র বিখ্যাতো ভবিষ্যতি পিতা মম॥ ৬ ॥
দ্বারকেতি চ বিখ্যাতা পুরী তত্র স্থিতাঽভবৎ।
যা চ দেবপুরী রম্যা বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতা॥ ৭ ॥
পঞ্চযোজনবিস্তারা দশযোজনমায়তা।
বসাম্যত্র বরারোহে শতপঞ্চসমাস্তথা॥ ৮ ॥
ভারাবতরণঙ্কৃত্বা দেবানাং সুমহৎপ্রিয়ম্।
পুনরপ্যাগমিষ্যামি স্বর্লোকম্প্রতি সুন্দরি॥ ৯ ॥
ভবিষ্যতি বরারোহে ঈশ্বরঃ সদৃশো মম।
দুর্ব্বাসা ইতি বিখ্যাতঃ শপিষ্যতি কুলং মম॥ ১০ ॥
তস্য শাপাভিসন্তাপাদ্দ্বারকাবাসিনো ধরে।
বৃষ্ণ্যন্ধকাশ্চ ভোজাশ্চ গমিষ্যন্তি যমক্ষয়ম্॥ ১১ ॥
চন্দ্রপাণ্ডুরসঙ্কাশো বনমালী হলাযুধঃ।
হলেনাকৃষ্য নগরং সমুদ্রঙ্গময়িষ্যতি॥ ১২ ॥
নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা।
উভৌ তৌ চরণৌ গৃহ্য পুনঃ পপ্রচ্ছ মাধবী॥ ১৩ ॥

ধরণ্যুবাচ।

লোকনাথোঽসি সর্ব্বেষাং দেব মায়াকরণ্ডক।
শপিষ্যতি কথং তত্র দুর্ব্বাসাস্তদ্বদস্ব মে॥ ১৪ ॥

বরাহ উবাচ।

তত্র জাম্ববতী নাম মম পত্নী ভবিষ্যতি।
রূপযৌবনসম্পন্না মম ভোগসমন্বিতা॥ ১৫ ॥
তস্যাঃ পুত্রো মহাভাগে রূপযৌবনদর্পিতঃ।
সাম্ব ইত্যভিবিখ্যাতো মমৈব সততম্প্রিয়ঃ॥ ১৬ ॥
তেনৈব ক্রীড়মানেন কৃত্বা গর্ভমতথ্যতঃ।
স পৃষ্টঃ পরমশ্রেষ্ঠ ঋষিরেষা প্রসোষ্যতি।
পুত্রকামা স্ত্রিয়ং বালা মুনে তৎ প্রব্রবীহি মে॥ ১৭ ॥
সাম্বোঽয়মিতি চ জ্ঞাত্বা স মুনিঃ কোপমূর্চ্ছিতঃ।
উবাচ তর্হি তে গর্ভান্মুসলং কুলনাশনম্।
যেন বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ সর্ব্বে গমিষ্যন্তি যমক্ষয়ম্॥ ১৮ ॥
শ্রুত্বা দুর্ব্বাসসঃ শাপন্তে চ সর্ব্বে কুমারকাঃ।
শাপেন সন্তপ্তধিয়ো মামূচুর্ভয়সংযুতাঃ॥ ১৯ ॥
ততস্তানাগতান্ দৃষ্ট্বা কুমারান্ স্পৃষ্টবানহম্।
তে চ মামব্রুবন্ সর্ব্বে যথাবৃত্তং সমুৎসুকাঃ॥ ২০ ॥
তচ্চ তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রোক্তবানস্মি তচ্ছৃণু।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো দুর্ব্বাসা যদুবাচ হ॥ ২১ ॥
এবন্তে কথিতং ভূমে বৃষ্ণ্যাদিশাপকারণম্।
তত্র স্থানানি মে ভূমে কথ্যমানানি বৈ শৃণু॥ ২২ ॥
দ্বারকায়াং মহাভাগে বৈষ্ণবানাং সুখাবহে।
অস্তি পঞ্চসরো নাম গুহ্যং ক্ষেত্রং পরং মম।
সমুদ্রতীরমুৎসৃজ্য মম কর্ম্ম সুখাবহম্॥ ২৩ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত ষষ্ঠকালোষিতোনরঃ।
মোদতে নাকপৃষ্ঠে তু অপ্সরোগণসঙ্কুলে॥ ২৪ ॥

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ ক্ষেত্রে পঞ্চসরে মম।
দেবলোকং সমুৎসৃজ্য মম লোকে মহীয়তে॥ ২৫ ॥
প্লক্ষো বৈ তত্র সুশ্রোণি শতশাখোমহাদ্রুমঃ।
সুফলৈঃ শোভনৈঃ কুম্ভাকৃতিভির্বহুভিঃ ফলৈঃ॥ ২৬ ॥
বহবস্তত্র গচ্ছন্তি লাভলোল্যেন মানবাঃ।
ফলং ন লভতে কশ্চিন্মুক্ত্বা ভাগবতং নরম্॥ ২৭ ॥
লভন্তে যে ফলং তত্র মুক্তাঃ পাপেন কর্ম্মণা।
তে লভন্তে পরাং সিদ্ধিং মম কর্ম্মণি সংস্থিতাঃ॥ ২৮ ॥
প্রভাসমিতি বিখ্যাতং তস্মিংস্তীর্থে পরে মম।
মনুজা যং ন পশ্যন্তি রাগলোভসমন্বিতাঃ॥ ২৯ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত পঞ্চভক্তোষিতো নরঃ।
মোদতে সপ্তদ্বীপেষু গুহ্যানি চ স গচ্ছতি॥ ৩০ ॥
অথ চেন্মুঞ্চতে প্রাণান্ প্রভাসে গতকিল্বিষঃ।
সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৩১ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং মহাভাগে কথ্যমানং ময়া শৃণু।
প্রভাসে যত্র শৃণ্বন্তি সাগরে ন মরম্প্রতি॥ ৩২ ॥
মকরাস্তত্র দৃশ্যন্তে ভ্রমমাণাস্ততস্ততঃ।
ন কিঞ্চিদপরাধ্যন্তি স্নায়মানা জলে ততঃ॥ ৩৩ ॥
অথাত্র প্রক্ষিপেৎ পিণ্ডান্ প্রসন্নে সলিলে নরঃ।
অসম্প্রাপ্তে চ গৃহ্ণন্তি এবমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৩৪ ॥
পাপকর্ম্মরতস্যাপি ন গৃহ্ণন্তি জলম্প্রতি।
ধর্ম্মাত্মনাঞ্চ গৃহ্ণন্তি পিণ্ডমেব ন সংশয়ঃ॥ ৩৫ ॥
পঞ্চপিণ্ডমিতি খ্যাতং তস্মিন্ গুহ্যং পরং মম।
অগাধস্যাপ্যপারস্য ক্রোশবিস্তার এব চ॥ ৩৬ ॥

তত্রাভিষেকঙ্কুর্ব্বীত পঞ্চকালোষিতোনরঃ।
মোদতে শক্রলোকে স এবমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৩৭ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ পঞ্চকুণ্ডে যশস্বিনি।
শক্রলোকম্পরিত্যজ্য মম লোকং স গচ্ছতি॥ ৩৮ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং মহাভাগে কথ্যমানং ময়া শৃণু।
ন পশ্যেৎ পাপকর্ম্মা বৈ শুভকর্ম্মৈব পশ্যতি॥ ৩৯ ॥
চতুর্বিংশতিদ্বাদশ্যাং মধ্যাহ্নে চ দিবাকরে।
রৌপ্যং স্থবর্ণকম্পদ্মং দৃশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪০ ॥
ক্ষেত্রং সঙ্গমনং নাম তস্মিংস্তীর্থে পরং মম।
ধারাঃ পতন্তি চত্বারি মণিপূরগিরৌ শ্রিতাঃ॥ ৪১ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত চতুর্ভক্তোষিতোনরঃ।
বৈখানসেষু লোকেষু মোদতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪২ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম ভক্তিপরায়ণঃ।
ত্যক্ত্বা বৈখানসাল্লোঁকান্মম লোকং স গচ্ছতি॥ ৪৩ ॥
তত্রাপি পরমাশ্চর্য্যং কথ্যমানং শৃণুষ্ব মে।
দৃশ্যন্তে যানি কুণ্ডেষু মণিপূরগিরৌ তথা॥ ৪৪ ॥
প্রক্ষীয়মাণে পাপে তু নয়তে তজ্জলং ভুবি।
স্নায়মানেষু পাপেষু ন পতেত্তদ্যথা পুরা॥ ৪৫ ॥
হংসকুণ্ডেতি বিখ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরে মম।
ধারা চৈকা পতত্যত্র মণিপূরগিরৌ শ্রিতা॥ ৪৬ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত ষষ্ঠকালোষিতোনরঃ।
মুক্তসঙ্গো মহাভাগে মোদতে বরুণালয়ে॥ ৪৭ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ হংসকুণ্ডে বরাননে।
বারুণং লোকমুৎসৃজ্য মম লোকে মহীয়তে॥ ৪৮ ॥

তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি হংসকুণ্ডে যশস্বিনি।
শুদ্ধাঃ পশ্যন্তি মনুজাঃ পাপকর্ম্মা ন পশ্যতি ॥ ৪৯ ॥
চতুর্বিংশতিদ্বাদশ্যাং মধ্যাহ্নে চ দিবাকরে।
হংসাশ্চৈবাত্র দৃশ্যন্তে চন্দ্রকুন্দসমপ্রভাঃ ॥ ৫০ ॥
যস্তত্র পশ্যতে হংসান্ ভ্রমমাণানিতস্ততঃ।
লভন্তে তে পরাং সিদ্ধিং ধরে নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥
কদম্বমিতি বিখ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
বৃক্ষয়ো যত্র বৈ শুদ্ধাঃ সংপ্রাপ্তাশ্চ মমালয়ম্ ॥ ৫২ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত চতুঃকালোষিতোনরঃ।
মোদতে ঋষিলোকেষু পুণ্যাত্মা বৈ ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
ঋষিলোকং পরিত্যজ্য মম লোকং প্রপদ্যতে ॥ ৫৪ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং মহাভাগে কথ্যমানং শৃণুষ্ব মে।
কদম্বাৎ পততে ধারা তত্র পূর্ব্বং বিনিঃসৃতা ॥ ৫৫ ॥
স কদম্বো মহাভাগে মাঘমাসস্য দ্বাদশী।
পুষ্পাণি বৈ প্রকটযত্যুদয়স্থে দিবাকরে ॥ ৫৬ ॥
যে বা লভন্তে তৎপুষ্পং মম মার্গানুসারিণঃ।
তে লভন্তে পরাং সিদ্ধিমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
চক্রতীর্থমিতি খ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
পঞ্চ ধারাঃ পতন্ত্যত্র মণিপূরসমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৮ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পঞ্চকালোষিতো নরঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে স মোদতে ॥ ৫৯ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণাল্লোঁভমোহবিবর্জ্জিতঃ।

সর্ব্বান্ স্বর্গান্ সমুৎসৃজ্য মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৬০ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি কথ্যমানং শৃণুষ্ব মে।
অন্যৈথৈতন্ন পশ্যন্তি মম কর্ম্মপরায়ণাঃ॥ ৬১ ॥
চতুর্বিংশতিদ্বাদশ্যামর্দ্ধরাত্রে যশস্বিনি।
শ্রূয়তে তত্র নির্ঘোষো মনঃকর্ণসুখাবহঃ॥ ৬২ ॥
সুগন্ধোবহতে বায়ুর্বহুমাল্যসমন্বিতঃ।
দুর্ল্লভঃ পাপিনাঞ্চৈব সুলভঃ পুণ্যকর্ম্মিণাম্॥ ৬৩ ॥
তস্য চোত্তরপার্শ্বেন অশোকশ্চ মহাদ্রুমঃ।
পুষ্পতে সোঽথ তত্রাপি সূর্য্যে চাভ্যুদিতে সতি॥ ৬৪ ॥
যে তত্র লভতে পুষ্পং মম মার্গানুসারিণঃ।
তে লভন্তে পরাং সিদ্ধিং এবং ভূমে ন সংশয়ঃ॥ ৬৫ ॥
অস্তি রৈবতকং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
সর্ব্বলোকেষু বিখ্যাতং যত্র বিক্রীড়িতং ময়া॥ ৬৬ ॥
বহুগুল্মলতাকীর্ণং বহুপুষ্পৈশ্চ শোভিতম্।
বহুবর্ণশিলাপঙ্কা গুহাশ্চাপি দিশো দশ।
বাপ্যশ্চ কন্দরাশ্চৈব দেবানামপি দুর্ল্লভাঃ॥ ৬৭ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত ষষ্ঠকালোষিতোনরঃ।
গচ্ছতে সোমলোকায় কৃতকৃত্যো ন সংশয়ঃ॥ ৬৮ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মসু নিষ্ঠিতঃ।
সোমলোকং সমুৎসৃজ্য মম লোকং প্রপদ্যতে॥ ৬৯ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং মহাভাগে কথ্যমানং ময়া শৃণু।
পশ্যন্তি মনুজাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মকামা ন সংশয়ঃ॥ ৭০ ॥
পতন্তি সর্ব্ববৃক্ষাণাং পত্রাণি সুবহূন্যপি।

একস্থাপি ন দৃশ্যেত প্রসন্নং যাতি তজ্জলম্।
স চ পূর্ব্বেণ পার্শ্বেণ শোভতে বৈ মহাদ্রুমঃ॥ ৭১ ॥
অপরো মম পার্শ্বেণ দেবানামপি দুর্ল্লভঃ।
পঞ্চক্রোশসুবিস্তারঃ শোভতে বৈ মহাদ্রুমঃ॥ ৭২ ॥
পদ্মৈশ্চৈবোৎপলৈশ্ছন্নং সুগন্ধিকুসুমৈঃ সহ।
বহুমৎস্যজলাকীর্ণং সর্ব্বতস্তু ফলান্বিতম্।
শিলাতলগুহাচ্ছন্নং সুগন্ধিকুসুমৈঃ সহ॥ ৭৩ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত অষ্টভক্তোষিতো নরঃ।
মোদতে নন্দনে দিব্যে অপ্সরোভিঃ সমন্বিতে॥ ৭৪ ॥
অত্রাশ্চর্য্যং মহাভাগে কথ্যমানং ময়া শৃণু।
পশ্যন্তি মনুজাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মকামা ন সংশয়ঃ॥ ৭৫ ॥
মধ্যাহ্নে চ পুনঃ পূর্ণশ্চার্দ্ধরাত্রে সমোবহেৎ।
বর্দ্ধতে ক্ষীয়তে চৈব যথৈব চ মহোদধিঃ॥ ৭৬ ॥
তস্য পশ্চিমপার্শ্বে তু বিল্বশ্চৈব মহাদ্রুমঃ।
চতুর্বিশতিদ্বাদশ্যাং স পুষ্পতি চ নিষ্কলম্॥ ৭৭ ॥
পশ্যতে শুভকর্ম্মা চ পাপকর্ম্মা ন পশ্যতি।
দৃশ্যতে চ মহাভাগে অস্তমেতে দিবাকরে॥ ৭৮ ॥
যস্তত্র লভতে পুষ্পং মম মার্গানুসারকঃ।
স লভেত পরাং সিদ্ধিমেবম্ভূমি ন সংশয়ঃ॥ ৭৯ ॥
বিষ্ণুসংক্রমণং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরে মম।
বিদ্ধোঽস্মি যত্র ব্যাধেন স্বমূর্ত্তিং চাস্থিতঃ পুনঃ॥ ৮০ ॥
তত্র কুণ্ডং মহাভাগে মণিপূরগিরৌ শ্রুতম্।
ধারা চৈকা পতত্যত্র লাভালাভবিবর্জিতঃ।
সূর্য্যলোকং সমুৎসৃজ্য মম লোকে মহীয়তে॥ ৮১ ॥

তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণুং শক্রগণেশ্বরম্।
পাপিনাং যস্তু দুর্দ্দর্শঃ সুদৃশ্যঃ পুণ্যচারিণাম্॥ ৮২॥
তস্য দক্ষিণপার্শ্বেন অশ্বত্থো বৈ মহাদ্রুমঃ।
চতুর্বিংশতিদ্বাদশ্যাং মধ্যাহ্নে তু দিবাকরে॥ ৮৩॥
ফলতে স যথান্যায়ং সর্ব্বভাগবতপ্রিয়ম্।
উচ্চৈশ্চৈব বিশালশ্চ মনোজ্ঞশ্চৈব শীতলঃ॥ ৮৪॥
যে লভন্তে ফলং তত্র মম মার্গানুসারিণঃ।
তে লভন্তে পরাং সিদ্ধিমেবমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৮৫॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাভাগে তিষ্ঠামি চোত্তরামুখঃ।
সর্ব্বভাগবতপ্রীতিং সমুদ্রতটমাশ্রিতঃ॥ ৮৬॥
অহং রামেণ সহিতঃ সা চ একাদশী শুভা।
ত্রীণি তত্রৈব তিষ্ঠামো দ্বারকায়াং যশস্বিনি॥ ৮৭॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাভাগে ত্রয়ো মোদামহে বয়ম্।
ত্রিংশদ্যোজনবিস্তারঃ সর্ব্বতস্তু দিশো দশ॥ ৮৮॥
তত্র গত্বা বরারোহে যে মাং দ্রক্ষ্যন্তি ভক্তিতঃ।
অদীর্ঘেণৈব কালেন প্রাপ্নুবন্তি পরাঙ্গতিম্॥ ৮৯॥
আখ্যানানাং মহাখ্যানং শান্তীনাং শান্তিরুত্তমা।
ধর্ম্মাণাং পরমো ধর্ম্মো দ্যুতীনাং পরমা দ্যুতিঃ॥ ৯০॥
লাভানাং পরমো লাভঃ ক্রিয়াণাং পরমা ক্রিয়া।
শ্রুতীনাং পরমং শ্রেষ্ঠং তপসাঞ্চ পরং তপঃ॥ ৯১॥
এতন্মরণকালেঽপি মা কদাচিত্তু বিস্মরেৎ।
যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং মম লোকায় গচ্ছতি॥ ৯২॥
য এতৎ পঠতে ভদ্রে কল্যমুত্থায় মানবঃ।
সকুল্যাস্তারিতাস্তেন সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ॥ ৯৩॥

এতত্তে কথিতম্ভদ্রে দ্বারকায়াঃ স্থনিশ্চয়ম্।
উচিতেনোপচারেণ কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে দ্বারবতীমাহাত্ম্যবর্ণনো নাম
উনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

দ্বারকায়াস্তু মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা হ্যেতৎ সুভাষিতম্।
হৃষ্টোবাচ তদা দেবং ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা ॥ ১ ॥

ধরণ্যুবাচ।

অহো দেব প্রসাদশ্চ যত্ত্বয়া পরিকীর্ত্তিতম্।
শ্রুত্বৈতৎ পরমং পুণ্যং প্রাপ্তাস্মি পরমাং শ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥
এতস্মাদপি চেদ্‌গুহ্যং লোকনাথ জনার্দ্দন।
যদ্যস্তি প্রোচ্যতাং মহ্যঙ্কৃপা চেৎপরমাঽপি তে ॥ ৩ ॥
ততো মহীবচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ।
বরাহরূপী ভগবান্ প্রত্যুবাচ বসুন্ধরাম্ ॥ ৪ ॥

বরাহ উবাচ।

সানন্দূরেতি বিখ্যাতং ভূমে গুহ্যম্পরং মম।
উত্তরে তু সমুদ্রস্য মলয়স্য তু দক্ষিণে ॥ ৫ ॥
তত্র তিষ্ঠামি বসুধে উদীচীং দিশমাশ্রিতঃ।
প্রতিমা বৈ মদীয়াস্তি নাত্যুচ্চা নাতিনীচকা ॥ ৬ ॥

আয়সীন্তাং বদন্ত্যেকে অন্যে তাম্রময়ীন্তথা।
কাংস্যাং রীতিময়ীমন্যে কেচিৎ সীসকনির্ম্মিতাম্।
শিলাময়ীমিত্যপরে মহদাশ্চর্য্যরূপিণীম্ ॥ ৭ ॥
তত্র স্থানানি বৈ ভূমে কথ্যমানানি বৈ শৃণু।
মনুজা যত্র মুচ্যন্তে গতাঃ সংসারসাগরম্ ॥ ৮ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি সানন্দূরে যশস্বিনি।
সৌবর্ণং দৃশ্যতে পদ্মং মধ্যাহ্নে তু দিবাকরে ॥ ৯ ॥
যত্র রামগৃহং নাম মম গুহ্যং যশস্বিনি।
তত্রাপি শৃণু চাশ্চর্য্যং যশ্চাপি পরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥
একা তত্র লতা বৃক্ষে উচ্চৈস্থূলো মহাদ্রুমঃ।
সমুদ্রমধ্যে তিষ্ঠন্তং কোঽপি তত্র ন পশ্যতি ॥ ১১ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি মহাশ্চর্য্যং বসুন্ধরে।
মম ভক্তা হি পশ্যন্তি তিষ্ঠমানাঃ স্বকর্ম্মণা।
বহুমৎস্যসহস্রাণি কোট্যোহ্যর্ব্বুদমেব চ ॥ ১২ ॥
ক্ষিপ্তঃ পিণ্ডশ্চ তন্মধ্যে যেন কেন বিকর্ম্মিণা।
একস্তত্র স্থূলমৎস্যো ভূমে চক্রেণ চাঙ্কিতঃ।
তাবৎ কশ্মিন্ন গৃহ্লাতি যাবত্তেন ন ভক্ষিতঃ ॥ ১৩ ॥
তত্র রামসরো নাম গুহ্যক্ষেত্রং পরং মম।
অগাধঞ্চাপ্যপারঞ্চ রক্তপদ্মবিভূষিতম্ ॥ ১৪ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত একরাত্রোষিতো নরঃ।
বুধস্য ভবনঙ্গত্বা মোদতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥
অথ প্রাণান্ প্রমুচ্যেত তস্মিন্ সরসি সুন্দরি।
বুধস্য ভবনং ত্যক্ত্বা মম লোকম্প্রপদ্যতে ॥ ১৬ ॥
তস্মিন্নাম সরস্যাশ্চৈরাশ্চর্য্যং শৃণু সুন্দরি।

মনুজাস্তন্ন পশ্যন্তি মম কর্ম্মরতা ন যে॥ ১৭ ॥
তৎসরঃ ক্রোশবিস্তারং বহুগুল্মলতাবৃতম্।
মনোজ্ঞং রমণীয়ঞ্চ জলজৈশ্চাপি সংবৃতম্॥ ১৮ ॥
তত্র রূঢ়ানি পদ্মানি দ্যোতয়ন্তি দিশো দশ।
একন্তু দৃশ্যতে শ্বেতমজ্জং রুক্মময়ং তথা॥ ১৯ ॥
তত্র ব্রহ্মসরস্যুচ্চৈরুত্তরম্পার্শ্বমাশ্রিতা।
ধারা চৈকা প্রপতিত স্থূলা মুসলসন্নিভা॥ ২০ ॥
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত ষষ্ঠকালোষিতোনরঃ।
ব্রহ্মলোকং সমাসাদ্য মোদতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২১ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণৈর্ভূমে ব্রহ্মসরস্যপি।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতো মম লোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ২২ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং মহাভাগে রম্যে ব্রহ্মসরে শৃণু।
মদ্ভক্তা যচ্চ পশ্যন্তি ঘোরসংসারমোক্ষণম্॥ ২৩ ॥
চতুর্বিংশতিদ্বাদশ্যাং সা ধারা পৃথুলেক্ষণে।
মধ্যাহ্নে পততে ভূমি যাবৎ সূর্য্যস্ত তিষ্ঠতি॥ ২৪ ॥
পরিবৃতে তু মধ্যাহ্নে সা ধারা ন পতেদ্ভুবি।
এবং তত্র মহাশ্চর্য্যং পুণ্যব্রহ্মসরোবরে॥ ২৫ ॥
অস্তি সঙ্গমনং নাম গুহ্যক্ষেত্রম্ পরং মম।
সমুদ্রশ্চৈব রামশ্চ সমেয্যেতে বরাঙ্গনে॥ ২৬ ॥
তম কুণ্ডম্ মহাভাগে প্রসন্নবিমলোদকম্।
বহুগুল্মলতাকীর্ণম্ শোভিতঞ্চ বিহঙ্গমৈঃ॥ ২৭ ॥
সমুদ্রস্য তু পার্শ্বেণ অদূরাত্তত্র যোজনাৎ।
মণ্ডিতম্ কুমুদৈঃ পদ্মৈঃ সুগন্ধৈশ্চোত্তমৈস্তথা॥ ২৮ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত ষষ্ঠকালোষিতোনরঃ।

সমুদ্রভবনঙ্গত্বা মম লোকম্প্রপদ্যতে ।। ২৯ ।।
তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি কুণ্ডং রামস্য সঙ্গমে ।
যদ্দৃষ্ট্বা মনুজাস্তত্র ভ্রমন্তি বিগতজ্বরাঃ ।। ৩০ ।।
যানি কানি চ পর্ণানি পতন্তি জলসংসদি ।
একমপ্যত্র পশ্যন্তি ন কেঽপি বসুধে নরাঃ ॥ ৩১ ॥
অচ্ছিদ্রাণি চ পত্রাণি তস্মিন্রামস্য সঙ্গমে ।
প্রপন্নেনাপি মার্গং তচ্ছিদ্রং তত্র ন পশ্যতি ॥ ৩২ ॥
অস্তি শক্রসরো নাম গুহ্যঙ্ক্ষেত্রং পরং মম ।
তত্র পূর্ব্বেণ পার্শ্বেণ অদূরাদর্দ্ধযোজনাৎ ॥ ৩৩ ॥
তস্য কুণ্ডস্য সুশ্রোণি চতস্রো দিশমাশ্রিতাঃ ।
ধারাঃ পতন্তি কল্যাণি প্রসন্নসলিলাস্তথা ॥ ৩৪ ॥
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত চতুষ্কালোষিতো নরঃ ।
চতুর্ণাং লোকপালানাং লোকানাপ্নোতি চোত্তমান্ ॥ ৩৫ ॥
অস্মিংশ্চ শক্রসরসি যদি প্রাণান্ প্রমুঞ্চতি ।
লোকপালান্ সমুৎসৃজ্য মম লোকেষু মোদতে ॥ ৩৬ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং মহাভাগে দৃশ্যতে তচ্ছৃণুষ্ব মে ।
শুদ্ধৈর্ভাগবতৈর্ভূমে সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্ ॥ ৩৭ ॥
তা ধারাশ্চতুরো ভদ্রে পতন্তি চতুরো দিশঃ ।
ন চ তদ্বর্দ্ধতে চাম্ভো ন চৈব পরিহীয়তে ॥ ৩৮ ॥
মাসে ভাদ্রপদে চৈব শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশী ।
শ্রূয়তে গীতনির্ঘোষঃ শ্রুতিকর্ম্মমনোহরঃ ॥ ৩৯ ॥
অস্তি সূর্পারকং নাম গুহ্যং ক্ষেত্রং পরং মম ।
জামদগ্ন্যস্য রামস্য আশ্রমোঽথ ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥
তত্র তিষ্ঠাম্যহং দেবি সমুদ্রতটমাশ্রিতঃ ।

শাল্মলীঞ্চাগ্রতঃ কৃত্বাধিষ্ঠিতশ্রোত্তরামুখঃ॥ ৪১ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত পঞ্চকালোষিতো নরঃ।
ঋষিলোকং ততো গত্বা পশ্যতে চাপ্যরুন্ধতীম্॥ ৪২ ॥
অথ প্রাণান্বিমুঞ্চেত কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
ঋষিলোকং পরিত্যজ্য মম লোকং প্রপদ্যতে॥ ৪৩ ॥
তত্রাশ্চর্য্যং মহাভাগে নমস্কারং চ কুর্ব্বতে।
বর্ষাণি দ্বাদশৈতেন নমস্কারঃ কৃতোভবেৎ॥ ৪৪ ॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাভাগে পশ্যন্তি পরিনিষ্ঠিতাঃ।
পাপাত্মানো ন পশ্যন্তি মম মায়াবিমোহিতাঃ॥ ৪৫ ॥
চতুর্বিংশতিদ্বাদশ্যাং সমুপায়ান্তি শাল্মলীম্।
তত্র পশ্যন্তি সুশ্রোণি শুদ্ধা ভাগবতা নরাঃ॥ ৪৬ ॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাভাগে অস্তি গুহ্যম্পরং মম।
জটাকুণ্ডমিতি খ্যাতং বায়ব্যাং দিশি সংস্থিতম্॥ ৪৭ ॥
তৎকুণ্ডস্য মহাভাগে সমন্তাদ্দশযোজনম্।
মলয়স্য দক্ষিণেন সমুদ্রস্যোত্তরে তথা॥ ৪৮ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত পঞ্চকালোষিতো নরঃ।
অগস্তিভবনং গত্বা মোদতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৯ ॥
অথ প্রাণান্ প্রমুঞ্চেত মম চিন্তাপরায়ণঃ।
অগস্তিভবনং ত্যক্ত্বা মম লোকন্তু গচ্ছতি॥ ৫০ ॥
তস্য কুণ্ডস্য সুশ্রোণি নব ধারা ন কিঞ্চন।
বিস্তারশ্চ মহাভাগে অগাধশ্চ মহার্ণবঃ॥ ৫১ ॥
আশ্চর্য্যং সুমহত্তত্র কথ্যমানং ময়া শৃণু।
যচ্চ পশ্যতি সুশ্রোণি সমন্তাদিতরো জনঃ॥ ৫২ ॥
চতুর্বিংশতিদ্বাদশ্যাং রবাবভ্যুদিতে সতি।

ন বর্দ্ধতি ততশ্চাম্ভো যাবত্তিষ্ঠতি তৎপুনঃ ॥ ৫৩ ॥
এতত্তে কথিতং ভদ্রে সানন্দুরেতি তন্ময়া।
আশ্চর্য্যঞ্চ প্রমাণঞ্চ ভক্তিকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৫৪ ॥
গুহ্যানাং পরমঙ্গুহ্যং স্থানানাং পরমং মহৎ।
যস্ত গচ্ছতি সুশ্রোণি অষ্টভক্তপথে স্থিতঃ।
প্রাপ্নোতি পরমাং সিদ্ধিং মমৈব বচনং যথা ॥ ৫৫ ॥
য এতৎপঠতে নিত্যং যশ্চৈবং শৃণুয়ান্মুদা।
কুলানি তেন তীর্ণানি ষট্ চ ষট্ চ পুনশ্চ ষট্ ॥ ৫৬ ॥
এতন্মরণকালে ন বিস্মর্ত্তব্যঙ্কদাচন।
যদীচ্ছেদ্বিষ্ণুলোকে হি নিষ্কলঙ্গমনং নরঃ ॥ ৫৭ ॥
এতত্তে কথিতম্ভদ্রে ত্বয়া পৃষ্টঞ্চ মাং প্রতি।
উক্তং ভাগবতার্থায় কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে সানন্দুরমাহাত্ম্যবর্ণনো নাম
ঊনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সানন্দুরস্য মাহাত্ম্যমেতচ্ছ্রুত্বা বসুন্ধরা।
কৃতাঞ্জলিপুটা ভূত্বা বরাহং পুনরব্রবীৎ ॥ ১ ॥

ধরণ্যুবাচ।

শ্রুতমেতজ্জগন্নাথ বিষ্ণো গুহ্যমনুত্তমম্।
যচ্ছ্রুত্বা সুমহাভাগ জাতাঽস্মি বিগতজ্বরা ॥ ২ ॥

অপরং বাহস্তি চেৎকিঞ্চিদ্‌গুহ্যং ক্ষেত্রং শুভাবহম্।
সানন্দুরাৎপরঙ্গুহ্যঙ্ক্ষেত্রমস্তি ন বা পরম্॥ ৩ ॥
স্মরকরণ নৃসিংহ লোকনাথ
যুতসস্মরাস্মরধীরদেববীর।
কমলদলসহস্রনেত্ররূপো
জয়তি কৃতান্তসমানকালরূপঃ॥ ৪ ॥
গদ্গদং বচনং শ্রুত্বা পৃথিব্যাঃ স জনার্দ্দনঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং সর্ব্বলোকার্ত্তিহা হরিঃ॥ ৫ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু দেবি চ তত্ত্বেন যন্মাত্বং পরিপৃচ্ছসি।
গুহ্যমন্যৎ প্রবক্ষ্যামি মদ্ভূতঃ কর্ম্মণোজনিঃ॥ ৬ ॥
ততঃ সিদ্ধবটে গত্বা ত্রিংশদ্যোজনদূরতঃ।
ম্লেচ্ছমধ্যে বরারোহে হিমবন্তং সমাশ্রিতম্॥ ৭ ॥
তত্র লোহাঙ্গলে ক্ষেত্রে নিবাসো বিহিতঃ শুভঃ।
গুহ্যং পঞ্চদশাযামং সমন্তাৎ পঞ্চযোজনম্॥ ৮ ॥
দুর্গমং দুঃসহঞ্চৈব পাপৈঃ সর্ব্বত্র বেষ্টিতম্।
সুলভং পুণ্যযুক্তানাং মম চিন্তানুসারিণাম্॥ ৯ ॥
তত্র তিষ্ঠাম্যহং ভদ্রে উদীচীং দিশমাশ্রিতঃ।
হিরণ্যপ্রতিমাং কৃত্বা জাতরূপাং ন সংশয়ঃ॥ ১০ ॥
ততো মে দানবাঃ সর্ব্বে ক্রমন্তো লোকমুত্তমম্।
ময়া চৈবান্তরঙ্কৃত্বা কৃত্বা মায়াং চ বৈষ্ণবীম্॥ ১১ ॥
তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রাশ্চ স্কন্দেন্দ্রসমরুদ্গণাঃ।
আদিত্যা বসবো বায়ুরশ্বিনৌ চ মহৌজসৌ॥ ১২ ॥

সোমো বৃহস্পতিশ্চৈব যে চান্যে বৈ দিবৌকসঃ।
তেষাঞ্চৈবার্গলং দত্ত্বা চক্রং গৃহ্য মহৌজসম্।
শতকোটিসহস্রাণি শীঘ্রমেব নিপাতিতম্॥ ১৩ ॥
ততশ্চ দেবতাঃ সর্ব্বাস্তুষ্যমাণা ইতস্ততঃ।
এবং লোহার্গলং নাম ক্ষেত্রং নাম ময়া কৃতম্॥ ১৪ ॥
ততো দেবাসুরে যুদ্ধে হত্বা ত্রিদশকণ্টকান্।
তেষাং সংস্থাপনং তত্র কৃতঞ্চৈব মহৌজসাম্॥ ১৫ ॥
যো মাং পশ্যতি তত্রস্থং প্রযত্নেন কদাচন।
সোঽপি ভাগবতো ভূমে ভবত্যেব সুনিষ্ঠিতঃ॥ ১৬ ॥
তস্মিন্ কুণ্ডেতি সুশ্রোণি যঃ স্নাতি নিয়তো নরঃ।
উপোষ্য চ ত্রিরাত্রন্তু বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
ততঃ স্বর্গসহস্রেষু মোদতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৭ ॥
অথাঽত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতঃ।
সর্ব্বান্ স্বর্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকং প্রপদ্যতে॥ ১৮ ॥
অন্যচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি যত্র তৎপরমাদ্ভুতম্।
লোকবিস্মাপনার্থায় ময়া তত্র চ যৎকৃতম্॥ ১৯ ॥
চতুর্বিংশতিদ্বাদশ্যাং মাসেন বিধিনা মম।
বলিঃ প্রদীয়তে তত্র সর্ব্বকামবিশোধনঃ॥ ২০ ॥
অশ্বো মে কল্পিতস্তত্র সর্ব্বরত্নবিভূষিতঃ।
শ্বেতঃ কুমুদবর্ণাভঃ শঙ্খকুন্দসমপ্রভঃ॥ ২১ ॥
মার্গণা মে ধনুস্তত্র অক্ষসূত্রং কমণ্ডলুঃ।
আসনং বিততং দিব্যং দীয়তেঽশ্বোপরি স্থিরম্॥ ২২ ॥
শ্বেতপর্ব্বতমারুহ্য পতমানঃ কুরূন্ বহূন্।
পতিতস্তত্র দৃশ্যেত ক্ষতং তত্র ন দৃশ্যতে॥ ২৩ ॥

অনেকান্যেব রূপাণি পাতয়িত্বা নভস্তলাৎ।
শান্তো দান্তঃ পরিক্লিষ্টঃ স চাশ্বোদিবি বর্ত্ততে॥ ২৪ ॥

সূত উবাচ।

ততো ভূম্যা বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মপুত্রো মহামুনিঃ।
বিস্ময়ং পরমম্প্রাপ্তো বিষ্ণুমায়োপবৃংহিতঃ॥ ২৫ ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো ব্রহ্মপুত্রো মহামতিঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ পুনরেব প্রভাষত॥ ২৬ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

ধন্যাসি দেবি সুশ্রোণি সুপুণ্যাসি বরাননে।
দেবি যল্লোকনাথস্য সাক্ষাদ্দর্শনমাগতা॥ ২৭ ॥
পদ্মপত্রবিশালাক্ষী যত্ত্বয়া পরিভাষিতঃ।
তেনোক্তং শংস সকলং সর্ব্বেষাং সুখবর্দ্ধনম্॥ ২৮ ॥

যথা যথা বদসি চ ধর্ম্মসংহিতং
গুহ্যং পরং দেববরপ্রণীতম্।
গুণোত্তমস্কারণসম্প্রযুক্তং
তথা তথা ভাবয়সে মনো মম॥ ২৯ ॥

ততঃ স পুণ্ডরীকাক্ষঃ কিমাচষ্ট ততঃ পরম্।
কর্ম্মণা বিধিদৃষ্টেন সর্ব্বভাগবতপ্রিয়॥ ৩০ ॥

সূত উবাচ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কুমারস্য মহৌজসঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যমাভাষ্য ব্রহ্মণঃ সুতম্।
শৃণু বৎস জগন্নাথো যথা মামাহ নোদিতঃ॥ ৩১ ॥

বরাহ উবাচ।

এবং তত্রৈব কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে বিধিপূর্ব্বকম্।

শোধকানি চ পাপানাং মৃদূনি চ শুভানি চ ॥ ৩২ ॥
অশ্বানাং তৎকুলীনানামাবহন্তি সুমধ্যমে।
নান্যং বহন্তি তে চাশ্বা মম বাহা দুরত্যয়াঃ ॥ ৩৩ ॥
কুণ্ডং পঞ্চসরো নাম গুহ্যং ক্ষেত্রং পরং মম।
ধারাঃ পতন্তি চত্বারি শঙ্খবর্ণা মনোজবাঃ ॥ ৩৪ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত চতুর্ভক্তোষিতো নরঃ।
লোকঞ্চৈত্রাঙ্গদঙ্গত্বা গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে ॥ ৩৫ ॥
অথ চেন্মুঞ্চতে প্রাণাংস্তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরে মম।
গন্ধর্ব্বলোকমুৎসৃজ্য মম লোকায় গচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
ততো নারদকুণ্ডেতি মম ক্ষেত্রে পরে মহৎ।
পঞ্চ ধারাঃ পতন্ত্যত্র তালবৃক্ষসমোপমাঃ ॥ ৩৭ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত একভক্তোষিতো নরঃ।
দেবর্ষিং নারদং পশ্যেন্মোদতে তেন বৈ সমম্ ॥ ৩৮ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম গুহ্যবিনিশ্চিতঃ।
প্রমুচ্য নারদং দিব্যং মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
ততো বসিষ্ঠকুণ্ডেতি তস্মিন্ ক্ষেত্রং পরং মম।
ধারাঃ পতন্তি তিস্রস্তু ন স্থূলা নাতি বৈ কৃশাঃ ॥ ৪০ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পঞ্চকালোষিতো নরঃ।
বাসিষ্ঠং লোকমাসাদ্য মোদতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মসু নিষ্ঠিতঃ।
বাসিষ্ঠং লোকমুৎসৃজ্য মম লোকং প্রপদ্যতে ॥ ৪২ ॥
পঞ্চকুণ্ডেতি বিখ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
পঞ্চ ধারাঃ পতন্ত্যত্র হিমকূটবিনিঃসৃতাঃ ॥ ৪৩ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পঞ্চকালোষিতো নরঃ।

স তত্র গচ্ছতে ভূমে যত্র পঞ্চশিখো মুনিঃ॥ ৪৪ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম ভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পঞ্চচূড়ং সমুৎসৃজ্য স যাতি পরমাঙ্গতিম্॥ ৪৫ ॥
সপ্তর্ষিকুণ্ডং বিখ্যাতমস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
সপ্ত ধারাঃ পতন্ত্যত্র হিমবৎপর্ব্বতস্থিতাঃ॥ ৪৬ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত সপ্তভক্তোষিতো নরঃ।
মোদতে ঋষিলোকেষু ঋষিকন্যাভিসংবৃতঃ॥ ৪৭ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্রাগলোভবিবর্জ্জিতঃ।
সপ্তর্ষীন্ স সমুৎসৃজ্য মোদতে মম সংস্থিতঃ॥ ৪৮ ॥
শরভঙ্গস্য কুণ্ডং বৈ ক্ষেত্রে গুহ্যং পরে মম।
তত্র ধারা পতত্যেকা শরভঙ্গাশ্রিতা নদী॥ ৪৯ ॥
স্নানং যস্তত্র কুর্ব্বীত ষষ্ঠভক্তোষিতো নরঃ।
মোদতে তস্য লোকেষু ঋষিকন্যাপ্রমোদিতঃ॥ ৫০ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
শরভঙ্গং সমুৎসৃজ্য মম লোকে মহীয়তে॥ ৫১ ॥
কুণ্ডমগ্নিসরো নাম সর্ব্বমায়াভিসংবৃতম্।
ভূমিং নীত্বা জলং তত্র তিষ্ঠতে চ বরাননে॥ ৫২ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত অষ্টকালোষিতো নরঃ।
গচ্ছত্যঙ্গিরসো লোকং সুখভাগী ন সংশয়ঃ॥ ৫৩ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
অগ্নিলোকং সমুৎসৃজ্য মম লোকং স গচ্ছতি॥ ৫৪ ॥
কুণ্ডং বৃহস্পতেভূর্মে সর্ব্ববেদোদকাশ্রিতম্।
ধারা চৈকা পতত্যত্র হিমকূটসমাশ্রিতা॥ ৫৫ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত ষষ্ঠকালোষিতো নরঃ।

গত্বা বৃহস্পতের্লোকং মুনিকন্যাভিমোদিতঃ ॥ ৫৬ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম লোকসমাশ্রিতঃ।
সোঽপি যাতি পরাং সিদ্ধিং সমুৎসৃজ্য বৃহস্পতিম্ ॥ ৫৭ ।
বৈশ্বানরস্য কুণ্ডেতি গুহ্যঙ্ক্ষেত্রং পরং মম।
ধারা চৈকা পতত্যত্র দৃশ্যতে হিমসঙ্কয়াৎ ॥ ৫৮ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত ষষ্ঠভক্তোষিতো নরঃ।
গত্বা বৃহস্পতের্লোকং মুনিকন্যাভিমোহিতঃ।
বৈশ্বানরেষু লোকেষু মোদতে নাঽত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
অথাঽত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
বৈশ্বানরং সমুৎসৃজ্য মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৬০ ॥
কার্ত্তিকেয়স্য কুণ্ডেতি গুহ্যঙ্ক্ষেত্রং পরং মম।
যত্র পঞ্চদশ ধারাঃ পতন্তি হিমপর্ব্বতাৎ ॥ ৬১ ॥
তত্র স্নানম্প্রকুর্ব্বীত ষষ্ঠকালোষিতোনরঃ।
কুমারম্পশ্যতে ব্যক্তং সম্মুখং শুভদর্শনম্ ॥ ৬২ ॥
অথাঽত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা চান্দ্রায়ণং শুচিঃ।
কার্ত্তিকেয়ং সমুৎসৃজ্য মোদতে মম মণ্ডলে ॥ ৬৩ ॥
উমাকুণ্ডেতি বিখ্যাতং তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
সা গৌরী যত্র চোৎপন্না মহাদেববরাঙ্গনা ॥ ৬৪ ॥
তত্র স্নানস্তু কুর্ব্বীত দশরাত্রোষিতোনরঃ।
গৌরীং স পশ্যতে দেবীং তস্যা লোকে চ মোদতে ॥ ৬৫॥
অথ প্রাণান্ প্রমুঞ্চেত দশরাত্রোষিতোনরঃ।
উমালোকং সমুৎসৃজ্য মম লোকম্প্রপদ্যতে ॥ ৬৬ ॥
মহেশ্বরস্য বৈ কুণ্ডং যত্র চোদ্বাহিতা উমা।
কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ হংসসারসসেবিতম্ ॥ ৬৭ ॥

তিস্রো ধারাঃ পতন্ত্যত্র হিমবৎপর্ব্বতাশ্রিতাঃ।
স্থূলাশ্চ রমণীয়াশ্চ ন হ্রস্বাশ্চাতিনির্ম্মলাঃ॥ ৬৮ ॥
তত্র স্নানন্তু কুর্ব্বীত দ্বাদশাহোষিতো নরঃ।
মোদতে রুদ্রলোকেষু রুদ্রকন্যাভিরাবৃতঃ॥ ৬৯ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
রুদ্রলোকং সমুৎসৃজ্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ৭০ ॥
প্রখ্যাতং ব্রহ্মকুণ্ডেতি বেদা যত্র সমুত্থিতাঃ।
চতুরো বেদধারাস্তু পতন্তি চ হিমালয়াৎ॥ ৭১ ॥
ততঃ পূর্ব্বেণ পার্শ্বেন সমা ধারা পতেচ্ছুভা।
উচ্চা চ রমণীয়া চ পাণ্ডুরোদকশোভিতা॥ ৭২ ॥
পুনরস্যোত্তরে পার্শ্বে সুবর্ণসদৃশোপমা।
ঋগ্বেদঃ পততে ধারা প্রসন্না বিমলোদকা॥ ৭৩ ॥
অথ পশ্চিমপার্শ্বেন যজুর্ব্বেদেন সংযুতা।
অথ দক্ষিণপার্শ্বেন আথর্ব্বণসমন্বিতা॥ ৭৪ ॥
একা ধারা পতত্যত্র ইন্দ্রগোপকসন্নিভা॥ ৭৫ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং সপ্তরাত্রোষিতো নরঃ।
ব্রহ্মলোকং সমাসাদ্য ব্রহ্মণা সহ মোদতে॥ ৭৬ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণানহঙ্কারবিবর্জ্জিতঃ।
ব্রহ্মলোকং পরিত্যজ্য মম লোকম্প্রপদ্যতে॥ ৭৭ ॥
গুহ্যাখ্যানে মহাভাগে ক্ষেত্রে লোহার্গলে মম।
সিদ্ধিকামেন মর্ত্ত্যেন গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭৮ ॥
সমন্তাৎপঞ্চবিংশন্তু যোজনানি বরাননে।
ন তস্য কর্ম্ম বিদ্যেত স এবমপি সংস্থিতঃ॥ ৭৯ ॥
আখ্যানানাং মহাখ্যানং ধর্ম্মাণাং ধর্ম্ম উত্তমঃ।

পবিত্রাণাং পবিত্রন্তু ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥ ৮০ ॥
যে পঠন্তি মহাভাগে শৃন্বন্তি মৎপথে স্থিতাঃ।
তারিতানি কুলানি স্যুরুভয়ত্র দশাপি চ॥ ৮১ ॥
এতন্মরণকালে তু ন কদাচিত্তু বিস্মরেৎ।
যদিচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং সর্ব্বসংসারমোক্ষণীম্॥ ৮২ ॥
এতত্তে কথিতং ভদ্রে লোহার্গলমনুত্তমম্।
মাহাত্ম্যং পদ্মপত্রাক্ষি গুহ্যং যচ্চ মহোজসম্।
মঙ্গল্যঞ্চ পবিত্রঞ্চ মম ভক্তসুখাবহম্॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে লোহার্গলমাহাত্ম্যবর্ণনো নাম
একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা দেবস্য মাহাত্ম্যং লোহার্গলনিবাসিনঃ।
ত্রৈলোক্যনাথাধিপতের্বিস্ময়ং পরমঙ্গতা॥ ১ ॥

ধরণ্যুবাচ।

পদ্মপত্রবিশালাক্ষ লোকনাথ জগৎপতে।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ দেবেশ শ্রুতং শাস্ত্রং মহোজসম্।
তব শিষ্যা চ দাসী চ ত্বামহং শরণঙ্গতা।
জগদ্ধাতা জগজ্জ্যোতির্জগৎপ্রভুরতন্দ্রিতঃ॥ ৩

তব সম্ভাবনাদ্দেব জাতাস্মি কনকোজ্জ্বলা।
অলঙ্কৃতা চ শস্তা চ সর্ব্বশাস্ত্রেণ মানদ ॥ ৪ ॥
জগদ্ধাতুর্জ্জগচ্ছাস্ত্রকৃতেন হি পরিশ্রমঃ।
ত্বয্যায়ত্তং জগৎসর্ব্বং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥
ইতি কৃত্বা চ মে দেব সাহ্লাদোহৃদি বর্ত্তসে।
লোহার্গলাৎপরং শ্রেষ্ঠং গুহ্যং পরমদুর্ল্লভম্ ॥ ৬ ॥
তীর্থং তদ্বদ কল্যাণং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্।
যদস্তি দুর্ল্লভং তীর্থং তত্ত্বং কথয় মে প্রভো ॥ ৭ ॥

বরাহ উবাচ।

ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।
সমানং মথুরায়া হি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে ॥ ৮ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য প্রিয়ঞ্চ বসুধা তদা।
প্রণম্য শিরসা দেবী বরাহং পুনরব্রবীৎ ॥ ৯ ॥

পৃথিব্যুবাচ।

পুষ্করং নৈমিষঞ্চৈব পুরীং বারাণসীং তথা।
এতান্ হিত্বা মহাভাগ মথুরাং কিং প্রশংসসি ॥ ১০ ॥

বরাহ উবাচ।

শৃণু কাৎস্ন্যেন বসুধে কথ্যমানং ময়ানঘে।
মথুরেতি চ বিখ্যাতং তস্মান্নাস্তি পরং মম।
সা রম্যা চ সুশস্তা চ জন্মভূমিস্তথা মম ॥ ১১ ॥
শৃণু দেবি যথা স্তৌমি মথুরাং পাপহারিণীম্।
তত্র বাসী নরো যাতি মোক্ষং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

মহামাঘ্যাং প্রয়াগে তু যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে দেবি মথুরায়াং দিনে দিনে ॥ ১৩ ॥
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু বারাণস্যান্তু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে দেবি মথুরায়াঙ্ক্ষণেন হি ॥ ১৪ ॥
কার্ত্তিক্যাঞ্চৈব যৎপুণ্যং পুষ্করে তু বসুন্ধরে।
তৎফলং লভতে দেবি মথুরায়াং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥
মথুরান্তু পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতোমম মায়য়া ॥ ১৬ ॥
যঃ শৃণোতি বরারোহে মাথুরং মম মণ্ডলম্।
অন্যেনোচ্চারিতং শশ্বৎ সোঽপি পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৭॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রং সরাংসি চ।
মথুরায়াং প্রয়ান্ত্যত্র সুপ্তে চৈব জনার্দ্দনে ॥ ১৮ ॥
মথুরামণ্ডলং প্রাপ্য শ্রাদ্ধঙ্কৃত্বা যথাবিধি।
তৃপ্তিং প্রয়ান্তি পিতরো যাবৎস্থিত্যগ্রজন্মনঃ ॥ ১৯ ॥
যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ।
তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
কুব্জাম্রকে সৌকরবে মথুরায়াং বিশেষতঃ।
বিনা সাংখ্যেন যোগেন মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
মথুরায়াং মহাপুর্য্যাং যে বসন্তি শুচিব্রতাঃ।
বলিভিক্ষাপ্রদাতারো দেবাস্তে নরবিগ্রহাঃ ॥ ২২ ॥
ভবিষ্যামি বরারোহে দ্বাপরে যুগসংস্থিতে।
যযাতিভূপবংশাচ্চ ক্ষত্রিয়ঃ কুলবর্দ্ধনঃ।
ভবিষ্যামি বরারোহে মথুরায়াং ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
মূর্ত্তিং চতুর্বিধাঙ্কৃত্বা স্থাস্যামি ঋষিভিঃ স্তুতঃ।

বৎসরাণাং শতং তত্র যুদ্ধেষু কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ২৪ ॥
একা চন্দনসঙ্কাশা দ্বিতীয়া কনকপ্রভা।
অশোকসদৃশা চান্যা অন্যা চোৎপলসন্নিভা॥ ২৫ ॥
তত্র গুহ্যানি নামানি ভবিষ্যন্তি মম প্রিয়ে।
পুণ্যানি চ পবিত্রাণি সংসারচ্ছেদনানি চ॥ ২৬ ॥
যত্রাহঞ্ঘাতয়িষ্যামি দ্বাত্রিংশতির্বসুন্ধরে।
দৈত্যান্ ঘোরান্মহাভাগে কংসাদীন্কর্ম্মদূষকান্॥ ২৭ ॥
যমুনা যত্র সুবহা নিত্যসন্নিহিতা ধ্রুবম্।
বৈবস্বতসুতা রম্যা যমুনা যত্র বিশ্রুতা॥ ২৮ ॥
গঙ্গাং প্রাপ্য প্রয়াগে যা বেণীতি প্রথিতা ভুবি।
গঙ্গাশতগুণা পুণ্যা মাথুরে মম মণ্ডলে।
যমুনা বিশ্রুতা দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২৯ ॥
তত্র তীর্থানি গুহ্যানি ভবিষ্যন্তি মমানঘে।
যেষু স্নানে নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥ ৩০ ॥
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
ন জায়তে স মর্ত্ত্যেষু জায়তে চ চতুর্ভুজঃ॥ ৩১ ॥
অবিমুক্তে নরঃ স্নাতো মুক্তিম্প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্!
তথাহত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম লোকং স গচ্ছতি॥ ৩২ ॥
বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকম্প্রপদ্যতে॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বতীর্থেষু যৎস্নানং সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলম্।
তৎফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং গতশ্রমম্॥ ৩৪ ॥
ন চ যজ্ঞৈর্ন তপসা ন ধ্যানৈর্ন চ সংযমৈঃ।
তৎফলং লভতে স্নাতো যথা বিশ্রান্তিসংজ্ঞকে॥ ৩৫ ॥

কালত্রয়ন্তু বসুধে যঃ পশ্যতি গতশ্রমম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণে দ্বে তু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৩৬ ॥
অস্তি চান্যৎ পরং গুহ্যং সর্ব্বসংসারমোক্ষণম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকম্প্রপদ্যতে॥ ৩৭ ॥
প্রয়াগং নাম তীর্থঞ্চ দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরোদেবি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥ ৩৮ ॥
ইন্দ্রলোকং সমাসাদ্য নরোঽসৌ দেবি মোদতে।
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম লোকং স গচ্ছতি॥ ৩৯ ॥
তথা কনখলং নাম তীর্থং গুহ্যম্পরং মম।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে॥ ৪০ ॥
অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥ ৪১ ॥
অস্মিংস্তীর্থে পুরা বৃত্তং তচ্ছৃণুষ বসুন্ধরে॥ ৪২ ॥
পাঞ্চালবিষয়ে দেবি কাম্পিল্যঞ্চ পুরোত্তমম্।
ধনধান্যসমাযুক্তং ব্রহ্মদত্তেন পালিতম্॥ ৪৩ ॥
তস্মিংস্তু বসতে দেবি তিন্দুকো নাম নাপিতঃ॥ ৪৪ ॥
তস্মিংস্তু বসতস্তস্য নাপিতস্য পুরোত্তমে।
কালেন মহতা তস্য কুটুম্বঞ্চ ক্ষয়ঙ্গতম্॥ ৪৫ ॥
ক্ষীণে কুটুম্বে তু তদা সুভৃশং দুঃখপীড়িতঃ।
সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য সোঽগচ্ছন্মথুরাং তদা॥ ৪৬ ॥
ব্রাহ্মণাবসথে সোঽপি বসমানো বসুন্ধরে।
তস্য কর্ম্মশতঙ্কৃত্বা স্নাত্বৈব যমুনাং নদীম্।
নিত্যং স যমুনাং স্নাতি চিরকালং দৃঢ়ব্রতঃ॥ ৪৭ ॥
ততঃ কালেন মহতা পঞ্চত্বং সমুপাগতঃ!

স চ তীর্থপ্রভাবেণ জাতোঽসৌ ব্রাহ্মণোত্তমঃ॥ ৪৮ ॥
তস্মিন্বরগৃহে দেবি ব্রাহ্মণোযোগিনাং বরঃ।
জাতিস্মরো মহাপ্রাজ্ঞো বিষ্ণুভক্তো বসুন্ধরে।
তত্তীর্থস্য প্রভাবেণ জাতা মুক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥ ৪৯ ॥
ততঃ পরং সূর্য্যতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্ত্বারাধিতঃ পুরা।
ভ্রষ্টরাজ্যেন হি তথা ধনকামেন সুন্দরি॥ ৫০ ॥
ঊর্দ্ধ্ববাহুর্নিরাহারস্তুতাপ পরমন্তপঃ।
সাগ্রং সংবৎসরং দেবি ততঃ কামমবাপ্তবান্॥ ৫১ ॥
তস্য প্রসন্নো ভগবান্ দ্যুমণিঃ প্রত্যভাষত।
কিঙ্কারণং বলে ব্রূহি তপস্যসি মহত্তপঃ॥ ৫২ ॥

বলিরুবাচ।

ভ্রষ্টরাজ্যোঽস্মি দেবেশ পাতালে নিবসাম্যহম্।
বিত্তেনাপি বিহীনস্য কুটুম্বভরণঙ্কুতঃ॥ ৫৩ ॥
মুকুটাত্তস্য বৈ সূর্য্যো দদৌ চিন্তামণিং ততঃ।
চিন্তামণিং সমাসাদ্য পাতালমগমদ্বলিঃ॥ ৫৪ ॥
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাতঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তত্রাঽথ মুঞ্চতে প্রাণান্মম লোকঞ্চ গচ্ছতি॥ ৫৫ ॥
আদিত্যাহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজসূয়ফলং লভেৎ॥ ৫৬ ॥
ধ্রুবেণ যত্র সন্তপ্তং স্বেচ্ছয়া পরমং তপঃ।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে।
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্মম লোকে মহীয়তে॥ ৫৭ ॥
ধ্রুবতীর্থে তু বসুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।

পিতৃংস্তারয়তে সর্ব্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ॥ ৫৮ ॥
দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য তীর্থরাজং প্রকীর্ত্তিতম্।
তস্মিন্ স্নাতে নরো দেবি মম লোকম্প্রপদ্যতে॥ ৫৯ ॥
তদ্দক্ষিণে মহাদেবি ঋষিতীর্থং পরং মম।
তত্র স্নাতো নরো দেবি ঋষিলোকম্প্রপদ্যতে।
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম লোকে মহীয়তে॥ ৬০ ॥
দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং পরং মম।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ মোক্ষমেব প্রপদ্যতে॥ ৬১ ॥
তত্র বৈ কোটিতীর্থং হি দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে॥ ৬২ ॥
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
তারিতাঃ পিতরস্তেন তথৈব প্রপিতামহাঃ॥ ৬৩ ॥
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৬৪ ॥
তত্রৈব বায়ুতীর্থন্তু পিতৃণামপি দুর্ল্লভম্।
পিণ্ডদানাত্তু তত্রৈব পিতৃলোকং স গচ্ছতি॥ ৬৫ ॥
গয়াপিণ্ডপ্রদানেন যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং লভতে দেবি জ্যৈষ্ঠে দানান্ন সংশয়ঃ॥ ৬৬ ॥
দ্বাদশৈতানি তীর্থানি দেবানাং দুর্ল্লভানি চ।
স্নানং দানং জপং হোমং সহস্রগুণিতম্ভবেৎ॥ ৬৭ ॥
এষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তীর্থানাঞ্চৈব মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে মথুরাতীর্থপ্রশংসা নাম
দ্বাপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়ঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

উত্তরে শিবকুণ্ডাচ্চ তীর্থানাং নবকং স্মৃতম্।
নবতীর্থাৎপরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ১॥
তত্রৈব স্নানমাত্রেণ সৌভাগ্যং জায়তে পরম্।
রূপবন্তঃ প্রজায়ন্তে স্বর্গলোকে ন সংশয়ঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকম্প্রপদ্যতে॥ ২॥
তত্র সংযমনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
তত্র স্নাতো মৃতো বাপি মম লোকং স গচ্ছতি॥ ৩॥
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
তস্মিন্ সংযমনে তীর্থে যদ্যদ্বৃত্তং পুরাতনম্॥ ৪॥
কশ্চিৎপাপসমাচারো নিষাদো দুষ্টমানসঃ।
বসতে নৈমিষারণ্যে সুপ্রতীতে সুপাপকৃৎ॥ ৫॥
কেনচিত্ত্বথ কার্য্যেণ সোঽগচ্ছন্মথুরাং প্রতি।
তত্র প্রাপ্য চ কালিন্দীং কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্।
স নিষাদস্তর্ত্তুকামস্তস্যাঞ্চৈব তিথৌ ততঃ।
ততার যমুনাং সোঽথ প্রাপ্য সংযমনং শুভে।
মমজ্জাসৌ ততঃ পাপস্তস্মিংস্তীর্থে বরে শুভে।
মগ্নমাত্রস্ততঃ পাপঃ সদ্যঃ প্রাণৈর্ব্যযুজ্যত॥ ৬।৭।৮
তত্তীর্থস্য প্রভাবেণ জাতোঽসৌ পৃথিবীপতিঃ।
সৌরাষ্ট্রবিষয়ে দেবি ক্ষত্রিয়োঽভূদ্ধমূর্দ্ধরঃ।

নাম্না যক্ষ্মধনুর্নাম সোঽভবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
পালয়ামাস বসুধাং ক্ষত্ত্রধর্ম্মসমাশ্রিতঃ॥ ৯। ১০ ॥
তেনোঢ়া কাশীরাজস্য পীবরী নামতঃ শুভা।
পত্নীশতানাং মুখ্যানাং প্রবরা সা বসুন্ধরে॥ ১১ ॥
তাঞ্চৈব রময়ামাস উদ্যানেষু বনেষু চ।
প্রাসাদেষু চ রম্যেষু নদীনাং পুলিনেষু চ॥ ১২ ॥
প্রজাঃ পালয়তস্তস্য দানানি দদতস্তথা।
কালোগচ্ছতি রাজা তু ভোগাশক্তিঞ্চ বিন্দতি॥ ১৩ ॥
ভোগাসক্তস্য বসুধে বর্ষাণি সপ্তসপ্ততিঃ।
পুত্ত্রাঃ সপ্ত তথা জাতাঃ কন্যাঃ পঞ্চ সুশোভনাঃ॥ ১৪ ॥
রাজ্ঞাং পঞ্চসু তা দত্তাঃ কন্যাঃ কমললোচনাঃ।
পুত্ত্রান্ সংস্থাপয়ামাস স্থানেষু বসুধাধিপান্॥ ১৫ ॥
পীবর্য্যা সহ সুপ্তঃ স রাত্রৌ চ বসুধাধিপঃ।
তত্র প্রবুদ্ধো নৃপতির্হা হেতি বদতে মুহুঃ।
স্মৃত্বা তু মথুরাং দেবি স্মৃত্বা সংযমনং পরম্॥ ১৬ ॥
ততঃ সা পীবরীত্যাহ কিমেবং ভাষসে নৃপ।
প্রিয়ায়া বচনং শ্রুত্বা রাজা বচনমব্রবীৎ।
মত্তঃ সুপ্তঃ প্রমত্তশ্চ অসম্বদ্ধং প্রভাষতে।
নিদ্রাবশস্য বচনং ন সম্প্রষ্টুং ত্বমর্হসি॥ ১৭। ১৮ ॥

পীবর্য্যুবাচ।

কথয়স্ব মমাদ্য ত্বং যদ্যহং বল্লভা তব।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যহং দেব গোপয়িষ্যসি মে যদি॥ ১৯ ॥
প্রিয়ায়া বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ নরাধিপঃ।
অবশ্যং যদি বক্তব্যং গচ্ছাবো মথুরাং পুরীম্।

তত্র গত্বা যথাতত্ত্বং বদিষ্যামি শুভাননে॥ ২০ ॥
দদস্ব বিপুলং দানং ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুলোচনে।
পুত্রান্ সংস্থাপ্য দৌহিত্রান্ স্বে স্বে স্থানে শুভান্ প্রিয়ে।
কোশং রত্নানি গ্রামাংশ্চ পুত্রান্বীক্ষ্য পুনঃ পুনঃ॥ ২১ ॥
ততঃ সম্মানয়ামাস জনং পুরনিবাসিনম্।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং পালনীয়ং যথাক্রমম্।
রাজ্যে পুত্রান্নিযোক্ষ্যামি যদি বো রোচতেঽনঘাঃ॥ ২২ ॥
রাজ্যপুত্রকলত্রাণি বন্ধুবর্গং তথৈব চ।
নিত্যমিচ্ছন্তি বৈ লোকো যমস্যেচ্ছানি চান্যথা।
এবং জ্ঞাত্বা প্রপন্নেন কর্ত্তব্যঞ্চাত্মনো হিতম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গচ্ছামো মথুরাং পুরীম্॥ ২৩। ২৪ ॥
অহো কষ্টং যদস্মাভিঃ পুরা রাজ্যমনুষ্ঠিতম্।
ইদানীন্তু ময়া জ্ঞাতং ত্যাগান্নাস্তি পরং সুখম্॥ ২৫ ॥
নাস্তি বিদ্যাসমঞ্চক্ষুর্নাস্তি চক্ষুঃসমং বলম্।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগাৎ পরং সুখম্॥ ২৬ ॥
যঃ কামান্ কুরুতে সর্ব্বান্যশ্চৈতান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ।
প্রায়েণ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে॥ ২৭ ॥
অভিষিচ্য সুতং জ্যেষ্ঠমনুয়োজ্য পরান্ বহূন্।
ততঃ পৌরজনং দৃষ্ট্বা চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
ততঃ কালেন মহতা সম্প্রাপ্তো মথুরাং পুরীম্॥ ২৮ ॥
তেন দৃষ্টা পুরী রম্যা বাসবস্য পুরী যথা।
তীর্থৈর্দ্বাদশভির্যুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা॥ ২৯ ॥
রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্।
তং দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি কৃতকৃত্যো হি জায়তে॥ ৩০ ॥

একাদশী শুক্লপক্ষে মাসি ভাদ্রপদে তথা।
তস্যাং স্নাতো নরো দেবি কৃতকৃত্যো হি জায়তে ॥৩১॥
বনং কুন্দবনং নাম তৃতীয়ঞ্চৈবমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরোদেবি কৃতকৃত্যো হি জায়তে ॥ ৩২ ॥
একাদশী কৃষ্ণপক্ষে মাসি ভাদ্রপদে হি যা।
তত্র স্নাতো নরো দেবি রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩৩ ॥
চতুর্থঙ্কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥ ৩৪ ॥
বিমলস্য চ কুণ্ডে তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যস্তত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৫ ॥
পঞ্চমম্বকুলবনং বনানামুত্তমং বনম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
যমুনায়াঃ পরে পারে দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠং বনমনুত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥
তত্র গত্বা তু বসুধে মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ।
তদ্বনস্য প্রভাবেণ নাগলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥
সপ্তমন্তু বনং ভূমে খাদিরং লোকবিশ্রুতম্।
তত্র গত্বা নরোভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
মহাবনঞ্চাষ্টমন্তু সদৈব তু মম প্রিয়ম্।
যত্র গত্বা তু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৪০ ॥
লোহজঙ্ঘবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্।
নবমন্তু বনং নাম সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ৪১ ॥
বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্।
তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৪২ ॥

একাদশন্তু ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥
ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমম্।
বাসুদেবং ততো দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৪৪ ॥
বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমে মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৪৫ ॥
বৃন্দাবনঞ্চ গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাঙ্গতিম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে ভগবচ্ছাস্ত্রে মথুরাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রয়ঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বরাহ উবাচ।

এবংবিধাঞ্চ মথুরাং দৃষ্ট্বা তৌ মুদমাপতুঃ।
এবন্তু বসতস্তস্য রাজ্ঞস্তত্র বসুন্ধরে।
পপ্রচ্ছ চ তদা ভার্য্যা যদ্গুহ্যং পূর্ব্বভাষিতম্ ॥ ১ ॥
পুরস্থেন তদা রাজ্ঞা বক্ষ্যামি মথুরাম্প্রতি।
তন্মে বদ মহারাজ যদ্গোপ্যং পূর্ব্বভাষিতম্ ॥ ২ ॥
রাজাপ্যুবাচ তাং রাজ্ঞীং ত্বয়াপ্যুক্তং পুরা মম।
তদ্বদস্ব স্বকং গুহ্যং পশ্চাদ্বক্ষ্যাম্যহন্তব ॥ ৩ ॥
ইত্যুক্তা পীবরী জ্ঞাত্বা প্রহস্য তু গুণালয়া।

প্রোবাচ চৈব রাজানং মনসঃ প্রীতিকারণম্ ॥ ৪ ॥
অহন্তু পীবরী নাম গঙ্গাতীরনিবাসিনী।
আগতেমাং পুরীং দ্রষ্টুং কুমুদস্য তু দ্বাদশীম্ ॥ ৫ ॥
নাবমারুহ্য যান্তীহ পতিতা যমুনাজলে।
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুক্তা চ তত্তীর্থস্য প্রভাবতঃ ॥ ৬ ॥
কাশীরাজপতেঃ কন্যা জাতাস্মি বসুধাধিপ।
ত্বয়া বিবাহিতা রাজন্ন চ মাং বিজহাৎ স্মৃতিঃ ॥ ৭ ॥
এতত্তীর্থপ্রভাবেণ ধর্ম্মযুক্তা তথাহনঘ।
ধারাপতনকে তীর্থে ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ ॥ ৮ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজা কথাং প্রাগ্জন্মসম্ভবাম্।
স্বাঙ্কাপ্যকথয়ত্তস্যৈ যথা সংযমনে মৃতঃ ॥ ৯ ॥
এবং তৌ মথুরাম্প্রাপ্য স্নাত্বা যামুনতীর্থয়োঃ।
মাং পশ্যন্তৌ নিয়মতস্তত্রৈব নিধনং গতৌ।
মতৌ সর্ব্বপরিত্যক্তৌ গতৌ মম সলোকতাম্ ॥ ১০ ॥
এতত্তে কথিতং দেবি আশ্চর্য্যং যদভূন্মহৎ।
ত্যক্ত্বা চাত্মতনুং তীর্থে ধারাপতনসংজ্ঞকে।
নাকলোকমবাপ্নোতি ত্যক্তপাপো ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥
যমুনেশ্বরমাসাদ্য ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি দিব্যমূর্ত্তিশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ১২ ॥
ধারাপতনকে স্নাত্বা নাকলোকে স মোদতে।
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ১৩ ।
অতঃ পরং নাগতীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্।
যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ ॥ ১৪ ॥
ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।

যস্মিন্ স্নাতো নরো যাতি সূর্য্যলোকং ন সংশয়ঃ।
অথাঽত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম লোকং স গচ্ছতি॥ ১৫ ॥
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ বসুন্ধরে।
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্মলোকেষু বিশ্রুতম্॥ ১৬ ॥
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ নিয়তো নিয়মাশনঃ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতো মম লোকং স গচ্ছতি॥ ১৭ ॥
সোমতীর্থে তু বসুধে পবিত্রে যমুনাম্ভসি।
যত্র মাং পশ্যতে সোমো দ্বাপরে যুগসংস্থিতে॥ ১৮ ॥
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতঃ।
মোদতে সোমলোকে তু এবমেব ন সংশয়ঃ।
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম লোকং স গচ্ছতি॥ ১৯ ॥
সরস্বত্যাশ্চ পতনং সর্ব্বপাপহরং শুভম্।
তত্র স্নাতো নরোদেবি অবর্ণোঽপি যতির্ভবেৎ॥ ২০ ॥
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি মাথুরে মম মণ্ডলে।
যস্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ॥ ২১ ॥
স্নানমাত্রেণ মনুজো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।
অথাঽত্র মুঞ্চতে প্রাণান্মম লোকং স গচ্ছতি॥ ২২ ॥
দশাশ্বমেধমৃষিভিঃ পূজিতং সর্ব্বদা মুদা।
তত্র যে স্নান্তি নিয়তাস্তেষাং স্বর্গো ন দুর্ল্লভঃ॥ ২৩ ॥
মথুরাপশ্চিমে পার্শ্বে সততমৃষিপূজিতম্।
ব্রহ্মণা সৃষ্টিকালে তু মনসা নির্ম্মিতং পুরা॥ ২৪ ॥
মানসং নাম তীর্থন্তু ঋষিভিঃ পূজিতং পুরা।
তত্র স্নাতা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ॥ ২৫ ॥
তীর্থন্তু বিঘ্নরাজস্য পুণ্যং পাপহরং শুভম্।

বরাহ পুরাণ

প্রথম অধ্যায়।

—()—

সম্বন্ধ।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে।

যে আদিপুরুষ স্বেচ্ছায় বরাহবিগ্রহ ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে পৃথিবীকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, গিরিশ্রেষ্ঠ সুমেরু যাঁহার খুর মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, তাঁহাকে নমস্কার। সাগরপরিবেষ্টিতা ধরিত্রী নদ নদী ও পর্ব্বতাদির সহিত সামান্য মৃৎপিণ্ডবৎ যাঁহার দংষ্ট্রাগ্রে পাতালগর্ভ হইতে উদ্ধৃতা হইয়াছিল, সর্ব্বকল্যাণের নিকেতন, সেই মুরারি, মধুকৈটভহারী, নরকান্তকারী, দশাননসংহারী কংসনিসূদন দেব-দেব জগন্ময় কৃষ্ণ আমার রিপুকুলকে সংহার করুন।

সূত কহিলেন, "ব্রহ্মন্! বসুমতী বরাহরূপী ভগবান্ কর্ত্তৃক উদ্ধৃতা হইলে ভক্তিসহকারে বিভুর চরণে প্রণাম করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রভো! প্রতিকল্পেই আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন; কিন্তু হে কেশব, আদিসর্গে আমি আপনার বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি।

আদিসর্গে বেদচতুষ্টয় নষ্ট হইলে আপনি মৎস্যরূপ ধারণ-পূর্ব্বক রসাতল হইতে তৎসমস্তই উদ্ধার করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার পর দেবাসুর কর্ত্তৃক সাগরমন্থনকালে আপনি কূর্ম্মরূপে মন্দরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া অবস্থিত হইয়াছিলেন; হে মধুসূদন! পুনর্ব্বার আমি মহার্ণবে নিমগ্ন হইলে আপনি দংষ্ট্রা দ্বারা আমাকে উদ্ধার করেন। দুরাচার দৈত্য হিরণ্যকশিপু কমলযোনি ব্রহ্মার বরদানে দর্পিত হইয়া পৃথিবীতে অশেষ উৎপাত করিয়াছিল; ভগবন্। আপনি নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে সংহার করিয়াছিলেন। তাহার পর কার্ত্তবীর্য্যা-র্জ্জুন প্রভৃতি দুরন্ত ক্ষত্রিয়গণের দৌরাত্ম্যে বিশ্বসংসার নিরতিশয় নিপীড়িত হইলে আপনি জামদগ্ন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। প্রভো! আপনার মাহাত্ম্যের কথা কি বলিব? দুর্ব্বৃত্ত দশানা-নের উৎপীড়নে জগৎ অতীব কাতর হইলে আপনি রামরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে সবংশে সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করেন। আপনি বামনরূপে ব্রাহ্মণগৃহে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যরাজ বলিকে পাতালে আবদ্ধ করিয়াছেন; আপ-নার মহিমা বুঝি—আমার এমন সাধ্য কৈ? আপনি নন্দ-গোষ্টে অবতীর্ণ হইয়া কংসাসুরকে সংহার করিয়াছেন; এক্ষণে লোকমোহণ বুদ্ধরূপে লীলা করিতেছেন; হে ভগ-বন্! আপনার চরণে বারম্বার নমস্কার করি।

“প্রভো! আমাকে রসাতল হইতে বারম্বার উদ্ধার করিয়া কেন সৃষ্টি করেন? সৃষ্টি করিয়া কেনই বা পালন

করেন এবং পরিশেষে জগৎসংসার কেন ধ্বংস করিয়া থাকেন ?—এই সকল কারণ কৃপা করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। জগন্নাথ! আপনার চরণযুগল ভবসাগর তরণের তরণীস্বরূপ ; বলুন, প্রভো, কিসে ইহা সহজে লাভ করা যায় ? কোন্ উপায়ে সেই অমরদুর্লভ পদারবিন্দের মকরন্দ-পানে সর্ব্বদা সুখী হইতে পারি ? কিরূপে যুগচতুষ্ট-য়ের সৃষ্টি হয় ? তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি ? কোন্ কোন্ রাজা পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ? কাঁহারাই বা সিদ্ধিলাভ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ? হে কেশব ! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করুন।"

বরাহরূপী ভূতভাবন ভগবান্ পরমেশ্বর ধরণীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন ; তখন জগদ্ধাত্রী সবিস্ময়ে দেখিলেন, ভগবানের কুক্ষি মধ্যে রুদ্রাদি দেবগণ, বসুগণ, সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিবৃন্দ বিরাজ করিতে-ছেন ; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রগণ এবং সপ্তলোকাদি ভুবন তাহার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে ! এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বসুন্ধরা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন ; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। বিস্ময়ে—সাশ্চর্য্যে তিনি নয়ন নিমীলন করিলেন; তাহার পর চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র দেখিতে পাই-লেন শঙ্খচক্র-গদাপাণি নারায়ণ চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসীম অনন্ত মহাসাগরে শেষ-শয়নে শয়ান রহিয়াছেন ! তদ্দর্শনে দেবী জগদ্ধাত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদ্‌গদ্‌স্বরে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন———

হে পদ্মপলাশলোচন, পীতাম্বরধর নারায়ণ ! তোমাকে নমস্কার। সুরারি-নিপাতকারিন্ ! পরমাত্মন্ ! হে শেষপর্য্যঙ্ক-শায়িন্ ! তোমাকে নমস্কার। হে মোক্ষকারিন্ ! দেব দেব দামোদর ! হে শঙ্খচক্রগদাধারিন্ ! চতুর্ভুজ নারায়ণ ! তুমি অজ ও অমর ; তোমার নাভিকমলে বিরিঞ্চি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন ; তুমি সকলের ঈশর, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে শ্রীবৎসলাঞ্ছন ! তোমার অধরৌষ্ঠ, পাণিপল্লব ও চরণ সরোজ বিদ্রুমবৎ আরক্ত ; আমি তোমার সেই চরণতলে শরণ লইলাম ; আমাকে ত্রাণ কর। হে জগন্নাথ ! তোমার পূর্ণ নীলাঞ্জন-বর্ণ বরাহরূপ দর্শন করিয়া ভীতা হইয়াছি ; এক্ষণে আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমারে পরিত্রাণ কর ! আমি তোমার চরণে বারম্বার প্রণাম করিতেছি।”

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আদিভূত-বৃত্তান্ত।
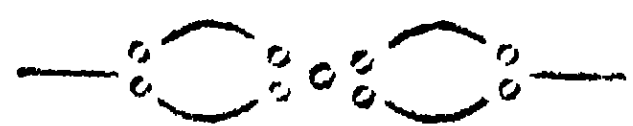
সূত কহিলেন ; হে ব্রহ্মন্ ! জগৎ-চিন্তামণি হরি ধরণীর ভক্তিপূর্ণ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় মায়াপ্রভাবে বরাহরূপ ধারণ-পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন এবং ধরাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে সুশ্রোণি ! এক্ষণে আমি সর্ব্বশাস্ত্রের সার

সংগ্রহ করিয়া পুরাণের বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি ; তুমি তাহা অবহিত মনে শ্রবণ কর।"

বরাহ কহিলেন, "পুরাণ পঞ্চলক্ষণান্বিতঃ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুকীর্ত্তন—এই পাঁচটিই পুরাণের লক্ষণ। হে বরাননে! আমি তোমাকে আদিসর্গের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ কর। ইহাতে দেব ও রাজগণের পবিত্র চরিত যথাক্রমে বর্ণিত হইবে। শোভনে! আমি জীবগণের আত্মাস্বরূপ পরমাত্মা ; সৃষ্টিকালে আমি নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হইয়া থাকি। আমার স্বকীয় মায়া লয়প্রাপ্ত হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র সৎস্বরূপ হইয়াছিল, অর্থাৎ তৎকালে অন্য দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই দেখা যায় নাই। সে সময়ে একমাত্র আমিই প্রকাশ পাইয়াছিলাম ; সুতরাং স্বয়ং দ্রষ্টা হইলেও অন্য কোন দৃশ্যই দেখিতে পাই নাই। অতএব মায়াদি শক্তি লয়প্রাপ্ত হওয়াতে দৃশ্য ও দ্রষ্টৃত্বের অভাবে "আপনি যেন নাই" এইরূপ ধারণা হইতে পারে ; কিন্তু চিৎশক্তি দেদীপ্যমানা ছিল ; এই জন্য আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আমি দ্রষ্টৃস্বরূপ এবং আমার সেই শক্তি কার্য্যকারণরূপা। দেবী! ঐ শক্তিরই নাম মায়া ; আমি ইহার দ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি। সেই মায়া হইতে মহত্তের সৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর সেই মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব উদ্ভূত হইল। সেই অহংবুদ্ধি তিন প্রকার, বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থাৎ রাজস, ও তামস। সাত্ত্বিক অহঙ্কার সৃষ্টির নিমিত্ত

বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মনঃ উৎপন্ন হইল। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এতদুভয়ই রাজস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন; তামসিক অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে শব্দের উৎপত্তি হইল; এই শব্দ হইতেই আকাশ হইয়াছে; তাহাই আমার লিঙ্গশরীর। অনন্তর কাল ও মায়ার অংশ যোগে আমি আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; তাহাতে সেই আকাশ হইতে স্পর্শ জ্ঞান উদ্ভূত ও রূপান্তরিত হইয়া বায়ু সৃষ্টি করিল, অর্থাৎ আকাশ হইতে স্পর্শ-তন্মাত্র দ্বারা পবনের উৎপত্তি হইল। তাহার পর মহাবল-শালী বায়ু আকাশের সহিত বিকার প্রাপ্ত হওয়াতে তাহা হইতে রূপ-তন্মাত্র দ্বারা তেজের সৃষ্টি হইল; ভদ্রে সেই তেজই সকল ভুবনের প্রকাশক।

"দেবি! অনন্তর সেই তেজঃ বায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া বিকারপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে সলিল সৃষ্ট হইল এবং সেই জল হইতে গন্ধতন্মাত্র দ্বারা তোমাকে সৃষ্টি করিলাম। হে ভূতধাত্রি! এই সমস্ত ভূত আমার ইচ্ছাক্রমে পরস্পর মিলিত হওয়াতে সমষ্টি ও ব্যষ্টিস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইল। সেই অণ্ড বহুসহস্র বর্ষ জলের উপর ভাসমান ছিল; আমি সেই অণ্ডকে সচেতিত করিলাম; পরে সেই অণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে আমি তাহা হইতে নির্গমনপূর্ব্বক তাহাকে পৃথক করিয়া অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে পবিত্র গর্ব্ভোদক নামে উদক্ সৃষ্টি করিলাম। সেই জলে আমি সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলাম। দেবি! নার ঐ উদকের নামান্তর; উহা আমার অয়ন

অর্থাৎ স্থিতি-স্থান হওয়াতে আমার নাম নারায়ণ হইয়াছে।

"দেবি! কল্পে কল্পে আমি এই জলের উপর অনন্ত শেষ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকি। তৎকালে আমার দৃষ্টি সৃষ্টির নিমিত্ত সূক্ষ্ম অর্থে অভিনিবিষ্ট হয়; আমার অন্তর-স্থিত সেই সূক্ষ্ম অর্থ কালানুসারে রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত হইয়া পদ্মাকারে মদীয় নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত হইল। বেদময় ব্রহ্মা এই পদ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলাম। কিন্তু তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্রমাগত চিন্তা করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার মহা রোষ সম্ভূত হইল, এবং সেই প্রচণ্ড রোষ হইতে এক নীল-লোহিত বালক উৎপন্ন হইলেন। উৎপন্ন হইয়াই তিনি ক্রমাগত রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে নিবা-রণ করিলেন। অনন্তর সেই বালক রোদন সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আমাকে নাম দিন।" তদনুসারে ব্রহ্মা তাঁহার রুদ্র নাম রাখিলেন ও তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে কহি-লেন; কিন্তু তিনি অশক্ত হইয়া তপশ্চরণ করিবার নিমিত্ত জলে নিমগ্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা স্বীয় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে অন্য এক প্রজাপতি এবং বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে তাঁহার পত্নী সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রজাপতি সেই ভার্য্যায় স্বায়ম্ভুব মনুকে উৎপাদন করেন। এই মনু হইতেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পৃথিবী কহিলেন, "সুরেশ্বর! কল্পারম্ভে কমলযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপ নরায়ণাখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আদিসর্গে

সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট তাহা সবিস্তরে বর্ণন করুন।”

ভগবান কহিলেন, “দেবি! নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা যেরূপে সমস্ত ভূত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তার সহকারে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। অতীব কল্পাবসানে নিশা-যোগে একদা ব্রহ্মা নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সত্বগুণ উদ্রিক্ত হয়; তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, জগৎ-সংসার শূন্য;— কোথাও জীবমাত্রের অস্তিত্ব নাই। হে দেবি! সৃষ্টির অগ্রে আদিস্রষ্টা ব্রহ্মা তমঃ অর্থাৎ স্বরূপের অপ্রকাশ; মোহ অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি; মহামোহ অর্থাৎ ভোগেচ্ছা; তামিস্র অর্থাৎ ক্রোধ ও অন্ধতামিস্র অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু-নাশে আমারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল, এইরূপ বুদ্ধি—এই সকল অজ্ঞানবৃত্তি সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর বৃক্ষলতাদি স্থাবর ও তাহার পর পশ্বাদি তির্য্যগ্‌যোনি সৃষ্ট হইল। কিন্তু প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহাদিগকে অসাধক মনে করিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি ঊর্দ্ধচারিদিগকে সৃষ্টি করিলেন; পুনশ্চ তাঁহাদিগের দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না দেখিয়া তিনি অন্যপ্রকার সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে অর্ব্বাক্‌স্রোত মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হয়। ইহাদের আহার সঞ্চার অধোভাগে হইয়া থাকে। ইহারা রজোগুণ-প্রধান; সুতরাং ইহারা সর্ব্বদা কর্ম্মতৎপর এবং বহুল দুঃখান্বিত। হে সুভগে! এইত নয় প্রকার সৃষ্টির বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। তৎসমুদায়ের মধ্যে প্রথম মহৎ, দ্বিতীয়

পঞ্চতন্মাত্র; তৃতীয় বৈকারিক বা ঐন্দ্রিয়ক। এই তিনটী প্রাকৃত সৃষ্টি; অনন্তর বৈকৃত সৃষ্টির বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ধরণি! বৈকৃত সৃষ্টি পাঁচ প্রকার; মুখ্য, মুখ্য, ইহারা স্থাবর নামে প্রসিদ্ধ,; তাহার পর তির্য্যক্‌স্রোত। তাহার পর উর্দ্ধস্রোত, ইহা সপ্তম সৃষ্টি: অষ্টম, অনুগ্রহ সৃষ্টি; ইহা সাত্বিক ও তামসিক; নবম কৌমার সর্গ। দেবি! এইত প্রজাপতির নয় প্রকার সৃষ্টির বিষয় বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?"

ধরণী কহিলেন, "অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার এই নয় প্রকার সৃষ্টি কি প্রকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এক্ষণে আপনি তাহা কীর্ত্তন করিয়া অনুগৃহীত করুন।"

বরাহদেব কহিলেন, "দেবি! কমলযোনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রথমে রুদ্রাদি তপোধনগণ; তাহার পর সনক, সনন্দ, সনাতন ও সংকুমার; তদনন্তর মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু পুলস্ত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, নারদ সৃষ্ট হইলেন। ব্রহ্মা সনক প্রভৃতিকে নিবৃত্ত্যাখ্য মার্গে এবং নারদকে মুক্ত করিয়া মরীচি প্রভৃতিকে প্রবৃত্তি ধর্ম্মে নিয়োগ করিলেন। যিনি প্রজাপতির দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন, তিনিই আদ্য প্রজাপতি; এই নিখিল জগৎ তাঁহারই বংশ। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও বিহগ সকলই প্রজাপতি দক্ষের কন্যা অদিতি হইতে উদ্ভূত; তাহারা সকলেই পরম ধার্ম্মিক। পরমেষ্ঠি পিতামহ ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার কুটিল ভ্রূকুটি-বিকৃত ললাট হইতে রুদ্র নামে যে পুত্র উদ্ভূত হয়েন, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ নর এবং অপরার্দ্ধ নারী দেহ;—দেখিতে অতি

ভয়ঙ্কর। তাঁহার প্রকৃতি অতীব প্রচণ্ড। "নিজ দেহ বিভাগ করিয়া লও" তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা পুনর্ব্বার অন্তর্দ্ধান করিলেন। তদনুসারে রুদ্র পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গ দ্বিধা বিভক্ত করিলেন; তাহাতে পুরুষ ও স্ত্রী দুইটী পৃথক্ পৃথক্ দেহ হইল। অনন্তর তিনি পুরুষভাগকে আবার একাদশ ভাগে বিভাগ করিলেন। ইহারা একাদশ রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ। দেবি! এইত আমি রুদ্রসর্গ বর্ণন করিলাম। এক্ষণে অল্প কথায় যুগমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে অনঘে! যুগ চারিটী—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সত্যযুগে যে সমস্ত দেব, অসুর ও রাজগণ প্রভৃত দক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে প্রথম কল্পে স্বায়ম্ভুব মনু অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার দুই পুত্র;—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। ইহঁরা উভয়েই তুল্য ধার্ম্মিক ও দেবভক্ত। জ্যেষ্ঠ প্রিয়ব্রত রাজা তপোবলসমন্বিত ও মহা যাজ্ঞিক ছিলেন। তিনি অগণ্য ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভরত প্রভৃতি স্বীয় পুত্রদিগকে সপ্তদ্বীপের সাম্রাজ্যে অভিষেক করিয়া বিশাল বরদায় গমনপূর্ব্বক উৎকট তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েন।

"দেবি! রাজচক্রবর্ত্তী প্রিয়ব্রত এইরূপ কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করিলে দেবর্ষি নারদ তাঁহার দর্শনাভিলাষে তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রিয়ব্রত দেবর্ষিকে দিবাকরের ন্যায় দীপ্তমান তেজে আকাশপথ উদ্ভাসিত করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রোত্থান করিলেন

এবং পাদ্যাদি দানে সৎকার করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর পরস্পরে পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে রাজা প্রিয়ব্রত ব্রহ্মবাদী নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! এই সত্যযুগে আপনি যদি কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট তাহা বর্ণন করুন।"

নারদ কহিলেন, "প্রিয়ব্রত! আমি এক অতি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। গত পরশ্বদিবসে আমি শ্বেতাখ্য দ্বীপে গমন করিয়াছিলাম; তথায় প্রফুল্ল কমলালঙ্কৃত এক বিশাল সরোবর দেখিতে পাইলাম। সেই সরোবর-তীরে এক বিশাললোচনা রমণী নয়নগোচর হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং সেই মধুরভাষিণীকে মধুর কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভদ্রে! তুমি কে? কোথা হইতে এখানে আসিলে? এবং এখানে কি করিতেছ? তোমার অভিপ্রায় কি?" আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই অনবদ্যাঙ্গী কন্যা আমার প্রতি অনিমিষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নির্ব্বাক অবস্থায় অবস্থিতি করিতে দেখিয়া আমার স্মৃতিশক্তি সহসা বিলুপ্ত হইল; আমি সকল দেব, সমস্ত যোগ, শিক্ষা, বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি সমুদায়ই ভুলিয়া গেলাম। কি আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই কুমারী আমার সমস্ত জ্ঞান হরণ করিলেন! আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত ও শোকাকুল হইলাম; এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া যেমন তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম, অমনি তদীয় শরীরে এক দিব্য পুরুষকে দেখিতে পাইলাম; সেই পুরুষের হৃদয়ে অপর একটি

পুরুষ এবং ইহার বক্ষে আবার দ্বাদশাদিত্যের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন একটী রক্তনেত্র পুরুষ দৃষ্ট হইলেন। রাজেন্দ্র! সেই কন্যাশরীরে সেই পুরুষত্রয় দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম, এবং ক্ষণপরে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা-মাত্র দেখিলাম সেই কুমারী একা রহিয়াছেন; কিন্তু সেই পুরুষত্রয়কে আর দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি সেই কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম "ভদ্রে! আমার স্মৃতি-শক্তি হঠাৎ কেন বিলুপ্ত হইল; তাহার কারণ আমার নিকট প্রকাশ কর।"

কন্যা কহিলেন, "আমি সমস্ত বেদের জননী;—নাম সাবিত্রী। তুমি আমাকে জাননা বলিয়া তোমার বেদ-জ্ঞান হরণ করিয়া লইয়াছি।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া যার-পরনাই বিস্মিত হইলাম এবং সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শোভনে! তোমার দেহে সেই যে পুরুষত্রয় দৃষ্ট হইলেন, তাঁহারা কে?"

কন্যা কহিলেন, "সেই যে রমণীয় বিগ্রহধারী সর্ব্বাঙ্গ-বান্ পুরুষ আমার শরীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ ঋগ্বেদ; তাঁহাকে উচ্চারণ করিবামাত্র লোকের পাপ তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহার হৃদয়ে আত্মজরূপে যিনি বিরাজ করিতেছিলেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান সাক্ষাৎ ব্রহ্মা; তিনিই যজুর্ব্বেদ, এবং তাঁহার বক্ষে অবার যিনি আসীন ছিলেন, সেই জ্বলন্ত অনলসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট পুরুষ স্বয়ং রুদ্ররূপী সামবেদ। ইনি আদিত্যের ন্যায় সকল পাপ ধ্বংস করিয়া থাকেন। এই সেই মহাবেদত্রয় ত্রিগু-

ণাত্মক বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই অকারাদি বর্ণমালা এবং বচনসমূহ। এক্ষণে তোমার স্মৃতিশক্তি পুনরুদ্রিক্ত হইল, তুমি ত্রিবেদ ও সর্ব্বশাস্ত্র এবং তোমার সর্ব্বজ্ঞত্ব পুনর্গ্রহণ করিয়া এই বেদ-সরোবরে স্নান কর, তাহা হইলেই তোমার জন্মান্তরীয় কথা মনে পড়িবে। এই কথা বলিয়া বেদমাতা সাবিত্রী অন্তর্দ্ধান করিলেন। অতঃপর আমি সেই বেদসরোবরে স্নান করিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

তৃতীয় অধ্যায়।

নারদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত।

প্রিয়ব্রত কহিলেন "দেবর্ষে! আপনার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুন।"

নারদ কহিলেন, "রাজেন্দ্র! বেদমাতা সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণে সেই বেদ-সরোবরে স্নান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমার পূর্ব্বজন্মের সমস্ত কাহিনী স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। এক্ষণে আমি তোমার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

"মহীপতে! পূর্ব্বে অপর এক সত্যযুগে আমি অবন্তী-পুরে এক ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করি। পিতা আমার নাম

সারস্বত রাখেন ; ঈশ্বরানুগ্রহে আমি সমস্ত বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রেই পারদর্শী হইয়াছিলাম। আমার বহু ভৃত্য, পরিবারবর্গ এবং বিপুল ধনধান্যও ছিল ; ফলতঃ সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত হইয়া আমি এক প্রকার সুখে জীবন যাপন করিতাম ; কিন্তু আমার অন্তঃকরণ সময়ে সময়ে সংসারসুখে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত এবং আমি প্রায়ই ভাবিতাম, "হায় ! পরম পদার্থ ভুলিয়া আর কতদিন এই অসার অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখে মগ্ন হইয়া থাকিব ; সাংসারিক দ্বন্দ্বে আর কতকাল অমূল্য জীবন বৃথা নষ্ট করিব ? এই সমস্ত ধন, এই সকল পুত্র-কন্যা, আত্মীয় স্বজন, এই সমুদায় বিষয়-সম্পত্তি লইয়া আমার কি হইবে ? অতএব এই সমস্ত অসার পদার্থ ত্যাগ করিয়া পরম পদার্থ হরির চরণ-তরি-লাভের সোপানস্বরূপ তপস্যায় মনোনিবেশ করি।" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া আমি সমস্ত বিষয়সম্পত্তি পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিলাম এবং তপস্যায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া সত্বর সারস্বত-তীরে উপস্থিত হইলাম। রাজন্ ! সেই সারস্বত এক্ষণে পুষ্কর নামে প্রসিদ্ধ। সেই পবিত্র সরোবর-তীরে গমন করিয়া আমি পরম ভক্তিসহকারে পুরাণপুরুষ সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলাম। তৎকালে আমি নারায়ণাত্মক ব্রহ্মপারময় স্তব জপ করিতেছিলাম, ভক্তানুরক্ত ভগবান্ কেশব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আমার সম্মুখে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন !"

ব্রহ্মপারময় স্তবের নাম শুনিয়া রাজা প্রিয়ব্রতের মনে অতিশয় কৌতূহল জন্মিল ; তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি-

লেন "ব্রহ্মন্! ব্রহ্মপার স্তব কি প্রকার? আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনি তাহা উল্লেখ করুন।"

অনন্তর দেবর্ষি নারদ মোক্ষের পদবীস্বরূপ পরম পবিত্র ব্রহ্মপার স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ;—

("পরং পরাণামমৃতং পুরাণং
পারং পরং বিষ্ণুমনন্তবীর্যম্।
নমামি নিত্যং পুরুষং পুরাণং
পরায়ণং পারগতং পরাণাম্॥
পুরাতনং ত্বং প্রতিমং পুরাণং
পরাপরং পারগমুগ্রতেজসম্।
গম্ভীর-গম্ভীরধিয়াং প্রধানং
নতোঽস্মি দেবং হরিমীশিতারম্॥
পরাৎপরং চাপরমং প্রধানং
পরাস্পদং শুদ্ধপদং বিশালম্।
পরাৎপরেশং পুরুষং পুরাণং
নারায়ণং স্তৌমি বিশুদ্ধভাবঃ॥
পুরা পুরং শূন্যমিদং সসর্জ্জ
তদা স্থিতত্বাৎ পুরুষঃ প্রধানম্।
জনে প্রসিদ্ধঃ শরণং মমাস্তু
নারায়ণো বীতমলঃ পুরাণঃ॥
পারং পরং বিষ্ণুমপাররূপং
পুরাতনং নীতিমতাং প্রধানম্।
ধৃতক্ষমং শান্তিধরং ক্ষিতীশং
শুভং সদা স্তৌমি মহানুভাবম্।

সহস্র মূর্দ্ধানমনন্তপাদ—
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।
তমক্ষরং ক্ষীরসমুদ্রনিদ্রং
নারায়ণং স্তৌম্যমৃতং পরেশম্ ॥
ত্রিবেদগম্যং ত্রিনবৈকমূর্ত্তিং
ত্রিশুক্লসংস্থং ত্রিহুতাশভেদম্ ।
ত্রিতত্ত্বলক্ষ ত্রিযুগং ত্রিনেত্রং
নমামি নারায়ণমপ্রেয়ম্ ॥
কৃতেসিতং রক্ততনুং তথাচ
ত্রেতাযুগে পীততনুং পুরাণম্ ।
তথা হরিং দ্বাপরতঃ কলৌচ
কৃষ্ণীকৃতাত্মানমথো নমামি ॥
সসর্জ্জ যো বক্তৃত এব বিপ্রান্
ভুজান্তরে ক্ষত্রমথোরুযুগ্মে ।
বিশঃ পদাগ্রেষু তথৈব শূদ্রান্
নমামি তং বিশ্বতনুং পুরাণম্ ॥
পরাৎপরং পারগতং প্রমেয়ং
যুধাম্পতিং কার্য্যত এব কৃষ্ণম্ ।
গদাসিবর্ম্মণ্যমৃতোত্থপাণিং
নমামি নারায়নমপ্রমেয়ম্ ॥ (১)”

(১) এই স্তবটী অতি প্রাচীন, পবিত্র ও মনোহর; আদিম শব্দালঙ্কারে ইহার যে অনুপম লালিত্য আছে, ভাষান্তরিত হইলে সেরূপ থাকিবার অতি অল্পই সম্ভাবনা; তদ্ব্যতীত অনেকে তাহাতে ইহাকে অপবিত্র বলিয়া মনে করিতে পারেন; এই জন্যই ইহা এস্থানে অবিকল প্রকটিত হইল। পাঠক, ইহার অনুবাদ দেখিতে ইচ্ছা করিলে পরিশিষ্টে পাইবেন।

রাজন্! দেবদেব নারায়ণ মৎকর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং নীরদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বর যাচ্ঞা কর।" তখনই আমি পরম সাযুজ্য প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে আদিদেব সনাতন কহিলেন, "বিপ্র! সংসারে উপরতি হইবা মাত্র তুমি আমাতে লয়প্রাপ্ত হইবে। নার অর্থে পানীয়; বৎস! তুমি তাহা পিতৃলোককে দান করিয়াছ, এই জন্যই তোমার নাম নারদ হইবে।" এই কথা বলিয়া নারায়ণ তখনই অন্তর্দ্ধান করিলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে এই দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার মানসপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

চতুর্থ অধ্যায়।

অশ্বশিরা রাজার উপাখ্যান।

পৃথিবী কহিলেন, "ভগবন্! দেবদেব পরমাত্মা নারায়ণ কিরূপে এই বিশ্ব ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আমার বিষম সংশয় হইতেছে; অতএব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা ছেদন করুন।"

বরাহদেব কহিলেন, 'দেবি! নারায়ণের দশ অবতার;— মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম,

কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী। যাহারা সেই ভগবানের চরণকমল দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, এই দশমূর্ত্তি তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির সোপান স্বরূপ। তিনি ঐ সকল অবতার মূর্ত্তিতেই সকলের নয়নগোচর হইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার যে পরম রূপ, দেবতারাও তাহা দেখিতে পান না। আমাদের স্বরূপেই তিনি বিশ্বের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। ধরণি! তুমিই সেই পরমাত্মার আদ্য মূর্ত্তি; সলিল দ্বিতীয়; তৃতীয় তেজোমূর্ত্তি; চতুর্থ বায়ুমূর্ত্তি; আকাশ পঞ্চম মূর্ত্তি; সূর্য্য ষষ্ঠ; চন্দ্র সপ্তম এবং তপস্যা অষ্টম মূর্ত্তি। এই অষ্ট মূর্ত্তিতেই ভগবান্ বিষ্ণু বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে তোমার আর কি শুনিতে বাসনা, তাহা বল।”

পৃথিবী কহিলেন, ‘প্রভো! রাজা প্রিয়ব্রত দেবর্ষি নারদের নিকট সেই অত্যাশ্চর্য্যকর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি করিলেন, ; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুন।”

বরাহদেব কহিলেন, “দেবি! রাজা প্রিয়ব্রত নারদের নিকট সেই বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং তোমাকে অর্থাৎ সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরাকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় পুত্রদিগকে প্রদান পূর্ব্বক তপস্যার্থ বন গমন করিলেন। নারায়ণের প্রতি তাঁহার দৃঢ়া মতি,—অচলা ভক্তি,—অটল বিশ্বাস। হরির চরণে শরণ লইয়া একান্তমনে তাঁহার পবিত্র নাম জপ করিতে করিতে তিনি পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন। হে বরারোহে! অপার করুণাসিন্ধু ভক্তবৎসল ভগবানের অনুপম চরিত্রের আর একটী বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে

অশ্বশিরা নামে এক পরম ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তিনি বহুল দক্ষিণা দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক অবভৃথ স্নানান্তে একদা ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে যোগীশ্বর ভগবান্ কপিল ও যোগিরাজ জৈগীষব্য আগমন করিলেন। তাঁহাদের দুইজনকে সমাগত দেখিয়া রাজা অশ্বশিরা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং পাদ্যার্ঘ ও আসন দানে তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিয়া মনে মনে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। অনন্তর সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মুনিদ্বয়ের শ্রান্তি অপগত হইলে রাজা যথাকালে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনারা উভয়েই পরম প্রাজ্ঞ, এক্ষণে এক বিষয়ে আমাদের সংশয় হইয়াছে;—পরব্রহ্ম নারায়ণকে কি প্রকারে আরাধনা করিলে তাঁহার প্রীতিলাভ করিতে পারা যায়; করুণা করিয়া তাহাই এক্ষণে আমাকে বলিয়া সংশয় দূর করুন।"

বিপ্রদ্বয় কহিলেন, "রাজন্। তুমি কাহাকে পরম পুরুষ নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ! আমরাই ত দুইজনে নারায়ণ হরি; অদ্য তোমার প্রত্যক্ষীভূত হইলাম।"

রাজা কহিলেন, "আপনারা উভয়েই সিদ্ধ ব্রাহ্মণ; তপস্যা-দ্বারা আপনাদের পাপরাশি বিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু "আমরা উভয়েই নারায়ণ" এরূপ বিচিত্র কথা আপনারা কেন বলিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না! দেবদেব জনার্দ্দন নারায়ণ চতুর্ভুজ; তাঁহার চতুর্হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভমান; পরিধান পীত বসন; মস্তকে অপূর্ব্ব কিরীট শোভমান;

গরুড় তাঁহার বাহন। বলুন দেখি, তাঁহার সদৃশ প্রভাব-শালী এই ত্রিজগতে কে আছে?” রাজার এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সেই শংসিতব্রত ব্রাহ্মণযুগল হাস্য করিয়া কহিলেন, “রাজন্! এই বিষ্ণু দর্শন কর।” তখনই মহাত্মা কপিল শঙ্খ, চক্র গদাধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং মহামুনি জৈগীষব্য গরুড় হইয়া তাঁহার চরণতলে অবস্থিত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। মহাযশস্বী রাজা অশ্বশিরা কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় নম্রবচনে কহিলেন’ “হে ব্রাহ্মণদ্বয়! ক্ষান্ত হউন; ভগবান্ বিষ্ণু এরূপ নহেন। একার্ণবীভূত সলিলরাশির উপর শেষ-শয়নে যিনি শয়ান হইলে ব্রহ্মা যাঁহার নাভিনলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই জগন্ময় বিষ্ণু এরূপ নহেন।”

রাজা অশ্বশিরার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া যোগমায়া-বিশারদ সেই মুনিপুঙ্গবদ্বয় উৎকট মায়া রচনা করিলেন। সেই মহামায়া-প্রভাবে কপিল পদ্মনাভ বিষ্ণু এবং জৈগীষব্য প্রজাপতি ব্রহ্মা রূপে প্রতীয়মান হইলেন; ব্রহ্মার ক্রোড়ে রুদ্র শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজা সেই কালাগ্নি সদৃশ দ্যুতিমান্ রক্তলোচন রুদ্রকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, “ভগবন্! ইহা যোগিগণের মায়া; ভগবান্ জগন্ময় বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী; তিনি সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজ করিতেছেন।” রাজা অশ্বশিরার ঐ কথা শেষ হইতে না হইতে সেই রাজবাটীর সর্ব্বত্র কোটি কোটি যুক, মৎকুন, মশক, ভ্রমর, বিহঙ্গ, উরগ, তুরঙ্গ, ধেনু, ও মাতঙ্গ, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল,

মৃগ, অন্যান্য নানাবিধ পশু, নানাবিধ কীট পতঙ্গ এবং গ্রাম্য ও বন্য পশু লক্ষিত হইল। এই অদ্ভুত ভূতসংঘ দর্শন করিয়া রাজা অশ্বশিরা যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার জ্ঞান হইল যে, ইহা মহাত্মা কপিল ও জৈগীষব্যের মাহাত্ম্য। অনন্তর তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় নম্র বচনে ভক্তিসহকারে সেই ঋষিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠদ্বয়! ইহা কি?"

দ্বিজদ্বয় কহিলেন, "রাজন্! পৃথিবীতলে বিষ্ণুকে কিরূপ পূজা করিতে হয় এবং কি উপায়ে বা তাঁহাকে সহজে লাভ করিতে পারা যায়, তাহা তুমি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই জন্য তাহা আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম। নরনাথ! এই যে সমস্ত প্রপঞ্চ দর্শন করিলে, ইহা সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষের গুণ। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণ কামরূপ; তিনি নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া আছেন। তিনি সকলেরই শরীরে বিরাজ করিতেছেন; ভক্তিসহকারে দেখিলে নিজের শরীরেই সেই পরমাত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজন্! আমাদিগের দুইজনের প্রতি যাহাতে তোমার বিশ্বাস হয়, এই কারণে আমরা তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম। তুমি যে, এইমাত্র ইতস্ততঃ কোটি কোটি জীবজন্তু দর্শন করিলে, তৎসমুদায়ই বিষ্ণুময়, এক্ষণে সেই বিষ্ণুকে সর্ব্বময় পরমেশ্বররূপে চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রতি দৃঢ়া ভক্তি কর। তাঁহা অপেক্ষা আর কিছুই উৎকৃষ্টতর নাই, তাঁহার সদৃশও কিছুই নাই; এই ভাবে তাঁহার সেবা করিবে। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে পরিপূর্ণ

ভাবিয়া ধূপাদি গন্ধদ্রব্য, বিবিধ পূজোপহার, ব্রাহ্মণদিগের তৃপ্তি-বিধান দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে; তাহা হইলেই তাঁহাকে সহজে লাভ করিতে পারিবে।"

পঞ্চম অধ্যায়

—()—

রাজা অশ্বশিরার মোক্ষলাভ।

অশ্বশিরা কহিলেন, "আপনারা পরম জ্ঞানী ও মীমাংসক; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমার একটী সন্দেহ ছেদন করিয়া দিউন। সেই সংশয় ছিন্ন হইলেই আমার সংসার-পাশ বিছিন্ন হইবে।" যোগিবর ধর্ম্মাত্মা কপিল যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ সেই নৃপতির ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন "রাজন্! তোমার মনোমধ্যে কি সন্দেহ স্থান পাইয়াছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর; অচিরে এখনই তাহা ছেদন করিয়া অভীষ্ট বিষয় বর্ণন করিব।"

মহর্ষি কপিলের এই সুমধুর আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অশ্বশিরা কহিলেন "মুনে! কর্ম্ম না, জ্ঞান সাহায্যে মোক্ষলাভ করা যায়? ফলতঃ এই দুয়ের মধ্যে কোন্ উপায় দ্বারা মোক্ষ সুলভ, আপনি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।"

কপিল দেব কহিলেন "রাজন্! তুমি আমাকে এক্ষণে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র রৈভ্য ও মহীপতি বসু সুরগুরু বৃহস্পতিকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মহারাজা বসু, চাক্ষুষ মনুর মন্বন্তরে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি পরম বিদ্বান্ ও দানপতি নরেন্দ্র ছিলেন। ব্রহ্মার বংশ তাঁহা দ্বারা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সেই চাক্ষুষ মন্বন্তরে একদা রাজা বসু ব্রহ্মার পাদপদ্ম দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তদীয় নিকেতনে গমন করেন; পথিমধ্যে বিদ্যাধরশ্রেষ্ঠ চৈত্ররথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বসু তাঁহাকে ব্রহ্মার অবসরের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে চৈত্ররথ উত্তর করিলেন "ব্রহ্মার গৃহে এখন ইন্দ্র অবস্থিতি করিতেছেন।" তৎশ্রবণে রাজা বসু কমলযোনির ভবনদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে মহাতপা রৈভ্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বসুর আনন্দ হইল। তিনি সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে পরম প্রীতি সহকারে পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনে! কোথায় যাইতেছেন?" রৈভ্য কহিলেন, "মহারাজ! কোন একটী গুরুতর বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আমি সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহারই নিকট হইতে আসিতেছি।" রৈভ্যের এই কথা শেষ হইতে না হইতে অমরগণ ব্রহ্মার আবাসভবন হইতে প্রস্থান করিলেন এবং বৃহস্পতি রাজা বসু ও রৈভের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বসু ও রৈভ্য তাঁহার পূজা করিলে তিনি তাঁহাদিগের উভয়ের সহিত স্বভবনে আগমন করিলেন।

তথায় সকলে যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলে বৃহস্পতি রৈভ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বেদবেদাঙ্গপরাগ মহাভাগ আমাকে কি করিতে হইবে বল ?"

রৈভ্য কহিলেন "বৃহস্পতে! আমার একটী বিষয়ে সংশয় হইতেছে;—কর্ম্ম দ্বারা, না জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায় ? প্রভো! আমার এই সংশয় চ্ছেদন করুন।"

বৃহস্পতি কহিলেন, "দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুরুষ যে কোন কর্ম্ম করুক না কেন, যদি সে তৎসমস্তই নারায়ণে অর্পণ করে, তাহা হইলে তাহাকে তজ্জনিত ফলাফলে লিপ্ত হইতে হয় না। এস্থলে আমি তোমাদিগকে একটী উদাহরণ বলিতেছি; ইহা শ্রবণ করিলে এই সমস্যা বিশদ হইয়া পড়িবে। পুরাকালে অত্রিগোত্র সম্ভূত সংযমননামে এক পরম পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নিত্য প্রাতঃস্নান ও ব্রহ্মবণ পূর্ব্বক তপশ্চরণ ও বেদাভ্যাস করিতেন। একদা সর্ব্বকল্যাণদায়িনী ভাগীরথীর পবিত্র জলে স্নান করিবার নিমিত্ত তিনি ধর্ম্মারণ্যে আগমন করিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে অবতরণ করিতেছেন এমন সময়ে একদল হরিণ তাঁহার নয়ন গোচর হইল। ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক বিচক্ষণ ব্যাধ ধনুতে জ্যারোপণ করিয়া সেই মৃগযূথকে বধ করিবার নিমিত্ত উদ্যত রহিয়াছে। সেই ব্যাধের নাম নিষ্ঠুরক। হে রাজন্! সংযমন সেই ব্যাধকে মৃগবধে উদ্যত দেখিয়া এই বলিয়া নিবারণ করিলেন "ভদ্র! জীবহত্যা করিও না। জীবনাশে তোমার কি

লাভ হইবে ?” মুনির এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ব্যাধ হাস্য করিয়া কহিল, “মুনে ! আমি জীবকুলকে হত্যা করিনা; মায়াবী যেমন মন্ত্র দ্বারা নির্জ্জীব মৃতপুত্তলিকে সজীব করিয়া ক্রীড়া করে, সাক্ষাৎ পরমাত্মা নারায়ণ সেইরূপ এই সমস্ত প্রাণীদ্বারা লীলা করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্ ! যাঁহারা মোক্ষ-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অহংভাব বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য; “আমি, আমার” ইত্যাদি ভাব জীবের যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ সে কিছুতেই মোক্ষলাভ করিতে পারিবে না।” লুব্ধকের মুখে এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক বিপ্রেন্দ্র সংযমন বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “হে ভদ্র ! এই প্রত্যক্ষ হেতুময় বাক্য তুমি কোথায় শিখিলে ? ইহার অর্থ কি ?” ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মজ্ঞ নিষ্ঠুরক একখানি লৌহজাল প্রস্তুত করিল এবং তাহার নিম্নভাগে কাষ্ঠভার স্থাপন পূর্ব্বক সংযমনের হস্তে অগ্নি ন্যস্ত করিয়া কহিল, “আপনি এই কাষ্ঠ গুলিতে অগ্নি সংযোগ করুন।” তদনুসারে বিপ্র ফুৎকার দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। এইরূপে জাল নিম্নস্থ অনল প্রজ্জ্ব-লিত হইলে সেই জালের প্রত্যেক গবাক্ষ দিয়া কাদম্বিগোল-বৎ এক একটী শিখা পৃথক্ পৃথক্ বহির্গত হইতে লাগিল; অতএব বহ্নিএকমাত্র হইলেও সেই জাল-ছিদ্র দ্বারা সহস্র-রূপে প্রকাশমান হইল। অনন্তর ব্যাধ কহিল “মুনে ! আপনি একটী শিখা গ্রহণ করুন; আমি অবশিষ্ট সমস্ত শিখা নিবাইয়া দিতেছি।” এই কথা বলিয়া নিষ্ঠুরক সেই অনলের উপরিভাগে এক কলসী জল নিক্ষেপ করিল; তখনই অনল নির্ব্বাণ হইয়া গেল।

অনন্তর ব্যাধ সেই বিপ্রকে কহিল, "ভগবন্! আপনি যে অগ্নিশিখা রক্ষা করিতেছিলেন, সেইটী আমাকে অর্পণ করুন; আমি তাহাতে এই সমস্ত মাংস পাক করিয়া ভক্ষণ করি।" ব্রাহ্মণ সেই লৌহজালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা-মাত্র দেখিতে পাইলেন অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে; তদ্দর্শনে তিনি অপ্রতিভ হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। তখন লুব্ধক তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিল, "হে দ্বিজোত্তম! এই জালের নিম্নভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ইহার সহস্র সহস্র গবাক্ষ দ্বারা সহস্র সহস্র ভাবে প্রতীয়মান হইয়াছিল; কিন্তু সেই সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ শিখার মূলস্বরূপ অগ্নি নির্ব্বাণ হওয়াতে সেই সমস্ত শিখাও যেমন অদৃশ্য হইয়াছে, সেইরূপ এই আত্মাকে জানিবেন। আত্মা এক—অভিন্ন। পাত্রভেদে ইনি পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মন্! এ পৃথিবীতে কেহ কাহাকে বধ করিতে পারে না; ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত দেহাকারে পরিণত হইয়া স্ত্রী পুরুষাকার ধারণ করে; তাহাদের পরস্পরের সংসর্গে আবার অন্য স্ত্রী পুরুষ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এইরূপে সৃষ্টি সাধিত হয়। ঐ সমস্ত ভূত পালকের আকারে পরিণত হইলেই তদ্দ্বারা স্থিতি এবং হন্তার আকার ধারণ করিলেই তদ্দ্বারা সংহার হইয়া থাকে। কিন্তু এই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য পর-মাত্মার মায়া দ্বারা গুণ সমূহের পরস্পরের সম্বন্ধ বশতঃ হইয়া থাকে।"

অনন্তর যোগীশ্বর কপিল রাজা অশ্বশিরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজোত্তম! সেই পরম ধার্ম্মিক

ব্যাধ এই কথা বলিবামাত্র আকাশ হইতে তাহার মস্তকোপরি পুষ্প বৃষ্টি হইল। দ্বিজবর সংবমন সবিস্ময়ে দেখিলেন, স্বর্গলোক হইতে নানা-রত্ন-শোভিত অসংখ্য দিব্য বিমান নামিয়া আসিতেছে; এবং সেই সমস্ত দেবযানের প্রত্যেকটিতেই তিনি কামরূপী লুব্ধককে একরূপ মূর্ত্তিতেই অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান সঞ্জাত হইল; তিনি পরমানন্দ লাভ করিয়া নিজ আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। রাজন্! সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট এই পরমার্থময় উদাহরণ শ্রবণ করিয়া মহর্ষি রৈভ্য ও রাজা বসুর সন্দেহ নিরস্ত হইল; তাঁহারা তথা হইতে বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। অতএব, মহারাজ! তুমি সেই পরম প্রভু নারায়ণকে স্বদেহে অভেদ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া তাঁহার আরাধনা কর।”

যোগীবর কপিলের এই কথা শ্রবণে রাজা অশ্বশিরার সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থূলশিরাকে স্বরাজ্যে অভিষেক করিয়া তপস্যার্থ পরম পবিত্র নৈমিষারণ্যে প্রবেশ করিলেন; তথায় যজ্ঞতনু যজ্ঞেশ্বর হরিকে যজ্ঞমূর্ত্তি স্তব দ্বারা নিত্য আরাধনা করিয়া অন্তে পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

পৃথিবী কহিলেন, “ভগবন্! রাজা অশ্বশিরা যে যজ্ঞমূর্ত্তি স্তব দ্বারা নারায়ণের প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, আপনি তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।”

বরাহদেব কহিলেন; “যিনি একও অদ্বিতীয় হইয়াও ত্রিগুণভেদে ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজ করেন; সূর্য্য, চন্দ্র, হুতাশন;

মরুদ্গণ যাঁহার রূপান্তর; সেই যজ্ঞতনু যজ্ঞেশ্বর হরিকে নমস্কার করি। যাঁহার দংষ্ট্রা অতি ভীষণ; সূর্য্য ও চন্দ্র যাঁহার ছুইটী চক্ষু; সম্বৎসর যাঁহার কুক্ষি; কুশাদি যাঁহার তনূরুহ; সেই সনাতন যজ্ঞনর যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার করি। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও দিক্ সকল যাঁহার বিরাট তনু দ্বারা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এই সমস্ত জগৎ যাঁহা কর্ত্তৃক প্রসূত; সেই সকলের পূজনীয় পরমেশ্বরকে আমি নিত্য নমস্কার করি। যিনি জন্মরহিত হইয়াও দেবতাদিগের রক্ষা এবং অধর্ম্মাচারী অসুরদিগের সংহার করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে আত্মমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; সেই যজ্ঞমূর্ত্তি যজ্ঞেশ্বরকে আমি সতত প্রণাম করি। দৈত্যকুল নাশের নিমিত্ত যিনি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া শঙ্খচক্রাদি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞতনুর চরণতলে যেন প্রতিনিয়ত আমার মতি থাকে। যিনি কখন সহস্র শির কখন পর্ব্বত সদৃশ বিরাট তনু, আবার কখন বা ত্রসরেণু তুল্য অতি সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, সেই যজ্ঞনর যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার। যিনি চতুর্ভুজ ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, চক্রপাণি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে সমস্ত পালন করিতেছেন এবং কালানল সদৃশ ভীষণ রুদ্ররূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করিতেছেন, সেই দেব-দেব জগন্নাথ যজ্ঞপুরুষকে নমস্কার। সংসার-চক্র যাঁহার ঈঙ্গিতমাত্রে পরিচালিত হইতেছে; যিনি যোগিগণের ধ্যেয়স্বরূপ পরম পদার্থ; সেই পুরাণ পুরুষ সর্ব্বব্যাপী যজ্ঞ-মূর্ত্তির চরণতলে আমি নিত্য প্রণাম করি। প্রভো! তুমিই সকলের ঈশ্বর। আমি মনঃপ্রাণ সমস্তই তোমাকে

অর্পণ করিয়াছি; তুমি ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই; অতএব আমাকে ত্রাণ করুন।" দেবি! বসুন্ধরে! রাজা অশ্বশিরা এইরূপে স্তব করিবামাত্র তাঁহার সম্মুখে প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ একটী প্রচণ্ড তেজ আবির্ভূত হইল। রাজা তখনই সেই তেজোমধ্যে প্রবেশ করিয়া পরম মোক্ষ লাভ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বসুরাজার উপাখ্যান।

পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! রাজা বসু ও মুনিসত্তম রৈভ্য সুরগুরু বৃহস্পতির বাক্যে সন্দেহচ্ছেদ করিয়া কি করিলেন?" বরাহদেব কহিলেন, "দেবি! সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি বসু স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিয়া যথানিয়মে রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভূরিদক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইলে তাঁহার রাজ্যভোগে ক্রমে বিতৃষ্ণা জন্মিল; চিত্ত নিবৃত্তিমার্গে ধাবিত হইল; তিনি সংসার হইতে অবসর লইবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিলেন এবং শত পুত্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিবস্বান্‌কে রাজ্যে অভিষেক করিয়া তপোবনের শান্তিনিকেতনে আশ্রয়

গ্রহণ করিলেন। যে পুষ্কর সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ; বিষ্ণু-পরায়ণ ব্যক্তিরা যেখানে ভগবানের পুণ্ডরীকাক্ষ নামক মূর্ত্তিকে পরম ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া থাকে; কাশ্মীরাধিপতি রাজা বসু সেই তীর্থশ্রেষ্ঠ পুষ্করে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় স্বীয় শরীর শোষণ করিলেন। ভগবতি! রাজা বসু পুণ্ডরীকাক্ষপার নামক পবিত্র স্তব পাঠ করিয়া ভগবান নারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং স্তোত্রান্তে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধরণী কহিলেন, "পরমেশ্বর! পুণ্ডরীকাক্ষপার স্তব কি প্রকার? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।" অনন্তর আদিদেব বরাহ পরম পবিত্র পুণ্ডরীকাক্ষপার স্তোত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন;—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! মধুসূদন! সর্ব্বলোকেশ্বর! তোমাকে নমস্কার। হে তিগ্মচক্রিন্! সর্ব্বতেজোময়, সর্ব্বশক্তিমান্ বরদ! এ বিশ্ব তোমারই মূর্ত্তি; তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা; তোমা ব্যতীত কিছুই নাই; প্রভো! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আদিদেব, তুমিই মহাদেব; কি বেদ, বেদাঙ্গ, কিছু দ্বারাই তোমার অন্ত জানা যায় না; তুমি বেদবেদাঙ্গের অতীত; তোমাকে নমস্কার। হে কমলাকান্ত কমলেক্ষণ! তোমার সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু; তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছ; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকলের শরণ্য। হে লোক-শরণ! হে বিষ্ণো! জিষ্ণো! হে দেবদেব সনাতন! মুরারে! নীল নীরদতুল্য তোমার দেহকান্তি অতি মনোরম; আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

তুমি জন্মরহিত, কর্ম্মরহিত ; অন্তহীন ; সগুণ হইয়াও নির্গুণ তোমা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখিতে পাইনা ; যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই তোমাকে পরিপূর্ণরূপে বিরাজ করিতে দেখিতে পাই ; হরি ! তোমাকে বারবার নমস্কার।” দেবি ! রাজা বসু এইরূপ স্তব করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দেহ হইতে এক ভীমাকার পুরুষ নির্গত হইল। তাহার দেহ খর্ব্ব, বর্ণ গাঢ় নীল ; নয়নযুগল আরক্ত এবং বদনমণ্ডল অতি ভয়ঙ্কর ! সেই ভীষণাকার পুরুষ রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াই কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল ‘রাজন্ ! কি করিব, আদেশ করুন।’

রাজা কহিলেন, “হে ব্যাধ ! তুমি কে ? কোথা হইতে আসিতেছ ? এখানেই বা কি প্রয়োজন ?”

ব্যাধ কহিল “রাজন্ ! পূর্ব্ব কলিযুগে তুমি সোমবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। দক্ষিণাপথে তোমার রাজ্য ছিল। তোমার রাজ্য-শাসনের ক্ষমতা দেখিয়া লোকে তোমাকে অতি বিচক্ষণ নরপতি বলিয়া প্রশংসা করিত। একদা তুমি বহু অশ্বরোহী পুরুষে পরিবৃত হইয়া শ্বাপদকুল সংহার করিবার নিমিত্ত অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে, তথায় মৃগবেশধারী এক মুনি তোমার হস্তস্থিত দণ্ডাঘাতে ভূপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। “হরিণ মারিলাম” মনে করিয়া তুমি আনন্দভরে তদভিমুখে ধাবমান হইলে ; কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইয়া যখন দেখিলে, মৃগবেশী মুনি তোমার দণ্ডাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া গিরি-প্রস্রবণে পতিত রহিয়াছেন ; তখন তোমার ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।

দুঃখে—বিষাদে—দারুণ মনোবেদনায় নিরতিশয় কাতর হইয়া তুমি গৃহে প্রত্যাগত হইলে এবং কিসে সেই ভয়াবহ ব্রহ্ম-হত্যা পাতক হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলে। হে রাজন্ ! তৎকালে তোমার অন্য চিন্তা ছিল না ; সতত শয়ন করিয়াও তুমি ঐ দারুণ চিন্তানলে দগ্ধ হইতে থাকিতে। এইরূপ কয়েক দিবস অতীত হইলে একদা তুমি ভাবিলে, যে কার্য্য দ্বারা আমি এই ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি পাই, এক্ষণে আমাকে তাহাই করিতে হইবে।

"মহারাজ ! অনন্তর সর্ব্বকল্যাণপ্রদ নারায়ণের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া শুভা দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া রহিলে এবং নিযতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত সুবর্ণ ও বহু গাভী দান করিলে ; কিন্তু সেই ব্রত সম্পূর্ণ হইতে না হইতে উদর-শূলে তোমার মৃত্যু হইল। দ্বাদশীব্রত সমাপ্ত না হওয়াতে তুমি অমুক্ত হইয়া রহিলে ; তোমার পত্নী নারায়ণী তোমার সহিত সহমরণে উদ্যত হইলেও তোমার উদ্ধারের জন্য ব্রত উজ্জাপন করিলেন ; তাহাতেই তোমার সদ্গতি লাভ হইল। রাজন্ ! মরণান্তে বিষ্ণু-ভবনে তুমি এক কল্প অতি-বাহিত করিয়াছিলে ; আমি তখনও তোমার দেহে ছিলাম, সেই জন্য সমস্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তৎকালে আমার মনোমধ্যে একান্ত অভিলাষ ছিল যে, মহাঘোর ব্রহ্মগ্রহ হইয়া তোমার ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপের নিমিত্ত পীড়ন করিয়া তোমার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করি। এমন সময়ে বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া আমাকে মূষল দ্বারা নিদারুণ আঘাত করিতে

লাগিলেন; তাঁহাদের প্রহারে আমি অতিশয় নিপীড়িত হইয়া তোমার রোমকূপ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িলাম।

"হে রাজন্! তুমি স্বর্গ গমন করিলেও আমি স্বীয় তেজঃ প্রভাবে তোমার অঙ্গে অবস্থিত রহিলাম। এই-রূপে বহুদিন অতীত হইলে ক্রমে ব্রহ্মার দিবাকল্প অতিক্রান্ত হইয়া রাত্রি আসিল। এক্ষণে তুমি কৃতযুগে আদি-সর্গে কাশ্মীরাধিপতি সুমনার গৃহে তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলে। অধুনা তুমি যে, পুণ্ডরীকাক্ষ-পার স্তব পাঠ করিলে, তাহার প্রভাবে আমি তোমার রোমসমূহ পরিত্যাগ করিয়া একীভূত হইলাম এবং ব্যাধরূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিলাম। আমি নিতান্ত পাপী; সেই পাপ-মূর্ত্তিতে ভগবানের পবিত্র স্তোত্র শ্রবণ করিয়া মুক্তি লাভ করিলাম; আমার ধর্ম্মবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে।"

ব্যাধের ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বসু সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং যারপরনাই প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "ব্যাধ তোমার দ্বারা যখন জন্মান্তরীণ ব্যাপার আমার স্মৃতিপথে পুনরুদিত হইল, তখন আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, আমার প্রভাবে তুমি ধর্ম্মব্যাধ হইবে। আর যে ব্যক্তি এই পরম পবিত্র পুণ্ডরীকাক্ষ-পার স্তোত্র শ্রবণ করিবে, সে পুষ্করতীর্থে বিধিবৎ স্নানের ফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে।"

বরাহদেব কহিলেন, "ভূতধারিণি! রাজা বসু ব্যাধকে এই কথা বলিয়া উৎকৃষ্ট বিমানে অরেহোন পূর্ব্বক স্বীয় তেজে সর্ব্বদিক্ আলোকিত করিতে করিতে স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

—o—

রৈভ্য চরিত।

বসুন্ধরা কহিলেন, "ভগবন্! সেই মুনিশার্দ্দূল রৈভ্য কাশ্মীররাজ সিদ্ধ বসুর ঐ সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া কি করিলেন, তদ্বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।"

বরাহদেব কহিলেন, "দেবি! মুনিশ্রেষ্ঠ তপোধন রৈভ্য সিদ্ধ বসুর নিকট ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরম পবিত্র পিতৃতীর্থ গয়াধামে আগমন করিলেন এবং তথায় পিণ্ড দানে পিতৃলোকের তৃপ্তিবিধান করিয়া দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বসুমতি! ধীমান্ রৈভ্য সেইরূপে কঠোর তপশ্চরণ করিতেছেন, এমন সময়ে একদা মহাযোগী সনৎ-কুমার অতি দীপ্তিমান্ বিমানে আরোহণ করিয়া তৎসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। সেই তেজঃপুঞ্জ পরম পুরুষ ত্রসরেণু সমান অতি সূক্ষ্ম বিমানে পরমাণু প্রমাণ দেহ ধারণ পূর্ব্বক আগমন করিয়া কহিলেন, "রৈভ্য! কি নিমিত্ত এই অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ?" এই কথা বলিয়া তিনি দিবাকর সদৃশ তেজোময় বিমানে যুগপৎ ভূতল ও বিষ্ণুভবন

ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। মুনিবর রৈভ্য তদ্দর্শনে যারপরনাই বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "মহাযোগিন্! আপনি কে?"

পুরুষ কহিলেন, "আমার নাম সনৎকুমার। আমি ব্রহ্মার মানসপুত্র; রুদ্রের কনিষ্ঠ। আমি জনলোকে বাস করিয়া থাকি। তপোধন! তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়া আমি তোমার নিকট আগমন করিলাম। বৎস! তুমি সর্ব্বতোভাবে ধন্য; কেননা তোমার দ্বারা ব্রহ্মার কুল বর্দ্ধিত হইয়াছে।"

রৈভ্য কহিলেন, "হে বিশ্বরূপ! যোগিবর! আপনাকে নমস্কার! আমার প্রতি দয়া করুন। আমি এমন কি মহৎ কার্য্য করিয়াছি যে, আপনি আমাকে ধন্য বলিয়া প্রশংসা করিলেন?"

সনৎকুমার কহিলেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি পরম পবিত্র পিতৃতীর্থ গয়াধামে আগমন করিয়া যজ্ঞ, ব্রত, জপ ও হোম দ্বারা পিণ্ডদানে পিতৃলোকের তৃপ্তিবিধান করিয়াছ; অতএব তুমি ধন্য। এ সম্বন্ধে আমি একটী ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর। পুরাকালে বিশাল নগরীতে বিশাল নামে এক নরপতি বাস করিতেন। তিনি ধীর, শান্তস্বভাব ও ধৃতিমান। একদা তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্র হইবে কি না?" অশীনাম্না বিপ্রগণ কহিলেন, "রাজন্! পবিত্র গয়াধামে গমন পূর্ব্বক পিণ্ডদানে আপনি পিতৃলোকের তৃপ্তিবিধান করুন; তাহা হইলেই পুত্র লাভ করিবেন। আপনার সেই পুত্র সকল

নৃপতির শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান দাতা হইবেন।” ব্রাহ্মণদিগের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া বিশালাধিপতি রাজা বিশাল পিতৃতীর্থ গয়াধামে উপস্থিত হইলেন এবং মাসে মাসে যথাবিধানে ভক্তিসহকারে পিণ্ডদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিণ্ডদান কার্য্য সমাপ্ত হইলে রাজা বিশাল আকাশমার্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, তিনটী মূর্ত্তি আকাশপথ আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সিত, একজন অসিত এবং অপর ব্যক্তি রক্তবর্ণ। রাজা বিশাল এই অদ্ভুত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কহিলেন, “এসব কি ?”

সিত ব্যক্তি কহিলেন, “তাত ! আমি তোমার জনক ; তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র ; আর এই যাঁহাকে রক্তবর্ণ দেখিতেছ, ইনি আমার পিতা। নাম অধীশ্বর ; ইনি ঘোর পাতকী। এই নৃশংস ব্যক্তি জীবিতকালে কত নরহত্যা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কৃষ্ণ বর্ণ পুরুষ ; ইহাঁরই পিতা অর্থাৎ আমার পিতামহ। ইহাঁর নাম কৃষ্ণ। ইনি দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ এবং ইহার কার্য্যও সেইরূপ। ইহার হস্তে পুরাকালে অনেক ঋষি নিহত হইয়াছে। বৎস ! ইহারা দুই জনেই মরণান্তে মহারৌদ্র অবীচিনামক নরক-কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আমি স্বীয় শুদ্ধতার হেতু দুর্লভ শক্রাসন লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার পিণ্ডদান প্রভাবে ইহারা দুইজনেই দুস্তর নরক হইতে মুক্তি লাভ করিল। হে অরিন্দম ! তোমার প্রদত্ত এই জল দ্বারা আমি পিতৃপিতামহদিগকে তৃপ্ত করিলাম। সেই জন্যই অদ্য আমরা সকলে এক সময়ে একত্রে মিলিত হইলাম।

এক্ষণে তীর্থ মাহাত্ম্যে নিশ্চয়ই পিতৃলোকে গমন করিতে পারিব। দেখ, এই তীর্থের কি অপার মহিমা! তোমার এই পিতৃপিতামহদ্বয় ঘোরতর পাপানুষ্ঠান বশতঃ নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তোমার পিণ্ডদান প্রভাবে উভয়েই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন। এই পবিত্র গয়াতীর্থের এমনই প্রভাব যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘ্ন, তাহার পুত্র এখানে আসিয়া পিণ্ডদান করিলে সেই ব্রহ্মঘাতী পিতাকে উদ্ধার করিতে পারে। এই কারণে আমি ইহঁাদের উভয়কে লইয়া তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত এই তীর্থে আসিয়াছি। এক্ষণে আমি বিদায় হইলাম।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মহাযোগী সনৎকুমার মহর্ষি রৈভ্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "রৈভ্য! এই জন্যই আমি তোমাকে ধন্য বলিতেছি। দেখ, এই পবিত্র গয়াতীর্থে আগমন করিয়া পিণ্ডদান করা সকলের ভাগ্যে হইয়া উঠে না; কিন্তু তুমি মহাভাগ্যবান্, সেই জন্য এখানে আসিতে পারিয়াছ এবং আসিয়া পিণ্ডদানে পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন করিয়া সাক্ষাৎ গদাধর নারায়ণকে দর্শন করিয়াছ। দ্বিজোত্তম! এই তীর্থে ভগবান্ বিষ্ণু গদাধারণ করিয়া সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন, এই জন্য ইহা জগতে প্রসিদ্ধ এবং পরম পবিত্র।" এই কথা বলিয়া মহাযোগী সনৎকুমার সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। রৈভ্যও গদাপাণি হরির স্তোত্র পাঠ করিলেন, "যাহার পদারবিন্দ স্মরণ করিবামাত্র সকল অমঙ্গল ও সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়; দেবতারা সর্ব্বদা যাঁহার সেবা ও আরাধনা করিতেছেন, বিশাল অসুর সেনা যাঁহার ইঙ্গিত-

মাত্রে নিপাতিত হয়, সেই আর্ত্তিবিনশন সর্ব্বমঙ্গলময় গদা-পাণি নারায়ণকে নমস্কার করি। দৈত্য রাজ বলিকে ছলনা করিবার নিমিত্ত যিনি ব্রাহ্মণগৃহে বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট হইতে পৃথিবী কাড়িয়া লইয়াছিলেন; সেই পুরুষ্টুত পুরাণপুরুষ অগতির গতি, গদাপাণি কেশবকে নমস্কার। যাঁহার ভাব বিশুদ্ধ, যাঁহাকে ভাবনা করিলে লোকে পবিত্রতা লাভ করিতে পারে, যিনি বিবিধ বিভবে অলঙ্কৃত; কমলা কর্ত্তৃক যিনি নিত্য নিষেবিত; বিগতপাপ ক্ষিতীশ্বরগণ অনুদিন যাঁহার আরাধনা করিতেছেন, সেই অমল চরিত উত্তমঃশ্লোক গদাধর হরিকে যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে প্রণাম করে, সে পরম সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। সুরাসুরগণ যাঁহার চরণ-কমল পূজা করিতেছেন; কেয়ুর, অঙ্গদ, হার, ও কীরিট যাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের শোভা বিস্তার করিতেছে; যিনি কল্পান্তে ক্ষীরসমুদ্রে শেষশয়নে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই চক্রপাণি গদাধরকে যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে ভজনা করে, তাহার কোন বিষয়েই কষ্ট হয় না। কৃতযুগে যিনি শ্বেত, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরে নবদুর্ব্বাদলশ্যাম এবং কলিতে ভ্রমরবৎ কৃষ্ণবর্ণ, সেই গদাপাণি মহেশ্বরকে যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে প্রণাম করে, সে পরম সুখে বাস করিতে পারে। যাঁহার নাভি-কমলে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন; বিষ্ণুরূপে যিনি সংসার পালন এবং ভীষণ রুদ্ররূপে সমস্তই ধ্বংস করিতেছেন, সেই ত্রিমূর্ত্তিমান্ ত্রিগুণেশ্বর গদাধর কেশবের জয় হউক। সত্ব, রজঃ ও

তম,—এই ত্রিগুণ-ভেদে যিনি ত্রিমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া জগৎ সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করিতেছেন ; যিনি তিন হইলেও এক ও অদ্বিতীয় ; সেই পরমদেব পরমেশ্বর আমাকে ত্রাণ করুন। অহো ! এই সংসাররূপ ভীষণ সমুদ্রে দুঃখ জলরাশি স্বরূপ, প্রিয়জন-বিয়োগ ইহাতে ভীষণ নক্রাদিতুল্য ; যাঁহার চরণযুগল এই মহাসাগরে তরণীসদৃশ : যিনি ত্রিমূর্ত্তিতে স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন, স্বীয় শক্তি প্রভাবে যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎ একার্ণবে নিমগ্ন হইলে যিনি মৎস্যরূপে ইহাকে স্বীয় শৃঙ্গে ধারণ করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সেই ধরাধর নারায়ণকে আমি বারম্বার নমস্কার করি। যিনি সুরনরগণের সংরক্ষার্থে নানা অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন, যজ্ঞস্বরূপে যিনি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন ; সেই গদাপাণি নারায়ণ আমার সদ্গতি বিধান করুন।”

বরাহদেব কহিলেন, “দেবি ! মুনীন্দ্র রৈভ্য কর্ত্তৃক ভগবান্ হরি এইরূপে স্তুত হইয়া বরদ মূর্ত্তিতে তখনই তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ; তাঁহার পরিধানে পীতবসন ; চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভমান ; বাহন গরুড়। স্বীয় জ্বলন্ত জ্যোতি দ্বারা গগনমণ্ডল বিভাসিত করিয়া নারায়ণ নীরদগম্ভীর নিস্বনে শান্তবাক্যে কহিলেন, “হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ রৈভ্য ! তোমার তীর্থস্নান, অকপট ভক্তি ও স্তুতি দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তুমি অভিমত বর গ্রহণ কর।”

রৈভ্য কহিলেন, “জনার্দ্দন ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন

হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এরূপ সদ্গতি দান করুন যদ্দারা আমি সনকাদি মহাত্মাদিগের নিকট অবস্থিতি করিতে পারি।" নারায়ণ তাহাই হউক বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং পরম প্রাজ্ঞ রৈভ্য ভগবানের অনুগ্রহে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া ক্ষণমধ্যে সনকাদি মহাত্মাদিগের নিষেবিত লোকে উপস্থিত হইলেন। হে বসুন্ধরে! পরম পবিত্র গয়াতীর্থে গমন করিয়া যে ব্যক্তি রৈভ্য কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট গদাপাণি বিষ্ণুর এই স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক পিণ্ডদান করে, সে জগতে যশোলাভ করিতে পারে।"

অষ্টম অধ্যায়।

—*✻*—

ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান।

বরাহদেব কহিলেন, "হে বরারোহে! কাশ্মীরাধিপতি বসুর দেহে যে ব্যক্তি ব্যাধরূপে অবস্থিতি করিত এবং সেই রাজার বর প্রভাবে যে ধর্ম্মব্যাধ উপাধি লাভ করিয়াছিল, সে নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া চারি সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিল। সেই ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় কুটম্বদিগের জন্য প্রত্যহ মৃগাদি বধ করিত; প্রতি পর্ব্বে মিথিলায় স্বীয় আচার ব্যবহার অনুসারে পিতৃ শ্রাদ্ধ করিত

এবং অগ্নিদেবের তৃপ্তিবিধানে তৎপর হইত। সে কদাপি মিথ্যা কহিত না ; কখনও কাহার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিত না এবং স্বধর্ম্মানুসারে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। কিছুকাল অতীত হইলে ধর্ম্মব্যাধের অর্জ্জুনক নামে এক ধর্ম্ম-বুদ্ধি মহাতপা পুত্র উদ্ভূত হইল। তাহার পর আরও দীর্ঘ-কাল পরে সেই ধর্ম্মবিৎ ব্যাধ অজ্জুনকা নামে এক বরবর্ণিনী কন্যাও লাভ করিল। অজ্জুনকা যৌবন বয়সে উপনীত হইলে ধর্ম্মব্যাধ ভাবিল, "কোন্ ব্যক্তির সহিত এই কন্যার বিবাহ দেওয়া যায় ? কোথায় বা ইহার যোগ্য পাত্র পাইব ?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহর্ষি মতঙ্গ-তনয় মতঙ্গের প্রতি তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। সে তাহাকেই স্বীয় কন্যার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া মহাত্মা মতঙ্গের নিকট গমন করিল এবং কৌশলে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিল, "ভগবন্! মদীয় কন্যা অর্জ্জুনীকে আপনি মহাত্মা মাতঙ্গের সহিত বিবাহ দিন।"

মতঙ্গ কহিলেন, "ব্যাধসত্তম! আমার পুত্র প্রসন্ন হইয়াছেন ; অতএব তিনি তোমার কন্যাকে গ্রহণ করিবেন।" মহাতপা ধর্ম্মব্যাধ তদনুসারে অর্জ্জুনীকে ধীমান্ মাতঙ্গের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এদিকে অর্জ্জনকা স্বামিগৃহে থাকিয়া শ্বশুর, শ্বশ্রূ ও পতির বিশেষ সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল অতীত হইলে অর্জ্জুনকার শ্বশ্রূ একদা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "তুই ব্যাধকন্যা ; কিরূপে পতিসেবা ও তপস্যা করিতে হয়, তাহা তুই কিরূপে জানিবি ?" এই কঠোর ভৎর্সনা-

বাক্যে অৰ্জ্জুনীর সুকুমার হৃদয় ভগ্ন হইল। সে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রোদন করিতে করিতে পিতৃগৃহে চলিয়া আসিল। তাহাকে মুহুর্মুহুঃ রোদন করিতে দেখিয়া ধৰ্ম্ম-ব্যাধ জিজ্ঞাসা করিল, “বৎসে! কি হইয়াছে? রোদন করিতেছ কেন?” কন্যা কহিল, “পিতঃ! আমার শ্বাশুড়ী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে চণ্ডাল-দুহিতা, জীবঘাতুক-কন্যা ইত্যাদি কঠোর বাক্যে যারপরনাই তিরস্কার করিয়াছেন।” কন্যার প্রতি এইরূপ অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া ধৰ্ম্মাত্মা ধৰ্ম্মব্যাধের ক্রোধোদয় হইল। সে তখনই মতঙ্গের গৃহে গমন করিল। মহাত্মা মতঙ্গ বৈবাহিককে আগমন করিতে দেখিয়া আসন, অর্ঘ্য ও পাদ্যাদি দানে তাহার যথোচিত সৎকার করিলেন এবং বিনয় নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভদ্র! কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন হইল? কিরূপে আমি তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিব?”

ব্যাধ কহিল, “মহাত্মন্! যে সকল ভোজ্য দ্রব্যের চেতনা নাই, আমি তাহা কিছু ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনার গৃহে সেরূপ চেতনাবৰ্জ্জিত খাদ্য দ্রব্য থাকেত, আমাকে প্রদান করুন; আমি আহার করিব।” ধৰ্ম্ম-ব্যাধের এই কথা শুনিয়া মতঙ্গ কহিলেন, “তপোধন! আমার গৃহে সুসংস্কৃত গোধূম, ব্রীহি ও যবাদি প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, তুমি যত ইচ্ছা ভক্ষণ কর।”

ব্যাধ কহিল, “আপনার গৃহে যে সমস্ত গোধূম, যব ও ধান্য স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ষিত আছে, তৎসমুদায় কিরূপ, একবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।”

বরাহদেব কহিলেন, "দেবি! বসুমতি! ধর্ম্মব্যাধের এই কথা শ্রবণ করিয়া মতঙ্গ তখনই শূর্পপূর্ণ গোধূম ও ব্রীহি দেখাইলেন। ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় ধরাসনে বসিয়া তৎসমস্ত দেখিল এবং কোন কথা না বলিয়া আসন ত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মতঙ্গ তাহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "মহামতে! একি? কিজন্য তুমি প্রস্থান করিতেছ? আমি স্বয়ং তোমার জন্য উত্তম অন্ন পাক করিয়া রাখিয়াছি; তবে তাহা ভোজন না করিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই চলিয়া যাইতেছ কেন?"

ব্যাধ কহিল, "প্রত্যহ যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র, কোটি কোটি জীব হত্যা করিতেছে, কোন্ সাধুপুরুষ তাহার পাপ অন্ন ভোজন করিবে? তবে যদি তোমার গৃহে চৈতন্যহীন ও সুসংস্কৃত অন্ন থাকে, তাহাই লইয়া আইস; ভক্ষণ করিতেছি; নতুবা চলিলাম। দেখ, আমি প্রত্যহ গভীর অরণ্য হইতে এক একটী পশু মারিয়া আনি এবং তাহার সুসংস্কৃত অন্ন পিতৃলোককে উৎসর্গ করিয়া পরে পুত্রাদির সহিত ভোজন করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি প্রত্যহ কোটি কোটি প্রাণি হত্যা করিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত আহার করিয়া থাক; অতএব তুমি যাহা আহার কর, আমার মতে তাহা নিতান্ত অখাদ্য। দেখ, ভগবান্ ব্রহ্মা আহারার্থ ওষধি ও বিরুধ লতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন; প্রাণিবর্গের তাহাই উপযুক্ত আহার;—ইহাই শ্রুতির বচন। তৎকর্তৃক দিব্য, ভৌম, পৈত্র, মানুষ ও ব্রাহ্ম এই পঞ্চ মহাযজ্ঞও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গো, মৃগ ও পক্ষিদিগকে

আহার দিয়া এবং যথাবিধানে অতিথি সৎকার করিয়া গৃহস্থ সাধু ব্যক্তি স্বজনগণ সমভিব্যাহারে আহার করিবে; এইরূপ করিলেই অন্ন শুদ্ধ হইয়া থাকে; অন্যথা এই এক একটী ব্রীহি ও যব এক একটী জীবন্ত মৃগপক্ষী; সুতরাং দাতা ও ভোক্তার পক্ষে এগুলি মহামাংস স্বরূপ। আমি তোমার পুত্রের হস্তে মদীয় দুহিতাকে সমর্পণ করিয়াছি; কিন্তু তোমার ভার্য্যা সেই বালিকাকে "জীবঘাতীর কন্যা" "চণ্ডাল দুহিতা" ইত্যাদি কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিয়াছেন। ভাল, তুমি কিরূপ সাধু ব্যক্তি, তোমার অতিথি-সৎকার, দেবার্চ্চন, পিতৃশ্রাদ্ধ ও অপরাপর আচার ব্যবহার কিরূপ তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি তোমার বাটিতে আসিয়াছি। আসিয়া দেখিলাম, ইহার একটীও তুমি কর না; সেই জন্য আমি প্রস্থান করিতেছি। আমি এখানে আহার করিব না। অদ্য আমাকে স্বগৃহে গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তপোধন! আমি জীবঘাতী; কিন্তু তুমি ত লোকহিংসক নহ? অহিংসাইত তোমার পরম ধর্ম্ম। আর তোমার পুত্রত ধার্ম্মিক? তবে সেই ধার্ম্মিক পতি লাভ করিয়া জীবঘাতকের কন্যা স্বামির পুণ্যপ্রভাবে অবশ্যই পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া ধর্ম্মব্যাধ আসন পরিত্যাগ করিল এবং মতঙ্গপত্নীকে এই বলিয়া অভিশাপ দিল;—(অদ্য হইতে শ্বশ্রূ ও স্নুষা পরস্পরকে বিশ্বাস ও পরস্পরের মঙ্গল কামনা করিবে না; পরস্পরের প্রীতি থাকিবে না।) বসুন্ধরে! এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া ধর্ম্মব্যাধ স্বগৃহে প্রস্থান করিল; তথায় দেব ও পিতৃলোককে পরম ভক্তি

সহকারে পূজা করিয়া পুত্র অর্জ্জুনককে স্বীয় বিষয় সম্পত্তির আধিপত্যে স্থাপন পূর্ব্বক ত্রিভুবনখ্যাত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিল, এবং এই স্তোত্র পাঠ করিয়া সমাহিত মনে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। দেবি! সেই স্তোত্র এই ;—সাগর-মন্থনকালে যিনি কূর্ম্মরূপে মন্দরগিরিকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন ; যাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে কমলা নিত্য বিরাজ করিতেছেন, বলিছলন কালে যাঁহার ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি দর্শনে জগৎ স্তব্ধ হইয়াছিল, যিনি নীতিমান্ সাধু পুরুষদিগের পরমা গতি, সেই অসুরনাশন দেবদেব বিষ্ণুকে আমি সর্ব্বদা নমস্কার করি। স্বীয় তীব্রবুদ্ধি প্রভাবে যিনি ভূতল জয় করিয়াছিলেন, যাঁহার শুভ্র যশোবিভা জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ; ভ্রমরাঙ্গবৎ যাঁহার দেহ অসিত বর্ণ, দৈত্যকুল ধ্বংস করিবার নিমিত্ত যিনি বারবার পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হয়েন, সেই ত্রিলোকশরণ্য বিষ্ণু, দামোদর জনার্দ্দনকে আমি নমস্কার করি। ত্রিগুণভেদে যিনি ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজ করেন ; তীক্ষ্ণ রথাঙ্গ যাঁহার হস্তে শোভমান ; অনুত্তম অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাই, তদ্রূপ অনুপম গুণগ্রামে যিনি অলঙ্কৃত ; সেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি। যিনি মহাবরাহরূপে জগৎকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ; সেই হবির্ভোজী চতুর্ম্মুখ প্রভু জনার্দ্দন আমার মঙ্গল বিধান করুন ; স্বীয় চরণতরি দিয়া আমাকে ভব সাগর হইতে পার করিয়া দিন ; আমি তাঁহার চরণে শরণ লইলাম। যিনি এই ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ; যেমন একমাত্র অগ্নি দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই

রূপ যিনি মায়াবরণে জগতের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন; সেই জগৎপতি বিষ্ণুর চরণতলে আমি শরণ লইলাম। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ পৃথিবী, পবন ও জল যাঁহার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি; সেই অচিন্ত্য রূপধারী মুরারি কেশব আমার মঙ্গল বিধান করুন।"

ধর্ম্মব্যাধ উক্তরূপে স্তব পাঠ করিলে, পুরাণপুরুষ সনাতন বিষ্ণু সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার অনন্ত চরণ, অনন্ত উদর, অনন্ত বাহু ও অনন্ত মুখ। সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ হইয়া ভগবান্ নারায়ণ কহিলেন "বর গ্রহণ কর।" ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের এই সানুগ্রহ বচন শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মব্যাধ কহিল, "ভগবন্! যদি দাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দান করেন, তবে এই বর দিন যেন আমি পুত্র পৌত্রাদি সহিত শাশ্বত পরব্রহ্মে লয় পাইতে পারি। আমার সন্তান সন্ততিগণ ক্রিয়াকলাপ ও অধ্যাত্ম বিদ্যা দ্বারা আপনার মহিমা অবগত হইয়া পরমাবিদ্যার সাহায্যে যেন আপনাতে বিলীন হয়।" বরপ্রদ ভগবান্ হরি ধর্ম্মব্যাধের এই প্রার্থিত বর শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তুমি এবং তোমার সন্তান সন্ততিগণ প্রসন্নবুদ্ধি লাভ করিয়া শাশ্বত পরব্রহ্মে লয় পাইবে।" নারায়ণ তখনই অন্তর্হিত হইলেন। অমনি ধর্ম্মব্যাধ দেখিল তাহার নিজ দেহ হইতে একটী জ্বলন্ত তেজ উত্থিত হইয়া আকাশে বিলীন হইল। অতএব সে তৎক্ষণাৎ স্বদেহ ত্যাগ করিয়া সনাতন ব্রহ্মে লয় পাইল। বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি সর্ব্বসময়ে বিশেষতঃ বিষ্ণুবাসরে উপবাস করিয়া হরির আরাধনান্তর

ভক্তিসহকারে এই উৎকৃষ্ট স্তব পাঠ করিবে এবং যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে; তাহারা উভয়েই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে স্থান পাইবে এহং সপ্ততি মন্বন্তর-কাল পরম সুখে বাস করিবে।”

নবম অধ্যায়।

সৃষ্টি-বর্ণন।

ধরণী কহিলেন, “ভগবন্! বিশ্বমূর্ত্তি নারায়ণ অন্তর্হিত হইলে লোক পিতামহ ব্রহ্মা দেহ ও মানস হইতে কত প্রকার প্রজা সৃজন করিয়াছিলেন?”

বরাহদেব কহিলেন, “বসুন্ধরে! ভগবান্ নারায়ণ যে যে উপদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন, ব্রহ্মা তদনুসারে আত্মাতে অর্থাৎ নারায়ণে মনোনিধান পূর্ব্বক দিব্য পরিমাণের সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। তিনি যে পদ্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাকে আকাশব্যাপী দেখিয়া চিন্তা করিলেন “এই পদ্ম দ্বারাই আমি পুনর্ব্বার ত্রিলোক সৃষ্টি করিব।” তখন তিনি সেই পদ্মকোষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লোকত্রয় রূপে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। দেবি! উক্ত পদ্ম অতি বিশাল; তাহাতে বহুবিধ লোক

সৃষ্টি হইতে পারে; সুতরাং তদ্দ্বারা ত্রিলোক সৃষ্টি বিচিত্র নহে। ধরণি! এই ত্রিলোক, প্রত্যহ সৃজ্যমান জীব-লোকের ভোগ্যস্থানের রচনা বিশেষ; কিন্তু ব্রহ্ম, সত্য, মহঃ প্রভৃতি লোক ইহার ন্যায় প্রত্যহ সৃষ্ট হয় না; কারণ তৎসমুদায় নিষ্কাম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ, অতএব অবি-নশ্বর। কিন্তু এই ত্রৈলোক্য কাম্য কর্ম্মের ফল; এই জন্য প্রতি কল্পে ইহার সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে। ব্রহ্ম, সত্য, অথবা মহর্লক সমুচিত নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল; সেই জন্য পরার্দ্ধদ্বয় বৎসর পর্য্যন্ত তৎসমুদায়ের ধ্বংস হইবে না। তাহার পর তত্তৎস্থানের অধিবাসিগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অতএব ত্রিলোক সেই ব্রহ্মলোকাদির তুল্য নহে। দেবি! এই বিশ্ব ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াতে সংহৃত হইয়া ব্রহ্ম তন্মাত্র হইয়াছিল; আর পরমেশ্বর অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার প্রকাশিত করিয়াছেন। এক্ষণে এই বিশ্বকে যেরূপ দেখিতেছ, পূর্ব্বে সেই রূপ ছিল পরেও সেই রূপ থাকিবে। এই বিশ্বের সৃষ্টি নয় প্রকার;— তদ্ব্যতীত যে প্রাকৃত ও বৈকৃত সৃষ্টি আছে, তাহা দশম। এই কারণেই কাল, দ্রব্য ও গুণদ্বারা তিন প্রকার প্রলয় হইয়া থাকে; অর্থাৎ কেবল কাল নিমিত্ত নিত্য প্রলয়, সঙ্কর্ষণের মুখানল দ্বারা নৈমিত্তিক প্রলয় এবং স্ব স্ব কার্য্যের গ্রাসকারী গুণদ্বারা প্রাকৃতিক প্রলয়; এই ত্রিবিধ প্রলয় হইয়া থাকে।

বসুন্ধরে! যে নয়প্রকার সৃষ্টির উল্লেখ করিলাম, তাহা এই—প্রথম মহৎ; আত্মস্বরূপ ভগবানের সকাশ হইতে

যে গুণবৈষম্য উদ্ভূত হয়, তাহাকে মহৎ বলা যায়। দ্বিতীয়, অহঙ্কার সৃষ্টি; ইহার লক্ষণ এই যে, ইহা দ্বারা দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়ার উদয় হইয়া থাকে। তৃতীয়, পঞ্চতন্মাত্ররূপ ভূতসৃষ্টি। চতুর্থ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় স্বরূপ সৃষ্টি। পঞ্চম, বৈকারিক সৃষ্টি। ষষ্ঠ, অবিদ্যার সৃষ্টি; তাহা হইতেই জীব সকলের অবুদ্ধি হইয়া থাকে। সপ্তম, স্থাবর-সৃষ্টি; ইহা অন্যান্য প্রকার সৃষ্টির মুখবৎ হইয়াছিল, এই জন্য ইহা মুখ্য সৃষ্টি নামেও অভিহিত হয়। অষ্টম, তির্য্যগ্-যোনি দিগের সৃষ্টি। নবম, মনুষ্য সৃষ্টি।

বসুন্ধরে! এইরূপ সৃষ্টির পর ভগবান আবার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; তখনই তাঁহার নয়ন যুগল হইতে দুইটী তেজ বহির্গত হইল। দক্ষিণ চক্ষু হইতে যে তেজ নির্গত হইল, তাহা বহ্নিসদৃশ উষ্ণ এবং বাম অক্ষি হইতে যাহা বাহির হইল, তাহা তুহীনের ন্যায় শীতস্পর্শ। এই দুই তেজ হইতেই সূর্য্য চন্দ্র কল্পিত হয়েন। অনন্তর প্রাণবায়ু হইতে বহ্নি; বহ্নি হইতে বারি উদ্ভূত হইল। অনন্তর ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল।

অনন্তর পরমপ্রভু নারায়ণ যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতি এবং ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিলেন এবং সেই সমস্ত লোক তত্তদুপযোগী জীবে পরিপূরিত হইল। ভূলোক নর ও পশু পক্ষিগণে, ভুবলোক ব্যোমচারিসমূহে, স্বর্লোক স্বর্গগামিগণে, মহর্লোক সনক, সনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি

সমূহে, জনলোক বৈরাজ সমূহে, তপোলোক তপোনিষ্ঠ দেবগণে এবং সত্যলোক অন্যান্য অমরগণে পরিপূরিত হইল।

হে দেবি বসুন্ধরে! ভূতভাবন ভগবান্ পরমেশ্বর এই রূপে লোক সৃষ্টি করিয়া নিদ্রিত হইলেন। সেই কল্পাবসানে ভগবানের নিদ্রা হইতে রজনী সৃষ্টি হইল। তাহার পর তিনি জাগরিত হইলে দিবস দেখা দিল। অনন্তর ভগবান্ বেদচতুষ্টয় এবং বেদমাতা সাবিত্রীকে চিন্তা করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, চারি বেদ সাগরমধ্যে নিহিত, তখনই ভগবান্ মৎস্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় মূর্ত্তি স্বরূপ নীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার প্রবেশকালে সেই একার্ণবীভূত অনন্ত মহাসাগরের জলরাশি ক্ষোভিত হইল। এইরূপে ভগবান মহোদধিমধ্যে প্রবেশ করিলে, দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ;—

"হে মৎস্যরূপধারিন্! হে বিশ্বমূর্ত্তে! বেদবেদান্তাদি দ্বারাও তোমার মহিমা জানা যায় না। হে নারায়ণ! তোমাকে নমস্কার। প্রভো! তোমার অনেক রূপ; চন্দ্র সূর্য্য তোমার দুই নেত্র। বিষ্ণো! বিশ্ব জলমধ্যে নিমগ্ন, এক্ষণে মৎস্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর; আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে অনন্তমূর্ত্তে! এই বিশ্ব তোমা কর্ত্তৃকই সৃষ্ট হইয়াছে; ইহা তোমরই মূর্ত্তি, তোমা হইতে ইহা পৃথক নহে। আমরা তোমার চরণে শরণ লইলাম; আমাদিগকে রক্ষা কর। হে কমলাক্ষ! হে পূরাণমূর্ত্তে! সূর্য্য, চন্দ্র, বহ্নি ও মন তোমার রূপ। হে শম্ভো! হে দেবদেব! তোমাতেই এই জগৎ বিভাসিত

রহিয়াছে। আমি ভক্তিহীন ; অতএব আমাকে ক্ষমা কর। ভগবন ! জগন্নিবাস ! তোমার অদ্রিতুল্য রূপ বিরুদ্ধ। আমরা ইহাতে ভীত হইয়াছি ; অতএব শান্তি অবলম্বন করিয়া আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর। প্রভো ! তোমার এই ভীষণ রূপদর্শনে আমরা ভীত হইয়াছি, চরণে শরণ লইলাম ; আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া এই রূপ সংহার কর।”

নারায়ণ এইরূপে স্তুত হইয়া সেই সাগর গর্ভ হইতে বেদ উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি গ্রহণ করিলেন এবং স্বমূর্ত্তিতে অবস্থিত হইলেন। সেই মূর্ত্তি কূটস্থ হইলেই বিশ্ব বিলীন হয় এবং বিস্তৃত হইলেই বিশ্বের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দশম অধ্যায়।

দুর্জ্জয়-চরিত।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে ! ভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে বিরত হইলেন। তদবধি স্বতই এই সৃষ্টি বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়া নানাবিধ যজ্ঞে সেই পুরাতন পুরুষ নায়ায়ণের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। জম্বু প্রভৃতি সকল দ্বীপে এবং ভারতাদি সমুদায় বর্ষে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। দেবগণের শ্রদ্ধা ও

ভক্তির পরিসীমা রহিল না ; তাদৃশ ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে নারায়ণকে প্রীত করিবার আর কিছুই উদ্দেশ্য নহে ; কেবল আপনারা স্বয়ং সকলের নিকট পূজ্য হইতে পারিবেন; এই মাত্র। যাহাই হউক এইরূপে নারায়ণের অর্চ্চনা করিতে করিতে তাঁহাদিগের সহস্র বর্ষ কাল অতীত হইল। তখন নারায়ণ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে—তাঁহার অনন্ত বাহু, অনন্ত উদর, অনন্ত মুখ ও অনন্ত নেত্র দৃশ্যমান হইতে লাগিল। তিনি মহাগিরির শিখরদেশের ন্যায় অবস্থান করিয়া দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদিগের প্রার্থনা কি, তোমাদিগের নিমিত্ত আমায় কি করিতে হইবে, বল।

দেবগণ কহিলেন, হে গোবিন্দ! হে মহানুভাব! তোমার জয়হউক, তোমার সাহায্যবলেই আমরা মহত্ত্ব লাভ করিয়াছি। এমন কি তোমাব্যতিরেকে মনুষ্যলোকেও আমাদিগের সমাদর নাই। এই যে চন্দ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎগণ ও অপ্‌গণ, আমরা সকলেই তোমার শরণাগত। হে বিশ্বমূর্ত্তে! আমরা যাহাতে সকলের পূজ্য হই, তাহাই কর।

যোগিবর হরি, দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া "যাহাতে তোমরা সকলের পূজ্য হও, তাহা করিব" এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এদিকে দেবগণও ভগবান্ নারায়ণের গুণানুবাদ করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে সেই পরমপুরুষ কিছুকাল স্বয়ং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব ধারণ করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন। সাত্ত্বিকভাবে বেদপাঠ ও যজ্ঞ কার্য্যদ্বারা দেবগণের পূজা করিতে লাগিলেন। রজোগুণে মহাদেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আপনারই অন্যতম রৌদ্ররূপিণী রাজসী মূর্ত্তির আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং তমোগুণে অসুরমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বসুন্ধরে! ভগবান নারায়ণ এইরূপে ত্রিগুণাত্মক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবগণের অর্চ্চনা আরম্ভ করিলে, সুতরাং অন্যান্য লোক সকলও দেবগণের পূজায় প্রবৃত্ত হইল।

সেই বিশ্বব্যাপী ভগবান্ এইরূপে যুগপ্রধান সত্যযুগে বিভু, ত্রেতাযুগে রুদ্র, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিতে নারায়ণরূপ প্রভৃতি বিবিধরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। হে সুশ্রোণি! হে ভামিনি ধরে! এক্ষণে সেই আদি স্রষ্টা মহাতেজা বিষ্ণুর চরিত বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সত্যযুগে সুপ্রতীক নামে মহাবলপরাক্রান্ত এক নরপতি ছিলেন। নরপতির অতি মনোরম সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে একের নাম বিদ্যুৎপ্রভা ও অপরের নাম কান্তিমতী। রাজা স্বয়ং সক্ষম হইলেও অনুরূপ পুত্রলাভে বিলম্ব হইতে লাগিল। তখন তিনি পর্ব্বতপ্রধান চিত্রকূটে বীতকল্মষ মুনিবর আত্রেয়ের নিকট গমন করিয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল অতীত হইলে মুনিবর সন্তুষ্ট হইয়া সুপ্রতীককে বরদান করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালে দেবরাজ

ইন্দ্র ঐরাবতারোহণে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া মুনিবরের পার্শ্বে মৌনভাবে উপবেশন করিলেন। তদ্দর্শনে মুনিবর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, যে, রে মূঢ় দেবরাজ! তুই যেমন আমায় অবজ্ঞা করিলি, আমি বলিতেছি, তুই অচিরাৎ স্বর্গরাজ্য হইতে পরিচালিত হইয়া অন্যলোকে বাস করিবি।" তৎপরে রাজা সুপ্রতীককে কহিলেন, "রাজন্! তুমি অচিরাৎ বিপুলবিক্রম এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র ইন্দ্রের ন্যায় রূপবান্ বলবান্ প্রতাপবান, বিদ্যাবান্, ক্রূরকর্ম্মা ও দুর্জ্জেয় হইবে।" এই বলিয়া মুনিবর আত্রেয় স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলেন। এদিকে রাজা সুপ্রতীক সানন্দমনে স্বভবনে প্রত্যাগত হইলে ভার্য্যা বিদ্যুৎপ্রভার গর্ভসঞ্চার হইল। অনন্তর প্রসবকাল উপস্থিত হইলে তিনি সুখে সুকুমার এক কুমার প্রসব করিলেন। মুনিবর আত্রেয় স্বয়ং আসিয়া তাহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সকল সম্পন্ন করিলেন। ঐ কুমারের নাম দুর্জ্জয় হইল। দুর্জ্জয় দিন দিন অতি বলবান হইতে লাগিল। আত্রেয় মুনিদ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া কুমারের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া কুমার অনেকাংশে মুনিবরের সৌসাদৃশ লাভ করিল। ক্রমশঃ বেদবিদ্যায় পারদর্শী, ধার্ম্মিক ও পবিত্রস্বভাব হইয়া উঠিল।

নরপতি সুপ্রতীকের কান্তিমতী নামে যে অপরা মহিষী ছিলেন, তাঁহার গর্ভ হইতেও এক সুকুমার কুমারের উৎপত্তি হইল। ঐ কুমারের নাম সুদ্যুম্ন, সুদ্যুম্নও বেদবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, রাজা সুপ্রতীক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, "আমার বৃদ্ধদশা

উপস্থিত এবং পুত্র দুর্জ্জয়ও সর্ব্বাংশে উপযুক্ত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে ইহার প্রতিই এই বারাণসী রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হই।" অনন্তর নরপতি দুর্জ্জয়ের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। এদিকে রাজকুমার দুর্জ্জয় হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ং রাজ্যবিস্তারের অভিলাষ করিলেন। পরিশেষে চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে উত্তর দিকে যাত্রা করিলেন। তদ্দেশস্থ নরপতিরা অবনতমস্তকে তাঁহার বশবর্ত্তী হইল। তাহারপর তিনি ভারতবর্ষ স্ববশে আনয়ন করিয়া কিম্পুরুষ বর্ষে গমন করিলেন। তাহাও নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার হস্তগত হইল। তৎপরে হরিবর্ষে যাত্রা করিয়া জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন। তাহার পর রমণীয় রোমাবত, কুরু, ভদ্রাশ্ব, ইলাবৃত ও মেরুমধ্য প্রভৃতি সমস্ত দেশ জয় করিলেন। এইরূপে সমুদায় জম্বুদ্বীপে জয়পতাকা উড্ডীন হইলে পরিশেষে সমস্ত সুরগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিবার নিমিত্ত সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। তথায় দেবতা গন্ধর্ব্ব, দানব, গুহ্যক, কিন্নর ও দৈত্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। তখন ব্রহ্মার পুত্র মুনিবর নারদ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দেবেন্দ্র! নরপতি দুর্জ্জয় প্রায় সমস্ত দেশ জয় করিয়াছে, পরিশেষে আপনাকে জয় করিতে সমুদ্যত হইয়াছে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

দেবরাজ নারদের মুখে এই বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া লোকপালগণের সমভিব্যাহারে অবিলম্বে দুর্জ্জয়কে

জয় করিতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যাইবামাত্র স্বয়ং দুর্জ্জয় কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। অনন্তর সুমেরু পর্ব্বত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিলেন। লোকপালগণও তাঁহার সমভিব্যহারে সমাগত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশেষ বৃত্তান্ত পরিশেষে বিবৃত করিব।

এদিকে নরপতি দুর্জ্জয় যখন সুরগণকে পরাজিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, তখন গন্ধমাদন পর্ব্বতে স্কন্ধাবার সন্নিবেশিত করিয়া কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থান কালে দুই তাপস তথায় সমাগত হইয়া কহিল, রাজন! আপনিত লোকপালগণকে পরাজিত করিলেন; কিন্তু লোকপাল ব্যতীত রাজ্যপদ সুশৃঙ্খলে চলিবার উপায় নাই। অতএব প্রর্থনা, আপনি আমাদিগকে তৎপদে বিনিযুক্ত করুন।

তাপসদ্বয় এই কথা কহিলে ধার্ম্মিকবর দুর্জ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? তখন তাহারা কহিল, আমরা উভয়েই অসুর। আমাদিয়ের নাম বিদ্যুৎ ও সুবিদ্য। আমাদিগের ইচ্ছা, আপনি সজ্জন সমাজে ধর্ম্মসংস্কার করেন এবং আমরা তাহাই প্রচার করি। এতদ্ভিন্ন লোকপালদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমস্তই সাধন করিব"।

তাপসদ্বয় এইরূপ কহিলে নরপতি দুর্জ্জয় তাহাদিগের উভয়কে স্বর্গরাজ্যে লোকপালপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তখন তাহারা উভয়ে স্বকার্য্যসাধানে প্রস্থান করিল। বসুন্ধরে! ঐ দুই লোকপালের বৃত্তান্ত পরে বিবৃত করিব।

রাজা দুর্জ্জয় যখন মন্দরপর্ব্বতোপরি নন্দনপ্রতিম রমণীয় কুবেরকানন সন্দর্শন করিয়া পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন, তখন দেখিলেন সুবর্ণ বৃক্ষের পাদদেশে অলোক-সামান্য রূপবতী দুই কন্যা আসীন রহিয়াছে। তাদৃশ রূপ-মাধুরী কখন রাজার নয়নগোচর হয় নাই। দর্শনমাত্র নরপতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া এই দুইটি রূপবতী কন্যা কে?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যেমন ক্ষণকাল তথায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, অমনি তাপসদ্বয় তাহার নেত্রপথে নিপ-তিত হইল। তদ্দর্শনে নরপতি অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। সসম্ভ্রমে গজপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদি-দিগের উভয়ের চরণবন্দনা করিলেন। তৎপরে তাপসদ্বয় উৎকৃষ্ট কুশাসন প্রদান করিলে নরপতি তদুপরি আসীন হইলেন। তখন তাপসদ্বয় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কাহার পুত্র? কোথা হইতে আসিতেছ? এবং এস্থানে অবস্থিতির কারণ কি?

তখন নরপতি উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, আমি সুবি-খ্যাত রাজা সুপ্রতীকের পুত্র; আমার নাম দর্জ্জয়। আমি পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালবর্গের পরাজয় কামনায় বহির্গত হইয়া দিগ্বিজয় ব্যপদেশে এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। আমার নাম আপনাদিগের কর্ণগোচর হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। যাহাই হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আমার অনুগ্রহপ্রত্যাশায় আপনারা কে এস্থানে উপস্থিত হইলেন, বলুন।

তাপসদ্বয় কহিলেন, আমরা উভয়ে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র, আমাদিগের একের নাম হেতা এবং অন্যতরের নাম প্রহেতা।

আমরা উভয়ে দেবগণের বিনাশসাধননিমিত্ত সুমেরুপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। আমাদিগের সমভিব্যাহারে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্য ছিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর যখন দেবগণ দেখিলেন, আমাদিগের হস্তে তাঁহাদিগের অসীম দৈববল বিলয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা আমাদিগের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর সকলে সমবেত হইয়া ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ শ্রীহরির নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবাদিদেব! হে শ্রীহরে! অসুরগণ আমাদিগের সমস্ত সৈন্য পরাজয় করিয়াছে। আমরা ভয়ার্ত্ত হইয়া তোমার শরণাগত হইলাম। এক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা কর। হে কেশব! পূর্ব্বে একবার দেবাসুরসংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে যখন মায়াবী কালনেমী সহস্রবাহু বিস্তার করিয়া আমাদিগকে উন্মূলিত করিতে উদ্যত হয়, তখন একমাত্র তুমিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে। সম্প্রতি আবার হেতা ও প্রহেতা নামে দুই মহাসুর বহুতর সৈন্যসমবেত হইয়া দেবগণের উচ্ছেদে সমুদ্যত হইয়াছে। অতএব হে জগৎপতে! হে দেবগণের প্রভু! এখনও তুমি তাহাদিগের উভয়কে বিনাশ করিয়া দেবগণের পরিত্রাতা হও।

বিশ্বব্যাপী জগৎপতি প্রভু নরায়ণ দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন "দেবগণ! আমি অবিলম্বেই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে যাইতেছি, অতএব তোমরা এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর।" অনন্তর দেবগণ ভাবিতচিত্তে নারায়ণকে স্মরণ করিতে করিতে সুমেরুসন্নিধানে গমন করিলেন।

এদিকে গদাচক্রধারী নারায়ণ আমাদিগের সেই সুবিস্তীর্ণ সৈন্যসাগরে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্যবলে একাকীই কখন দশধা, কখন শতধা, কখন সহস্রধা, কখন লক্ষধা, কখনবা কোটিধা বিভক্ত হইয়া আমাদিগের সেই দুস্তর সৈন্যসমুদ্র বিলোড়িত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! যে কোন অসুর আমাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল তাহার কেহই অবশিষ্ট রহিল না; সকলেই সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিল। সেই বিশ্বম্ভরের মায়াবলে ক্ষণকালমধ্যে আমাদিগের তাদৃশ, পদাতি ও ধ্বজসঙ্কুল চতুরঙ্গিনী বাহিনী কোথায় যে বিলীন হইল; তাহার আর চিহ্ন রহিল না, কেবল আমরা উভয়ে জীবিত রহিলাম। তদ্দর্শনে চক্রধারী ভগবান ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। আমরাও তাঁহার ঈদৃশ অদ্ভুতকার্য্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহারই শরণাগত এবং তাঁহারই আরাধনায় নিবিষ্টমনা হইয়াছি। রাজন্! তুমি আমাদিগের পরমবন্ধু সুপ্রীতিকের পুত্র। এই দুইটি আমাদিগের কন্যা, তোমায় সমর্পণ করিলাম গ্রহণ কর। এইটীর নাম সুকেশী, এটী আমার কন্যা এবং এইটির নাম মিশ্রকেশী, এ আমার ভ্রাতা প্রহেতার কন্যা।

হেতা এইরূপ কহিলে, রাজবর দুর্জ্জয় সেই কন্যাদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া যথাবিধানে তাহাদিগের উভয়ের পাণিগ্রহণ করিলেন। সহসা এরূপ রত্নলাভে রাজার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি নিজ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে

রাজমহিষীদ্বয়ের গর্ভ সঞ্চার হইল। সুকেশীর গর্ভ হইতে যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার নাম প্রভব এবং মিশ্রকেশীর পুত্রের নাম সুদর্শন। কুমারদ্বয় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে রাজা মৃগয়াব্যপদেশে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। দিন দিন ভয়ঙ্কর বন্যজন্তু সকল বিনাশ করিতে করিতে একদা এক মুনির পুণ্যাশ্রম তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। দেখিলেন বীতকলুষ মহাভাগ এক মুনি আশ্রমে আসীন হইয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। ঐ ঋষির নাম গৌরমুখ। ঋষিবর তত্রত্য অন্যান্য মুনিগণের রক্ষক এবং পাপাত্মাদিগের পরিত্রাণ-কারক। সেই আশ্রমে প্রকাণ্ডকাণ্ড বনস্পতি সকল বিরাজমান রহিয়াছে এবং বিমল-জল-কণবাহী সুগন্ধ গন্ধবহ সঞ্চারণে তাহার বিটপ সকল অনবরত আন্দোলিত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন আকাশ হইতে মেঘ সকল ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঐ আশ্রমের সম্মুখে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতে অম্বরতল উদ্ভাসিত হইয়াছে। কেমন পবিত্র-ভাব! মনোহর গন্ধে চতুর্দ্দিক কেমন সুবাসিত! শিষ্যগণের সামবেদাধ্যয়নশব্দে আশ্রম কেমন প্রতিধ্বনিত হইতেছে! ইতস্তত পরমসুন্দরী ঋষিকন্যাগণ আশ্রম উজ্জ্বল করিয়া পরি-ভ্রমণ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ সকল বিকসিত কুসুম সমূহে পরিপূর্ণ। এইরূপ আশ্রম মধ্যে ঋষিবর গৌরমুখ স্বীয় আবাসস্থান কল্পনা করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন।

একাদশ অধ্যায়।

দুর্জ্জয়-চরিত।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! তখন রাজা দুর্জ্জয় তাপসবর গৌরমুখের এইরূপ আশ্রম দর্শনে মনে মনে তাহার রমণীয়তাবিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে "এই আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক পরম ধার্ম্মিক ঋষিগণের পাদপদ্ম দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ করি" এইরূপ মনে করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। তখন পরম ধার্ম্মিক ঋষিবর গৌরমুখ নরপতিকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া সাদরে পরিগ্রহ করিলেন এবং স্বাগতপ্রশ্নান্তে নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথাশেষে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নরপতে! "অদ্য অনুচরবর্গের সহিত আমার এই আশ্রমেই আহারাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে; অতএব বাহনদিগকে উন্মুক্ত করিয়া দেউন" এই বলিয়া ব্রতাবলম্বী ঋষি মৌনাবলম্বন করিলেন। এ দিকে রাজাও অশ্বাদিবাহন উন্মুক্ত করিয়া ভক্তিসহকারে সানুচরবর্গে তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার সমভিব্যাহারে পাঁচ অক্ষৌহিণী সৈন্য রহিয়াছে। একজন তাপস কিরূপে এতাদৃশ অনুচরবর্গের সহিত আমায় ভোজন প্রদান করিবে।"

এদিকে মুনিবরও রাজা দুর্জ্জয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে

মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি এক জন তাপস, রাজ কে নিমন্ত্রণ করিলাম, কিন্তু এক্ষণে কিরূপে আহার প্রদান করি"। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহর্ষি একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ঐ সময় দেবাদিদেব শ্রীহরি তাঁহার মনোমন্দিরে আবির্ভূত হইলেন। তখন তিনি ভাগীরথী-সলিলে অবতীর্ণ হইয়া নারায়ণকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তখন ধরা কহিলেন, হে ধরণীধর! মুনিবর গৌরমুখ কি প্রকারে নারায়ণকে পরিতুষ্ট করিলেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমি একান্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, তৎকালে মুনিবর গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে বিষ্ণো! হে পীতাম্বরধারিন্! তুমি বিশ্বের আদি, তুমি জলরূপী, তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপ, তুমি জলশায়ী, তুমি ক্ষিতিরূপী, তুমি তেজোময়, তুমি বায়ু, তুমি ব্যোম, তুমি সমস্ত ভূতের অধিষ্ঠাতা, তুমি হৃদয়স্থিত প্রভু, তুমি ওঙ্কার, তুমি বষট্কার, তুমি সমস্ত দেবতার আদি, কিন্তু তোমার আদি কেহই নাই, তুমি ভূ, তুমি ভুব, তুমি স্ব, তুমি জন, তুমি মহ, তুমি তপ, তুমি সত্য, তোমাতেই এই চরাচর বিশ্ব অবস্থান করিতেছে, তোমা হইতে সমুদায় ভূতের, সমুদায় বিশ্বের, ঋগাদি সমুদায় বেদের সমুদায় শাস্ত্রের, সমুদায় যজ্ঞের, সমস্ত বৃক্ষের, সমুদায় লতার, সমস্ত বনৌষধীর, সমুদায় পশু পক্ষীর ও সমুদায় সর্পের সমুৎপত্তি হইয়াছে। আজি রাজা দুর্জ্জয় সবলে

আমার আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমি ধনবিহীন, অতএব হে দেবাদিদেব! হে জগৎপতে! হে জনার্দ্দন! আমি কিরূপে তাঁহার অতিথ্যসৎকার করিব? হে প্রভো! আমি তোমার একান্ত ভক্ত, যাহাতে অদ্য আমার অন্নের সংস্থান হয়, তাহা করিয়া দেও। হে পরমেশ! আমি যাহা হস্তে স্পর্শ করিব, যাহা নয়নে নিরীক্ষণ করিব, যাহা মনে চিন্তা করিব, তৎসমস্তই যেন তোমার প্রসাদবলে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, এই চতুর্ব্বিধ খাদ্যে এবং অভিলষিত দ্রব্যে পরিণত হয়। তোমাকে নমস্কার।

বরাহদেব কহিলেন, হে ধরে! জগৎপতি কেশব মুনিবরের স্তুতিবাদ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজবর! "আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" এই কথা শ্রবণে মুনিবর যেমন নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিলেন, অমনি দেখিলেন শঙ্খচক্রগদাপাণি পীতাম্বর জনার্দ্দন গরুড়োপরি বিরাজমান। তাঁহার রূপচ্ছটা দ্বাদশ আদিত্যের প্রভাসদৃশ। অথবা দ্বাদশ আদিত্যের কথা কি বলিব, যদি এককালীন গগনমণ্ডলে সহস্র সূর্য্য সমুদিত হয়, তথাপি তাহার সদৃশ হইতে পারে না। এই জগতে কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু সে সমস্তই সেই একাধারে বিরাজমান। তদ্দর্শনে মুনিবরের নয়নদ্বয় বিস্ময়ে বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে কেশব! যদি প্রসন্ন হই-

য়াই থাক, যদি বরদানের ইচ্ছাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই মাত্র বর প্রদান কর, যেন রাজা দুর্জ্জয় সবলবাহনে আজ আমার আশ্রমে অতিথিসৎকার লাভ করিয়া কল্য প্রভাতে স্বীয় রাজধানীতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারেন।

বসুন্ধরে! দেবদেব নারায়ণ ঋষিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে চিত্তসিদ্ধি প্রদান করিয়া অর্থাৎ "তুমি যাহাই অভিলাষ করিবে তাহাই হইবে" এইরূপ বর দিয়া তাঁহাকে মহাপ্রভ এক মণি সমর্পণ করিলেন, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই তিনি কোথায় অন্তর্হিত হইলেন, তাহা আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন গৌরমুখ ঋষিগণ-নিষেবিত স্বীয় পুণ্যাশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মনে মনে কল্পনা করিলেন যে, আমার এই আশ্রমে হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গাকৃতি, প্রকাণ্ড অভ্রখণ্ডের ন্যায় উন্নত, সুধাংশুকিরণ-সদৃশ ধবলবর্ণ শতহস্তপ্রমাণ অট্টালিকা সকল প্রস্তুত হউক। এইরূপ কল্পনার পর তিনি বিষ্ণুদত্তবরপ্রভাবে তাদৃশ সহস্র সহস্র হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিলেন। প্রত্যেক ভবনের প্রান্তভাগে সমুন্নত প্রাচীর, ঐ প্রাচীরের সম্মুখেই রমণীয় উদ্যান। ঐ উদ্যানমধ্যে কোকিলকুল ঝঙ্কার করিতেছে। অন্যান্য বিহঙ্গগণ শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিতেছে। স্থানে স্থানে চম্পক, অশোক, পুন্নাগ ও নাগকেশর প্রভৃতি নানাজাতি বৃক্ষসকল ভবনোদ্যানে বিরাজমান। কোন স্থানে হস্তিশালা, কোন স্থানে বা অশ্বশালা কল্পিত হইল। সকল স্থানেই চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়াদি বিবিধ খাদ্যদ্রব্য ও হেমপাত্র সকল সঞ্চিত হইল।

অনন্তর ঋষিবর নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে সমস্ত প্রস্তুত, আপনি সৈন্যসামন্ত ও ভৃত্যগণকে ভবনান্তরে প্রবেশ করিতে অনুমতি করুন। তখন রাজা স্বয়ং ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্য ও ভৃত্যবর্গকে প্রবেশের আদেশ করিলে, তাহারা শশব্যস্ত হইয়া ঋষিনির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহর্ষি নারায়ণপ্রদত্ত দিব্য মণি ধারণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, নরপতে! পথশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন; অতএব আপনার অঙ্গমর্দ্দন ও স্নানাদি নিমিত্ত দাস দাসী প্রেরণ করিতেছি, স্নান করিয়া শ্রমাপনোদন করুন। এই কথা কহিয়া ঋষিবর নরপতির সমক্ষেই একান্তে সেই বিষ্ণুপ্রদত্ত মণি স্থাপন করিলেন। তাহার পর সহসা তাহা হইতে দিব্যমূর্ত্তি সহস্র সহস্র রমণী সম্ভূত হইল। তাহাদিগের সর্ব্বশরীর অতি কোমল, সর্ব্বাঙ্গ অঙ্গরাগে পরিপূর্ণ, কপোলদেশ অতি মনোহর, কেশপাশ আগুল্ফ বিলম্বিত ও চক্ষু আকর্ণ বিস্তৃত। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্ণপাত্র হস্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। দাস দাসীগণ সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। দিব্যাঙ্গনা সকল নৃত্য আরম্ভ করিল, কেহ কেহ সঙ্গীত আলাপন করিতে লাগিল। এইরূপে রাজা দুর্জ্জয় যেন দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহাসমারোহে স্নান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! একি মুনিবরের তপোবল! না এই মণির অদ্ভুত শক্তি!

এইরূপে নরপতির স্নান সমাপন হইলে উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজোপচারে বিবিধ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলেন। রাজভৃত্যেরাও রাজার ন্যায় বিবিধোপচারে ভোজন কার্য্য সমাপন করিল। যেমন সকলের ভোজন সমাপন হইল, অমনি এ দিকে দিনমণি অরুণিমারাগ ধারণপূর্ব্বক অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। ওদিকে রজনী শারদীয় শশধরের উজ্জ্বল জ্যোতি সহকারে হাসিতে হাসিতে সমাগত হইলেন। সুধাংশু ক্রমশ অংশুজাল বিস্তার করিয়া সমস্ত জগৎ রঞ্জিত করিয়া তুলিলেন। ভৃগু-কুলতিলক দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য শনৈশ্চরের সহিত গগনতল অলঙ্কৃত করিলেন। যদিও তিনি সুরসমাজ-নমস্কৃত, তথাপি দৈত্যপক্ষ অবলম্বনে ক্ষীণালোক হইয়া প্রকাশমান হই-লেন। না হইবেন কেন, অসৎপক্ষ অবলম্বনে কাহার না তেজোহ্রাস হইয়া থাকে? মঙ্গল এবং রাহুগ্রহও ক্রমশঃ মানবগণের নয়নপথবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু চন্দ্রমার ন্যায় নয়নপ্রীতিকর প্রভা কোথায় পাইবেন? কারণ এ জগতে স্বভাবই লোকের বলাবলের হ্রাসবৃদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত যেরূপ গ্রহগতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে শনৈশ্চর নির্ম্মল নভোমণ্ডলে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে, কেতু তাহার বিরুদ্ধে আর অন্ধকার বিস্তার করিলেন না। কেনইবা করিবেন? শঠে শঠে প্রীতি অতীব তৃপ্তিকর। উদারচেতা দ্বিজ-রাজতনয় বুধ দেবও জগৎ প্রকাশিত করিয়া স্বয়ং স্বপথে প্রকাশমান হইলেন। বিনয় সজ্জনগণনার প্রধান অবলম্বন।

দেখিতে দেখিতে কেতু সমুদিত হইয়া চন্দ্রমার পথবর্ত্তী হই-লেন। আকাশমণ্ডলের আর তাদৃশ উজ্জ্বল জ্যোতি রহিল না। ক্রমে সমস্ত কপিশবর্ণ হইয়া উঠিল। না হইবে কেন, সজ্জনসভায় অসজ্জনের সমাগম হইলে কখনই সুশৃঙ্খল হয় না। চন্দ্ররশ্মিসংযোগে যদিও দিক সকল প্রকাশিত হইল, কিন্তু নক্ষত্রগণের তাদৃশ জ্যোতি রহিল না। বায়ু, পিত্ত ও কফের বৃদ্ধিকারক বরুণদেবের পুত্র চন্দ্রমার উদয়ে সূর্য্যরশ্মি সমাচ্ছন্ন হইল। না হইবে কেন, বেদবিহিত কার্য্যের অন্যথা কখনই সম্ভবপর নহে। যে ধ্রুব পূর্ব্বকালে বাল্যাব-স্থায় নৃপাসন লাভ করিতে না পারিয়া হরির আরাধনায় নিবিষ্টমনা হইয়াছিলেন, সেই ধ্রুব ক্রমে আকাশমণ্ডল অল-ঙ্কৃত করিলেন।

বসুন্ধরে! এইরূপে সেই শুভ রজনী ক্রমশঃ পরি-বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সৈন্য সামন্ত ও রাজানুচরগণ যথা-বিহিত বস্ত্রালঙ্কার লাভে পরিতৃপ্ত হইল। গৃহে গৃহে বিবিধ বহুমূল্য রত্ন ও মহার্হ পট্ট বস্ত্রে যে সকল খট্টা সমলঙ্কৃত ছিল, সে সমস্তই বরাঙ্গণাগণের অধিষ্ঠানে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজা দুর্জ্জয় ক্রমে সামন্ত নরপতিদিগকে এবং প্রধান সচিবগণকে স্ব স্ব গৃহে শয়ন করিতে অনুমতি করি-লেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় দিব্যাঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

ধরিত্রি! সেই ঋষিবরের তপঃপ্রভাবে রাজা দুর্জ্জয় এইরূপে পরমসুখে সৈন্য সামন্ত ও অনুচরগণের সহিত

নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যামিনী বিগত হইলে যেমন নরপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল, অমনি চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। আর সে স্ত্রীগণ নাই, সে অট্টালিকা নাই, সে খট্টাও নাই। সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে রাজার আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি বারম্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এ সমস্ত কি এই মণির প্রভাব, না মহর্ষির তপঃপ্রভাব! অবশেষে মণিপ্রভাবেই এই সমস্ত সম্ভূত হইয়াছে, ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়া অনতিবিলম্বে সামন্তগণের সহিত মিলিত হইলেন, এবং এই মণি, অবশ্য গ্রাহ্য, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া আশ্রমবহির্ভাগে গমন পূর্ব্বক মন্ত্রণা কবিয়া তথা হইতে সচিবপ্রধান বিরোচনকে ঋষিবর গৌরমুখের নিকট প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর মন্ত্রিবর বিরোচন ঋষিবরের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তাপোধন! রাজা সমুদায় বররত্নের একমাত্র আধার। অতএব আপনার আশ্রমস্থিত এই মণিটি তাঁহাকে সমর্পন করুন।

সচিব-বাক্য-শ্রবণে ঋষিবর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "নরপতি মাত্রেই দাতা এবং বিপ্রমাত্রেই গ্রহীতা। অতএব তিনি রাজা হইয়া কিরূপে দরিদ্রের ন্যায় বিপ্রের নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন? অতএব তুমি শীঘ্র গিয়া সেই দুরাচারকে বল, যেন সে এই লোকমর্য্যাদা অতিক্রম না করে।"

বিরোচন, ঋষিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নরপতি দুর্জ্জয়ের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং গৌরমুখ যাহা কহিয়াছিলেন, অবিকল সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন

রাজা ঋষিবরের উক্তি শ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নীল নামক সামন্তকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্র ! তুমি অবিলম্বে ঋষির নিকট গমন করিয়া বলপূর্ব্বক সেই মণি গ্রহণ করতঃ প্রত্যাগমন কর।

নীল, রাজাজ্ঞা লাভ করিবামাত্র বহুতর সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া বিপ্রবরের আশ্রমে যাত্রা করিল। তথায় অগ্নিহোত্রগৃহে ঐ মণি স্থাপিত ছিল। নীল তদ্দর্শনে স্বয়ং রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মণিগ্রহণমানসে যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, অমনি মণি হইতে রণদুর্জ্জয় বিবিধ সৈন্য বিনির্গত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ রথী, কেহ ধ্বজী, কেহ অশ্বারোহী, কেহ অসিচর্ম্মধারী, কেহ বা সতণীর ধনুর্ব্বাণধারী। মণিমধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া তাহারা তথায় বিচরণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে যে, পঞ্চদশ সংখ্যক সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া সমরাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদিগের নাম—সুপ্রভ, দীপ্ততেজা, সুরশ্মি, শুভদর্শন, সুকান্তি, সুন্দর, সুন্দ, প্রফুল্ল, সুমনা, শুভ, সুশীল, সুখদ, শম্ভু, সুদান্ত ও সোম। ঐ পঞ্চদশ সেনাপতি বিরোচনকে বহুতর সৈন্য সমবেত সন্দর্শন করিয়া নানাবিধ অস্ত্র লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের শরাসনের প্রভা কনকের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং শর সকল সুবর্ণপুঙ্খ। ভয়ঙ্কর খড়্গ ভুশুণ্ডি ও শূল সকল নিপতিত হইতে লাগিল। রথে রথে, গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, ও পদাতি পদাতি দলে মিলিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কেহ কেহ বা পরস্পর পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে অগ্রসর

হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। সেই ভীষণ সমরমধ্যে বিরোচন হতচেতন হইয়া ক্ষণবিলম্বেই শমনসদনে আতিথ্য স্বীকার করিল। অনন্তর রাজা দুর্জ্জয় মন্ত্রিবরের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে স্বয়ং সসৈন্যে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্য লইয়া সেই মণিপ্রভব সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তুমুল সংগ্রাম সমারব্ধ হইলে, নরপতি দুর্জ্জয়ের পক্ষ হইতে অসংখ্য সৈন্য ক্ষয় হইতে লাগিল। তখন হেতা ও প্রহেতা উভয়ে মহাবাহু জামাতা দুর্জ্জয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

বসুন্ধরে! ঐ যুদ্ধে দুর্জ্জয়ের পক্ষে যে সকল দৈত্য সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদিগের নাম, প্রথস, বিঘস, সঙ্ঘস, অশনিপ্রভ, বিদ্যুৎপ্রভ, সুঘোষ, উন্মত্তাক্ষ, ভয়ঙ্কর, অগ্নিদত্ত, অগ্নিতেজা, বাহু, শক্র, প্রতর্দ্দন, বিরাধ, ও ভীমকর্ম্মা বিপ্রচিত্তি। দানবপক্ষে এই পঞ্চদশ দৈত্যই প্রধান। উহাদিগের মধ্যে এক একজন এক এক অক্ষৌ-হিণী সৈন্য লইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দুরাত্মা দুর্জ্জয়ের মায়া অতিবিচিত্র। সেই মায়াবলে মণিপ্রভব সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর সমর সমারব্ধ হইল। দীপ্রতেজা তিন শরে বিঘসকে, সুরশ্মি দশশরে সঙ্ঘসকে, শুভদর্শন পঞ্চশরে অশনিপ্রভকে, সুকান্তি বিদ্যুৎ প্রভকে, সুন্দর সুঘোষকে এবং সুন্দ পাঁচশরে উন্মত্তাক্ষকে বিদ্ধ করিল। তৎপরে নতপর্ব্ব এক বাণে উন্মত্তাক্ষের শরাসন

দ্বিখণ্ডিত হইল। সুমনা অগ্নিদংষ্ট্রকে, সুবেদ অগ্নিতেজাকে, সুনল বায়ু ও শক্রকে এবং সুবেদ প্রতর্দ্দনকে প্রহার করিতে লাগিল। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে দৈত্যপক্ষীয় সকলেই প্রায় মণিপ্রভব সৈন্য-গণের প্রহারে আহত হইয়া পড়িল।

বসুন্ধরে! যখন ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মুনিবর গৌরমুখ সমিধ পুষ্প ও কুশাদি আহরণ করিয়া আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া রাজা দুর্জ্জয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তৎপরে আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া যখন জানিলেন, মণির নিমিত্তই এইরূপ তুমুলসংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি দেবাদিদেব নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র পীতাম্বরধারী নারায়ণ খগেন্দ্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঋষিবরের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, মুনে! কিনিমিত্ত আমায় স্মরণ করিয়াছ? এক্ষণে তোমার কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে?

তখন ঋষিবর গৌরমুখ কৃতাঞ্জলিপুটে পুরুষোত্তম নারা-য়ণকে কহিলেন, ভগবন্! রাজা দুর্জ্জয় সসৈন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব উহাকে বিনাশ করুন। ঋষিকর্ত্তৃক এই-রূপ প্রার্থিত হইবামাত্র নারায়ণ চক্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রজ্বলিত চক্রানলে নিমেষমধ্যে সমস্ত অসুর সৈন্য ভস্ম-সাৎ হইল। অনন্তর নারায়ণ মুনিবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঋষে! যখন নিমেষ মধ্যে এই অরণ্যে সমস্ত

দানবকুল নির্ম্মূল হইল, তখন আমি কহিতেছি, এই অরণ্য "নৈমিষারণ্য" নামে বিখ্যাত হইবে। এইস্থলে ব্রাহ্মণগণ বাসস্থল কল্পনা করিয়া যজ্ঞ আরব্ধ করিবেন। আমি সেই যজ্ঞের যজ্ঞপুরুষ হইব। এই পঞ্চদশ নেতা যজ্ঞে পূজনীয় হইবেন। ইহারাই সত্যযুগে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। বসুন্ধরে! দেব নারায়ণ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন. এদিকে ঋষিবর গৌরমুখও পরমানন্দে স্বীয় আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারায়ণের ঐশ্বর্য্য।

বরাহ দেব কহিলেন, ধরে! শ্রীকৃষ্ণের চক্রানলে সমস্ত সৈন্য সামন্ত ভস্মসাৎ হইলে, রাজা দুর্জ্জয় শোকে একান্ত কাতর হইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞানের উদ্রেক হইল। তিনি ভাবিলেন. নারায়ণ যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করেন. তখন ইনি রামরূপী; অতএব এক্ষণে আমি চিত্রকূটে গমন করিয়া রামরূপী এই জগৎপতি নারায়ণের স্তব পাঠ করি। এইরূপ চিন্তার পর রাজা পুণ্যধাম চিত্রকূটে গমন করিয়া স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

বসুন্ধরে! রাজা দুর্জ্জয় যে স্তোত্রপাঠ করিয়াছিলেন তাহা এই—হে নরনাথ! হে অচ্যুত! হে রাম! তোমাকে

নমস্কার করি। তুমি পুরাতন কবি ; তুমি দেবগণের সমস্ত অরাতি নিপাতন করিয়া থাক, তুমি মঙ্গলস্বরূপ। তোমা হইতে সমস্ত ভূতের সমুৎপত্তি হইয়াছে। তুমি মহেশ্বর, তুমি দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিগণের দুঃখদূর করিয়া থাক। তুমি সমুদায় ঐশ্বর্য্যের ও সমুদায় তেজের আধার। তুমি সময়ে সময়ে নানাবিধ রূপধারণ করিয়া স্বীয়তেজ প্রকাশ করিয়া থাক। তুমি ভূমণ্ডলে পাঁচ প্রকার, জলে চারিপ্রকার, তেজে তিন প্রকার, এবং বায়ু মধ্যে দুই প্রকার রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছ। হে ভগবন্ হরে ! তুমি শব্দময় পুরুষ, তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য এবং তুমিই হুতাশন, সমস্ত জগৎ তোমাতেই বিলীন হইয়া থাকে। এই জগৎ তোমা হইতে সম্ভূত হইয়া আরামে অবস্থান করিতেছে, এই জন্যই তোমার রামনাম জগদ্বিখ্যাত। হে হরে ! কি দুঃখ-তরঙ্গ-সঙ্কুল ভবসাগর, কি মীন-ইনক্রাদি-গ্রাহসঙ্কুল ভীষণ অর্ণব,মনুষ্য যেখানেই নিমগ্ন হউক না কেন, একবার তোমার নামস্মরণরূপ ভেলা অবলম্বন করিলে আর কিছুতেই বিনষ্ট হয় না ; সেই নিমিত্তই ঋষিবর গৌরমুখ বিপন্ন হইয়া তপোবনে তোমায় স্মরণ করিয়াছিলেন। হে হরে ! যখন বেদবিপ্লব সমুপস্থিত হয়, তখন তুমিই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া তাহার উদ্ধার কর। হে বিভো ! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, যে প্রলয়াগ্নিমুখে সমুদায় দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ হইয়াছিল,তুমি সেই প্রলয়াগ্নি। হে বহুরূপধারিন্ ! তুমিই প্রলয়ের পর কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া ধরার উদ্ধার সাধন করিয়াছ। মাধব ! তুমি যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাক। জনার্দ্দন ! কোন কালে কোন জগতে তোমার তুল্য আর

দ্বিতীয় নাই। হে মহাত্মন্! তোমা হইতেই এই বিশ্বের বিবৃতি হইয়াছে। কি লোক সকল, কি বেদ, কি দিক্ সকল, সমস্তই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিভো! তুমি আদিপুরুষ, তুমি প্রধানতম আশ্রয়; তোমায় পরিত্যাগ করিয়া আর কাহার শরণাপন্ন হইব? সর্ব্বাদৌ একমাত্র তুমিই বিরাজমান ছিলে। তাহার পর তোমা হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, তৎপরে তাহা হইতে জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ,, মন বুদ্ধি ও গুণ সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব বিভো! তুমিই সমুদায়ের কারণ। আমার বিশ্বাস, তুমিই সনাতন পুরুষ। হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে সহস্রবাহো! হে দেবদেব! হে মহাভাব! হে রাম! তোমার জয় হউক্ তোমাকে নমস্কার।

বসুন্ধরে! দেবাদিদেব নারায়ণ নরপতি দুর্জ্জয়কর্তৃক এইরূপে অভিষ্টুত হইয়া প্রসন্ন হইলেন, এবং স্বীয় রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, সুপ্রতীক! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। তখন রাজা সুপ্রতীক নারায়ণের বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া সসম্ভ্রমে প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, দেবেশ্বর! আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না, আমাকে এই মাত্র বর প্রদান করুন, যেন আমার আত্মা আপনার শরীরে বিলীন হয়।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! সুপ্রতীক এই কথা বলিয়া যেমন ধ্যানাশক্ত হইলেন, অমনি তাঁহার দেহ তৎক্ষণাৎ নারায়ণশরীরে বিলীন হইল। রাজা একেবারে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিলেন। এই আমি তোমার নিকট পুরাতন বৃত্তা-

ন্তের যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিলাম। এমন কি সহস্র বদন লাভ হইলেও কেহ স্বচ্ছন্দে সকল বিষয় বর্ণন করিতে পারে না। আমার যৎকিঞ্চিৎ যাহা স্মরণ ছিল, উদ্দেশে কহিলাম, কিন্তু অর্ণবগর্ভে যে পরিমাণ সলিল বিদ্যমান আছে, তাবৎ পরিমাণ অর্থাৎ অসংখ্যবর্ষ পর্য্যন্ত দান করিলেও ইহার মূল্য নিরূপণ হয় না। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ও নারায়ণ স্বয়ং যখন যাহা কহিয়াছেন, তখনি ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, সুতরাং মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অনন্তের গুণকীর্ত্তন নিতান্তই অযুক্ত। তথাপি যতদূর সাধ্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এমন কি, সমুদ্রের বালুকা ও পৃথিবীর ধূলিকণার সংখ্যা করিতে পারা যায়, তথাপি অনন্তদেব কতকাল ক্রীড়া করিতেছেন, তাহার পরিমাণ নাই। অয়ি সুহাসিনি! আমার যতদূর সাধ্য নারায়ণের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা কীর্ত্তন করিলাম। ইহা সত্যযুগের বৃত্তান্ত, এক্ষণে অন্য আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় ব্যক্ত কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

——০——

শ্রাদ্ধ-কল্প।

ধরিত্রী কহিলেন, ভগবন্! মুনিবর গৌরমুখ এবং মণিজাত পঞ্চদশ সেনাপতি, ইহাঁরা নারায়ণের সহিত সাক্ষাত করিয়া কি ফল লাভ করিয়াছিলেন? পরম ধার্ম্মিক গৌরমুখ মুনিই বা কে? তিনি শ্রীহরির দর্শনে কি করিয়া-

ছিলেন ? এই সমস্ত বিষয়ে আমার বিশেষ কুতূহল আছে ; অতএব আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! মুনিবর গৌরমুখ, ভগবান্ নারায়ণ নিমেষমধ্যে দানববিনাশরূপ মহৎ কার্য্য সাধন করিলেন দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহার আরাধনায় গমন করিলেন। তীর্থ মাহাত্ম্যবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দৈত্যান্তকারী ভগবান্ নারায়ণ প্রভাসতীর্থেই অবস্থান করিয়া থাকেন। মুনিবর তথায় গমন করিয়া দানবনিসূদন নরায়ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাহার কিয়দ্দিন পরে মহাযোগী মুনিবর মার্কণ্ডের তথায় উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে গৌরমুখের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি পাদ্য অর্ঘ দিয়া একান্ত ভক্তিসহকারে মার্কণ্ডেয়কে পূজা করিলেন। অনন্তর ঋষিবর কুশাসনে আসীন হইলে গৌরমুখ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রতধারিন্ মহর্ষে! আমায় আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তখন মহাতপা মার্কণ্ডেয় মধুর বচনে তাঁহাকে কহিলেন, মুনে! গুরুদেব নারায়ণ সমস্ত দেবতার আদি। তাঁহা-হইতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মা আবার সাত জন মুনিকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "তোমরা আমারই অর্চ্চনা কর" কিন্তু পিতামহসৃষ্ট মুনিগণ তাঁহার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আপনারা আপনাদিগের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা "যখন তোমরা আমার বাক্যে অবহেলা করিলে, তখন আমি এই শাপপ্রদান করিতেছি যে, এই ব্যভিচারনিবন্ধন তোমারা সকলেই জ্ঞান-

ভ্রষ্ট হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।” ব্রহ্মার তনয়গণ পিতাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া তাঁহারা সাতজনে স্ব স্ব তনয় উৎপাদন পূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। বেদবিদ্ বিপ্রগণ স্বর্গপ্রয়াণ করিলে, তৎপুত্রগণ শ্রাদ্ধ কার্য্য দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিতে লাগিল। এদিকে সেই সমস্ত ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ বিমানযানে অবস্থান পূর্ব্বক পুত্রগণের পিণ্ডদান কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

গৌরমুখ জিজ্ঞাসিলেন, মুনিবর! পিতৃগণের সংখ্যা কত? তাঁহারা কোন্ লোকে অবস্থান করিতেছেন?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ঋষে! দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম মরীচি প্রভৃতি সাতজন সোমবর্দ্ধন ঋষি বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদিগকে পিতৃলোক কহে। তাঁহাদিগের মধ্যে চারিজন শরীরী এবং অন্য তিনজন অশরীরী। এক্ষণে তাঁহাদিগের লোকসৃষ্টি বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সন্তানক নামে যে ভাস্বর লোক বিরাজমান আছে, পিতৃগণ তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেবগণের পিতা এবং দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন। এই পিতৃগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়া সনাতন লোকে গমন করেন। তাহার পর শতযুগ সমতীত হইলে তাঁহারা পুনরায় ব্রহ্মবাদী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন। তখন তাঁহাদিগের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। সেই স্মৃতির বলে তাঁহারা অত্যুৎকৃষ্ট সাধ্যযোগ অবলম্বন করেন। তাহাতে পুনরাবৃত্তিরহিত অতি বিশুদ্ধ যোগগতি লাভ হয়। এই পিতৃগণ শ্রাদ্ধে যোগিগণের

যোগবৰ্দ্ধন করিয়া থাকেন। আবার ইহাঁরাই যোগিগণের যোগবলে পরম পরিতুষ্ট হন। অতএব শ্রদ্ধাসহকারে যোগীদিগকেও দান করা কর্ত্তব্য। এই আমি সোমপায়ী পিতৃগণের প্রথম সৃষ্টিবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ইহাঁরা সকলেই একাত্মা, এবং সকলেই স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকেন। ভূলোকনিবাসিগণ ইহাঁদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, অত্রি ও অঙ্গিরা প্রভৃতি যেসকল ঋষিরা মরুদ্গণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগের অপর নাম। কল্পবাসী। সনকাদি তিনজন ঋষি বিরাজের পুত্র, এই নিমিত্ত তাঁহারা বৈরাজ নামে বিখ্যাত। বৈরাজগণ তপঃ-পরায়ণ। সমুদায়ে পিতৃলোকের এই সাত সংখ্যা কীর্ত্তন করি-লাম ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই এই সাত পিতৃলোকের যাগ করিতে পারেন। শূদ্রের প্রতি ইহাঁদিগের পৃথক্ বিধান নাই। সুতরাং শূদ্রগণ বর্ণত্রয়কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অনায়াসে ঐ পিতৃলোকের যাগ করিতে পারে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন শূদ্রজাতীয় পিতৃলোক পৃথক্ আছে। এই পিতৃলোকের মধ্যে একেবারে মুক্ত বা চেতনাযুক্ত কেহই নাই। তবে ভূয়োভূয়ঃ শাস্ত্রদর্শনে, পুরাণপর্য্যালোচনা ও ঋষিসমাদৃত শাস্ত্রে এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, পুত্রগণও পিতৃগণের যাজ্য। কারণ পিতৃগণ পুত্রগণের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞানবলে, নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন। কশ্যপাদি ঋষিগণ বসুগণের এবং বসুগণ সমুদায় বর্ণের পিতৃলোক। গন্ধর্ব্বাদি, দেবযোনিগণও বসু প্রভৃতির ন্যায় সমুদায় বর্ণের পিতৃলোক। হে মুনিবর! এই আমি উদ্দেশে পিতৃলোকের সৃষ্টির

বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এমন কি কোটি বৎসরেও ইহাব তদন্ত করিতে পারা যায় না। সম্প্রতি শ্রাদ্ধেরর কাল নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। শ্রাদ্ধের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া যথাকালে অর্থাৎ দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ কালে, মহাবিষুব সংক্রমণে, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, সূর্য্যের দ্বাদশরাশিসংক্রমণে, বিরুদ্ধ গ্রহনক্ষত্রপীড়া উপস্থিত হইলে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে ও নব শস্যের সমাগম হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধকরা অবশ্যকর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন যখন আদ্রা, বিশাখা ও স্বাতি নক্ষত্র সংযুক্ত অমাবস্যা উপস্থিত হয়, তখন শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ আট বৎসরের নিমিত্ত পরিতৃপ্ত হন। আর যদি পুষ্যা, আদ্রা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসরের জন্য পরিতৃপ্তি লাভ করেন। বাসব, অজৈকপাদ ও বারুণ নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করা নিতান্ত দুর্ল্ভ। এমন কি দেবগণও এরূপ সংযোগ প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করেন। যাহাই হউক পূর্ব্বকথিত নব নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। এমন কি কোটিসহস্র বৎসরেও ইহার পুণ্য ক্ষয় হয় না।

মুনিবর ! এতদ্ভিন্ন পিতৃশ্রাদ্ধের অন্য কালও নিয়মিত আছে। বৈশাখ মাসের তৃতীয়া ও কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী, মাঘ মাসের পূর্ণিমা, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ, চারি অষ্টকা এবং দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ কালে শ্রাদ্ধ করা বিধেয়। এমন কি, পিতৃগণ বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বকথিত কালে প্রযত হইয়া তিলযুক্ত জলাঞ্জলি

প্রদান করিলেও, তাঁহারা সহস্রবর্ষ শ্রাদ্ধের তৃপ্তিলাভ করেন। মাঘমাসের অমাবস্যায় বারুণ নক্ষত্রের সংযোগ লাভ, সহজ পুণ্যের কথা নহে। আবার যদি তাহাতে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের সংযোগ উপস্থিত হয়, ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে পিতৃলোক অযুত বৎসর শ্রাদ্ধের তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। আবার মাঘ মাসের অমাবস্যায় যদি পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের মিলন হয় এবং কেহ ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃলোককে জলপিণ্ড প্রদান করে, তাহা হইলে তাঁহারা চিরযুগের জন্য সুখে নিদ্রাসুখ অনুভব করেন।

গঙ্গা, শতদ্রু, বিপাশ ও গোমতীতীর্থে গমন করিয়া পরম যত্নসহকারে গোবৎসাদির অর্চ্চনা করিলে, পিতৃলোকের অহিতসকল দূরে পলায়ন করে। পিতৃগণ বলিয়া থাকেন যে, যদি ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী মঘা নক্ষত্রযুক্ত হয় এবং পুত্রগণ যত্নসহকারে তীর্থ-তোয়াঞ্জলি প্রদান করে, তাহা হইলে আমাদিগের তৃপ্তির পরিসীমা থাকে না। পুত্রগণের ধন, মন বিশুদ্ধ হয়। সময় সুপ্রসন্ন ও ক্রিয়া ফলবতী হইয়া থাকে। কোন অভীষ্টই সুসিদ্ধ হইতে অবশিষ্ট থাকে না।

হে বিপ্রবর! এক্ষণে পিতৃগীতা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে গীতানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে এবং মনুষ্যমাত্রেরই তাদৃশ ভক্তিযুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতৃগণ বলিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া অর্থাৎ স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে পিতৃতর্পণ করে, সে প্রশংসনীয় হইয়া পরিণামে আমাদিগের কুলে জন্মগ্রহণ

করিতে পারে। যে ব্যক্তি বিভববান্ হইয়া আমাদিগের উদ্দেশে রত্ন, বস্ত্র, মহাযান ও জলাদি বস্তু সকল ব্রাহ্মণসাৎ করে, যে ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক নম্রভাবে শ্রাদ্ধকালে অন্নাদি ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণগণের যেমন তৃপ্তি সাধন করে, সে ব্যক্তি সেইরূপ বিভবশালী হইয়া থাকে।

এমন কি যদি কোন ব্যক্তি অন্নদানে অসমর্থ হইয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে যথাশক্তি বন্য শাকমাত্র প্রদান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান করে; যদি কেহ তাহাতেও অপারক হইয়া ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণদিগকে কিয়ৎপরিমাণে কৃষ্ণতিল প্রদান করে, বা যে ব্যক্তি আমাদিগের উদ্দেশে সপ্তাষ্ট মাত্রতিলের সহিত জলাঞ্জলি প্রদান করে, অথবা যে ব্যক্তি যথাকথঞ্চিৎ কোন স্থান হইতে গোদুগ্ধ আহরণ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে আমাদিগকে প্রীত করে; এমন কি যদি কিছুমাত্র সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অবশেষে বনমধ্যে গমন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যাদি লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্র বলিতে থাকে যে "আমার অর্থ বা অন্য কোন প্রকার সামর্থ্য নাই যে পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করি, অতএব আমি প্রণতভাবে পিতৃগণকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা কেবল আমার ভক্তিমাত্র ধনে পরিতৃপ্ত হউন। এই অধম তাঁহাদিগের নিমিত্ত আকাশপথে হস্ত উত্তোলন করিল"। হে মুনিবর! এই আমি সমর্থ ও অসমর্থপক্ষে শ্রাদ্ধবিধি কীর্ত্তন করিলাম। অভাবপক্ষে পিতৃলোকের উদ্দেশে পূর্ব্বোক্ত রূপ আচরণ করিলেই, শ্রাদ্ধকার্য্যের ফল লাভ হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রাদ্ধ কল্প।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিপ্রবর! পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র সনকের অনুজ ধীমান সনন্দ শ্রাদ্ধ বিষয়ে আমার নিকট যে রূপ কহিয়া ছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

অগ্নিত্রয়ে দীক্ষিত, ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ যড়ঙ্গবিদ ব্যক্তি পুরোহিত, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, শ্বশুর, জামাতা, মাতুল, তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পঞ্চাগ্নিতে অভিরত শিষ্য, শ্যালক অথবা পিতৃমাতৃভক্ত পুত্রকে শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রতিনিধি প্রদান করিবে, কিন্তু মিত্রদ্রোহী কুনখী শ্যাবদন্ত কন্যাবিক্রেতা, অগ্নিপ্রদ, সোমবিক্রয়ী, শাপগ্রস্ত, তস্কর, খল, গ্রাম্যযাজক, বেদবিক্রয়ী, শূদ্রাধ্যাপক, অন্যপূর্ব্বাগ্রাহী, বা তাদৃশ পিতামাতার ঔরসে সমুৎপন্ন, বৃষলীপুত্রের পোষ্য বা বৃষলীপতি অথবা দেবল ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য নহে।

প্রথমতঃ শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি হইলে সমাগত যতিদিগকে ভোজন করাইবে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ ভবনে সমাগত ইহলে প্রথমে তাঁহারা ধৌতপাদ ও কৃতাচমন হইলে তাঁহাদিগকে ভোজনার্থ আসনে উপবেশন করাইবে। পিতৃশ্রাদ্ধ অযুগ্ম ব্রাহ্মণ এবং দেব পক্ষে যুগ্ম ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইবে; অথবা কি দেবপক্ষ, কি পিতৃপক্ষ, উভয়পক্ষেই এক একটী ব্রাহ্মণ বসাইলেও হানি

নাই। কিন্তু মাতামহপক্ষে বিশ্বেদেবসমন্বিত শ্রাদ্ধ করাই কর্ত্তব্য।

দেবপক্ষেযে ব্রাহ্মণদ্বয়ের ভোজন ব্যবস্থা হইল, তাহা পূর্ব্বাহ্ণে হওয়াই আবশ্যক ; আর পিতৃ বা পিতামহাদি পক্ষে উত্তরাস্য করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ঐ উভয়পক্ষীয় ব্রাহ্মণ পৃথক পৃথক ভোজন করাইবে এবং কোন কোন ঋষি বলিয়া থাকেন যে, পৃথক পৃথক্ কেন ? একত্র ভোজন করানই বিধি।

প্রথমতঃ পিতৃগণকে উপবেশনার্থ কুশ প্রদান করিয়া যথাবিধি অর্ঘ প্রদান করা কর্ত্তব্য। তৎপরে তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণকে আবাহন করিবে। দেবতাদিগের অর্ঘ প্রদানের সময় যব মিশ্রিত উদকে অর্ঘকল্পনা করা বিধেয়। তাহার পর তাঁহাদিগকে যথাবিধি সুগন্ধ ধূপ ও দীপ প্রদান করা কর্ত্তব্য। পিতৃলোকের উদ্দেশে যাহা কিছু কল্পিত হইবে তৎ সমস্তই অপসব্যবিধানে অর্থাৎ উত্তরীয় ও উপবীত দক্ষিণ স্কন্ধে ধারণ করিয়া করা কর্ত্তব্য। তাহার পর ব্রাহ্মণের নিকট ভোজনপাত্র স্থাপনের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া ভূতলে কুশসকল দ্বিভাগে আস্তীর্ণ করিবে। তৎপরে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পিতৃগণের আবাহন করিয়া সতিল গঙ্গোদকের সহিতঅর্ঘাদি প্রদান করিবে। যদি ঐ সময়ে কোন পান্থ বুভুক্ষু হইয়া তথায় উপস্থিত হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের অনুমোদনে তাহারও তৃপ্তিসাধন করা কর্ত্তব্য। কারণ যোগিগণ মানবমণ্ডলীর হিতসাধনাভিলাষে কে জানে কি উদ্দেশে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। অতএব শ্রাদ্ধকালে

সমাগত যোগীকে যত্নপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহা না করিলে অর্থাৎ সমাগত অতিথি অবমানিত হইলে পিতৃশ্রাদ্ধের ফল একেবারে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনলে আহুতি প্রদান করিবার সময় ব্যঞ্জন বা লবণযুক্ত চরু আহুতি প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বারত্রয় আহুতিপ্রদান করাই বিধেয়। প্রথম আহুতি প্রদানের সময় "অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা" দ্বিতীয় "সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" এবং তৃতীয় আহুতি প্রদানের সময় "বৈবস্বতায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে যাহা হুতাবশিষ্ট থাকিবে, তাহা অল্প অল্প করিয়া বিপ্রগণের ভোজন পাত্রে সমর্পণ করিবে এবং মধুরভাবে বলিবে যে, "হে ভোক্তৃগণ! আমি যত্নপূর্ব্বক এই অভিমত অন্ন প্রস্তুত করিয়াছি, অতএব আপনারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করুন"। অনন্তর যাঁহারা ভোজন করিবেন, তাঁহাদিরেও যেরূপ সুস্থিরচিত্তে সুপ্রসন্নভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য, শ্রাদ্ধকর্ত্তাকেও তদ্রূপ ক্রোধপরিশূন্য হইয়া ভক্তিভাবে পরিবেশন করাও বিধেয়। "রক্ষোঘ্ন" মন্ত্রপাঠ করিয়া ভূতলে তিল আস্তৃত করত হে দ্বিজোত্তমগণ! আপনারা আমার আজ্যপায়ী পিতৃস্বরূপ। আজি আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহগণ হুতান্নে আপ্যায়িত হইয়া তৃপ্তিলাভ করুন। আজি তাঁহারা আপনাদিগের দেহে অবস্থান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হউন। আজি আমি তাঁহাদিগের নিমিত্ত ভক্তিভাবে ভূতলে পিণ্ডপ্রদান করিতেছি, তাঁহারা মদ্দত্ত পিণ্ডলাভে

পরিতৃপ্ত হউন। মাতামহ, পিতা ও বিশ্বেদেবগণ পরম পরি-তৃপ্তি লাভ করুন। আজ যাতুধানগণের পরিতৃপ্তি বিদূরিত হউক। যিনি সমুদায় যজ্ঞের প্রণেতা, যিনি যজ্ঞেশ্বর, যাঁহার আত্মার বিকার নাই, সেই সর্ব্বেশ্বর, হরি আজি আমার পিতৃ-শ্রাদ্ধের ভোক্তা হউন। আজি সেই সর্ব্বেশ্বর হরির সন্নিধান-বশতঃ সমস্ত রাক্ষস ও সমুদায় অসুর এখান হইতে দূরে পলায়ন করুক।

এইরূপে ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে ভূতলে অন্ন বিক্ষেপ এবং তাঁহাদিগের আচমনের নিমিত্ত অল্পে অল্পে জলপ্রদান করিবে। অনন্তর অন্ন ও জলদ্বারা পরিতৃপ্ত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পিণ্ড সকল সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া পিতৃতীর্থে প্রদান করিবে। তৎপরে সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার পর সেই প্রকারে আবার সেই সমস্ত মাতামহ পক্ষে সমর্পণ করিবে। অনন্তর সেই উচ্ছিষ্ট সন্নিধানে দক্ষিণাগ্র কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া গন্ধপুষ্পধূপ দীপাদি দ্বারা পূজাকরতঃ প্রথমতঃ স্বীয় পিতা, তৎপরে পিতামহ এবং তৎপরে প্রপিতামহের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। তাহার পর সেই সমাস্তৃত কুশমূলে লেপভুক্ পিতৃগণের উদ্দেশে হস্ত সংঘর্ষণ করিবে। আবার ঐ প্রকারে গন্ধ মাল্য ধূপ দীপাদির সহিত মাতামহগণকে পিণ্ডপ্রদান করিয়া তৎ-পরে শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আচমনার্থ জল প্রদান করিবে।

এইরূপে তদ্গতচিত্তে একান্ত ভক্তিসহকারে পিতৃগণের পিণ্ডপ্রদান করিয়া স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা

প্রদান করিবে। দক্ষিণাদানের পরক্ষণেই শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বয়ং যেমন বৈশ্বদৈবিক মন্ত্র অর্থাৎ "হে বিশ্বেদেবগণ! তোমরা প্রীত হও" এই মন্ত্র পাঠ করিবে, অমনি ব্রাহ্মণগণকেও সেই মন্ত্র পাঠ করাইবে। ব্রাহ্মণেরা ঐ মন্ত্র পাঠ করিলে তাঁহাদিগের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। তাহার পর প্রথমতঃ পিতৃদেবগণ এবং তৎপরে মাতামহদেবগণকে বিদায় দিবে।

মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহশ্রাদ্ধে একজন বিজ্ঞতম ব্রাহ্মণকে ভোজন করানই বিধেয়। ভোজনের পর যথোচিত সম্মাননা ও যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিবে। বিদায় দানকালে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তৎপরে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বৈশ্যদেবাদ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। তৎপরে কি পূজনীয় ব্যক্তি, কি ভৃত্য, কি আত্মীয় স্বজন, সকলের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে।

বিপ্রবর! কি পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধ, কি মাতামহপক্ষের শ্রাদ্ধ সমস্তই এইরূপে সম্পাদন করিবে। পিতৃগণ শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্ত হইয়া সমুদায় অভীষ্ট সম্প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধে দৌহিত্র, কুতপ অর্থাৎ অষ্টম নবম ভাগ এবং তিল এই তিন পবিত্র পদার্থ। শ্রাদ্ধে রজত দান করা কিম্বা শ্রাদ্ধ করিতে করিতে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করা অথবা ক্রোধবশতঃ আসন হইতে গাত্রোত্থান করা কর্ত্তব্য নহে। শ্রাদ্ধ করিলে বিশ্বেদেবগণ, পিতৃগণ ও মাতামহগণ পরিতৃপ্ত হইয়া কুল উজ্জ্বল করেন। পিতৃগণ যেমন সোমাধার, চন্দ্রমা

সেইরূপ যোগাধার, অতএব যোগবর্দ্ধন শ্রাদ্ধ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। হে বিপ্রবর ! একজনমাত্র যোগী সহস্র বিপ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একমাত্র যোগী শ্রাদ্ধে উপস্থিত থাকিলে সমুদায় ভোক্তা ও যজমানকে পরিত্রাণ করেন। সাধারণতঃ সমুদায় পুরাণে ইহাই পিতৃশ্রাদ্ধের নিয়ম। এই কর্ম্মকাণ্ড বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে লোক ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। দ্বিজবর ! ব্রতাবলম্বী ঋষিগণও ইহার আশ্রয়ে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়াছেন; অতএব তুমিও এই শ্রাদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনে তৎপর হও। বিপ্রবর ! তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই কীর্ত্তন করিলাম। পিতৃকার্য্য করিয়া শ্রীহরির স্মরণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ শ্রীহরির স্মরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম পদার্থ আর কিছুই নাই। সুতরাং পিতৃতন্ত্র যে হরিনাম স্মরণ হইতে নিকৃষ্ট তাহার আর সংশয় নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

আদিবৃত্তান্ত কথন।

বসুন্ধরা কহিলেন, ভগবন্ ! মহামুনি গৌরমুখ মার্কণ্ডেয়ের প্রমুখাৎ শ্রাদ্ধবিধির কথা শ্রবণ করিয়া কি করিলেন ?

বরাহদেব কহিলেন, ভূতধাত্রি ! মার্কণ্ডেয় মুখে পিতৃতন্ত্র শ্রবণ করিবামাত্র মুনিবর গৌরমুখের পূর্ব্বতন শতজন্ম বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে সমুদিত হইল।

ধরণী কহিলেন, ভগবন্! দ্বিজোত্তম গৌরমুখ পূর্ব্বজন্মে কি ছিলেন? কেনই বা তাঁহার পূর্ব্বজন্ম কথা স্মরণ হইল? স্মরণ করিয়াই বা কি করিলেন?

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! গৌরমুখ পূর্ব্বজন্মে সাক্ষাৎ দ্বিজবর ভৃগু ছিলেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয়ও ঐ বংশোদ্ভব। পূর্ব্বকালে কমলযোনি ব্রহ্মা ভৃগুকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা পুত্রগণকর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইয়া সদ্গতি লাভ কবিবে; সেই জন্যই গৌরমুখ মার্কণ্ডেয়কর্ত্তৃক পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মারিত হইলেন। সমস্ত জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, যাহা করিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক সমুদায় কহিতেছি শ্রবণ কর।

ঋষিবর গৌরমুখ কার্কণ্ডেয়ের নিকট পিতৃতন্ত্র বিষয় শ্রবণ করিয়া দ্বাদশ বৎসরকাল পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। শ্রাদ্ধ সমাপনের পর ত্রিলোকবিখ্যাত প্রভাসতীর্থে অবস্থান করিয়া সেই দৈত্যান্তকারী ভগবান শ্রীহরির স্তব পাঠ করেন।

গৌরমুখ কহিলেন, হে নারায়ণ! হে রিপুদর্পহারিন্! হে মহেন্দ্র! হে শিব! তুমি ব্রহ্মবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য! তুমি চন্দ্রে, সূর্য্যে ও অশ্বিনীকুমারযুগলে বিরাজমান রহিয়াছ। তুমি সকলের কারণ। হে দৈত্যান্তকারিন্ হরি। তোমাকে স্তব করি। হে আদিপুরুষ! তুমিই পূর্ব্বকল্পে বেদবিনাশের সময় মৎস্য দেহ ধারণ করিয়াছিলে। কত কত ভূধর তোমার দেহের উপর অবস্থান করিয়াছিল। তোমারই পুচ্ছাগ্র আস্ফালনে অর্ণব সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল, তুমিই দেবগণের শত্রুদিগকে বিনিপাতিত কর। সমুদ্রমন্থনকালে তুমিই কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ

করিয়া গিরিবর সুমেরুকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলে। হে দৈত্যদর্পহারিন্! হে সুরেশ্বর! হে আদিপুরুষ! তুমি আমাকে রক্ষা কর। তুমিই মহাবরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভূতলের তলভাগে প্রবেশ করিয়াছিলে। দেবগণ ও সিদ্ধগণ তোমাকে যজ্ঞপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যুগে যুগে তুমিই ভীষণতর নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক। তুমিই বলি-রাজার যজ্ঞের বিঘ্নকারক। তুমিই যোগাত্মা এবং তুমিই যোগরূপী। তুমিই বামনরূপে দণ্ডাজিন ধারণ করিয়া ত্রিপাদ-বিক্রমে পৃথিবী আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমিই জামদগ্ন্যরূপে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া, পরিশেষে কশ্যপকে প্রদান করিয়াছ। তুমিই রামাদিরূপে দেহ চতুর্ধা বিভাগ করিয়াছ। তুমি যে কখন কি মূর্ত্তি ধারণ কর, তাহা কে বলিতে পারে? যখন দেবগণ চাণূর ও কংসাসুরভয়ে একান্ত ভীত হইয়াছিলেন, তখন তুমিই বসুদেবগৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের ভয়ভঞ্জন করিয়াছ। তুমি প্রতিযুগেই ঐরূপ রূপ ধারণ করিয়া থাক। তুমি কল্পে কল্পে কতপ্রকার অদ্ভুতমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাক তাহার ইয়ত্তা নাই। তুমি যুগে যুগে কল্কি নামে অবতীর্ণ হইয়া থাক। তুমিই বর্ণস্থিতি রক্ষার নিমিত্ত নানারূপ ধারণ করিয়া থাক।

হে সনাতন! হে ব্রহ্মময়! হে পুরাতনপুরুষ! কি সুরগণ, কি সিদ্ধগণ, কি দৈত্যগণ, জ্ঞানমার্গ ভিন্ন কেহই তোমার প্রকৃতরূপ দর্শন করিতে পারেন না। অতএব হে পুরুষোত্তম! আমি বারম্বার তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমায় রক্ষা কর। তুমি আমার মোক্ষপথের পথপ্রদর্শক হও।

ধরে ! মহর্ষি গৌরমুখ তদ্গতচিত্তে বারম্বার নারায়ণকে নমস্কার করিতে করিতে ভগবান শঙ্খ-চক্র-গদাধর তাঁহার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র ঋষিবরের দেহে নির্ম্মল জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইল। তখন তিনি একেবারে শাশ্বত পরমব্রহ্মে বিলীন হইলেন। তদ-বধি তিনি জঠরযন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

—o—

ষোড়শ অধ্যায়।

—o—

সরমার উপাখ্যান।

বসুন্ধরা কহিলেন, ভগবন্ ! দেবরাজ ইন্দ্র অত্রি-তনয় দুর্ব্বাসার শাপে দুর্জ্জয়কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেবগণের সহিত ভূলোকে আগমন করিয়া ছিলেন। কিন্তু ভগবান নারায়াণ দুর্জ্জয়কে বিনিপাতিত করিলে, দেবরাজ কি করিলেন ? বিদ্যুৎ ও সুবিদ্যুৎ নামক যে দুইজন দৈত্য স্বর্গে লোকপালপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই বা কি করিলেন ? অনুগ্রহপূর্ব্বক সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি ধরিত্রি ! দেবরাজ দুর্জ্জয়কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেবতা, যক্ষ ও মহোরগগণের সহিত প্রথমতঃ ভারতবর্ষে বারাণসী নগরীতে গমন করিলেন। এদিকে বিদ্যুৎ ও সুবিদ্যুৎ উভয়ে বায়ুযোগ অবলম্বন করিয়া, কিরূপে ত্রিলোকের আধিপত্য আপনাদিগের হস্তগত থাকে এই চিন্তায় একান্ত আক্রান্ত হইল।

ক্রমশঃ তাহারা যোগবলে সমুদায় লোকপালত্ব আপনাদিগের আয়ত্ত করিল এবং দুর্জ্জয় মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়াছে শুনিয়া চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে দেবগণের প্রতি সমরযাত্রা করিল। উভয়ে সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে দেবগণও চতুর্দ্দিক হইতে সৈন্যসংগ্রহ করত সুসজ্জিত হইয়া পুনরায় ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্তির অভিলাষে স্থিরভাবে মন্ত্রণা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে আদৌ অঙ্গিরার পুত্র গুরুদেব বৃহস্পতি কহিলেন, হে অমরগণ! প্রথমতঃ তোমরা গোমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হও, তৎপরে অন্যান্য যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবে ; আমি তোমাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিলাম। অতএব তোমরা আর বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

ধরে ! বৃহস্পতি এই কথা বলিবামাত্র দেবগণ কতকগুলি গোধন যজ্ঞীয় পশু কল্পনা করিয়া তাহাদিগের রক্ষার্থ এবং চারণার্থ এক কুক্কুরীকে নিযুক্ত করিলেন। গোধনসকল সরমা-রক্ষিত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে যথায় অসুরগণ অবস্থান করিতেছিল তথায় উপস্থিত হইল। তখন অসুরগণ তদ্দর্শনে গুরুদেব শুক্রচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ব্রহ্মন্ ! ঐ দেখুন,দেবগণের গোধনসকল দেবশুনী সরমাকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বিচরণ করিতেছে, এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি ?

সেই কথা শ্রবণে শুক্রাচার্য্য কহিলেন, "দৈত্যগণ ! আর বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র গোধন অপহরণ কর।" তদনুসারে দৈত্যগণ তৎক্ষণাৎ গোধন সকল অপহরণ করিল। সরমা ধেনুগণের অদর্শনে ইতঃস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিল,

দৈত্যগণ তাহাদিগকে অপহরণ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সময় গোধন অন্বেষণে প্রবৃত্তা সরমা দৈত্যগণের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলে, তাহারা প্রথমতঃ শান্তভাবে তাহ'কে কহিল, "সরমে! তোমায় এই গোধনের ক্ষীর প্রদান করিতেছি, পান কর। কিন্তু ধেনুগণ এস্থানে অবস্থান করিতেছে দেবরাজকে তাহা কদাচ নিবেদন করিওনা।"

দৈত্যগণ এই কথা বলিয়া বিদায় দিলে, দেবশুনী সরমা কম্পিতকলেবরে দেবগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেবেন্দ্রকে প্রণাম করিল। তখন সুরপতি সন্দিহান হইয়া মরুদ্গণকে কহিলেন, "মারুতগণ! তোমরা অলক্ষিতভাবে এই সরমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া, ইহার কার্য্য অনুসন্ধান কর।" এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র মারুতগণ সূক্ষ্ম কলেবর ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন এবং তৎকৃত ব্যাপার প্রত্যক্ষকরতঃ প্রত্যাগমন করিয়া দেবরাজকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর কুক্কুরী সমাগত হইলে দেবেন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরমে! আমার গোধন সকল কি হইল?" সরমা কহিল, "প্রভো! তাহারা কোথায়, আমি অবগত নহি।" তখন দেবরাজ রোষাবিষ্ট হইয়া মরুদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মরুদ্গণ! আমার যজ্ঞীয় গোধন সকল কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছে, তোমরা কি তাহা অবগত আছ?" তখন মরুদ্গণ সরমাকৃত সমুদায় বৃত্তান্ত দেবরাজের নিকট নিবেদন করিলেন। শ্রবণমাত্র মহেন্দ্র সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক,কহিলেন

"মূঢ়ে ! দৈত্যগণ আমার যজ্ঞীয় গোধন অপহরণ করিয়াছে এবং তুই তাহার দুগ্ধপান করিয়াছিস্, অথচ 'আমি জানি না' বলিতেছিস্।" এই বলিয়া তাহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন। সেই পদাঘাতে ক্ষীর বমনকরতঃ সরমা যেমন গমন করিবে অমনি দেবরাজ সসৈন্যে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। গিয়া দেখিলেন, অসুরগণ গোধন সকল বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। তখন তিনি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণের প্রহারে দানবগণ একান্ত ব্যথিত হইয়া গোধন সকল উন্মোচন করিল। তখন দেবেন্দ্র ধেনুলাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নানাবিধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্রসহস্র যজ্ঞ সমাধানে তাঁহার বল বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সৈন্যগণ ! তোমরা শীঘ্র সুসজ্জিত হও। অবিলম্বেই দৈত্যগণের উন্মূলনে যাত্রা করিতে হইবে।"

বসুন্ধরে ! দেবরাজ এইরূপ আদেশ করিবামাত্র দেবসৈন্য সমুদায় তৎক্ষণাৎ বর্ম্মচর্ম্মাদি ধারণপূর্ব্বক সুসজ্জিত হইল। অনন্তর দেবেন্দ্র অসুরগণের বিনাশে যাত্রা করিলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর দানবী সেনা পরাজিত হইল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ ভয়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া সাগরগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন দেবরাজ জয়লাভ করিয়া লোকপালগণের সহিত পুনরায় স্বর্গধামে গমন করিয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

ধরে ! যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে প্রতিদিন এই অদ্ভুত উপা-

খ্যান শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভে অধিকারী হইয়া থাকেন, এবং যে নরপতি অধিকার-চ্যুত হইয়া সমাহিতচিত্তে ভক্তিভাবে এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তিনিও দেবেন্দ্রের ন্যায় পুনরায় স্বীয় রাজ্যলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মহাতপার উপাখ্যান।

ধরণী কহিলেন, ভগবন্! ঋষিবর গৌরমুখের মণি হইতে যে সকল মহাত্মগণ সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগকে এই বরপ্রদান করেন যে, তাঁহারা ত্রেতাযুগে নরপতিরূপে সমুৎপন্ন হইবেন; কিন্তু তাঁহারা কি প্রকারে জন্মপরিগ্রহ করিলেন? কে কি কার্য্য করিয়াছিলেন? তাঁহা-দিগের নাম কি? কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, হে ভূতধাত্রি! মণি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া যিনি সুপ্রভ নাম ধারণ করেন, তাঁহার উৎপত্তি বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সত্যযুগে শ্রুতকীর্ত্তি নামে বিখ্যাত, আজানুলম্বিতবাহু বলবান্ এক নরপতি ছিলেন। সুপ্রভ তাঁহারই পুত্ররূপে প্রজাপাল নামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। বলবান প্রজাপাল একদিন মৃগয়া উপলক্ষে শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম কাননে প্রবেশ করেন। প্রবেশমাত্র

দেখিলেন, এক মহর্ষির সুদীর্ঘ অতিরমণীয় এক আশ্রম বিদ্যমান রহিয়াছে এবং মহাতপা নামে পরমধার্ম্মিক এক ঋষি নিরাহারে সনাতন ব্রহ্মনাম জপ করিয়া তপস্যা করিতেছেন। দর্শনমাত্র আশ্রমে প্রবেশের ইচ্ছা হওয়াতে প্রজাপাল তথায় প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশকালে দেখিলেন, পথের উভয়পার্শ্বে নানাবিধ বনবৃক্ষ সকল ভুমি ভেদ করিয়া উদ্গত হইয়াছে। লতাগৃহ সকল শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতি বিস্তার করিতেছে। কিন্তু তথায় বিলাস-রসিক ভৃঙ্গের সমাগম নাই। বরাঙ্গনাগণ—যাঁহাদিগের নখাগ্রভাগ রক্তকোকনদের শোভা বিস্তার করিতেছে, তাঁহারা বৃত্রশত্রু ইন্দ্রের স্বর্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া তথায় অলক্তাক্ত পদপংক্তি বিস্তার করিতেছেন। কোন স্থানে বিবিধ বিহঙ্গ সকল শাখায় আসীন হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গান করিতেছে, কোন স্থানে ষট্পদগণ মধুপানে মত্ত হইয়া পুষ্পে পুষ্পে বিচরণ করিতেছে। বিবিধ বিটপ সকল পুষ্পিত হইয়া অতীব মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে। বিহঙ্গগণ কদম্ব, নীপ, অর্জ্জুন, শীল, শাল প্রভৃতি বৃক্ষের নীড়ে বসিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণে আশ্রম পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত এবং ধূমশিখা উদ্গত হইতেছে। পাপের লেশমাত্র নাই। যেন মদমত্ত কেশরী সকল তীক্ষ্ণদশনে অধর্ম্মরূপ করির মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

বসুন্ধরে ! রাজা প্রজাপাল এইরূপ বিবিধ শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখি-

লেন, মধ্যাহ্ন দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলেবর বেদবিদগ্রণ্য ঋষিবর মহাতপা কুশাসনে আসীন রহিয়াছেন। তর্দ্দশনে মহীপতি প্রজাপালের আর মৃগয়াপ্রবৃত্তি রহিল না; বরং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই বলবতী হইয়া উঠিল।

এদিকে মুনিবর সেই বীতকল্মষ অনুপম নরপতিকে সন্দর্শন করিয়া অভ্যাগত সৎকারার্থ তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। নরপতি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া সেই ঋষিদত্ত আসনে আসীন হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ভগবন ! এই দুঃখৈকনিদান সংসার-সাগর-নিমগ্ন বিজিগীষু মানবগণের উদ্ধারের উপায় কি, আমাকে কীর্ত্তন করুন।"

মহাতপা কহিলেন, মহীপতে। যাহারা ভবসাগরে নিমগ্ন হয়, তাহাদিগের উদ্ধারের নিমমিত্ত এক নির্দ্দিষ্ট সুদৃঢ় তরণী আছে, নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি ত্রিলোকীনাথ নারায়ণের উদ্দেশে কায়মনোবাক্যে প্রাণের সহিত পূজা, হোম, দান, ধ্যান, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে একমাত্র তিনিই তোমার পোতস্বরূপ হইবেন এবং লব্ধমোক্ষ সুরযাত্রীরা রজ্জু দ্বারা তোমাকে সেই পোতে তুলিয়া লইবেন। যিনি নরক-নিস্তার-কর্ত্তা সুরেশ্বর নারায়ণকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করেন, তিনি বীত-শোক হইয়া, শোকশূন্য নারায়ণের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নরপতি কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, অতএব জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, মানবগণ মোক্ষার্থী হইয়া সনাতন নারায়ণকে পূজা করে কেন ?

মহাতপা কহিলেন রাজন্! তুমি ত বিজ্ঞবর। এক্ষণে যোগীশ্বর হরি যেরূপে কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলের প্রতি প্রসন্ন হন, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদে বলিয়া থাকে যে,এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদি যাবতীয় দেবতা ও পিতৃগণ,সকলেই নারায়ণ হইতে সম্ভূত। কি অগ্নি, কি অশ্বিনীকুমারযুগল, কি গৌরী, কি পঞ্চানন, কি ষড়ানন, কি ভুজঙ্গগণ, কি আদিত্যগণ, কি দুর্গাপ্রভৃতি মাতৃগণ, কি দশদিক, কি ধনপতি কুবের, কি বিষ্ণু, কি যম, কি রুদ্র, কি শশী, কি পিতৃগণ, ইহাঁরা সকলেই জগৎপতি নারায়ণ হইতে সম্ভূত হইয়াছেন বটে; কিন্তু সকলেই স্বস্ব প্রধান। হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ চতুরাননের শরীরই ইহাঁদিগের উৎপত্তিস্থান। কিন্তু প্রাধান্যবিষয়ে ইহাঁদিগের সকলেরই গর্ব্ব সমান। ইহাঁরা সমুৎপন্ন হইয়া পরস্পর সকলেই বলিতে লাগিলেন "যে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা সুযোগ্য এবং আমিই পূজার্হ"। এমন কি সুরসভায় সাগরসংক্ষোভের ন্যায় মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে অগ্নি সর্ব্বাগ্রে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "যদি পূজা বা ধ্যান করিতে হয়, তাহা হইলে লোকে আমারই পূজা এবং আমারই ধ্যান করুক্। কারণ যদি আমিই না পূজ্য হইব, তাহা হইলে আমায় পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় শরীর সুগঠিত হইত। যখন আমা ভিন্ন দেহ ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পারে না, তখন আমিই যে সর্ব্বপ্রধান, তাহার আর সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া অগ্নি শরীর ত্যাগ করিয়া নির্গত হইলেন। নির্গত হইলেন বটে, কিন্তু শরীর সমভাবেই রহিল, কিছুমাত্র শীর্ণ হইল না।

অনন্তর শরীরস্থ প্রাণ ও অপানস্বরূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয়

কহিলেন, “আমরা উভয়ে দেহস্থিত প্রাণ ও অপানবায়ু, অতএব আমরা উভয়ে সর্ব্বপ্রধান ও পূজনীয়’ এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে শরীর হইতে নির্গত হইয়া একান্তে অবস্থান করিলেন, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর নারায়ণের প্রভাবে শরীর সমভাবে রহিল।

তখন গৌরী কহিলেন, “আমারই প্রাধান্য, এই দেখ, আমি শরীর পরিত্যাগ করিলাম।” এই বলিয়া গৌরী শরীর হইতে বিনির্গত হইলেন, কিন্তু গৌরী ব্যতীত শরীর তদবস্থই রহিল।

তখন আকাশনামা গণপতি কহিলেন, “আমি ভিন্ন শরীর ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না।” এই বলিয়া আকাশ দেহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, দেহ আকাশশূন্য হইল; কিন্তু তথাপি বিনষ্ট হইল না।

এইরূপে সকলে শরীর পরিত্যাগ করিল, তথাপি দেহ নষ্ট হইল না দেখিয়া শরীরস্থিত ধাতু সকল কহিল, “আমরা দেহ ত্যাগ করিলে আর ক্ষণকাল দেহস্থিতির সম্ভাবনা নাই।” এই বলিয়া তাহারা শরীর ত্যাগ করিল; কিন্তু দেহ বিনষ্ট হইল না। একমাত্র নারায়ণাখ্য পুরুষ দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অহঙ্কারস্বরূপ স্কন্দ কহিলেন, “শরীর রক্ষার কথা দূরে থাক্,আমি ভিন্ন শরীরের উৎপত্তিই হইতে পারে না।” এই বলিয়া অহঙ্কাররূপী স্কন্দ শরীর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া একান্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই অক্ষয়পুরুষের প্রভাবে শরীর অক্ষতভাবে অবস্থিত রহিল।

তদ্দর্শনে ভানু—যিনি আদিত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তিনি কুপিত হইয়া কহিলেন, “ আমাভিন্ন এই দেহ

ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না।” এই বলিয়া আদিত্য প্রস্থান করিলেন, কিন্তু শরীর কিছুমাত্র শীর্ণ হইল না।

অনন্তর মাতৃনামা কামাদিগণ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, “আমরা না থাকিলে শরীরের স্থায়িতা নাই, এই বলিয়া কামাদিগণ শরীর ত্যাগ করিয়া একান্তে অবস্থান করিলেন; কিন্তু দেহ কিছুমাত্র ক্ষীণ হইল না।

তাহার পর দুর্গানাম্নী মায়া কুপিত হইয়া “আমি ভিন্ন দেহ কখনও ক্ষণস্থায়ী হইতে পারিবে না” এই বলিয়া তিনি শরীর হইতে অন্তর্হিত হইলেন; কিন্তু দেহ পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণই রহিল।

তখন দিক সকল গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, আমরা ভিন্ন এ দেহের কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তৎপরে চারিকাষ্ঠা সেই রূপে সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ক্ষণমধ্যেই অন্তর্হিত হইল। তৎপরে ধনপতি কুবের, বায়ু ও পবন প্রভৃতি সকলে ঐরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর ধর্ম্ম কহিলেন, আমিই দেহ রক্ষা করিয়া থাকি, অতএব আমি প্রস্থান করিলে দেহ আর কি প্রকারে অবস্থান করিবে?” এই বলিয়া ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু শরীর বিন্দুমাত্র বিশীর্ণ হইল না।

অনন্তর অব্যক্তরূপী ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেব, যাঁহার নাম মহৎ, তিনি কহিলেন, “আমি ভিন্ন শরীর ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিতে পারে না ” এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, কিন্তু শরীর সেই সমভাবেই রহিল।

তাহার পর পিতৃগণ, কহিলেন, “আমরা প্রাণান্তর স্বরূপ, আমরা ভিন্ন শরীর ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পারে না” এই

বলিয়া পিতৃগণ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে অগ্নি, প্রাণ, অপান, আকাশ, ধাতুসকল, অহঙ্কার ভানু, কামাদি মাতৃগণ, দুর্গানাম্নী মায়া, কাষ্ঠা, বায়ু, বিষ্ণু, ধর্ম্ম, শম্ভু ও ইন্দ্রিয়গণ সকলেই শরীর পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু সেই শরীর ইন্দুরূপী সোমাখ্য পুরুষকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সমভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। এমন কি সেই ষোড়শকলাত্মক সোম শরীরমধ্যে অবস্থান করাতে, দেহ পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্টের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শরীরস্থিত দেবতাগণ, দেহ, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া সমভাবে অবস্থান করিতেছে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টমনে সকলে সেই পরাৎপর দেব পরমেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং সকলেই পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন।

মহারাজ! তাঁহারা যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা এই, হে সর্ব্বজ্ঞপুরুষ! তুমিই অগ্নি, তুমিই প্রাণ, তুমিই অপান, তুমিই সরস্বতী, তুমিই আকাশ, তুমিই কুবের, তুমিই শরীরস্থিত ধাতু, তুমিই অহঙ্কার, তুমি আদিত্য, তুমি মায়া, তুমি পৃথিবী, তুমি দুর্গা, তুমি দশদিক্, তুমিই মরুতপতি, তুমি বিষ্ণু, তুমি ধর্ম্ম, তুমি জিষ্ণু, তুমি অপরাজিত, তুমি অক্ষরার্থ স্বরূপ পরমেশ্বর; নতুবা আমরা সকলে শরীর পরিত্যাগ করিলে দেহ কিরূপে পূর্ব্ববৎ অবস্থায় অবস্থান করিবে? হে দেব! তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আর কেহই নাই। যদিও আমরা দেহত্যাগ করিলাম, কিন্তু তুমিই একাকী সর্ব্বতোভাবে সমস্ত রক্ষা করিলে। হে প্রজাপতে! তুমি স্বয়ং আমাদিগকে সৃষ্টি

করিয়া যথাস্থানে বিনিবেশিত করিয়াছ, অতএব এক্ষণে আর আমাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।”

তখন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ নারায়ণ তাঁহাদিগের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন,“দেবগণ! আমি কেবল ক্রীড়ার নিমিত্ত তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি; নতুবা আমার অন্য কোন প্রয়োজন নাই, একমাত্র আমাদ্বারাই সমস্ত পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। যাহা হউক, এক্ষণে তোমাদিগের প্রত্যেককেই দুই দুই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একদ্বারা অলক্ষিতভাবে প্রাণিকার্য্যে এবং অপর মূর্ত্তি দ্বারা লক্ষিতভাবে সুরকার্য্যে অবস্থান করিতে হইবে। তাহার পর সময়ান্তরে তোমরা লকলেই আমার শরীরে বিলীন হইতে পারিবে, নতুবা আর আমি তোমাদিগের শরীরান্তর বিধান করিতেছিনা; কেবল নামান্তর বিধান করিতেছি।

“অগ্নি! তুমি বৈশ্বানর; অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা প্রাণ ও অপান; দুর্গা! তুমি হিমালয়পুত্রী গৌরী; গজানন! তুমি পৃথিব্যাদি গুণ রূপে; শরীরস্থিত ধাতুগণ: তোমরা নানাভূত; স্কন্দ তুমি অহঙ্কার; দুর্গা! তুমি শরীরস্থ মায়া, এবং কাষ্ঠাগণ! তোমরা দশ বরুণকন্যা নামে পরিণত হইবে। বায়ু! কুবের! তোমরাও নামান্তরে পরিণত হইবে। মন বিষ্ণু নামে, ধর্ম্ম! তুমি যম নামে, মহত্তত্ত্ব! তুমি দেবাদিদেব মহাদেব নামে এবং পিতৃগণ! তোমরা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নামে পরিণত হইবে তাহার আর সংশয় নাই”।

মহারাজ! এই নারায়ণই সোমদেব এবং এই নারায়ণই বেদান্ত-বর্ণিত-পুরুষ। নারায়ণ এই রূপ বলিবার পর দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনিও অন্তর্হিত হইলেন।

মহারাজ ভগবান্ জনার্দ্দন এইরূপ প্রভাবশালী বেদবেদ্য পুরুষ, এই আমি তোমার নিকট তাঁহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, ব্যক্ত কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মহাতপার উপাখ্যান।

প্রজাপাল কহিলেন, মুনিবর! অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গৌরী, গণপতি, নাগগণ, গুহ, আদিত্যগণ, চন্দ্র, মাতৃগণ, দুর্গা, দশদিক্, কুবের, বিষ্ণু, ধর্ম্ম, পরমেষ্ঠী, শম্ভু, পিতৃগণ, ও চন্দ্রমা প্রভৃতি শরীর দেবতাগণ কিরূপে মূর্ত্তিমান হইলেন? তাঁহাদিগের খাদ্য ও নাম কি? কোন্ কোন্ তিথিতে পূজা করিলে তাঁহারা অনাময় প্রদান করিয়া থাকেন? এই সমস্ত রহস্য জানিবার জন্য আমি একান্ত কৌতূহলী; অতএব আপনি আমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন।

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! নারায়ণাত্মক আত্মা যোগসাধ্য ও সর্ব্বজ্ঞ। ক্রীড়া করিতে করিতে ঐ আত্মার ভোগেচ্ছার সঞ্চার হয়। ভোগেচ্ছার সমুৎপত্তি হইলেই সমস্ত জগৎ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তখন ঐ আত্মারূপী নারায়ণের বিকৃতি উপস্থিত হয়। বিকৃতি উপস্থিত হইলেই প্রথমতঃ ঘোরতর অগ্নির সমুৎপত্তি হয়। ঐ অগ্নি বিকার প্রাপ্ত হইলেই বায়ুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ বৈকারী বায়ু হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হয়। তাহার পর জল অগ্নি পরস্পর মিলিত হইয়া

উঠিলে তেজঃপ্রভাবে জল ঘনীভূত হইয়া যায়। সেই ঘনীভূত জল প্রবল বায়ুবেগে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পিণ্ডাকৃতি ও কাঠিন্য ভাব ধারণ করে। ঐ কঠিন পদার্থই পৃথিবী। মহাভাগ! পূর্ব্বোক্ত চারি পদার্থের গুণবৃদ্ধির যোগবলে কঠিনতার উৎপত্তি হইয়া পৃথিবী সৃষ্ট হইয়া থাকে, পৃথিবী পঞ্চগুণাত্মক এবং সেই পঞ্চগুণ এই পৃথিবীতেই অবস্থিত রহিয়াছে।

ভগবান্ নারায়ণ এইরূপে কঠিনতা সম্পাদন করিলে ব্রহ্মাণ্ডের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে। তখন চতুর্মূর্ত্তিধারী চতুর্ভুজ নারায়ণ প্রজাপতিরূপে ঐ ব্রহ্মাণ্ডে নানাবিধ প্রজাসৃষ্টি করিতে বাসনা করেন। কিন্তু নানাবিধ চিন্তার পর লোকসৃষ্টি-বিষয়ে তদন্ত করিতে না পারিলেই মহান্ কোপের সমুৎপত্তি হয়। সেই রোষ সহস্র শিখা-সমন্বিত দহনকারী অনলরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ অনল ক্ষুধায় সমস্ত দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পুত্র! তুমি হব্য কব্য ভোজন কর"। তাহাতেই ঐ অনল 'হব্যবাহন' এই নাম প্রাপ্ত হন।

মতান্তরে বলিয়া থাকে, অগ্নি সমুৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "পিতঃ! আমি এক্ষণে কি করিব, আজ্ঞা করুন"।

তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পুত্র! তুমি ত্রিবিধরূপে তৃপ্তি লাভ করিবে। প্রথমতঃ দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত হইয়া দেবগণকে দক্ষিণাভাগী করিবে, এই নিমিত্ত তোমার নাম "দক্ষিণাগ্নি" হইবে। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বত্র যে,যে স্থানে

যাহা আহুতি দান করিবে, তুমি দেবগণের হিতাভিলাষে তৎ-সমস্ত বহন করিবে, এই নিমিত্ত তোমার নাম "হব্যবাহন" হইবে। তদ্ভিন্ন, গৃহ-অর্থাৎ শরীর' তুমি তাহার পতি হইয়া সর্ব্বশরীরে বিরাজমান থাকিবে এই নিমিত্ত লোকে তোমাকে "গার্হপত্য" বলিয়া আহ্বান করিবে। তুমি আহুতিপ্রাপ্ত হইয়া বিশ্বস্থিত সমুদায় নরের সদ্গতি প্রদান করিবে, এই নিমিত্ত তুমি জগতে "বৈশ্বানর" নামে বিখ্যাত হইবে।

দ্রবিণ শব্দের অর্থ—বল এবং ধন, তুমি লোককে সেই দ্রবিণ দানকর বলিয়া তোমার নাম "দ্রবিণোদা" হইবে।

তুমি নিয়ত নিঃশব্দে লোকের পাপ নিবারণ করিবে, এই নিমিত্ত তেজ সকল পদার্থেই প্রসৃত হইবে।

তুমি সমস্ত ইধ্মের—অর্থাৎ সমস্ত কাষ্ঠের ধ্মাশব্দ পূরণ কর, এই নিমিত্ত তোমার নাম "ইধ্ম" হইবে।

হে বৎস! মহাযজ্ঞে, তোমার এই সমস্ত নাম উল্লেখ করিয়া মানবগণ সকাম হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমায় পরিতৃপ্ত করিবে, তাহার আর সংশয় নাই।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অগ্নির উৎপত্তি।

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! প্রসঙ্গক্রমে বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্য বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তিথিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে ব্রহ্মার কোপ হইতে অগ্নি সম্ভূত

হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বিভো! আমাকে এরূপ কাল নির্দ্দেশ করিয়া দেন, যাহাতে আমি সেই কালে হুতভোজন করিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিতে পারি।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষসত্তম! তুমি যখন আদৌ প্রতিপদ তিথিতে সমুৎপন্ন হইয়াছ, তখন তোমা হইতেই দেবগণ প্রাতিপদিক সংজ্ঞালাভ করিবেন। প্রতিপদ তিথি তোমার নিমিত্তই নিয়মিত হইল। ঐ তিথিতে যাহারা তোমায় আহুতি প্রদান করিবে, পিতৃগণ ও সমস্ত দেবগণ তাহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইবেন। ফলতঃ তুমি তৃপ্তিলাভ করিলে মনুষ্য, পশু, সুরাসুর গন্ধর্ব্বাদি সকলেই পরিতৃপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিপদ দিনে নিরম্বু উপবাস বা দুগ্ধমাত্র পান করিয়া অবস্থান করিবে, তাহার পক্ষে যেরূপ মহৎ ফল লাভ হইবে কহিতেছি, শ্রবণ কর।

তাদৃশ উপোষিত ব্যক্তি ইহলোকে তেজস্বী রূপবান্ ও বিবিধ দ্রব্যবান্, এমন কি রাজা হইয়া পরলোকে চারিযুগ বা ষড়্বিংশতি যুগ পর্য্যন্ত স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে।

হুতাশন ব্রহ্মার বচন শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-নির্দ্দিষ্ট আশ্রমে গমন করিলেন।

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রতিদিন অগ্নির জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিংশ অধ্যায়।

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি।

প্রজাপাল কহিলেন, তপোধন! ব্রহ্মা হইতে যেরূপে অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ত শুনিলাম; এক্ষণে প্রাণ ও অপানস্বরূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপে সমুৎপন্ন হইলেন, শুনিতে বাসনা করি।

মহর্ষি মহাতপা কহিলেন, মরীচি ব্রহ্মার পুত্র। একদা ব্রহ্মা স্বয়ং দ্বিসপ্তবিধ রূপ ধারণ করিয়া একস্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে মরীচিই রূপে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন। মহাতেজা মুনিবর কশ্যপ ঐ মরীচির পুত্র। প্রজাপতি কশ্যপও অতিশয় শ্রীমান্ ও দেবগণের পিতা। দ্বাদশ আদিত্য ঐ কশ্যপের পুত্র। এইরূপ কথিত আছে যে, দ্বাদশ আদিত্য নারায়ণাংশসম্ভূত তেজঃস্বরূপ। যে দ্বাদশ মাস দেখিতেছ, উহাই দ্বাদশ আদিত্য এবং যে সম্বৎসর, উহাই স্বয়ং শ্রীহরি; সুতরাং দ্বাদশ আদিত্য এবং সূর্য্য যে এত প্রতাপবান্, তাহার কারণ এই।

বিশ্বকর্ম্মা মহাপ্রভাবতী সংজ্ঞানাম্নী কন্যাকে ঐ সূর্য্যের হস্তে সমর্পণ করেন। সংজ্ঞার গর্ভ হইতে যম ও যমুনা নামক দুই যমজ অপত্য সমুৎপন্ন হয়। সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় ছায়ামাত্র সূর্য্যের নিকট সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া উত্তর কুরুতে প্রস্থান করেন। এদিকে তেজস্বান্ দিবাকর সংজ্ঞাবোধে সেই ছায়াকে ভজনা করিতে লাগিলেন। ছায়ার গর্ভেও যমজ পুত্র ও কন্যার উৎপত্তি

হইল। তন্মধ্যে পুত্রের নাম শনি এবং কন্যার নাম তপতি। একদা ছায়া পুত্রগণের প্রতি অসদৃশ ব্যবহার করাতে ভগবান্ ভাস্কর রোষারুণনেত্রে ছায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভামিনি! সমস্তই স্বীয় অপত্য, অতএব স্বীয় সন্তানগণের প্রতি ইতর বিশেষ করা জননীর কর্ত্তব্য নহে। সূর্য্যের এই-রূপ উক্তির পরেও ছায়া (একদা যমের প্রতি অসদৃশ ব্যবহার করাতে, যম অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পিতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! ইনি কখনই আমাদিগের জননী নহেন। জননী হইলে আমাদিগের প্রতি বিমাতার ন্যায় শত্রুভাব এবং স্বীয় পুত্রের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিবেন কেন?

তখন ছায়া যমের বচন শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, দুষ্ট! তুমি অচিরে "প্রেতরাজ" হইবে।)

মার্ত্তণ্ড ঐ কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র কুপিত হইয়া পুত্রের হিতবাসনায় কহিলেন, বৎস! তুমি প্রেতরাজ হইবে বটে; কিন্তু আমি বলিতেছি তুমি লোকের পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা ও লোকপাল হইয়া স্বর্গে অবস্থান করিবে; আর শনে! তুমি স্বীয় জননীর দোষে ক্রূরদৃষ্টি হইবে।

নরপতে! মার্ত্তণ্ড এইরূপ কহিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সংজ্ঞার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, সংজ্ঞা অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া উত্তর কুরুতে অবস্থান করিতেছেন। তখন ভাস্কর স্বয়ং অশ্বরূপ ধারণ করিয়া বিধিবিহিত নিয়মে অশ্বীর সহিত সংসক্ত হইলেন। অনন্তর অশ্বরূপী দিবাকর সেই অশ্বীক্ষেত্রে বেগে বীর্য্য নিষেক

করিলে সেই বীর্য্য দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়ায় প্রথমতঃ প্রাণ ও অপানরূপে উৎপন্ন হইয়া তৎপরে সূর্য্যের বরদানে তাঁহারা উভয়ে দিব্যমূর্ত্তি কুমারদ্বয়ে পরিণত হইলেন।

মহীপতে! তাঁহারা উভয়ে সূর্য্য হইতে অশ্বীগর্ভে সমুৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অশ্বিনদেব নামে বিখ্যাত। সূর্য্য স্বয়ং প্রজাপতি এবং বিশ্বকর্ম্মার পুত্রী সংজ্ঞা স্বয়ং পরাৎপরা সনাতনী শক্তি।

অনন্তর সেই অশ্বিনদেব পিতা মার্ত্তণ্ডের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! এক্ষণে আমরা উভয়ে কি করিব?

মার্ত্তণ্ড কহিলেন, বৎসদ্বয়! তোমরা উভয়ে ভক্তিপূর্ব্বক প্রজাপতি নারায়ণের আরাধনা কর। তিনি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে বর দান করিবেন। মহাত্মা মার্ত্তণ্ড এইরূপ কহিলে, সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় অতি কঠোর ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সমাহিতচিত্তে ব্রহ্মপারময় স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল পরে নারায়ণরূপী ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের উভয়কে বরদান করিলেন।

প্রজাপাল কহিলেন, তপোধন! অশ্বিনীকুমারযুগল সেই অব্যক্তজন্মা পরম ব্রহ্মের যে স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

মহাতপা কহিলেন, নরপতে! কুমারদ্বয় যেরূপে পরম ব্রহ্মের স্তব পাঠ করিয়াছিলেন, এবং সেই স্তবে যেরূপ ফল লাভ হইয়াছিল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

হে ভগবন্! তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর, তুমি উদাসীন পুরুষ; জগৎসংসার তোমা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ,

কিন্তু তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম আশ্রয় আর দ্বিতীয় নাই। সৃষ্টি-কার্য্যে তুমি কাহারও অপেক্ষা কর না। তুমি সকলের প্রধান আলম্ব, তুমি ত্রিগুণাতীত, তুমি নিরাধার, তুমি নির্ম্মম, তুমি সকলের একমাত্র উপজীব্য, তুমি ব্রহ্ম, তুমি মহাব্রহ্ম, তুমি ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ সমাদর করিয়া থাক। হে পুরুষ; তুমি মহাপুরুষ, তুমি পুরুষোত্তম। হে দেব! তুমি মহাদেব, তুমি দেবপ্রধান, তুমি স্থাণু, তুমি ইচ্ছামত সূক্ষ্ম ও স্থূলভাব ধারণ করিতে পার। তুমি ভূত, তুমি মহাভূত, তুমি ভূতের অধিপতি। তুমি যক্ষ, তুমি মহাযক্ষ, তুমি যক্ষের অধিপতি। তুমি গুহ্য, মহাগুহ্য, তুমি গুহ্যের অধিপতি। তুমি সৌম্য, তুমি মহাসৌম্য, তুমি সৌম্যের অধিপতি। তুমি পক্ষী, তুমি মহা পক্ষীর অধিপতি। তুমি দৈত্য, তুমি মহাদৈত্যের অধিপতি। তুমি রুদ্র, তুমি মহারুদ্রের অধিপতি, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহা বিষ্ণুর অধিপতি। হে পরমেশ্বর! হে নারায়ণ! হে প্রজাপতে! তোমাকে নমস্কার।

রাজন্! প্রজাপতি নারায়ণ অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক এই-রূপে অভিষ্টুত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, কুমারদ্বয়! শীঘ্রই তোমরা দেবদুর্লভ বর প্রার্থনা কর। আমার বরদানে তোমরা উভয়ে অনায়াসে স্বর্গে বিহার করিতে পারিবে।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় কহিলেন, হে প্রজাপতে! আপনি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে দেবগণের সমান করিয়া যাহাতে আমরা উভয়ে দেবগণের প্রাপ্য ভাগ প্রাপ্ত হইতে এবং সোমপান করিতে পাই, তাহাই বিধান করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে কুমারদ্বয়! আমি বলিতেছি যে, জগতে তোমরা উভয়ে অনুপম সৌন্দর্য্যশালী হইবে এবং দেবগণের ন্যায় সমস্ত বস্তুর ভাগ গ্রহণ ও সোমপান করিতে পাইবে।

মহাতপা কহিলেন, নরপতে! ব্রহ্মা দ্বিতীয়া তিথিতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই সমস্ত প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া দ্বিতীয়া অতি প্রসংশনীয় তিথি। যিনি সৌন্দর্য্য কামনা করেন, সংবৎসরকাল নিয়ত শুচি হইয়া এই দ্বিতীয়া তিথিতে পুষ্পাহার করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তিনি অনায়াসে অনুপম সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারেন। মহারাজ! যিনি প্রতিদিন এই অশ্বিনীকুমারযুগলের অত্যুৎকৃষ্ট জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া রূপবান্ পুত্র লাভ করিতে পারেন।

একবিংশ অধ্যায়।

গৌরীর উৎপত্তি।

প্রজাপাল কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! পরমাত্মরূপী পরম পুরুষের বরদানে দেবী গৌরী কিরূপে মূর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন?

মহর্ষি মহাতপা কহিলেন, মহীপতে! আদৌ প্রজাপতি ব্রহ্মা বিবিধ প্রকার প্রজাসৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারায় রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার রোষ হইতে মহাপ্রতাপশালী রুদ্রদেবের আবির্ভাব হইল। তিনি

আবির্ভূত হইবামাত্র রোদন আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রুদ্র হইয়াছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে গৌরী নাম্নী এক কন্যার উৎপত্তি হয়। পিতা ব্রহ্মা ঐ কন্যাকে অমিতদেহ রুদ্রদেবের হস্তে সমর্পণ করেন। কন্যালাভে রুদ্রদেবের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর সৃষ্টি করিবার সময় প্রজাপতি, রুদ্রদেবকে বারম্বার কহিলেন, "রুদ্র! তুমি আর বিলম্ব করিতেছ কেন, প্রজাসৃষ্টি কর।" তখন রুদ্রদেব স্বয়ং তপোবলশূন্য; সুতরাং প্রজাসৃষ্টি করিতে অসমর্থ হইয়া তপশ্চরণার্থ জলে নিমগ্ন হইলেন। তদ্দর্শনে প্রজাপতি ব্রহ্মা গৌরী নাম্নী কন্যাকে স্বীয় শরীরে বিলীন করিয়া লইলেন। তাহার পর পুনরায় প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে দক্ষাদি সপ্তমানস পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। সেই দক্ষাদি হইতেই প্রজাসৃষ্টির বাহুল্য হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ, অষ্টবসু, রুদ্র, আদিত্য ও বায়ুগণ, ইহাঁরা সকলেই দাক্ষায়ণীপুত্র।

মহীপতে! মহাত্মা রুদ্রদেব যে গৌরী নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই কন্যাকে পুত্রীকরণার্থ দক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। তাহাতেই দেবী গৌরী দাক্ষায়ণী নামে অভিহিত।

অনন্তর প্রজাবৃদ্ধিকারী দক্ষ দাক্ষায়ণীপুত্রগণকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্রতী হইয়া পৌরোহিত্য কার্য্য করিতে লাগিলেন।

স্বয়ং মরীচি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য সকলে অন্যান্য কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তন্মধ্যে অত্রি যজ্ঞকার্য্যে, অঙ্গিরা পৌরোহিত্য কার্য্যে, পুলস্ত্য হোতৃকার্য্যে, পুলহ উদ্গাতৃকার্য্যে, মহাতপা ক্রতু স্তবকর্ত্তৃকার্য্যে, প্রচেতা প্রতিহারকার্য্যে, বশিষ্ঠ বেদবোধিত কার্য্যে এবং সনকাদি ঋষিগণ সভাসদকার্য্যে ব্রতী হইলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহাদিগের যজ্ঞদেবতা। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকে পূজা করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য।

রাজন্! রুদ্র আদিত্য ও অঙ্গিরা প্রভৃতি দক্ষের দৌহিত্র-গণ সকলেই পূজ্য এবং ইহাঁরাই সাক্ষাৎ পিতৃদেব। ইহাঁরা প্রীত হইলেই জগৎ প্রীত হয়।

যাহা হউক আদিত্যগণ, বসুগণ, বিশ্বেদেবগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মরুদ্গণ, ইহাঁরা যখন সেই যজ্ঞের অংশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে ঐ রুদ্রদেব—যিনি ব্রহ্মার কোপানল হইতে সম্ভূত হইয়া প্রজাসৃষ্টিকালে জলে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তিনি অমনি জল হইতে গাত্রোত্থান করি-লেন। তাঁহার দীপ্তি সহস্র সূর্য্যের ন্যায়, তিনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের আধার, সমস্ত দেবতাস্বরূপ ও নির্ম্মলদেহ।

রুদ্রদেবের উত্থানের পর দিব্য পাঁচ এবং পার্থিব চারি জাতির উৎপত্তি হইল। তৎক্ষণাৎ রুদ্রসৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। নরপতে! এক্ষণে রুদ্রসৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

রুদ্রদেব দশসহস্র বৎসর জলে নিমগ্ন থাকিয়া ঘোরতর তপশ্চরণের পর যখন সলিল হইতে উত্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন পৃথিবী বন্যবৃক্ষে, নানাবিধ শস্যে এবং মনুষ্য-পশু-

পক্ষীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দক্ষালয়ে যজ্ঞোপলক্ষে ঋত্বিক্ গণের বেদধ্বনি হইতেছে। মহাতেজস্বী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সেই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, নারায়ণ আমাকে সৃষ্টি করিয়া "তুমি প্রজা সৃষ্টি কর" এই আদেশ করিলেন। এক্ষণে আমার অধিকৃত কার্য্যে কে হস্তক্ষেপ করিল?' এই বলিয়া সেই রুদ্রদেব রোষভরে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিলেন। চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার কর্ণকুহর হইতে ঘোরতর অগ্নিশিখা বিনির্গত হইতে লাগিল। সেই অগ্নিশিখা হইতে বেতাল, ভূত প্রেত প্রভৃতি সকলে একেবারে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে পরিবৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিনির্গত হইল এবং সকলেই রুদ্রদেবের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিল।

ঐ সময় রুদ্রদেব অতি শোভন এক রথ প্রস্তুত করিলেন। বেদবিদ্যা উহার চক্র, দুই মৃগ উহার দুই অশ্ব, তিন তত্ত্ব উহার তিন বংশ, পূর্ব্বাহ্ন মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিন কাল উহার তিন কুবর, ধর্ম্ম উহার অক্ষ, মারুত উহার ধ্বনি, দিবা ও রাত্রি উহার দুই পতাকা, ধর্ম্মাধর্ম্ম উহার দণ্ড, সকল বিদ্যা উহার রশ্মি এবং ব্রহ্মা স্বয়ং উহার সারথি হইলেন। গায়ত্রী উহাঁর শরাসন, ওঙ্কার শরাসনজ্যা, সপ্ত স্বর সপ্ত শর হইল।

মহারাজ! প্রতাপবান্ দেবাদিদেব রুদ্র এইরূপে দ্রব্য সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া রোষভরে দক্ষের যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। রুদ্রদেবের আগমনে ঋত্বিক্গণের মন্ত্রোচ্চারণ তিরোহিত হইল। তাঁহারা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরক্ষণেই সেই বিপরীত ভাব দর্শনে ঋত্বিকগণ দেবতাদিগকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ! অতীব শঙ্কার সময় সমুপস্থিত, অতএব তোমরা চর্ম্মবর্ম্মাদি ধারণ করিয়া সুসজ্জিত হও। বোধ হয় ব্রহ্মাকর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া কোন বলবান্ অসুর যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ আমাদিগের এই স্থানেই সমাগত হইতেছে।

নরপতে! দেবগণ যাজ্ঞিক দ্বারা এইরূপ অভিহিত হইয়া মাতামহ দক্ষকে কহিলেন, তাত! এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি আদেশ করুন।

অনন্তর প্রজাপতি দেবগণকে শীঘ্র অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিলে তাঁহারা সুসজ্জিত হইয়া রুদ্রানুচরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে বেতাল, ভূত, কুষ্মাণ্ড, পূতনা প্রভৃতি রুদ্রানুচরগণও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া লোকপালগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। দেবগণ ধনুর্ব্বাণ, অসি ও পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এদিকে ভীষণতর ভূতগণও রুদ্র-দেবের সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক রোষভরে দেবগণের প্রতি অলাত, অস্থি ও শরসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর রুদ্রদেব স্বয়ং সেই ভীষণ সংগ্রামে এক শর নিক্ষেপে ভগের দুই চক্ষু বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং ভগ নষ্টনেত্র হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে অতি তেজস্বী পূষা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রুদ্রের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্য্যের শরজাল বর্ষণ দর্শন করিয়া রুদ্রদেব তাঁহার দন্তোৎপাটন করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে একাদশ রুদ্র ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং দেবসৈন্য সকল রণে ভঙ্গ দিল।

তখন প্রতাপশালী বিষ্ণু সৈন্যগণকে পলায়নপরায়ণ দর্শন

করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সেনাগণ! তোমরা চির-পরিচিত দর্পে ও সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া কোথায় যাইতেছ? তোমরা কি একেবারে তোমাদিগের ব্যবসায়ের, তোমাদিগের কুলের ও তোমাদিগের সম্পদের কথা বিস্মৃত হইলে? তোমরা যে অদ্বিতীয় পরমেষ্ঠী কমলযোনি ব্রহ্মা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, একবার তাঁহার কথা স্মরণ কর, তাঁহার চরণে প্রণি-পাত কর।"

এই কথা বলিয়া সেই শঙ্খচক্রগদাধর পীতাম্বরধারী জনা-র্দ্দন হরি গরুড় বাহনে আরোহণ করিলেন। তাহার পর হরি ও হরে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইল। রুদ্রদেব হরিকে লক্ষ্য করিয়া পাশুপতাস্ত্র এবং হরি রুদ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। উভয় অস্ত্র পরস্পর পরস্পরের বিনাশবাসনায় আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। এমন কি, দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। একের মস্তকে মুকুট ও অপরের মস্তকে জটাজাল নিবদ্ধ। একজন পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রধ্মাপিত এবং অপরে শুভ ডমরু বাদিত করিতেছেন। একের হস্তে খড়্গ, ও অপরের হস্তে দণ্ড। একের বক্ষস্থল কৌস্তুভ মণিদ্বারা উদ্ভাসিত এবং অপরের সর্ব্বাঙ্গ ভস্মভূষণে বিভূষিত। একজন গদা ও অপর দণ্ড ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। একের কণ্ঠে মণিমালা ও অপরের কণ্ঠে হাড়মালা। একের কটিদেশে পীতধড়া ও অপরের সর্পমেখলা।

এইরূপে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের স্পর্দ্ধা করিয়া অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কেহই কাহাকে পরাস্ত করিতে

পারেন না। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তদ্দর্শনে উভয়কে কহিলেন "তোমরা কেহই কোন বিষয়ে ন্যূন নহ। অতএব আর প্রয়োজন নাই, অস্ত্র শাম্য কর।" এইরূপ অভিহিত হইবার পর পরস্পরের অস্ত্র পরস্পর কর্তৃক প্রশমিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা পুনরায় কহিলেন, "তোমরা উভয়ে হরিহর নামে খ্যাতিলাভ করিবে এবং এই যজ্ঞ পূর্ণ হইয়া বংশপরম্পরায় দক্ষযজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।"

পিতামহ ব্রহ্মা হরিহরকে এইরূপ কহিয়া লোকপালদিগকে বলিলেন, "তোমরা রুদ্রদেবকে উহাঁর প্রাপ্য ভাগ প্রদান কর। এইরূপ বৈদিকী শ্রুতি আছে যে, রুদ্রভাগই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ভাগ। অতএব দেবগণ! তোমরা সকলে পরমেষ্ঠী রুদ্রদেবের স্তব কর, যেন স্তব মধ্যে "ভগনেত্র হর, পূষার দন্তবিনাশন" ইত্যাদি নাম উল্লেখ থাকে। ঐরূপে স্তব করিলেই রুদ্রদেব তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিবেন।

দেবগণ পিতামহকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণতিপূর্ব্বক একান্ত ভক্তিসহকারে মহাত্মা শম্ভুর স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। হে বিষমনেত্র! হে ত্র্যম্বক! হে সহস্রনেত্র! হে শূলপাণে! হে খট্টাঙ্গহস্ত! হে দণ্ডধারিন্! তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তোমার দীপ্তি হুত হুতাশনশিখা ও কোটি দিবাকরসদৃশ। হে দেব! এত দিন আমরা তোমার অদর্শনে নিতান্ত অজ্ঞ ছিলাম, এক্ষণে তোমায় দেখিয়া সমস্ত জানিতে পারিলাম। হে বিকৃতরূপধারিন্! হে ত্রিনেত্র! হে শম্ভো! তুমি লোকের বিপদ্‌ভঞ্জন কর; অতএব তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিশূলপাণে! হে বিকৃতানন! হে বিশুদ্ধাত্মন্!

হে রুদ্র! হে অচ্যুত! হে সর্ব্বভাবময়! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে ভীমরূপ! তুমি পূষার দন্ত বিদারণ করিয়াছ। তোমার কণ্ঠদেশে প্রকাণ্ড সর্প লম্ববান্, হে নীলকণ্ঠ! হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে বিশালদেহ! প্রসন্ন হও। তুমি ভগের নেত্র উৎপাটনে বিশেষ পটু। হে দেবেশ্বর! এক্ষণে যজ্ঞ হইতে প্রধান ভাগ গ্রহণ কর। হে সর্ব্বগুণাকর! আমাদিগকে রক্ষা কর। হে কপালধারিন্! হে ত্রিপুরারে! তোমার সর্ব্বাঙ্গে ভস্মবিলেপন,এই নিমিত্ত তোমার স্বরূপ বিদিত হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। হে দেব! সর্ব্বপ্রকার ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। উমাপতে! তুমি নাভিপদ্মের মৃণাল হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ। হে সুরেশ! হে বেদবর! হে অনন্ত! স্বর্গাদি সমুদয় তোমার দেহমধ্যেই অবস্থিত দেখিতেছি। দেবদেব; সাঙ্গ বেদাদি সমস্তই তোমার শরীরে বিলীন দেখিতেছি। হে ভব! হে সর্ব্ব! হে মহাদেব! হে পিনাকিন্! হে রুদ্র! হে হর! আমরা তোমার চরণে প্রণত, হে বিশ্বেশ! হে পরমেশ্বর আমাদিগকে রক্ষা কর।

দেবাদিদেব মহেশ্বর দেবগণকর্তৃক এইরূপে অভিষ্টুত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন,আমি যে ভগের নেত্র এবং পুষার দন্ত বিপাটিত করিয়াছি, তাহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত এবং দক্ষের যজ্ঞ পূর্ণ হউক্। হে সুরগণ! আমি তোমাদিগের পশুভাব বিদূরিত করিব। আমার দর্শনে তোমাদিগের যে পশুভাব উপস্থিত হইয়াছিল, আমি তাহা অপহরণ করিলাম। তোমরা পতিভাব প্রাপ্ত হও। আমি সমস্ত বিদ্যার পতি, আমি আদি ও নিত্য পদার্থ। আমি পশুদিগের মধ্যে পতিভাবে

অবস্থান করিব ; এই নিমিত্ত আমার পশুপতি নাম লোকমধ্যে বিখ্যাত হইবে। যাহারা আমার নামে দীক্ষিত হইবে,তাহারা পাশুপতী দীক্ষালাভ করিবে।

রুদ্রদেব এইরূপ কহিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতে সস্নেহ বচনে রুদ্রদেবকে কহিলেন, দেব ! লোকে তুমি নিশ্চয়ই পশুপতি নামে বিখ্যাত হইবে। সমস্ত লোকেই তোমাকে পশুপতি বলিয়া আরাধনা করিবে।

ব্রহ্মা রুদ্রদেবকে এই কথা বলিয়া পুনরায় প্রজাপতি দক্ষকে কহিলেন, প্রজাপতে ! পূর্ব্বে আমি এই গৌরী নাম্নী কন্যাকে রুদ্রদেবের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম, অতএব এক্ষণে তুমিও গৌরীকে মহাদেবের হস্তে সমর্পণ কর।" এই বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা গৌরীনাম্নী পরম সুন্দরী কন্যাকে দক্ষের সমক্ষেই মহাদেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং দক্ষের ইষ্টসাধনাভিলাষে দেবগণের সমক্ষেই কৈলাস পর্ব্বত রুদ্রদেবের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। রুদ্রদেবও প্রমথগণের সহিত সেই বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন। দেবগণও যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, এদিকে ব্রহ্মাও দক্ষকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় বাসস্থানে গমন করিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

গৌরীর উদ্বাহ।

মহাতপা কহিলেন, রাজন্ ! সেই কৈলাসপর্ব্বতে বাস

করিতে করিতে একদা পিতা দক্ষের যজ্ঞভঙ্গবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া গৌরীর অভিমানের উদ্রেক হইল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি যখন আমার পিতার যজ্ঞভঙ্গ ও পুর বিনাশ করিয়াছেন, তখন আর আমি এ প্রাণ রাখিতেছি না। যাহা হউক এক্ষণে হরের পত্নী হইয়া কিরূপে সেই বন্ধুতা-বিহীন পিতা দক্ষের নিকট গমন করি। পরিশেষে তপশ্চরণার্থ গমন করাই বিধি,এই স্থির করিয়া তপস্যার্থ মহাগিরি হিমালয়ে যাত্রা করিলন। তথায় বহুকাল তপশ্চরণে শীর্ণকলেবর হইয়া একদা স্বীয় শরীরাগ্নি দ্বারা দেহ ভস্মসাৎ এবং স্বয়ং শৈলসুতা হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। সেই গৌরীই হিমালয়গৃহে উমা নামে বিখ্যাত। কিয়দ্দিন পরে তিনি সেই স্থানেই "সেই ত্রিলোচনই আমার পতি হইবেন" এই উদ্দেশে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে মহেশ্বর উমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে তথায় উপ-স্থিত হইলেন। সর্বাঙ্গ শিথিল, গমনে পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ উমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহি-লেন, "ভদ্রে! আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত, অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রদান কর।"

ব্রাহ্মণ কর্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া শৈলপুত্রী কহিলেন, বিপ্রবর! ভোজনার্থ ফলাদি প্রদান করিতেছি; কিন্তু তুমি ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক ইচ্ছামত ভক্ষণ কর"

শৈলপুত্রী এইরূপ কহিলে, দ্বিজরূপী শঙ্কর স্নানার্থ তাঁহার আশ্রমের অনতিদূর-বাহিনী-গঙ্গাসলিলে অবতীর্ণ হই-লেন। ভূতভাবন মহাদেব স্নান করিতে গিয়া নিজ মায়ায় ভীষণ-

দর্শন এক কুম্ভীরের সৃষ্টি করিলেন। মায়াবিজৃম্ভিত সেই দুষ্টগ্রাহ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে নগরাজকন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে তপস্বিনি! আমি নক্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি; অতএব যাবৎ আমাকে গ্রাস না করে, তাবৎ আমাকে রক্ষা কর।

ঐ সময় পর্ব্বতরাজকন্যা ভাবিতে লাগিলেন, আমি নগনাথকে পিতৃভাবে এবং ভূতনাথকে পতিভাবে স্পর্শ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন কখনও অন্য পুরুষকে স্পর্শ করি নাই। সম্প্রতি এই বিপন্ন ব্রাহ্মণকে কিরূপে স্পর্শ করি, কিন্তু যদি করস্পর্শে উহাঁকে আকর্ষণ না করি, তাহা হইলে আমাকে ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হইতেছে, তাহার আর সংশয় নাই। একেবারে উভয় পক্ষ রক্ষা করা অতীব দুর্ঘট। যাহাই হউক এক্ষণে স্বচক্ষে ব্রহ্মহত্যা দর্শন করা একান্ত অকর্ত্তব্য। এই বলিয়া ব্রাহ্মণের উদ্ধরণে ত্বরাবতী হইলেন। অনন্তর সত্বর গিয়া যেমন ব্রাহ্মণের হস্তাকর্ষণ করিবেন, অমনি ভূতপতি মহাদেব জলমধ্য হইতে পার্ব্বতীর হস্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! শৈলপুত্রী যাঁহার উদ্দেশে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই রুদ্রদেব স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার পাণি গ্রহণ করিলেন। তখন পার্ব্বতী ভূতপতিকে সন্দর্শন করিবামাত্র সাতিশয় লজ্জিত হইয়া পূর্ব্ব জন্মের পরিত্যাগবৃত্তান্ত স্মরণে ম্রিয়মান হইয়া রহিলেন। তৎকালে রুদ্রদেব তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া হাস্যবদনে কহিলেন, ভদ্রে! পাণিগ্রহণ করিয়া আমায় পরিত্যাগ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।

তুমি যদি আমার পাণিগ্রহণ বিফল কর, তাহা হইলে, পরিহাস করিতেছিনা, সত্যই বলিতেছি, আমি ব্রহ্মার কন্যার নিকট গমন করিয়া আহারার্থ বিজ্ঞাপন করিব"।

সেই কথা শ্রবণে দেবী গৌরী লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া সহাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন, "হে দেবাদিদেব, হে ত্রিলোক-নাথ; আপনার জন্যই আমার এত চেষ্টা, আমি পূর্ব্ব-জন্মে আরাধনা করিয়া আপনাকে পতিলাভ করিয়াছিলাম, ইহজন্মেও আপনি ভিন্ন আর কাহারও প্রতি পতিত্বের বাসনা নাই। কিন্তু গিরিরাজ আমার পিতা ও প্রভু; এক্ষণে আমি তাঁহার নিকট চলিলাম; গিয়া তাঁহাকে এ বিষয় বিজ্ঞাপন করি, তাহার পর যথাবিধি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন।

এই কথা বলিয়া দেবী পার্ব্বতী পিতার নিকট গমন করি-লেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশন রুদ্রদেব আমার জন্মান্তরীণ ভর্ত্তা; ইহ জন্মেও আমি সেই নিস্তারকারণ রুদ্রদেবের নিমিত্ত তপশ্চরণ করিতে ছিলাম। তাহার পর সেই বিশ্বপতি আমার চিত্ত জানিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে আমার তপোবনে উপস্থিত হইয়া ভোজ-নের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিলে, আমি কহিলাম অগ্রে "স্নান করুন। অনন্তর সেই বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণবেশধারী শঙ্কর স্নানার্থ ভাগীরথী সলিলে অবতীর্ণ হইলেন। মায়াবলে এক কুম্ভীর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলে,আমি ব্রহ্মহত্যা ভয়ে দ্রুতপদে গিয়া তাঁহার কর ধারণ করিলাম। অমনি তিনি দ্বিজ-রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং আমাকে কহিলেন, "তপস্বিনি! আমি তোমার পাণিগ্রহণার্থ আগমন

করিয়াছি। অতএব আর ইতঃস্তত করিবার প্রয়োজন নাই, পাণিগ্রহণ কার্য্য সুসম্পন্ন হউক।” মহাত্মা মহাদেবকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত এবং তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আপনার মত জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় শীঘ্র বিধান করুন।”

পার্ব্বতীর বচন শ্রবণে শৈলরাজের আর আনন্দের অবধি রহিল না। হর্ষগদগদস্বরে কন্যাকে কহিলেন “মাতঃ! ইহ-লোকে আমিই ধন্য! কারণ স্বয়ং রুদ্রদেব হর আমার জামাতা হইবেন। মাতঃ! তুমিই আমার সার্থক কন্যা! তোমা হইতেই আমি সমস্ত সুরগণের শীর্ষভাগে অবস্থান করিলাম। বৎসে! মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্র প্রত্যাগমন করিতেছি।”

এই কথা বলিয়া শৈলরাজ লোকপিতামহ মহাত্মা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, দেব প্রজাপতেঃ! আমার উমাকে রুদ্র দেবের করে সমর্পণ করিতে বাসনা করি, কি অনুমতি হয়? তখন পিতামহ কহিলেন, দেও হানি কি?

গিরিরাজ এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র সত্বর স্বভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তুম্বুরু নারদ হাহা হুহু কিন্নর অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পর্ব্বতগণ, সরিদ্গণ শৈলগণ বৃক্ষগণ ও ওষধিগণ মূর্ত্তিমান হইয়া হিমালয় কন্যার বিবাহ দর্শন করিতে আগমন করিলেন। দেবী পৃথিবী বিবাহের বেদী, সপ্তসাগর সপ্ত পূর্ণ কলশ, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রদীপ হইল। নদীসকল সলিল বহন করিতে লাগিল।

গিরিরাজ এইরূপে বিবাহোচিত দ্রব্য সামগ্রী সকল আয়োজন করিয়া মন্দর পর্ব্বতকে রুদ্রদেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। মন্দর শঙ্করের অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, পরমেশ মহাদেব গিরিরাজভবনে সমাগত হইয়া শৈলপুত্রী উমার পাণিগ্রহণ করিলেন। সেই বিবাহোৎ-সবে দেবর্ষি পর্ব্বত ও নারদ উভয়ে গীত এবং সিদ্ধ ও বন-স্পতি সকল নৃত্য করিতে লাগিল। সুরকামিনীগণও পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা উমাকে ও মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসে! তুমিই যথার্থ নারী এবং শঙ্কর! তুমিই যথার্থ ভর্ত্তানামে অভিহিত হইবে।" এই বলিয়া তিনি স্বপুরে প্রস্থান করিলেন।

পূর্ব্বে রাজা প্রজাপাল জিজ্ঞাসা করিলে তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন মহর্ষি মহাতপা গৌরীর উৎপত্তি ও বিবাহবিষয়ে এইরূপ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। (তৃতীয়া তিথিতে গৌরীর বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ তিথিতে লবণ পরি-ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।) যে নারী বা যে পুরুষ তৃতীয়া তিথিতে উপবাস করেন, তিনি সৌভাগ্য লাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারেন। যে ভাগ্যহীনা নারী এবং ভাগ্যহীন পুরুষ এই গৌরীর উৎপত্তি ও হরগৌরী বিবাহ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৃতীয়া তিথিতে লবণ পরিত্যাগ করেন তিনি স্বাভিলষিত সম্পদ, সৌভাগ্য, আরোগ্য, সৌন্দর্য্য ও পুষ্টিলাভ করিতে পারেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

গণেশোৎপত্তি।

প্রজাপাল কহিলেন, তপোধন! কিরূপে গণপতির উৎপত্তি ও মূর্ত্তিলাভ হইল, এই বিষয়ে আমার মনে মহান্ সংশয় ও অতীব কষ্ট রহিয়াছে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সংশয় চ্ছেদন করুন।

মহাতপা কহিলেন,নরপতে! পূর্ব্বে দেবতাগণ ও তপোধন ঋষিগণ যে, যে কার্য্য আরম্ভ করিতেন, তৎসমুদায়ই সুসিদ্ধ হইত বটে, কিন্তু অনেক কষ্টে; আর অসৎ-কর্ম্মকারীরা যে যে কার্য্য আরম্ভ করিত, তাহা নির্ব্বিঘ্নে সুসিদ্ধ হইত। তখন পিতৃগণ ও দেবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া এই মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে অসৎকার্য্যের বিঘ্ন উৎপন্ন হয়। মন্ত্রণা করিতে করিতে তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, চল আমরা মহামতি রুদ্রদেবের নিকট গমন করি।

অনন্তর তাঁহারা কৈলাসবাসী বিভু রুদ্রদেবের নিকট গমন করিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, দেবাদিদেব! মহাদেব! শূলপাণে! ত্রিলোচন! আপনার নিকট আমাদিগের আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে অসৎকর্ম্মের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহাই করেন।

দেবগণ এই কথা বলিবামাত্র উমাপতি যার পর নাই প্রীত হইয়া অনিমেষনয়নে উমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার মনোমধ্যে এই-

রূপ চিন্তার উদ্রেক হইল যে, "পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর মূর্ত্তি দেখিতেছি, কিন্তু আকাশের মূর্ত্তি দেখিতেছি না কেন?" এই ভাবিয়া দেবাদিদেব হাস্য করিয়া উঠিলেন। আর কেহই তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু মহাদেব কেন হাস্য করিলেন, ব্রহ্মাইবা কি নিমিত্ত পূর্ব্বে পৃথিব্যাদি পদার্থ সমুদায়ের মূর্ত্তি বিধান করিয়াছিলেন, চিন্ময় পুরুষ তৎসমুদায় অবগত ছিলেন।

যাহাই হউক ভূতভাবন মহাদেব হাসিতে হাসিতে তাঁহার সেই আস্য হইতে প্রদীপ্ত মুখকমল অতি তেজস্বী এক কুমার দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূত হইল। ঐ কুমার রুদ্রদেবের সমুদায় গুণযুক্ত সাক্ষাৎ রুদ্রদেব। আবির্ভূত হইবামাত্র কুমারের সৌন্দর্য্যে, অবয়বে ও রূপে দেবগণ মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এদিকে উমাদেবীও অনিমিষনয়নে সেই কুমারের রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। (তখন মহাদেব, সুকুমার এই কুমারের মোহন মূর্ত্তিই দেবীর চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ, এই মনে করিয়া কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং কুমারকে এই শাপ প্রদান করিলেন যে, কুমার! তুমি এই মুহূর্ত্তে গজবক্ত্র হও, তোমার উদর লম্বিত হউক, এবং সর্পসকল তোমার উপবীত হউক।)

রাজন্! ভগবান্ রুদ্রদেব রোষভরে গাত্রোত্থান করিয়া কুমারকে যখন ঐরূপ অভিসম্পাত প্রদান করেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, হস্তে ত্রিশূল, প্রতি লোমকূপ হইতে সলিল নির্গত ও ভূতলে নিপতিত, এবং গজবক্ত্র, তমালবর্ণ নীলাঞ্জননিভ গৃহীতাস্ত্র নানাবিধ বিনায়ক সকল সমুৎপন্ন

হইল। তখন দেবাদিদেব শঙ্কর মনে মনে ভাবিলেন, একি অদ্ভুত ব্যাপার। এক কুমার, যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা দ্বারাই দেবগণের অদ্ভুত কার্য্য সকল সুসম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু এতাদৃশ অসংখ্য বিনায়কগণে কি হইবে! দেবগণও তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে দেখিতে দেখিতে বিনায়কগণে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ঐ সময় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা অনুপম বিমানযানে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া আকাশ হইতেই বলিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! আজি তোমরা অদ্ভুতরূপী সুরনায়ক ও ত্রিলোচন দ্বারা একান্ত অনুগৃহীত হইলে, এক্ষণে তোমরা বিদ্বেষ্টাদিগের বিনিপাতবিষয়ে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইবে। অনন্তর মহাদেবকে কহিলেন, প্রভো! শূলপাণে! তোমার বদন হইতে যে কুমার সম্ভূত হইয়াছেন, ইনি বিনায়কগণের নেতা হউন এবং বিনায়কগণ উহাঁর অনুচর হউক। তোমা-দ্বারা বিসৃষ্ট এই বিনায়কগণ আকাশমধ্যে অবস্থান করুক। হে বরদ! তুমি বিনায়কের প্রতি প্রসন্ন হইয়া উহাঁকে নাম সকল প্রদান কর।"

রাজন্! পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন, ত্রিলোচন স্বীয় আত্মজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার তনয় হইলে, তোমার নাম বিনায়ক, বিঘ্নকর, গজানন ও গণেশ হউক। আর এই ক্রূরদর্শন ভীষণমূর্ত্তি বিনায়কগণ তোমার অনুচর হউক, এবং বললাভে পুষ্টদেহ হইয়া সমস্ত কার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করুক। আর বৎস! আমি বলিতেছি, তুমি আমার প্রভাবে কি দেবার্চ্চনা কি যজ্ঞানুষ্ঠান,

কি অন্যান্য কার্য্য সকল বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে পূজালাভ করিবে। যদি কেহ তাহার অন্যথাচরণ করে, তাহা হইলে তুমি স্বচ্ছন্দে তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত করিবে।"

নরপতে! পরমপ্রভু মহাদেব এই কথা বলিয়া দেবগণের সমভিব্যাহারে স্বয়ং স্বহস্তে কাঞ্চনকলশে করিয়া গণপতির অভিষেক সম্পাদন করিলেন। তিনি গাণপত্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজচক্রবর্ত্তীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ঐ সময় দেবগণ তদ্দর্শনে শূলপাণির সমক্ষেই প্রযতভাবে গণনায়কের যে স্তব পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা এই—"হে গজানন! হে গণনায়ক! হে বিনায়ক! হে প্রচণ্ডপরাক্রম! তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের বিঘ্নবিধান করিতে পার, সর্প তোমার কটিভূষণ, তুমি রুদ্রদেবের আস্যদেশ হইতে সম্ভূত হইয়াছ। হে লম্বোদর! আমরা সকলে তোমাকে নমস্কার করিতেছি, অতএব তুমি আমাদিগের বিঘ্ন বিদূরিত কর।"

গজানন রুদ্রদেব কর্ত্তৃক অভিষিক্ত এবং দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইবার পর দেবী পার্ব্বতী তাঁহাকে পুত্রত্বে পরিগৃহীত করিলেন। গণপতির এই ঘটনা চতুর্থী তিথিতে সম্পন্ন হইয়াছিল, বলিয়া এই তিথি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। যিনি এই তিথিতে তিল মাত্র ভক্ষণ করিয়া গণপতির আরাধনা করেন, গণপতি তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হন। নরপতে! যাঁহারা দেবগণকৃত গণনায়কের এই স্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ করেন, কোনও প্রকার বিঘ্ন বা কোনও প্রকার পাপ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

নাগোৎপত্তি।

ধরণী কহিলেন, বরাহদেব! ভগবান্ নারায়ণের গাত্র সংস্পর্শে মূর্ত্তিমান মহাবল পরাক্রান্ত নাগগণ কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার কারণ শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

বরাহদেব কহিলেন,ধরে! রাজা প্রজাপাল মহর্ষি মহাতপার প্রমুখাৎ গণপতির জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মধুরবাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্। কুটিলস্বভাব নাগগণ কিরূপে সমুৎপন্ন হইল, তাহা বিস্তারিত বর্ণন করুন।

মহাতপা কহিলেন, মহীপতে! লোকপিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে মরীচিনামা ঋষিবরকে সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর "মরীচি ঋষির পুত্র হউক" এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র তাঁহার এক পুত্র হইল। ঐ পুত্রের নাম কশ্যপ। হাস্যাননা দক্ষকন্যা কদ্রু উহাঁর ভার্য্যা। মরীচিপুত্র কশ্যপ ঐ ভার্য্যার গর্ভে অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও অপরাজিত কুলিক এই কয় মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদন করেন। ইহারাই কশ্যপের প্রধানতম পুত্র। ইহাদিগেরই সন্তান সন্ততি দ্বারা জগৎ পরিপূরিত হইয়াছে। কুটিলগতি ভীমকর্ম্মা তীক্ষ্ণদশন বিষোল্বন সর্পগণ মানবদিগকে দেখিবামাত্র যেমন দংশন করে, অমনি তাহারা ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। সর্ব্বদাই এইরূপে ঘোরতর প্রাণি-সংক্ষয় হইতে লাগিল। প্রজাগণ এইরূপ বিপদ দর্শনে এক মাত্র শরণ্য জগৎপ্রভু ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই কমল-

যোনিকে কহিল "ভগবন্! ক্রূরদৃষ্টি সর্পগণ কি মনুষ্য, কি অন্যান্য জন্তু, যখনি যাহাকে দর্শন করে, তখনি তাহাকে দংশন করিয়া ভস্মাসাৎ করিতেছে। আপনি আমাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত ভুজঙ্গগণ আমাদিগকে সংহার করিতেছে। অতএব আমাদিগের নিবেদন এই যে, যাহাতে আমরা তীক্ষ্ণদংষ্ট্র সর্পগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাই, তাহা করুন"।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎসগণ! যাহাতে তোমাদিগের রক্ষা হয়, আমি তাহার উপায় বিধান করিতেছি, অতএব তোমরা এক্ষণে নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর"। অব্যক্তরূপী ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, প্রজাগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া বাসুকি প্রভৃতি সর্পগণকে আহ্বান পূর্ব্বক এই (অভিসম্পাত করিলেন যে, সর্পগণ! তোমরা যখন আমার সৃষ্ট মনুষ্যগণকে নিয়ত ক্ষয় করিতেছ, তখন আমি বলিতেছি, নিশ্চয়ই তোমরা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মাতৃশাপে বিশিষ্টরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।)

নাগগণ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া কম্পিত কলেবরে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিল, "ভগবন্! আপনিই আমাদিগকে এইরূপ কুটিলস্বভাব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনা হইতেই আমাদিগের এইরূপ ক্রূরতা, বিষোল্বনতা ও দর্শনাস্ত্রতা লাভ হইয়াছে। অতএব যদি আমাদিগের দোষসংঘটন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনিই তাহার শমতাবিধান করুন"।

ব্রহ্মা কহিলেন, সর্পগণ! যদিও আমি তোমাদিগকে

কুটিলাশয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি, তোমরা নিয়ত নিরুদ্বেগে মনুষ্যদিগকেই ভক্ষণ করিতেছ কেন ?

নাগগণ কহিল, দেবেশ! যদি আমাদিগের অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাহইলে আপনি আমাদিগের নিমিত্ত নিয়ম নির্দ্ধারণ ও পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেউন।

“তখন ব্রহ্মা নাগগণের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমি মানবগণের সহিত তোমাদিগের এক নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এই পৃথিবীর নিম্নদেশে, পাতাল, বিতল ও সুতল নামে তিনটি প্রদেশ আছে। আমি বাসস্থান কল্পনার নিমিত্ত তোমাদিগকে ঐ তিনটি প্রদেশ প্রদান করিলাম। তোমরা তথায় গমন পূর্ব্বক পরম সুখে সপ্ত রাত্রি অবস্থান কর। অনন্তর বৈবস্বত মন্বন্তর সমাগত হইলে তোমরা কশ্যপের পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবে এবং দেবগণের ও ধীমান সুপর্ণের সহিত সমান অংশভাগী হইবে। ঐ সময় অগ্নি তোমাদিগের সন্তান সন্ততি ভক্ষণ করিবে। তাহাতে তোমাদিগের দোষস্পর্শ হইবে না। কারণ যে সকল সর্প দুর্ব্বিনীত ও ক্রূর, তাহাদিগেরই বিনাশ হইবে; নতুবা অন্যের নহে। আর যদি মনুষ্যগণ কোন অপরাধ করে বা তাহাদিগের কাল আসন্নবর্ত্তী হয়, তাহাহইলে স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে দংশন ও ভক্ষণ করিবে। কিন্তু যাহারা মন্ত্র, ঔষধ ও গরুড় মণ্ডল সংগ্রহ করিয়া বিচরণ করিবে, তোমরা তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ভয়ে ভীত হইবে। তোমাদিগের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত রহিল; কিন্তু যদি ইহার অন্যথাচরণ কর তাহাহইলে তোমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে।

রাজন্! চতুরানন ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, ভুজঙ্গগণ তাঁহার অভিসম্পাত ও প্রসন্নতালাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া পাতালতলে গমন পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। মহারাজ! এই সমস্ত ব্যাপার পঞ্চমী তিথিতে নির্ব্বাহ হইয়াছিল, এই নিমিত্ত পঞ্চমী পাপনাশিনীও তিথিমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই তিথিতে সংযতচিত্ত হইয়া অন্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুগ্ধদ্বারা নাগগণের তর্পণ করে, নাগগণ তাহার মিত্র হইয়া উঠে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয়োৎপত্তি।

প্রজাপাল কহিলেন, তপোধন! অহঙ্কার হইতে কিরূপে কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি হইল? এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় আছে, দুর করুন।

মহাতপা কহিলেন, নরপতে! তত্ত্ব তিন প্রকার। তন্মধ্যে যিনি তত্ত্বাতীত, তিনিই পরমপুরুষ। ঐ পুরুষ হইতে অব্যক্ত—অর্থাৎ প্রকৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতিই তত্ত্বের আদি। প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগে মহত্তত্ত্ব এবং ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বের রূপান্তর মাত্র। যিনি তত্ত্বাতীত-পুরুষ, তাঁহার নাম বিষ্ণু বা শিব, আর যিনি ঐ পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন অব্যক্ত প্রকৃতি, তিনি পদ্মপলাশলোচনা দেবী উমা বা লক্ষ্মী। ঐ প্রকৃতি ও

পুরুষের সংযোগে যে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে, উহাই সেনাপতি কার্ত্তিক। হে মতিমন্! এক্ষণে গুহের উৎপত্তিবৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ দেব নারায়ণ সকলের আদি। তাহার পর তাঁহা হইতে ব্রহ্মা ও মহাদেবের উৎপত্তি হইয়াছে। তৎপরে ঐ স্বয়ম্ভূ হইতে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারপর ঐ মরীচি ও কশ্যপ প্রভৃতি হইতেই সুরগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পক্ষিগণ ও অন্যান্য প্রাণীসকল সম্ভূত হইয়াছে। ইহাই—সৃষ্টি প্রবাহ। সৃষ্টিপ্রবাহ বিস্তারিত হইয়া উঠিলে দেবগণ ও মহাবল দৈত্যগণ পরস্পর সাপত্ন্যভাব অবলম্বন করিলেন। উভয়পক্ষই বিজিগীষু হইয়া পরস্পর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। দৈত্যপক্ষে রণমদমত্ত পরাক্রান্ত নায়ক অনেক ছিল। তন্মধ্যে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বিপ্রচিত্তি, বিচিত্র, ক্রৌঞ্চ ও ভীমাক্ষ ইহারাই বিক্রান্ত ও সর্ব্বপ্রধান। ঐ সকল বীর্য্যশালী অসুরগণ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া নিরন্তর শাণিত শরজাল বিক্ষেপে সুরসৈন্য সকল মর্দ্দিত করিতে লাগিল। তখন বৃহস্পতি তদ্দর্শনে দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সুরগণ! নিয়মিত নেতা না থাকায় তোমাদিগের সৈন্য সকল দুর্ব্বল হইয়াছে। একেশ্বর ইন্দ্র কিরূপে সমুদায় দেবসৈন্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন? অতএব তোমরা আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র একজন সেনাপতি অন্বেষণ কর"।

এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র দেবগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, "প্রভো! আমাদিগের একজন সেনাপতির প্রয়োজন হইয়াছে, সত্বর প্রদান করুন"

তখন চতুরানন "ইহাদিগের উপায় কি করি, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কহিলেন, চলদেখি একবার মহাদেবের নিকট গমন করি"।

অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া কৈলাশপর্ব্বতে দেবাদিদেব পশুপতিপ্রভু মহাদেবের নিকট গমন করিয়া উচ্চৈস্বরে তাঁহাকে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা এই—হে মহেশ্বর! হে ত্রিলোচন! হে ভূতভাবন! আমরা তোমায় নমস্কার করি। হে উমানাথ! হে বিশ্বনাথ! হে মরুৎপতে। হে জগৎপতে! হে শঙ্কর! আমরা তোমার শরণাগত, আমাদিগকে রক্ষা কর। হে অমল! তোমার জটাসমূহের মূলদেশে যে শশাঙ্ক বিরাজিত রহিয়াছে তাহার কিরণে জগত্রয় আলোকিত। ত্রিশূলপাণে! পুরুষোত্তম! অচ্যুত! উপস্থিত দৈত্যভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি আদি-দেব, তুমি পুরুষ প্রধান, তুমি হরি, তুমি হর, তুমি মহেশ্বর, তুমি ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিয়াছ। বিভো! তুমি ভগের চক্ষু উৎপাটিত করিয়াছ। দেবাদিদেব! বৃষধ্বজ! তুমি আমা-দিগের পুরাতন দৈত্যরিপু; অতএব আমাদিগকে রক্ষা কর। গিরিজানাথ! তুমি গিরিপ্রিয়ার সমাদরের সামগ্রী। প্রভো! সমস্ত সুরলোক তোমাকে পূজা করে; গণেশ! ভুতেশ! শিব! দৈত্যবরান্তক! আসন্ন বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি পৃথিব্যাদি সমুদায় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ, তুমি আকাশ মধ্যে শব্দরূপে, তেজোমধ্যে দ্বিধারূপে, সলিলমধ্যে ত্রিধারূপে, এবং পৃথিবীতে চতুর্ধা বিনিবিষ্ট রহিয়াছ। তুমি স্বয়ং পঞ্চগুণাত্মক, তুমি বৃক্ষে ও প্রস্তরে অগ্নিরূপে বিরাজ-

মান রহিয়াছ। তুমি অনলে সহস্রধা বিভক্ত হইয়া রহিয়াছ। মহেশ্বর! ভগবন্! তুমি তেজস্বরূপ। দৈত্যগণ আমাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে; অতএব আমাদিগের পরিত্রাণ কর। ত্রিলোচন! যখন সর্ব্বাদৌ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ কিছুই বিদ্যমান ছিল না, যখন চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের ও অনিলের নামমাত্র ছিল না, তখন একমাত্র তুমিই বিদ্যমান ছিলে। বিষমলোচন! তুমি প্রমাণের অতীত, তুমি তর্কেরও অতীত। কপালমালিন! শশিখণ্ডশেখর! শ্মশানবাসিন্! তোমার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ ভস্মে বিলিপ্ত, তোমার শরীরার্দ্ধভাগ শেষাখ্যসর্পে পরিবেষ্টিত। দক্ষরিপো! সুরেশ্বর! আমাদিগকে রক্ষা কর। ভগবন্! তুমি পুরুষ এবং এই যে গিরিরাজ কন্যা উমা—যিনি তোমার সর্ব্বাঙ্গস্বরূপ, ইনি প্রকৃতি। জগত্রয় ত্রিশূলরূপে তোমার করে এবং যজ্ঞীয় অগ্নিত্রয় তোমার ত্রিনেত্রে অবস্থান করিতেছে। সমস্ত সাগর, সমুদায় কুলপর্ব্বত ও সমস্ত সরিৎ তোমার জটাকলাপে অবস্থান করিতেছে। দেব! ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই যে পঞ্চ উপাদানে শরীরিগণের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, সে সমস্তই তোমাতে অবস্থিত। কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তিরা তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে পারে না। যে নারায়ণ হইতে এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি সেই নারায়ণ। তুমি চতুরানন ব্রহ্মা। সত্ত্বাদি গুণভেদে, গার্হপত্যাদি অগ্নিভেদে ও সত্যাদি যুগভেদে তুমি ত্রিবিধরূপে অবস্থান করিতেছ। প্রভো! আমরা সকলে তোমার শরণাগত। হে ভব! হে বিভূতিভূষণ! আমাদিগকে রক্ষা কর।"

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! পশুপতি রুদ্রদেব সুরগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিষ্টুত হইয়া প্রশান্তভাবে কহিলেন, দেবগণ! তোমাদিগের উদ্দেশ্য কি, অবিলম্বে ব্যক্ত কর।

সুরগণ কহিলেন, দেবেশ! আমাদিগের আর কিছুই উদ্দেশ্য নহে; কেবল দৈত্যবিনাশের নিমিত্ত আমাদিগের একজন সেনাপতির প্রয়োজন হইয়াছে; অতএব আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।

রুদ্রদেব কহিলেন, অমরগণ! তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আমি শীঘ্র তোমাদিগকে একজন সেনাপতি প্রদান করিতেছি।

দেবাদিদেব মহাদেব অমরগণকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিয়া পুত্রের নিমিত্ত গঙ্গাদি পুরনারীগণের বিষয় চিন্তা করিয়া অবশেষে স্বীয় শরীরস্থিত শক্তি উমাকে সংক্ষুব্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সংক্ষোভে সূর্য্যও অনলের ন্যায় প্রভাবান প্রতিভাশালী এক কুমারের উৎপত্তি হইল। নরপতে! মন্বন্তরভেদে এই কুমারের উৎপত্তি নানাপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। যাহাই হউক যিনি শরীরচারী অহঙ্কার, প্রয়োজনবশতঃ তিনিই দেবসেনাপতিরূপে পরিণত হইয়াছেন।

এইরূপে কুমারের উৎপত্তি হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সিদ্ধগণ দেবাদিদেব শান্তিদাতা পশুপতিকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরগণ, সিদ্ধগণ ও ঋষিগণ সকলে কুমারকে সৈন্যাপত্যে বরণ করিলে তিনি আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন, আমার সাহায্যার্থ আপনারা আমাকে অনুচরদ্বয় ও এক ক্রীড়নক প্রদান করুন। তখন ভগবান্ মহাদেব কহিলেন,

ক্রীড়াজন্য তোমায় এক কুক্কুট এবং সাহায্য করণার্থ শাখ ও বিশাখ নামক দুই অনুচর প্রদান করিলাম। তুমি এক্ষণে দেবগণের সৈন্যাপত্যে ব্রতী হও।

দেবাদিদেব শঙ্কর কুমারকে এইরূপ কহিলে দেবগণ সার্থক বাক্যে সেনাপতিকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। হে মহেশ্বরতনয়! হে ষড়ানন! হে স্কন্দ! হে বিশ্বেশ! হে কুক্কুটধ্বজ! হে প্রভোপাবকে! তুমি আমাদিগের সেনাপতি হও। তোমার দর্শনে অরাতিগণ কম্পিতকলেবর হউক, তুমি কুমারশ্রেষ্ঠ। হে স্কন্দ! বালগ্রহ সকল তোমার অনুগত, তুমি অরিবর্গকে পরাজিত করিয়াছ,ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত তোমাদ্বারাই বিদারিত হইয়াছে। তুমি কৃত্তিকানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি ভগবান ভূতনাথের পুত্র, যাবতীয় ভূতপতি ও গ্রহপতি বিদ্যমান আছে, তুমি তৎসমুদায়ের শ্রেষ্ঠ। তোমার মূর্ত্তি পাবকের ন্যায় প্রিয়দর্শন। হে ত্রিলোচন! হে মহাভূতপতির পুত্র! তোমাকে নমস্কার।

মহীপতে! ভবনন্দন কার্ত্তিকেয় দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিষ্টুত হইলে ক্রমেই তাঁহার শরীর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ দিবাকরের ন্যায় তেজঃ-পুঞ্জকলেবর ও বিপুলবিক্রম হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তেজঃ-প্রভায় ত্রিলোক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

প্রজাপাল কহিলেন, গুরো। ভবনন্দনকে কৃত্তিকাপুত্র, পাবকি ও ষণ্মাতুর নামে নির্দ্দেশ করিলেন কেন?

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! স্কন্দের উৎপত্তিবিষয়ে আমি যাহা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা আদি মন্বন্তরবিষয়ক এবং

অতীন্দ্রিয়দর্শী দেবগণ এইরূপে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। তাহার পর দ্বিতীয় মন্বন্তরে কৃত্তিকা, পাবক ও গিরিজা তাঁহার উৎপত্তিনিদান বলিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত নাম সকল প্রদত্ত হইয়াছে। রাজবর! এই ত তুমি অহঙ্কারোৎপত্তিবিষয়ে যে গুহ্য বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, তাহা যতদুর জানি, বলিলাম। এই স্কন্দ সাক্ষাৎ পাপনাশন মহাদেবস্বরূপ। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার অভিষেকে ষষ্ঠী তিথিই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি ফলমাত্র আহার করিয়া সংযতমনে কার্ত্তিকেয়ের অর্চ্চনা করেন, তিনি অপুত্র হইলে পুত্র এবং নির্ধন হইলে ধনলাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ ভক্তিপূর্ব্বক যিনি যাহা কামনা করেন, তাঁহার তাহাই পূর্ণ হয়। যাঁহার গৃহে পূর্ব্বোক্ত কার্ত্তিকেয়স্তোত্র পঠিত হইয়া থাকে, তাঁহার গৃহে বালকগণের কোন অমঙ্গল ঘটে না। প্রত্যুতঃ রোগার্ত্ত হইলে আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

আদিত্যোৎপত্তি।

মহীপতি প্রজাপাল কহিলেন, দ্বিজবর! জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের মূর্ত্তি গ্রহণ কিরূপে হইল? এবিষয়ে আমার মহান্ সংশয় আছে, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সন্দেহভঞ্জন করুন।

তপোধন মহাতপা কহিলেন, রাজন্! যিনি সেই সনাতন অদ্বিতীয় জ্ঞানময় আত্মা, তিনি দ্বিতীয় পদার্থের সৃষ্টি করিতে

বাসনা করিবামাত্র, তাঁহার শরীর হইতে এক জ্যোতি সমুদ্গত হইল। ঐ জ্যোতিই প্রদীপ্ত সূর্য্য। সূর্য্যের কিরণে জগত্ত্রয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যে ভগবান্ নারায়ণের শরীর হইতে সমুদায় দেবগণ, সমস্ত সিদ্ধগণ এবং সমুদায় মহর্ষিগণ সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই বিভুর শরীর হইতে সূর্য্যও সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ প্রদীপ্ত তেজ তাঁহার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়া আবার তাঁহার শরীরেই বিলীন হয়; কিন্তু পরিশেষে পিণ্ডাকৃতি ধারণ করিয়া যাহা পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইল, বেদবাদিগণ তাহাকেই রবি কহেন। ঐ রবি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমস্ত উদ্ভাসিত করিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন; তাহাতেই তাঁহার নাম ভাস্কর এবং প্রকৃষ্ট প্রভা বিতরণ করাতে তাঁহার নাম প্রভাকর হইয়াছে। দিবা শব্দের অর্থ দিবস, সেই দিবা, তাঁহাদ্বারা কৃত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে দিবাকর কহে এবং ঐ সূর্য্য জগতের আদি বলিয়া আদিত্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঐ সূর্য্যের তেজ হইতে পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান, তিনিই এই জগতে বিচরণ করিতেছেন।

তাহার পর সেই নারায়ণের অন্তঃশরীরস্থিত দেবগণ ক্রমশঃ জগতে ঐরূপ তেজোবিস্তার দর্শনে তাঁহার শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এইরূপে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবন্! তুমি এ জগতের আদিপুরুষ, তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আবার যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন তুমিই ইহার সংহার করিয়া থাক। তুমি সর্ব্বদা সমুদায় বিশ্বসংসার রক্ষা করিতেছ, অতএব হে বিশ্বপালক! আমরা

নিয়ত তোমার চরণে প্রণত, আমাদিগকে রক্ষা কর। এই তেজ তোমারই শরীর হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। কালরূপ অক্ষ ও মন্বন্তররূপ বেগ-বিশিষ্ট সপ্তাশ্বযুক্ত রথে যে সূর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, উনি সূর্য্য নহেন; উনিই তুমি। বিভো! তুমিই প্রভাকর, তুমিই রবি, তুমিই আদিদেব, তুমিই সমস্ত চরাচরের আত্মা, তুমিই পিতামহ, তুমিই বরুণ, তুমিই যম, তুমিই ভূত এবং তুমিই ভবিষ্যৎ। হে অরাতিনিপাতন! হে দেবমূর্ত্তে! আমরা তোমার শরণাগত, আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি বেদান্তবেদ্য পুরুষ, যজ্ঞকার্য্যে তোমায় বিষ্ণু বলিয়া আহুতি প্রদান করে।

রাজন্! দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে, ভগবান্ নারায়ণ তৎক্ষণাৎ সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। প্রথমতঃ তেজঃপ্রভায় কিছুই লক্ষিত হইতেছিল না, এক্ষণে তিনি সুখলক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। মহীপতে! এই সমস্ত ঘটনা অর্থাৎ দেবগণের দাহনিবৃত্তি ও সূর্য্যের রবিমূর্ত্তি ধারণ,সপ্তমী তিথিতে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। অতএব যে ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে শাকমাত্র আহার করিয়া সপ্তমী তিথিতে সূর্য্যের আরাধনা করেন, তিনি অনায়াসে সূর্য্যের নিকট অভীষ্ট ফললাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই আমি আদি মন্বন্তরের সূর্য্যোৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে মাতৃগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

কামাদি মাতৃগণের উৎপত্তি।

পূর্ব্বকালে অন্ধক নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক দৈত্য ছিল। ঐ দৈত্য ব্রহ্মার বরলাভে দর্পিত হইয়া সমস্ত দেবগণকে স্ববশে আনয়ন করে। এমন কি, দেবগণের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে সুমেরুপর্ব্বত হইতে দূরীকৃত করিল। তখন সুরগণ সমবেত হইয়া অন্ধকের ভয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তদ্দর্শনে চতুরানন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমরগণ! তোমাদিগের আগমনপ্রয়োজন নির্দ্দেশ কর, নিশ্চিন্ত রহিলে কেন?

ঐ সময় দেবগণ কহিলেন, জগৎপতে! পিতামহ! আমরা অন্ধকভয়ে একান্ত ভীত হইয়া আপনার চরণে শরণ লইলাম, এক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, সুরগণ! অন্ধকের হস্ত হইতে তোমাদিগের পরিত্রাণ করা আমার সাধ্য নহে। অতএব চল সকলে সমবেত হইয়া সেই জগৎকারণ মহাদেবের শরণাগত হই। ইতিপূর্ব্বে আমি তাহাকে এই বর প্রদান করিয়াছি যে, "তুমি সকলের অবধ্য হইবে, তোমার শরীর পৃথিবী স্পর্শ করিবে না।" সুতরাং একমাত্র রুদ্রদেবই তাহার নিধনে সমর্থ, অতএব চল, আমরা সকলে সেই কৈলাসবাসী হরের নিকট গমন করি। এই বলিয়া চতুরানন দেবগণের সমভিব্যাহারে রুদ্রদেবের নিকটে গমন করিলেন।

সকলে তথায় উপস্থিত হইলে মহাদেব আসন হইতে

গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং চতুরাননকে কহিলেন, দেবগণ কি নিমিত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, সত্বর ব্যক্ত কর, অবিলম্বেই সম্পাদন করিব।

ঐ সময় দেবগণ যেমন "দুর্দ্দান্ত দৈত্য অন্ধক হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন" এই কথা বলিয়াছেন, অমনি অন্ধক সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া ভূতভাবন মহাদেব ও তৎপত্নী পার্ব্বতীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। রুদ্রদেব দৈত্যকে সহসা সমাগত সন্দর্শন করিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। দেবগণও সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। রুদ্রদেব বাসুকি,তক্ষক ও ধনঞ্জয় নামক সর্পকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। মহেশ্বর তক্ষক ও ধনঞ্জয়কে হস্তবলয় এবং বাসুকিকে কোটিবন্ধন করিলেন।

ঐ সময় নীল নামক এক দৈত্য গজরূপ ধারণ করিয়া সত্বর মহাদেবের সমীপে সমুপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ মহেশ্বর নন্দীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নন্দীকেশ্বর! তুমি শীঘ্র বীরভদ্রকে ঐ গজরূপী দৈত্যের প্রতি গমন করিতে আদেশ কর। তখন বীরভদ্র সিংহরূপ ধারণ করিয়া বেগে মাতঙ্গরূপী দৈত্যকে আক্রমণ করিল এবং তাহার সেই নীলাঞ্জনসন্নিভ চর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক রুদ্রদেবের হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি তাহা বস্ত্রবৎ পরিধান করিলেন। সেই অবধিই দিগম্বর কৃত্তিবাস হইলেন।

অনন্তর রুদ্রদেব সেই গজচর্ম্ম এবং ভুজঙ্গাভরণ ধারণ করিয়া শূলহস্তে অন্ধকের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনুচরগণ তাঁহার অনুগমন করিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ

হইল। ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ ও সেনাপতি স্কন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে দেবর্ষি নারদ তদ্দর্শনে নারায়ণের নিকট গমন করিয়া যুদ্ধবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। নারায়ণ শ্রবণমাত্র চক্রাস্ত্র ধারণ করিয়া গরুড়বাহনে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন এবং তথায় সমরব্যাপার সন্দর্শনে স্বয়ং দানববিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ তদ্দর্শনে অতীব হৃষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু অন্ধকাসুরের সংগ্রাম সহ্য করিতে না পারিয়া বিষণ্ণবদনে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রুদ্রদেব স্বয়ং অন্ধকের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে শঙ্কর যেমন বেগে অন্ধকের গাত্রে ত্রিশূল প্রহার করিলেন, অমনি তাহার গাত্র হইতে দরদরিতধারায় শোণিতস্রব আরম্ভ হইল। রুধির ভূতল স্পর্শ করিবামাত্র অন্ধকাকৃতি অসংখ্য দৈত্য সমুৎপন্ন হইল। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে রুদ্রদেব প্রকৃত অন্ধককে শূলে বিদ্ধ এবং ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এদিকে নারায়ণ সেই শোণিতসম্ভূত অন্যান্য দৈত্যদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। শূলাস্ত্রবিদ্ধ অন্ধকাসুরের গাত্র হইতে শোণিতধারা যেমন ভূতল স্পর্শ করিতে লাগিল, অমনি তদাকৃতি অন্ধক সকল সমুৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে রুদ্রদেবের রোষের অবধি রহিল না। কোপপ্রভাবে তাঁহার মুখ হইতে এক প্রভা বিনির্গত হইল। ঐ প্রভাই দিব্যমূর্ত্তিধারিণী এক দেবী। ঐ দেবীকে লোকে যোগীশ্বরী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এদিকে বিষ্ণুও নিজ

শরীর হইতে তৎস্বরূপিণী এক কামিনী প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মা, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, যম, বরাহরূপী নারায়ণ ও মহেশ্বর ইহাঁরা সকলেই এক এক কন্যার সৃষ্টি করিলেন। ঐ কন্যারাই অষ্টমাতা। মহারাজ! এক ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এই সমস্ত কার্য্য কারণের অবধারণকর্ত্তা। প্রকারান্তরে আমি তোমার নিকট দেবতাগণের মূর্ত্তিবিষয়ও কীর্ত্তন করিলাম। (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, পৈশুন্য ও অসূয়া এই আট মাতৃগণ। তন্মধ্যে কাম যোগীশ্বরী, ক্রোধ মহেশ্বরী, লোভ বৈষ্ণবী, মোহ কৌমারী, মদ ব্রহ্মাণী, মাৎসর্য্য ঐন্দ্রী, পৈশুন্য যমদণ্ডধারিণী এবং অসূয়া বারাহী, ইহাঁরাই শরীরধারী অষ্ট মাতৃগণ এবং ইহাঁদিগকে কামাদি অষ্টগণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।)

মহারাজ! কামাদি অষ্টমাতৃগণের যে নামোল্লেখ করিলাম, ইহাঁরা সকলেই নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্ধকাসুরের শোণিত শোষণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং আসুরী মায়া একেবারে তিরোহিত হইল, অন্ধকও নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করিল। রাজন্! এই আমি তোমায় স্বীয় জ্ঞানামৃত প্রদান করিলাম। যিনি মাতৃগণের এই শান্তিকরী উৎপত্তিবিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার আর কোন বিপদ থাকে না। মাতৃগণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে রক্ষা করেন। আর যিনি প্রতিদিন মাতৃগণের জন্ম বিবরণ পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে ধন্য হইয়া চরমে শিবলোক লাভ করিয়া থাকেন। এই মাতৃগণের পূজার নিমিত্ত অষ্টমী তিথি নিরূপিত হইয়াছে। যিনি ঐ তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক মাতৃগণের পূজা করেন এবং বিল্বমাত্র আহার

করিয়া দিনযাপন করিয়া থাকেন, মাতৃগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শান্তি ও আরোগ্য প্রদানে যত্নবতী হন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

দেবীর উৎপত্তি।

মহীপতি প্রজাপাল কহিলেন, তপোধন! শুভদাত্রী কাত্যায়নী দেবী দুর্গা—যিনি মায়ারূপে সূক্ষ্মভাবে নারায়ণ-শরীরে অবস্থিত ছিলেন, তিনি কিরূপে পৃথক্ ভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন?

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! অতি পূর্ব্বকালে সিন্ধুদ্বীপ নামে বরুণাংশসম্ভূত প্রবল প্রতাপ এক নরপতি ছিলেন। নরপতি ইন্দ্রবিজয়ী এক পুত্র কামনা করিয়া একান্তমনে ঘোর-তর তপশ্চরণ পূর্ব্বক স্বীয় কলেবর শোষণ করিতে লাগিলেন।

প্রজাপাল জিজ্ঞাসিলেন, দ্বিজবর! ইন্দ্র তাঁহার এমন কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার বিনাশবাসনায় পুত্র কামনা করিয়া কঠোর তপশ্চরণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন?

মহাতপা কহিলেন, মহীপতে! রাজা সিন্ধুদ্বীপ জন্মান্তরে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ছিলেন। কোন অস্ত্রই তাঁহার শরীর ভেদ করিতে পারিত না। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্র সমুদ্রফেন দ্বারা তাঁহার বিনাশসাধন করেন। তিনি জলফেন দ্বারা নিহত হইয়া তাহাতেই বিলীন হইলেন, কিন্তু কিয়দ্দিন পরে ব্রহ্মবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সিন্ধুদ্বীপ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি দেবেন্দ্রের পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া বৈরনির্য্যাতনার্থ

ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বহুকাল পরে একদা বেত্রবতী নাম্নী নদী দিব্যাঙ্গনারূপ ধারণ করিয়া এবং নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া তপঃপ্রবৃত্ত সিন্ধুদ্বীপের নিকট সমাগত হইলেন। রাজা বেত্রবতীর রূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন নিবিড়নিতম্বিনি ! তুমি কে, আমায় সত্য করিয়া বল।

তখন বেত্রবতী কহিলেন, মহাত্মন্ ! আমি জলপতি বরুণের পত্নী, আমার নাম বেত্রবতী। আমি একান্ত স্পৃহাবতী হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। যিনি সানুরাগা অভি-সারিণী পরপত্নীকে প্রত্যাখ্যান করেন, তিনি পাপপঙ্কে লিপ্ত হন। এমন কি, ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে স্পর্শ করে। আপনি বিজ্ঞ; অতএব আমাকে বিমুখ করিবেন না।

বেত্রবতী এইরূপ কহিলে, নরপতি ঔৎসুক্য-সহকারে তাঁহার আশাপূর্ণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার গর্ভে দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিমান এক পুত্র জন্মিল। বেত্রবতীর গর্ভে জন্মনিবন্ধন উহার নাম বেত্রাসুর হইল। বেত্রাসুর প্রাগ্-জ্যোতিষ নগরীর অধীশ্বর হইয়া ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ পূর্ব্বক যখন বলবান্ ও একান্ত বিক্রান্ত হইয়া উঠিল, তখন বিপুল সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী স্ববশে আনয়ন করতঃ পরিশেষে সুমেরু পর্ব্বতে অধিরোহণ করিল। তথায় প্রথমতঃ ইন্দ্র, তৎপরে অগ্নি এবং তৎপরে যম যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। প্রথমে ইন্দ্র পরাস্ত হইয়া অগ্নির নিকট, অগ্নি যমের নিকট, যম নির্ঋতির নিকট, নির্ঋতি বরুণের নিকট, বরুণ আবার ইন্দ্রাদি সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া পবনের নিকট, পবন ধনপতির নিকট, ধনপতি আবার সর্ব্বসমেত স্বীয়

মিত্র দেবাদিদেব মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। রণগর্ব্বিত দানবও গদা ঘূর্ণিত করিয়া শিবলোকের উদ্দেশে যাত্রা করিল। এদিকে মহাদেব তাহাকে অবধ্য জানিয়া ইন্দ্রাদিদেব-গণের সহিত সুর-সিদ্ধ ও পুণ্যকারিবন্দিত ব্রহ্মপুরীতে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা, গঙ্গার সলিলে অবগাহন করিয়া যথানিয়মে নিমীলিতনেত্রে নারায়ণপত্নী গায়ত্রীর উপাসনা করিতেছেন। ঐ সময় দেবগণ সমুপস্থিত হইয়া পরিত্রাহি শব্দে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা অসুরভয়ে একান্ত ভীত হইয়াছি, আমাদিগকে রক্ষা কর"।

মহারাজ! ঐরূপ চীৎকারশব্দে ব্রহ্মার ধ্যান ভঙ্গ হইল। "দেখিলেন, একেবারে সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়া সমুপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু কোন অসুর বা রাক্ষসের সমাগম নাই, অথচ "পরিত্রাহি" শব্দ হইতেছে। ভাবিলেন, ইহা কেবল সেই মায়াময় পুরুষের মায়া। বোধ হয়, জগৎ ধ্বংস হইল! অথবা এ কিরূপ মায়া কিছুই বোধগম্য হইতেছে না"।

চিন্তাসমকালে সহসা শুক্লাম্বরধরা অষ্টভুজা অযোনিসম্ভবা এক কন্যার আবির্ভাব হইল। কন্যার মস্তকে মাল্যপরিবেষ্টিত এক মুকুট বিরাজমান থাকাতে বদনপ্রভা অতিশয় উজ্জ্বল জ্যোতি ধারণ করিয়াছে। হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা খড়্গ, ঘণ্টা ও ধনু প্রভৃতি প্রহরণ সকল বিরাজমান এবং এক হস্তে কেবল দৈত্যদিগকে তর্জ্জন করিতেছেন। পৃষ্ঠে তূণীর নিবদ্ধ রহিয়াছে। সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া।

এইরূপে যোগমায়া সিংহবাহিনী দেবী সহসা সলিল হইতে উদ্গত হইয়া একাকিনীই নানারূপে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে দেবমানের সহস্র বৎসর গত হইলে, দুর্জ্জয় বেত্রাসুর সমরে নিপতিত হইল। তখন দেবগণ জয়ধ্বনি করিয়া সিংহবাহিনী দেবীকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মহাদেব স্বয়ং তাঁহার স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহামায়ে! হে মহাপ্রভে! হে মহাভাগে! হে মহাসত্ত্বে! হে মহোৎসবে! হে মহাদেবি গায়ত্রি! তোমার জয় হউক। তোমার সর্ব্বাঙ্গ দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত, তুমি অত্যুৎকৃষ্ট মাল্যভূষণে বিভূষিত। হে বেদমাতঃ! হে অক্ষরস্বরূপিণি! তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি সত্ত, রজ ও তমোগুণের আশ্রয়। তুমি দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ। হে ত্রিশূলিনি! হে ত্রিনয়নি! হে ভীমবক্ত্রে! হে ভীমনেত্রে! হে ভয়ানকে! হে কমলাসনজে! হে দেবি সরস্বতি! তোমাকে নমস্কার। হে পঙ্কজপত্রাক্ষি! হে মহামায়ে! হে অমৃতপ্রসবিনি! হে সর্ব্বদে! হে সর্ব্বভূতেশি! হে স্বাহাস্বধাস্বরূপিণি! হে ত্র্যম্বকে! হে পূর্ণতমে! হে পূর্ণচন্দ্রনিভে! হে প্রভাবতি! হে ভবোদ্ভবে! হে মহাবিদ্যে! হে মহাদৈত্যবিনাশিনি! হে মহাবুদ্ধির উৎপত্তিনিদান! হে শোকরহিতে! হে কিরাতিনি! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভাগে! তুমি নীতি, তুমি গী, তুমি গো, তুমি অক্ষর, তুমি শ্রী ও তুমি উদ্ধারস্বরূপিণী, তুমি সকল তত্ত্বেই অবস্থান করিয়া থাক।

তুমি সকল জীবের হিত সাধন করিয়া থাক। হে দেবি পর-মেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার।

রাজন্! ভগবান্ ভূতভাবন এইরূপে স্তব করিলে দেবগণ চতুর্দ্দিক হইতে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। চতুরানন একাল পর্য্যন্ত অন্তর্জ্জলে অবস্থান করিতেছিলেন, ঐ সময় তিনি জল হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলেন, দেবী দুর্গা দেবকার্য্য সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তখন তিনি,দেবগণের ভাবি কার্য্য উদ্দেশে কহিলেন,দেবগণ! এই বরারোহা দেবী দুর্গা এক্ষণে হিম-শৈলে গমন করুন। তোমরাও আর বিলম্ব করিও না,অচিরে তথায় গমন কর। এই দেবী দুর্গাকে ভক্তি সহকারে নবমী তিথিতে পূজা করিলে,ইনি সমুদায় লোকের বরদাত্রী হইবেন। নবমীদিনে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, পিষ্টকভোজী হইয়া দুর্গার আরাধনা করিলে অভীষ্টলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। যিনি প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে মহাদেবকৃত এই স্তোত্র পাঠ করেন,দেবী দুর্গা ও মহাদেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে বরদান করিয়া সর্ব্বপ্রকার আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

নরপতে! চতুরানন ব্রহ্মা এইরূপ বলিবার পর পুনরায় দেবী দুর্গাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তোমায় ইহা অপেক্ষাও মহিষাসুর-বিনাশরূপ গুরুতর কার্য্যসাধন করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি স্বালয়ে গমন করিলেন। এদিকে দেবগণও দেবী দুর্গাকে হিমালয় পর্ব্বতে স্থাপন করিয়া পরমানন্দে স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ দেবীকে হিমাচলে স্থাপন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত উহাঁর অপর

নাম নন্দা। যিনি দেবীর এই জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন তিনি সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

দিগুৎপত্তি।

মহাতপা কহিলেন, পৃথিবীপতে! দিক্ সকল ব্রহ্মার কর্ণ হইতে যেরূপে সমুৎপন্ন হইয়াছিল, কহিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় চতুরানন মনে মনে ভাবিলেন যে, আমি যে সকল প্রজা সৃষ্টি করিলাম, কে ইহাদিগকে ধারণ করে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শ্রোত্র হইতে প্রভাবতী দশ কন্যার সমুৎপত্তি হইল। ঐ কন্যাগণের মধ্যে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ঊর্দ্ধ এবং অধঃ এই ছয় কন্যাই প্রধানা। অবশিষ্ট চারি কন্যা রূপবতী সৌন্দর্য্যশীলা ভাগ্যধরী এবং গাম্ভীর্য্যগুণযুক্তা। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া বীত-কল্মষ প্রজাপতিকে প্রণয়ভাবে কহিলেন, পিতঃ! আমরা যাহাতে ভর্ত্তার সহিত পরমসুখে অবস্থান করিতে পারি, এমন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং কোন্ কোন্ ভাগ্যধরই বা আমাদিগের পতি হইবেন, তাহার ব্যবস্থা করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, কন্যাগণ! এই ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি যোজন বিস্তৃত, ইহার প্রান্তভাগে যথেষ্ট স্থান আছে। তোমরা

তথায় গিয়া পরমসুখে স্বেচ্ছামত অবস্থান কর; আর বিলম্ব করিও না। আর তোমাদিগের নিমিত্ত নিষ্পাপকলেবর রূপবান্ ভর্ত্তা সকল সৃষ্টি করিয়া অবিলম্বেই প্রদান করিতেছি। এখন তোমাদিগের যাহার যে স্থানে অভিরুচি হয় গমন কর।

মহারাজ! কন্যাগণ পিতাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র স্বেচ্ছানুসারে স্বস্ব স্থানে গমন করিলেন। এদিকে পিতামহ তাঁহাদিগের নিমিত্ত মহাবলপরাক্রান্ত লোকপালদিগকে সৃষ্টি করিয়া পুনরায় কন্যাগণকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। তিনি এক কন্যাকে ইন্দ্রের, অপরাকে অগ্নির, অন্যকে যমের, অন্যকে নির্ঋতির, অন্যকে মহাত্মা বরুণের, অন্যকে বায়ুর, অপরাকে কুবেরের ও অন্যতমাকে ঈশানের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অধোদিক অনন্তদেবের হস্তে সমর্পিত হইল। আর ঊর্দ্ধদিক্‌কে আপনার অধিকারে স্থাপন করিলেন। এইরূপে কন্যাগণের ব্যবস্থা হইলে, তিনি তাহাদিগের নিমিত্ত দশমী তিথি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সুতরাং দশমী তিথি দিগঙ্গনাগণের অতীব প্রিয়। যে ব্যক্তি দশমী তিথিতে দধিমাত্র আহার করিয়া দিগঙ্গনাগণের আরাধনা করে, তাঁহারা পরিতুষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত দুরিত দূরীকৃত করিয়া দেন। যিনি সংযতচিত্ত হইয়া দিগঙ্গনাগণের জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহার আর সংশয় নাই।

ত্রিংশ অধ্যায়।

ধনদোৎপত্তি।

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! বায়ুশরীর হইতে যেরূপে বসুপতি কুবেরের উৎপত্তি হইয়াছে; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না। প্রথমতঃ আদি মূর্ত্তি মধ্যে বায়ুর অনুপ্রবেশ ছিল। তাহার পর প্রয়োজনবশাৎ শরীরদেবতা উহাতে অধিষ্ঠান করেন। মহারাজ! এই উপলক্ষে বায়ুর উৎপত্তি বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মা ইচ্ছা করিবামাত্র তাঁহার মুখ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইল। বায়ু উদ্ভূত হইবামাত্র প্রচণ্ড বেগে শর্করা সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন চতুরানন তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, বায়ো! তুমি আর শর্করা বর্ষণ করিও না, শান্ত হও, আমি তোমার মূর্ত্তি বিধান করিতেছি। তুমি মূর্ত্তিমান হইয়া সমস্ত দেবগণের ধন ও ফল রক্ষা কর। তাহাতে তোমার নাম ধনপতি হইবে। তৎপরে ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার নিমিত্ত একাদশী তিথি নির্দ্দিষ্ট করিয়া [illegible] ঐ তিথিতে যিনি চিরকাল অগ্নিপক্ক দ্রব্য [illegible]রয়া থাকেন। [illegible]রেন, তাঁহার প্রতি কি বায়ু, [illegible]তে! এই তোমায় বিষ্ণুর বৃত্তা[illegible] তাঁহাকে সমুদায় অভী[illegible] ইনিই মূর্ত্তিভেদে দেব এবং ইনিই মূর্ত্তি[illegible] পাপনাশিনী ধ[illegible]ই শরীরের সৃষ্টি, ইনিই শরীরের স্থিতি এবং ই[illegible] ক্তপূর্ব্বক [illegible]রের সংহার করিতেছেন। ইনিই যুগে যুগে ভিন্ন হইয়া মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ইনিই বেদান্তবর্ণিত পুরু[illegible] লোক হীনবুদ্ধিবশে ইহাঁকে প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করি[illegible]।

একত্রিংশ অধ্যায়।

পরাপর নির্ণয়।

মহাতপা কহিলেন, নরপতে! লোকে যে মনুর নাম ও মনু-ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, সে মনু আর কেহই নহেন, তিনি স্বয়ং মুর্ত্তিমান নারায়ণ। এক সময় পরাৎপর দেব নারায়ণের সৃষ্টি করিবার বাসনা হইলে যথাক্রমে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাহার পর ভাবিলেন, "আমিই সমুদায় সৃষ্টি করিলাম, আবার আমাকেই সমস্ত পালন করিতে হইবে; কিন্তু অমূর্ত্ত অবস্থায় এই পালন কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব যে মূর্ত্তি দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ সুনিয়মে সুরক্ষিত হয়, সেই মুর্ত্তি সৃষ্টি করি।" মহারাজ! সে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা বৃথা হইবার নহে। সংকল্প করিবামাত্র অমনি সেইস্থানে এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তখন জগৎসংসার সেই মুর্ত্তিমধ্যে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে তিনি পূর্ব্বতন বরদান-বৃত্তান্ত স্মরণ এবং পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুনরায় নূতন বর প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! "তু[illegible] সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বলোক নমস্কৃত হইবে। ত্রিলে[illegible]মাত্র আহার করিয়া [illegible]ধ্যে অনুপ্রবেশ নিবন্ধন তুমি সনাতন বিষ্ণু[illegible]তুষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত দুরিত [illegible]গণের ও ব্রহ্মার কর্ত্তব্য[illegible] যিনি সংযতচিত্ত হইয়া দিগঙ্গনাগণের [illegible] সেই সনাতন প[illegible]র্ণ করেন, তিনি ব্রহ্মালোকে প্রতিষ্ঠালাভ সেই প[illegible] হইয়া থাকেন, তাহার আর সংশয় নাই।

অব[illegible]

[illegible]

এক মহাপদ্ম সমুত্থিত হইল। ঐ মহাপদ্মে সপ্তদ্বীপা, সসাগরা সকাননা পৃথিবী বিরাজমান। ঐ মহাপদ্মের বিস্তার রসাতল পর্য্যন্ত। উহার গর্ভকোষস্থিত মেরুমধ্য হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল।

মহারাজ! এইরূপে ব্রহ্মার সমুৎপত্তি হইলে তাঁহার শরীরস্থিত আকাশবিহারী সনাতন পুরুষের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না, তিনি তখন বায়ুর সৃষ্টি করিলেন। তৎ-পরে বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অচ্যুত! তুমি অবিদ্যা-বিজয়ী এই শঙ্খ, অজ্ঞাননাশন এই খড়্গ, কালচক্রময় ভীষণ-দর্শন এই চক্র এবং অধর্ম্মঘাতিনী এই গদা হস্তে ধারণ কর। ভূতজননী এই মালা তোমার কণ্ঠে অবস্থান করুক। নিশাকর ও দিবাকরচ্ছলে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ মণি তোমার বক্ষঃস্থলে বিরাজমান থাকুক। এই বায়ু তোমার বাহন হউক; ইনিই গরুড় নামে বিখ্যাত হইবেন। ত্রিলোকবিহারিণী লক্ষ্মী সর্ব্বদা তোমার আশ্রয়ে অবস্থান করুন। দ্বাদশী তিথি তোমার নিমিত্তই বিহিত হইল; এই তিথিতে তোমায় পূজা করিয়া যিনি ঘৃতাশনে দিনযাপন করেন, তিনি স্ত্রী হউন, আর পুরুষই হউন, চরমে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

নরপতে! এই তোমায় বিষ্ণুর বৃত্তান্ত বিস্তারিত কহি-লাম। ইনিই মূর্ত্তিভেদে দেব এবং ইনিই মূর্ত্তিভেদে দানব। ইনিই শরীরের সৃষ্টি, ইনিই শরীরের স্থিতি এবং ইনিই শরী-রের সংহার করিতেছেন। ইনিই যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, ইনিই বেদান্তবর্ণিত পুরুষ। লোক হীনবুদ্ধিবশে ইহাঁকে প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া

থাকে। যিনি এই পাপবিনাশন বৈষ্ণবোৎপত্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে স্বর্গসমাদর লাভ করিয়া থাকেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ধর্ম্মোৎপত্তি।

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে ধর্ম্মোৎপত্তি, ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মপূজার তিথি নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বাদৌ সেই পরাৎপর পুরুষ নারায়ণ হইতে বিশুদ্ধাত্মা অব্যয় ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। সেই ব্রহ্মা প্রথমতঃ প্রজা সৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া ভাবিলেন, প্রজাসৃষ্টি করিলে কে তাহাদিগকে পালন করিবে? এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ট হইতে শ্বেতকুণ্ডলধারী, শ্বেতমাল্য ও শ্বেতচন্দনভূষণ এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ পুরুষের আকৃতি বৃষের ন্যায় চতুষ্পাদ। তাহাকে দর্শন করিবামাত্র চতুরানন সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাধো! তোমাকে জগতে শ্রেষ্ঠ পদবী প্রদান করিলাম; তুমি প্রজাদিগকে প্রতিপালন কর।"

অনন্তর সেই পুরুষ সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিযুগে একপাদ হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। উনি ব্রাহ্মণসম্প্রদায়মধ্যে ষড়্‌বিধরূপে, ক্ষত্রিয় মধ্যে ত্রিবিধরূপে, বৈশ্যমধ্যে দ্বিবিধরূপে এবং শূদ্রমধ্যে এক

ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাতালাদি সমুদায় রসাতলে, জম্বু প্রভৃতি সমুদায় দ্বীপে এবং ভারতাদি সমুদায় বর্ষে সমভাবে অবস্থান করিলেন। গুণ, দ্রব্য, ক্রিয়া ও জাতি এই চারি তাঁহার চারি শব্দ হইল। বেদে তাঁহাকে ত্রিশৃঙ্গ পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে। আদি ও অন্তে ওঙ্কার তাঁহার দুই মস্তক, তাঁহার হস্ত সংখ্যা সাত। তিনি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও সরিৎ এই তিন স্বরদ্বারা বদ্ধ। ঐ পুরুষই ধর্ম্ম নামে বিখ্যাত।

মহারাজ! পূর্ব্বে অদ্ভুত কর্ম্মকারী ক্রূরস্বভাব বলবান্ সোমদেব, ভ্রাতা আঙ্গিরসের পত্নী তারাকে গ্রহণ করিতে বাসনা করিয়া ঐ ধর্ম্মকে একান্ত উদ্বেজিত করিয়া তুলিলেন। সুতরাং ধর্ম্ম তৎকর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে ধর্ম্ম নিরুদ্দেশ হইলে দেবগণ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দানবপত্নীগণের গ্রহণমানসে তাহাদিগের ভবনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে দৈত্যগণও সেই উদ্দেশে সেইরূপে দেবগণের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিল। রাজন্! এক সোমদেবের দোষে ধর্ম্ম প্রস্থান করিলে দেবতা ও দৈত্যগণ ঐরূপ আচরণে পরস্পর মহাক্রুদ্ধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন নারদ তদ্দর্শনে পিতা ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলে, পিতামহ হংসযানে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া কহিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ? ক্ষান্ত হও। তখন সকলেই পরস্পর ক্ষান্ত হইয়া কহিলেন, এক সোমদেবের অত্যাচারেই

এই গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মা বুঝিলেন, অত্যাচার নিবন্ধন পুত্র আমার গহন বনে প্রবেশ করিয়াছে। অনন্তর চতুরানন দেবতা ও দৈত্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গহন কাননে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন, শশিসঙ্কাশ চতুষ্পাদ বৃষাকৃতি ধর্ম্ম একাকী বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

তদ্দর্শনে তিনি দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুরগণ! ইনি আমার প্রধান পুত্র। শশাঙ্ক ভ্রাতৃপত্নীকে অপহরণ করিতে বাসনা করিয়া ইহাঁকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়াছেন, অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া ইহাঁর তুষ্টিসাধন কর; নতুবা তোমাদিগের স্বচ্ছন্দে অবস্থিতির উপায়ান্তর নাই।

তখন দেবগণ ব্রহ্মার বচন শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া শশিসন্নিভ ধর্ম্মদেবের স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, হে শশিসঙ্কাশ! হে জগৎপতে! তোমাকে নমস্কার। তুমি লোকের স্বর্গপথ প্রদর্শন করিয়া থাক। তুমি লোকের কর্ম্মমার্গ স্বরূপ। হে সর্ব্বগ! তোমাকে নমস্কার, দেব! তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, জনলোক, তপলোক, ও সত্যলোক পালন করিতেছ। তোমাভিন্ন স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগৎ ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না। তুমি সমস্ত ভূতের আত্মাস্বরূপ। তুমি সত্ত্বগুণাবলম্বীদিগের সত্ত্বগুণ, তুমি রজোগুণাবলম্বীদিগের রজোগুণ, এবং তুমি তমোগুণাবলম্বীদিগের তমোগুণ। তুমি চতুষ্পাদ, তুমি ত্রিশৃঙ্গ, তুমি ত্রিলোচন, তুমি সপ্তহস্ত, তুমি ত্রিশিখ, তুমি বৃষরূপী, তোমাকে নমস্কার। দেব! তোমাবিহনে আমাদিগের সকলকেই অপথে

পদার্পণ করিতে হয়। আমরা নিতান্ত মূঢ়, আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন কর। তুমিই আমাদিগের একমাত্র উপায়।

নরপতে! দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে বৃষরূপী প্রজাপতি ধর্ম্ম কোপদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের মোহবিগত এবং পুনরায় ধর্ম্মভাব আবির্ভূত হইল। অসুরগণেরও মোহ বিগত হইয়া ধর্ম্মদৃষ্টির সঞ্চার হইল। ঐ সময় চতুরানন, ধর্ম্মকে কহিলেন, আজি অবধি ত্রয়োদশী তিথি তোমার নিমিত্তই বিহিত হইল। যে ব্যক্তি ত্রয়োদশী তিথিতে উপবাস করিয়া তোমার আরাধনা করিবে, সে পাপী হইলেও স্বকৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে। ধর্ম্ম! তুমি বহুকাল এই অরণ্যে বিচরণ করিয়াছ, অতএব ইহা ধর্ম্মারণ্য নামে বিখ্যাত হইবে। তুমি সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, এবং কলিযুগে এক পাদ হইবে। তুমি এক্ষণে স্বগৃহে গমন করিয়া এই বিশ্ব প্রতিপালন কর।

মহারাজ! পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে দেবগণ ও অসুরগণও বীতশোক হইয়া ধর্ম্মের সমভিব্যাহারে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন। যিনি ত্রয়োদশী দিনে এই ধর্ম্মোৎপত্তি বিষয় শ্রবণ এবং শ্রাদ্ধকার্য্যে পায়সান্ন দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করেন, তিনি স্বর্লোকে গমন করিয়া অনায়াসে সুরগণের সহিত একত্র বাস করিতে পারেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

রুদ্রোৎপত্তি।

বসুন্ধরে! যিনি অধর্ম্মরূপ বৃক্ষকে একেবারে নিপাতিত করিয়াছেন, ক্ষমা যাঁহার প্রধান সাধন, সেই উগ্রতেজা ঋষিবর মহাতপা নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আর এক প্রকার আদ্যতনী রুদ্রোৎপত্তি কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। সর্ব্বাদৌ পরম পুরুষ নারায়ণ হইতে উগ্র-তেজা প্রজাপতির উৎপত্তি হইল। তাঁহার হৃদয়ে প্রধানতম তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ বিলক্ষণই ছিল। কিন্তু তিনি জগৎসংসার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া যখন দেখিলেন ইচ্ছামত সৃষ্টি-কার্য্যের পরিবৃদ্ধি হইতেছে না, তখন সাতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপশ্চরণ করিতে করিতে তাঁহার মানস হইতে এক পুরুষের উৎপত্তি হইল। ঐ পুরুষ পুণ্য-বান্, ও স্থিরকীর্ত্তি। রজ ও তমোগুণ তাঁহার নিকট পরাভূত হইয়াছিল। তিনি বরেণ্য, তিনিই বরদ এবং তিনিই প্রতাপ-বান্। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ ও লোহিতে মিশ্রিত, এবং নেত্র পিঙ্গলবর্ণ। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মা কহিলেন, "বৎস! রোদন করিও না" তাহাতেই ঐ পুরুষের নাম রুদ্র হইল। অনন্তর ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহানুভব! তুমি সৃষ্টিবিস্তারে সমর্থ, অতএব সৃষ্টিবিস্তার কর। এই কথা বলিবামাত্র রুদ্রদেব সলিলে নিমগ্ন হইলেন। তাহার পর ব্রহ্মা পুনরায় দক্ষাদি প্রজাপতিদিগকে মানসে সৃষ্টি করিলে, তাঁহারা সকলে সৃষ্টির বিস্তার করিতে লাগিলেন।

সৃষ্টির বাহুল্য হইয়া উঠিলে, ব্রহ্মযজ্ঞ সমারব্ধ হইল। এদিকে যে রুদ্রদেব সলিলে মগ্ন ছিলেন, তিনি জল হইতে উত্থিত হইয়া সুরগণের সহিত বিশ্বসৃষ্টি করিতে গিয়া শুনিলেন, সুরগণ, সিদ্ধগণ ও যক্ষগণ মিলিত হইয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে। শ্রবণমাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন, কোন্ পাষণ্ড মোহে অভিভূত হইয়া মদর্থসৃষ্ট কন্যাকে লইয়া আমার অজ্ঞাতে বিশ্বসৃষ্টি করিল? এই বলিতে বলিতে ক্রোধে তাঁহার শরীর হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল, তখন তাঁহার আস্যদেশ হইতে বেতাল, ভূত, পিশাচ ও যোগীসকল সম্ভূত হইয়া আকাশ, দশদিক ও পৃথিব্যাদি লোকসকল পরিব্যাপ্ত করিল। এদিকে সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ চতুর্ব্বিংশ হস্ত পরিমিত এক শরাসন প্রস্তুত করিয়া রোষভরে তাহাতে ত্রিগুণিত গুণ যোজনা করতঃ সেই শরাসন, দিব্য তূণীরদ্বয় ও শরসকল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাহাতে শরসন্ধান করিয়া পূষার দন্ত বিপাটিত, ভগের নেত্র উৎপাটিত এবং ক্রতুর বৃষণদ্বয় বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ক্রতু বিদ্ধ হইবামাত্র যজ্ঞভূমি হইতে ভয়ে পলায়ন করিলেন। অন্যান্য দেবগণ পশুবৎ রুদ্ধ হইয়া সকলে মহাদেবের পদে প্রণত হইলেন। ঐ সময় লোকপিতামহ ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ দেবগণের আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরিশেষে মহাদেবের নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, দেবদেব! আর কোপের প্রয়োজন কি? যজ্ঞ ত প্রস্থান করিয়াছে?

রুদ্রদেব কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি পূর্ব্বে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। তবে ইহারা কি কারণে আমার জন্য ভাগ কল্পনা

না করিল? আমি সেই নিমিত্তই এই মূঢ় দেবগণকে বিকৃতাঙ্গ করিয়াছি'।

তখন ব্রহ্মা দেবগণ ও অসুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! হে অসুরগণ! তোমরা এক্ষণে জ্ঞান লাভের এবং শঙ্করের পরিতোষ জন্য স্তব পাঠ কর। উনি পরিতুষ্ট হইলেই তোমরা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে।

মহারাজ! দেবগণ পিতামহকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবাদিদেব রুদ্রদেবের স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ কহিলেন, হে দেবাদিদেব! হে ত্রিনেত্র! হে মহাত্মন্! হে রক্তপিঙ্গলনেত্র! হে জটামুকুটধারিন্! তোমাকে নমস্কার। ভূত ও বেতালগণ তোমার পরিবার। মহাভোগ তোমার উপবীত। অতি ভীষণ অট্ট হাস্য তোমার বদনে সংলগ্ন রহিয়াছে। তুমি কপর্দ্দী, তুমি স্থাণু, তুমি পূষার দন্ত বিপাটিত এবং ভগের লোচনদ্বয় উৎপাটিত করিয়াছ। হে মহাভূতপতে! ভবিষ্যতে বৃষ তোমার ধ্বজচিহ্ন হইবে। তুমি ত্রিপুরাসুরের অন্তক হইবে, অন্ধক তোমার হস্তে নাশ প্রাপ্ত হইবে, কৈলাস পর্ব্বত তোমার বাস স্থান হইবে। হে করিচর্ম্মধারিন্! হে করালকেশ! হে ব্যোমকেশ! হে ভৈরব! তোমাকে নমস্কার। তোমার কপালে অগ্নিশিখা বিরাজমান, এই নিমিত্তই তুমি ভীষণ মূর্ত্তি। হে চন্দ্রশেখর! তুমি ভবিষ্যতে কপালব্রত অবলম্বন করিবে, তুমি দারুবন ধ্বংস করিবে, হে পরমেষ্ঠিন্! হে সুতীক্ষ্ন শূলাস্ত্রধারিন্! হে প্রচণ্ডদণ্ডধারিন্! হে বড়বাগ্নিমুখ! হে ভোগীন্দ্রবলয়! হে নীলকণ্ঠ! হে বেদান্তবেদ্য! হে যজ্ঞমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার। তুমি দক্ষের যজ্ঞবিনাশ

করিয়াছ, জগতে তোমার তুল্য ভীষণাকার পদার্থ আর কিছুই নাই। হে বিশ্বেশ্বর! হে দেব শিব! হে শম্ভো! হে ভব! হে মহাদেব! তোমাকে নমস্কার।

উগ্রধন্বা সনাতন শম্ভু দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপে অভিষ্টুত হইয়া কহিলেন, দেবগণ! আমায় যাহা করিতে হইবে, ব্যক্ত কর।

দেবগণ কহিলেন, প্রভো! যদি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আর বিলম্ব করিও না, আমাদিগকে বেদশাস্ত্র, বিজ্ঞান, সরহস্য ও যজ্ঞ প্রদান কর।

মহাদেব কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা সকলে সমবেত হইয়া পশু হও এবং আমি তোমাদিগের পতি হই, তাহাহইলে তোমরা মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। রাজন্! তখন দেবগণ তাহাই স্বস্তি বলিয়া স্বীকার করিলে, মহাদেব পশুপতি হইলেন। ঐ সময় ব্রহ্মা প্রসন্নচিত্তে পশুপতিকে কহিলেন, হে দেবেশ! চতুর্দ্দশী তিথি তোমার নিমিত্ত বিহিত হউক। যাঁহারা অনশনে শ্রদ্ধাসহকারে চতুর্দ্দশী তিথিতে আমার অর্চ্চনা করিয়া গোধূমপিষ্টকে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করেন, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট স্থান প্রদান করিবে।

মহীপতে! অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা এইরূপ কহিলে, রুদ্রদেব পূষাকে দন্ত, ভগকে নেত্র, ক্রতুকে বিষাণ এবং অমরগণকে জ্ঞান প্রদান করিলেন। মহারাজ! পূর্ব্বে এইরূপে রুদ্রদেবের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইতিপূর্ব্বে যে কারণ নির্দ্দেশ করিলাম, সেই কারণেই রুদ্রদেবকে পশুপতি কহে। যিনি প্রতি দিন

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া রুদ্রদেবের এই উৎপত্তি বিষয় শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া চরমে রুদ্রলোক লাভ করিয়া থাকেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পিতৃসর্গ বর্ণন।

মহাতপা কহিলেন, নরপতে! আমি এক্ষণে পিতৃগণের উৎপত্তি বিষয় বিস্তারিত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সর্ব্বাদৌ প্রজাপতি ব্রহ্মা নানাবিধ প্রজাসৃষ্টি করিতে বাসনা করিয়া একাগ্রচিত্তে যে যে বস্তু সৃষ্টি করিবেন, তাহাই ভাবনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে পরমাত্মার সহিত মনঃসমাধান করিলে ক্রমশঃ তাঁহার দেহ হইতে মনঃকল্পিত অংশ সকল আকার ধারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইতে লাগিল। উহাদিগের মূর্ত্তি ধূমবর্ণ ও দীপ্তিশালী। উহারা "আমরা সোমপান করিব" এই বলিয়া ঊর্দ্ধে গমন পূর্ব্বক আকাশে বক্রপথে অবস্থান করিয়া তপশ্চরণ আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা গৃহিগণের পিতৃত্বপদ গ্রহণ কর এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঊর্দ্ধমুখ, তাহারা নান্দীমুখ নামে বিখ্যাত হউক। বেদবিধি অনুসারে ইহারা নিয়ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের সময় পরিতৃপ্ত হইবে। যাহারা সর্ব্বদা অগ্নির অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে অগ্নিহোত্রী কহে। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ও পার্ব্বণ দ্বারা তোমাদিগর তৃপ্তিবিধান

করুক। আর যাহারা বর্হিষদ, ক্ষত্রিয়গণ তাহাদিগের তৃপ্তি সাধন করুক। আজ্যপ পিতৃগণ বৈশ্যকর্ত্তৃক পরিতৃপ্ত হউন। আর বেদমন্ত্র বহিষ্কৃত শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বীয় পিতৃগণের অর্চ্চনা করুক। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যমধ্যে যাহারা সাগ্নিক না হইবে, তাহারা লৌকিক অগ্নির সমক্ষে সুকাল নামক পিতৃগণের অর্চ্চনা করুক। তোমরা এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ কর্ত্তৃক পৃথক্ পৃথক্ প্রপূজিত হইয়া সকলকে দীর্ঘায়ু সম্পদ যশ পুত্র ও সদ্বিদ্যাশালিনী বুদ্ধি প্রভৃতি অভীষ্ট দান করিও।

মহারাজ! পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া পিতৃলোকের নিমিত্ত যে দক্ষিণায়ন নামক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, উহাকেই পিতৃযাণ কহে। অনন্তর তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলে পিতৃগণ পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা যাহাতে সুখে কালযাপন করিতে পারি, এরূপ বৃত্তি বিধান করুন।

তখন পিতামহ কহিলেন, বৎসগণ! তোমাদিগের নিমিত্ত অমাবস্যা তিথি নির্দ্দিষ্ট হইল। মানবগণ অমাবস্যা দিনে কুশ ও তিলোদকে তোমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবে। ফলতঃ যাহারা অমাবস্যা দিনে তোমাদিগকে তিল দান করিবে, তোমরা পরিতুষ্ট হইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে বরপ্রদান করিবে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বতন ইতিহাস।

মহাতপা কহিলেন, রাজন্! মহাযশা অত্রি ব্রহ্মার মানস-পুত্র। ঐ অত্রির পুত্র সোম। সোমদেব দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া দক্ষের জামাতা হইয়াছিলেন। সপ্ত-বিংশতি পত্নীর মধ্যে রোহিণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, সোমদেব রোহিণীর প্রতি যেরূপ অনুরক্ত, অন্যের প্রতি তাদৃশ নহেন। তাহাতে অন্যান্য পত্নীরা দুঃখিতা হইয়া পিতা দক্ষের নিকট ঐরূপ বিষদৃশ ব্যবহার বিজ্ঞাপন করিলে, প্রজাপতি দক্ষ বিরক্ত হইয়া বারম্বার তাঁহাকে তাদৃশ ব্যবহার অন্যায় বলিয়া নিষেধ করেন। কিন্তু সোমদেব তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। তখন দক্ষ কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই শাপ প্রদান করিলেন যে, "তুমি এই দণ্ডে অন্তর্হিত হও, আর থাকিবার প্রয়োজন নাই" অভিশপ্তমাত্র সোমদেব ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেন। তখন কি দেব, কি মনুষ্য, কি পশু, কি বৃক্ষ সকলেই ক্ষীণপ্রভ হইল। বিশে-ষতঃ ওষধী সকল একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। তখন সুরর্ষিগণ কাতর হইয়া, "সোমদেব লতামূলে অবস্থিত রহি-য়াছেন" এই কথা বলিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে একান্ত চিন্তাকুল হইয়া নারায়ণের শরণাগত হইলে, তিনি কহিলেন, "দেবগণ! এক্ষণে আমায় কি করিতে হইবে, ব্যক্ত কর।" তখন দেবতারা কহিলেন, "ভগবন্! দক্ষের অভিসম্পাতে সোমদেব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছেন, উপায় কি?" তখন

দেব নারায়ণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেব-গণ! এক্ষণে তোমরা সংযত হইয়া ওষধী সকল বিক্ষেপ করতঃ কলশরূপ উদধি মন্থন কর।"

মহারাজ! দেবগণকে এই কথা বলিবার পর নারায়ণ স্বয়ং, রুদ্রদেবকে ব্রহ্মাকে এবং মন্থরজ্জুর নিমিত্ত বাসুকিরে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র তাঁহারা সকলে তথায় সমুপস্থিত হইয়া বরুণনিবাস সমুদ্রকে মন্থন করিতে লাগিলেন। মন্থন করিতে করিতে ক্রমে পুনরায় সোমদেবের সমুৎপত্তি হইল। মহা-রাজ! এই দেহে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নামে পরমপুরুষ বিরাজ করি-তেছেন, তিনিই সোমদেব এবং তিনিই দেহিগণের দেহমধ্য-স্থিত জীবাত্মা। কিন্তু তিনি অন্যের ইচ্ছায় সুশোভন সৌম্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। কি দেবতা, কি মনুষ্য, সকলেই তাঁহাকে ষোড়শ কলাত্মক দেবতা কহে। তিনি বৃক্ষ ও লতা-সমূহের একমাত্র উপজীব্য। রুদ্রদেব তাঁহার এক কলাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। জল তাঁহার মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র। অধিক কি, তাঁহার মূর্ত্তি বিশ্বব্যাপিনী।

নরপতে! জগৎপ্রভু ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহার নিমিত্ত পূর্ণিমা তিথি বিহিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ তিথিতে উপবাস করিয়া যিনি তাহাতে আত্মসমর্পণ করেন, ভগবান্ সোমদেব তাঁহার অন্নাহার স্বরূপ হইয়া তাঁহাকে ধন ধান্য জ্ঞান কান্তি ও পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বতন ইতিহাস।

মহাতপা কহিলেন, মহীপতে! আদিত্রেতাযুগে মণিজাত যে সকল নরপতির নাম উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তোমার নিকট তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত বিবৃত করিব। পূর্ব্বে তোমারই নাম সুপ্রভ ছিল। তুমি এক্ষণে ইহজন্মে প্রজাপাল নামে বিখ্যাত হইয়াছ। অবশিষ্ট রাজগণ ত্রেতাযুগে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন। মণিজাত যে মহাপুরুষের নাম দীপ্ততেজা, তিনিই জন্মান্তরে শান্ত নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আর যাঁহার নাম সুরশ্মি, তিনি ত্রেতাযুগে রাজা শশকর্ণ এবং যাঁহায় নাম শুভদর্শন,তিনি পাঞ্চাল নামে বিখ্যাত হইবেন। যিনি সুকান্তি, তিনি মগধেশ্বর, যিনি সুন্দর তিনি অঙ্গরাজ নামে বিখ্যাত হইবেন। সুন্দ, মুচুকুন্দ এবং প্রদ্যুম্ন তুরু নামে পরিকীর্ত্তিত হইবেন। সুমনা সোমদত্ত এবং শুভ, সংবরণ নামে অভিহিত হইবেন। আর যিনি সুশীল তিনি বসুদান, যিনি সুখদ তিনি অসুপতি, যিনি শম্ভু তিনি সেনাপতি,যিনি দান্ত তিনি দশরথ এবং যিনি সোম তিনি রাজর্ষি জনক নামে জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহাঁরা সকলেই ত্রেতাযুগের রাজা। ইহাঁরা সকলেই বসুন্ধরাকে উপভোগ করিয়া বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানে চরমে পরম ধাম স্বর্গলোক লাভ করিবেন।

বসুন্ধরে! রাজর্ষি প্রজাপাল মহর্ষি মহাতপার নিকট এইরূপে জ্ঞানামৃত পান করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া তপশ্চরণার্থ বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এদিকে ঋষিবর মহতপাও

অধ্যাত্মযোগবলে এই অনিত্য কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া নারায়ণশরীরে বিলীন হইলেন। প্রজাপালও বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দ নামা শ্রীহরির স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রজাপাল কহিলেন, হে জগন্মূর্ত্তি নারায়ণ! তোমার চরণে প্রণিপাত করি। হে গোপেন্দ্র! হে ইন্দ্রানুজ! হে অপ্রমেয়! তুমি সংসারচক্র অতিক্রমের একমাত্র উপায়। তুমি এই পৃথিবী ধারণ করিয়া রহিয়াছ। হে দেবশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! এই সংসার সমুদ্রের শত শত দুঃখ তরঙ্গ দর্শন করিলে নিয়তই শঙ্কা উপস্থিত হইতে থাকে। জরাবস্থা এই ভবসাগরের ঘোরতর আবর্ত্ত, ইহার অধোভাগে সপ্তপাতাল-অর্থাৎ ইহা অতলস্পর্শ। চরমে একমাত্র তুমিই আমাকে সুখ প্রদান করিতে সমর্থ। হে গোপতে! হে অনুপমদেব! তোমাকে নমস্কার। লোকসকল বিবিধ ব্যাধি, বিপদ ও গ্রহাদি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া বারম্বার তোমাকে আহ্বান করিয়া থাকে। অতএব হে দেব! হে যুদ্ধপ্রিয়! হে মহাত্মন্! হে জনার্দ্দন! হে উপেন্দ্র! হে জগদ্বন্ধো! তোমাকে নমস্কার। হে সুরেশ্বর! তুমি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য। তোমা দ্বারা এই সমস্ত বিশ্বসংসার বিস্তৃত হইয়াছে। হে গোপেন্দ্র! হে মহানুভব! হে চক্রপাণে! আমি ভবভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি, অতএব আমাকে রক্ষা কর। হে অগ্নিমুখ! হে অচ্যুত! হে তীব্রভাব! তুমি দেবগণের অগ্রগণ্য, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধতম, কিন্তু তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব চন্দ্রের ন্যায় অতি রমণীয়। হে গোপেন্দ্র! আমি ভবতরঙ্গে নিপতিত

হইয়াছি, অতএব আমাকে রক্ষা কর। হে সুরেশ! তোমারই মায়াবলে মানবগণ সংসারচক্র অতিক্রম করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করে; কিন্তু আবার তোমারই মায়ায় নিতান্ত বিমোহিত হয়। বিবাদ বাসনা করিয়া কে তোমার মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে? হে গোপেন্দ্র! তোমার গোত্র নাই, শরীর নাই, রূপ নাই, গন্ধ নাই, নাম নির্দ্দেশ নাই, জন্ম নাই, অথচ তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে মানব তোমার উপাসনা করে, সে সংসার ধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া একেবারে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। হে শব্দাতীত পুরুষ! হে ব্যোমরূপিন্! হে বিমূর্ত্তে! হে নিশ্চেষ্ট! হে বিশুদ্ধভাব! হে বরেণ্য! হে চক্রপাণে! হে পদ্মহস্ত! হে সর্ব্বপ্রধান! সতত তোমাকে প্রণিপাত করি। হে ত্রিবিক্রম! তুমি ত্রিপাদবিক্ষেপে জগত্রয় ক্রয় করিয়াছ। হে মূর্ত্তিচতুষ্টয়-ধারিন্! হে বিশ্বেশ! হে জগদীশ! হে ক্ষিতীশ! হে শম্ভো! হে বিভো! হে ভূতপতে! হে সুরেশ! হে বিষ্ণো! তুমি অনন্তমূর্ত্তি, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছ, আবার অন্তকালে তুমিই সমস্ত সংহার করিতেছ। হে দেব! যোগিগণ যে আবৃত্তিবর্জ্জিত স্থানে গমন করেন, আমাকেও শীঘ্র তথায় লইয়া চল। হে গোবিন্দ! হে মহানুভব! হে বিষ্ণো! হে পদ্মনাভ! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে অপ্রমেয়! হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার জয় হউক।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! রাজা প্রজাপাল এই-রূপ স্তব করিয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক একেবারে পর-মাত্মরূপী গোবিন্দে শাশ্বত লয়প্রাপ্ত হইলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বতন ইতিহাস।

ধরা কহিলেন, হে ভূতভাবন বিভো বরাহদেব! স্ত্রী বা পুরুষগণ ভক্তিসহকারে আপনাকেই আরাধনা করে কেন? আমায় আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি ধরে! আমি ধনে বা জপে প্রীত নহি; আমি কেবল ভক্তের ভক্তিসাধ্য। ভক্তজন কায়ক্লেশে যেরূপে আমাকে লাভ করিয়া থাকে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা কায়মনোবাক্যে আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়, তাহাদিগের নিমিত্ত বিবিধ ব্রতবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্যকথন, অস্তেয়—অর্থাৎ পরের দ্রব্য অপহরণ না করা ও ব্রহ্মচর্য্য এই সকল ভক্তজনের মানসব্রত। একাশন ও নিশিপালন প্রভৃতি কার্য্য সকল কায়িক ব্রত। বেদাধ্যয়ন, হরিনাম সংকীর্ত্তন, সত্যকথন ও অপৈশুন্য প্রভৃতি কার্য্য সকল বাচিক ব্রত। এই বিষয়ে এক ইতিহাস আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকল্পে ব্রাহ্মণপুত্র আরুণি নামে উগ্রতপা এক ঋষি ছিলেন। একদা বিপ্রবর আরুণি তপশ্চরণার্থ অরণ্যে গমন পূর্ব্বক উপবাস ব্রত অবলম্বন করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। রমণীয় বেদিকা তটে তাঁহার আশ্রম ছিল। একদিন তিনি স্নানার্থ মহানদীতে গমন করিলেন। স্নানান্তে তথায় জপ করিতে করিতে দেখিলেন, উগ্রনেত্র ভীষণমূর্ত্তি এক ব্যাধ বৃহদাকার এক শরাসন ধারণ করিয়া আগমন করিতেছে। আরুণিকে বিনাশ করিয়া

তাঁহার পরিধেয় বল্কল গ্রহণ করাই তাহার উদ্দেশ্য। আরুণি সেই ব্রহ্মঘাতককে দর্শন করিবামাত্র একান্ত ভীত হইলেন এবং কম্পিতকলেবরে যেমন দেব নারায়ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন অমনি অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার অন্তরে বিরাজমান। এদিকে সেই জিঘাংসু ব্যাধ তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিবামাত্র তটস্থ হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এইং সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "ব্রহ্মন্! আমি প্রথমতঃ আপনাকে হত্যা করিবার মানসে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আপনার নিকটবর্ত্তী হইয়া আমার সে বুদ্ধি কোথায় অন্তর্হিত হইল? ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বদাই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর, এমন কি আমি সহস্র ব্রহ্মহত্যা এবং দশ সহস্র স্ত্রীহত্যা সাধন করিয়াছি। আমি ব্রহ্মঘাতী, এক্ষণে আমার উপায় কি হইবে? আমি এক্ষণে আপনার নিকট অবস্থান করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতে মানস করিয়াছি। অতএব উপদেশ প্রদানে আমাকে অনুগৃহীত করুন।"

দ্বিজবর ব্যাধকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাকে পাপচারী ও ব্রহ্মঘাতী মনে করিয়া কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তথাপি নিষাদ ধর্ম্মোপার্জ্জনমানসে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে দ্বিজবর আরুণিও স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া স্বীয় আশ্রমে বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইলেন। কিছুকাল পরে আরুণি আর এক দিন যেমন স্নানার্থ মহানদীতে অবগাহন করিবেন, অমনি এক ব্যাঘ্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। ঐ সময় সেই ব্যাধ শার্দ্দূলকে ব্রহ্মবধোদ্যত দর্শন করিবামাত্র শরবিক্ষেপে তাহার

প্রাণ সংহার করিল। ব্যাঘ্র চীৎকার করিয়া উঠিল, ব্রাহ্মণ সেই শব্দে ভীত হইয়া "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যেমন জলে মগ্ন হইলেন, অমনি কণ্ঠাগতপ্রাণ ব্যাঘ্রের কর্ণে ঐ মন্ত্র প্রবিষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ শার্দ্দূলশরীর হইতে এক পুরুষের আবির্ভাব হইল। সম্ভূত হইবামাত্র ঐ পুরুষ ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দ্বিজবর! আমি এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে নিষ্পাপকলেবর ও নিরাময় হইয়া বিষ্ণু-লোকে চলিলাম।

ঐ পুরুষ এইরূপ কহিলে, ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন, পুরুষোত্তম! তুমি কে? তখন তিনি স্বীয় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন।

দ্বিজবর! পূর্ব্ব জন্মে আমি সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ দীর্ঘবাহু নামে বিখ্যাত রাজা ছিলাম। আমি চারি বেদ ও শুভাশুভ কার্য্য সমুদায় বিশেষ জানিতাম, সুতরাং ব্রাহ্মণ, এমন কি পরম পদার্থ? আমার ব্রাহ্মণে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।" এই কথা বলাতে ব্রাহ্মণগণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং আমাকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "তুই নিশ্চয়ই ক্রূরস্বভাব ব্যাঘ্র হইবি, তোর স্মরণশক্তি তিরোহিত হইবে। রে মূঢ়! মৃত্যুকালে তোর কর্ণে কেশব নাম প্রবেশ করিবে।"

বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণ আমায় যেরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন, অবিকল সমস্ত ফলিল। মুনিবর! তাহার পর আমি তাঁহাদিগের চরণে প্রণিপাত করিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা আমাকে কহিলেন, "দিবসের ষষ্ঠভাগে যে কেহ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, সেই তোমার খাদ্য হইবে।

কিন্তু কিছুকাল পরে যখনি তোমার শরীরে শরপতন হইয়া প্রাণ কণ্ঠাগত এবং "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র তোমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে,তখনি তুমি স্বর্গলাভ করিবে, তাহার আর সংশয় নাই। আমি বিপ্রগণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করাতে আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণমুখে নারায়ণনাম শ্রবণ করায় হরি আমার সাক্ষাৎ হইয়াছেন। যে ব্যক্তি বিপ্রগণের পূজা করিয়া স্বীয় মুখে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রাণ-ত্যাগ করে, সে বীতকিল্বিষ হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। আমি বাহু তুলিয়া তিনবার সত্য করিয়া বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণগণ জঙ্গম দেবতাস্বরূপ; পুরুষোত্তম নারায়ণ সততই তাঁহাদিগের দেহে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। নিষ্পাপকলেবর রাজা সুবাহু এই কথা বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এদিকে জীবন্মুক্ত ব্রাহ্মণও সেই ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! জিঘাংসু শার্দ্দূল হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছ, এই নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব অভিমত বর প্রার্থনা কর।"

ব্যাধ কহিল, দ্বিজবর! আপনি যে আমার সহিত সম্ভাষণ করিলেন, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; আমি আর অন্য বর লইয়া কি করিব,আজ্ঞা করুন।

ঋষি কহিলেন,হে অনঘ! পূর্ব্বে তুমি যখন বিকৃতবেশে তপো-নুষ্ঠান নিমিত্ত আমার নিকট উপদেশ প্রার্থনা কর, তখন তুমি ঘোরতর পাতকী ছিলে, কিন্তু এক্ষণে এই দেবিকা নদীতে স্নান, আমায় দর্শন ও নারায়ণ নাম শ্রবণ করাতে বীতকল্মষ হইয়াছ। তোমার দেহ পবিত্র হইয়াছে তাহার আর সংশয় নাই। সম্প্রতি

তোমায় এক বর প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর। ভদ্র! যত কাল ইচ্ছা এই স্থলে তপশ্চরণ কর।

ব্যাধ কহিল, ঋষিবর! আপনি যে নারায়ণের কথা উল্লেখ করিলেন, মানবগণ কিরূপে তাঁহাকে লাভ করে, প্রকাশ করুন। আমার পক্ষে ঐ রহস্য প্রকাশই বরলাভ হইবে।

ঋষি কহিলেন, মানবগণ সেই নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তিসহকারে যে কোন ব্রত অবলম্বন করেন, তাহাতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে বৎস! ভক্তিই মূল পদার্থ বিবেচনা করিয়া ব্রতানুষ্ঠান কর, কখনও স্বজাতীয় অন্ন ভক্ষণ করিও না, কখনও মিথ্যা কথা কহিও না। ইহাই তোমার ব্রত নির্দ্দেশ করিলাম। তুমি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া যতকাল ইচ্ছা, এই স্থানে অবস্থান কর।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! ঋষিবর ব্যাধকে এইরূপ ব্রতার্থী দর্শনে তাহাকে মুক্তিপথের উপদেশ প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বতন ইতিহাস।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! সেই ব্যাধ এক্ষণে সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া অনাহারে তপশ্চরণ করিতে লাগিল। যখন আহারসময় উপস্থিত হয়, তখন সে কেবল বৃক্ষের গলিত পর্ণ মাত্র আহার করে। একদা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া

পর্ণাহারের নিমিত্ত বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া, যেমন বৃক্ষ হইতে পর্ণ আহরণ করিতে উদ্যত হইল, অমনি এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, "বৃক্ষ হইতে পর্ণ ভক্ষণ করিও না।" তখন সেই ব্যাধ আকাশবাণী শ্রবণমাত্র পত্রগ্রহণোদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইয়া অধোভাগে নিপতিত অন্য পত্র গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। তখন পুনরায় পূর্ব্ববৎ আকাশবাণী হওয়াতে তাহাও পরিত্যাগ করিল। বারম্বার বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে ব্যাধ সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিশেষে গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া অনাহারে অনলস-ভাবে তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিল।

ব্যাধ এইরূপে তপস্যা করিতেছে, ইত্যবসরে সংযতাত্মা ঋষিবর দুর্ব্বাসা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ব্যাধ কঠোর নিয়মাবলম্বনে কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট হইয়াছে, প্রাণমাত্র তাহার দেহে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু তপঃসম্ভূত তেজে,তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন আহুতিপ্রাপ্ত অনলের শিখা উদ্গত হই-তেছে। নিষাদ মুনিবরকে দর্শন করিবামাত্র অবনতমস্তকে প্রণিপাত করিয়া কহিল, ভগবন্! অদ্য আপনার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে শ্রাদ্ধকাল সমুপস্থিত, আপনিও ভাগ্যক্রমে সমাগত; অতএব শীর্ণ পর্ণাদি দ্বারা আপনার তৃপ্তিসাধন করিব।

ঐ সময় ঋষিবর দুর্ব্বাসাও সেই শুদ্ধস্বভাব জিতেন্দ্রিয় ব্যাধের তপোবল পরীক্ষার নিমিত্ত উচ্চৈস্বরে কহিলেন, "আমি সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার নিকট সমাগত হই-য়াছি, অতএব আমাকে যব, গোধূম ও ধান্যের মধ্যে যে কোন সুসংস্কৃত অন্ন সংগ্রহ করিতে পার, প্রদান কর।"

তখন ব্যাধ ঋষিবাক্য শ্রবণে একান্ত আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিল, "আমি এখন এ সমস্ত কোথায় পাই?" চিন্তা করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে যেমন তাহার হস্তে এক সিদ্ধ সুবর্ণ পাত্র নিপতিত হইল, অমনি সে করে ধারণ করিয়া দুর্ব্বাসাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সভয়ে কহিল, "ঋষিবর! আমি যতক্ষণ ভিক্ষা করিয়া পুনঃ প্রত্যাগত না হই, অনুগ্রহ করিয়া আপনি তাবৎকাল এই স্থানে অপেক্ষা করুন।" ব্যাধ এই কথা বলিয়া ভিক্ষার্থ অনতিদূরস্থিত বনঘোষসমন্বিত নগরে গমন করিল। নগরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কতিপয় কামিনী স্বর্ণপাত্র হস্তে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া ব্যাধের সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন এবং তাহাকে পাত্রপূর্ণ করিয়া বিবিধ অন্ন প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তখন নিষাদ কৃতার্থ হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দেখিল, পরম জাপক ঋষিবর দুর্ব্বাসা তথায় আসীন রহিয়াছেন। ঋষিকে দর্শনমাত্র মহা আনন্দিত হইয়া আশ্রমের এক পার্শ্বে পবিত্র স্থানে ভিক্ষাপাত্র সংস্থাপন করিয়া দুর্ব্বাসার চরণে প্রণিপাত করিল এবং কহিল "ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পাদদ্বয় গমন করিয়া চরণ ধৌত করুন।"

ধরে! ঋষিবর দুর্ব্বাসা নিষাদকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহার তপোবল পরীক্ষার্থ কহিলেন, "ভদ্র! আমার নদীগমনের সামর্থ্য নাই এবং সঙ্গে জলপাত্রও নাই, তবে কিরূপে পাদপ্রক্ষালন করিব?" ঋষিবর এইরূপ কহিলে ব্যাধ একান্ত আকুল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "এখন কি করি, কিরূপেই বা ইহাঁর ভোজন সম্পন্ন হয়?" মনে মনে এইরূপ

চিন্তা করিয়া সেই বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যাধ গুরুদেবকে স্মরণ করিল এবং দেবিকা নদীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "সরিদ্বরে! আমি ব্রহ্মঘাতী পাপকর্ম্মকারী ব্যাধ; তথাপি আমি তোমার শরণাগত, আমাকে রক্ষা কর। আমি দেবতা জানি না, আমার মন্ত্রও নাই, আমার অর্চ্চনাও নাই; আমি কেবল গুরুপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া সর্ব্বপ্রকার শুভ লাভ করিয়া থাকি। আপগে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, ঋষিবর পাদপ্রক্ষালন করিবেন, অতএব একবার তাঁহার নিকটে গমন কর।"

ব্যাধ এইরূপ কহিলে, পাপনাশিনী সরিদ্বরা দেবিকা, ব্রতাবলম্বী ঋষিবর দুর্ব্বাসা যথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে তপোধন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া সন্তুষ্টমনে ভোজন করিতে লাগিলেন। ভোজন সমাপনের পর সেই কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট ক্ষুধাক্ষীণ ব্যাধকে কহিলেন, "ভদ্র! সাঙ্গবেদ সকল, সরহস্য পদ সমুদায়, ব্রহ্মবিদ্যা ও পুরাণ সকল তোমার প্রত্যক্ষ গোচর হউক।"

ধরে! এইরূপ বরপ্রদানের পর ঋষিবর দুর্ব্বাসা তাহার নামকরণ করিয়া কহিলেন, "ভদ্র! তুমি সত্যতপা নামে একজন প্রধানতম ঋষি বলিয়া গণ্য হইবে।" সেই নিষাদ দুর্ব্বাসার নিকট এইরূপ বরলাভ করিয়া কহিল, ব্রহ্মণ্! আমি ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে বেদাধ্যয়ন করিব?

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ভদ্র! অনাহারে থাকিয়া তোমার সেই পূর্ব্বতন ব্যাধশরীর বিগত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি তপোময়

নবকলেবর ধারণ করিয়াছ, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমি সত্য বলিতেছি, তোমার সেই পূর্ব্বতন সংস্কার বিগত হইয়া এক্ষণে বিশুদ্ধ সংস্কারের আবির্ভাব হইয়াছে। তোমার কলেবর পবিত্র হইয়াছে। সেই নিমিত্ত বেদ সকল ও শাস্ত্র সকল তোমার স্মৃতিপথবর্ত্তী হইবে।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ধরণীব্রত-মৎস্যদ্বাদশী।

সত্যতপা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে বলিলেন, "তোমার ব্যাধকলেবর বিগত হইয়া নবকলেবর সম্ভূত হইয়াছে" সেই দুই প্রকার শরীরের প্রভেদ কি, এবং কেনই বা হয়, তাহা আমায় কীর্ত্তন করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ভদ্র! শরীরাবয়ব দুই বা তিনপ্রকার নাই,তাহা এক। ঐ এক ভোগায়তনকেই নানাপ্রকারে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। শরীরের প্রথম অবস্থার নাম অধর্ম্ম। সে অবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কিছুই থাকে না। তাহার পর শরীরের অন্য অবস্থা উপস্থিত হয়। ঐ অবস্থায় লোক বিবিধ ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং উহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অবস্থা। তাহার পর ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকর্ম্মের ফলভোগের নিমিত্ত যে অবস্থা উপস্থিত হয়, বেদবেত্তা বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ উহাকে অতীন্দ্রিয় তৃতীয় শরীর কহেন। প্রথম শরীর যন্ত্রণাভোগ, দ্বিতীয় শরীর ধর্ম্মভোগ এবং তৃতীয় শরীর ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ

করিয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রাণিহত্যা করিবার সময় তোমার যে শরীর ছিল, উহা পাপময়। কিন্তু এক্ষণে শুভফলদায়ক তপস্যা উপার্জ্জন করাতে যে শরীর লাভ হইয়াছে, ঐ শরীরের নাম ধর্ম্মময় দ্বিতীয় শরীর। সেই নিমিত্তই এক্ষণে তুমি বেদ ও পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে অধিকারী, তাহার আর সংশয় নাই। যখন কোন ব্যক্তি অষ্টবর্ষে পদার্পণ করে, তখন নিশ্চয়ই তাহার পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়; এমন কি আট বৎসর গত হইলে, অবস্থার সহিত চিত্তেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। বেদবাদী ব্যক্তিরা অবস্থাভেদে এক শরীরকেই তিন প্রকার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কর্ম্মানুষ্ঠান যেমন জ্ঞানমূলক,আবার জ্ঞানোৎপত্তি সেইরূপ কর্ম্মমূলক। সুতরাং মৃত্তিকা ও ঘটে যেমন অভিন্নসম্বন্ধ, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মে অভেদ সম্বন্ধ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের কার্য্য চারি প্রকার। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয় নিয়ত বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং শূদ্র কেবল ইহাঁদিগের শুশ্রূষায় তৎপর হয়; ইহাই বেদবিধি। ভদ্র! যে বেদানুবর্ত্তী ব্যক্তি এইরূপে বেদবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মসাধনা করেন, তিনি অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

সত্যতপা কহিলেন, মুনিবর! আপনি যে পরমব্রহ্মের সাধনার কথা বলিলেন, সে বিষয়ে অন্যের কথা কি কহিব, মহাত্মা যোগিগণও ত তাঁহার রূপের বিষয় অবগত নহেন? তাঁহার ত নাম নাই, গোত্র নাই, মূর্ত্তিও নাই? তবে তাদৃশ ব্রহ্মকে কিরূপে জানিতে পারা যাইবে? অতএব গুরো! যে নামদ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারিব, তাহা নির্দ্দেশ করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ভদ্র! বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে যাঁহাকে পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তিনিই বেদ, তিনিই পুণ্ডরীকাক্ষ এবং তিনিই নারায়ণ হরি। বিবিধ যাগ যজ্ঞ ও দানাদি দ্বারা সেই পরমদেব সাক্ষাৎ নারায়ণ হরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সত্যতপা কহিল, ভগবন্! বেদপারদর্শী পুণ্যকর্ম্মকারী ঋত্বিক্‌গণ বহু ধনব্যয়ে যে নারায়ণকে প্রাপ্ত হন, নির্ধন ব্যক্তি বিনা অর্থে কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে? নির্দ্দেশ করুন। ধন না থাকিলে দান করিতে পারা যায় না; থাকিলেও পরিবারবর্গের প্রতি চিত্ত এত আসক্ত হয় যে, তাহাতে প্রবৃত্তিই হয় না। সুতরাং আমার বোধ হয় তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে, নারায়ণ অতি দূরে অবস্থিত। যাহা হউক, ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণে পরম যত্নসহকারে যেরূপে সেই নারায়ণদেবকে প্রাপ্ত হইতে পারেন, আমায় তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ভদ্র! পূর্ব্বে পৃথিবী রসাতলগত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বেদবিহিত পরম গুহ্য রহস্য বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। ভূতধাত্রী ধরিত্রী জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইয়া একেবারে রসাতলে গমন করিলেন। তথায় গিয়া ব্রত, উপবাস ও নানাবিধ নিয়ম অবলম্বন করিয়া দেবাদিদেব প্রভু নারায়ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে সেই অব্যয় গরুড়ধ্বজ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করিয়া পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।

সত্যতপা কহিলেন, মুনিবর! ভূতধাত্রী ধরিত্রী কিরূপে

উপবাস এবং কোন্ কোন্ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সবিস্তরে বিবৃত করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ভদ্র! ধীমান্ ব্যক্তি সংযমী শুচিবাস ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া অগ্রহায়ণ মাসের দশমী দিনে যথাবিধি দেবার্চ্চনা ও হোমকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক সুসংস্কৃত ও হবনীয় অন্ন ভোজন করিবেন এবং তৎপরে পঞ্চপদমাত্র গমন করিয়া পুনরায় পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক ক্ষীর বৃক্ষের অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। তাহার পর যত্নসহকারে আচমনপূর্ব্বক শরীরস্থ দ্বারসকল স্পর্শ করিয়া শঙ্খ চক্র গদাধর পীতাম্বরপরিধায়ী, প্রসন্নবদন সর্ব্বলক্ষণযুক্ত দেব জনার্দ্দনকে স্মরণ করিয়া পুনরায় হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সেই জনার্দ্দনকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। তাহার পর একাদশী দিনে উপবাস করিয়া, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কল্য আমি ভোজন করিব, অদ্য আমাকে রক্ষা কর" এই কথা বলিয়া রজনীযোগে দেবদেব নারায়ণের নিকট তন্মন্ত্র জপ করিয়া যথাবিধি শয়ন করিবে। তৎপর দিবস প্রভাতে সমুদ্রবাহিনী নদী, অন্যপ্রকার নদী, বা তড়াগে গমন করিয়া, অথবা নিজগৃহেই বিশুদ্ধ মৃত্তিকা লইয়া "হে দেবি সুব্রতে! তুমিই জীবগণের ধারণ ও পোষণ করিতেছ, অতএব সেই সত্যবলে আমার সমুদায় পাপ বিমোচন কর। দেবি! ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তীর্থ তোমাকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, অতএব অদ্য এই মৃত্তিকা লইয়া আমি স্নান করি। সমুদায় সলিল তোমাকে স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিতেছে, সুতরাং সেই সলিলে এই মৃত্তিকা প্লাবিত করিয়া অবিলম্বে আমায় পাপমুক্ত কর।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া

মৃত্তিকা ও তোয় গ্রহণপূর্ব্বক সেই মৃজ্জলে তিনবার সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করিবে, তাহার পর বারুণমন্ত্রে স্নান করিয়া স্নানান্তর কার্য্য সমাপন করিয়া পুনরায় দেবগৃহে গমন করিবে। তৎপরে তথায় মহাযোগী নারায়ণকে ধ্যান করিয়া "কেশবায় নমঃ" বলিয়া পাদদ্বয়, "দামোদরায় নমঃ" বলিয়া কটিদেশ, "নৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া ঊরুযুগল, "শ্রীবৎসধারিণে নমঃ" বলিয়া বক্ষঃস্থল, "কৌস্তুভমালায় নমঃ" বলিয়া কণ্ঠদেশ, "শ্রীপতয়ে নমঃ" বলিয়া বক্ষঃস্থল, "ত্রৈলোক্যবিজয়ায় নমঃ" বলিয়া বাহুদ্বয় "সর্ব্বাত্মনে নমঃ" বলিয়া মস্তক, "চক্রধারিণে নমঃ" বলিয়া চক্র, "শঙ্করায় নমঃ" বলিয়া শঙ্খ, "গম্ভীরায় নমঃ" বলিয়া গদা এবং "শান্তিমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া পদ্ম পূজা করিবে। এইরূপে দেবাদিদেব নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় তাঁহার সম্মুখে সতিল, কাঞ্চনগর্ভ সমাল্য জলপূর্ণ চারি কলশ স্থাপন করিবে। ঐ চারি কলশ চারি সমুদ্রস্বরূপ। উহার মধ্যস্থলে বস্ত্রযুক্ত শুভ পীঠ সংস্থাপন করিবে। তাহার পর হয় সুবর্ণময়, না হয় রজতময়, অথবা তাম্রময়, কিম্বা বাদর পাত্র তথায় স্থাপন করিবে। যদি একান্তই ঐ সকল পাত্রের অভাব হয়, তাহা হইলে, পালাশ পাত্র প্রদান করিবে। কিন্তু ঐ পাত্র জলপূর্ণ করিয়া স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তথায় মৎস্যরূপী দেব নারায়ণের স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ঐ প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বাবয়বে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হওয়া আবশ্যক। তাহার পর সেই নারায়ণ সমীপে নানাবিধ খাদ্য, নানাবিধ ফল, বিবিধ পুষ্প, গন্ধদ্রব্য, ধূপ, দীপ ও বস্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া, এইরূপ

প্রার্থনা করিবে যে, হে কেশব! তুমি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া যেরূপে রসাতলগত বেদের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলে,সেইরূপে আমারও উদ্ধারসাধন কর। এইরূপ প্রার্থনার পর তথায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। অনন্তর পর দিন বিমলপ্রভাতে স্বীয় বিভবানুসারে চারিজন ব্রাহ্মণকে ঐ চারি ঘট প্রদান করিবে। তন্মধ্যে প্রথম ঘট ঋগ্বেদী, দ্বিতীয় ঘট সামবেদী ও তৃতীয় ঘট, যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। অবশিষ্ট চতুর্থ ঘট যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করিবে এবং বলিবে, ঋগ্বেদ! তুমি পূর্ব্ব ঘটে, সামবেদ! তুমি দক্ষিণ ঘটে, যজুর্ব্বেদ! তুমি পশ্চিম ঘটে এবং অথর্ব্ব! তুমি উত্তর ঘটে প্রীত হও। তাহার পর গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও বস্ত্রাদি দ্বারা সেই সুবর্ণ-নির্ম্মিত মৎস্যরূপী নারায়ণকে পূজা করিয়া আচার্য্যকে সমর্পণ করিবে।

ভদ্র! যিনি সরহস্য মন্ত্র শিষ্যকে প্রদান করেন, শিষ্য তাঁহাকে যথাবিধি দ্রব্যসামগ্রী সকল সমর্পণ করিলে কোটি গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি ঐরূপ সরহস্য মন্ত্র লাভ করিয়া মোহবশতঃ গুরুকে পূজাদ্রব্য সকল প্রদান না করে, সেই নরাধম কোটি জন্ম নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। যিনি এইরূপে যথাবিধি মন্ত্র প্রদান করেন, পণ্ডিত-গণ তাঁহাকে হিতকারী গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, এই প্রকারে দ্বাদশী তিথিতে নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণা-দান করিবে। কলশের উপরিভাগে তাম্রপাত্রে করিয়া যাহা কিছু প্রদত্ত হইবে,তৎসমস্তই বিপ্রসাৎ করিবে এবং পরমান্নাদি

দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে স্বয়ং বালকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাবৎ স্বয়ং ভোজন করিবে, তবাৎ বাগ্যত হইয়া অবস্থান করিবে।

হে মতিমতাম্বর! যে ব্যক্তি এইরূপে যথাবিধি ধরণী-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে সুব্রত! যদি আমার সহস্র বদন লাভ হইত, যদি আমি ব্রহ্মার তুল্য পরমায়ু অধিকার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই ধরণীব্রতের ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিতে পারিতাম। যাহা হউক এক্ষণে যথাশক্তি ইহার ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ কর।

৪৩২০০০০ বৎসরে ব্রহ্মার চারি যুগ। তাদৃশ সপ্ততি যুগে তাঁহার এক মন্বন্তর। তাদৃশ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে তাঁহার এক দিন, আবার ঐরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক রাত্রি। ঐরূপ দিবার ত্রিশ দিনে তাঁহার এক মাস। ঐরূপ দ্বাদশ মাসে তাঁহার এক বৎসর। ঐরূপ শত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু, তাহার আর সংশয় নাই।

ভদ্র! যে ব্যক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে দ্বাদশীতিথি ক্ষেপন করেন, তিনি ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া ব্রহ্মার জীবিত কাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করেন। ব্রহ্মার সংহার না হইলে, আর তাহার সংহার হয় না। আবার ব্রহ্মার উৎপত্তি হইলে যখন লোক-সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন আবার রাজা মহাতপার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর পাতক করিলে, তৎক্ষণাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহলোকে কোন ব্যক্তি দরিদ্র বা রাজ্যচ্যুত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে একা-

দশীর উপবাস করিলে, নিশ্চয়ই রাজ্যলাভ হইয়া থাকে। যদি কোন বন্ধ্যা নারী এইরূপে উপবাস করিয়া ব্রতপালন করেন, তাহা হইলে, তিনি পরম ধার্ম্মিক পুত্রলাভে অরিকারী হইয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি স্বকৃত অগম্যাগমন জানিতে পারে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এই ব্রতপ্রভাবে আত্মকৃত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যদি কোন ব্যক্তি ব্রহ্মানুষ্ঠান-বিবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে ভক্তিপূর্ব্বক একবার এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেই, তাহার বেদসংস্কার উপস্থিত হইয়া থাকে। মুনিবর! আর অধিক কি বলিব, এই ব্রতের প্রভাবে ইহজগতে কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না। অতএব মানবমাত্রেরই ভক্তিপূর্ব্বক এই একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিপ্রবর! দেবী ধরণী জলমগ্ন হইয়া এই ব্রতবলে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অদীক্ষিত নাস্তিককে ইহার উপদেশ দেওয়া বিধেয় নহে। এমন কি দেবতা-ব্রাহ্মণ-দ্বেষী পাপাত্মার ইহা শ্রবণেরই অধিকার নাই। গুরুভক্ত ব্যক্তিকে সদ্যপাপবিনাশন এই উপদেশ প্রদান করিবে। যিনি এইরূপে একাদশী দিনে উপবাস করেন, তিনি ইহজন্মে সৌভাগ্যবান্ ধান্য ও স্ত্রীরত্নাদি বিবিধ শুভফললাভ করিতে পারেন। যিনি এই দ্বাদশীকৃত্য শ্রবণ করেন বা কোন ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, তিনি সমুদায় পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

কূর্ম্ম-দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! দেবগণ পৌষ মাসে শুক্লা-দ্বাদশীতে অমৃতমন্থন করিয়াছিলেন। ঐ সময় দেব জনার্দ্দন স্বয়ং কূর্ম্মরূপ ধারণ করেন। তাহাতেই কূর্ম্মরূপী নারায়ণের নিমিত্ত এই তিথি নির্দ্দিষ্ট হয়। পৌষ মাসে শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথি উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংকল্প করিয়া দানাদি কার্য্য সম্পাদন করিবে। পর দিবস প্রভাতে অর্থাৎ একাদশীদিনে, ভক্তিপূর্ব্বক দেবাদিদেব জনার্দ্দনকে পৃথক্ পৃথক্ যথাবিধি মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। প্রথমতঃ কূর্ম্মায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, নারায়ণায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া উদর, বিশোকায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, ভবায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, সুবাহবে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয় এবং বিশালায় নমঃ বলিয়া শীর্ষদেশ পূজা করিবে। সুগন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও ফলাদি বিবিধ বিচিত্র উপচারে কূর্ম্মরূপী নারায়ণকে পূজা করিয়া তাঁহার পুরোভাগে পূর্ব্বের ন্যায় মাল্য শুভ্রবসন ও রত্নযুক্ত কলস সংস্থাপন করিবে এবং স্বীয় সাধ্যানুসারে মন্দর পর্ব্বত সহিত স্বর্ণময় কূর্ম্মপ্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ঘৃত-পূর্ণ তাম্রময় পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ঘটের উপরিভাগে রক্ষা করিবে। তাহার পর যথাবিধি পূজা করিয়া উহা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। তাহার পর দক্ষিণাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বীয় সাধ্যানুসারে কূর্ম্মরূপী নারায়ণকে পূজা করিবে। অনন্তর সপরিবারে স্বয়ং ভোজন করিবে।

হে দ্বিজবর! এইরূপ কার্য্য করিলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই এবং কার্য্যকর্ত্তা সংসারচক্র অতিক্রম করিয়া শ্রীহরির অধিষ্ঠিত পুরাতন লোক লাভ করিতে পারে। তখন আর পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না। ধর্ম্ম ও শ্রী বর্দ্ধিত হইয়া উঠে; এমন কি জন্মান্তরীণ সঞ্চিত পাতক সকল দূরে পলায়ন করে। মুনিবর! ইহারও ফল পূর্ব্বের ন্যায়, ইহাতে নারায়ণ সদ্য সন্তোষলাভ করিয়া থাকেন।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

বরাহ-দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ঋষে! এক্ষণে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে যেরূপে বরাহ-দ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়, কহিতেছি, শ্রবণ কর। বিচক্ষণ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তবিধানে একাদশী দিবসে স্নান ও সংকল্প করিয়া গন্ধ, ধূপ ও নৈবেদ্যদানে দেবাদিদেব নারায়ণকে পূজা করিয়া তাঁহার সম্মুখে জলপূর্ণ কুম্ভ সংস্থাপন করিবে। তাহার পর বরাহায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, মাধবায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, ক্ষেত্রজ্ঞায় নমঃ বলিয়া উদর, বিশ্বরূপায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, সর্ব্বজ্ঞায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, প্রজানাং পতয়ে নমঃ বলিয়া শীর্ষদেশ, প্রদ্যুম্নায় নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, দিব্যাস্ত্রায় নমঃ বলিয়া সুদর্শনচক্র এবং অমৃতোদ্ভবায় নমঃ বলিয়া শঙ্খ পূজা করিবে। ইহাই নারায়ণ

পূজার বিধি। এইরূপে নারায়ণকে অর্চ্চনা করিয়া সেই জল-পূর্ণ কুম্ভের উপর স্বীয় বিভবানুসারে রৌপ্যপাত্রেই হউক বা তাম্রপাত্রেই হউক, স্বর্ণময় বরাহপ্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। পর্ব্বত-বনাকীর্ণ পৃথিবীর প্রতিকৃতি এরূপে প্রস্তুত করাইবে, যেন বরাহদেব স্বীয় দশনাগ্র দ্বারা তাঁহাকে উদ্ধার করিতেছেন। এইরূপে ঘটের উপরিভাগে উক্ত মধুহন্তা বরাহরূপী মাধবের প্রতিমূর্ত্তি ও স্বর্ণপৃথ্বী রত্নগর্ভ পাত্রে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে শ্বেতবস্ত্রযুগল আচ্ছাদন দিবে। তাহার পর গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি বিবিধ উপচারে নারায়ণের পূজা করিবে। পূজান্তে পুষ্পমণ্ডল করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে এবং শ্রীহরির প্রাদুর্ভাব সকল কীর্ত্তন করাইবে ও স্বয়ং ভাবনা করিবে।

এইরূপে পূজা সমাপন হইলে, পরদিন প্রভাতে যখন বিমল বিভাকর সমুদিত হইবে, তখন স্নান ও পবিত্রভাবে পুনরায় শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া তৎসমুদায় বেদবিদ্যাবিশারদ, সাধু-চরিত্র, বিষ্ণুভক্ত শান্তস্বভাব বহুকুটুম্ব শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। বিপ্রবর! এইরূপে পূজা করিয়া কলশসহিত সমস্ত ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলে যেরূপ ফলোদয় হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বরাহদ্বাদশীতে নারায়ণের পূজা করিয়া সমস্ত সামগ্রী বিপ্রসাৎ করিলে ইহজন্মে সৌভাগ্য, সম্পদ্, কান্তি ও তুষ্টি লাভ হয়। দরিদ্র হইলে ধনবান্ এবং অপুত্র হইলে পুত্রবান্ হইয়া থাকে। অলক্ষ্মী যেমন দূরে পলায়ন করেন, অমনি লক্ষ্মী বলপূর্ব্বক স্বয়ং তাহার ভবনে প্রবিষ্ট হন।

মুনিবর! এই ত ইহজন্মের সৌভাগ্য-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম, এক্ষণে পারলৌকি সৌভাগ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা এই—

পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠান নগরে বীরধন্বা নামে বিখ্যাত শত্রুতাপন এক নরপতি ছিলেন। রাজা একদা মৃগয়া নিমিত্ত তপোবনে গমন করিয়া মৃগসকল বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে সংবর্ত্ত নামক এক ঋষির বেদাধ্যয়ননিরত পঞ্চাশৎ পুত্র মৃগরূপে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। মহীপতি না জানিয়া মৃগবোধে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন।

সত্যতপা কহিলেন, ঋষে! বিপ্রতনয়গণের মৃগরূপ ধারণ করিবার কারণ কি? শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত ঔৎসুক্য হইতেছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, নৃপবর! ঋষিতনয়গণ একদা অরণ্যে গিয়া দেখিলেন, পাঁচটি মৃগশিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার মাতা ভয়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলে সেই সদ্যজাত মৃগশিশুদিগকে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু গ্রহণমাত্র তাহারা তাঁহাদিগের করেই পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইল। তখন তাঁহারা সকলেই দুঃখিতান্তঃকরণে পিতার নিকট গমন করিয়া মৃগহিংসার নিমিত্ত কহিল, পিতঃ! পাঁচটি মৃগশাবক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যেমন তাহার মাতা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল, অমনি আমরা ঔৎসুক্য সহকারে সেই সদ্যজাত শিশুগুলি উত্তোলন করিয়া লইলাম। আমাদিগের মারিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাহারা নিহত

হইয়াছে; এক্ষণে আমাদিগের প্রায়শ্চিত্ত কি নির্দ্দেশ করুন।

সংবর্ত্ত কহিলেন, পুত্রগণ! পূর্ব্বে আমার পিতা একজন হিংসক ছিলেন, আবার আমিও তদপেক্ষা অধিক ছিলাম। সুতরাং তোমরা যে পাপকর্ম্মা হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? এক্ষণে তোমরা মৃগচর্ম্মে পরিবৃত হইয়া পাঁচ বৎসর কাল ব্রত আচরণ কর; তাহা হইলেই উপস্থিত পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। পুত্রগণ পিতাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মৃগ-চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক শাশ্বত ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে অকাতরে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক বৎসর গত হইলে, একদা রাজা বীরধন্বা মৃগয়ার্থ সেই বনে উপস্থিত হইলেন। এদিকে ঋষিপুত্রগণ মৃগচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া এক তরুমূলে উপবেশন পূর্ব্বক শাশ্বত ব্রহ্ম নাম জপ করিতেছিলেন। রাজা তাহা জানিতে না পারিয়া মৃগবিবেচনায় যেমন শরবিক্ষেপ করিলেন, অমনি তপোধনপুত্রগণ যুগপৎ পঞ্চত্বলাভ করিল। তখন নরপতি ব্রতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে দেবরাতের আশ্রমে গমন করিলেন এবং মুনিবরের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া, "আমি না জানিয়া ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি, উপায় কি?" এই কথা বলিয়া নরপতি শোককাতর ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ঋষিবর দেবরাত মহীপতিকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, "রাজন্! ভয় নাই, আমি তোমার ব্রহ্মহত্যাপাতক অপনীত করিব।" ভূতধাত্রী ধরিত্রী পাতালতলে নিমগ্ন হইলে,

যে দেবাদিদেব নারায়ণ ক্রোড়মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে যেরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই জনার্দ্দন ব্রহ্মহত্যা-পাতক-লিপ্ত তোমাকেও সেইরূপে উদ্ধার করিবেন।

তপোধন দেবরাতের বচন শ্রবণে রাজা বীরধন্বার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি প্রকারে সেই দেবাদিদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সমুদায় পাতক বিদূরিত করিবেন ?

দুর্ব্বাসা কহিলেন, রাজন্! মুনিবর দেবরাত, বীরধন্বাকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া এই বরাহ-দ্বাদশী ব্রতের কথা উপদেশ প্রদান করিলে রাজা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া নানাবিধ সুখসম্ভোগের পর চরমে সমুজ্জ্বল সুবর্ণবিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। দেবেন্দ্র স্বয়ং অর্ঘ্য হস্তে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় বিষ্ণুসেবকগণ ইন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, দেবরাজ! তোমার এমন কোন তপোবল নাই যে বীরধন্বার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার। লোকপালগণও তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ বহির্গত হইলে, নারায়ণকিঙ্করেরা তাঁহাদিগকে হীনকর্ম্মা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। হে মুনিবর! রাজা বীরধন্বা এইরূপে সত্যলোকে উপস্থিত হইলেন। তথায় মৃত্যুর অধিকার নাই এবং দাহ ও প্রলয়ভয়ের সম্পর্কমাত্রও নাই। নৃপবর দেবগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। যজ্ঞপুরুষ নারায়ণ প্রসন্ন হইলে এরূপ হইবার বিচিত্র কি? রাজন্! যখন যথাবিধি নারায়ণব্রতের এক একটী ইহজন্মে সৌভাগ্য, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য ও সম্পদ প্রদান

করিয়া পরলোকে অত্যুৎকৃষ্ট অমৃত ফল প্রদান করিতে পারে, তখন সম্পূর্ণ ব্রতসাধন করিলে, তিনি যে স্বপদ প্রদান করিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? চতুর্মূর্ত্তি নারায়ণ যে সর্ব্বপ্রধান তাহার আর সংশয় নাই। সেই কেশব মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ সকল উদ্ধার করিয়াছেন, ক্ষীরাম্বুধি মন্থনসময়ে তাঁহার দ্বারাই সচ্ছন্দে মন্দর পর্ব্বত ধৃত হইয়াছে। কূর্ম্মরূপ তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তি, তিনি ঐ মূর্ত্তি দ্বারা রসাতলগত বসুন্ধরার উদ্ধারসাধন করিয়া পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। বরাহরূপ তাঁহার তৃতীয় মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তি দ্বারাও ধরার উদ্ধারসাধন হইয়াছে।

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

নরসিংহ-দ্বাদশী ব্রত।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, রাজন্! ফাল্গুন মাসের শুক্লাএকাদশী দিবসে পূর্ব্ববৎ যথাবিধি উপবাস করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। নরসিংহায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, গোবিন্দায় নমঃ বলিয়া উরুযুগল, বিশ্বভুজে নমঃ বলিয়া কটিদেশ, অনিরুদ্ধায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, শিতিকণ্ঠায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, পিঙ্গকেশায় নমঃ বলিয়া শিরোদেশ, অসুরধ্বংসনায় নমঃ বলিয়া চক্র এবং তোয়াত্মনে নমঃ বলিয়া বিবিধ গন্ধ পুষ্প ও ফলাদি দ্বারা শঙ্খ পূজা করিয়া নারায়ণের পুরোভাগে সিতবাসযুগলে

সমাচ্ছন্ন কলশ সংস্থাপন করিবে। অনন্তর সেই রত্নগর্ভ ঘটের উপরিভাগে কর্ম্মকর্ত্তার বিভবানুসারে তাম্রপাত্রেই হউক, আর দারুময় বা বংশময় পাত্রেই হউক, সুবর্ণনির্ম্মিত নৃসিংহ-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর দ্বাদশীদিনে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে উহা সম্প্রদান করিবে।

মুনিবর পূর্ব্বে বৎসরাজ এই নৃসিংহদ্বাদশী-ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া যে ফললাভ করিয়াছিলেন, কহিতেছি শ্রবণ কর। পুরাকালে কিম্পুরুষবর্ষে ভারত নামে প্রসিদ্ধ পরম ধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম বৎস। বৎস সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে শত্রুগণ তাঁহাকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিল। তখন তিনি পত্নীদ্বিতীয় হইয়া পাদচারে বনমধ্যে গমন করিয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে উপ-স্থিত হইলেন এবং কিছুকাল তথায় বাস করিলে একদা মহাত্মা বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৎস! তুমি কি নিমিত্ত এই আশ্রমে অবস্থান করিতেছ?

বৎসরাজ কহিলেন, ভগবন্! শত্রুকর্ত্তৃক আমার রাজ্য অপহৃত হইয়াছে। আমার আর সে সহায় নাই, সে সম্পদও নাই। সুতরাং এক্ষণে আপনার শরণাগত হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া আমার কর্ত্তব্যকার্য্যের উপদেশ প্রদান করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! বৎসরাজ এইরূপ প্রার্থনা করিলে ঋষিবর বশিষ্ঠ তাঁহাকে এই নৃসিংহ-দ্বাদশী-ব্রতের অনুষ্ঠানে উপদেশ প্রদান করিলেন। রাজাও যথানিয়মে ভক্তিপূর্ব্বক উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। ব্রতসমাপনের পর নরসিংহ-দেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শত্রুবিনাশন চক্রাস্ত্র প্রদান

করিলে, তিনি সেই অস্ত্রবলে শত্রু বিনাশ করিয়া পুনরায় অপহৃতরাজ্য উদ্ধার করিয়া লইলেন। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর চরমে পরম পদ বিষ্ণুলোক লাভ হইল। মুনিবর! এই আমি তোমার নিকট পাপবিনাশিনী অতি ধন্যা নরসিংহ-দ্বাদশী কথা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, অনুষ্ঠান কর।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

বামন-দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ঋষে! চৈত্র মাসের দ্বাদশী দিনে উপবাস করিয়া দেবাদিদেব জনার্দ্দনের আরাধনা করিবে। প্রথমতঃ বামনায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া কটিদেশ, বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া জঠর, সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, বিশ্বভৃতে নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, ব্যোমরূপিণে নমঃ বলিয়া শীর্ষদেশ, বিশ্বজিতে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয় এবং বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া শঙ্খ ও চক্রের পূজা করিবে। এইরূপে যথানিয়মে দেবাদিদেব নারায়ণের পূজা করিয়া তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্ববৎ রত্নগর্ভ জলপূর্ণ কলশ সংস্থাপন করিবে। তদুপরি তাম্রপাত্রেই হউক্ বা দারুময় ও বংশময় পাত্রেই হউক্ স্বর্ণনির্ম্মিত শুভ্র-যজ্ঞোপবীতধারী বামনপ্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তাহার পর তৎপার্শ্বে ঘটিকা, ছত্র, পাদুকা, অক্ষমালা ও কুশাসন স্থাপন

করিবে। পূজান্তে পর দিন প্রভাতে সমস্ত উপকরণ সহিত সেই স্বর্ণপ্রতিমা ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবে এবং বলিবে, হে বামনরূপিন্ বিষ্ণো! তুমি প্রীত হও। ফলতঃ সর্ব্বত্র মাস ও অবতারের নাম উল্লেখ করিয়া "প্রীত হও" এই কথা বলাই বিধি।

হে তপোধন! পূর্ব্বে রাজা হর্য্যশ্ব অপুত্রতানিবন্ধন তপশ্চরণ করেন। তিনি পুত্রের নিমিত্ত এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে শ্রীহরি স্বয়ং ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই দ্বিজরূপী নারায়ণ রাজা হর্য্যশ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তোমার এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি? রাজা কহিলেন, আমার এ পুত্রেষ্টি। বিপ্ররূপী নারায়ণ প্রত্যুত্তরপ্রদানে কহিলেন, রাজন্! তুমি যত্নপূর্ব্বক যথাবিধি এই যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান কর, এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর মন্ত্রবিৎ নরপতি হর্য্যশ্ব বামন দ্বাদশী ব্রত সমাপন করিয়া পরিশেষে সেই যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল তেজঃপুঞ্জ-কলেবর ধীমান্ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, "নারায়ণ! তুমি যেরূপে অপুত্রা অদিতির গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, সেইরূপে আমার পুত্রত্ব স্বীকার কর।" হে মুনিবর! রাজা হর্য্যশ্ব এইরূপ প্রার্থনা করাতে তাঁহার যে পুত্র হইয়াছিল, তাহার নাম উগ্রাশ্ব। উগ্রাশ্বও মহাবলপরাক্রান্ত ও রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এই ব্রতের অনুষ্ঠানে অপুত্র ব্যক্তি পুত্র, নির্ধন ব্যক্তি সম্পদ এবং রাজ্যচ্যুত ব্যক্তি রাজ্য সুখসম্ভোগ করিয়া চরমে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পরে বহুকাল তথায় সুখে বিহার করিয়া পরিশেষে

পুনরায় নহুষতনয় যযাতির ন্যায় মর্ত্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক রাজ-চক্রবর্ত্তী হইয়া থাকেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

জামদগ্ন্য দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, তপোধন! বৈশাখ মাসের দ্বাদশীদিবসে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংকল্প করিয়া শরীরে মৃত্তিকা বিলেপন পূর্ব্বক স্নান করত দেবালয়ে গমন করিবে। তথায় ভক্তিপূর্ব্বক যে সকল মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। জামদগ্ন্যায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, সর্ব্ব-ধারিণে নমঃ বলিয়া উদর, মধুসূদনায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, শ্রীবৎসধারিণে নমঃ বলিয়া ঊরুযুগল, ক্ষত্রান্তকায় নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, শিতিকণ্ঠায় নমঃ বলিয়া ভ্রূমধ্যদেশ, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া শঙ্খচক্র এবং ব্রহ্মাণ্ডধারিণে নমঃ বলিয়া শিরোদেশ পূজা করিবে। তাহার পর তাঁহার সম্মুখে পূর্ব্বের ন্যায় ঘট স্থাপন করিয়া তাহার উপর বস্ত্রযুগল স্থাপনপূর্ব্বক তদু-পরি বৈণবপাত্রে করিয়া জামদগ্ন্যের স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ঐ প্রতিমূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে পরশু অস্ত্র প্রদত্ত থাকা আবশ্যক। তাহার পর পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ ও বিবিধ পুষ্পে ঐ জামদগ্ন্য মূর্ত্তির পূজা করিয়া তথায় ভক্তিভাবে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। অনন্তর পর দিবস প্রভাতে বিমল বিভা-কর সমুদিত হইলে, তৎসমুদায় ব্রাহ্মণ হস্তে সমর্পণ করিবে।

মুনিবর ! এইরূপে নিয়মমুক্ত হইয়া জামদগ্ন্য প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অতিভাগ্যধর বীরসেন নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক নরপতি ছিলেন। রাজার পুত্র না হওয়ায় তিনি ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল তপশ্চরণ করিতে করিতে একদা মহামুনি যোগিবর যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার দর্শনার্থ অনতিদূর হইতে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। রাজা বীরসেন পরমতেজস্বী ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্যকে আগমন করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার প্রত্যুদ্গমনে অগ্রসর হইয়া যথাবিধি পূজা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্ ! তোমার তপশ্চরণের কারণ কি, নির্দ্দেশ কর।

মহীপতি বীরসেন কহিলেন, মহাভাগ ! আমি অপুত্র, আমার পুত্রসন্তান নাই ; সেই নিমিত্ত আমি এই তপস্যা অবলম্বন করিয়া স্বীয় কলেবর শুষ্ক করিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, নরপতে ! তোমার ক্লেশকর কঠোর তপশ্চরণের প্রয়োজন নাই। অতি অল্পায়াসেই তোমার মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে, তাহার সংশয় নাই।

রাজা কহিলেন, দ্বিজবর ! আমি আপনার চরণে প্রণত। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া অল্পায়াসে কিরূপে আমার পুত্র লাভ হইবে, তাহার উপায় কীর্ত্তন করুন।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর ! যশস্বী রাজা বীরসেন যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তিনি বৈশাখী শুক্ল দ্বাদশী ব্রতের বিষয় উপদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর নর-

পতি ভক্তিপূর্ব্বক যথানিয়মে উপবাস করিয়া বৈশাখী শুক্ল দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পরম ধার্ম্মিক নলনামা পুত্রলাভ করিয়াছেন। ঐ পুত্র অদ্যাপি এই পৃথিবীতে "পুণ্যশ্লোকো-নলোরাজা" বলিয়া বিখ্যাত। পুত্রলাভ এ ব্রতের প্রাসঙ্গিক ফল। এই ব্রতবলে ইহলোকে পুত্র, বিদ্যা ও সুশ্রী-কতা লাভের কথা দূরে থাক্, পরলোকে এক কল্পকাল পর্য্যন্ত অপ্সরোগণের সহিত বাস করিয়া পুনরায় ইহলোকে রাজচক্র-বর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ত্রিংশ সহস্র কল্প পর্য্যন্ত সুখে বিহার করিয়া থাকে, তাহার আর সংশয় নাই।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীরাম-দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতে পূর্ব্ববৎ সংকল্প করিয়া পুষ্পাদি বিবিধ উপচারে যথানিয়মে পরমদেব শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চনা করিবে। প্রথমতঃ রামাভি-রামায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, ত্রিবিক্রমায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, ধৃতবিশ্বায় নমঃ বলিয়া উদর, সংবৎসরায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃ-স্থল, সংবর্ত্তকায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, সর্ব্বাস্ত্রধারিণে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া পদ্ম ও চক্র এবং সহস্র-শিরসে নমঃ বলিয়া সেই মহাত্মা রামচন্দ্রের পূজা করিবে। এইরূপে যথাবিধি অর্চ্চনার পর নারায়ণের সম্মুখে বস্ত্রযুগলে সংচ্ছন্ন জলপূর্ণ কুম্ভ সংস্থাপন করিবে। তাহার পর সেই

কলশের উপর তাম্রপাত্রে করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের স্বর্ণময় প্রতি-মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অনন্তর পর দিন প্রভাতে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় অভীষ্টকামনা করত সেই রাম ও লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তি সহিত সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণসাৎ করিবে।

পূর্ব্বে রাজা দশরথ অপুত্রতানিবন্ধন বশিষ্ঠদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সেই পুত্রার্থী মহীপালকে বিধিপূর্ব্বক এই রামদ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি করেন। তদনুসারে রাজা দশরথ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, বিষ্ণু স্বয়ং রামরূপে তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ সেই অব্যয় দেব নারায়ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া দশরথগৃহে চতুর্দ্ধা অবতীর্ণ হন।

মুনিবর! এই ত এ ব্রতের ঐহিক ফল কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে পারত্রিক ফল কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যে কাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের সময় অতীত না হয়, ব্রতানুষ্ঠাতা তাবৎকাল স্বর্গসুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। পরিশেষে তিনি পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক শতযজ্ঞযাজী রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না; প্রত্যুত সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ পূর্ণ ও নানাবিধ সুখসম্ভোগ হইয়া থাকে। যিনি কামনাশূন্য হইয়া এই রাম-দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, চরমে তাঁহার শাশ্বত মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

কৃষ্ণ দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সংকল্প করিয়া গন্ধমাল্যাদি বিবিধ উপচারে পরমদেব শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিবে। প্রথমতঃ বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, সঙ্কর্ষণায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, প্রদ্যুম্নায় নমঃ বলিয়া জঠর, অনিরুদ্ধায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, চক্রপাণয়ে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, ভূপতয়ে নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া শঙ্খচক্র এবং পুরুষায় নমঃ বলিয়া শীর্ষদেশ পূজা করিয়া তাঁহার সম্মুখে ঘট স্থাপন করিবে। তাহার পর সেই ঘটের উপরিভাগে বস্ত্রযুগল বিন্যস্ত করিয়া তদুপরি কাঞ্চনময় চতুর্ব্যূহ সনাতন বাসুদেব প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তৎপরে যথাক্রমে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া পরদিন প্রভাতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সমস্ত সমর্পণ করিবে।

মুনিবর! এইরূপ নিয়মযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ ফলোদয় হইয়া থাকে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যদুবংশবর্দ্ধন বসুদেব নামে শ্রেষ্ঠতম এক মহাত্মা ছিলেন। বিবিধ ব্রতচারিণী দেবকী তাঁহার ভার্য্যা। পতিপরায়ণা দেবকী বহুকাল অপুত্রাবস্থায় কালযাপন করেন। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ বাসুদেবভবনে সমুপস্থিত হইলে, সেই মহাত্মা ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিলেন। তখন ঋষিবর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বসুদেব! সম্প্রতি দেবগণের এক কার্য্য উপ-

স্থিত এবং সেই কার্য্যকথা শ্রবণ করিয়া আমি সত্বর তোমার নিকট আগমন করিলাম, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

আমি আজি দেবসভায় গমন করিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, দেবী পৃথিবী তথায় উপস্থিত। তিনি দেবগণের নিকট বলিতেছেন, "আমি অসুরগণের ভারে অতীব আক্রান্ত হইয়াছি। আর আমি ভার বহন করিতে সমর্থ হইতেছি না। তাহারা আমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। অতএব যাহাতে তাহারা সত্বর বিনষ্ট হয়, তাহার উপায় কর।" পৃথিবী এইরূপ কহিলে, দেবগণ নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "দেবগণ! আমি মর্ত্ত্যলোকে গমন করিয়া স্বয়ং এ কার্য্য সাধন করিব, অতএব তোমাদিগের সন্দিহান হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে যে রমণী ভর্ত্তার সহিত উপবাস করিবে, আমি তাহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব।" ভগবান্ নারায়ণ এই কথা বলিলে দেবসভা ভঙ্গ হইল। তাহার পর এই আমি তথা হইতে তোমার নিকট আগমন করিতেছি। তুমি অপুত্র, সেই নিমিত্ত তোমায় এই উপদেশ প্রদান করিলাম।

মুনিবর! মহাযশা বসুদেব এই দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র এবং অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। পরিশেষে রাজ্যশ্রী সম্ভোগ করিয়া শ্রেষ্ঠতম গতিলাভে বঞ্চিত হন নাই। এই আমি তোমার নিকট আষাঢ়দ্বাদশী ব্রতেরবিধি কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

বুদ্ধ দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, তপোধন! শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী দিনে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা জনার্দ্দনকে পূজা করিবে। প্রথমতঃ দামোদরায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, হৃষীকেশায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, সনাতনায় নমঃ বলিয়া জঠর, শ্রীবৎসধারিণে নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, চক্রপাণয়ে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, হরয়ে নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, মুঞ্জকেশায় নমঃ বলিয়া শিরোদেশ এবং ভদ্রায় নমঃ বলিয়া শিখা পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ ঘটস্থাপন করিবে। তাহার পর স্থাপিত ঘট বস্ত্রযুগলে পরিবেষ্টন করিয়া ঐ কলশের উপরিভাগে কাঞ্চনময় দেবদেব দামোদরতুল্য বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি বিবিধ উপচারে তাঁহাকে পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিবে। এইরূপে নিয়মযুক্ত হইয়া বুদ্ধদেবের পূজা করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা নৃগ মৃগয়ায় আসক্ত হইয়া বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি একদা অশ্বারোহণে সিংহ, শার্দ্দূল ও মাতঙ্গ-সমাকীর্ণ সর্পসঙ্কুল অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে দূরবনে উপনীত হইলেন। নরপতি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এক বৃক্ষের অধোভাগে অশ্ব উন্মোচন করিয়া কুশ আহরণপূর্ব্বক তথায় আস্তৃত

করিয়া যেমন শয়ন করিলেন, অমনি নিদ্রাদেবী অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ক্রমে রজনী সমাগতা, পরিশেষে চতুর্দ্দশ সহস্র ব্যাধ মৃগ বিনাশার্থ তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিল, স্বর্ণ ও রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিত উগ্রমূর্ত্তি এক নরপতি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার শরীর হইতে যেন প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। তদ্দর্শনে ব্যাধগণ স্বীয় প্রভুর নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলে নিষাদপতি স্বর্ণ রত্ন ও অশ্বলোভে তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর নৃশংস বনচারিগণ যেমন নিদ্রাভিভূত নরপতিকে হত্যা করিবার উপক্রম করিল, অমনি তাঁহার শরীর হইতে শ্বেতাভরণভূষিতা স্রক্‌চন্দনে অলঙ্কৃতা এক রমণী উদ্গত হইয়া চক্রাস্ত্র দ্বারা সেই ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিলেন। তাহার পরক্ষণেই আবার যেমন শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন, অমনি রাজা জাগরিত হইয়া ঐ রমণীকে স্বীয় শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট ও ম্লেচ্ছগণকে মৃতনিপতিত সন্দর্শন করিলেন। দর্শনমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক বামদেবের আশ্রমে গমন করিলেন। গিয়া ভক্তিভাবে অবনতমস্তকে জিজ্ঞাসিলেন, ঋষে! যে রমণী আমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তিনি কে? আর যাহারা আমার পার্শ্বে মৃত পতিত ছিল, তাহারাই বা কে? অনুগ্রহ করিয়া আমায় সমস্ত বিজ্ঞাপন করুন।

বামদেব কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বজন্মে তুমি শূদ্র রাজা ছিলে। ঐ জন্মে তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রমুখাৎ এই বুদ্ধ-দ্বাদশী ব্রতের কথা শ্রবণ এবং তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। অর্থাৎ

তুমি শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে যথাবিধি উপবাস করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ব্রতপালন করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার এই রাজ্যলাভ হইয়াছে এবং দ্বাদশী দেবী স্বয়ং ক্রূরতম ম্লেচ্ছ পাপাধমদিগকে বিনাশ করিয়া তোমায় রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই আপদ হইতে উদ্ধার করেন এবং তিনিই রাজ্যপ্রদান করেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইলে যে, ইন্দ্রত্ব পদ প্রদান করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

কল্কি দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, ঋষিবর! ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশী উপস্থিত হইলে ভক্তিপূর্ব্বক সংকল্প করিয়া পূর্ব্ববৎ দেবাদিদেব নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে। কল্কিনে নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, হৃষীকেশায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, ম্লেচ্ছবিধ্বংসনায় নমঃ বলিয়া উদর, শিতিকণ্ঠায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, খড়্গপানয়ে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, চতুর্ভুজায় নমঃ বলিয়া অপর হস্তদ্বয় এবং বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ বলিয়া শিরোদেশ অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে ঘটস্থাপন করিয়া সেই ঘটের উপরিভাগে সুবর্ণময় কল্কি-প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তাহার পর পূজা করিয়া শুভ্র বস্ত্রোপরি সেই কল্কিদেবকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া পরদিন প্রভাতে শাস্ত্রপারদর্শী ব্রাহ্মণকে তৎসমুদায় সমর্পণ করিবে।

হে মুনিবর! এই কল্কিদ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে কাশিপুরীতে বিশাল নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক নরপতি ছিলেন। তিনি জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রস্থান করেন। তথায় নদীতীরে বদরী নামে এক আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। রাজ্যভ্রষ্ট হওয়াতে নরপতির আর সে শ্রী ছিল না। রাজা বিশাল তথায় অবস্থান করিতেছেন, ইত্যবসরে একদা সর্ব্বদেবপূজিত নরনারায়ণ নামে পুরাতন দুই ঋষিবর তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, এক রাজা তথায় আসীন হইয়া বিষ্ণু নামক পরমব্রহ্মকে ধ্যান করিতেছেন। তদ্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া বীতকল্মষ নরপতিকে কহিলেন, রাজন্! বর প্রার্থনা কর। তোমায় বরদান করিবার নিমিত্তই আমরা উভয়ে সমাগত হইয়াছি।

রাজা কহিলেন, "আপনারা কে,আমি তাহা অবগত নহি; সুতরাং আমি কাহার নিকট বর গ্রহণ করিব? আমি যাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার নিকট হইতেই অভিমত বর গ্রহণে অভিলাষী।"

নরপতি এইরূপ কহিলে, "তাঁহারা উভয়ে জিজ্ঞাসিলেন, রাজন্! তুমি কাহার আরাধনা করিতেছ? তোমার অভিপ্রেত বর কি? শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছি।"

ঋষিদ্বয়কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রাজা, "আমি বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন ঋষিদ্বয় পুনরায় কহিলেন, রাজন্! আমরা উভয়ে

সেই বিষ্ণুর প্রসাদবলে তোমাকে বর প্রদান করিব ; অতএব তোমার স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

রাজা কহিলেন, তপোধনদ্বয় ! যাহাতে আমি ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞে সেই দেববর নারায়ণের অর্চ্চনা করিতে পারি, আমায় সেই বরপ্রদান করুন। নর ও নারায়ণ ঋষি কহিলেন, নারায়ণ স্বয়ং সমুদায় লোকের পথপ্রদর্শক। সেই ভূতভাবন এই বদরী-আশ্রমে আমার সহিত একত্র তপস্যা করেন। তিনি পূর্ব্বে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, জামদগ্ন্য ও দাশ-রথিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত দৈত্য, দস্যু ও ম্লেচ্ছগণকে বিনিপাতিত করিয়া এই পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়াছেন। মানবগণ পাপভয় বিমোচনের নিমিত্ত, নরসিংহ,মোহবিনাশের নিমিত্ত বামন, ধনলাভের নিমিত্ত জমদগ্নিতনয় পরশুরাম, ক্রূর শত্রুবিনাশের নিমিত্ত দশরথতনয় রামচন্দ্র, পুত্রলাভের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও বলরাম, সৌন্দর্য্যলাভের নিমিত্ত বুদ্ধদেব এবং শত্রু-বিনাশের নিমিত্ত কল্কিদেবের আরাধনা করিয়া থাকে।

মুনিবর ! রাজা বিশাল নরনারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কল্কি-দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক রাজচক্রবর্ত্তী হই-লেন। সেই অবধি বদরী বিশাল নামে বিখ্যাত হইয়াছে। নরপতি বিশাল ইহজন্মে এইরূপে রাজ্য করিয়া বনগমন করেন এবং তথায় বিবিধ যাগ যজ্ঞে নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া পরি-শেষে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

পদ্মনাভ-দ্বাদশী।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! এইরূপে শুক্লা দ্বাদশীতে সনাতনদেব পদ্মনাভকে অর্চ্চনা করিবে। প্রথমতঃ পদ্মনাভায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, পদ্মযোনয়ে নমঃ বলিয়া কটিদেশ, সর্ব্বদেবায় নমঃ বলিয়া উদর, পুষ্করাক্ষায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, অব্যয়ায় নমঃ বলিয়া হস্ত, প্রভবায় নমঃ বলিয়া শিরোদেশ এবং পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে অস্ত্র পূজা করিয়া নারায়ণের সম্মুখে ঘটস্থাপন করিবে। অনন্তর সেই ঘটের উপর সুবর্ণময় পদ্মনাভদেবকে সংস্থাপন করিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাক্রমে দেব পদ্মনাভকে পূজা করিয়া শর্ব্বরী প্রভাত হইলে ব্রাহ্মণ-হস্তে সমর্পণ করিবে। মতিমন্! এই ব্রতপালন করিলে, যেরূপ ফললাভ হয়, কহিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে সত্যযুগে ভদ্রাশ্ব নামে মহাবল এক নরপতি ছিলেন, তাঁহার নামে ভদ্রাশ্ব নামক বর্ষ প্রচলিত হইয়াছে। একদিন অগস্ত্য তাঁহার ভবনে সমাগত হইয়া কহিলেন, "রাজন্! সাত রাত্রি আমি তোমার ভবনে বাস করিব।" অগস্ত্য-বাক্য শ্রবণে নরপতি অবনতমস্তকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ইচ্ছামত অবস্থান করুন।' নরপতির কান্তিমতী নামে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক মহিষী ছিল। মহিষীর শরীরপ্রভা দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। তাঁহার পঞ্চশত ব্রতচারিণী সপত্নী ছিল। তাহারা সকলেই দাসীর ন্যায় কান্তিমতীর পরিচর্য্যা করিত। ভাগ্যধরী কান্তিমতী রাজার যথার্থ প্রিয়তমা ছিলেন। মহর্ষি

অগস্ত্য কান্তিমতীকে তাদৃশ রূপবতী, তাঁহার সপত্নীগণকে তাদৃশ পরিচারিকা এবং নরপতিকে মহিষীর প্রফুল্ল মুখারবিন্দ দর্শনে তৎপর অবলোকন করিয়া মহা আনন্দিত হইয়া কহিলেন, হে জগন্নাথ! তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য! আবার দ্বিতীয় দিবসে রাজ্ঞীকে তদ্রূপ দর্শন করিয়া কহিলেন, জগন্নাথ! এই চরাচর জগৎ তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আবার তৃতীয় দিবস ঐরূপ দর্শনে কহিলেন, অহো! যিনি পরিতুষ্ট হইয়া নরপতিকে একদিনে এই ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন, মূঢ়গণ সেই পরমপ্রভু গোবিন্দকে কিছুতেই অবগত হইতে পারে না। হে জগন্নাথ! তুমিই ধন্য! হে স্ত্রীশূদ্রগণ! তোমরাই সাধু! হে দ্বিজগণ! তোমরাই ধন্য! হে নৃপগণ! তোমরাই ধন্য! হে বৈশ্যগণ! তোমাদিগকে শত ধন্যবাদ প্রদান করি! হে ভদ্রাশ্ব! তুমিই ধন্য! (আত্মনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,) হে অগস্ত্য! তুমিই সাধু! হে প্রহ্লাদ! তুমিই ধন্য! হে মহাব্রত ধ্রুব, তুমিই প্রশংসনীয়! এইরূপ বলিয়া অগস্ত্য রাজা ভদ্রাশ্বের সম্মুখে হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে ভদ্রাশ্ব পত্নীর সহিত ঋষিবর অগস্ত্যকে কহিলেন, ঋষে! আপনি আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, আপনার হর্ষের কারণ কি, ব্যক্ত করুন।

তখন ঋষিবর অগস্ত্য কহিলেন, "নরপতে! তুমি যেমন মূর্খ ও কদাচার, তোমার অনুচরগণও তদ্রূপ। বিশেষতঃ পুরোহিতগণের কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই। তাঁহারা আমার অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।"

অগস্ত্যকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, আমরা ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহার তাৎপর্য্য বিবৃত করেন, কৃতার্থ হই।

অগস্ত্য কহিলেন, নরপতে! এই রাজ্ঞী পূর্ব্বজন্মে হরিদত্তের রাজধানীস্থিত এক বৈশ্যের গৃহে দাসী ছিলেন। তুমিও ইহার পতি ছিলে। তুমিও সেই বৈশ্যের সেবাপরায়ণ কিঙ্কর ছিলে। তোমার নাম শূদ্র ছিল। সেই বৈশ্য একদা আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে সংযতভাবে বিষ্ণুর মন্দিরে গমন করিয়া স্বয়ং পুষ্পধূপাদি দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় স্বভবনে প্রত্যাগমন করে, কিন্তু তোমরা উভয়ে সমস্ত রাত্রি, বিষ্ণুর দীপ নির্ব্বাণ না হয়, তাহার তত্ত্বাবধাননিমিত্ত তথায় নিযুক্ত ছিলে। বৈশ্য প্রস্থান করিলে প্রভাত পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া যথানিয়মে কার্য্য করিয়াছিলে। তাহার পর তোমরা উভয়ে কালের বশবর্ত্তী হইয়া পরিশেষে সেই একরাত্রিকৃত পুণ্যবলে তুমি প্রিয়ব্রতগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং সেই বৈশ্যকিঙ্করী এই তোমার পত্নীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহীপতে! পরগৃহে বিষ্ণুপ্রদীপ জালিবার এই ফল, আর যে ব্যক্তি স্বীয় অর্থে নিজগৃহে বিষ্ণুর সেবার্থ প্রদীপ প্রজ্বলিত করে, তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা করা যায় না। "হে সাধো! সেই জন্যই বলিয়াছিলাম, জগন্নাথ হরিই ধন্য! \সত্যযুগে সংবৎসরকাল ভক্তিপূর্ব্বক হরির আরাধনা করিলে যে ফললাভ হয়, ত্রেতায় ছয় মাসে, দ্বাপরে তিন মাসে এবং কলিতে "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রটি

উচ্চারণ করিবামাত্র সেই ফললাভ হইয়া থাকে। সেই হরিই সমুদায় জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল এক ভক্তিই মূল পদার্থ। রাজন্! হরিমন্দিরে পরকীয় প্রদীপ জালিবার যে ফললাভ করিয়াছ, তুমি তাহা অবগত নহ। সেই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, মূঢ় ব্যক্তিরা শ্রীহরির প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবার ফল অবগত নহে। রাজন্! যে ভূপালগণ বিপ্রদিগকে লইয়া ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণের উদ্দেশে যাগ যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই সাধুপদবাচ্য।

আমি সেই নারায়ণ ভিন্ন এ জগতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ পদার্থ দেখিতে পাই না; সুতরাং সেই নিমিত্তই আমি আত্ম-নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, অগস্ত্যই ধন্য। যে স্ত্রী, বা যে শূদ্র,নিজ প্রভুর শুশ্রূষা করিয়া পরিশেষে প্রভুর অসমক্ষে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করে, তাহারাই ধন্য। যে শূদ্র সস্ত্রীক হইয়া ব্রাহ্মণের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হয় এবং সেই বিপ্রের আদেশানুসারে হরিভক্ত হইয়া উঠে, সেই নিমিত্তই বলিয়াছি,যে সেই স্ত্রী শূদ্রই ধন্য। প্রহ্লাদ অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পুরুষোত্তম শ্রীহরি ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না; সেই জন্যই বলিয়াছি যে, প্রহ্লাদই ধন্য। ধ্রুব প্রজাপতিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,কিন্তু বনগমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া উৎকৃষ্ট স্থানলাভ করিয়াছেন, রাজন্! সেই নিমিত্তই বলিয়াছি, যে ধ্রুবই ধন্য।

মুনিবর! মহীপতি, মহাত্মা অগস্ত্যের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট সামান্য উপদেশ সংগ্রহ করিলেন। পরিশেষে ঋষিবর কার্ত্তিক মাসে পুষ্করতীর্থে প্রস্থান করিলেন। ঋষে!

অগস্ত্য ভদ্রাশ্বভবন হইতে পুষ্কর গমনকালে রাজাকে ঐ পদ্মনাভ-দ্বাদশী-ব্রতের উপদেশ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। অগস্ত্য অন্তর্হিত হইলে নরপতি বিধিপূর্ব্বক পদ্মনাভ-দ্বাদশী-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। ঐ ব্রতবলে তিনি ইহলোকে পুত্রপৌত্রাদি পরিবারগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অভিমত বিবিধ ভোগ সকল উপভোগ করিয়া পরিশেষে চরমে বৈষ্ণব পদ লাভ করিয়াছিলেন।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

ধরণী ব্রত।

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মুনিবর! ঋষিপুঙ্গব অগস্ত্য পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া কার্ত্তিক মাসেই পুনরায় নরপতি ভদ্রাশ্বের ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজা মুনিকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া সেই ব্রতধারী ঋষিকে কহিলেন, ভগবন্! ঋষিসত্তম! আপনি আশ্বিন মাসের দ্বাদশীতে আমায় যেরূপ ব্রতানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি ত তাহা সম্পাদন করিয়াছি, এক্ষণে কার্ত্তিক-দ্বাদশীতে ব্রতপালন করিলে যেরূপ ফলোদয় হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! সম্প্রতি পরমপাবনী

কার্ত্তিক-দ্বাদশী ও তাহার ফলশ্রুতি কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। প্রথমতঃ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সংকল্প করিয়া স্নান করিবে। তাহার পর বিপরীতক্রমে সেই পাপসম্পর্ক-শূন্য নারায়ণকে পূজা করিবে। প্রথমতঃ সহস্রশিরসে নমঃ, বলিয়া শ্রীহরির মস্তক, পুরুষায় নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, বিশ্বরূপিণে নমঃ বলিয়া কণ্ঠদেশ, জ্ঞানাস্ত্রায় নমঃ বলিয়া অস্ত্র সকল, শ্রীবৎসায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, জগৎগ্রসিষ্ণবে (অর্থাৎ জগৎ গ্রাসকারী) নমঃ বলিয়া উদর, দিব্যমূর্ত্তয়ে নমঃ বলিয়া কটিদেশ এবং সহস্রপাদায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয় পূজা করিবে। আবার অনুলোমক্রমে অর্থাৎ পাদাদি শিরোদেশ পর্য্যন্ত পূজা করিয়া "নমোদামোদরায়" বলিয়া শ্রীহরির সর্ব্বাঙ্গ পূজা করিবে।

এইরূপে যথাবিধি পূজা করিবার পর তাঁহার সম্মুখে রত্নগর্ভ, শ্বেতচন্দনবিলিপ্ত, মাল্যকণ্ঠ শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত চারি ঘট স্থাপন করিবে। তাহার উপরিভাগে তিলপূর্ণ কাঞ্চনগর্ভ চারিখানি তাম্রপাত্র স্থাপিত করিবে। হে রাজসত্তম! ঐ চারি পাত্র চারি সমুদ্র স্বরূপ। সুতরাং উহার উপর শ্রীহরির স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি অর্পণ করিয়া তাহাতেই সেই যোগীশ্বর, সেই যোগসাধ্য, সেই পীতাম্বরধর বিভুকে অর্চ্চনা করিয়া যথাবিধি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। যোগিকৃত ষোড়শারযুক্ত চক্রে বৈষ্ণবযজ্ঞ সাধন করিয়া যোগীশ্বর শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। অর্চ্চনা শেষ হইলে পর দিন প্রভাতে তৎসমুদায় ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিবে। পূর্ব্ব কল্পিত ঐ চারি সমুদ্র চারি ব্রাহ্মণকে এবং যোগীশ্বর দেবাদিদেব শ্রীহরির স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি

অন্যব্রতী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। যাঁহারা বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত তাঁহাদিগকে যাহা প্রদান করিবে, বেদার্থবোধে অধিকারীকে তদপেক্ষা দ্বিগুণ দান করিবে। আর যিনি সমন্ত্র সরহস্য বেদ প্রবোধিত করেন, তাদৃশ আচার্য্যকে তদপেক্ষা সহস্রগুণ প্রদান করিবে। তাঁহাকে প্রদান করিলে কোটি-কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে। (গুরু বিদ্যমান থাকিতে যে ব্যক্তি অন্যকে আশ্রয় বা অন্যকে অর্চ্চনা করে, তাহার তুল্য নির্ব্বোধ আর জগতে দ্বিতীয় নাই।) তাহার দুর্গতির পরিসীমা থাকে না এবং সে যাহা কিছু দান করে, সে সমুদায়ই বৃথা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যত্নপূর্ব্বক গুরুকে প্রদান করিয়া পরে অন্যকে প্রদান করিবে। (গুরু কৃতবিদ্যই হউন, আর অকৃতবিদ্যই হউন, তিনি জনার্দ্দন স্বরূপ। গুরু সৎপথবর্ত্তীই হউন, আর অসৎপথবর্ত্তীই হউন, তিনি একমাত্র নিস্তারের উপায়।) যে ব্যক্তি গুরু স্বীকার করিয়া আবার মোহবশতঃ অস্বীকার করে, সে নরাধমকে কোটিযুগ পর্য্যন্ত ঘোরতর নরকে নিমগ্ন থাকিতে হয়।

মুনিবর! এইরূপে কার্ত্তিক দ্বাদশীতে নারায়ণের অর্চ্চনা করিয়া বিপ্রগণকে দান করিবে এবং পরে যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে দক্ষিণাদান করিবে। পূর্ব্বে প্রজাপতি এই ধরণীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাজাপত্যপদ ও পরিণামে শাশ্বত মুক্তি লাভ করিয়াছেন। হৈহয়রাজ কৃতবীর্য্য এই ব্রতবলে কার্ত্তবীর্য্য নামক পুত্র লাভ করিয়া চরমে শাশ্বত পরম ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্রতপ্রভাবে দুষ্মন্ত ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী ভরতের উৎপত্তি

হইয়াছিল। বেদে এরূপ কত শত রাজচক্রবর্ত্তীর কথা বর্ণিত হইয়াছে, যে তাঁহারা এই ব্রতের অনুষ্ঠানে চক্রবর্ত্তিতা লাভ করিয়া স্ব স্ব জীবিতকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। আদৌ বসুন্ধরা রসাতলে নিমগ্না হইয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা ধরণীব্রত নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বসুমতীর এই ব্রত সমাপনের পর ভগবান্ নারায়ণ ক্রোড়মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ধরার উদ্ধারসাধন করিয়া যেমন সমুদ্রের উপর নৌকা স্থাপন করে, তদ্রূপ ইহাঁকে স্থাপন করিয়াছিলেন। হে মুনিবর! এই আমি তোমার নিকট এই ধরণীব্রতের কথা কীর্ত্তন করিলাম। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রতের কথা শ্রবণ বা অনুষ্ঠান করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্যলাভ করিয়া থাকেন।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগস্ত্য গীতা।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! ঋষিবর সত্যতপা, দুর্ব্বাসার প্রমুখাৎ ধরণী-ব্রত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অতি মনোরম হিমালয়প্রস্থে গমন করিলেন। যথায় পুষ্পভদ্রা নাম্নী নদী প্রবাহিত হইতেছিল, যথায় শীলা সকল অতি বিচিত্র, যথায় ভদ্রবট নামক এক বটবৃক্ষ বিরাজমান, ঋষিবর

সেই স্থানেই স্বীয় আশ্রম মনোনীত করিলেন। অদ্যাপি সেই আশ্রম তাঁহার উদার চরিতের সাক্ষ্যদান করিতেছে। ধরণী কহিলেন, হে সনাতন্! হে বিভো! বহু সহস্র কল্প অতীত হইল, আমি এ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। সুতরাং সে সমস্ত আর আমার স্মরণ ছিল না, কিন্তু আপনার অনুগ্রহে এক্ষণে সে সমুদায় আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল; আমি জাতিস্মরত্ব লাভ করিলাম; আমার মনঃক্ষোভ নিদূরিত হইল; কিন্তু দেব! আমার মনে এইরূপ কুতূহল উপস্থিত হইতেছে যে, মহর্ষি অগস্ত্য পুনরায় ভদ্রাশ্বভবনে সমাগত হইয়া কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন? রাজা ভদ্রাশ্বই বা কি করিলেন? ব্যক্ত করুন।

বরাহদেব কহিলেন, হে সর্ব্বধাত্রি ধরে! শ্বেতবাহন রাজা ভদ্রাশ্ব, ঋষিবর অগস্ত্যকে প্রত্যাগত ও বীরাসনগত দর্শন করিয়া যথাবিধি সৎকারের পর মোক্ষ ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নচ্ছলে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! কি কর্ম্ম করিলে সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়? কি করিলে জন্মিগণ জন্মজনিত যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার পায়?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! তুমি যে উৎকৃষ্ট কথা জিজ্ঞাসিলে, ইহা অতি দুরবগাহ, কিন্তু সুখবোধ্য। ইহা যদিও দৃষ্টিপথের অতীত পদার্থ হইতে উৎপন্ন, তথাপি যেন দৃশ্যমান। যাহা হউক, কহিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যখন কি দিবা, কি রাত্রি, কি অন্তরীক্ষ, কি দশদিক্, কি স্বর্গ, কি দেবগণ, কি পৃথিবী, কি মনুষ্য, কিছুই ছিল না, সেই সময় পশুপাল নামে বিখ্যাত এক রাজা বহুতর

পশুপালন করিতেন। একদা তিনি তাহাদিগের দর্শন-মানসে অবিলম্বে পূর্ব্ব সমুদ্রে গমন করিলেন। ঐ অপার অনন্ত মহোদধির তীরে এক বন বিরাজমান। ঐ বনে সর্পগণ বসতি করে, তথায় আটটি বনস্পতি শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কামবহা এক নদী প্রবাহিত হইতেছে। পাঁচজন প্রধান পুরুষ তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধদিকে পরি-ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদিগের সঙ্গে যে এক রমণী বিদ্যমান, তাহার শরীরপ্রভায় চারি দিক আলোকিত হইয়াছে। ঐ রম-ণীর বক্ষঃস্থলে সহস্র সূর্য্যপ্রতিম বিশাল এক রত্ন বিরাজমান। তাহার অধর ত্রিবিধ রাগে রঞ্জিত। সেই কামিনী রাজা পশু-পালকে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া মৌনাবলম্বনে মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন। রাজা বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবিষ্ট হইবামাত্র সকলেই ভয়ে জড়ীভূত হইয়া এক স্থানে মিলিত হইল। কিন্তু অন্য দিক হইতে সর্পগণ ও দুর্ব্বিনীত দস্যুগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলে, তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে ইহারা দূরীকৃত হয়, কিরূপেই বা ইহাদিগের বিনাশসাধন করি।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে শ্বেত, রক্ত ও পীত এই ত্রিবর্ণধারী এক পুরুষ তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিল, রাজন্! তুমি আমার নামকরণ না করিয়া কোথায় যাইবে? তাহাতে উহার নাম মহৎ হইল। তখন রাজা পশুপাল তাহার সহিত মিলিত হইয়া কহিলেন, তুমি বোধিত হও। রাজা এইরূপ কহিলে, সেই স্ত্রীও রাজাকে দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন ঐ

পুরুষ তাহাকে কহিল, এ মায়াবিস্তার, তুমি উহাকে ভয় করিও না। অনন্তর ঐ বীরপুরুষ এবং পাঁচ জন পুরুষ রাজা পশুপালের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল; সুতরাং তিনি রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এদিকে দস্যুগণ অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে উন্মথিত করিবার নিমিত্ত যেমন সমাগত হইল, অমনি তাহারা সকলেই ভয়ে তাঁহার শরীরেই বিলীন হইল। তাহারা তদবস্থ হইলে রাজশরীর অতীব সুশোভন হইয়া উঠিল। অন্যান্য পাপাত্মাদিগের পাপকোটি বিদূরিত হইল। রাজশরীরে ভূমি, সলিল, অগ্নি, সুশীতল বায়ু ও আকাশ এই পাঁচ একত্র মিলিত হইল। এইরূপে একাদিক্রমে সমস্ত রাজাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। মহারাজ! রাজা পশুপাল ক্ষণকালের মধ্যে এই সমস্ত সম্পাদন করিলেন। অনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবর্ণ পুরুষ পশুপালের ক্ষিপ্রকারিতা ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কহিল, মহারাজ! আমি আপনার পুত্র, আপনার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আমি আপনাকে পিতৃত্বে স্থির নিশ্চয় করিয়াছি। হে দেব! যদিও আমি আপনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি, তথাপি আপনার শরীরে বিলীন থাকিব। আমি একাকী আপনার পুত্রত্ব লাভ করিলে সমস্তই সম্পন্ন হইবে।

সেই পুরুষ এইরূপ কহিলে, রাজা পশুপাল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সত্তম! পুত্র আমার ও অন্যান্য সকলের সর্ব্বময় কর্ত্তা হউক। আমি কখনই স্বয়ং নব নব

সুখসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না। রাজা পশুপাল এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে পুত্রত্বে স্বীকার করিলেন। তখন তিনি সকলের বাধা হইতে মুক্ত হইয়া সচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন

দ্বাপঞ্চাশৎ অধ্যায়।

অগস্ত্য-গীতা।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! সেই ত্রিবর্ণ পশুপালকর্তৃক রাজপদে অধিরোপিত হইয়া অহং নামে এক পুত্র সৃষ্টি করিলেন। ঐ অহংনামা পুত্রের অন্তঃপুরচারিণী এক কন্যার উৎপত্তি হইল। ঐ কন্যার গর্ভে বিজ্ঞানপ্রদ মনোহর এক পুত্রের উৎপত্তি হইল। সেই পুত্রের ঔরসে আর পাঁচটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তনয় জন্মগ্রহণ করিল। যথাক্রমে ঐ পুত্রগণের নাম একাক্ষ, দ্ব্যক্ষ, ত্র্যক্ষ, চতুরক্ষ ও পঞ্চাক্ষ হইল। পুত্রগণ প্রথমতঃ দস্যু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর রাজা তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিল। অনন্তর তাহারা সকলে অশরীরধারীর ন্যায় সুশোভন পুরী নির্ম্মাণ করিল। ঐ পুরীর নয় দ্বার, এক স্তম্ভ ও এক চতুষ্পথ। উহাতে অবতরণিকা সংযুক্ত সহস্র সহস্র নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া ঐ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাতে তৎক্ষণাৎ পশুপাল নামক মূর্ত্তিমান এক নরপতির আবির্ভাব হইল। রাজা পশুপাল সেই পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া বাচক শব্দের

নিমিত্ত আত্মস্বরূপ বেদচতুষ্টয়, বেদোক্তব্রত, নিয়ম ও যজ্ঞ-সমূহের ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের অবতারণা করিবার মানসে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া এক পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। ঐ পুত্রের চারিটী মুখ ও চারিটী বাহু। ঐ চারি মুখ হইতে চারি বেদ এবং চারি বাহু হইতে চারি পথ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই অবধি তিনি সমস্ত বিষয় স্বয়ং অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি কেবল কি সমুদ্র, কি তৃণাদি, কি গজাদি সর্ব্বত্রই সম-ভাবে অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই অবধি রাজা পশুপাল কর্ম্মকাণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি প্রশ্ন করাতে আপনি যে কহিলেন, এক পুরুষ আবির্ভূত হইল, সে পুরুষ কে? কি নিমিত্তই বা আবির্ভূত হইল?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! ইহা অতি বিচিত্র কথা। একথা সকল বিষয়ে সমভাবে সংশ্লিষ্ট। কি তোমার দেহ, কি আমার দেহ, কি অন্যান্য প্রাণিদেহ, সর্ব্বত্রই সমান। যিনি সেই কথার সম্ভূতি ইচ্ছা করেন, পরাৎপর পরম দেব তাঁহার প্রধান উপায়। যিনি চতুষ্পাদ, চতুর্ম্মুখ, যিনি কথার প্রধান গুরু ও প্রবর্ত্তক, যিনি পশুপাল হইতে সমুৎপন্ন হইয়া-

ছেন, তাঁহার পুত্রের নাম স্বর। ঐ স্বর সপ্তমূর্ত্তিধারী। তিনি যখন যাহা কিছু উচ্চারণ করেন, সে সমুদায়ই ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের সম্পত্তি। তাঁহার প্রতি ভক্তিবশতঃ ঐ বেদ-চতুষ্টয় সকলের আরাধ্য বস্তু। বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে, যিনি প্রথম, অর্থাৎ ঋগ্বেদ, তিনি চতুঃশৃঙ্গধারী। দ্বিতীয়, বৃষরূপ-ধারী। তৃতীয় এবং চতুর্থও তাঁহার প্রণীত। ভক্তিপূর্ব্বক ঐ সকলকে পূজা করিলে শুভফল লাভ হইয়া থাকে।

রাজন্! এক্ষণে সপ্তমূর্তি স্বরের চরিতবিষয় বর্ণন করি-তেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। দ্বিতীয় অর্থাৎ সনাতন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। ইহাতে অবশ্যপোষ্য পরিবারবর্গের প্রতিপালন ও যথানিয়মে ধর্ম্মানুষ্ঠান, উভয়ই বিদ্যমান আছে। গৃহস্থধর্ম্ম পরিসমাপ্ত হইলে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। তাহার পর ঐ স্বর হইতে নিত্য ও অনিত্যস্বরূপ বিভিন্ন সপ্তস্বর সমুৎপন্ন হইল। চতু-র্ম্মুখ তাহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া ভাবিলেন, আমি কিরূপে একবার জনককে সন্দর্শন করি? আমার মহাত্মা পিতার যে সমস্ত গুণ দর্শন করিয়াছি, সম্প্রতি স্বরপুত্রগণের শরীরে সে সমস্ত গুণ কিছুই দেখিতেছি না। পিতার পুত্রের যে পুত্র সে পিতামহ গুণযুক্তই হইয়া থাকে। কিন্তু স্বরসন্ততিগণের সেরূপ গুণ লক্ষিত হইতেছে না, অন্যপ্রকার দেখিতেছি। কোথায় গমন করিলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। কোথায় গিয়া পিতার দর্শনলাভে সমর্থ হইব। এরূপ অবস্থায় এক্ষণে কি করি। চতুর্ম্মুখ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে পৈতৃক অস্ত্র তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল।

তখন তিনি রোষভরে সেই অস্ত্রবলে সম্মুখস্থিত স্বীয় পুত্র স্বরকে বিলোড়িত করিতে লাগিলেন। মথিত হইবামাত্র তাহার সেই দুগ্র্াহ্য মস্তক নারিকেল ফলের ন্যায় লক্ষিত হইল। ঐ মস্তক প্রকৃতি কর্ত্তৃক সমাবৃত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা চতুষ্পাদ অস্ত্রে ঐ মস্তক তিলকাণ্ডের ন্যায় ছেদন করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া কর্ত্তিত হইলে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। ঐ সময় যিনি আমি, আমি, এই কথা বলিতেছিলেন, তাঁহাকেও ঐরূপে ছিন্ন করিলেন। এইরূপে তাহাও ছিন্ন হইলে, আবার তদপেক্ষা অন্য হ্রস্ব অংশ লক্ষিত হইল। ঐ অংশ, "আমিই আপনার পঞ্চভূত" এই কথা বলিতে লাগিল, তথাপি তাহাকেও সেই প্রকারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সে অংশও গতাসু হইল। তখন ঐ ছিন্ন অংশ সকল, স্থান প্রাপ্ত হইয়া যেন জ্বলিতে লাগিল। অনন্তর চতুরানন সম্মুখে অন্য যে অংশ দর্শন করিলেন, তাহাও অসঙ্গ নামক অস্ত্র দ্বারা তিলকাণ্ডের ন্যায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ অংশ দশধা ছিন্ন হইলে তাহার মধ্যেও অন্য আর এক পুরুষরূপী সূক্ষ্ম অংশ লক্ষিত হইল। তখন ব্রহ্মা তাহাও রূপাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন অংশের মধ্যেও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ সৌম্য-মূর্ত্তিধারী এক পুরুষ লক্ষিত হইল। চতুরানন তাহাও পূর্ব্ববৎ ছেদন করিলেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও এক শরীর ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হইল। তদ্দর্শনে তখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, ত্রসরেণু সমান চরাচরের দুর্লক্ষ্য স্বীয় পিতার মূর্ত্তি তাহার মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে। তখন পিতা তাঁহাকে

দর্শন করিয়া যেমন সাতিশয় আনন্দিত হইলেন, তিনিও পিতাকে দর্শন করিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইলেন।

মহারাজ! সেই মহাতপা স্বরনামা পুরুষের আকৃতি এইরূপ। প্রবৃত্তি তাঁহার শরীর এবং নিবৃত্তি তাঁহার মহৎ মস্তক। তাঁহা হইতে যে কথার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিলাম। রাজন্! এই ইতিহাস জগতের আদিভূত। যিনি এই ইতিহাস সম্যক্ অবগত হন, তিনিই মূর্ত্তিমান কর্ম্ম।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

উৎকৃষ্ট পতিলাভ ব্রত।

মহীপতি ভদ্রাশ্ব কহিলেন, দ্বিজবর! যাহারা বিজ্ঞান কামনা করে, তাহারা কাহাকে আরাধনা করিবে এবং কিরূপেই বা আরাধনা করিবে, তাহা আমাকে কীর্ত্তন করুন।

অগস্ত্য কহিলেন, নরপতে! নারায়ণই সকলের প্রভু, অতএব তাঁহাকে আরাধনা করা, অন্যের কথা দূরে থাক্, দেবগণেরও কর্ত্তব্যকর্ম্ম। সম্প্রতি যেরূপে আরাধনা করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া বরদান করেন, তাহার উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কি দেবগণ, কি মুনিগণ, কি মনুষ্যগণ, নারায়ণ সকলেরই গুপ্তধন এবং নারায়ণই শ্রেষ্ঠতম দেব। তাঁহাকে আরাধনা করিলে কেহই অবসন্ন হয় না। মহাত্মা নারদ অপ্সরোগণের নিকট যেরূপ সন্তোষপ্রদ বিষ্ণুব্রতের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

অপ্সরোগণ ভর্ত্তৃকামনায় দ্বিজবর নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্ ব্রহ্মতনয়! আমরা নারায়ণকে ভর্ত্তা লাভ করিব, বাসনা করিয়াছি, অতএব কিরূপে আমাদিগের আশা ফলবতী হইবে, তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

নারদ কহিলেন, হে সুন্দরীগণ! প্রথমে প্রণাম করিয়া পরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই প্রচলিত নিয়ম; কিন্তু তোমরা যৌবনমদে একান্ত উন্মত্ত হইয়া তাহা কর নাই। কিন্তু নারায়ণের নামোচ্চারণ করিয়া ভর্ত্তৃব্রতের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহাতেই যথেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে যে ব্রতের অনুষ্ঠানে স্বয়ং শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া ভর্ত্তৃলাভের বরদান করিবেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

নারদ কহিলেন, বসন্তকালে শুভশুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী সমাগত হইলে, ভক্তিপূর্ব্বক উপবাস করিয়া যামিনীযোগে নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে। পূজাগৃহে রক্তপুষ্পের মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া নৃত্যগীতবাদ্যে সমস্ত রজনী যাপন করিবে। ভবায় নমঃ বলিয়া নারায়ণের মস্তক, অনঙ্গায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, কামায় নমঃ বলিয়া বাহুমূল, সুশাস্ত্রায় নমঃ বলিয়া উদর, মন্মথায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয় এবং হরয়ে নমঃ বলিয়া তাঁহার নেত্রাদি সকল দিক পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিয়া প্রভাতে পূজাদ্রব্য সকল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী অবিকলাঙ্গ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। তৎপরে যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া ব্রতসমাপন করিবে। এইরূপে নারায়ণের অর্চ্চনা করিলে, তোমরা নারায়ণকে পতিলাভ করিতে পারিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। সুন্দরীগণ! উৎকৃষ্ট ইক্ষুদণ্ডের

রসে এবং মল্লিকা মালতী ও জাতি প্রভৃতি পুষ্পে পূর্ব্বোক্তরূপে দেবাদিদেব শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে।

[সুন্দরীগণ! তোমরা যে গর্ব্বিতভাবে আমাকে প্রণাম না করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তন্নিবন্ধন অবশ্যই তোমাদিগকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। এক সময় তোমরা যখন সরোবরে স্নান করিবে, তখন মুনিবর অষ্টাবক্র এই স্থানে সমুপস্থিত হইবেন। তোমরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া উপহাস করিলে, তিনি তোমাদিগকে শাপপ্রদান করিবেন। আমি যে ব্রতনির্দ্দেশ করিলাম, এই ব্রতবলে অবশ্যই নারায়ণকে পতিলাভ করিবে। কিন্তু অভিমান নিবন্ধন, এই শাপপ্রভাবে গোপালগণ তোমাদিগকে হরণ করিবে।]

পঞ্চ পঞ্চাশ অধ্যায়।

শুভ্র-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, হে মহাভাগ নরপতে! এক্ষণে যে শুভ্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, বিষ্ণুকে লাভ করিতে পারা যায়, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রতবিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মার্গশীর্ষ মাসের প্রথমে শুক্লপক্ষীয় দশমীতে একাহার ব্রত অবলম্বন করিবে। প্রথমতঃ দশমী দিনে স্নান করিয়া মধ্যাহ্নকালে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর পূর্ব্ববৎ সঙ্কল্প করিয়া দ্বাদশী ক্ষেপন করিবে। দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া

ব্রাহ্মণদিগকে যব প্রদান করিবে। কি দান, কি হোম, কি পূজা সকল বিষয়েই শ্রীহরির নামোচ্চারণ করিবে। মহারাজ! এইরূপে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করিয়া চৈত্রাদি চারি মাসে আবার পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুপূজা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সক্তু-পূর্ণ পাত্র প্রদান করিবে। তাহার পর শ্রাবণাদি চারি মাস ব্রাহ্মণদিগকে ধান্য প্রদান করিয়া পরিশেষে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে শুক্লপক্ষীয় দশমীতে প্রযত ও শুচি হইয়া দ্বাদশী দিনে মাস নাম উল্লেখ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। মধ্যে একাদশী দিবসে স্বীয় শক্তি অনুসারে পাতাল ও অষ্টকুলাচল সহিত পৃথিবী প্রস্তুত করাইয়া নারায়ণের পুরোভাগে স্থাপন করিবে। ঐ পৃথ্বী শুভ্র বস্ত্রযুগলে আচ্ছাদিত এবং বীজমন্ত্রে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক। অনন্তর পঞ্চ-রত্নযুক্ত সেই পৃথ্বী যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। তৎপরে প্রভাতে যত্নপূর্ব্বক চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক এক গাভী, এক এক বৃষ, এক এক যুগ্মবস্ত্র, এক এক অঙ্গুরী, এক এক স্বর্ণবলয় ও কর্ণাভরণ এবং এক এক গ্রাম প্রদান করিবে। রাজার পক্ষে এই ব্যবস্থা। আর ব্রতকর্ত্তা দরিদ্র হইলে, স্বীয় শক্ত্যনুসারে আভরণ, স্বর্ণময় মহী, স্বর্ণময় গোযুগল এবং বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করিবে। সর্ব্বাভরণে বিভূষিত করিয়া গোদান করা বিশেষ আবশ্যক।

মহারাজ! একবার এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, পরাৎপর নারায়ণ বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। রাজন্! স্বীয় বিভবানুসারে রজত পৃথ্বী প্রদান করিলেও কোন হানি নাই।

কিন্তু শ্রীহরি স্মরণ করিয়া উহা ব্রাহ্মণসাৎ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনন্তর বিপ্রগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে উপানৎ, ছত্র ও কাষ্ঠপাদুকা প্রদান করিবে এবং বলিবে, "হে দামোদর! হে সর্ব্বদাতা দেব! হে বিশ্বরূপিন্ হরি! তুমি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হও।" মহারাজ! একবার এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া দান ও ব্রাহ্মণভোজন সম্পাদন করিলে, যে ফললাভ হয়, তাহা সহস্র বৎসর কীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারি না। তথাপি এই ব্রত পালন করিয়া যে ফল লাভ হইয়াছিল, উদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সত্যযুগে কঠিন নিয়মধারী ব্রহ্মবাদী এক নরপতি ছিলেন। তিনি পুত্রার্থী হইয়া পরমপ্রভু ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে পিতামহ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। নরপতিও যথানিয়মে ব্রতপালন করিলে বিশ্বরূপী নারায়ণ স্বয়ং তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, রাজন্! তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর।

নরপতি কহিলেন, হে দেবেশ! আমাকে বেদমন্ত্রবিশারদ যজন যাজনাসক্ত কীর্ত্তিমান্ ও আয়ুষ্মান্ এক পুত্র প্রদান কর, যেন তাহাতে পাপের সম্পর্কমাত্র না থাকে; প্রত্যুত সে যেন অসংখ্য গুণের আধার হয়। মহীপতি এই কথা বলিয়া পুনরায় ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে প্রভো! যথায় মুনিগণ অবস্থান করেন এবং যথায় গমন করিলে মানব বীতশোক হয়, আমাকেও সেই শান্তিপ্রদ স্থান প্রদান কর। মহরাজ! চতুরানন তথাস্তু বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। অনন্তর নরপতির বৎসশ্রী নামে এক পুত্র হইল। ঐ পুত্র বেদ বেদাঙ্গপারদর্শী

যজ্ঞযাজী ও বহুবিধ জ্ঞান সম্পন্ন। এমন কি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহার কীর্ত্তি পতাকা উড্ডীন। রাজা, বিষ্ণুর প্রসাদে তাদৃশ প্রতাপবান্ পুত্ররত্ন লাভ করিয়া তপস্যার্থ রমণীয় হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং তথায় ইন্দ্রিয়সকল নিরোধ করত অনাহারে স্তুতিপাঠ করিতে করিতে শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, ভগবন্! নরপতি যে শ্রীহরির স্তুতিপাঠ করিয়াছিলেন, সে স্তুতি কি প্রকার? পুরুষোত্তম নারায়ণের স্তব পাঠ করিয়াই বা তিনি কি ফললাভ করিয়াছিলেন?

দুর্ব্বাসা কহিলেন, মহারাজ! মহীপতি হিমালয় পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া তদ্গতচিত্তে যেরূপে অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণুর স্তব পাঠ করিয়াছিলেন; তাহা এই—হে ক্ষর! হে অক্ষর! হে ক্ষীরসমুদ্র শায়িন! হে ধরাধর! তুমি শরীরধারিগণের পরম ধন! তুমি ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থ! তুমি বিশ্বভোগিগণের অগ্রগণ্য, তুমি নীরাকার। হে প্রভো জনার্দ্দন! তোমায় স্তব করি। তুমি সকলের আদি, তুমি পরমার্থ স্বরূপ, তুমি পুরাতন প্রভু, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি অতীন্দ্রিয়, তুমি বেদবিৎগণের প্রধান। হে শঙ্খপাণে! হে গদাধর! আমাকে রক্ষা কর। হে দেব! হে অনন্তমূর্ত্তে! তুমি বেদবপু ধারণ করিয়াছ। হে দেব! হে বিষ্ণো! পুরাণে যে তোমার মৎস্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে, উহা কেবল সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত; নতুবা আর কিছুই নহে। হে অনেকরূপ! সৃষ্টির রক্ষার্থ তুমি কূর্ম্মরূপ ও মৃগরূপ ধারণ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, কিন্তু হে অচ্যুত! তোমার জন্ম নাই।

হে নৃসিংহ! হে বামন! হে জামদগ্ন্য! হে দশাস্যবংশ-ধ্বংশ-কারিন্! হে বাসুদেব! হে বুদ্ধ! হে কল্কিন্! হে সুরেশ! হে শম্ভো! হে সুরশত্রুনাশন! তোমাকে নমস্কার। হে নারায়ণ! হে পদ্মনাভ! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার। সমস্ত দেবগণ তোমাকে পূজা করিয়া থাকেন। হে সর্ব্বজ্ঞ-প্রধান, তোমাকে নমস্কার; হে করালাস্য! হে নৃসিংহমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার। তুমি বিশাল অদ্রিসমান কূর্ম্ম-রূপ ও সমুদ্রসমান মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছ! হে কোল-রূপিন্! হে অনন্ত! তোমাকে প্রণিপাত করি। হে দেব! হে বিভো! বাস্তবিক তোমার মূর্ত্তি নাই। তবে যে তোমার মূর্ত্তি পরিগ্রহ, সে কেবল সৃষ্টির উপকারসাধন মাত্র। আমি তোমার ধ্যান জানি না, তোমাকে দেখিতেও পাইতেছি না, সেই নিমিত্ত এইরূপ হৃদয়ভাব প্রকাশ করিলাম। হে বিষ্ণো! তুমি আদি যজ্ঞ, যজ্ঞের অঙ্গ ও হবি স্বরূপ। তুমি যজ্ঞীয় পশু ও ঋত্বিক্‌গণের আজ্যস্বরূপ। দেবগণ ও মুনিগণ তোমারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি সুরগণের আদি স্বরূপ, কালস্বরূপ ও অনল স্বরূপ হইয়া অবস্থান করিতেছ। তোমার ইয়ত্তা নাই। হে জনার্দ্দন! আমায় হৃদয়ের অভি-লষিত সিদ্ধি প্রদান কর। হে পদ্মপলাশলোচন! হে বিগ্রহ-ধারিন্! হে নিরাকার! হে হরে! তোমায় নমস্কার। আমি শরণাগত, আমায় সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর।

মহারাজ! নারায়ণ সেই বিশাল আম্রতলবাসী মহাত্মা মহীপালকর্ত্তৃক এইরূপে অভিষ্টুত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ

করিলেন। অনন্তর কুব্জরূপ ধারণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলে আম্রবৃক্ষও কুব্জরূপ ধারণ করিল। ব্রতাবলম্বী রাজা তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই বিশাল আম্র বৃক্ষের কুব্জতার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে যখন এই ব্রাহ্মণ আগমন করিবামাত্র আম্রতরুর এইরূপ অবস্থা হইল, তখন ইনিই ইহার কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। বোধ হয়, ইনিই সেই ভগবান পুরুষোত্তম হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া নরপতি সেই সমাগত ব্রাহ্মণের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! তুমি নিশ্চয়ই পুরুষোত্তম শ্রীহরি। আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ এস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছ। যাহাই হউক্, হরে! যখন সমাগত হইয়াছ, তখন আমাকে স্বীয়রূপ প্রদর্শন কর।

মহারাজ! মহীপতি এই কথা বলিবামাত্র সেই শঙ্খ-চক্র-গদাধর, ব্রাহ্মণবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,রাজেন্দ্র! তুমি এক্ষণে অভিমত বর প্রার্থনা না কর। আমি প্রসন্ন হইলে, ত্রিলোক অতি সামান্য পদার্থ।

নারায়ণ এইরূপ কহিলে,রাজা হর্ষোৎফুল্লনয়নে "দেবেশ। আমাকে মোক্ষ প্রদান কর" এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন ভগবান্ শ্রীহরি পুনরায় কহিলেন, রাজন্! আমার আগমনে এই বিশাল আম্রবৃক্ষ কুব্জভাব ধারণ করিয়াছে, অতএব এই স্থান অদ্যাবধি কুব্জকাম্র তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ব্রাহ্মণাদির কথা দূরে থাক্, যদি তির্য্যক্‌জাতিরাও এই স্থানে

কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের নিমিত্তও পঞ্চশত বিমান এই স্থানে সমুপস্থিত হইবে। যোগিগণ নিশ্চয়ই এই স্থানে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন।

মহারাজ! দেব জনার্দ্দন এই বলিয়া স্বীয় শঙ্খের অগ্রভাগ দ্বারা যেমন তাঁহার শরীর স্পর্শ করিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নির্ব্বাণপদ লাভ হইল। অতএব নরপতে! তুমিও সেই দেব নারায়ণের শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আর তোমাকে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি মোক্ষধর্ম্মের ফললাভ করিয়া থাকেন। মহারাজ! এই শুভব্রতের অনুষ্ঠাতা ইহলোকে সর্ব্ববিধ সম্পদ ভোগ করিয়া চরমে নারায়ণে লীন হইয়া থাকেন।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

ধন্যব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর অত্যুৎকৃষ্ট ধন্যব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, অধন ব্যক্তিও ধন্য হইয়া থাকে। মার্গশীর্ষ মাসে শুক্লপক্ষীয় প্রতি-পদ তিথি উপস্থিত হইলে সেই দিন রজনীযোগে নক্তব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অগ্নিরূপী নারায়ণের পূজা করিবে। প্রথমতঃ বৈশ্যানরায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, অগ্নয়ে নমঃ বলিয়া উদর,

হবির্ভুজায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, দ্রবিণোদে নমঃ বলিয়া ভুজদ্বয়, সংবর্ত্তায় নমঃ বলিয়া মস্তক এবং জ্বলনায় নমঃ বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ পূজা করিবে। এইরূপে দেবাদিদেব নারায়ণের পূজা শেষ হইলে, তাঁহার সম্মুখে কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সেই কুণ্ডোপরি হোম করিবে। তাহার পর ঘৃতসংযুক্ত যাবকান্ন ভোজন করিবে। চারি মাস যাবৎ যেমন শুক্লা প্রতিপদ, তদ্রূপ কৃষ্ণা প্রতিপদ উভয় দিনে ঐরূপ নিয়মে অবস্থান করিবে। তৎপরে চৈত্রাদি চারি মাস ঘৃতসংযুক্ত পায়স ভোজন করিবে। অনন্তর শ্রাবণাদি চারি মাস সক্তু ভোজন করিয়া ব্রতসমাপন করিবে। এইরূপে ব্রত পরিসমাপ্ত হইলে কাঞ্চনময় বহ্নি প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া সেই প্রতিমা রক্ত বস্ত্রযুগলে সমাচ্ছন্ন, রক্তপুষ্প ও রক্তচন্দনে ভূষিত করিবে এবং তৎপরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রিয়দর্শন এক ব্রাহ্মণের গাত্রে কুঙ্কুম বিলেপনপূর্ব্বক রক্তবস্ত্রযুগলে তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া সেই কাঞ্চনময় অগ্নি প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাকেই সমর্পণ করিবে। সমর্পণকালে বলিবে, "যেন আমি ধন্য, ধন্যকর্ম্মা, ধন্যচেষ্ট ও ধন্যবান্ হই, যেন এই ধন্যব্রতপ্রভাবে আমি চিরকাল সুখী হইতে পারি।" এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণকে সমস্ত সমর্পণ করিলে ভাগ্যহীন ব্যক্তিও ধন্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ব্রতপ্রভাবে ইহজন্মে সৌভাগ্য ও প্রচুর ধনধান্য লাভ হইয়া থাকে। অগ্নি, ব্রতানুষ্ঠাতার পূর্ব্ব-জন্ম-জনিত পাতক সকল দগ্ধ করিয়া ফেলেন। পাপসকল বিদূরিত হইলেই লোক বিমুক্ত হয়।

মহরাজ! যে ব্যক্তি এই ধন্যব্রত পাঠ করে এবং যে

ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে, তাঁহারা ইহলোকে ধন্য হইয়া থাকেন। শুনিয়াছি পূর্ব্বে শূদ্রযোনিতে অবস্থানকালে মহাত্মা কুবেরও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

কান্তি-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে সোমদেব যে কান্তি-ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া কান্তিমান হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই উৎকৃষ্ট কান্তিব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে শশধর দক্ষশাপে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া এই ব্রতবলে আবার কান্তিমান্ হন। মহারাজ! কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে বলদেব ও কেশবকে অর্চ্চনা করিয়া নক্তব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। বলদেবায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, কেশবায় নমঃ বলিয়া মস্তক অর্চ্চনা করিবে। ধীমান ব্যক্তি এইরূপে বৈষ্ণবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে তাঁহার দ্বিকলাযুক্ত সোম নামক মূর্ত্তির পূজা করিবে। তাহার পর "অমৃতরূপায় সর্ব্বৌষধিধরায় যজ্ঞিনাং যোগপতয়ে সোমায় পরমাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তাহার পর ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে ঘৃতযুক্ত যবান্ন ভোজন করিবে। ফাল্গু-ণাদি চারি মাস শুচিভাবে পরমান্ন ভোজন করিবে। কার্ত্তিক মাসে ধান্য ও যবদ্বারা এবং আষাঢ়াদি চারি মাস যেমন তিল

দ্বারা হোম করিবে, তদ্রূপ তিলান্ন ভোজন করিবে—ইহাই এই ব্রতের প্রচলিত বিধি। তাহার পর ব্রতাবলম্বী ব্যক্তি, সংবৎসর পূর্ণ হইলে কাঞ্চনময় শশি-প্রতিমূর্ত্তি অথবা রজতময় সোমমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ঐ প্রতিমা শুভ্র বস্ত্রযুগল, শ্বেতপুষ্প ও শ্বেতচন্দনে সংযুক্ত করত ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবে। দান করিবার সময় ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা করিয়া, হে সোমরূপিন্ নারায়ণ। তোমার অনুগ্রহে লোক কেবল কান্তি কেন, সর্ব্বজ্ঞতা ও প্রিয়দর্শনতা লাভ করিয়া থাকে, অতএব তোমাকে নমস্কার” এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রদান করিবে।

মহারাজ! ব্রতান্তে এইরূপ দান করিলেই লোক কান্তিমান্ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অত্রিতনয় সোমদেব এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহাতে ভগবান নারায়ণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার যক্ষ্মারোগ অপনয়ন পূর্ব্বক অমৃত নামক কলা প্রদান করেন। তাহাতেই চন্দ্রমা সেই কলালাভে সোমত্ব ও দ্বিজরাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অশ্বিনীকুমার যুগলকে দ্বিতীয়া তিথিতে সোমভুক্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। উহাঁরা উভয়ে অনন্তদেব, বিষ্ণু এবং শুক্ল পক্ষদ্বয় বলিয়া বিখ্যাত। মহারাজ! জগতে বিষ্ণু ব্যতীত আর অন্য দেবতা নাই। একমাত্র ভগবান্ পুরুষোত্তমই নামভেদে সর্ব্বঘটে অবস্থান করিতেছেন।

———

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

সৌভাগ্য-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! যাহাতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সৌভাগ্য লাভ হয়, অতঃপর সেই ব্রত বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। ফাল্গুন মাসে শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি উপস্থিত হইলে সেই দিন রাত্রিতে শুচি ও সত্যবাদী হইয়া লক্ষ্মী-নারায়ণ ও উমা-মহেশ্বরের পূজা করিবে। যিনিই লক্ষ্মী, তিনিই গিরিরাজতনয়া ভগবতী এবং যিনিই হরি, তিনিই ত্রিলোচন। সমুদায় শাস্ত্রে এবং সমুদায় পুরাণে তাঁহাকে সমভাবে কীর্ত্তন করিয়াছে। যে শাস্ত্র তাহার অতিক্রম করিয়া অন্য প্রকার বর্ণন করে, সে শাস্ত্র নয়, তাহা মানবগণের রহস্যজনক কাব্য। অতএব বিষ্ণুই রুদ্র এবং লক্ষ্মীই গৌরী। যে ব্যক্তি ইহার অন্যথাচরণ করে, লোকে তাহাকে নরাধম ও সর্ব্বধর্ম্ম-বর্জ্জিত নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

মহারাজ! যিনি হর, তিনিই হরি এবং যিনি গৌরী, তিনিই লক্ষ্মী এইরূপ ভাবিয়া যত্নপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সেই সলক্ষ্মীক পরমেশ্বর নারায়ণকে বক্ষ্যমান মন্ত্রে পূজা করিবে। গম্ভীরায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, সুভগায় নমঃ বলিয়া কটিদেশ, দেবদেবায় নমঃ বলিয়া উদর, ত্রিনেত্রায় নমঃ বলিয়া মুখ, বাচস্পতয়ে নমঃ বলিয়া মস্তক এবং রুদ্রায় নমঃ বলিয়া তাঁহার সর্ব্ব শরীর পূজা করিবে। এই রূপে ক্রমে লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ ও গৌরীর সহিত মহেশ্বরকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা

করিয়া তাহার পর তাঁহার সম্মুখে মধু ও তিল-সংযুক্ত ঘৃত-দ্বারা "সৌভাগ্যপতয়ে স্বাহা" বলিয়া হোম করিবে। এই-রূপে পূজা শেষ হইলে ভূমিতলে অলবণ ও অতৈল গোধূমান্ন ভোজন করিবে। শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়াতে যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়াতেও ঐরূপ আচরণ করিবে। এই-রূপে চারি মাস অতীত হইলে আষাঢ়ী দ্বিতীয়া হইতে চারি মাস যবান্নের পায়স ভোজন করিবে। তাহার পর কার্ত্তিক হইতে তিন মাস সংযত ও শুচি হইয়া শ্যামাক ভোজন করিবে। অনন্তর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথি সমাগত হইলে একত্র স্বর্ণময় গৌরী ও মহেশ্বরের অথবা লক্ষ্মীসংযুক্ত নারা-য়ণের প্রতিমূর্ত্তি যথাসাধ্য প্রস্তুত করাইয়া, যে ব্রাহ্মণ সৎ, বিচক্ষণ, অন্নবর্জ্জিত, বেদপারদর্শী ও সদাচারনিরত হইবেন, অথবা যিনি শুদ্ধ শুদ্ধাচার ও বিষ্ণুপরায়ণ হইবেন, তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবে। স্বর্ণপ্রতিমা-প্রদানের সময়, আর ছয়টী পাত্র প্রদান করিতে হয়। উহার প্রথমটি মধুপূর্ণ, দ্বিতীয়টি ঘৃতপূর্ণ, তৃতীয়টি তিলতৈল পূর্ণ, চতুর্থটি গুড়পূর্ণ, পঞ্চমটি লবণ-পূর্ণ, এবং ষষ্ঠটি গোক্ষীরপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। ঐ সমস্ত পূর্ণ পাত্র প্রদান করিলে প্রদাতা বা প্রদাত্রী সপ্তজন্মান্তরেও সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্যশালী হইয়া থাকে।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

অবিঘ্ন-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! সম্প্রতি যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সমুদায় বিঘ্ন বিদূরিত হয়, সেই বিঘ্ননাশন ব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ফাল্গুন মাসের চতুর্থী দিনে এই বিঘ্নবিনাশন ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। সমস্ত দিনের পর রাত্রিকালে তিলান্ন পারণা করিবে। তিলান্নে হোম করিবে এবং ব্রাহ্মণকে তিলান্ন প্রদান করিবে। চারি মাস এই ব্রত পালন করিয়া পরিশেষে পঞ্চম মাসে স্বর্ণনির্ম্মিত গজাননের অর্চ্চনা করিয়া তাহা ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবে। গণপতি প্রদানের সময় পঞ্চ পায়সপাত্র এবং পঞ্চ তিলপাত্র প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিলে আর কোন বিঘ্নই ব্রতকর্ত্তাকে আক্রমণ করিতে পারে না। সগর রাজা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ত্রিপুরাসুর-সংহার-সময়ে ভগবান্ রুদ্র এই ব্রত পালন করিয়া অবলীলাক্রমে ত্রিপুরাসুরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন। আমিও সমুদ্র পান করিবার সময় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে কত শত মহীপাল, কত শত তপোধন এবং কত শত জ্ঞানার্থি-গণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

মহারাজ! বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত শৌর্য্যশালী, ধীরস্বভাব লম্বোদর একদন্ত গজাননের পূজা করিয়া হোম করা কর্ত্তব্য।

ইহা করিলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় বিঘ্ন বিদূরিত হয়। গজাননদানে লোক কৃতার্থ হইয়া থাকে।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

শান্তি-ব্রত।

মহারাজ! এক্ষণে যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে গৃহিগণের কামনা সুসিদ্ধ হয়, এক্ষণে সেই শান্তিব্রতের বিবরণ বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ পালন করিতে হয়। উষ্ণ—অর্থাৎ অগ্নিপক্ক সামগ্রী ভক্ষণ না করাই এ ব্রতের বিধি। রজনীযোগে শেষোপরিস্থিত দেবাদিদেব হরিকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। অনন্তায় নমঃ বলিয়া পাদদ্বয়, বাসুকয়ে নমঃ বলিয়া কটিদেশ, তক্ষকায় নমঃ বলিয়া জঠর, কর্কোটকায় নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল, পদ্মায় নমঃ বলিয়া কণ্ঠ, মহাপদ্মায় নমঃ বলিয়া বাহুযুগল, শঙ্খপালায় নমঃ বলিয়া মুখ এবং কুটিলায় নমঃ বলিয়া মস্তক পূজা করিবে। এইরূপে বিষ্ণুর সহিত অনন্তদেবকে পূজা করিয়া পুনরায় পৃথক ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। দুগ্ধ দ্বারা শেষদেবের স্নান করাইবে কিন্তু শ্রীহরির নামোল্লেখ না করিরা করিবে না। শ্রীহরিসমন্বিত অনন্তদেবের পুরোভাগে সতিল দুগ্ধে হোম করিবে। সংবৎসর কাল এইরূপ নিয়মে চলিবার পর ব্রাহ্মণ ভোজন

করাইবে। কাঞ্চনময় নাগপ্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিবে। মহারাজ! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ নিয়মে এই শান্তি-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, শান্তিদেবী নিশ্চয়ই তাঁহার হস্তগত হন এবং নাগগণ হইতে তাঁহার ভয়ের লেশমাত্র থাকে না।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

কাম্য ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সঙ্কল্প করিবামাত্র মনস্কামনা সুসিদ্ধ হয়, এক্ষণে সেই কাম-ব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পৌষমাসের শুক্ল পক্ষীয় পঞ্চমীতে ভোজন করিয়া তৎপর দিবস ষষ্ঠী তিথিতে ফলমাত্র ভক্ষণ করিবে। এক বৎসর কাল এইরূপে কেবল ফলাশনে ষষ্ঠী তিথি যাপন করিবে। তাহার পর দিন যতবাক্ হইয়া শুদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে, অথবা ব্রাহ্মণগণের সহিত এক দিবস অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন কেবল ফলাশনে অতিবাহিত করিয়া পর দিবস সপ্তমীতে পারণা করিবে। এক বৎসর কাল ঐ রূপ নিয়মে গুহরূপী কেশবকে অর্চ্চনা করিয়া ব্রত পালন করিবে। ষড়ানন, কার্ত্তিকেয়, সেনানী, কৃত্তিকাতনয়, কুমার ও স্কন্দ এই সকল নাম উল্লেখ করিয়া নারায়ণেরই রূপান্তর পূজা করিবে। এইরূপে ব্রত সমাপন হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন

সম্পাদন করিবে। অনন্তর সুবর্ণনির্ম্মিত ষড়ানন-প্রতিমূর্ত্তি আচার্য্যের হস্তে এই বলিয়া সমর্পণ করিবে যে, "হে দেব কুমার! আমি ভক্তিপূর্ব্বক তোমার এই প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ-হস্তে সমর্পণ করিতেছি যেন আমার সমুদায় আশা পরিপূর্ণ হয়। বিপ্রবর! আর বিলম্ব করিবেন না, এই গ্রহণ করুন"।

মহারাজ! এইরূপে পূজা করিয়া ঐ স্বর্ণময় ষড়ানন ব্রাহ্মণ হস্তে সমর্পণ করিলে ঐহিক আশা সকল পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এমন কি অপুত্র ব্যক্তি পুত্র, নির্দ্ধন ব্যক্তি ধন এবং রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি রাজত্ব লাভ করিয়া থাকে তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তী নল ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া যখন ঋতুপর্ণ রাজার ভবনে অবস্থান করেন, তখন এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতেই পুনরায় তাঁহার রাজত্ব লাভ হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য রাজ্যভ্রষ্ট নরপতিরাও এই ব্রতবলে পুনর্ব্বার স্ব স্ব রাজ্য স্ববশে আনয়ন করিয়াছেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

আরোগ্য-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে সর্ব্বপাপ-বিনাশন অতি পবিত্র আরোগ্য নামক অপর এক ব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ব্রতে হে আদিত্য! হে ভাস্কর! হে রবে! হে সূর্য্য! হে দিবাকর! হে প্রভাকর! তোমাকে

পূজা করি, এই বলিয়া অর্চ্চনা করণানন্তর এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ষষ্ঠী দিনে সংযম করিয়া সপ্তমী দিবসে অনাহারে ভানুকে পূজা করত অষ্টমী দিবসে ভোজন করিবে, ইহাই এই ব্রতের বিধি। যিনি এই নিয়মে সংবৎসর কাল রবিকে অর্চ্চনা করেন তাঁহার ইহলোকে আরোগ্য, ধন ও ধান্য লাভ এবং পরলোকে তাদৃশ পুণ্যস্থান লাভ হইয়া থাকে যে, তথা হইতে আর তাহাকে ধরায় প্রত্যাগমন করিতে হয় না। মহারাজ! পূর্ব্বে অনরণ্য নামে মহাবল পরাক্রান্ত সার্ব্বভৌম এক রাজা ছিলেন। তিনিই পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে দিবাকরকে অর্চ্চনা করিলে, ভাস্কর দেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আরোগ্য প্রদান করেন।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, মুনিবর! রাজা অনরণ্য কি রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন? কিরূপেই বা আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন? তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া রোগাক্রান্ত হইলেন কেন?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! মহাবল মহীপতি পূর্ব্বে একদিন দেবগণনিষেবিত দিব্য মানস সরোবরে গমন করেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, সরোবরের মধ্যভাগে প্রকাণ্ড এক শ্বেত পদ্ম বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দ্বিভুজ এক পুরুষ তথায় অবস্থান করিতেছেন। উহাঁর সর্ব্বাঙ্গ রক্তবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কিন্তু তথাপি যেন তেজঃপ্রভায় সমস্ত উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে রাজা সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সারথে! তুমি ত্বরায় আমার নিমিত্ত ঐ পদ্মপুষ্পটী আনয়ন কর। আমি এই পদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া

সকলের নিকট শ্লাঘ্য হইব। অতএব তুমি আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিও না।

রাজা এই কথা বলিলে, সারথি সেই পদ্মানয়নার্থ সরোবরে অগ্রসর হইল। অনন্তর নিকটবর্ত্তী হইয়া যেমন পদ্ম স্পর্শ করিল, অমনি তন্মধ্য হইতে এমন এক হুঙ্কার শব্দ সমুত্থিত হইল যে, তাহাতেই সারথির পঞ্চত্ব লাভ এবং নরপতির কুষ্ঠ রোগ প্রাপ্তি হইল। রাজার আর সে বল বীর্য্য রহিল না, শরীর একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন অনরণ্য তদ্দর্শনে সাতিশয় শোকার্ত্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে ঐ বিষয় আন্দোলন করিতেছেন, ইত্যবসরে ব্রহ্মপুত্র মহাতপা বশিষ্ঠ সহসা তথায় সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, রাজন্! ইতিপূর্ব্বে তুমি ত পরম রূপবান্ ছিলে? এক্ষণে তোমার দেহ এরূপ বিরূপ হইল কেন?

রাজা অনরণ্য বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া পদ্মের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ তৎ শ্রবণে নরপতিকে কহিলেন, রাজন্! তুমি সাধু আবার অসাধু। তোমার শরীরে পাপস্পর্শ হইয়াছে, সেই নিমিত্ত তুমি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছ।

মহর্ষি এইরূপ কহিলে নরপতি কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, মুনিবর! কেনই বা আমাকে সাধু এবং কেনই বা আমাকে অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? কেনই বা আমি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলাম? সমুদায় বিবৃত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, নরপতে! এই ত্রিলোকবিখ্যাত পদ্ম ব্রহ্মা হইতে সম্ভূত হইয়াছে। এই পদ্ম দর্শন করিলে, সমুদায় দেবতার দর্শন লাভ হয়। এই সরোবরে ছয় মাস কাল এই পদ্ম

দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দর্শন করিবামাত্র যে ব্যক্তি জলে নিমগ্ন হয়, তাহার আর পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না। সে একেবারে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করে। প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মার মূর্ত্তি সলিলে নিবিষ্ট ছিল, এক্ষণে ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জলে মগ্ন হইলে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। রাজন্! তোমার সারথি ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া জলে মগ্ন হইয়াছে; আর তুমি উহাকে বিনাশ করিবার বাসনায় জলে প্রবেশ করিয়াছ, সুতরাং দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার শরীরে পাপস্পৃষ্ট হইয়াছে, তুমি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছ। মহারাজ! তুমি প্রথমে ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমাকে "সাধু" এবং দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ মোহে অভিভূত হইয়াছ, সেই নিমিত্ত, "অসাধু" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠদেব মহীপতি অনরণ্যকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে নরপতিও সেই কথা শ্রবণে পরম প্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন তথায় গমনাগমন করিতে করিতে সাক্ষাৎকার লাভ হইল। দেবগণও ঐ পদ্মকে কাঞ্চন পদ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং বলিয়া থাকেন যে, এই ব্রহ্মপদ্ম এবং পদ্মগত হরিকে দর্শন করিলে আমরা পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইব। আর আমাদিগকে স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে হইবে না।

মহারাজ! কুষ্ঠরোগের অন্য কারণও নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। স্বয়ং আদিত্যদেব ঐ পদ্মের গর্ভে বিরাজমান ছিলেন। তদ্দর্শনে রাজা "ইনিই শাশ্বত পরমাত্মা, ইহাঁকে মস্তকে ধারণ করিলে খ্যাতি লাভ করিতে পারিব" এই মনে

করিয়া তুমি সারথিকে পদ্ম গ্রহণে প্রেরণ করিয়াছিলে, সুতরাং সারথি পদ্ম স্পর্শ করিবামাত্র পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে এবং তুমি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছ। অতএব মহারাজ! তুমি এই আরোগ্য-ব্রতের অনুষ্ঠান কর, এই ব্রত করিলে অনায়াসে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইবে।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

পুত্রপ্রাপ্তি-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! আর এক প্রকার পুত্রপ্রাপ্তি-ব্রতের কথা বিস্তারিত কহিতেছি, শ্রবণ কর। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয় অষ্টমীতে এ ব্রত পালন করিতে হয়। সপ্তমী তিথিতে সঙ্কল্প করিয়া পরদিন অষ্টমীতে দেবকীর অঙ্কে আসীন মাতৃগণ-পরিবেষ্টিত হরিকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর কৃষ্ণতিল ও যব ঘৃতসংযুক্ত করিয়া শ্রীহরির হোম করত স্বীয় শক্ত্যনুসারে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। তাহার পর স্বয়ং প্রথমে উৎকৃষ্ট বিল্ব ভোজন করিয়া পরে স্নেহাদি নানাবিধ রসযুক্ত অন্যান্য সামগ্রী ইচ্ছামত ভোজন করিবে। এইরূপে সংবৎসর কাল প্রতি মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতে উপবাস করিয়া হরিকে অর্চ্চনা করিলে অপুত্র ব্যক্তি পুত্রবান্ হইয়া থাকে।

মহারাজ! পূর্ব্বে মহাবল পরাক্রান্ত রাজা শূরসেন

অপুত্রতানিবন্ধন হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া কঠোর তপস্যা অবলম্বন করেন। তপশ্চরণ করিতে করিতে দেবাদিদেব মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া উমার সহিত তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু প্রথমে উপস্থিত হইয়াই জিজ্ঞাসিলেন, রাজন্! তুমি কি নিমিত্ত এই কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিয়াছ? সত্য করিয়া বল, তাহা হইলে আমি তোমাকে অভীষ্ট প্রদান করিব। রাজা মহাদেবকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন, "ভগবন্! আমি অপুত্র বলিয়া এইরূপ তপস্যা করিতেছি"। তখন দেবাদিদেব নরপতিকে এই ব্রতের ব্যবস্থা প্রদান করিলে, রাজা শূরসেন ইহার অনুষ্ঠান করিয়া অতি ভাগ্যধর বিবিধ ব্রতবান্ বসুদেব নামে পুত্র লাভ করেন এবং পরিণামে সেই পুত্রই তাঁহার নির্ব্বাণপদ লাভের কারণ হয়। মহারাজ! এই আমি তোমায় কৃষ্ণাষ্টমী ব্রতের বিবরণ বিবৃত করিলাম, সংবৎসর অতীত হইলে, ব্রাহ্মণকে গোধনযুগল প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আমি তোমার নিকট অপুত্র-ব্রতের কথা কীর্ত্তন করিলাম। ইহার অনুষ্ঠানে মানব সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

শৌর্য্য-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! যে শৌর্য্য-ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে নিতান্ত ভীরু ব্যক্তিরও শূরত্ব লাভ হয়, এক্ষণে সেই অত্যুৎকৃষ্ট শৌর্য্য-ব্রতের কথা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। আশ্বিন মাসে শুক্লা সপ্তমীতে সঙ্কল্প করিয়া অষ্টমী দিনে সিদ্ধান্ন মাত্র পরিত্যাগ করিয়া নবমী তিথিতে উপবাস সহকারে ব্রতানুষ্ঠান করিবে। প্রথমতঃ ভক্তিপূর্ব্বক মহামায়া মহাপ্রভা মহাভাগা দেবী দুর্গাকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এইরূপে সংবৎসর কাল দেবী দুর্গার অর্চ্চনা করিয়া যথাবিধি উপবাস করিবে। পরে ব্রত সমাপ্ত হইলে স্বীয় শক্তি অনুসারে কুমারীগণকে বস্ত্র ও স্বর্ণাভরণে অলঙ্কৃত করিয়া ভোজন করাইবে, এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকট "হে দেবি! আমার প্রতি প্রসন্ন হও" এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। মহারাজ! এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তিও পুনরায় রাজ্য, অবিদ্য ব্যক্তি বিদ্যা এবং ভীরু ব্যক্তি শৌর্য্য লাভ করিয়া থাকে, তাহার আর সংশয় নাই।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

সার্ব্বভৌম-ব্রত।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে মহীপতি সার্ব্বভৌম হইতে পারেন, এক্ষণে সেই সার্ব্বভৌম-ব্রতবৃত্তান্ত বিস্তারিত কহিতেছি, শ্রবণ কর। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমীতে সমস্ত দিন অনাহারে যাপন করিয়া রজনী-যোগে নিয়মিত আহার করিবে। দিবসে নানাবিধ পুষ্পে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া পরিশেষে সেই ব্রত-বান্ নরপতি প্রত্যেক দিকে বিশুদ্ধ বলি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহা-দিগের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে যে, হে দিক্সকল! তোমরা জন্ম জন্ম আমার নিকট অবস্থান কর। এইরূপ প্রার্থনা করিবার পর বলি প্রদান করিয়া রাত্রিকালে প্রথমে সুসংস্কৃত দধিযুক্ত অন্নমাত্র ভোজন করিয়া পরিশেষে ইচ্ছা-মত ভোজন করিবে।

মহারাজ! যে নরপতি সংবৎসর কাল এইরূপ নিয়মে ব্রতানুষ্ঠান করেন, দিগ্বিজয় তাঁহার হস্তগত। যে ব্যক্তি অগ্র-হায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া সম্বৎ-সর কাল সমুদায় শুক্লা একাদশী যথাবিধি অনাহারে যাপন করেন, ধনপতি কুবের পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিমত ধন প্রদান করিয়া থাকেন। আর যিনি কি শুক্লপক্ষীয়, বা কৃষ্ণপক্ষীয় উভয় একাদশীই অনাহারে ক্ষেপণ করিয়া দ্বাদশী দিবসে পারণা করেন, তাহাকে বৈষ্ণব ব্রত কহে। অর্থাৎ তাহাতে বিষ্ণু পরম পরিতুষ্ট হন। এরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিলে ঘোর-

তর পাতক সকল একেবারে বিদূরিত হয়।) ত্রয়োদশী দিবসে নক্তব্রত প্রতিপালন করিবার নাম ধর্ম্মব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে আরম্ভ করিয়া কি শুক্ল, কি কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে সম্বৎসর কাল নক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে রৌদ্রব্রত কহে। অর্থাৎ তাহাতে রুদ্রদেব পরম পরিতুষ্ট হন। আর শুক্ল পক্ষীয় পঞ্চদশী অর্থাৎ পূর্ণিমা এবং কৃষ্ণ-পক্ষীয় পঞ্চদশী অর্থাৎ অমাবস্যায় নক্তব্রত অবলম্বন করাকে পিতৃব্রত কহে। অর্থাৎ ইহাতে পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

মহারাজ! যে ব্যক্তি পঞ্চদশবর্ষ যাবৎ যে পরিমাণে তিথি-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সেই পরিমাণে ফললাভ হইয়া থাকে। এমন কি, এক কল্প কাল এইরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সহস্র অশ্বমেধ এবং একশত রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। মহারাজ! এই সমুদায় তিথিব্রতের মধ্যে যিনি একটি মাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার শত শত পাতক বিলুপ্ত হয়। আর যে নরপতি ইহার সমুদায় ব্রত প্রতিপালন করেন, তাঁহার দেহ নির্ম্মল হইয়া থাকে এবং তিনি বিরজ-নামক লোক সকল লাভ করিয়া থাকেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদপুরাণ-সূচনা।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, হে ধর্ম্মবিদ্ ব্রহ্মন্! যদি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা আপনার নয়ন বা জ্ঞানপথবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমায় বিস্তারিত কীর্ত্তন করুন। কারণ শ্রবণপিপাসা আমাকে একান্ত উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে।

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! আর আশ্চর্য্য কথা কি বলিব; এক ভগবান্ জনার্দ্দনই অতীব আশ্চর্য্য বস্তু। তাঁহার বিষয়েই নানাবিধ আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি এবং বিদিত আছি। পূর্ব্বে নারদ ঋষি এক দিন শ্বেতদ্বীপে শঙ্খ, চক্র ও পদ্মধারী তেজঃ-পুঞ্জ কলেবর কতকগুলি পুরুষ দর্শন করিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইহাঁদিগের মধ্যে ইনিই বিষ্ণু, কি ইনিই বিষ্ণু, কি ইনিই বিষ্ণু; কে বিষ্ণু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাই হউক এক্ষণে সেই শঙ্খচক্র-গদাধর দেব কৃষ্ণকে আরাধনা করি, তাহা হইলেই কে পরম দেব প্রভু নারায়ণ, তাহা অনায়াসেই জানিতে পারিব। এই-রূপ স্থির করিয়া ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ সেই পরমেশ্বর দেব শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। গলদশ্রুনয়নে ধ্যান করিতে করিতে দেবমানের সহস্র বৎসর সমতীত হইল। তখন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহি-লেন, হে ব্রহ্মসুত! হে মহামুনে! তোমার অভিমত বর কি, প্রার্থনা কর, আমি এই ক্ষণেই প্রদান করিতেছি।

ঋষিবর নারদ কহিলেন, ভুবনেশ্বর! অচ্যুত! আমি দেব-

মানের এক সহস্র বৎসর তোমার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলাম, এক্ষণে যদি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাক, বল দেখি, তোমায় লাভ করিবার সহজ উপায় কি ?

দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, দ্বিজবর ! যাহারা পৌরুষ-সূক্ত অবলম্বন করিয়া আমার উপাসনা বা সংহিতা অধ্যয়ন করে, তাহারা অবিলম্বেই আমাকে প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ আমি সর্ব্বদাই তাহাদিগের সমীপে বিদ্যমান থাকি। এমন কি বেদশাস্ত্র আয়ত্ত করিতে না পারিয়া যদি পঞ্চরাত্র মাত্র অবলম্বন করে, অর্থাৎ পঞ্চরাত্র কথিত নিয়মানুসারে আমার উপাসনা করে, তাহা হইলেও তাহারা অচিরে আমাকে লাভ করিতে পারে ; কিন্তু পঞ্চরাত্র কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে, শূদ্রের নিমিত্ত নহে। আমার নামোচ্চারণ ভিন্ন শূদ্রগণের অন্য পূজার প্রয়োজন নাই। দ্বিজবর ! আমি পূর্ব্বকল্পে এইরূপ পুরাতন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছি যে, যদি সহস্র লোকের মধ্যে কেহ পঞ্চরাত্র গ্রহণ করে, কর্ম্মক্ষয়ের পর যদি কেহ আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে এই পঞ্চরাত্র নিয়ত তাহার অন্তরে জাগরূক থাকিবে। তদ্ভিন্ন যাহারা রাজস বা তামস ভাবের বশীভূত হয়, তাহারা কখনও আমার প্রতি আসক্ত হয় না। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে সত্ত্ব-গুণের আধিক্য, সুতরাং সত্ত্বগুণাবলম্বীরা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলিযুগে রজ ও তমোগুণেরই প্রাবল্য ; সুতরাং তাহারা আমাকে লাভ করিতে পারে না। বৎস নারদ! সম্প্রতি তোমায় অন্য বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার নির্দ্দিষ্ট পঞ্চরাত্র বৃত্তান্ত যদিও পরম দুর্ল্লভ, তথাপি আমি

বলিতেছি যে, আমার অনুগ্রহে ইহা তোমার অনায়াসলভ্য হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। (বৎস! বেদশাস্ত্র, পঞ্চরাত্র, ভক্তি ও যজ্ঞ এই সকল উপায়ে আমি মানবগণের সুখলভ্য হইয়া থাকি; নতুবা অযুতকোটি বৎসরেও কেহ আমাকে লাভ করিতে পারে না।) মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ নারদকে এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে নারদও স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ঃ।

বিষ্ণুর আশ্চর্য্য মহিমা।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, ভগবন্! সিত ও অসিত নামক যে দুই স্ত্রী জগতে বিদ্যমান আছেন তাঁহারা কে? তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত শুভদাত্রী? কোন পাবন পুরুষ সপ্তধা বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন? যিনি দুই দেহ ও ষট্ মস্তক ধারণ করিয়া দ্বাদশধা বিভক্ত হইয়াছেন, তিনি কে? চন্দ্র ও সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া যে দাম্পত্য হয়, সে দাম্পত্য কি? কাহাহইতে এই জগত বিতত হইল।

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন! তুমি যে সিত ও অসিত নাম্নী দুই স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, উহারা দুই ভগিনী। উহাদিগের বর্ণ দুই প্রকার। ঐ নারীকে রাত্রি কহে। আর যে একমাত্র পুরুষ সপ্তধা বিভিন্ন হইয়া রহিয়াছেন; তিনি সপ্ত

সমুদ্র। আর যিনি দুই দেহ ও ষট্ মস্তক ধারণ করিয়া দ্বাদশধা বিভক্ত হইয়াছেন, তিনি সংবৎসর। তাঁহার দুই গতিই দুই শরীর, এবং ছয় ঋতু তাঁহার ছয় মুখ। আর যে দম্পতীর কথা কহিলেন, উহাঁরা দিবাকর ও নিশাকরনিষ্ঠ অহোরাত্র। আর যাঁহাহইতে এই জগতের আবির্ভাব হইয়াছে তিনিই পরম দেব বিষ্ণু। বেদবিবর্জ্জিত অসাধু ব্যক্তিরা কখনও তাঁহাকে দর্শন করিতে পায়না।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

পূর্ব্বতন ইতিহাস।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, মুনিবর! যে পরমাত্মা দেব সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন, সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগে তাঁহাকে কিরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়? যুগে যুগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের আচার কিপ্রকার? বিজাতীয় স্ত্রী-সংসর্গে কি প্রকারে ব্রাহ্মণগণের শুদ্ধি লাভ হয়?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! সত্যযুগে সাত্ত্বিক ধর্ম্ম, ত্রেতা-যুগে সাত্ত্বিক ও রাজসিক, দ্বাপরে কেবল রাজসিক, আর কলিযুগে কেবল তামসিক ধর্ম্ম।

মতিমন্! পৃথু, ইক্ষ্বাকু ও সর্যাতি প্রভৃতি ধার্ম্মিক নর-পতিরা যখন রাজপদে আসীন, তখন সত্যযুগ। সত্যযুগে সাত্ত্বিক বৃত্তিই তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন। মান্ধাতা, বাণ,

সগর ও হৈহয় প্রভৃতি রাজন্যগণ যখন সিংহাসনে অধিরূঢ়, তখন সাত্ত্বিকী ও রাজসী উভয় বৃত্তিই তাঁহাদিগের অবলম্বন। যখন যুধিষ্ঠির ও জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত, তখন দ্বাপরযুগ। দ্বাপরযুগেই রাজসী বৃত্তি তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন। আর যখন বেদ, বামন, দণ্ড ও সৌবল প্রভৃতি নরপতিগণ সিংহাসন অধিকৃত করিয়াছেন, তখন কলি প্রবৃত্ত; সুতরাং কলিবৃত্তি অর্থাৎ তামসী বৃত্তিই তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন। (ধর্ম্ম সত্যযুগে চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলিযুগে একপাদ। বিষ্ণু সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, দ্বাপরে পিঙ্গলবর্ণ এবং কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহাকে সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় ধ্যান, দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিতে দানাদি ধর্ম্ম দ্বারা আরাধনা করিতে হয়।) মহারাজ! এই রূপে যুগে যুগে তাঁহাকে বিভিন্ন প্রকারে আরাধনা করিতে হয়। মানবগণ যুগে যুগে যেরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ সত্যযুগে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন ও যোগাবলম্বন প্রভৃতি কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া থাকে; দ্বাপরে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞে দক্ষিণাদান, ব্রত ও যাগযজ্ঞাদি কার্য্যে তৎপর হইয়া থাকে; কলিযুগে লোক কেবল কাম, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ও লোভপরায়ণ হইয়া থাকে। এক্ষণে কলির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। কলিযুগে লোক প্রায়ই বিধর্ম্মী হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ প্রায়ই জাতিভ্রষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগণ এই যুগে অগম্যাগমন, মিথ্যাকথন ও স্বগোত্র-বিবাহ-জনিত দোষে লিপ্ত হইয়া

থাকেন। নরপতিগণ সতত ধনলুব্ধ হইয়া ব্রহ্মহিংসা করিয়া থাকেন। বৈশ্যগণ সত্যের দিকে পদার্পণ করেন না। শূদ্রগণ ঘোরতর অভিমানী ও গর্ব্বিত হইয়া উঠে। এ সময় ব্রাহ্মণ-গণের কিছুমাত্র আচার থাকে না; প্রত্যুতঃ একেবারে খাদ্যা-খাদ্য বিচারশূন্য হইয়া উঠেন এবং বলিয়া থাকেন "সুরা-পানের দোষ কি?" তখন লোকের কষ্টের পরিসীমা থাকে না। চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-গণ অগম্যাগমন করিয়া আবার কিরূপে শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন? কোন্ রমণী গম্য ও কোন্ রমণীই বা অগম্য?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! (ব্রাহ্মণ চারিবর্ণে, ক্ষত্রিয় তিন বর্ণে এবং বৈশ্য দুই বর্ণে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু শূদ্র এক বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণে বিবাহ করিতে পারে না।) ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যের এবং বৈশ্যা শূদ্রের অগম্য। ফলতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনুও বলিয়াছেন যে, অধম বর্ণ কখনও উত্তম বর্ণের স্ত্রীগমন করিবে না। মাতৃ ও পিতৃষ্বসা, শ্বশ্রূ, ভ্রাতৃপত্নী, স্বগোত্রজা, পুত্রবধূ, দুহিতা, মিত্রপত্নী, রাজপত্নী ও ভগিনী এবং অধমবর্ণের পক্ষে উত্তমবর্ণা স্ত্রী ইহারা অগম্যা —অর্থাৎ যত্নপূর্ব্বক ইহাদিগের নিকট গমন পরিত্যাগ করিবে। রজকী প্রভৃতি নীচ স্ত্রীও অগম্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অগম্যাগমন করিলে পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়। এমন কি বিযোনি গমন করিলে, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য বিলুপ্ত হয়। কিন্তু শতবার প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। বর্ণসঙ্কর নিয়মে বহুকাল ধরিয়া ব্রাহ্মণের যে সকল পাতক সঞ্চিত হয়,

দশবার প্রণবযুক্ত গায়ত্রী জপ করিলে এবং তিন শতবার প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। প্রাণায়াম ও গায়ত্রী জপে অন্য পাতকের কথা দূরে থাক্, ব্রহ্মহত্যা পাতকও বিদূরিত হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ-পুঙ্গব ধ্যানাদি দ্বারা পরম পুরুষ নারায়ণকে বিদিত হন এবং তাঁহার পূজা করেন, তাঁহার পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না। বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ শত শত পাপের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে বিলিপ্ত হয়েন না। কারণ যে ব্যক্তি অহরহ বিষ্ণু স্মরণ, বিষ্ণুর পূজা, বেদপাঠ ও দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহার আবার পাতক কি? এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও অনায়াসে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। রাজন্! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতারাও যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপ কীর্ত্তিত হইল।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি দীর্ঘজীবী, অতএব আপনার শরীরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে আনুপূর্ব্বিক আমাকে সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! আমার এই দেহ বহুকল্প সমতীত করিয়াছে ও করিবে। বিশেষতঃ বেদবিদ্যানিবন্ধন

অতীব শুদ্ধি লাভ করিয়াছি। সুতরাং এ দেহে কত যে কৌতুকাবহ ঘটনা পরিদৃষ্ট হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মহারাজ! আমি এই পৃথিবী পরিভ্রমণ উপলক্ষে এক দিন ইলাবৃত বর্ষে গমন করিলাম। ঐ বর্ষ অতি বিস্তীর্ণ এবং সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে অবস্থিত। তথায় প্রবেশমাত্র রমণীয় এক সরোবর আমার নয়নগোচর হইল। ঐ সরোবরের তীরে এক সুদীর্ঘ পর্ণকুটীর বিরাজমান। দেখিলাম, চীরবল্কলধারী, তপঃকৃশ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট এক ঋষি তথায় আসীন রহিয়াছেন। দর্শনমাত্র তিনি কে, জানিবার জন্য আমার পরম কৌতূহল উপস্থিত হইল। তখন আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, ব্রহ্মন্! আমি অতি শ্রান্ত হইয়া আপনার নিকট সমাগত হইতেছি, অতএব আমাকে অতিথি সৎকার প্রদান করুন। তখন সেই তপোধন স্বাগত প্রশ্নান্তে আমাকে কহিলেন, "দ্বিজবর! এ স্থলে অগ্রসর হইয়া কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন্, আমি আপনার অতিথি সৎকার করিতেছি।" তাপস এই কথা বলিবামাত্র আমি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কুটীরে প্রবেশ ও ভূতলে উপবেশন করিলাম, এবং দেখিলাম, যেন তাঁহার কলেবর হইতে তেজঃপ্রভা বিনিঃসৃত হইতেছে। তিনি আমাকে ভূতলে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া এক হুঙ্কার শব্দ করিলেন; তৎক্ষণাৎ ভূমিতল ভেদ করিয়া পাঁচটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা উদ্গত হইল। তাহার একের হস্তে কাঞ্চনময় পীঠ, অপরের হস্তে সলিল। জলহস্তা কন্যা অল্পে অল্পে জল প্রদান করিতে লাগিল এবং অপরা আমার পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিতে

আরম্ভ করিল। অবশিষ্ট দুই জন আমার উভয় পার্শ্বে অবস্থান করিয়া ব্যজনহস্তে বীজন করিতে লাগিল। তখন তাপসবর পুনরায় হুঙ্কার শব্দ করিয়া উঠিলেন, সেই হুঙ্কার শব্দের পরক্ষণেই যোজনবিস্তৃত এক সুবর্ণদ্রোণী পৃষ্ঠে এক মকর সরোবরে ভাসমান হইল। ঐ দ্রোণীর উপর শতকুম্ভ হস্তা শত নারী বিরাজমান। তখন সেই ঋষিবর আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! এ সমস্ত আপনার স্নানের নিমিত্তই পরিকল্পিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আপনি এই দ্রোণীমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্নানকার্য্য সম্পাদন করুন। তখন আমি ঋষিবাক্যে যেমন দ্রোণীমধ্যে প্রবেশ করিলাম, অমনি সেই দ্রোণী সরোবরে নিমগ্ন হইল; সুতরাং আমিও নিমগ্ন হইলাম। আমি যেমন সেই জলে নিমগ্ন হইলাম, অমনি দেখিলাম, আমি সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে রহিয়াছি; সেই ঋষি তথায় আসীন রহিয়াছেন, সেই পুরীও তথায় বিরাজমান। তথায় সপ্ত সমুদ্র, অষ্ট কুলাচল ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবী বিরাজ করিতেছে।

মহারাজ! অদ্যাপি আমি সেই লোকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে চিন্তা করিতেছি। কবে যে আমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব, সেই চিন্তায় আমার মন একান্ত আকুল হইয়াছে। আমার দেহে যে আশ্চর্য্য ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছি, এই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয় কীর্ত্তন কর।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

ভদ্রাশ্ব কহিলেন, ভগবন্! মেরুশিখরে লোকদর্শনের পর আপনি সেই পরম পুরুষের লাভের নিমিত্ত কোন্ ব্রত বা কি তপস্যা বা কোন ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন?

অগস্ত্য কহিলেন, রাজন্! ভক্তিভাবে হরিকে আরাধনা না করিয়া কোন লোকেরই কামনা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, হরিসাধন করিতে পারিলে সমুদায় লোক সাধকের হস্তগত হয়। এইরূপ ভাবিয়া আমি শত বর্ষ পর্য্যন্ত ভূরিদক্ষিণক বিবিধ যজ্ঞে সেই সনাতন যজ্ঞমূর্ত্তি জনার্দ্দন বিষ্ণুকে আরাধনা করিতে লাগিলাম। বহু কালের পর এক দিন ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিলে তাঁহারা সকলেই সমাগত হইয়া স্ব স্ব স্থানে আসীন হইলেন। ঐ সময় দেবাদিদেব বিরূপাক্ষ ত্র্যম্বক নীললোহিত ভগবান্ বৃষভধ্বজ তথায় সমাগত হইলেন। তিনিও স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন।

মহারাজ! এইরূপে দেবগণ, ঋষিগণ ও মহোরগগণ আগমন করিয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলে, ত্রসরেণু প্রমাণ পদ্মসম্ভব ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগী ভগবান সনৎকুমার সূর্য্যসন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক অবনতমস্তকে রুদ্রদেবের চরণে প্রণাম করিলেন। আমি এইরূপে সমস্ত দেবতা, নারদাদি সমুদায় ঋষি এবং রুদ্রদেব ও সনৎকুমারকে দর্শন করিয়া কহিলাম, সুরসত্তম! আপনাদিগের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রধান ও কাহাকেই বা সর্ব্বাগ্রে পূজা করিতে হইবে?

আমি এইরূপ কহিলে রুদ্রদেব সমুদায় সুরগণের সমক্ষে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, সমুদায় দেবসমাজ, সমুদায় দেবর্ষিসমাজ, সমুদায় ব্রহ্মর্ষিসমাজ ; যাঁহারা এস্থলে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন, এবং হে মহাবুদ্ধে অগস্ত্য! তুমিও, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়, যাঁহাহইতে সমুদায় জগৎ সংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে, আবার সত্বর সমুদায় জগৎ যাঁহাতে বিলীন হয়, সেই সর্ব্বরূপী জনার্দ্দন নারায়ণই সমস্ত দেবতার অগ্রগণ্য। তিনি সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ে আপনাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এক মূর্ত্তি রজ ও তমোগুণের এবং অপর মূর্ত্তি রজ ও সত্ত্ব গুণের আশ্রয়। তিনি স্বীয় নাভিকমল হইতে কমলাসন ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রজ ও তমোগুণের আধারস্বরূপ আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর যাহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণ তাহাই তিনি—অর্থাৎ হরি। যিনি হরি তিনিই পরম পদ। একত্র মিলিত সত্ত্ব ও রজোগুণই পদ্মযোনি ব্রহ্মা। যিনিই ব্রহ্মা তিনিই রুদ্র এবং যিনিই রুদ্র তিনিই ব্রহ্মা। ফলতঃ একত্র মিলিত রজ ও তমোগুণই আমার স্বরূপ, তাহার আর সংশয় নাই। সুতরাং এই জগৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্বগুণ নারায়নস্বরূপ ; সুতরাং সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিলেই সমুদায় জীব মুক্ত হয় ; আর রজোগুণ সত্ত্বগুণের সহিত মিলিত হইলেই সৃষ্টিকার্য্য সাধিত হইতে থাকে। সমুদায় শাস্ত্রে উহাই পিতামহ ব্রহ্মার কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর যাহা বেদবহির্ভূত কার্য্য, তাহাই রৌদ্রকার্য্য। রৌদ্রকার্য্য

লোকের ইষ্টদায়ক নহে। ফলতঃ যাহাতে রজোগুণের সম্পর্কমাত্র নাই, শুদ্ধ তমোগুণ, তাহাই লোকের কি ইহকাল, কি পরকাল, উভয়ত্রই দুর্গতিনিদান। সত্ত্বগুণ নারায়ণাত্মক, সুতরাং সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ নারায়ণ, যজ্ঞস্বরূপ। সত্যযুগে নারায়ণকে শুদ্ধ সূক্ষ্মরূপে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞরূপে, দ্বাপরে পঞ্চরাত্র সহকারে এবং কলিযুগে মংক্রুত বিবিধ তামসিক ভাবে দ্বেষবুদ্ধিতে তাঁহাকে আরাধনা করে। নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেবতা আর হয় নাই, হইবেও না। (যিনিই বিষ্ণু, তিনিই ব্রহ্মা, যিনিই ব্রহ্মা, তিনিই মহেশ্বর।) কি বেদত্রয়, কি যজ্ঞ, কি পণ্ডিতগণ, সকলেই এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকেন। দ্বিজবর! (যিনি আমাদিগের তিন জনের মধ্যে ভেদকল্পনা করেন, তিনিই পাপাত্মা, তিনিই দুষ্টবুদ্ধি এবং চরমে তাঁহারই নিতান্ত দুর্গতি লাভ হইয়া থাকে।)

হে অগস্ত্য! যে কল্পে মানবগণ হরিভক্তিবিহীন হইবে, এক্ষণে সেই কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ভূলোকনিবাসী মানবগণ হরিকে অর্চ্চনা করিয়া ভুবর্লোক প্রাপ্ত হন, আবার তথায় ঐ কেশবের আরাধনা করিয়া স্বর্গগতি লাভ করেন। এইরূপে ক্রমেই মানবগণের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং মুক্তি ক্রমেই সকলের হস্তগত হইয়া উঠিল। সকলেই দেবত্ব লাভ করিতে লাগিল। তখন দেবগণ প্রযত্নভাবে হরির আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলে, সনাতন শ্রীহরি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। হইয়া কহিলেন, হে যোগনিরত সুর-

সমাজ! এক্ষণে তোমাদিগের কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে ব্যক্ত কর।

তখন দেবগণ সেই দেবপ্রধান পরমেশ্বর শ্রীহরির চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেবাদিদেব! এক্ষণে সমুদায় লোক মুক্তিপথের পথিক্ হইয়া উঠিয়াছে; অতএব সকলেই যদি মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে আর কে নরকে বাস করিবে? কিরূপেই বা সৃষ্টিপ্রবাহ প্রবাহিত হইবে?

জনার্দ্দন নারায়ণ (দেবগণকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই বহুতর লোক আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কলিযুগে আমাকে আশ্রয় করে এরূপ লোক অতি বিরল।) যে মোহে লোক সকল বিমুগ্ধ হইবে, আমি শীঘ্রই সেই মোহের সৃষ্টি করিতেছি। হে মহাবাহো রুদ্রদেব! তুমিও বিমুগ্ধ কর শাস্ত্র সকল প্রস্তুত, এবং সহজ উপায় প্রদর্শন করিয়া লোকদিগকে মুগ্ধ কর।

এই বলিয়া সেই পরমেষ্ঠী দেব নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন, কেবল আমিই প্রকাশমান রহিলাম, সেই অবধি আমার প্রাদুর্ভাব বাড়িল। সমুদায় লোকই মৎপ্রণীত শাস্ত্রে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। (যাহারা বেদোক্ত পথ ও নারায়ণ উভয়কে সমভাবে সন্দর্শন করে, তাহারাই মুক্ত হয়।) দ্বিজবর! যাহারা আমাকে নারায়ণ ও ব্রহ্মা হইতে বিভিন্নভাবে ভজনা করে, তাহারাই পাপী এবং তাহারাই নিরয়গামী হইয়া থাকে। যাহারা বৈদিক পথ পরিত্যাগ করে, আমি কেবল তাহাদিগকে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত নীতিশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র প্রকাশিত

করিয়াছি। মৎকৃত বেদবিরুদ্ধ পাপজনক শাস্ত্র পশুধর্ম্মাবলম্বী দিগের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। একমাত্র পতনকারণ ঐ শাস্ত্রকে পাশুপত শাস্ত্র কহে। বেদই আমার মুর্ত্তি স্বরূপ, কিন্তু যে দুরাত্মারা বেদবিরোধী হইয়া আমাকে অযথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে; তাহারা কখনই আমার স্বরূপ জ্ঞানে সমর্থ নহে। বেদবেদী ব্রাহ্মণ ভিন্ন আমার স্বরূপ জ্ঞান অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। আমিই তিন যুগ, আমিই ব্রহ্মা, আমিই বিষ্ণু, আমিই সত্ত্ব রজ তম গুণত্রয়, আমিই তিন বেদ, আমিই তিন অগ্নি, আমিই তিন লোক, আমিই ত্রিসন্ধ্যা, আমিই তিন বর্ণ, আমিই ত্রিসবন। এই জগৎ ত্রিবিধরূপে আমাতে নিবদ্ধ রহিয়াছে। যাহারা নারায়ণকে, পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে ও আমাকে বিভিন্নভাবে ভাবনা করে, তাহাদিগের সমস্তই ভ্রান্তিবিলসিত। প্রধানতঃ আমিই একমাত্র অদ্বিতীয়।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

অগস্ত্য কহিলেন, মহীপতে! দেবগণ, ঋষিগণ ও আমি আমরা সকলে পিণাকপাণি মহাদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলাম। অনন্তর আমি অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া যেমন তাঁহার শরীরে দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনি দেখিলাম সেই রুদ্র-

দেবের দেহে কমলাসন ব্রহ্মা বিরাজ করিতেছেন, ভগবান্ নারায়ণ ত্রসরেণুবৎ সূক্ষ্মভাবে তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার তেজঃপ্রভায় বোধ হয় যেন প্রভাকর কর বিস্তার করিতেছেন। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। অনন্তর ঋক্ যজু ও সামগানে তাঁহার জয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। এই রূপে এক দেহেই তাঁহারা ত্রিধা লক্ষিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর রুদ্রদেব কহিলেন, হে কবিসত্তম মহর্ষিগণ! তোমরা আমাকে উদ্দেশ করিয়া যজ্ঞে যে আহুতি প্রদান করিলে, তাহা আমরা তিন জনেই গ্রহণ করিয়াছি। আমরা পরস্পর বিভিন্ন নহি। যথার্থ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা আমাদিগকে সমভাবেই দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু অজ্ঞান ব্যক্তি দিগের নিকট তাহার বিপরীত।

রুদ্রদেব এই রূপ কহিলে, ঋষিগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! লোকদিগের মোহ উৎপাদন জন্য পৃথক্ পৃথক্ মোহশাস্ত্র প্রস্তুত করিবার কারণ কি? বিস্তারিত কীর্ত্তন করুন।

রুদ্রদেব হহিলেন, এই ভারতবর্ষ মধ্যে দণ্ডক নামে এক কানন আছে। গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ তথায় ঘোরতর তপশ্চরণ করেন। চতুরানন তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! তুমি বর প্রার্থনা কর। মুনিবর গৌতম লোককর্ত্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, "বিধাতঃ! আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন শালিশ্রেণী আমার আশ্রমে সংলগ্ন

থাকে।” লোকপিতামহ “তথাস্তু” বলিয়া তাঁহাকে বরপ্রদান করিলেন।

দ্বিজবর গৌতম বরলাভের পর শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিয়া আশ্রম প্রস্তুত করিলেন। তথায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে ধান্য পরিপক্ক হইয়া উঠিলে ছেদন এবং মধ্যাহ্নে অগ্নিতে পরিপক্ক করিয়া অভ্যাগত অতিথি ও ব্রাহ্মণগণকে পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে এক সময় দ্বাদশবর্ষব্যাপিনী ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়া উঠিল। তখন বনবাসী ঋষিগণ বুভুক্ষায় একান্ত কাতর হইয়া ঋষিবর গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণ সমাগত হইবামাত্র গৌতম অবনতমস্তকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, “হে মুনিসত্তমগণ! আপনারা আমার এই আশ্রমে অবস্থান করুন।”

তখন মুনিগণ গৌতমের অভ্যর্থনায় যাবৎ অনাবৃষ্টি নিবৃত্ত না হইল, তাবৎ তথায় অবস্থান করিয়া নানাবিধ ভোজনসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনাবৃষ্টি বিগত হইলে তপোধনগণ তীর্থযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন। তন্মধ্যে মারীচনামা এক ঋষি শাণ্ডিল্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শাণ্ডিল্য! ঋষিসত্তম গৌতম তোমার পিতা, তাঁহাকে না বলিয়া তপস্যার্থ অন্য তপোবনে গমন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। মারীচের বাক্য শ্রবণে অন্যান্য সকলে উচ্চৈ হাস্য করিয়া কহিলেন, আমরা কিছুকাল গৌতমের অন্ন ভক্ষণ করিয়াছি বলিয়া কি একেবারে দেহ বিক্রয় করিয়াছি? যাহাই হউক, না হয়, চল আমরা কোন প্রকার ছল করিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।

এইরূপ বলিবার পর, তাঁহারা মায়াময়ী এক গাভী সৃষ্টি করিয়া তাঁহার আশ্রমে পরিত্যাগ করিলেন। মুনিবর গৌতম মায়া-বিজৃম্ভিত সেই গোধনকে তথায় বিচরণ করিতে দর্শন করিয়া সলিলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক এই মায়া বিধ্বংসিত হউক বলিয়া যেমন জলপ্রক্ষেপ করিলেন, অমনি জলবিন্দুপতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই গোধন নিপতিত হইল। তখন ধীমান্ গৌতম গাভীকে পতিত ও মুনিগণকে গমনোদ্যত দর্শন করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে কহিলেন, দ্বিজগণ! আমি আপনা-দিগের একান্ত ভক্ত ও বিশেষ অনুগত, তবে আমায় পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইতেছেন কেন? শীঘ্র ইহার কারণ নির্দ্দেশ করুন।

ঋষিগণ কহিলেন, তপোধন! যখন আপনার শরীরে গো-হত্যা সাধন হইল, তখন আর আমরা আপনার অন্ন গ্রহণ করিতেছি না।

তখন ধার্ম্মিকবর গৌতম তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ! যদি তাহাই হয়, তবে আপনারা ইহার ব্যবস্থা প্রদান করুন, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব।

অনন্তর ঋষিগণ কহিলেন, ব্রহ্মন্! এ গোধন, নিধন প্রাপ্ত হয় নাই, মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছে। গঙ্গাজলে পরিপ্লুত হইলেই শীঘ্রই গাত্রোত্থান করিবে, তাহার সংশয় নাই। সুতরাং না মরিলে গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইবে? অতএব আপনি রোষবশ হইবেন না। আমরা চলিলাম।

তপোধনগণ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে, ধীমান্ গৌতমও আমার আরাধনার্থ কঠোর তপশ্চরণ করিতে হিমা-

লয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় একশত বৎসর তপশ্চরণ করিলে, আমি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলাম, হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর।

তখন তিনি কহিলেন, "ভগবন্! আপনার জটা কলাপ-বিহারিণী তপস্বিনী গঙ্গাকে আমায় প্রদান করুন। পুণ্যদা ভাগীরথীকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।" গৌতম এইরূপ প্রার্থনা করিলে আমি তাঁহাকে একখণ্ড জটা সমর্পণ করিলাম। তিনি সেই জটা গ্রহণ করিয়া যথায় সেই গাভী মৃতাবস্থায় নিপতিত ছিল, তথায় গমন করিলেন। তখন সেই মৃত গাভী গঙ্গাসলিলে সিক্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। এদিকে সেই আশ্রমে পুণ্যসলিলা সুদীর্ঘ এক নদী প্রবাহিত হইয়া উঠিল। তাদৃশ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে পাপসম্পর্ক-শূন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিয়া ঋষিবর গৌতমকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে এবং বলিতে লাগিলেন, গৌতম! আপনার তুল্য সাধু আর দ্বিতীয় নাই। আপনারই প্রভাবে দেবী জাহ্নবী দণ্ডক কাননে অব-তারিত হইলেন।

বিমানস্থ ঋষিগণ এইরূপ কহিলে, তখন তপোধন গৌতম স্বীয় গোহত্যাকারণ জানিতে পারিলেন এবং সেই সমস্ত মিথ্যা জটাধারী বৃথা ভস্মবিলেপী ও বৃথা ব্রতধারী ঋষি-গণের মায়ায় ঐরূপ গোহত্যা ঘটিয়াছে ভাবিয়া তাহাদিগকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "হে কপটী ঋষিগণ! তোমরা বেদ, ও বেদোক্ত ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইবে।"

তখন সপ্তর্ষিগণ মহামুনি গৌতমের কঠোর বচন শ্রবণ

করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজবর! আপনার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে; কিন্তু যেন আবহমান কাল আমাদিগকে এরূপ শাপগ্রস্ত হইতে না হয়, যেন ব্রাহ্মণগণ কলিকালে এরূপ শাপ-ভাগী হইয়া থাকেন, যেন তাঁহারা কলিকালে উপকর্ত্তার অপ-কারক হন, যেন তাঁহারা আপনার বাক্যদহনে দগ্ধ হইয়া কলি-যুগে বেদকার্য্যে বিমুখ হইয়া থাকেন।) যদিও দ্বিজগণ কলিতে এরূপ বেদবর্জ্জিত হইবেন, তথাপি যেন তাঁহাদিগের মুক্তির পথ পরিষ্কৃত থাকে। (মৃত গোর জীবনদান নিবন্ধন যেন এই নদী গোদাবরী নামে বিখ্যাত হয়।) হে তপোধন! কলি-যুগে যে সকল লোক এই গোদাবরী তীর্থে আগমন করিয়া গোদান ও সাধ্যানুসারে অন্যান্য দানাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহারা যেন সুরগণের সমানপদবী লাভ করিতে পারে। বৃহস্পতি সিংহরাশিতে সংক্রমণ করিলে যাহারা ভক্তিভাবে এই গোদাবরীতে আগমনপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে, তাহাদিগের পিতৃলোক নিরয়গামী হইলেও যেন মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্লোকে গমন করিতে পারে। হে তপোধন! আপনারও খ্যাতির পরিসীমা থাকিবে না; প্রত্যুতঃ আপনি চিরস্থায়িনী মুক্তি ভোগ করিতে পারিবেন।

দ্বিজবর! আমি কৈলাসপর্ব্বতে উমার সহিত বিহার করিতে ছিলাম, ঐ সময় সপ্তর্ষিগণ গৌতমকে এইরূপ বলিয়া আমার নিকট সমাগত হইয়া কহিলেন, প্রভো! কলিযুগে ব্রাহ্মণ-গণ আপনার ন্যায় জটামুকুটধারী বৃথা ভস্মবিলেপী ও মিথ্যা প্রেতবেশধারী হইবে। আপনি আমাদিগের সেই কলিপীড়িত বংশধরগণ যাহাতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে

পারে, অনুগ্রহ করিয়া তাহার উপায় স্বরূপ কোন শাস্ত্র নির্দ্দেশ করুন।

অনন্তর রুদ্রদেব অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বিজসত্তম! সপ্তর্ষিগণ আমার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে আমি বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপযুক্ত এক সংহিতার সৃষ্টি করিলাম। ঐ সংহিতার নাম নিঃশ্বাস। বাভ্রব্য ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ ঐ নিঃশ্বাস সংহিতার আলোচনায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে ব্রাহ্মণের দোষভাগ নিতান্ত অল্প দর্শনে অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। ভবিষ্যতত্ত্ব আমার অবিদিত নাই; আমিই তাঁহাদিগকে মোহে পাতিত করিলাম। কারণ কলিযুগে মানবগণ লোভের বশীভূত হইয়া বিশিষ্টরূপে অশাস্ত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। লক্ষ অপরাধে অপরাধী হইবে। নিঃশ্বাসসংহিতাই পাশুপতী দীক্ষা এবং নিঃশ্বাস সংহিতাই পাশুপত যোগ বলিয়া পরিগণিত হইবে। বেদক্রিয়া ভিন্ন জগতে আর যে সমস্ত কার্য্য হইবে, তাহাই হেয়, তাহাই রৌদ্র এবং তাহাই অপবিত্র। যে সকল বৈদান্তিকেরা কলিযুগে মৎকৃত সংহিতানুসারে কার্য্য করিবে, তাহারাই লোভের বশীভূত হইয়া বিশিষ্টরূপে অশাস্ত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহারাই হীনকার্য্যনিরত রুদ্র। আমি কখনই তাহাদিগের প্রতি প্রীত নহি। পূর্ব্বে আমি যখন দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত ভৈরবরূপে নৃত্য করিয়াছিলাম, তখনি আমার সহিত ঐ ক্রূরকর্ম্মাদিগের সম্বন্ধ ছিল। পূর্ব্বে দৈত্যগণকে সংহার করিবার সময় আমি যখন বিকট হাস্য করি, তখন আমার নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু সকল

নিপতিত হয়। ঐ অশ্রুবিন্দু হইতে কলিযুগে পৃথিবীতে অসংখ্য রুদ্রের উৎপত্তি হইবে। উহারা সর্ব্বদা হীনকার্য্যে অনুরক্ত, মদ্যমাংসে আসক্ত, রমণীজনে লালায়িত ও পাপ-কার্য্যে নিতান্ত সমাসক্ত হইবে। আবার ঐ সকল পাপাত্মা-দিগের বংশে যে সকল বংশধর সমুৎপন্ন হইবে, তাহারাই গৌতম শাপের পাত্র হইবে। তন্মধ্যে যাহারা আমার নিয়মে অবস্থান পূর্ব্বক সৎকর্ম্মে অনুরক্ত হইবে, তাহারা স্বর্গ ও মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু যে সকল বৈদান্তিকেরা আমার সন্ততিগণকে নিন্দা করিবেন, তাঁহাদিগের অধঃপতন হইবে। একতঃ গৌতমের শাপ, অন্যতঃ আমার বাক্য ; সুতরাং তাদৃশ দ্বিজগণকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হইবে, তাহার আর সংশয় নাই।

রুদ্রদেব এইরূপ কহিলে ব্রহ্মপুত্রগণ যথাস্থানে গমন করিলেন। এদিকে তপোধন গৌতমও স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। হে বিপ্রগণ! এই আমি আপনাদিগের নিকট ধর্ম্মের লক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করিলাম। এক্ষণে যাহারা এ পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন পথে পদার্পণ করিবে, তাহাদিগের মত পাষণ্ড আর দ্বিতীয় নাই।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

প্রকৃতিপুরুষ-নির্ণয়।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! মহর্ষি অগস্ত্য প্রযতভাবে সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বকারণ পরম প্রভু আদিদেব রুদ্রদেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিলোচন! আপনি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই তিন জনে তিন বেদ। যেমন দীপসংযোগে দীপাগ্নি প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ আপনাদিগের একের সংযোগে তিনের আবির্ভাব। সুতরাং আপনারা সকল শাস্ত্রে ও সকল পদার্থে সমভাবেই বিদ্যমান আছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহার মধ্যে কোন্ সময়ে আপনি, কোন্ সময়ে নারায়ণ এবং কোন্ সময়ে ব্রহ্মার প্রাধান্য?

রুদ্রদেব কহিলেন, ঋষে! বিষ্ণুই পরব্রহ্ম। তিনিই ত্রিধা বিভক্ত হইয়া তিন মূর্ত্তি ধারণ করেন। বেদ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে তর্কবিতর্কে বিমোহিত হইয়া মানবগণ তাহার ধারণা করিতে পারে না। বিশ ধাতুর অর্থ প্রবেশ, সেই বিশ ধাতুর উত্তর 'নু' প্রত্যয় করিয়া 'বিষ্ণু' এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং বিষ্ণু—অর্থাৎ যিনি পরমাত্মারূপে সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ পরম যোগ ও পরম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন একমাত্র বিষ্ণুই আদিত্যরূপে দ্বাদশধা বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ঐ বিষ্ণুই দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত যুগে যুগে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমায় স্তব করিয়া থাকেন। আমিও আবার দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি ও মনুষ্যগণের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে স্তব করিয়া থাকি। আমি সত্য-

যুগে শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণুকে এবং সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাকে স্তব করিয়া থাকি। ব্রহ্মা, দেবগণ ও অসুরগণ আবার আমায় স্তব করিয়া থাকে। দেবগণ ভোগবাসনায় আমার লিঙ্গমূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন। যে সহস্রশীর্ষ নারায়ণ দেব, বিশ্বাত্মা, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা মুক্তি-কামনায় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মযজ্ঞ যাঁহা-দিগের অবলম্বন, তাঁহারা বেদস্বরূপ ব্রহ্মাকে প্রীত করিয়া থাকেন। পরব্রহ্মের নাম নারায়ণ, পরব্রহ্মেরই নাম শিব, পরব্রহ্মেরই নাম বিষ্ণু, পরব্রহ্মেরই নাম শঙ্কর, পরব্রহ্মেরই নাম পুরুষোত্তম, এবং পরব্রহ্মই নিত্য পদার্থ। যাঁহারা বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে বিলিপ্ত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি (মহেশ্বর) আমরা তিন জনেই তাঁহাদিগের মন্ত্রের আদি, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব কি আমি, কি বিষ্ণু, কি বেদ বা ব্রহ্মা, আমরা তিন জনেই এক। আমাদিগকে পৃথক্ ভাবে ভাবনা করা ধীমানের কার্য্য নহে। এমন কি, যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা ভাবনা করে, সে পাপাত্মাকে নিশ্চয়ই অতীব ক্লেশকর নরকবাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আমি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, আমরা তিন জনে ঋক্, যজু ও সামবেদস্বরূপ; সুতরাং বেদে আমাদিগের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ নাই।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব অগস্ত্য! আমি পূর্ব্বে সলিলে মগ্ন হইয়া যে অভূতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য সন্দর্শন করিয়াছিলাম, কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা আমাকে সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "রুদ্রদেব তুমি এক্ষণে প্রজাসৃষ্টি কর; কিন্তু সে সময় আমি সৃষ্টিকার্য্যের কিছুই পরিজ্ঞাত নহি এবং আমার সামর্থ্যও ছিল না; সুতরাং আমি জলে মগ্ন হইলাম। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠপরিমেয় পুরুষ-প্রধান পরমেশ্বরকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করত যেমন ক্ষণকাল অবস্থান করিয়াছি, অমনি দেখিলাম, দশজন সমবেত এবং একজন স্বতন্ত্র পুরুষ অগ্নির ন্যায় প্রভাজালে সমুদায় জল উত্তপ্ত করিয়া সমুত্থিত হইতেছে। তখন আমি জিজ্ঞাসিলাম, তোমরা কে? কেনই বা সলিলরাশি উত্তপ্ত করিয়া সমুদ্গাত হইতেছ, এবং কোথায় বা গমন করিবে, নির্দ্দেশ কর।

দ্বিজবর! আমি এইরূপ জিজ্ঞাসিলে তাহারা কিছুই উত্তর প্রদান করিল না, প্রত্যুতঃ মৌনাবলম্বন করিয়াই রহিল। ঐ দশ জনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে মহাপুরুষ আগমন করিতে-ছিলেন, তাঁহার মুর্ত্তি অতি সুশোভন, বর্ণ নীলনীরদের ন্যায় এবং চক্ষু পদ্মের ন্যায় আয়ত। ঐ মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? এবং যাঁহারা অগ্রসর হইলেন, তাঁহারাই বা কে? এবং এ স্থলে আগমন করিবার উদ্দেশ্যই বা কি?

মহাপুরুষ কহিলেন, ভদ্র! যাঁহারা তেজপ্রভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, উহাঁরা আদিত্য। ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সৃষ্টির পরিরক্ষণার্থে উহাঁদিগকে স্মরণ করিয়াছেন, সেই জন্য উহাঁরা সত্বর যাইতেছেন।

রুদ্রদেব কহিলেন, ভগবন্! সেই পুরুষপ্রধান নারায়ণকে জানিবার উপায় কি? আমি তাঁহাকে জানিবার জন্য একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি, অতএব বিস্তারিত রূপে সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

রুদ্রদেব এইরূপ কহিলে, সেই পুরুষ তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানে কহিলেন, আমিই সলিলশায়ী সনাতন দেব নারায়ণ। তোমার দিব্যচক্ষু লাভ হউক, তুমি পরম যত্নসহকারে আমায় দর্শন কর। সেই পুরুষ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া যেমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, অমনি দেখিলাম প্রখর সূর্য্য-সন্নিভ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এক পুরুষ বিরাজমান। তাঁহার নাভি-পদ্মে ব্রহ্মা ও ক্রোড়দেশে আমি বিরাজ করিতেছি। এইরূপ দর্শনে আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহাকে স্তব করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত আকুল হইল। তপঃ প্রভাবে পূর্ব্ব কর্ম্ম সকল আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতে লাগিল। তখন আমি সেই বিশ্বাত্মাকে এই রূপে স্তব করিতে লাগিলাম—হে অনন্তদেব! হে বিশুদ্ধান্তঃকরণ! হে সহস্রবাহো! তোমাকে নমস্কার। তোমার রূপের তুলনা নাই। তুমি সহস্ররশ্মি অপেক্ষা অধিক তেজস্বী, তুমি সমুদায় বিশ্বের বিধাতা, তোমার দেহ অতিবিস্তৃত, তোমার কার্য্য সকল অতি পবিত্র, তুমি সমস্ত বিশ্বের দুঃখ দুর করিয়া

থাক, তুমি শম্ভু, তুমি সহস্র সূর্য্য ও অনিল অপেক্ষা সমধিক তেজস্বী, তুমি সমস্ত বিদ্যাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তুমি চক্রী, সমুদায় সুধীগণ তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে অনাদিদেব! হে অচ্যুত! হে শেষ-শেখর! হে প্রভো! হে বিভো! হে ভূতপতে! হে মহে-শ্বর! হে মরুৎপতে! হে সর্ব্বপতে! হে জগৎপতে! হে ভুবঃপতে! হে ভুবনপতে! সতত তোমাকে নমস্কার করি। হে জলেশ! হে নারায়ণ! হে বিশ্বের কল্যাণকারিন্! হে ক্ষিতীশ! হে বিশ্বেশ্বর! হে ত্রিলোচন! হে শশাঙ্ক! হে সূর্য্য! হে অচ্যুত! হে বীর! হে বিশ্বগামিন্! হে অনুমেয় মূর্ত্তে! হে অমৃতমূর্ত্তে! হে অব্যয়! তোমার তেজোমণ্ডল হুত হুতাশন শিখা অপেক্ষা সমধিক বিস্তৃত। হে নারায়ণ! হে বিশ্বতোমুখ! তুমি আমাকে রক্ষা কর। হে দেব! হে তাপহারিন্! হে অমৃত! হে অব্যয়! তোমাকে নমস্কার। হে অচ্যুত! আমি সতত তোমার শরণাগত; অতএব আমাকে রক্ষা কর।

বিভো! আমি চতুর্দ্দিকে তোমার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছি। তুমি নাভি-পদ্মাসনের মধ্যস্থলে আসীন রহি-য়াছ। তুমি পুরাতন পুরুষ ব্রহ্মা। জগৎ তোমা হইতে সম্ভূত হইতেছে। হে ঈশ! তুমি জগতের পিতামহ, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে দেববর! হে আদিদেব! যাঁহারা সংসারচক্রকে অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহারা সৎ পথের অদ্বিতীয় পথিক, জ্ঞানার্জ্জনে যাঁহাদিগের বিশুদ্ধ সত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারাই যখন তোমাকে উপাসনা করেন,

তখন আমার উপাসনায় তোমার আর আধিক্য কি? হে আদি-দেব! যিনি তোমায় প্রকৃতির অতীত অদ্বিতীয় পদার্থ বলিয়া অবগত আছেন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। সত্ত্বাদি গুণত্রয় বিদ্যমান আছে বলিয়া তোমার অস্তিত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে; নতুবা তোমার একতঃ এত বিশালতা এবং অন্যতঃ এত সূক্ষ্মতা যে কিছুতেই বোধগম্য হইবার নহে। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিলে তোমাকে বিগতেন্দ্রিয়—অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যদিও তুমি নিশ্চেষ্ট, তথাপি আমার নিকট কর্ম্মী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছ। তুমি প্রকৃত সংসারী—অর্থাৎ বহুতর পরিবার পরিবেষ্টিত রহিয়াছ; কিন্তু স্বয়ং সংসারী নহ—অর্থাৎ কিছুতেই লিপ্ত নহ। অতএব হে দেববর! কিরূপে তোমার স্বরূপ নির্ণয় করা যাইবে? যাহারা বিশুদ্ধচিত্তে সংসারবন্ধন উন্মোচনের নিমিত্ত তোমার অর্চ্চনা করে, তাহারা তোমার মূর্ত্তি ও অমূর্ত্তিবিষয়ের কিছুই তথ্যানুসন্ধান করিতে পারে না; সুতরাং তোমাকে চতুর্ভুজ বলিয়া কীর্ত্তন করে। হে দেব! অদ্ভুত রূপধারী কমলাসনাদি দেবাদিগণও তোমার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা তোমার অবতারোক্ত পুরাতন তনুর আরাধনা করিয়া থাকেন। বিশ্ব-বিধাতা মহানুভাব কমলযোনি ব্রহ্মাও তোমার প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই অবগত নহেন। আমিও তোমাকে যাহা জানি, তাহাতে তপোবিশুদ্ধ আদি কবি ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে নাথ! ব্রহ্মা আমার পিতা, ইহা জগতে কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু তথাপি পূর্ব্বতন লোকসকল তো কেই পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। যাহাই হউক, হে নাথ! মাদৃশ তপো-

বিহীন ব্যক্তিরা তোমার স্বরূপ কিছুই অবগত নহে। গন্ধর্ব্ব-গণ, দেবগণ ও অন্যান্য সকলে তোমার স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদিগের অপেক্ষা প্রধানতম ব্রহ্মাদিরাই যখন তোমার তথ্য অবগত নহে, তখন তাহাদিগের বেদপ্রতিহত বুদ্ধি কিরূপে স্ফুরিত হইবে? হে নাথ! যদি তোমার অনু-গ্রহে জন্মজন্মান্তরে বেদজ্ঞদিগের বুদ্ধি স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে আর তাহাদিগকে মনুষ্যযোনিতে বিহার করিতে হইবে না, আর তাহাদিগের দেবত্ব ও গন্ধর্ব্বত্ব লাভ শান্তিদায়ক বলিয়া বোধ হইবে না। নাথ! তুমি বিশ্বব্যাপী, কিন্তু অতীব সূক্ষ্ম; আবার অতীব স্থূল। যাহাই হউক তুমি স্থূলই হও, আর সূক্ষ্মই হও, যে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে, সে অনায়াসেই তোমাকে জানিতে সমর্থ হয়; কিন্তু যে ভ্রমেও এক বার তোমাকে ভাবনা করে না, তাহার পক্ষে তোমার জ্ঞান লাভ দূরে থাক, প্রত্যুতঃ সে নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। হে নাথ! তুমিই আদিত্য, তুমিই বসু, তুমিই বায়ু, তুমিই পৃথিবী, তুমিই জল, তুমিই জলজ জীব, তুমিই আত্মা, এবং তুমিই সমুদায় বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছ; অতএব নাথ! তোমায় আর অধিক কি বলিব?

হে অনন্তদেব! আমি তোমার একান্ত ভক্ত, আমি তোমায় যেরূপে স্তব করিলাম, অনুগ্রহ করিয়া আমার এই স্তুতি গ্রহণ কর। তুমি আমার প্রতি সৃষ্টিকার্য্যের ভারার্পণ করিলে, কিন্তু আমি কিছুই জানি না, আমি তোমায় নমস্কার করি, আমাকে সৃষ্টিকার্য্যের সমস্ত জ্ঞান প্রদান কর। যদি কোন ব্যক্তি চিত্তাহার লাভ করিয়া চতুর্ম্মুখ বা কোটি-

বক্তু ধারী হয়, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি তোমার গুণের দশসহ-স্রাংশের একাংশমাত্র বর্ণন করিতে সমর্থ হয় ; অতএব হে দেববর ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে জগদীশ ! যে ব্যক্তি সমাধি অবলম্বন করিয়া চিত্তের বিশুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, যে ব্যক্তি তোমার ভাবে একেবারে নিমগ্ন হইয়াছে, তুমি নিয়ত তাহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ। কারণ তুমি সর্ব্বগামী, এবং কাহারও প্রতি তোমার ইতর বিশেষ ব্যবস্থা নাই। প্রভো ! আমি এই বিশুদ্ধ স্তোত্র পাঠ করিলাম। কেশব ! অচ্যুত ! আমি সংসারচক্র অতিক্রমণাদি বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া অতিশয় ভীত হইয়াছি, অতএব আমাকে রক্ষা কর।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে ! অমিততেজা রুদ্রদেব এইরূপ স্তব করিলে নারায়ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া মেঘগম্ভীরনিস্বনে রুদ্রদেবকে কহিলেন, হে দেবদেব ! হে উমাপতে ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর। দেব ! তোমার ও আমার, আমাদিগের উভয়ের পরস্পর প্রভেদ নাই, আমরা উভয়েই এক।

রুদ্রদেব কহিলেন, প্রভো ! "ব্রহ্মা আমাকে প্রজাসৃষ্টি কর" এই কথা বলিয়া আমাকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু সে বিষয়ে আমার বিজ্ঞান নাই। অতএব ভূতভাবন ! আমাকে ত্রিবিধ জ্ঞান প্রদান কর।

নারায়ণ কহিলেন, রুদ্রদেব ! তুমি জ্ঞানরাশি ও সর্ব্বজ্ঞ হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তদ্ভিন্ন তুমি সমু-দায় দেবতার অর্চ্চনীয় হইবে।

তখন উমাপতি নারায়ণকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া পুন-

র্ব্বার বলিলেন, দেব! আমায়, মানবমণ্ডলে প্রসিদ্ধ অপর এক বর প্রদান কর। সে বর এই যে, তুমি স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া আমার আরাধনা, আমায় বহন এবং আমার নিকট বর গ্রহণ করিবে। ঐ বর গ্রহণ হইতে তুমি জগতে সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্যতর হইতে পারিবে।

নারায়ণ কহিলেন, শঙ্কর! দেবগণের কার্য্যসাধনার্থ, যখন আমি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইব, সেই সময় তোমায় আরাধনা এবং তোমার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিব। আর তুমি যে বহন করিবার উল্লেখ করিলে, তাহাতে স্বীকার করিতেছি যে, আমি মেঘরূপ ধারণ করিয়া শত বৎসর তোমাকে বহন করিব।

এইরূপ বলিবার পর হরি স্বয়ং মেঘরূপ ধারণ করিয়া জল হইতে মহাদেবকে উদ্ধার করিলেন। প্রভো! এই যে দশ ও স্বতন্ত্র এক, এই একাদশ পুরুষ দেখিতেছেন, ইহাঁরা বৈরাজ নামক পুরুষ, পৃথিবীতে যাইতেছেন। ইহাঁদিগের অপর নাম আদিত্য। এতদ্ভিন্ন আমার যে দ্বাদশ অংশ বিষ্ণু, ঐ অংশ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া তোমার আরাধনা করিবে।

নারায়ণ এই কথা বলিয়া স্বীয় অংশ হইতে আদিত্য ও মেঘের সৃষ্টি করিয়া শব্দবৎ কোথায় বিলীন হইলেন, তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না।

রুদ্রদেব কহিলেন, অগস্ত্য! ভগবান্ শ্রীহরি এইরূপে সর্ব্বগামী ও সর্ব্বভাবন দেব। তিনি পূর্ব্বে আমাকে বরদান করাতেই, আমি দেবাদিদেব হইয়াছি। তপোধন! নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেব হয় নাই, হইবেও না। ঋষিবর! যে

রূপে নারায়ণকে পূজা করিতে হয়, এই আমি তোমার নিকট বৈদিক ও পৌরাণিক রহস্য কীর্ত্তন করিলাম।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! সমবেত ঋষিসমাজ পুনরায় সেই সনাতন যজ্ঞরূপী শাশ্বত অক্ষয় পুরাণ পুরুষ রুদ্রদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিশ্বরূপ! হে অজ! হে শম্ভো! হে ত্রিনেত্র! হে শূলপাণে! হে সুরেশ্বর! তুমি সমস্ত দেবগণের ও আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব হে দেবাদিদেব! হে উমাপতে! সম্প্রতি তোমায় ভূমির পরিমাণ ও পর্ব্বতগণের অবস্থান নিয়ম জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া বিস্তারিত কীর্ত্তন কর।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ! সমুদায় পুরাণে যাহাকে ভূলোক বলিয়া কীর্ত্তন করে, এক্ষণে সেই ভূলোকবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহাকে সকল শাস্ত্রেই পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যাঁহাতে পাপের সম্পর্কমাত্র নাই, যিনি পরমাণুবৎ অতীন্দ্রিয় পদার্থ, যাঁহার স্বরূপ চিন্তাশক্তির অগম্য, যিনি সমস্ত লোকালোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার পরিধান পীতাম্বর, যাঁহার বক্ষঃস্থল বিশাল, তিনি ধরাধরকে ধারণ করিয়াছেন,

সেই ভগবান নারায়ণ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণে বিভূষিত হইয়া প্রথমে সলিলের সৃষ্টি করিলেন, তৎপরে সেই সর্ব্বময়, সেই দেবময়, সেই যজ্ঞময়, সেই জলময় আদিপুরুষ পরমেশ্বর নারায়ণ জলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলে তাঁহার নাভিদেশ হইতে এক পদ্ম সমুদ্গত হইল। সেই পদ্ম হইতে বেদনিধি অচিন্ত্যমূর্ত্তি পরমেশ্বর প্রজাপতি ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা প্রথমতঃ সনক সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার প্রভৃতি জ্ঞানধর্ম্মী দিগকে উৎপাদন করিয়া পরিশেষে স্বায়ম্ভুব মনু এবং মরীচি হইতে দক্ষ পর্য্যন্ত প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিলেন। বিধাতা হইতে যে স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই মনু হইতে যেরূপে পৃথিবীর কার্য্য বিস্তার হইয়া আসিতেছে তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে প্রিয়ব্রতের অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধ, মেধাতিথি, ধ্রুব, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, বপুষ্মান্ ও সবন এই দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রগণ যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইলে তন্মধ্যে সাত জনকে সপ্তদ্বীপে—অর্থাৎ অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপে, মেধাতিথিকে শাকদ্বীপে, জ্যোতিষ্মান্‌কে ক্রৌঞ্চদ্বীপে, দ্যুতিমানকে শাল্মলিদ্বীপে, হব্যকে গোমেধদ্বীপে, এবং সবনকে পুষ্করদ্বীপে স্থাপন করিলেন। পুষ্করাধিপতি সবনের কুমুদ ও ধাতক নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে কুমুদের রাজ্য কৌমুদ এবং ধাতকের রাজ্য ধাতকীখণ্ড, এই স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ। প্লক্ষাধিপতি বপুষ্মানের কুশ, বৈদ্যুত, ও জীমূত নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ

করে। উঁহাদিগের রাজ্যও স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ। শাল্মল্যধিপতি দ্যুতিমানের কুশল, মনুজ, উষ্ণ, পীবর, ব্যাধকারক, মুনি ও দুন্দুভি নামে সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ঐ সময় ক্রৌঞ্চাধিপতি জ্যোতিষ্মানেরও সাত পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। উঁহাদিগের নাম উদ্ভিদ, বেণুমান্, রথোপল, মন, ধৃতি, প্রভাকর ও কপিল। বর্ষসকলও উঁহাদিগের আপন আপন নামে প্রসিদ্ধ। শাকাধিপতি মেধাতিথিরও সাত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উঁহাদিগের নাম—শান্ত, ভয়, শিশির, সুখ, দমন, ক্ষেমক ও ধ্রুব। বর্ষ সকলও উঁহাদিগের নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ। জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রেরও নাভি প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। নাভি প্রভৃতি পুত্রগণ হিমবান্, হেমকূট, কিম্পুরুষ, নৈষধ, হরিবর্ষ, মেরুমধ্য ইলাবৃত, নীল, রম্যক, শ্বেত, হিরণ্ময়, শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তর ভাগ, কুরব, মাল্যবান্, ভদ্রাশ্ব, গন্ধমাদন ও কেতুমাল প্রদেশে অধিকার বিস্তার করেন।

ঋষিগণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এইরূপে কল্পে কল্পে সাত জন করিয়া রাজা এই প্রকারে প্রজাপালন ও ভূমি বিভাগ করিয়া থাকেন। প্রতি কল্পেরই এই চিরপ্রচলিত নিয়ম। এক্ষণে নাভির বংশাবলী বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ঐ ঋষভের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভরত। ভরতপিতা হিমালয়ের দক্ষিণস্থিত বিস্তীর্ণ ভারতরাজ্য শাসন করেন। ভরতের পুত্রের নাম সুমতি। ভরত বৃদ্ধাবস্থায় সুমতিকে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। সুমতির পুত্রের নাম তেজ, তেজের পুত্র সৎস্নুত।

সৎস্নুতের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর পুত্র প্রতিহর্ত্তা, প্রতিহর্ত্তার পুত্র নিখাত, নিখাতের পুত্র উন্নেতা, উন্নেতার পুত্র অভাব, অভাবের পুত্র উদ্গাতা, উদ্গাতার পুত্র প্রস্তোতা, প্রস্তোতার পুত্র বিভু, বিভুর পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র অনন্ত, অনন্তের পুত্র গয়, গয়ের পুত্র নয়, নয়ের পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র সুধীমান, সুধীমানের এক শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতেই এই পৃথিবীতে প্রজাসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহারাই এই ভারতবর্ষ সপ্তদ্বীপে সমাঙ্কিত করিয়াছে। তাহাদিগেরই বংশাবলী এই ভূমিরত্ন ভোগ করিয়া গিয়াছে। সত্য ত্রেতাদি ক্রমে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের যুগসংখ্যা একসপ্ততি। ভূলোক বর্ণনপ্রসঙ্গে এই আমি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অপর বিষয় বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, ঋষিগণ! এক্ষণে জম্বুদ্বীপবৃত্তান্ত, এবং ভূলোকস্থিত সমুদ্রের, সমুদায় দ্বীপের, সমুদায় বর্ষের, সমুদায় নদীর, সমস্ত মহাভূতের, চন্দ্র সূর্য্যের গতি ও সপ্তদ্বীপস্থিত অন্যান্য সহস্র সহস্র দ্বীপের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। এমন কি, যাঁহারা এই জগৎ বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহারাও

যথাক্রমে এ সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে সমর্থ নহেন। মনুষ্যগণ অনেক তর্ক বিতর্কের পর যে সকল বিষয় সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয়, এক্ষণে সেই সপ্তদ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণের কথা নির্দ্দেশ করিতেছি। যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য, অতএব অচিন্ত্য বিষয় সকল তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করা সহজ ব্যাপার নহে।

যাহাই হউক, এক্ষণে জম্বূদ্বীপস্থিত নববর্ষ, এবং ইহার পরিধি ও দৈর্ঘ্যের যোজন সংখ্যা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই জম্বূদ্বীপের চতুর্দ্দিকের বিস্তার লক্ষ যোজন। ইহাতে যোজনবিস্তৃত বহুতর জনপদ, সিদ্ধ ও চারণগণের নিবাসভূমি গৈরিকাদি নানাবিধ ধাতু ও নানাবিধ শিলাসমন্বিত বহুতর পর্ব্বত এবং চতুর্দ্দিকে প্রবহমান পর্ব্বতপ্রভবা শত শত নদী বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জম্বূদ্বীপ অতি দীর্ঘ, অতি সুশ্রী ও চতুর্দ্দিকে গোলাকার। ইহাতে নয়টি বর্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভূতভাবন শ্রীমান্ নারায়ণ ইহাতে বিরাজ করিতেছেন। এই দ্বীপের পরিমাণসদৃশ লবণ সমুদ্র ইহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুদীর্ঘ ছয়টি বর্ষপর্ব্বত পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত অবগাহন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হিমপ্রধান হিমালয়, হেমকূট, অতি সুখকর বিস্তীর্ণ নিষধ পর্ব্বত ও চতুর্ব্বিধ বর্ণে রঞ্জিত সুবর্ণময় সুমেরুগিরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহার পাদদেশ বৃত্তাকার, কিন্তু ক্রমশঃ চতুরস্র হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। পর্ব্বতবর সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মার ন্যায় গুণসম্পন্ন, সুতরাং উহার পার্শ্বদেশে নানাবর্ণ বিরাজ করিতেছে। ঐ সকল বর্ণ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ন্যায়

উহার নানা বন্ধনস্থান হইতে সম্ভূত হইয়াছে। উহার পূর্ব্ব-দিক শ্বেতবর্ণ, তাহাতে ব্রাহ্মণত্ব; দক্ষিণ ভাগ পীতবর্ণ, তাহাতে বৈশ্যত্ব; পশ্চিম দিক ভৃঙ্গপত্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তাহাতে শূদ্রত্ব এবং উত্তরভাগ রক্তবর্ণ, তাহাতে উহার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। নীল গিরি বৈদূর্য্যমণিময়, শ্বেত পর্ব্বত শুক্লবর্ণ এবং হিরণ্ময়। স্বর্ণময় শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের বর্ণ ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় অতি বিচিত্র।

তপোধনগণ! এই সকল প্রধান প্রধান পর্ব্বত জম্বুদ্বীপে বিরাজ করিতেছে। ঐ সকল পর্ব্বতে সিদ্ধ ও চারণগণ নির-ন্তর বিহার করিয়া থাকে। ঐ সকল পর্ব্বতের মধ্যে নব সহস্র কীলক বিদ্যমান। মধ্যভাগে ঐ সুমেরুপর্ব্বতের চারি-দিকে ইলাবৃত পর্ব্বত বিরাজ করিতেছে। উহার সাহচর্য্যে সুমেরু গিরির বিস্তার সহস্র সহস্র যোজন। ফলতঃ সকলের মধ্যভাগে সুমেরু যেন বিধূম পাবকের ন্যায় জ্বালা বিস্তার করিতেছে। উহার উপত্যকার অর্দ্ধপরিমাণ দক্ষিণে এবং উত্তর দিকে উপত্যকার অর্দ্ধ পরিমাণ উত্তরে যে ছয়টি বর্ষ বিরাজমান রহিয়াছে, ঐ ছয় বর্ষস্থিত পর্ব্বতদিগের নাম বর্ষ পর্ব্বত। বর্ষ-পর্ব্বতগুলির প্রত্যেকটি সমুদায় বর্ষের এক এক যোজন অন্তরে অবস্থান করিতেছে। বর্ষ পর্ব্বতের ঔন্নত্য সহস্র যোজন এবং জম্বুদ্বীপের বিস্তারই উহাদিগের বিস্তার। নীল ও নিষধ এই দুই বর্ষ পর্ব্বতের ঔন্নত্য অপরাপর বর্ষ পর্ব্বত অপেক্ষা দুই শত সহস্র যোজন অধিক। শ্বেত, হেমকূট, হিমবান্ ও শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতও ঐ দুই বর্ষ পর্ব্বত অপেক্ষা কিয়দংশ ক্ষুদ্র। নিষধ পর্ব্বতের আয়তনপরিমাণ

জম্বূদ্বীপের ন্যায়। হেমকূট গিরি আয়তনে তাহা অপেক্ষা দ্বাদশ অংশ ক্ষুদ্র। আবার হিমবান্ পর্বত হেমকূট অপেক্ষা বিংশ অংশে ক্ষুদ্র। হিমবানের পূর্ব ও পশ্চিমের আয়তন উহা অপেক্ষা আট গুণ কম। ফলতঃ যে পর্বত যে স্থানে অবস্থান করুক না কেন, উহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধি কেবল ঐ দ্বীপের গোলকত্ব অনুসারে ঘটিয়া থাকে। উত্তর ভাগে বর্ষ-পর্বত সমূহের আয়তনের যেরূপ ন্যূনাধিক্য, উহার মধ্যস্থিত জনপদ সমূহের আয়তনেরও সেইরূপ ন্যূনাধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল বর্ষ পর্বতে বহুতর জলপ্রপাত ও বহুসংখ্যক নদী বিদ্যমান থাকায় এক বর্ষ হইতে অন্য বর্ষে গমন করা অতীব দুষ্কর। উহার মধ্যে কত যে অসংখ্য প্রাণী অবস্থান করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

ঋষিগণ! এক্ষণে আমরা যাহাতে অবস্থান করিতেছি, ইহার নাম ভারতবর্ষ। ভরতসন্তানগণ এই বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অনতিদূরে হেমকূট পর্বত, হেমকূটে কিম্পুরুষ বর্ষ বিরাজ করিতেছে। হেমকূটের অব্যবহিত পরেই নিষধ পর্বত। নিষধ পর্বতবর্ত্তী বর্ষকে হরিবর্ষ কহে। হরিবর্ষের উত্তর হেমকূটের পার্শ্বে ইলাবৃত বর্ষ। ইলাবৃত বর্ষের উত্তরে নীলবর্ষ, উহার অপর নাম রম্যক, রম্যকের উত্তর ভাগে শ্বেতবর্ষ, শ্বেতবর্ষের অন্য নাম হিরণ্ময়। হিরণ্ময় বর্ষের অদূরে শৃঙ্গবান্ বর্ষ, উহার অপর নাম কুরু বা কুরব। দক্ষিণ ও উত্তরভাগস্থিত দুইটি বর্ষ ধনুকের ন্যায় বক্রভাবে অবস্থান করিতেছে। ইলাবৃত বর্ষ চতুষ্কোণ; উহাতে চারিটি দ্বীপ বিদ্যমান রহিয়াছে। উত্তরে নিষধ পর্বত এবং দক্ষিণে

শৃঙ্গবান্; এই উভয়ের মধ্যস্থলে যে উপত্যকা বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে নিষধের সম্মুখস্থিত অর্দ্ধভাগকে দক্ষিণ উপত্যকা এবং শৃঙ্গবানের সম্মুখস্থিত অর্দ্ধভাগকে উত্তর উপত্যকা কহে। ঐ উপত্যকার দক্ষিণার্দ্ধে তিন এবং উত্তরার্দ্ধে তিন, এই ছয় বর্ষ বিরাজ করিতেছে। উহার মধ্যভাগে ইলাবৃত পর্ব্বত শোভমান রহিয়াছে। ইলাবৃতের আয়তন চতুস্ত্রিংশৎ যোজন। উহার পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে। উহার আয়তন বিস্তার মাল্যবানের ন্যায়। গন্ধমাদন ও মাল্যবান্ এই উভয়ের মধ্যস্থলে কনকময় বৃত্তাকার সুমেরু পর্ব্বত। উহার চারিদিকে চারি বর্ণ বিরাজমান এবং পর্ব্বতবর ক্রমশঃ চতুরস্র হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে।

যাহাই হউক, কিন্তু সেই অব্যক্তরূপী নারায়ণ হইতে সমুদায় ধাতু, সমুদায় লোক, এবং এই পৃথিবীপদ্ম সম্ভূত হইয়াছে। মেরু অর্থাৎ সুমেরু পর্ব্বত, ঐ পদ্মের বীজকোষ। সেই অব্যক্ত নারায়ণ হইতে পঞ্চগুণাত্মক মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহা হইতে সমুদায় প্রবৃত্তি উৎপন্ন এবং সর্ব্বত্র বিতত হইয়াছে। যাঁহারা বহুকল্প পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, যাঁহাদিগের পুণ্যের পরিসীমা নাই, যাঁহারা আত্মাকে কৃতকৃতার্থ করিয়া তুলিয়াছেন, সেই মহাত্মারাই সেই মহাযোগী, সেই মহাদেব, সেই জগচ্চিন্তামণি, সেই সর্ব্বলোকগামী, সেই অনন্ত অব্যয় সর্বব্যাপী মহাপুরুষ জনার্দ্দনকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মাংস, মেদ ও অস্থি দ্বারা যে মূর্ত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাতে সে প্রাকৃত মূর্ত্তির সম্পর্কমাত্র নাই। তবে যে সেই ইচ্ছাময় ইচ্ছামত মূর্ত্তি ধারণ করেন, সে কেবল

তাঁহার যোগশক্তি ও ঐশিক শক্তি মাত্র। তিনিই সনাতন পদ্মের উৎপত্তির কারণ। প্রতি কল্পাবসানে ঐরূপ সনাতন-পদ্মের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে। চতুরানন দেবাদিদেব জগৎ-প্রভু প্রজাপতি ব্রহ্মা ঐ সনাতনপদ্ম হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকেন। পদ্মবীজের ন্যায় ঐ সনাতনপদ্ম হইতে প্রজা-সৃষ্টির বিষয় আনুপূর্বিক বর্ণন করিতেছি।

প্রথমতঃ যে জলের সৃষ্টি হয়, ঐ জলই বৈষ্ণব শরীর। উহা হইতে রত্নরাজিবিরাজিত বন ও হ্রদ সমন্বিত পদ্মাকৃতি পৃথিবী সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সেই লোকপদ্মবিষয়ে সিদ্ধগণ অনেকে অনেকপ্রকার বর্ণন করিয়াছেন। যাহাই হউক, সম্প্রতি আমি বিভাগানুসারে ক্রমশঃ সমস্ত বিস্তারিত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

হে দ্বিজগণ! এই ভূলোকে চারিটি মহাবর্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ বর্ষ মধ্যে বহুতর পর্ব্বতের অবস্থান লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে মেরু নামক গিরিই সর্ব্বপ্রধান এবং উহার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বর্ণ বিরাজমান রহিয়াছে। উহার পূর্বদিক্ শ্বেত, দক্ষিণ দিক পীত, পশ্চিম দিক নীল এবং উত্তর দিক রক্তবর্ণের নিবাস ভূমি। দেখিলে বোধ হয় যেন পর্ব্বতবর রাজার ন্যায় গম্ভীরভাবে মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে; যেন বালসূর্য্য সমুদিত হইয়াছে; যেন বিধূম হুতাশন শিখাবিস্তার করিতেছে। গিরিবর ক্রমশঃ চতুরশীতি সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে মস্তক উন্নত করিয়াছে। শরাবের ন্যায় বৃত্তাকারে অবস্থান করাতে উহার ষোড়শ ভাগ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে, নিম্নভাগের বিস্তৃতিও উহার ষোড়শ ভাগ এবং

উপরিভাগের বিস্তার উহার দ্বাত্রিংশৎ ভাগ; কিন্তু উহার পরিধির পরিমাণ বিস্তার অপেক্ষা তিনগুণ অধিক। উহার পাদদেশের পরিধি-পরিমাণ নবতি সহস্র যোজন, তাহার কিয়ৎ পরিমাণ ঊর্দ্ধের ব্যাসমান অর্থাৎ গিরিবর যে স্থান হইতে চতুরস্র হইয়া উত্থিত হইয়াছে, তাহা ছয় যোজন। উহার স্থানে স্থানে দিব্য ওষধি সকল বিরাজমান। কত যে, স্বর্ণময় অট্টালিকা উহাতে সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ঐ সকল ভবনে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব-গণ, রাক্ষসগণ ও অপ্সরোগণ সুখে বিহার করিতেছে। সর্পেরও পরিসীমা নাই। ভবনগুলি দর্শন করিলে মন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। উহার চারি পার্শ্বে মনোহর চারিটি দেশ রহিয়াছে। ঐ দেশের নাম ভদ্রাশ্ব, ভারত, কেতুমাল ও কুরব। তন্মধ্যে কেতুমাল পশ্চিম এবং উত্তর দিক ব্যাপিয় বিরাজ করিতেছে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি ভিন্ন, আর কাহারও তথায় প্রবেশের অধিকার নাই।

হে দ্বিজগণ! সেই পৃথিবীপদ্মের বীজকোষ গোলাকারে সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ এবং সেই সহস্র যোজন পর্য্যন্ত এক স্তরে চতুর্দ্দশ সহস্র কেশরজাল আমূলতঃ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সকল কেশরের ঔন্নত্য চতুরশীতি যোজন। অপর স্তরে চতুর্দ্দিকে ঐরূপ যোজন প্রমাণ ত্রিংশৎ সহস্র কেশর বিরাজ-মান রহিয়াছে। ঐ সকল কেশরের দৈর্ঘ্যপরিমাণ শত সহস্র যোজন এবং উহাদিগের স্থূলতা অশীতি যোজন। ঐ সকল কেশরে চারিটি করিয়া পর্ব্ব। ঐ পর্ব্ব সমুদায়ের বিস্তার চতুর্দ্দশ যোজন।

তপোধনসমাজ! ইতিপূর্ব্বে যে কর্ণিকা অর্থাৎ বীজ-কোষের কথা উল্লেখ করিলাম, এক্ষণে একাদিক্রমে তাহার বিষয় বিস্তারিত কহিতেছি শ্রবণ কর। ঐ বীজকোষের চতুর্দ্দিকে বিবিধ বর্ণের শত শত মণিময় পত্র শোভমান রহিয়াছে। উহার মধ্যে কতকগুলি পত্র স্বর্ণময় এবং তাহার প্রভা, যেন অরুণরাগ বিস্তার করিতেছে। উহাতে সহস্র সহস্র পর্ব্ব ও সহস্র সহস্র কন্দর বিদ্যমান। ঐরূপ শত সহস্র পত্র ঐ নগবরকে বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতেছে। বিবিধ মণি ও বিবিধ রত্নময় বহুতর স্তম্ভে উহার তোরণদেশ শোভমান। তথায় ব্রহ্মর্ষিজনসঙ্কুল এক ব্রহ্মসভা বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সুপ্রসিদ্ধ সভার নাম মনোবতী। তথায় নিরন্তর সহস্র সূর্য্য সমান দ্যুতিমান্ বিমানসংস্থিত দেব ঈশানের মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকপূজনীয় দেবগণ সেই চতুরানন দেব স্বয়ম্ভুকে নমস্কার ও অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হন। তদ্ভিন্ন সদাচারনিষ্ঠ যে সকল মহাত্মারা বাসনাকে বিসর্জ্জন দিয়া নির্ম্মলান্তঃকরণে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন; যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া ভক্তিসহকারে সন্তুষ্টচিত্তে পিতৃদেবগণের অর্চ্চনায় তৎপর, বিনীত ও অতিথিপ্রিয় হন; যে সকল পুণ্যকর্ম্মকারী গৃহিগণ বীতস্পৃহ হইয়া সংযম ও নিয়ম দ্বারা একেবারে সমস্ত পাপরাশি ভস্মসাৎ করিয়াছেন; তাঁহারাই সেই নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। ঐ ব্রহ্মলোক সমস্ত লোকের উপরিভাগে বিরাজমান; সুতরাং উহা পুণ্যাত্মাদিগের পরম গতি। ঐ ব্রহ্মলোক চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত।

ঋষিগণ! উল্লিখিত ব্রহ্মলোকের উপরিভাগে ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত চক্রপাদ নামে মনোহর এক পর্ব্বত বিরাজমান রহিয়াছে। উহার বর্ণ যদিও কৃষ্ণ, তথাপি যেন বালসূর্য্যপ্রভা বিস্তার করিতেছে। উহাতে কত প্রকার ধাতু ও কত যে রত্ন-রাজি বিরাজিত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। উহাতে মণিময় তোরণযুক্ত অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য শোভমান রহিয়াছে। চক্র-পাদ সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে অবস্থিত। ঐ নগবর হইতে দশ যোজন বিস্তীর্ণ এক নদী বিনির্গত হইয়াছে। যদিও ঐ নদী ঊর্দ্ধবাহিনী, তথাচ উহার এক ধারা ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অমরাবতী পুরীও শশাঙ্কধবলা ঐ সরি-দ্বরার পদার্পণে অলঙ্কৃত হইয়াছে। কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি অন্যান্য গ্রহগণ, সকলেই উহাঁর নিকট পরাভূত। যে ব্রাহ্মণ-গণ প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা ঐ নদী ও অষ্ট কুলপর্ব্বতকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। ঐ পুণ্যদায়িনী সতত সঞ্চরমাণ জ্যোতিষ্কগণের পুরোভাগে অবস্থান করিতেছেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! ঐ দীপ্যমান সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে—যথায় বিবিধ ধাতুবিরাজিত চক্রপাদ গিরি বিরাজমান, তথায় দুর্দ্ধর্ষ বলদর্পিত দেবতা, দানব ও

রাক্ষসগণের পুরী বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ পুরীর প্রাকার ও তোরণাদি সমুদায় স্বর্ণময়। উহার উত্তরপূর্ব্ব দিকে অমরাবতী নামে পরম রমণীয় অতি সমৃদ্ধ পুরন্দরপুরী প্রকাশমান। ঐ পুরী অমর্ত্ত্যজনসমূহে পরিপূর্ণ। উহার স্থানে স্থানে বিমান, স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা, স্থানে স্থানে বিবিধ বিকসিত পুষ্পাবলী এবং স্থানে স্থানে ধ্বজপতাকা সকল বিদ্যমান থাকাতে পুরী যেন নিরন্তর হাস্যবদনে অবস্থান করিতেছে। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর ও ঋষিগণ নিয়ত তথায় অবস্থান করিতেছেন। উহার মধ্যে হীরক ও বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত বেদিকাযুক্ত ত্রিলোকবিখ্যাত যে সভা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নাম সুধর্ম্মা। সমুদায় ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আধার সহস্রলোচন শ্রীমান্ শচীপতি ঐ সভার সভাপতি। সিদ্ধগণ এবং দেবযোনিগণ ঐ সভাপতিকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিয়া থাকেন। মহাত্মা ভাস্করের বংশাবলী নিরন্তর তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। সর্ব্বদেবপূজিত সুরপতি স্বয়ং তথায় বিরাজ করিয়া থাকেন। অমরাবতীর অন্যদিকে যে পুরী বিদ্যমান, উহার নাম তেজোবতী। তেজোবতীও অমরাবতীর ন্যায় অতীব গুণসম্পন্ন এবং মহাত্মা ভূতেশ্বরের নিবাসভূমি। উহার অপর পার্শ্বে ত্রিলোকবিখ্যাত যমপুরী বিরাজমান। ঐ পুরীর নাম সংযমনী। উহার অপর পার্শ্বে নৈঋ্ঋতাধিপতির শুভ পুরী বিরাজমান। উহার নাম কৃষ্ণবতী। কৃষ্ণবতীর উত্তর ভাগে যে পুরী বিদ্যমান, উহা মহাত্মা জলাধিপতি বরুণের অধিকৃত। উহার নাম শুদ্ধবতী। তাহার উত্তর দিকে সর্ব্বগুণসমন্বিত যে পুরী বিদ্যমান, তাহার নাম

গন্ধবতী। গন্ধবতী পবনদেবের অধিকৃত। উহার উত্তরপার্শ্বে যে রমণীয় পুরী বিরাজমান, তাহার নাম মহোদয়া। মহোদয়ার মধ্যস্থলে বৈদূর্য্যমণিময় বেদিকা বিরাজ করিতেছে। তাহার উত্তর ভাগে অষ্টম পুরী শোভমান। উহা অতি রমণীয়। মহাত্মা দেব ঈশান নানাবিধ ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিরন্তর উহাতে অবস্থান করিয়া থাকেন। উহাতে কত যে রমণীয় পুষ্প, কত যে রমণীয় বন এবং কত যে আশ্রম-সংস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দেবগণ সতত ঐ পুরীতে অবস্থান করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। ঐ পুরী স্বর্গ নামে বিখ্যাত।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, ঋষিগণ! ইতিপূর্ব্বে সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যস্থলকে কর্ণিকামূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি। উহার আয়তন পরিমাণ সহস্র যোজন। উহার পরিধি অষ্টচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন। উহার পাদদেশের পরিমাণও ঐ রূপ। ঐ সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে যে সহস্র সহস্র গিরি বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার ঔন্নত্য অতীব দীর্ঘ এবং ঐ সকল পর্ব্বত মর্য্যাদা-পর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ সকল মর্য্যাদা-পর্ব্বতের মধ্যে দুই দুইটি পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া

দূরে দূরে অবস্থান করিতেছে। তন্মধ্যে যে দুইটি দক্ষিণ দিকে বিরাজমান, তাহার একের নাম গন্ধমাদন ও অপরের নাম কৈলাস। যে দুইটি উত্তরে ও পশ্চিমে অবস্থিত, তাহার একের নাম ত্রিপাত্র এবং অপরের নাম পাত্র। যে দুইটী উত্তরে বিরাজমান, তাহার একের নাম ত্রিশৃঙ্গ এবং অন্যতরের নাম উরুজধি। যে দুইটী পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, তাহার একের নাম জঠর এবং অন্যতরের নাম দেবকূট। পণ্ডিতগণ এই আটটিকে মর্য্যাদা-পর্ব্বত বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

হে ঋষিগণ! এইক্ষণে কনকপর্ব্বত সুমেরুর বিষ্কম্ভ অর্থাৎ কীলক বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সুমেরু পর্ব্বতের চারিদিকে অর্দ্ধ পরিমাণ স্থান পর্য্যন্ত চারি মহাপাদ বিদ্যমান রহিয়াছে। সপ্তদ্বীপা এই পৃথিবী সেই মহাপাদরূপ আবরণে স্তম্ভিত রহিয়াছেন। আমার বোধ হয়, ঐ সকল মহাপাদের বিস্তার দশসহস্র যোজন, এবং ক্রমশঃ বক্রভাবে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। উহাতে কত যে হরিতাল-স্থলী এবং কত যে মনঃশিলাময় গুহা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। স্থানে স্থানে সুবর্ণ এবং স্থানে স্থানে মণিসকল উহার বিচিত্রতা বিধান করিতেছে। কত সিদ্ধভবন, কত ক্রীড়া-স্থান উহাতে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকেই উহার প্রভার পরিসীমা নাই। উহার পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে সুপার্শ্ব গিরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ চারি পর্ব্বতের চারি শৃঙ্গের উপর চারিটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ বিরাজমান। দেবতা, দৈত্য ও অপ্সরোগণ মহাসমৃদ্ধিতে তথায় অবস্থান করিতেছেন। তন্মধ্যে

মন্দর পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরে এক কদম্ব বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে। উদ্গতকেশর নীপকুসুম সকল যেন এক একটি বৃহদাকার কুম্ভের ন্যায়। বিকসিত কুসুম গন্ধে চিরকালই চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছে।

যে বর্ষপর্ব্বত সকলের আদি, সেই বর্ষপর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে যে বৃক্ষ উদ্গত হইয়াছে, যে বৃক্ষ শোভা সৌন্দর্য্য ও সুখ্যাতির একমাত্র আধার, সেই মহাপাদপের নাম ভদ্রাশ্ব। হৃষীকেশ স্বয়ং সিদ্ধগণকর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া ঐ বৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা, সহস্র সহস্র লোকসেবিত ঐ বৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তিনি ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া সমুদায় বর্ষ এবং সমুদায় দ্বীপস্থিত লোকদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহারই নামানুসারে ঐ বৃক্ষের নাম ভদ্রাশ্ব হইয়াছে।

দক্ষিণ পর্ব্বত, যথায় দেবগণ নিয়ত অবস্থান করেন, সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে ফল-পুষ্প-শাখা-প্রশাখা-সুশোভিত জম্বু বৃক্ষ বিরাজমান। ঐ জম্বু বৃক্ষের অমৃতকল্প সুরূপ, সুস্বাদু, সুগন্ধ ফলসকল নিরন্তর পর্ব্বতোপরি নিপতিত হইতেছে। ঐ ফল সমূহ হইতে যে রস নির্গত হইতেছে, তাহাতে ঐ পর্ব্বত হইতে এক নদী নির্গত হইয়াছে। ঐ নদীতে জাম্বূনদ নামক অতি সুন্দর সুবর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ স্বর্ণে দেবগণের অতীব উজ্জ্বল অলঙ্কার সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ জম্বুফল হইতে এক প্রকার আসবের উৎপত্তি হয়। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যকগণ অতীব আনন্দসহকারে সেই অমৃততুল্য সুরা সেবন করিয়া থাকেন।

ঐ জম্বূ বৃক্ষের সদ্ভাবনিবন্ধন দক্ষিণবর্ষই জম্বুলোক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ লোকে যে জম্বুদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে, তাহা ঐ বৃক্ষেরই সদ্ভাবনিবন্ধন।

বিপুল নামক পর্ব্বতের দক্ষিণ ভাগে বৃহদাকার এক অশ্বত্থ বৃক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষ যেমন উন্নত, তেমনি প্রকাণ্ডকাণ্ড। কত যে প্রাণী উহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। উহার ফল কুম্ভ-প্রমাণ ও অতি মনোহর এবং সকল সময়েই অতীব সুলভ। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ নিরন্তর তথায় অবস্থান করিয়া থাকেন। ঐ বৃক্ষের অপর নাম কেতুমাল। হে দ্বিজগণ! যে নিমিত্ত উহার নাম কেতুমাল হইয়াছে, তাহাও কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে এক মালা সমুত্থিত হয়। দেবরাজ স্বয়ং ঐ চৈত্যকেতুর গলদেশে সেই মালা সমর্পণ করেন, তাহাতেই উহার নাম কেতুমাল হইয়াছে। কেতুমাল বর্ষও ঐ কেতুমাল বৃক্ষদ্বারা প্রসিদ্ধ।

সুপার্শ্ব পর্ব্বতের উত্তর শৃঙ্গে বট নামে এক মহা বৃক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ ন্যগ্রোধ পাদপ বহুতর শাখা প্রশাখায় সমাকীর্ণ এবং বহুযোজন বিস্তৃত। উহার তলভাগে শত শত সিদ্ধগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। উহার ফল সকল স্বর্ণবর্ণ এবং প্রকাণ্ড কুম্ভের ন্যায় বৃন্তে সংলগ্ন। সনৎকুমারের কনিষ্ঠ, ব্রহ্মার সপ্ত মানস পুত্র ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। ঐ মহাভাগগণ কুরব নামে বিখ্যাত। স্থিরচিত্ত, ক্ষমাশীল, বীতকল্মষ, অক্ষয় পুরুষ সকল তথায় ঐ সনাতন ব্রহ্মতনয়গণের উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ সপ্ত মহাত্মা

কুরুর অবস্থানিবন্ধন ঐ বর্ষও, কি স্বর্গে কি মর্ত্ত্যে সর্ব্বত্রই কুরু বা কুরব বর্ষ বলিয়া বিখ্যাত।

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে দ্বিজগণ! শীতান্ত ও কুমুদ এই উভয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে অতি অপূর্ব্ব এক সরোবর বিরাজমান। উহার দৈর্ঘ্য তিন শত এবং বিস্তার এক শত যোজন। বিবিধ বিহঙ্গম প্রভৃতি কত যে জীব তথায় অবস্থান করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। উহার সলিল সুখপেয় ও অতীব নির্ম্মল। অতিপ্রকাণ্ড, অতি সুগন্ধি সহস্র শত-দল পদ্মে সতত ঐ সরোবরের অপূর্ব্ব শোভাবিধান করিতেছে। দেবতা দানব গন্ধর্ব্ব ও মহাসর্প সকল নিরন্তর উহার তীরভূমি সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে। ঐ পবিত্র সরোবরের নাম শ্রীসরোবর; এমন জীবই নাই যে উহাকে আশ্রয় করে নাই। ঐ সরোবরস্থিত পদ্মবনের মধ্যভাগে একটি অপূর্ব্ব কোটি-দলযুক্ত মহাপদ্ম বিরাজমান। দেখিলে বোধ হয় যেন বাল সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে। পদ্মটি নিরন্তর প্রস্ফুটিত থাকায় দেখিতে অতি মনোহর এবং চাঞ্চল্যবশতঃ উহার পরিধি মণ্ডল অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহার মধ্যস্থিত কেশরগুলি অতি সুখদৃশ্য; তাহাতে আবার ভ্রমরগণ মধু-

পানে মত্ত হইয়া নিরন্তর গুণ গুণ ধ্বনি করিতেছে। এমন কি ভগবতী কমলা ক্ষণকালের নিমিত্তও সে অমল কমল পরিত্যাগ করেন না।

সে যাহাই হউক, হে তপোধনগণ! সেই সুদীর্ঘ সরোবরের তীরে অতি রমণীয় বহুদূরবিস্তৃত এক অপূর্ব্ব বিল্বকানন বিরাজমান। বৃক্ষগুলি নিরন্তর ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। কত যে সিদ্ধ পুরুষ তথায় অবস্থান করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই। ঐ বিল্ববনের দৈর্ঘ্য দ্বিশত এবং বিস্তার শত যোজন। প্রকাণ্ডকাণ্ড বৃক্ষগুলি চতুর্দ্দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া অর্দ্ধক্রোশ ঊর্দ্ধে মস্তক উন্নত করিয়াছে। উহার ফল সকল কতকগুলি হরিতবর্ণ, কতকগুলি পাণ্ডুরবর্ণ, পরিমাণ পটহের ন্যায়, স্বাদুতা অমৃতের ন্যায় এবং গন্ধ অতি মনোহর। ফলপতনে বনভূমি সমাকীর্ণ হইয়াছে। ঐ বিল্ববন জগতে শ্রীবন নামে প্রসিদ্ধ। দেবগণ এবং পুণ্যাত্মা বিল্বভোজী মুনিগণ নিরন্তর উহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছেন। এমন কি, সিদ্ধগণপরিষেবিতা ভগবতী লক্ষ্মী এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সে কানন পরিত্যাগ করেন না।

এক একটি অচলেন্দ্রের অন্তরাল ভূমির দৈর্ঘ্য দ্বিশত যোজন এবং বিস্তার শত যোজন, মধ্যে মধ্যে সিদ্ধ ও চারণগণপরিষেবিত বিমল স্থলপদ্ম বন শোভমান। উহার মধ্যবর্ত্তী পুষ্পগুলি, যেন কমলা স্বয়ং ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; যেন তাহারা স্বীয় প্রভায় স্বয়ং জ্বলিতেছে। মহাস্কন্ধ-নিঃসৃত শাখাশিখরে অর্দ্ধক্রোশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক শাখা বিকশিত কুসুমসমূহে অলঙ্কৃত। তন্নিবন্ধন বনবিভাগ

যেন পীতরক্তের ছবি ধারণ করিয়াছে। পুষ্পগুলির পরিণাহ দুই হস্ত এবং বিস্তৃতি তিন হস্ত প্রমাণ। বর্ণ মনঃশিলার ন্যায় এবং কেশরজাল পাণ্ডুর বর্ণ। বিকশিত কুসুমে বনায়তন পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছে, ভ্রমর-গণ মধুপানে মত্ত হইয়া প্রতি পুষ্পেই গুণ গুণ ধ্বনি করি-তেছে। ফলতঃ বনস্থলীর শোভার পরিসীমা নাই। কত যে দেবতা, কত যে দানব, কত যে গন্ধর্ব্ব, কত যে কিন্নর এবং কত যে ভাগ্যধর অপ্সরোগণ তথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ঐ স্থানেই প্রজাপতি ভগবান্ কশ্যপের আশ্রম। তদ্ভিন্ন কত শত শত সিদ্ধ ও কত শত সাধুগণ তত্রত্য আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন, তাহার আর সংখ্যা নাই।

হে তপোধনগণ! তাহার পরেই মহানীল ও ককুভ নামক পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে অতীব সুখদায়িনী এক স্রোতস্বতী প্রবহমাণ। ঐ নদীর তীরদেশে পঞ্চাশৎ যোজন দীর্ঘ এবং ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত রমণীয় এক তাল বন অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। তালবৃক্ষ-গুলি অতি দৃঢ়, সারগর্ভ, দুষ্প্রচাল্য, গোলাকৃতি, ফলবান্ এবং অর্দ্ধক্রোশ উন্নত। বৃক্ষগুলি এমনি কৃষ্ণবর্ণ যে দেখিলে বোধ হয় যেন অঞ্জনরাশি একত্র সমবেত হইয়া অবস্থান করি-তেছে। ঐ বন বহুতর সিদ্ধ পুরুষের আবাসভূমি। ঐরাবত হস্তীর গাত্র হইতে যেরূপ মদগন্ধ বিনির্গত হয়, ঐ বন হইতে সেই রূপ গন্ধ বিনির্গত হইতেছে।

তাহার পরেই দেবশৈলের উত্তরভাগে ঐরাবত ও রুদ্র নামে দুই পর্ব্বত বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ গিরিদ্বয়ের মধ্য-

ভাগে সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং শত যোজন বিস্তৃত এক উপত্যকা বিদ্যমান। ঐ উপত্যকার আদ্যোপান্ত সমুদায় ভূমি যেন একখানি শিলায় সমাবৃত। সুতরাং তথায় বৃক্ষ বা লতার সম্পর্কমাত্র নাই। চতুর্দ্দিক পাদপরিমাণ জলে আপ্লুত। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে এবং অন্যান্য পর্ব্বতের মধ্যভাগে যেরূপ নানাপ্রকার উপত্যকা দর্শন করিয়াছি, তাহার আনুপুর্ব্বিক যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম।

অশীতিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে তপোধনগণ! এক্ষণে দক্ষিণ দিগ্বিভাগস্থিত সিদ্ধগণাধিষ্ঠিত উপত্যকাবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। শিশির এবং পতঙ্গ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে যে উপত্যকা বিদ্যমান আছে, উহা কেবল শুক্ল বর্ণ ধূ ধূ করিতেছে; কুত্রাপি একটি বৃক্ষের সম্পর্কমাত্র নাই। সুতরাং দেখিতে অতি ভীষণ। কেবল ইষুক্ষেপ নামক শিখরে কতকগুলি বৃক্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে। তত্রত্য উড়ুম্বর বন অতি রমণীয় এবং বহুতর পক্ষীর নিবাসভূমি। উহার ফল সকল দেখিতে বৃহদাকার কূর্ম্মের মত। আট জন দেবযোনি নিয়ত ঐ উড়ুম্বর বনে অবস্থান করিয়া থাকেন। তথায় প্রসন্ন ও স্বাদুসলিলা বহুজলপূর্ণা নদী সকল নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। প্রজাপতি

ভগবান্ কর্দ্দম তত্রত্য প্রধান আশ্রমধারী। তদ্ভিন্ন তথায় বহুতর মুনিজনের আশ্রম বিদ্যমান রহিয়াছে। কর্দ্দম ঋষির আশ্রমের আয়তন এক শত যোজন। তথায় তাম্রাভ ও পতঙ্গ নামক শৈলের মধ্যভাগে দুই শত যোজন দীর্ঘ এবং একশত যোজন বিস্তৃত সুদীর্ঘ এক সরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। বালার্কবর্ণ ঘনসন্নিবিষ্ট সুগন্ধ সহস্রদল পদ্ম সমূহে ঐ সরোবর অলঙ্কৃত হইয়াছে। উহার তীরদেশে সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ নিরন্তর অবস্থান করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক মহোন্নত শিখর বিরাজমান। উহার দৈর্ঘ্য শত যোজন এবং বিস্তার ত্রিংশৎ যোজন। ঐ শিখর নানাবিধ ধাতু ও নানাবিধ রত্নে মণ্ডিত রহিয়াছে। উহার উপরিভাগে সুদীর্ঘ এক রথ্যা বিদ্যমান। তাহার চতুর্দ্দিকে রত্নময় প্রাচীর এবং সম্মুখে অত্যুন্নত এক তোরণ। উহার মধ্যস্থলে সুবিস্তীর্ণ বিদ্যাধরপুরী বিদ্যমান। পুলোমনামা এক বিদ্যাধর বহুতর পরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় রাজত্ব বিস্তার করিতেছেন।

তাহার পর বিশাখ ও শ্বেতনামক পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক সরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার পূর্ব্বতীরে সুবিস্তীর্ণ এক আম্রবন বিরাজমান। তরুশাখাসকল কনকবর্ণ কুম্ভপ্রমাণ অতি সুগন্ধি ফলসমূহে নিরন্তর অবনত রহিয়াছে। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ সতত তথায় অবস্থান করিতেছেন।

তাহার পর অচলেন্দ্র সুমূল এবং বসুধার বিদ্যমান। ঐ দুই পর্ব্বতের মধ্যভাগে যে উপত্যকা বিরাজমান, তাহার দৈর্ঘ্য পঞ্চাশৎ যোজন এবং বিস্তার ত্রিংশৎ যোজন। তথায় এক

বিল্বস্থলী বিরাজমান। তাহার ফল সকল বৃহদাকার কুম্ভের ন্যায়। নিরন্তর ফলপতনে বনভূমি পরিক্লিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বিল্বভোজী গুহ্যকগণ ঐ স্থলী অলঙ্কৃত করিয়াছে।

তাহার পরেই বসুধার ও রত্নধার নামক দুই গিরি শোভমান। উহার মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় শত যোজন দীর্ঘ এবং বিংশতি যোজন বিস্তীর্ণ এক কিংশুক বন বিরাজমান রহিয়াছে। বিকশিত কিংশুক কুসুমের গন্ধে শত যোজন পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়াছে। তথায় সিদ্ধগণ অবস্থান করিয়া থাকেন এবং জলকষ্টের নামমাত্র নাই। তথায় আদিত্যদেবের অতি সুদীর্ঘ আয়তন রহিয়াছে। সূর্য্যদেব প্রতি মাসেই তথায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সমুদায় দেবতারা লোকজনক ঐ প্রজাপতি সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া থাকেন।

তাহার পর পঞ্চকূট ও কৈলাস গিরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ উভয়ের মধ্যস্থলে হংসের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র প্রাণিগণের অনভিগম্য সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং শতযোজন বিস্তৃত এক ভূভাগ বিদ্যমান। ঐ ভূমিখণ্ড দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বর্গের সোপান বিরচিত হইয়াছে।

যাহাই হউক এক্ষণে পশ্চিম দিগ্বিভাগের গিরি-উপত্যকার বিষয় বিস্তারিত কহিতেছি, শ্রবণ কর। সুপার্শ্ব ও শিখিশৈলের মধ্যস্থলে চারিদিকে প্রায় শত যোজন বিস্তৃত এক খণ্ড মৃত্তিকাযুক্ত শিলাতল রহিয়াছে। ঐ শিলাতল নিয়ত উত্তপ্ত; এমন কি উহা স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। আবার শিলাতলের মধ্যস্থলে ত্রিংশত যোজন বিস্তৃত মণ্ডলাকার এক অগ্নিকুণ্ড শোভমান। তথায় দাহ্য বস্তুর সম্পর্কমাত্র নাই; কিন্তু

সংবর্ত্তক নামা অগ্নি নিরন্তর ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার পর কুমুদ ও অঞ্জন নামক দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে শত যোজন বিস্তীর্ণ বীজপূরস্থলী শোভমান। কোন প্রাণীই তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। বিশেষতঃ ঐ বীজপুর বন নিরন্তর পীতবর্ণ ফলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তথায় সিদ্ধপুরুষনিষেবিত এক পবিত্র হ্রদ শোভমান। ঐ ভূভাগ বৃহস্পতির আবাসস্থান। তাহার পরেই পিঞ্জর ও গৌরপর্ব্বতের মধ্যস্থলে এক সরোবর এবং বহুশত যোজন বিস্তৃত কয়েক খণ্ড উপত্যকা শোভমান রহিয়াছে। তত্রত্য সরোবর বিকসিত বৃহদাকার কুমুদবনে পরিপূর্ণ। ষট্পদ সকল সততই পুষ্পে পুষ্পে গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া বিচরণ করিতেছে। ঐ স্থান পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর আবাসভূমি। তাহার পর শুক্ল ও পাণ্ডুর নামক দুই মহাগিরির মধ্যভাগে নবতি যোজন দীর্ঘ এবং ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ এক শিলাময় প্রদেশ রহিয়াছে। তথায় বৃক্ষের সম্পর্কমাত্র নাই। তাহার কিয়দ্দূরে নীবাতনিষ্কম্পা এক দীর্ঘিকা শোভমান। তাহার তীরদেশ নানাজাতীয় বিকসিত স্থলপদ্ম বৃক্ষে সুশোভিত। উহার মধ্যে আবার পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ এক ন্যগ্রোধ পাদপ বিরাজমান। নীলাম্বরধারী উমাপতি ভগবান্ চন্দ্রশেখর যক্ষাদি দেবযোনিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া নিরন্তর তথায় অবস্থান করিতেছেন তাহার পর সহস্র শিখর ও কুমুদ এই দুই পর্ব্বতের মধ্যভাগে পঞ্চাশৎ যোজন দীর্ঘ এবং ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত ইষুক্ষেপ নামক এক উচ্চতর শিখর বিরাজমান রহিয়াছে। উহাতে যে কত প্রকার পক্ষী এবং কত প্রকার সুমধুর বৃক্ষফল বিদ্যমান

রহিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দেবরাজ ইন্দ্র ক্রীড়া করিবার অভিপ্রায়ে তথায় অপূর্ব্ব এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার পর শঙ্খকূট ও ঋষভ নামক দুই গিরির মধ্যভাগে অনেক যোজন বিস্তৃত বহুগুণালঙ্কৃত রমণীয় এক পুরুষস্থলী বিদ্যমান রহিয়াছে। তত্রত্য ভূভাগ বিল্বপ্রমাণ সুগন্ধি অশোকবৃক্ষে পরিপূর্ণ। সিদ্ধপুরুষগণ এবং নাগাদিগণ তথায় বাস করিয়া থাকেন।

তাহার পর কপিঞ্জল ও নাগ শৈলের মধ্যভাগে দ্বিশত যোজন দীর্ঘ এবং শতযোজন বিস্তীর্ণ এক উপত্যকা অসংখ্য লোকে সমাকীর্ণ। ঐ স্থান দ্রাক্ষা, খর্জ্জূর ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষ এবং নানাবিধ লতায় পরিপূর্ণ। তাহার পর পুষ্কর ও মহামেঘ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে শতযোজন দীর্ঘ এবং ষষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ যে উপত্যকা বিরাজমান, তাহার নাম পাণিতল। তথায় বৃক্ষ বা লতার সম্পর্ক মাত্র নাই। তাহার পার্শ্বে বহুযোজন বিস্তীর্ণ চারিটি বন এবং চারিটি সরোবর শোভমান। তাহার কিয়দ্দূরে কতকগুলি ভূভাগ এবং কতকগুলি উপত্যকা বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে কোন কোনটি দশযোজন, কোন কোনটি পঞ্চ যোজন, কোন কোন কোনটি সপ্ত যোজন, কোন কোনটি অষ্ট যোজন. কোন কোনটি বিংশতি যোজন এবং কোন কোনটি ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণ। ঐ সকল উপত্যকার মধ্যে কতকগুলি স্থান দেখিলে বোধ হয় যেন পর্ব্বত ভঙ্গ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে।

একাশীতিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! এক্ষণে এই সকল পর্ব্বতের শেষভাগে যে সকল দেবস্থান বিদ্যমান আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্ববর্ণিত পর্ব্বতগণের শেষভাগে সীত নামে এক শৈল শোভমান। ঐ স্থান দেবরাজ ইন্দ্রের ক্রীড়াকানন। প্রসিদ্ধ পারিজাতবন ঐ স্থানেই অবস্থিত। তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে কুঞ্জর নামক যে গিরি বিরাজমান রহিয়াছে, তথায় দানবগণের আটটি পুরী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। তাহার পর বজ্রক পর্ব্বতে রাক্ষসদিগের পুরী সকল শোভমান। ঐ রাক্ষস-গণ কামরূপী এবং নীলক নামে প্রসিদ্ধ। মহানীল পর্ব্বত কিন্নরগণের আবাসভূমি। তথায় পঞ্চদশ সহস্র কিন্নরপুরী বিরাজমান। তথায় দেবদত্ত ও চন্দ্রদত্ত প্রভৃতি পঞ্চদশ কিন্নর-রাজ মহাগর্ব্বে রাজত্ব করিতেছেন। সুবর্ণময় বিলদ্বার দিয়া ঐ সকল কিন্নরপুরী মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। তাহার পর চন্দ্রোদয় নামক পর্ব্বত বিরাজমান। ঐ পর্ব্বতে বৈনতেয়ের অগম্য বিলমধ্যে নাগগণ অবস্থান করিয়া থাকে। তাহার পর অনুরাগ পর্ব্বত। অনুরাগ দানবেন্দ্রগণের আবাসস্থান। তাহার পরেই বেণুমান গিরি। বেণুমান শৈলে তিনটি বিদ্যাধর বিদ্য-মান। ঐ পুরত্রয়ের প্রত্যেকটির বিস্তার ত্রিংশৎ শতযোজন এবং বিশালতা এক এক যোজন। উলূক, রোমশ ও মহাবেত্র নামক বিদ্যাধররাজগণ ঐ সকল পুরে অবস্থান করেন। বিকঙ্ক শৈল, গরুড়ের আবাসভূমি। পশুপতি স্বয়ং নিয়ত কুঞ্জর

শৈলে অবস্থান করিয়া থাকেন। তাহার পরেই বসুধার গিরি। যিনি যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি অনাদি পুরুষ; সেই বৃষভাঙ্ক মহাদেব শঙ্কর কোটি কোটি প্রমথপরিবারে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ বসুধার শৈলে অবস্থান করিয়া থাকেন। বসুগণও ঐ মহাগিরির অধিবাসী। বসুধার ও রত্নধার পর্ব্বতের অধিত্যকায় পঞ্চদশ পুরী বিরাজমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে আটটি বসুগণের এবং সাতটি সপ্তর্ষিগণের অধিকৃত। একশৃঙ্গ গিরি চতুরানন প্রজাপতি ব্রহ্মার আবাসস্থান। স্বয়ং ভগবতী মহাভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গজগিরিতে অবস্থান করিয়া থাকেন। বসুধার পর্ব্বতে সিদ্ধ বিদ্যাধর ও মুনিগণের চতুরশীতি পুরী বিরাজমান। ঐ পুরী সকল উন্নত তোরণ ও উন্নত প্রাকারপরিনিষ্ঠ। তাহার পরেই অনেকপর্ব্বত। যুদ্ধশাল গন্ধর্ব্বগণ ঐ অনেকপর্ব্বতে অবস্থান করিয়া থাকে। কপিঙ্গক উহাদিগের অধিরাজ। বহুতর সুর ও বহুতর রাক্ষস পঞ্চকূটে এবং বহুতর দানব শতশৃঙ্গে বাস করে। পঞ্চকূট ও শতশৃঙ্গে উহাদিগের শত শত পুরী বিরাজমান। প্রভেদক পর্ব্বতের পশ্চিম দলে দেবগণ সিদ্ধগণ ও দানবগণের বহুতর পুর বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ প্রভেদক পর্ব্বতের উপরিভাগে এক বিস্তীর্ণ শিলাখণ্ড রহিয়াছে। পর্ব্বে পর্ব্বে সোমদেব ঐ শিলাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। উহার উত্তর পার্শ্বে ত্রিকুটগিরি। ব্রহ্মা মধ্যে মধ্যে ঐ গিরিতে অবস্থান করিয়া থাকেন। তথায় অগ্নিদেবেরও আয়তন আছে। দেবগণ ঐ স্থানে মূর্ত্তিমান হুতাশনের অর্চ্চনা করেন। উহার উত্তরে শৃঙ্গপর্ব্বত। শৃঙ্গশৈল দেবতাদিগের বাসস্থান। উহার পূর্ব্বদিকে

নারায়ণের, মধ্যস্থলে ব্রহ্মার এবং পশ্চিমে শঙ্করের আশ্রম। উহার নিকটে যক্ষগণেরও কতকগুলি পুরী বিরাজমান রহিয়াছে। তাহার উত্তরে জাতুচ্ছ নামে এক মহাগিরি বিদ্যমান। ঐ গিরিতে ত্রিংশৎ যোজন আয়ত প্রসন্নসলিল এক সরোবর শোভমান রহিয়াছে। তথায় নন্দ নামে এক নাগরাজ অবস্থান করিয়া থাকেন। শতশীর্ষ ও প্রচণ্ড প্রভৃতি আটটি দেবপর্ব্বত। ক্রমান্বয়ে ঐ পর্ব্বতদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় পীত, কাহারও বর্ণ রজতের ন্যায় শ্বেত, কাহারও বর্ণ হীরকের ন্যায় কাহারও বৈদুর্য্য মণির ন্যায়, এবং কাহারও বা বর্ণ মনঃশিলা ধাতুর ন্যায়। এই পৃথিবীতে কত শত কোটি পর্ব্বত বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ঐ সকল পর্ব্বতে সিদ্ধ বিদ্যাধরাদিগণ অবস্থান করিয়া থাকেন। মেরু শৈলের পার্শ্বদেশস্থিত কেশর সকল বলয় ও আলবালাকারে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উহাকে সিদ্ধলোক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই ভূতধাত্রী পৃথিবী পদ্মাকারে অবস্থান করিতেছেন। সমুদায় পুরাণেই সামান্যতঃ পর্ব্বতসংস্থানের এই রূপ ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

হে দ্বিজগণ! এক্ষণে নদীসমূহের উৎপত্তিবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। আকাশ-সমুদ্র হইতে আকাশচারিণী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। দেবেন্দ্রহস্তী ঐরাবত অনবরত ঐ সরিদ্বরাকে বিলোড়িত করিয়া থাকে। আকাশনদী চতুরশীতি সহস্র যোজন ঊর্দ্ধ হইতে সুমেরু শৃঙ্গোপরি নিপতিত হইতেছে। তৎপরে তথা হইতে প্রস্খলিত হইয়া দক্ষিণ দিকে চারি ধারায় বিভক্ত হইয়াছে। ঐ প্রপাত চতুষ্টয় হেমকুট হইতে শূন্যপথে যে স্থানে পতিত হইতেছে, তাহার পরিমাণ ষষ্টিসহস্র যোজন। উহার একের নাম সীতা, দ্বিতীয়ের নাম অলকনন্দা, তৃতীয়ের নাম চক্ষ এবং চতুর্থের নাম ভদ্রা। উহার মধ্যে এক ধারা অশীতি সহস্র পর্ব্বত বিদারণ পূর্ব্বক গাংগতা, অর্থাৎ পৃথিবীতে গমন করিয়াছে, এই নিমিত্ত তাহার নাম গঙ্গা।

এক্ষণে গন্ধমাদন পর্ব্বতের পার্শ্বস্থিত অমরগণ্ডিকার বিবরণ বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। ঐ অমরগণ্ডিকার দৈর্ঘ্য একত্রিংশৎ সহস্র যোজন এবং বিস্তার চতুঃশত যোজন। তত্রত্য জনপদসমূহ কেতুমাল নামে প্রসিদ্ধ। ঐ প্রদেশের মনুষ্য সকল কৃষ্ণকায়, কিন্তু স্ত্রীলোক সকল উৎপলবর্ণ, দেখিতে অতি সুশ্রী। তথায় বৃক্ষমধ্যে পনস বৃক্ষই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র তথাকার অধীশ্বর। তত্রত্য স্বাস্থ্যকর সলিল পান করিয়া লোকের জরা বা রোগের নামমাত্র নাই;

সুতরাং সকলেই জরারোগবিহীন হইয়া আনন্দে অযুত বর্ষ কাল জীবিত থাকে।

মাল্যবান্ পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বে যে গণ্ডিকা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নাম পূর্ব্বগণ্ডিকা। পূর্ব্বগণ্ডিকার আয়তন একশৃঙ্গ হইতে সহস্র যোজন। তত্রত্য জনপদ ভদ্রাশ্ব নামে সুপ্রসিদ্ধ। তথায় সুমিষ্ট রসালবনের অভাব নাই। তত্রত্য পুরুষ সকল শ্বেত ও পদ্মবর্ণ এবং নারীগণ কুমুদবর্ণ। আয়ুঃসীমা দশ সহস্র বৎসর। তথায় পাঁচটি শৈলবর্ণ, মালাখ্য, কোরজস্ক, ত্রিপর্ণ ও নীল নামে কুলপর্ব্বত বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ পঞ্চ কুলাচল হইতে যে সকল নদী নির্গত হইয়াছে, তাহার তীরস্থিত প্রদেশ সকলও তত্তৎ নামে প্রসিদ্ধ। ঐ প্রদেশস্থিত লোকসকল ঐ সমুদায় নদীর জল পান করিয়া থাকে।

সীতা, সুবাহিনী, হংসবতী, কাসা, মহাবক্ত্রা, চন্দ্রবতী, কাবেরী, সুরসা, ইন্দ্রবতী, অঙ্গারবাহিনী; হরিতোয়া, সোমাবর্ত্তা, শতহ্রদা, বনমালা, বসুমতী, হংসা, সুপর্ণা, পঞ্চগন্ধী, ধনুষ্মতী, মণিবপ্রা, সুব্রহ্মভাগা, বিলাশিনী, কৃষ্ণতোয়া, পুণ্যদা, নাগবতী, শিবা, শৈবালিনী, মণিতটা, ক্ষীরোদা, বরুণতালী ও বিষ্ণুপদী এই সকল মহানদী পূর্ব্বগণ্ডিকায় বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহারা ঐ সকল নদীর জলপান করে, তাহারা দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং উমা ও মহেশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

হে দ্বিজোত্তমগণ! ভদ্রাশ্ব ও কেতুমালের বৃত্তান্ত বিস্তারিত বিবৃত করিলাম; এক্ষণে অচলেন্দ্র নৈষধের পশ্চিমে যে সকল কুলপর্ব্বত, জনপদ ও নদী বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। বিশাখ, কম্বল, জয়ন্ত, কৃষ্ণ, হরিত, অশোক ও বর্দ্ধমান এই সাত নৈরধীয় কুলপর্ব্বত। ঐ সপ্তকুলাচলের প্রত্যন্ত পর্ব্বত কোটি কোটি। তথায় যে সকল জনপদ বিদ্যমান ররিয়াছে, সে সমুদায়ও তৎ তৎ নামে প্রসিদ্ধ। সৌরগ্রামান্ত, সাতপ, কৃতস্থরাস্রবণ, কম্বল, মাহেয়, অচলকুট, বাসমুল, তপক্রৌঞ্চ, কৃষ্ণাঙ্গ, মণিপঙ্কজ, চূড়মাল, সোমীয়, সমুদ্রান্তক, কুরকুঞ্জ, স্থবর্ণতট, কুহ, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণপাদ, বিন্দ, কপিল, কর্ণিক, মহিষ, কুব্জ, করনাট, মহোৎকট, শুকনাক, সগজ, ভূম, ককুরঞ্জন, মহানাহ, কিকিসপর্ণ, ভৌমক, চোরক, ধূমজন্ম, অঙ্গারজ, জীবলৌকিতা, বাচাংসহ, অঙ্গমাধুরেয়, শুকেয়, চকেয়, শ্রবণ, মত্তকাশিক, গোদাবাম, কুলপঞ্জর, বর্জ্জহ ও মোদশালকা এই সমস্ত জনপদ ঐ কুলপর্ব্বতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ জনপদস্থিত লোকসমুদায় যে সকল নদীর জলপান করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

প্লাক্ষা, মহাকদম্বা, মানসী, শ্যামা, স্থমেধা, বহুলা, বিবর্ণা, ভুজ্ঞা, মালা, দর্ভবতী, ভদ্রা, শুকা, পল্লবা, ভীমা, প্রভঞ্জনা, কাম্বা, কুশাবতী, দক্ষা, কাসবতী, তুঙ্গা, পুণ্যোদা, চন্দ্রাবতী, স্থমূলাবতী, ককুপদ্মিনী, বিশালা, করন্টকা, পীবরী, মহামায়া,

মহিষী, মানুষী ও চণ্ডা এই সমস্ত নদী ঐ পর্ব্বত হইতে বিনির্গত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কত যে ক্ষুদ্র নদী উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

চতুরশীতিতম অধ্যায়

রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে বিপ্রগণ! এক্ষণে উত্তর ও দক্ষিণ বর্ষের পর্ব্বতনিবাসিগণের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুমেরু পর্ব্বতের দক্ষিণ এবং শ্বেত পর্ব্বতের উত্তর ভাগে বায়ব্য ও রম্যকনামে দুই পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতে যাহারা অবস্থান করে, তাহারা অতি দীর্ঘাকার নির্ম্মলগাত্র এবং জরা ও দুর্গতি-শূন্য। ঐ স্থানেও এক মহান্ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নাম রোহিত। ঐ রোহিত বৃক্ষের ফলরস পান করিলে লোক সকল দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং দেখিতে দেবতার ন্যায় সুশ্রী হয়। শ্বেত পর্বতের উত্তর এবং ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের দক্ষিণ ভাগকে হিরণ্ময় বর্ষ কহে। তত্রত্য নদীর নাম হৈরম্বতী। অতি বলবান্ কামরূপী যক্ষগণ তথায় অবস্থান করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই একাদশ সহস্র-বর্ষ-জীবী। তথায় লকুচ (মাদার বা ডেহুয়া) ও পনস বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তত্রত্য লোক সকল ঐ বৃক্ষের ফল ভোজনে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়া থাকে।

তাহার পর ত্রিশৃঙ্গ পর্বত। ঐ পর্বতের উত্তরশৃঙ্গ হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরদেশ পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ উত্তরকুরু নামে প্রসিদ্ধ। তথায় ক্ষীরপ্রসবিনী ও মধুপ্রসবিনী বৃক্ষেরই প্রাচুর্য্য আছে। এমন কি সেই বৃক্ষ হইতে লোকের বস্ত্র ও ভূষণকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তত্রত্য ভূমি সকল মণিময় ও সুবর্ণ বালুকাময়। ঐ স্থানের অধিবাসীরা ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ঐ দ্বীপের পশ্চিম দিকে চারি সহস্র যোজন অতিক্রম করিলে চন্দ্রদ্বীপ প্রাপ্ত হওয়া যায়; ঐ দ্বীপের পরিধি সহস্র যোজন। চন্দ্র দ্বীপের মধ্যভাগে চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত নামক দুইটি গিরি প্রস্রবণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ দুই প্রস্রবণ হইতে বন্দ্রাবর্ত্তা নামে যে মহানদী শাখানদী সকল বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার তীরভূমি বহুতর বৃক্ষে সমলঙ্কৃত। পূর্বোল্লিখিত কুরুবর্ষের উত্তর পার্শ্বে তরঙ্গমালাসঙ্কুল পঞ্চ সহস্র যোজন সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া সূর্য্যদ্বীপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ দ্বীপের পরিধিমণ্ডল সহস্র যোজন। উহার মধ্যস্থলে যে পর্বত রহিয়াছে, তাহার বিস্তার ও ঔন্নত্য শত যোজন। ঐ পর্বত হইতে সূর্য্যাবর্ত্ত নামে এক নদী নির্গত হইয়াছে। ঐ স্থানে সূর্য্যদেব অবস্থান করিয়া থাকেন। তথায় সূর্য্যোপাসক, সূর্য্যকান্তি প্রজাসকল দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ঐ সূর্য্যদ্বীপের পশ্চিমে চারি সহস্র যোজন সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া সহস্র যোজন বিস্তৃত এক দ্বীপ আছে, তাহার নাম ভদ্রাকার।

ঐ দ্বীপ বিবিধ মূর্ত্তিধারী বায়ু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। উহাতে যে কত প্রকার বররত্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর পরিসীমা নাই। তত্রত্য অগ্নিবর্ণ প্রজাসকল পঞ্চ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, হে দ্বিজগণ! এই পৃথিবী পদ্মাকারে অবস্থান করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বেই কীর্ত্তন করিয়াছি। সম্প্রতি ভারতের নবদ্বীপ বিভাগ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবন কর। ইন্দ্র, কসেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তি, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, বারুণ ও ভারত। ইহার প্রত্যেকটি এক যোজন করিয়া বিস্তৃত এবং এক এক সমুদ্রে পরিবেষ্টিত। তন্মধ্যে ভারতদ্বীপে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষবান্, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সপ্ত কুলাচল বিদ্যমান রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন মন্দর, সারদর্দ্দুর, কৈলাস, মৈনাক, বৈদ্যুত, বারন্ধম, পাণ্ডুর, তুঙ্গ, প্রস্থ, কৃষ্ণগিরি, জয়ন্ত, ঐরাবত, ঋষ্যমূক, গোমন্ত, চিত্রকূট, শ্রীপর্ব্বত, চকোর কূট, শৈল, কৃতস্থল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পর্ব্বত বিস্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম পর্ব্বত যে কত, তাহার সংখ্যা নাই। ঐ সকল পর্ব্বতে আর্য্যগণ এবং ম্লেচ্ছগণও বসতি করিয়া থাকে।

হে দ্বিজোত্তমগণ! এক্ষণে ঐ সমস্ত জনপদবাসীরা যে যে নদীর জল পান করিয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। গঙ্গা, সিন্ধু. শতদ্রু, বিপাসা, সরস্বতী, বিতস্তা, সরযূ, চন্দ্রভাগা, যমুনা, ইরাবতী, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, কৌশিকী, নিস্বীরা, গণ্ডকী, চক্ষুষ্মতী ও লোহিতা—উহারা হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। বেদস্মৃতি, বেদবতী, সিন্ধুপর্ণা, চন্দ্রনাভা, নাশদাচরা, রোহিপারা, চর্ম্মন্বতী, বিদিশা, বেদত্রয়ী ও বপন্তী ইহারা পারিপাত্র পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। শোণী, জ্যোতিরথা, নর্ম্মদা, সুরসা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, তমসা, পিপ্পলা, করতোয়া, পিশাচিকা, চিত্রোৎপলা, বিশালা, বঞ্জুকা, বালুবাহিনী, শুক্তিমতী, বীরজা, পঙ্কিনী ও রাত্রি—ইহারা ঋক্ষবান্ পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। মণিজালা, শুভাতাপী, পয়োষ্ণী, শীঘ্রোদা, বেশ্মপাশা, বৈতরণী, বেদিপালা, কুমুদ্বতী, তোয়া, দুর্গা, অন্ত্যা ও গিরা—ইহারা বিন্ধ্যাচল হইতে বিনির্গত হইয়াছে। গোদাবরী, ভীমরথী, মরথী, কৃষ্ণা, বেণা, বঞ্জুলা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা ও বাহ্যকাবেরী—ইহারা সহ্য পর্ব্বত হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। শতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পাবতী ও উৎপলাবতী—ইহারা মলয় পর্ব্বত হইতে বিনির্গত হইয়াছে। ত্রিযামা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুলা, ত্রিবিন্দালা, মূলিনী ও বংগবরা—ইহারা মহেন্দ্র পর্ব্বতের তনয়া। ঋষিকা, সুসতী, মন্দগামিনী ও পলাশিনী—ইহারা শুক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই সমস্ত নদী পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্ত কুলাচল হইতে বিনির্গত হইয়াছে। অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

নদী যে কত, তাহার আর সংখ্যা নাই। এই ত লক্ষ যোজন পরিমিত জম্বুদ্বীপের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম।

একাশীতিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিহেন, হে বিপ্রগণ! অতঃপর শাকদ্বীপবৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। শাকদ্বীপের বিস্তার জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের পরিমাণ দ্বৈগুণ্য। তত্রত্য অধিবাসীরা অতি পুণ্যাত্মা এবং দীর্ঘজীবী। তথায় দুর্ভিক্ষ, জরা বা ব্যাধির নামমাত্র নাই। এই দ্বীপেও সাতটী কুলাচল বিরাজমান রহিয়াছে। উহার এক পার্শ্বে লবণ সমুদ্র, অপর পার্শ্বে ক্ষীরোদ সাগর। ঐ দ্বীপের পূর্ব্ব-পার্শ্বে অতি বিশাল শৈলেন্দ্র উদয় এবং পশ্চিম পার্শ্বে জল-ধর নামে এক গিরি বিরাজমান রহিয়াছে। জলধর পর্ব্বতের অপর নাম চন্দ্র। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং ঐ পর্ব্বত হইতে জল গ্রহণ করিয়া বর্ষণ করিয়া থাকেন। উহার পর শ্বেতক পর্ব্বত, তথায় অনেক প্রকার লোক বসবাস করিয়া থাকে। তাহার পর রজত গিরি, রজত গিরির অপর নাম শাক। তাহার পর অম্বিকেয়; উহার অপর নাম বিভ্রাজস বা কেসরী। তথা হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। যে যে গিরি বর্ষ-পর্ব্বত নামে সুপ্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে উদয়, সুকুমার, জলধর,

ক্ষেমক, ও দ্রুমই প্রধান। দ্বিতীয় পর্ব্বতশ্রেণীর নাম পরে নির্দ্দেশ করিব। উহার মধ্যে সুকুমারী, কুমারী, নন্দা, বেণিকা, ধেনু, ইক্ষুমতী, ও গভস্তি এই সাত মহানদী বিদ্যমান রহিয়াছে।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, সম্প্রতি কুশদ্বীপের বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। কুশদ্বীপ ক্ষীরোদ সমুদ্রে পরিবেষ্টিত, এবং শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ বিস্তৃত। ঐ দ্বীপেও সাতটি কুলাচল বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদিগের প্রত্যেকের নাম দুই দুইটি। প্রথম কুমুদ বা বিদ্রুম, দ্বিতীয় উন্নত বা হেম, তৃতীয় দ্রোণ বা পুষ্পবান, চতুর্থ কাক বা ককুদ্মান্, পঞ্চম কুশেশয় বা অগ্নিমান্, ষষ্ঠ মহিষ্মান্ বা হরি (তথায় অগ্নির অধিবাস স্থান) সপ্তম ককুধ্র বা মন্দর। কুশদ্বীপে এই সকল পর্ব্বত অবস্থান করিতেছে, ইহাদিগের স্বনাম প্রসিদ্ধ বর্ষ সমুদায়ও দুই দুই নামে বিখ্যাত। কুমুদ পর্ব্বতস্থিত বর্ষের নাম শ্বেত বা উদ্ভিদ, উদ্ভিদস্থিত বর্ষের নাম লোহিত বা বেণুমণ্ডল, বলাহক বর্ষের নাম জীমূত বা রথাকার, দ্রোণস্থিত বর্ষের নাম হরি বা বলাধন। ঐরূপ তত্রত্য প্রত্যেক নদীরও দুই দুই নাম আছে। সর্ব্বপ্রধানা নদীর নাম প্রতোয়া বা প্রবেশা, দ্বিতীয়ার নাম শিবা বা যশোদা, তৃতীয়া চিত্রা বা

কৃষ্ণা, চতুর্থী হ্লাদিনী বা চন্দ্রা, পঞ্চমী বিদ্যুল্লা বা শুক্লা, ষষ্ঠী বর্ণা বা বিভাবরী, সপ্তমী মহতী বা ধৃতি। এই সমস্ত নদীই অপেক্ষাকৃত প্রধানা; তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীও বিস্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাই কুশদ্বীপের পরিমাণসন্নিবেশ। শাকদ্বীপের পরিমাণ অপেক্ষা কুশদ্বীপের পরিমাণ দ্বিগুণ তাহা পূর্ব্বেই কীর্ত্তন করিয়াছি। উহার মধ্যে কুশস্তম্বের পরিসীমা নাই। এই কুশদ্বীপ অমৃততুল্য ক্ষীরোদ সমুদ্র অপেক্ষা দ্বিগুণতর দধিসাগরে পরিবৃত।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

রুদ্র গীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, ঋষিগণ! ক্রৌঞ্চদ্বীপ চতুর্থ। কুশদ্বীপ অপেক্ষা উহার পরিমাণ দ্বিগুণ, এবং দধিসমুদ্র উহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। উহাতেও সাতটি বর্ষপর্ব্বত বিদ্যমান। ঐ সাতটি বর্ষপর্ব্বতের মধ্যে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত সর্ব্বপ্রধান। তদ্ভিন্ন বিদ্যুন্নত বা মানস—মানসের অপর নাম পাবক, অন্ধকার—উহার অপর নাম অচ্ছোদক, দেবগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত দেবাবৃত্ত—যাহাকে সুরাপনামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, দেবিষ্ঠ—যাহার অপর নাম কাঞ্চনশৃঙ্গ, দেবনন্দের পরবর্ত্তী গোবিন্দ বা পুণ্ডরীক—যাহার অপর নাম তোয়াধার—এই সাত রত্নময় বর্ষপর্ব্বত ক্রৌঞ্চদ্বীপে অবস্থান করিতেছে। সকলগুলি পরস্পরাপেক্ষা দ্বিগুণ উন্নত। তত্রত্য বর্ষগুলি সাত ভাগে বিভক্ত। ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের কুশলপ্রদেশ

মাধব নামে বিখ্যাত। বামকের কুশল প্রদেশ অতি রমণীয় এবং সম্বর্ত্তক নামে বিখ্যাত। উষ্ণবান্ প্রদেশ সপ্রকাশ নামে বিখ্যাত। তাহার পর পাবক প্রদেশ, ঐ প্রদেশ সুদর্শন নামে বিখ্যাত। তাহার পর অন্ধকার প্রদেশ, ঐ প্রদেশ সংমোহ নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাহার পর মুনিপ্রদেশ, ঐ প্রদেশ প্রকাশ নামে বিশ্রুত। তাহার পর দুন্দুভি প্রদেশ, উহার অপর নাম আনর্থ। সপ্ত প্রদেশের ন্যায় সপ্তনদীও তথায় বিরাজ করিতেছে। ঐ সপ্ত নদীর নাম গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা। গৌরীর অপর নাম পুষ্পবহা, কুমুদ্বতীর অপর নাম রৌদ্রা. সন্ধ্যা সুখাবহা নামে বিখ্যাত। মনোজবার অপর নাম ক্ষিপ্রোদা। খ্যাতি বহুলা নামে প্রসিদ্ধ। পুণ্ডরীকার অপর নাম চিত্রবেগা। এতদ্ভিন্ন তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর পরিসীমা নাই। ক্রৌঞ্চ দ্বীপ যেমন দধিসমুদ্রে পরিবেষ্টিত, শাল্মলও সেই রূপ ঘৃত সমুদ্রে পরিবেষ্টিত।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

রুদ্রগীতা।

রুদ্রদেব কহিলেন, ঋষিগণ! এক্ষণে সপ্তদ্বীপের মধ্যে যে তিন দ্বীপ অবশিষ্ট রহিল সেই তিন দ্বীপ এবং তত্রত্য অধিবাসীর বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। শাল্মল পঞ্চম বর্ষ, ক্রৌঞ্চদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা ইহার বিস্তৃতি দ্বিগুণ, ঘৃতসমুদ্র

ইহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহাতেও সাতটি বর্ষপর্ব্বত এবং সাতটি নদী বিরাজমান রহিয়াছে। শাতকৌম্ভ, সর্ব্বগুণসৌবর্ণ, রোহিত, সুমনস, কুশল, জাম্বূনদ ও বৈদ্যুত এই সাতটি বর্ষপর্ব্বত। পর্ব্বতের ন্যায় সাতটি বর্ষও উহাতে বিরাজমান রহিয়াছে।

গোমেদ দ্বীপ, সংখ্যাগণনায় ষষ্ঠ। শাল্মল দ্বীপ যেমন ঘৃত সমুদ্রে পরিবেষ্টিত, গোমেদও তদ্রূপ সুরাসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। তত্রত্য প্রধান পর্ব্বত দুইটি। একটির নাম শ্রীমান্ অপরটির নাম কুমুদ। তাহার পর পুষ্কর। পুষ্করদ্বীপ ইক্ষুরস সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ পুষ্করাখ্যদ্বীপে মানস নামে এক পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতদ্বারা পুষ্করবর্ষ দ্বিধা বিচ্ছিন্ন এবং ঐ পর্ব্বতপ্রমাণ সুস্বাদু উদকে পরিবৃত রহিয়াছে। তাহার পর কটাহ। ইহাই পৃথিবীর এবং কটাহযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার প্রমাণ। এই প্রকারে দ্বীপসংখ্যার পরিমাণ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ভগবান্ নারায়ণ প্রতিকল্পেই বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক রসাতলে প্রবেশ করিয়া স্বীয় দশনাগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীর উদ্ধার সাধন এবং ইহাকে যথাস্থানে স্থাপন করেন। হে তপোধনগণ! এই ত আমি তোমাদিগের নিকট পৃথিবীর দৈর্ঘ্য ও বিস্তারবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি কৈলাসধামে চলিলাম।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! ভগবান রুদ্রদেব এইরূপ বর্ণন করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে এবং দেবতা ও ঋষিগণ স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

নবতিতম অধ্যায়।

সৃষ্টিবিভাগ।

ধরণী কহিলেন, ভগবন্! কেহ কেহ রুদ্রদেবকে, কেহ কেহ হরিকে এবং কেহ কেহ চতুরানন ব্রহ্মাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁদিগের তিন জনের মধ্যে প্রধান কে? ইহা শুনিবার জন্য আমার চিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! দেব নারায়ণই সর্ব্বপ্রধান; তাঁহা হইতেই চতুরানন ব্রহ্মা এবং তাঁহা হইতেই রুদ্রদেবের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনিই রুদ্রদেবের সর্ব্বজ্ঞতার মূল কারণ। হে বরাননে! হে চার্ব্বঙ্গি! হে অনঘে! ভগবান্ রুদ্রদেবের বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য কথা আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

শূলপাণি ত্রিলোচন গৈরিকাদি বিবিধ ধাতুবিভূষিত রমণীয় কৈলাস পর্ব্বতের শিখরে অনুদিন অবস্থান করেন। সেই সর্ব্বপ্রাণি-নমস্কৃত পিনাকপাণি মহাদেব, একদিন প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবী ভগবতীর সহিত আসীন রহিয়াছেন, এবং প্রমথগণ তাঁহার ইতস্ততঃ সিংহেরন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। ঐ প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ সিংহমুখ, কেহ কেহ গজবক্ত্র, কেহ কেহ উষ্ট্রমুখ, কেহ কেহ শিশুমারবক্ত্র, কেহ কেহ শূকরানন, কেহ কেহ অশ্বমুখ, কেহ কেহ খরবক্ত্র, কেহ কেহ ছাগমুখ, কেহ কেহ ভেকমুখ এবং কেহ কেহ বা মৎস্যমুখ।

কত যে অস্ত্রধারী বিক্রান্ত প্রমথদল তথায় উপস্থিত, তাহার সীমা করা সুকঠিন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গীত, কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ বেগে গমন, কেহ কেহ বাহ্বাস্ফালন কেহ কেহ বিকট হাস্য, কেহ কেহ কিলকিলা শব্দ, কেহ কেহ বা মহা গর্জ্জন করিতেছে। উঁহাদিগের মহাবলপরাক্রান্ত অধিনায়কেরা কেহ কেহ লোষ্ট্র বিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে, কেহ কেহ বলদর্পিত হইয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ধরে! দেব মহেশ্বর উমার সহিত আসীন হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন এবং সহস্র সহস্র প্রমথ দল তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া আনন্দ করিতেছে, ইত্যবসরে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন রুদ্রদেব গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার এরূপ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিবার প্রয়োজন কি? অবিলম্বে কারণ নির্দ্দেশ করুন।

তখন চতুরানন ব্রহ্মা কহিলেন, অন্ধক নামে এক জন দৈত্য নিতান্ত বলদর্পিত হইয়া দেবগণকে উৎপীড়িত করিয়াছে। তাহাতেই দেবগণ ভয়ে আমার শরণাপন্ন হইলে, আমি কহিলাম, চল দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করি। তাহাতেই আমি ইহাঁদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই বলিয়া কমলযোনি শূলপাণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে পরম প্রভু নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। চিন্তামাত্র দেব নারায়ণ তৎক্ষণাৎ উভয়ের মধ্যে উপস্থিত। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন জনে একত্র মিলিত হইলেন এবং তিন জনেই পরস্পর পরস্পরের মুখাব-

লোকন করিতে লাগিলেন। সুতরাং তিন জনের দৃষ্টি একত্র মিলিত হইল। তখন সেই একীভূত দৃষ্টি হইতে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী এক কুমারীর উৎপত্তি হইল। উহার বর্ণ নীলোৎপল দলের ন্যায় শ্যাম, কেশ কুঞ্চিত ও গাঢ় নীলবর্ণ, নাসিকা ও কপালদেশ সুবিস্তীর্ণ, মুখশ্রী অতি মনোহর এবং অঙ্গসৌষ্ঠব অতি চমৎকার। এমন কি দেখিলে বোধ হয় যেন, বিশ্বকর্ম্ম-বিহিত সমুদায় রূপরাশি সেই কন্যাশরীরে বিন্যস্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন জনেই সেই অদ্ভুতরূপা কন্যাকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কি নিমিত্ত এস্থানে সমুপস্থিত হইয়াছ? তখন সেই নীল পীত ও শুক্ল এই ত্রিবর্ণসম্পন্না কুমারী তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সাধুগণ! আমি আপনাদিগের দৃষ্টিসংযোগ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি। আমি আপনাদিগের শক্তিরূপিণী পরমেশ্বরী। আপনারা আমায় দর্শন করিয়া চিনিতে পারিলেন না?

তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সকলে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বরদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আজি অবধি তুমি ত্রিকলা নামে বিখ্যাত হইলে। এক্ষণে তুমি সর্ব্বদা সাবধানে এই বিশ্ব প্রতিপালন কর। হে মহাভাগে! তোমার গুণানুসারে অন্যান্য সিদ্ধিদায়ক নামও প্রচারিত হইবে। হে দেবি বরাননে! আরও এক কথা বলিতেছি যে, তুমি ত্রিবর্ণরূপিণী হইয়াছ; কিন্তু শীঘ্র ত্রিবর্ণরূপ পরিত্যাগ করিয়া তিন বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ তিন মূর্ত্তি ধারণ কর।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন জনে এই কথা বলিবামাত্র

তিনি ত্রিবিধ কলেবর ধারণ করিলেন। তাঁহার এক মূর্ত্তি শ্বেত, এক মূর্ত্তি রক্ত এবং এক মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার যে শ্বেতবর্ণ-ব্রাহ্মী মূর্ত্তি, তাহাদ্বারা প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার যে রক্তবর্ণা কৃশোদরী শঙ্খচক্রগদা-ধারিণী মূর্ত্তির উদয় হইল, তাহারই নাম বৈষ্ণবী মূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তি দ্বারা তিনি জগৎ সংসার পালন করিয়া থাকেন। উহার অপর নাম বিষ্ণুমায়া। আর তাঁহার যে মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণা, ত্রিশূল-ধারিণী বিকটদশনা ও ভয়ঙ্করী, সেই মূর্ত্তিই রৌদ্রীমূর্ত্তি। রৌদ্রী মূর্ত্তি সমুদয় জগৎ সংহার করেন।

ধরে! সৃষ্টিস্বরূপিণী মহাভাগা শ্বেতবর্ণা কুমারী কমল-লোচনা ব্রহ্মার নিকট বিদায় লইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন এবং সর্ব্বগত্ব লাভমানসে তপশ্চরণ করিবার নিমিত্ত শ্বেত পর্ব্বতে গমন করিলেন। যিনি বৈষ্ণবী মূর্ত্তি তিনি কেশবের নিকট অনুমতি লইয়া অতি কঠোর তপশ্চরণ করিবার নিমিত্ত মন্দর পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। আর যিনি বিকট-দশনা, বিশালনয়না কৃষ্ণবর্ণা রৌদ্রী মূর্ত্তি, তিনিও কঠোর তপ-শ্চরণ করিবার নিমিত্ত নীল পর্ব্বতে গমন করিলেন।

এদিকে কিছুকাল পরে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করি-তে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তিনি যতই সৃষ্টি করেন, কিছুতেই প্রজাসৃষ্টি পরিবর্দ্ধিত হয় না। তখন তিনি যোগাবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া দেখিলেন, তাঁহার নয়নসম্ভূত কন্যা শ্বেত পর্ব্বতে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছেন। অনন্তর কমলযোনি সেই দগ্ধকিল্বিষা তনয়ার নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! শোভনে!

তুমি কি উপলক্ষে এ কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ? বিশালাক্ষি! আমি তোমার তপশ্চরণে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব অভিমত বর প্রার্থনা কর।

তখন সেই ব্রাহ্মী কন্যা সৃষ্টি, বিনীতবচনে পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আমি এক স্থানে অবস্থান করিতে অভিলাষ করিতেছি না, অতএব প্রার্থনা, যাহাতে আমি সর্ব্বগামিনী হইতে সমর্থ হই, আপনি আমায় সেই বর প্রদান করুন।" দেবী সৃষ্টি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা কহিলেন "বৎসে! তুমি সর্ব্বগা হইবে।" চতুরানন এই কথা বলিবামাত্র কমললোচনা সৃষ্টি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ক্রোড়ে নিলীন হইলেন। তাহার পর হইতে ক্রমশঃ ব্রহ্মার সৃষ্টি পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে।

প্রথমতঃ ব্রহ্মার মানসপুত্র সাতটি। তাহার পর তাহা হইতে অন্যান্য তপোধনগণ সম্ভূত হইয়াছেন। তৎপরে তাহা হইতে অপরাপর এবং তৎপরে তাহাতে অন্যান্য এইরূপে চতুর্দ্ধা সৃষ্টির পরিবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। কি অতীত, কি বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ, স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই সমুদায় সৃষ্টিই ঐ ব্রাহ্মী কন্যা সৃষ্টি হইতে সম্ভূত হইতেছে।

একনবতিতম অধ্যায়।

সৃষ্টিস্তুতি।

বরাহদেব কহিলেন, হে বরারোহে ধরে! পরমেষ্ঠী শিব যাঁহাকে ত্রিশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারই অন্যতর কার্য্যবৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার শক্তিমধ্যে যাঁহাকে প্রথমে শ্বেতবর্ণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছি, তিনিই একাক্ষরা, আবার তিনিই সর্ব্বাক্ষরা, তিনিই বাগীশা, তিনিই সরস্বতী, তিনিই বিদ্যেশ্বরী, তিনিই অমিতাক্ষরা, তিনি জ্ঞাননিধি, তিনিই বিভাবরী। বরাননে! তাঁহার অন্যান্য যে সমস্ত সৌম্য ও জ্ঞানসমুৎপন্ন নাম জগতে বিদ্যমান আছে, সে সমুদায়ই তাঁহার। ধরে! এই শ্বেতবর্ণা ব্রাহ্মী শক্তি রক্তবর্ণা বৈষ্ণবী শক্তি এবং কৃষ্ণবর্ণা রুদ্রশক্তি এই তিন শক্তি সর্ব্ব-প্রধান। যিনি তত্ত্বতঃ রুদ্রদেবকে অবগত হইতে পারেন, পূর্ব্বোল্লিখিত তিন শক্তিই তাঁহার হস্তগত। হে বরারোহে! সেই এক শক্তিই ত্রিবিধরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সৃষ্টিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতনী। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ সেই ব্রাহ্মী শক্তিদ্বারা পরিব্যাপ্ত; সুতরাং সৃষ্টিমূর্ত্তিই সর্ব্ব-প্রধানা মূর্ত্তি। অব্যক্তজন্মা ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপে ঐ আদি-মূর্ত্তির স্তব করিয়াছিলেন, তাহা এই—

হে সত্যসম্ভূতে! হে ধ্রুবে! হে অক্ষরে! হে সর্ব্বগে! হে সর্ব্বজননি! হে সর্ব্বভূতমহেশ্বরি! হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠে দেবি! তোমার জয় হউক। তুমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ। হে

বরারোহে! তুমি সকলের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাক। দেবি! তুমি সকলের প্রসূতি। তুমি সর্ব্বপ্রধানা ঈশ্বরী। তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি উৎপত্তি, তুমি ওঙ্কার, তুমি বেদের উৎপত্তিকারণ, কি দেবগণ, কি দানবগণ, কি যক্ষগণ, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি রাক্ষসগণ, কি পশুগণ, কি লতাবিতান সমস্তই তোমা হইতে সম্ভূত হইয়াছে। তুমি বিদ্যা, তুমি বিদ্যেশ্বরী, তুমি সিদ্ধা, তুমি অহঙ্কারস্বরূপা, তুমি সুরেশ্বরী, তুমি সর্ব্বজ্ঞা, তুমি সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী, তুমি সর্ব্বগামিনী, তুমি সন্দেহবর্জ্জিতা, তুমি অরাতিদলদলনী, তুমি সমস্ত বিদ্যার ইশ্বরী, তুমি সর্ব্ববিধ মঙ্গলকারিণী, হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। হে বরাননে! যে ব্যক্তি তোমাকে স্মরণ করিয়া ঋতুস্নাতা ভার্য্যার নিকট গমন করে, তোমার প্রসাদে নিশ্চয়ই সে পুত্রমুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হইয়া থাকে। ভদ্রে! তুমি স্বরূপা, তুমি বিজয়া, আবার তুমিই সমস্ত শত্রু বিদলিত করিয়া থাক।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বতন ইতিহাস।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! যে বৈষ্ণবীমূর্ত্তি কঠোর তপশ্চরণ করিবার নিমিত্ত মন্দরপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তিনিই রজোগুণময়ী পরমা শক্তি। কৌমারব্রত তাঁহার প্রধান অবলম্বন। তিনি মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়া একাকিনী বিশালা

প্রদেশে তপশ্চরণ করেন। বহুকাল তপশ্চরণের পর তাঁহার মন নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। সেই বিক্ষোভে সৌম্য-নয়না কয়েকটি কুমারীর উৎপত্তি হইল। উহাদিগের কেশাগ্র-ভাগ কুঞ্চিত এবং নীলবর্ণ, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় লোহিতবর্ণ, লোচনযুগল অতি বিশাল, নিতম্বদেশ রসনাসান্নিধ্যে অতি উদ্দাম, চরণযুগল নূপুরভূষণে বিভূষিত, লাবণ্যপ্রভা নিরন্তর উদ্ভাসিত হইতেছে। ধরে! তপশ্চারিণী কন্যা হইতে শত সহস্র কোটি কামিনীর উৎপত্তি হইল। বিষ্ণুমায়া সেই কুমারীগণকে সন্দর্শন করিয়া স্বীয় তপঃপ্রভাবে সেই মন্দর-পর্বতে শত শত হর্ম্ম্যসমাকুল মনোহর এক পুরী প্রস্তুত করি-লেন। ঐ পুরীর পথ সকল বিস্তৃত, প্রাসাদ সকল সুবর্ণময়, গৃহ সকল জলমধ্যে নিবিষ্ট, উহার সোপান সকল মণিময়, গবাক্ষ সমুদায় রত্নরাজিবিরাজিত এবং উহার অনতিদূরে উপ-বন। কন্যাগণের সংখ্যা যত, প্রাসাদ সংখ্যাও তদ্রূপ।

সম্প্রতি সেই কামিনীগণের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহা-দিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বিদ্যুৎপ্রভা, চন্দ্রকান্তি, সূর্য্যকান্তি, গম্ভীরা, চারুকেশী, সুজাতা, মুঞ্জকে-শিনী, ঘৃতাচী, উর্বশী, শশিনী, শীলমণ্ডিতা, চারুকন্যা, বিশা-লাক্ষী, ধন্যা, পীনপয়োধরা, চন্দ্রপ্রভা, গিরিসুতা, সূর্য্যপ্রভা অমৃতা, স্বয়ম্প্রভা, চারুমুখী, শিবদূতী, বিভাবরী, জয়া, বিজয়া জয়ন্তী, অপরাজিতা, ইহাঁরাই প্রধান। এতদ্ভিন্ন কত শত শত কুমারী ঐ পুরী অলঙ্কৃত করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। সকলেই দেবী বিষ্ণুমায়ার সহচরী এবং সকলেরই হস্তে পাশ ও অঙ্কুশাস্ত্র বিরাজমান। দেবী বিষ্ণুশক্তি সেই সকল

কুমারীগণে পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। সীমন্তিনীগণ চতুর্দ্দিক হইতে শুভ্র চামর বীজন করিতেছে। সেই বিলাসিনী কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া তপশ্চরণে সমুদ্যত হইয়াছেন। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুমারী বরাঙ্গনা কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইয়া যেমন তপশ্চরণে নিবিষ্ট হইলেন, সেই সময় ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন তিনি সহসা তপোধনকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া বিদ্যুৎ-প্রভাকে কহিলেন, "বিদ্যুৎপ্রভে! শীঘ্র উহাঁকে উপবেশ-নার্থ আসন এবং পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রদান কর।" আজ্ঞামাত্র বিদ্যুৎপ্রভা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সমস্ত সমর্পণ করিলেন।

অনন্তর দেবর্ষি আসন পরিগ্রহ করিয়া প্রণাম করিলে, দেবী বিষ্ণুমায়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া স্বাগতপ্রশ্নান্তে কহিলেন, মুনিবর! এখন কোন লোক হইতে শুভাগমন হই-তেছে? উদ্দেশ্য কি? আমায় কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? অবিলম্বে ব্যক্ত কর।

লোকতত্ত্ববিদ্ নারদ বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, আমি ব্রহ্মলোক হইতে ইন্দ্রলোকে এবং তথা হইতে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। তাহার পর তথা হইতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলিয়া অনিমিষলোচনে ক্ষণকাল তাঁহাকে নিরী-ক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মুহূর্ত্ত কাল পরে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, কি রূপমাধুরী! কি শরীরকান্তি! কি ধৈর্য্য! কি বয়! কি নিষ্কামতা! আমি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ ও

কিন্নরভূমিতে পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি ত কামিনীকুল মধ্যে এরূপ অপূর্ব্বরূপ সন্দর্শন করি নাই!

ধরে! দেবর্ষি নারদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দেবীকে প্রণাম করিয়া নভোমার্গে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সত্বর দৈত্যেন্দ্রপালিত সমুদ্র সীমাবর্ত্তিনী মহিষনাম্নী দৈত্যেন্দ্রপুরীতে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, দেবসৈন্যবিনাশকারী মহিষাকৃতি ও মহিষ নামে বিখ্যাত এক অসুর ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া তথায় অধিরাজ্য করিতেছে। দর্শনমাত্র ত্রিলোকচারী নারদ তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং দেবলোকে মন্দর পর্ব্বতে বিষ্ণুমায়ার যেরূপ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, অসুরেন্দ্র! এক কন্যারত্নের কথা কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

দৈত্যপতে! তুমি যে বরলাভ করিয়াছ, তাহাতে চরাচর ত্রৈলোক্য তোমার বশবর্ত্তী, তাহার আর সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমি ব্রহ্মলোক হইতে মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। তথায় শত শত কুমারীসঙ্কুল এক দেবীপুর দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে যিনি প্রধানা, তিনি ব্রতচারিণী তাপসী। আমি দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক ও দৈত্যলোক প্রভৃতি সমুদায় লোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি; কিন্তু তাদৃশ রূপমাধুরী কুত্রাপি নয়নগোচর হয় নাই। দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, ঋষিগণ, চারণগণ ও দৈত্যনায়কগণ সকলেই সেই কুমারীর উপাসনা করিতেছে। আমি সেই অলোকসামান্যা বরদা দেবীকে দর্শন

করিয়াই তোমার নিকট আগমন করিতেছি। দেবতা ও গন্ধর্ব্ব-দিগকে পরাজিত না করিয়া তাহাকে জয় করে, এরূপ লোক ত্রৈলোক্যে নাই। ধরে! দেবর্ষি নারদ এইরূপ বাগ্বিন্যাসের পর ক্ষণকাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দৈত্যবর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া ব্রহ্মলোক গমনোদ্দেশে তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন।

ত্রিনবতিতিতম অধ্যায়।

ধরে! মহিষাসুর, নারদের প্রমুখাৎ সেই আশ্চর্য্যরূপা কুমারীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল এবং নারদ প্রস্থান করিলে অনুক্ষণ সেই চার্ব্বঙ্গীর বিষয় অনুধ্যান করিতে লাগিল। কিছুতেই তাহার মনের শান্তি নাই। অবশেষে অলংশর্ম্মা নামক প্রধানতম সচিব এবং প্রঘস, বিঘস, শঙ্কুকর্ণ, বিভাবসু, বিদ্যুন্মালী, সুমালী, পর্জ্জন্য ও ক্রূর নামক বহুশ্রুত সম্পন্ন বিক্রান্ত ও নীতিশাস্ত্রবিশারদ আটজন মন্ত্রিকে আহ্বান করিল। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া সভাসীন দানবেন্দ্রকে কহিল, রাজন্! কি নিমিত্ত আমা-দিগকে আহ্বান করিয়াছেন? অবিলম্বে কার্য্যনির্দ্দেশ করুন।

দানবেন্দ্র মহিষ তাহাদিগের বচনাবসানে কহিল, মন্ত্রিগণ! আমি মহর্ষি নারদের প্রমুখাৎ এক অলোকসামান্য রূপবতী কন্যার কথা শ্রবণ করিয়াছি। শ্রবণাবধি সেই কন্যালাভের নিমিত্ত আমার চিত্ত একান্ত চঞ্চল হইয়াছে; কিন্তু দেবেন্দ্রকে পরাজয় না করিলে, সে কন্যালাভের উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে

কিরূপে সেই কন্যারত্ন হস্তগত এবং কিরূপেই বা দেবগণ পরাজিত হয় বিবেচনা পূর্ব্বক শীঘ্র তাহার সৎপরামর্শ প্রদান কর।

মন্ত্রিগণ এইরূপ অভিহিত হইলে তন্মধ্যে প্রঘস দানবেশ্বরকে কহিল, "রাজন্! মহর্ষি নারদের প্রমুখাৎ যে কন্যার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি মহাসতী কন্যারূপধারিণী বৈষ্ণবী শক্তি। বিশেষতঃ গুরুপত্নী, রাজপত্নী ও সামন্তসীমন্তিনী ইহাঁরা অগ্রাহ্য; অগ্রাহ্য গ্রহণ ও অগম্যাগমন করিলে অচিরাৎ রাজশ্রী বিলয় প্রাপ্ত হয়।"

প্রঘসের বচনাবসানে অমাত্যবর বিঘস কহিলেন, "প্রঘস যাহা কহিতেছে, তাহা কিছু অযথার্থ নহে; কিন্তু আমার বুদ্ধিতে যাহা উদয় হইতেছে, যদি আপনাদিগের সকলের অভিমমত হয়, কহিতছি, শ্রবণ করুন।" কন্যারত্ন উপস্থিত থাকিলে বিজিগীষু ব্যক্তিগণ অবশ্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কখনই কন্যার ইচ্ছানুসারে কার্য্য হইতে পারে না। অতএব হে মন্ত্রিগণ! যদি আমার কথা আপনাদিগের অভিমত হয়, তাহা হইলে, আমি বলি, প্রথমে সেই কন্যার নিকট যাওয়া হউক এবং যদি সেই কন্যার কোন আসন্ন বন্ধু থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকট প্রার্থনা করা হউক। প্রথমে যদি সহজে সম্মত হয়, ভালই, নচেৎ তাহার পর কিছু দানের কথা প্রস্তাব করা হউক, যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, ভেদসাধন করা যাইবে। যদি তাহাতেও আমরা কৃতকার্য্য হইতে না পারি, দণ্ডবিধান করিব। যদি যথাক্রমে এই সকল উপায় নিষ্ফল হয়, তখন অগত্যা সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ গমন এবং বলপূর্ব্বক সেই কন্যাকে আনয়ন করা যাইবে।

বিঘসের বচনাবসানে সকলেই যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া একবাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং বলিল "বিঘস অতি উত্তম কথা কহিয়াছেন। এক্ষণে অবিলম্বে তথায় সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, বিশেষতঃ নীতিশাস্ত্রপারদর্শী শৌর্য্য-গুণসম্পন্ন লোভাদিদোষশূন্য একজন দূত প্রেরণ করা হউক। সেই দূত ঐ কন্যার রূপ, গুণ, পরাক্রম, শৌর্য্য, বীর্য্য বন্ধুবর্গ, সম্পদ্, অবস্থিতি স্থান ও কর বৃত্তান্ত প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাত হইয়া প্রত্যাগমন করুক। তাহার পর যাহা বিহিত হয়, সম্পাদন করা যাইবে।"

এই কথা শ্রবণে সকলে চতুর্দ্দিক হইতে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। মন্ত্রিবর বিঘসের প্রশংসার পরিসীমা রহিল না। অনন্তর বহুতর মায়াবিশারদ বিশ্বস্ত দৈত্য বিদ্যুৎ-প্রভকে দূত প্রেরণ করা হইল। তৎপরে বিঘস দৈত্যপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, প্রভো! ওদিকে ত দূত প্রেরণ করা হইল, এক্ষণে এদিকে দেবসৈন্য বিজয়ের ব্যবস্থা করা হউক্। এক্ষণে দানবেন্দ্রগণ চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হউন। আপনার পরাক্রমে সুরসৈন্য সকল রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে। সুতরাং দেবেন্দ্র আপনার বশীভূত হইবে। ইন্দ্র বশীভূত হইলে, সে কন্যাও অনায়াসে আপনার হস্তগত হইবে। সমস্ত লোকপাল, মরুদ্গণ, নাগগণ, বিদ্যাধরগণ, সিদ্ধ-গণ, গন্ধর্ব্বগণ, বৈনতেয়গণ, রুদ্রগণ, বসুগণ ও আদিত্যগণ, ইহারা সকলে পরাজিত হইলে আপনিই ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন। আপনি ইন্দ্র হইলে সে কুমারীর কথা দূরে থাক, কত শত দেব-কন্যা ও কত শত গন্ধর্ব্বকন্যা আপনার হস্তগত হইবে।

এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র দৈত্যেশ্বর মহিষ মহামেঘের ন্যায়, সুনীল অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ স্বীয় সেনাপতি বিরূপাক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিল, "সেনাপতে! শীঘ্র হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসঙ্কুল আমার চতুরঙ্গিনী সেনা সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন কর। আমি অবিলম্বে গন্ধর্ব্বগণের সহিত রণদুর্জ্জয় দেবগণকে নিপাতিত করিব।"

আজ্ঞামাত্র সেনাপতি বিরূপাক্ষ অনন্ত, অপরাজিত সৈন্যসকল সুসজ্জিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। এমন কি, সে সেনাগণের মধ্যে প্রত্যেকেই যুদ্ধে দেবেন্দ্র সদৃশ। তাহারা প্রত্যেকেই এক এক জন দেবতাকে পরাজিত করিব বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে প্রধানতম সৈন্যের সংখ্যা এক অর্ব্বুদ নয়কোটি। সেই বিক্রান্ত বলরাশির মধ্যে একজন যে দিকে গমন করে, অন্যান্য সকলেই সেই দিকে গমন করিয়া থাকে। সুতরাং একেবারে সমস্ত দৈত্যসৈন্য ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রয়াণে উদ্যুক্ত হইল এবং দেবসৈন্য বিনাশের নিমিত্ত একান্ত অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই অসীম বিবিধরূপী দৈত্যসৈন্য মধ্যে কত প্রকার বিচিত্র যান, কত প্রকার ধ্বজপতাকা, কত প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, তাহার সংখ্যা নাই। তাহারা অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক জয়োল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

মহিষাসুর বধ।

ঐ সময় কামরূপী মহাবলপরাক্রান্ত মহিষ দৈত্য মত্তমাতঙ্গে আরোহণ করিয়া মেরুপর্ব্বতে গমন করিতে সমুদ্যত হইল। প্রথমতঃ ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে গমন করিয়া মহা রোষভরে দেবগণ এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে আক্রমণ করিল। তখন দেবতারাও নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্ব স্ব বাহনে অধিরোহণ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অস্ত্র শস্ত্র সকল গ্রহণ করত হৃষ্টান্তঃকরণে আগ্রহের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে অঞ্জন, নীলকুক্ষি, মেঘবর্ণ, বলাহক, উদরাক্ষ, ললাটাক্ষ, সুভীম ও স্বর্ভানু ভীমবিক্রম এই আটজন দৈত্য আট বসুর প্রতি ধাবমান হইল। অপর যে দ্বাদশ দৈত্য ঐরূপ দ্বাদশ আদিত্যের সহিত মিলিত হইল। তাহাদিগের নাম ভীমাক্ষ, স্তব্ধকর্ণ, শঙ্কুকর্ণ, বজ্রক, জ্যোতিবীর্য্য, বিদ্যুন্মালী, রক্তাক্ষ, ভীমদংষ্ট্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব, অতিকায়, মহাকায় ও দীর্ঘবাহু। তদ্ভিন্ন কাল, কৃতান্ত, রক্তাক্ষ, হরণ, মিত্রহা, নল, যজ্ঞহা, ব্রহ্মহা, গোঘ্ন, স্ত্রীঘ্ন ও সংবর্ত্তক; যুদ্ধদুর্ম্মদ এই একাদশ দৈত্য মহাক্রোধে একাদশ রুদ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অবশিষ্ট দৈত্যগণ অবশিষ্ট দেবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। দৈত্যবর মহিষ স্বয়ং বেগে দেবেন্দ্রের প্রতি অভিযান করিল। দানবেন্দ্র ব্রহ্মার বরলাভে এত দৃপ্ত হইয়াছিল যে, পিনাকপাণি রুদ্রদেব স্বয়ং

তাহার পরাজয়ে সমর্থ নহেন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও সাধ্যগণ কর্ত্তৃক অতি অল্প সময় মধ্যেই অসুর ও রাক্ষস-সৈন্য নিপাতিত হইল। অসুরগণও দেবসৈন্য বিমর্দ্দিত করিয়া তুলিল; শূল, পট্টিশ ও মুদ্গর প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র-বিক্ষেপে সে সৈন্যসাগর বিলোড়িত হইয়া উঠিল। এমন কি পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্রও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর দেবগণ পলায়ন করত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

শক্তির মহিমা ও মহিষাসুর বধ।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! অনন্তর বিদ্যুৎপ্রভ নামা দৈত্য দূতরূপে প্রেরিত হইয়া সেই শত শত কুমারীপরিবেষ্টিত দেবী শক্তির নিকটে গমন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিল। দৈত্যের পক্ষে এরূপ বিনয় অযথা স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহাই হউক প্রণিপাত করিয়া কহিল, দেবি! আদি সৃষ্টি সময়ে সম্বৎসর নামে এক ঋষি সম্ভূত হয়েন। ভগবান্ সুপার্শ্ব সেই ঋষির পুত্র। সুপার্শ্ব হইতে মহা তেজস্বী অতি প্রতাপশালী সিন্ধুদ্বীপ নামে এক তনয়ের সমুৎপত্তি হয়। ঐ সিন্ধুদ্বীপ অতি রমণীয় মাহিষ্মতী পুরীতে গমন করিয়া অনাহারে ঘোরতর তপশ্চরণ করেন, অনন্তর তথায় তাঁহার যে কন্যা সমুৎপন্ন হয় তাহার নাম মাহিষ্মতী।

ঐ কন্যা বিপ্রচিত্তির অগ্রজা এবং সৌন্দর্য্যে জগতে অপ্রতিমা। মাহিষ্মতী একদা সখীগণে পরিবৃতা হইয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে মন্দর পর্ব্বতের পাদদেশে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় পরম রমণীয় এক তপোবন বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ তপোবন অম্বরনামা একজন ঋষিবরের অধিকৃত। তপোবনের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে লতাগৃহ। বিশেষতঃ বকুল, লকুচ (ডেহুয়া) চন্দন, পনস, শাল ও সরল প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। ফলতঃ তপোবন বিভাগে অতি রমণীয়, সেই বরারোহা আসুরী মাহিষ্মতী আশ্রমের রমণীয়তা বস্তু অতীব প্রীত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি কোন প্রকারে এই আশ্রমস্থিত ঋষিকে ভয়প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং সখীগণের সহিত পরমানন্দে এই স্থানে অবস্থান করি। এইরূপ চিন্তার পর সেই কন্যা সখীগণের সহিত অতি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মহিষ বপু ধারণ করিলেন এবং ভয়প্রদর্শনার্থ শৃঙ্গাগ্রভাগ বিনমিত করিয়া ঋষিবরের সম্মুখে সমুপস্থিত হইলে, ঋষিবর প্রথমতঃ ভীত হইলেন বটে; কিন্তু পরিশেষে বিজ্ঞাননেত্রে তাহাকে অসুরকন্যা বলিয়া জানিতে পারিয়া রোষভরে শাপপ্রদান করিয়া কহিলেন, "পাপীয়সি! যেমন তুমি মহিষরূপ ধারণ করিয়া আমায় ভয় প্রদর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছ, তেমনি আমি তোমাকে এই অভিসম্পাত করিতেছি যে, তুমি শতবর্ষ পর্য্যন্ত মহিষীরূপে বিচরণ করিবে।

তপোধন এইরূপ অভিসম্পাত করিবামাত্র মাহিষ্মতী কম্পিতকলেবরা সখীগণের সহিত অগ্রসর হইয়া ঋষিবরের

যুদ্ধে অস্থির হইয়া এই সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে।” এই কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মহিষাসুর এক গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিষ্পিষ্ট করিবার মানসে বেগে ধাবমান হইল। যে স্থানে সেই দেবগন্ধর্ব্ব-পূজিতা দেবী বিরাজ করিতেছিলেন, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইল। শক্তিরূপা কুমারী দৈত্যেন্দ্রকে আগমন করিতে দেখিয়া একেবারে বিংশতি হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার এক হস্তে ধনু, এক হস্তে খড়্গ, এক হস্তে শক্তি, এক হস্তে শর, এক হস্তে শূল, এক হস্তে গদা, এক হস্তে মুষল, এক হস্তে ভিন্দিপাল, এক হস্তে মুদ্গর, এক হস্তে পরশু, এক হস্তে চক্র, এক হস্তে ডমরু, এক হস্তে ঘণ্টা, এক হস্তে শঙ্খ, এক হস্তে ভুশুণ্ডী, এক হস্তে পদ্ম, এক হস্তে দণ্ড, এক হস্তে পাশ, এক হস্তে ধ্বজ এবং অপর হস্তে কপাল। শক্তিরূপা দেবী সন্নাহ ধারণ পূর্ব্বক এই রূপে বিংশতি হস্তে বিংশতি প্রকার অস্ত্র ধারণ করিয়া সিংহপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সংহারকারণ ভীষণমূর্ত্তি দেবাদিদেব রুদ্রদেবকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র বৃষভধ্বজ তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন কুমারী তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, হে দেবাদিদেব! হে সনাতন! আমি আজি সমস্ত দৈত্য সংহার করিব; অতএব আপনি নিকটে মাত্র উপস্থিত থাকুন।

ধরে! পরমেশ্বরী এই কথা বলিয়া মহিষাসুর ভিন্ন আর সমস্ত দৈত্যদিগকে পরাজিত করিলেন। অনন্তর তিনি যেমন বেগে মহিষাসুরের প্রতি ধাবমান হইবেন, অমনি মহিষাসুরও তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। তাহার পর দৈত্যবর

পরমেশ্বরীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কখন যুদ্ধ করিতে লাগিল, আবার কখনও বা যুদ্ধ করিতে করিতে পলায়ন আরম্ভ করিল। ক্রমে দেবমানের দশ সহস্র বৎসর অতীত হইল। যুদ্ধকালে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভ্রান্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এই রূপে বহুকাল অতীত হইলে দেবী কুমারী একদা শতশৃঙ্গ পর্ব্বতের উপর মহিষাসুরকে পাদদ্বারা আক্রমণ করিয়া তাহার বক্ষস্থল শূলাস্ত্রবিদ্ধ এবং মস্তক খড়্গাবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তঃ শরীর হইতে এক পুরুষ বিনির্গত হইয়া স্বর্গে গমন করিল। তখন দেবগণের আর আনন্দের অবধি রহিল না। ব্রহ্মাদি সকলেই হর্ষনির্ভরমনে তাঁহাকে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা এই ;—

হে দেবি মহাভাগে! তোমাকে নমস্কার। হে গম্ভীরে! হে ভীমদর্শনে! হে বিজয়ে! হে স্থিরসিদ্ধান্তে! হে বিশ্বতোমুখি! হে ত্রিনেত্রে! হে বিদ্যাবিদ্যে! হে জপে! হে জাপ্যে! হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি! তুমি সর্ব্বগানিনী, তুমি সমস্ত দেবগণের ঈশ্বরী, তুমি সমস্ত বিশ্বস্বরূপা, তুমি বৈষ্ণবী, তুমি বীতশোকা। হে ধ্রুবে! হে দেবি! হে কমললোচনে! তুমি শুদ্ধসত্ত্ব। ব্রত তোমার অবস্থিতিস্থান, তুমি চণ্ডরূপা, তুমি বিভাবরী, তুমি সকলের সর্ব্ব প্রকার সম্পদ এবং সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাক। হে দেবি বিদ্যে! হে দেবি অবিদ্যে! হে অমৃতে! হে শিবে! হে শাঙ্করি! হে বৈষ্ণবি! হে ব্রাহ্মি! সমুদায় দেবতারা তোমায় নমস্কার করিয়া থাকেন। হে ঘণ্টাহস্তে! হে ত্রিশূলপাণে! হে মহামহিষমর্দ্দিনি! হে

উগ্ররূপে! হে বিরূপাক্ষি! হে মহামায়ে! হে অমৃতস্রাবিণি! তুমি সমুদায় প্রাণীর হিতকার্য্যে তৎপর রহিয়াছ। হে দেবি! তুমি সমস্ত জীবরূপিণী। তুমি সমস্ত বিদ্যা, সমুদয় পুরাণ ও সর্ব্ব প্রকার শিল্পের, সকল বেদের ও সকল রহস্যের একমাত্র জননী। হে সত্ত্বগুণাবলম্বিগণের শুভকারিণি! তুমিই সকলের একমাত্র আশ্রয়। হে বিদ্যে! হে অবিদ্যে! হে শ্রিয়ে! হে অম্বিকে! হে বিরূপাক্ষি! তুমিই ক্ষমা, তুমিই রসাতল বিক্ষোভিত কর। হে অমলে! হে মহাদেবি! হে পরমেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার। হে দেবি! যাহারা রণসঙ্কটে তোমার শরণাপন্ন হয়, তাহাদিগের কোনরূপ বিপদ ঘটে না। পরমেশ্বরি! ঘোরতর ব্যাঘ্রভয় বা রাজভয় উপস্থিত হইলে সংযতচিত্তে যে ব্যক্তি এইরূপে তোমার স্তুতিপাঠ করে, যে ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়া তোমায় স্মরণ করে, তাহার সমুদায় ভয়কারণ বিদূরিত হয়, প্রত্যুতঃ সুখের পরিসীমা থাকে না।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! দেবগণ এইরূপে স্তুতি পাঠ করিলে দেবী ঈশ্বরী পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে দেবগণ! এক্ষণে তোমরা অভিমত বর প্রার্থনা কর।

দেবগণ কহিলেন, দেবি! আমাদিগের আর অন্য বরের প্রার্থনা নাই; আপনি কেবল এইমাত্র বর প্রদান করুন যে, যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আপনার এই স্তবপাঠ করিবে, যেন তাহারা সতত সমস্ত অভীষ্ট লাভ করিতে পারে।

পরাৎপরা দেবী দেবগণকে "তথাস্তু" বলিয়া বিদায় দিয়া স্বয়ং সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধরে! যে

ব্যক্তি পরমেশ্বরীর এই দ্বিতীয় জন্মবৃত্তান্ত বিজ্ঞাত হয়, তাহার শোকের বা পাপের সম্পর্ক মাত্র থাকে না; প্রত্যুতঃ সে চরমে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

শিবশক্তি মাহাত্ম্য।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! যিনি তপশ্চরণার্থ নীলগিরিতে গমন করিয়াছিলেন তিনি তমোগুণাত্মিকা রৌদ্রী শক্তি। এক্ষণে তাঁহার বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। "তপশ্চরণ করিয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালন করিব" এই তাঁহার তপস্যার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি নীলগিরিতে পঞ্চাগ্নি সাধন পূর্ব্বক ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এদিকে ঐ সময় রুরু নামে এক দৈত্য ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়া ঘোরতর দর্পিত হইয়া উঠিল। ঐ দৈত্য অসংখ্য দানবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রসাতল মধ্যে অবস্থান করে। এমন কি, সে কিছু কালের মধ্যে নমুচির ন্যায় দেববিত্রাসক হইয়া উঠিল। সে দিক্পালদিগকে বিজিত করিবার মানসে সসৈন্যে দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিল। অনন্তর যখন সে সমুদ্রতোয় উদ্ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল, তখন জলরাশি মৎস্য কুম্ভীরাদি বিবিধ জলজন্তুর সহিত ক্রমশঃ এত স্ফীত হইতে আরম্ভ হইল যে, একেবারে পর্ব্বতগহ্বর পর্য্যন্ত প্লাবিত হইয়া উঠিল; তৎপরে বিচিত্র বর্ম্মধারী সমরনিপুণ

ভীষণ দৈত্যবল অসীম সলিলরাশি উদ্ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। সাদী-সমারূঢ়, ঘণ্টা ও কিঙ্কিণীজাল-মণ্ডিত ভীষণাকৃতি মাতঙ্গ সকল একাকারে উত্থিত হইতে লাগিল। কাঞ্চনপীঠ-সমাযুক্ত কত যে অশ্ব আরোহিগণের সহিত উদ্গত হইয়া এক পার্শ্বে অবস্থান করিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সূর্য্যের রথের ন্যায় বেগবান্ এবং অতি উৎকৃষ্ট চক্র, দণ্ড, অক্ষ ও বংশত্রয়যুক্ত রথ সকল অত্যুৎকৃষ্ট অস্ত্র ও যন্ত্রে পরিপূরিত হইয়া পথরোধ করত গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে উৎকৃষ্ট তূণীরহস্ত সমরবিজয়ী যোধগণ সমর-সাগর সমুত্তীর্ণ হইবার মানসে পরস্পর সম্বাধ সমুপস্থিত করিয়া পথিমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল।

ধরে! এইরূপে দৈত্যবর রুরু চতুরঙ্গ বলে সমুদ্র হইতে সমুত্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, দেবগণ ভয়ে পলায়ন করিলেন। তখন দৈত্যবর দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি গমন করিল। তথায় উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে ভয়ঙ্কর মুষল, মুদ্গার, শর, দণ্ড ও অন্যান্য অস্ত্র সকল চালনা করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষণকাল এইরূপে তুমুল সংগ্রাম সংঘটনের পর দেবগণ দৈত্যগণকর্ত্তৃক পরা-জিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে বলবান্ অসুর সুরগণকে বিদ্রাবিত করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ে কাতর হইয়া নীল পর্ব্বতে তপঃপরায়ণা কালরাত্রিস্বরূপা, সংহারিণী শক্তি দেবী রৌদ্রীর

নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে সেই তামসী দেবী ভয়কাতর, বিচেতনপ্রায় দেবগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, দেবগণ! ভয় নাই, ভয় নাই। স্থির হও। সত্বর তোমাদিগের ভয়কারণ বিজ্ঞাপন কর।

দেবগণ কহিলেন, পরমেশ্বরি! ঐ দেখুন ভীমপরাক্রম দৈত্যবর রুরু আমাদিগের উচ্ছেদনার্থ আগমন করিতেছে। আমরা এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন, অতএব আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ভীষণ পরাক্রমা দেবী রৌদ্রী দেবগণের বচনশ্রবণে মহা আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে হাস্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার আস্যদেশ হইতে বিকৃতবেশা বহুতর দেবী বিনির্গত হইয়া বিশ্ব ব্যাপিয়া পড়িল। তাঁহাদিগের সকলেরই হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, শূল ও শরাসন। সকলেই পীনস্তনী, তাঁহারা সকলেই সেই রৌদ্রী শক্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন এবং সকলেই বদ্ধতূণা হইয়া দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবগণও দানবদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ক্ষণকালের মধ্যে তাদৃশ অসুরবল কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। কেবল একমাত্র মহাদৈত্য রুরু রণস্থলে লক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর দৈত্যবর ঘোরতর রৌরবী মায়ার সৃষ্টি করিল। দেবগণ সেই মায়াবলে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। এমন কি, ক্ষণকালমধ্যে নিদ্রা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন (রৌদ্রী শক্তি দেবী কালরাত্রী দৈত্যবরকে লক্ষ করিয়া শূলাস্ত্র প্রক্ষেপ করিবামাত্র

তাহার চর্ম্ম ও মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তদবধি উনি চামুণ্ডা নামে বিখ্যাতা হইলেন।) ফলতঃ উনিই লোকভয়ঙ্করী সংহারকারিণী পরমেশ্বরী দেবী কালরাত্রি।

তাহার পরক্ষণেই ঐ কালরাত্রির কোটি কোটি কিঙ্করীগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, দেবি! আমরা ক্ষুধায় কাতর অতএব সত্বর আমাদিগের ভোজন নির্দ্দেশ করুন।

তখন দেবী কালরাত্রি এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগের খাদ্যবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু সহসা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া রুদ্রমূর্ত্তি পশুপতি মহাদেবকে স্মরণ করিলেন। চিন্তামাত্র পরমাত্মা ত্রিলোচন তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! বরারোহে! আমায় স্মরণ করিবার কারণ কি, শীঘ্র নির্দ্দেশ কর।

তখন রৌদ্রীশক্তি কালরাত্রি কহিলেন, দেবেশ! আমার এই অনুচরীগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া খাদ্যের নিমিত্ত আমাকে পীড়ন করিতেছে; এমন কি, না দিতে পারিলে পরিশেষে আমাকেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে।

(রুদ্রদেব কহিলেন, দেবেশি! মহাপ্রভে! বরারোহে! কালরাত্রি! আমি উঁহাদিগের ভক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। যে স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইয়া অন্য স্ত্রী বা বিশেষতঃ পুরুষের বস্ত্র পরিধান করে, ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগের শরীরে, কেহ কেহ বা সূতিকাগৃহস্থিত অসাবধান কামিনীগণের শরীরে, কেহ কেহ সূতিকাগৃহস্থিত আচারভ্রষ্ট কামিনীগণের শরীরে, কেহ কেহ বা যে সকল সীমন্তিনীরা

গৃহে, ক্ষেত্রে, তড়াগে বা উদ্যানে উন্মত্তার ন্যায় রোদন করে, তাহাদিগের শরীরে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করুক। ইহাদিগের নিমিত্ত আমি এই ভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। ইহারা জাতহারিণী নামে বিখ্যাত হইবে।)

বসুন্ধরে! প্রতাপবান্ রুদ্রদেব কালরাত্রিকে এইরূপ কহিয়া দেখিলেন, দৈত্যবর রুরু সবলে সমরাঙ্গণে নিপতিত রহিয়াছে। তখন তিনি তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কালরাত্রিকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, দেবি চামুণ্ডে! তোমার জয় হউক। তুমি সমুদায় ভূতগণকে সংহার করিয়া থাক, তুমি স্বয়ং সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ। তোমাকে নমস্কার, হে বিশ্বমূর্ত্তে! শুভদে! পবিত্রে! বিরূপাক্ষি! ত্রিলোচনে! শিবে! তোমার জয় হউক। মহামায়ে! তুমি সকলের জ্ঞাতব্য বস্তু। হে মহোদয়ে! হে মনোজবে! হে জয়ে! হে জৃম্ভে! হে ভীমাক্ষি! তুমি ক্ষুভিতকে ক্ষয় কর। হে মহামারি! হে বিচিত্রাঙ্গে! হে নৃত্যপ্রিয়ে! তোমার জয় হউক। হে বিকরালে! হে মহাকালি! হে কালিকে! হে পাপহারিণি! হে পাশহস্তে! হে দণ্ডহস্তে! হে ভীমরূপে! হে ভয়ানকে! হে চামুণ্ডে! তোমার আস্যদেশ যেন জ্বলিতেছে। হে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রে! হে মহাবলে! হে শতযানস্থিতে! হে প্রেতাশনগতে! হে শিবে! তোমার জয় হউক। হে ভীমাক্ষি! হে ভীষণে! হে সর্ব্বভূতভয়ঙ্করি! হে বিকরালে! হে মহাকালে! হে করালিনি! হে কালি! হে করালি! হে বিক্রান্তে! হে কালরাত্রি! তোমাকে নমস্কার।

ধরে। দেবী কালরাত্রি পরমেষ্ঠী রুদ্রদেব কর্ত্তৃক এইরূপে

অভিভূত হইয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, দেবেশ! তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর।

রুদ্রদেব কহিলেন, দেবি বরাননে! আমি এই মাত্র প্রার্থনা করি যে, যাহারা তোমাকে এই স্তোত্র দ্বারা স্তব করিবে, তুমি তাহাদিগের বরপ্রদা হও। দেবি! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই তিন প্রকার শক্তির উৎপত্তি বিষয় পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষ পদ লাভ করিতে পারেন।

ভগবান্ ভব সুরেশ্বরী দেবী চামুণ্ডাকে এইরূপে স্তব করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে তথায় অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে দেবগণও স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন। ফলতঃ যিনি এইরূপে ত্রিবিধ শক্তির উৎপত্তি বিষয় অবগত হন, তিনি অনায়াসে কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ পদবী লাভ করিতে পারেন। যদি কোন নরপতি ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী দিনে উপবাস পূর্ব্বক সংবৎসর কাল এই ত্রিবিধ শক্তির বিষয় শ্রবণ করেন, তিনি অনায়াসে বৎসরান্তে স্বীয় নষ্টরাজ্য পুনরায় লাভ করিতে পারেন। এই ত্রিবিধ শক্তি নীতিসিদ্ধির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে যিনি সত্ত্বগুণসম্পন্না ব্রাহ্মী শক্তি সৃষ্টি, তিনি শ্বেত, যিনি রজোগুণযুক্তা বৈষ্ণবীশক্তি, তিনি রক্ত এবং যিনি তমোগুণযুক্তা রৌদ্রী শক্তি, তিনি কৃষ্ণবর্ণা। যেমন এক-মাত্র পরমাত্মা সত্ত্ব, রজ, তমোগুণে ত্রিবিধ ভাব ধারণ করিয়া-ছেন, সেইরূপ শক্তিও প্রয়োজন বশে ত্রিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

দেবি! যিনি এই মঙ্গলময় ত্রিশক্তির উৎপত্তি বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না; প্রত্যুত চরমে পরম পদ মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে নরপতি নবমী দিনে সংযতচিত্ত হইয়া এই শক্তিত্রয়ের বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার রাজ্যলাভ এবং সর্ব্ববিধ শঙ্কা বিদূরিত হইয়া থাকে। এমন কি এই ত্রিশক্তির বিষয় পুস্তকে লিখিয়া গৃহে স্থাপন করিলে, গৃহস্থের আর অগ্নিভয়, সর্পভয় ও চৌরাদিজনিত ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। যে পণ্ডিতব্যক্তি প্রতিদিন পুস্তকে এই বিষয় পূজা করেন, তাঁহার ত্রিলোকস্থিত সমুদায় দেবতার পূজা করা হয়। ইহার প্রভাবে ধন ধান্য, স্ত্রী পুত্র দাস দাসী, গো অশ্ব ও পশু রত্নাদির অভাব থাকে না। ফলতঃ যাহার গৃহে এই ত্রিশক্তির উৎপত্তি পুস্তক লিখিত থাকে, সর্ব্ববিধ সম্পত্তি তাহার হস্তগত হয়, তাহার আর সংশয় নাই।

বরাহদেব কহিলেন, হে ভূতধারিণি ধরে! এই আমি তোমার নিকট অতি গোপনীয় রুদ্রদেবের মহিমা বিষয় আমূলতঃ সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। যিনি তমোগুণযুক্তা রুদ্রশক্তি তিনিই চামুণ্ডা, এবং তিনিই এই জগতে নবকোটি প্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আর যিনি রজোগুণযুক্তা বিষ্ণুশক্তি, যিনি এই জগৎ সংসার পালন করিতেছেন, তিনিই বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাত এবং তাঁহার ভেদ সংখ্যা অষ্টাদশ কোটি। আর যিনি সত্ত্বগুণযুক্তা ব্রাহ্মীশক্তি সৃষ্টি, তাঁহার সংখ্যার সীমা নাই। ভগবান্ রুদ্রদেব, ইহাঁদিগের স্বামী এবং সর্ব্ব প্রকার শক্তিতে সমভাবে অবস্থান

করিতেছেন। ফলতঃ শক্তির সংখ্যা যত পরিমাণে ব্যবস্থিত, রুদ্র মূর্ত্তির পরিমাণও তত। কৃত্তিবাস পতিরূপে তাঁহাদের সকলকেই ভজনা করিতেছেন এবং তিনি যখন যে সঙ্কল্প করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

রুদ্রমাহাত্ম্য।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি বসুন্ধরে! যে রুদ্রব্রতের বৃত্তান্ত অবগত হইলে, লোক সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে, এক্ষণে সেই রুদ্রব্রতের উৎপত্তি বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যখন তৃতীয় বার ইহাঁর সৃষ্টি করেন, তখন ইহাঁর চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ এবং মূর্ত্তি নীল লোহিত। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্কন্ধে ধারণ করিলেন। রুদ্রদেব চতুরাননের স্কন্ধারূঢ় হওয়াতে, তাঁহার পাঁচ মস্তক হইল; অর্থাৎ তৎকালে তিনি পঞ্চানন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন।

ঐ সময় ভগবান্ কমলযোনি রুদ্রদেবের ভবিষ্যৎ নাম সকল উল্লেখ করিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ "হে কপালিন্! হে রুদ্র! হে বভ্রো! হে ভব! হে কৈরাত! হে সুব্রত! হে বিশালাক্ষ! হে কুমার! হে বরবিক্রম! তুমি যত্নপূর্ব্বক এই বিশ্ব প্রতিপালন কর।" এই কথা বলিবামাত্র, প্রথমতঃ কপাল শব্দ উচ্চারণে রুদ্রদেবের ক্রোধোদয় হইল।

তখন তিনি বামাঙ্গুষ্ঠের নখে করিয়া ব্রহ্মার এক মস্তক ছেদন করিলেন। ছেদন করিবামাত্র ঐ মস্তক রুদ্রদেবের হস্তেই সংলগ্ন হইয়া রহিল।

তদ্দর্শনে রুদ্রদেব প্রযত্নসহকারে ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেব! সুব্রত! আমার হস্ত হইতে এ মস্তক নিপতিত না হইবার কারণ কি? কিরূপেই বা আমি এই উপস্থিত পাতক হইতে বিমুক্ত হই? আশু তাহার উপদেশ প্রদান করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, বিভো! তুমি সময়োচিত আচারপূত হইয়া কাপালিক ব্রতের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই এই উপস্থিত দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে।

রুদ্রদেব অব্যক্তমূর্ত্তি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ব্রতপালনার্থ পাপনাশন মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর তথায় অবস্থান পূর্ব্বক সেই কপাল ত্রিধা বিচ্ছিন্ন করিলেন। তাহার পর সেই কপালস্থিত কেশ সকল গ্রহণ করিয়া কৈশ যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক সেই ত্রিধা বিচ্ছিন্ন কপালের এক খণ্ড অক্ষমণি, অপর খণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া জটাজূটে নিবেশিত এবং অন্য খণ্ড রুধিরপূর্ণ করিয়া করে সংস্থাপিত করিলেন। এইরূপ বেশবিন্যাসের পর তিনি তীর্থে তীর্থে স্নান করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সমুদ্রে, তৎপরে গঙ্গা, তৎপরে সরস্বতী, তৎপরে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে, তৎপরে শতদ্রু, তৎপরে মহানদী দেবিকাতে অবগাহন করিয়া পরিশেষে ক্রমে ক্রমে বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, গোমতী, সিন্ধু, তুঙ্গভদ্রা, গোদাবরী ও গণ্ডকীসলিলে অব-

গাহন করিলেন। তাহার পর স্বীয় নিবাসভূমি নেপাল প্রদেশে গমন করিয়া তৎপরে ক্রমে দারুবন, কেদার, ভদ্রেশ্বর ও পুণ্যধাম গয়াতীর্থে গমন করিলেন। তথায় ফল্গুনদীতে অবগাহন পূর্ব্বক যত্নসহকারে পিতৃগণের তর্পণ করিলেন।

হে দেবি ধরিত্রি! এইরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপরিভ্রমণ পরিশেষ হইলে ষষ্ঠ বর্ষে তাঁহার কটিদেশ হইতে পরিধেয় কৌপীন স্খলিত হইয়া পড়িল। তখনও তিনি নগ্নাবস্থায় কপালমাত্র ধারণ করিয়া পুনরায় দুই বৎসর তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হস্ত হইতে কপাল পরিভ্রষ্ট হইল না। তাহার পর তিনি এক বৎসর কাল হিমালয় পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথায় হরিহর ক্ষেত্র ও দেবাঙ্গদে স্নান করিয়া সোমেশ্বরকে অর্চ্চনা করত চক্রতীর্থে গমন করিলেন। তথায় স্নান করিয়া ত্রিজলেশ্বরকে নমস্কার পূর্ব্বক প্রথমতঃ অযোধ্যা, তৎপরে তথা হইতে বারাণসী ধামে গমন করিলেন। যখন তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার ভ্রমণকার্য্যের দ্বাদশ বৎসর সমাগত হইয়াছে। এই সময়ে যখন তিনি কাশীতলবাহিনী গঙ্গাসলিলে অবগাহন করেন, তখন তাঁহার হস্ত হইতে সেই রুধিরপূর্ণ কপাল নিপতিত হইল। তদবধি ঐ তীর্থ কপালমোচন নামে খ্যাতি লাভ করিল। ভক্তিপূর্ব্বক ঐ তীর্থে স্নান করিলে, ব্রহ্মহা ব্যক্তিও ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। এইরূপে রুদ্রদেবের হস্ত হইতে কপালখণ্ড পতিত হওয়াতে চতুরানন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া রুদ্রদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভব! রুদ্র!

বিরূপাক্ষ! তুমি লোকের পথপ্রদর্শক হইলে। তুমি যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, ইহার অনুষ্ঠানে লোক ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হইবে। তুমি নগ্নাবস্থায় কপাল খণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী পরিভ্রমণ করিয়াছ, এই নিমিত্ত ইহা নগ্নকাপাল ব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। আর হিমালয় পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিয়া তোমার বভ্রুতা অর্থাৎ পিঙ্গলতা উপস্থিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ঐ ব্রত বাভ্রব্য নামে অভিহিত হইবে। এক্ষণে এই কাশীতলবাহিনী গঙ্গা-সলিলে স্নান করিয়া তোমার বিশুদ্ধতা লাভ হইল, এই নিমিত্ত এ ব্রত পাপনাশন শুদ্ধ শৈবব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। হে দেব! যাঁহারা একত্র [illegible] করি[illegible] তোমার ও আমার পূজা করিবে, তাহাদিগের নিমিত্ত পাশুপত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইল এবং সেই পাশুপত শাস্ত্র, তুমিই সম্যক্ রূপে কীর্ত্তন কর।

ধরে! অব্যক্তমূর্ত্তি ব্রহ্মা এই কথা বলিলে দেবগণ মহা-দেবের জয়োচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন শূলপাণি পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বাবাসস্থান কৈলাস শিখরে গমন করি-লেন। এদিকে ব্রহ্মা এবং দেবগণ স্বর্লোকে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ধরে! এই আমি তোমার নিকট রুদ্র-দেবের মহিমা ও চরিত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

পর্ব্বাধ্যায় কীর্ত্তন।

ধরণী কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে যিনি সত্যতপা নামে ব্রাহ্মণ হইয়া ব্যাধসংসর্গে ব্যাধ হন; যিনি সাধ্যানুসারে আরুণিকে বনমধ্যে ব্যাঘ্রভয় হইতে রক্ষা করিলেন; মহর্ষি দুর্ব্বাসা হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া যাহার ব্যাধত্ব বিমোচন করেন, ইত্যাদি বিষয়ে আমার পরম কৌতূহল আছে, অতএব বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! সত্যতপা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকুলে ভৃগুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন। পরে দস্যুগণের সংসর্গে দস্যুতা লাভ করিয়াছিলেন। স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করে দুর্ব্বাসার সংসর্গে বিশেষরূপ বোধিত হইয়া পুনর্ব্বার বিপ্রত্ব লাভে অধিকারী হন। হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে উত্তর ভাগে পুষ্পভদ্রা নামে এক নদী প্রবাহিত রহিয়াছে। ঐ নদীর তীরভূমিতে বিচিত্র এক শিলা নিপতিত রহিয়াছে, তাহার নাম চিত্রশিলা। তথায় যে মহোন্নত এক বটবৃক্ষ বিরাজমান আছে, তাহার নাম ভদ্রবট। সত্যতপা ঐ বটমূলে অবস্থান পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে করিতে একদা সমিধ ছেদনকালে কুঠারযোগে বাম হস্তের তর্জ্জনী কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গুলী বিচ্ছিন্ন হইবামাত্র তাহাতে না রক্ত, না মাংস, না মজ্জা কিছুই লক্ষিত হইল না, কেবল ভস্মস্রবমাত্র লক্ষিত হইল। কিন্তু তিনি যেমন অঙ্গুলী যোজনা করিলেন, অমনি অঙ্গুলী পূর্ব্বের ন্যায় সুদৃশ্য হইল।

বসুন্ধরে! ঐ ভদ্রবট বৃক্ষে রজনীযোগে এক কিন্নরমিথুন শয়ান ছিল। তাহারা উভয়ে সত্যতপার এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র ইন্দ্র-লোকে গমন করিল। গিয়া রুদ্রসরোবরের তীরে অবস্থান পূর্ব্বক যথায় দেবেন্দ্র যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অমরগণের সহিত সমবেত ছিলেন, তথায় গিয়া সত্যতপার অঙ্গুলীচ্ছেদন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করত জিজ্ঞাসা করিল, দেবরাজ! সত্য-তপার অঙ্গুলীচ্ছেদনে ভস্ম বিনির্গম হইল কেন?

দেবেন্দ্র শ্রবণমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, বিষ্ণো! কিন্নরমুখাৎ যে আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিলাম; চল, হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া একবার এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া আসি। এই কথা বলিয়া দেবরাজ ব্যাধবেশ এবং বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উভয়ে সত্যতপার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ বরাহরূপী বিষ্ণু সত্যতপার দর্শনপথবর্ত্তী হইয়া কখন দৃশ্য কখন বা অদৃশ্য হইতে লাগি-লেন। ইত্যবসরে ব্যাধবেশধারী দেবেন্দ্র শরাসনে শরসংযোগ করিয়া ঋষিবর সত্যতপার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! এদিকে একটি মাংসল বরাহ আসিয়াছে, দেখিয়া-ছেন? আমি সেই বরাহটি বিনাশ করিয়া পরিবারগণের আহারবৃত্তি সম্পাদন করিব।

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র সত্যতপা মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে "যদি আমি উহাকে বরাহ প্রদর্শন করি, তাহা হইলে এ ব্যাধ এইক্ষণে বরাহটি বিনাশ করিবে; আর যদি প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে উহার পরিবারবর্গ ক্ষুধায়একান্ত

কাতর হইবে, তাহার আর সংশয় নাই। এক দিকে এই নিষাদ স্ত্রীপুত্র পরিবারে ক্ষুধায় কাতর, অন্য দিকে এই বরাহ প্রাণভয়ে আমার আশ্রমে উপস্থিত; এখন কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ক্ষণকালের পর তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে, বিধাতা, দর্শন করিবার নিমিত্ত আমায় যে চক্ষু প্রদান করিয়াছেন, তাহা ত বরাহের উপর অর্পণ করিলাম; কিন্তু বাক্যবিন্যাসের নিমিত্ত যে রসনেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা ত ব্যাধের প্রতি নিয়োগ করিতে পারিতেছি না? আমার যেরূপ দর্শনশক্তি রহিয়াছে, সেরূপ বাক্‌শক্তি নাই। ফলতঃ এক্ষণে বাগিন্দ্রিয় অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয়ই প্রবল।

তখন ইন্দ্র ও বিষ্ণু উভয়ে পরিণত ঋষির ভাব বুঝিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, "ঋষে! আমরা তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি; অতএব স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"

সত্যতপা কহিলেন, "ভগবন্! আমি যে স্বচক্ষে আপনাদিগকে প্রত্যক্ষ করিলাম, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। আমি ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক বর প্রার্থনা করিব। আমি আপনাদিগের দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছি। তবে যদি একান্তই অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এই মাত্র বর প্রদান করুন যে, যে ব্রাহ্মণেরা পর্ব্বকালে এক মাস কাল ব্রাহ্মণের পূজা করিবেন, যেন তাঁহাদিগের সঞ্চিত পাপ সকল বিদূরিত হয়। আর আমার দ্বিতীয় বর এই যে, যেন আমি চরমে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হই।"

তখন ইন্দ্র ও বিষ্ণু উভয়ে 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্দ্ধান করি-

লেন। এদিকে সত্যতপা সেইস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বরলাভে তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মময় হইল। তিনি এইরূপে কৃতার্থ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার গুরুদেব আরুণি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সত্যতপা নিরতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য, আচমনীয় ও গোদান করিলে তিনি আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর শিষ্য, সিদ্ধিলাভ করিয়া বীতকল্মষ হইয়াছে জানিতে পারিয়া সেই বিনয়নম্র, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থিত শিষ্যকে কহিলেন, "বৎস! তুমি তপঃসিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছ. এক্ষণে তোমার মুক্তিকাল উপস্থিত অতএব [illegible]ত্রোত্থান করিয়া, [illegible] গমন করিলে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে না হয়, এক্ষণে আমার সহিত সেই স্থানে চল।" এই বলিয়া সেই সত্যতপা ও আরুণি উভয়ে নারায়ণকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার শরীরে বিলীন হইলেন। ধরে! যে ব্যক্তি বিস্তারিতরূপে এই পর্ব্বাধ্যায় শ্রবণ করেন বা যিনি শ্রবণ করান তাঁহারা উভয়েই অভিলষিত স্থানে গমন করিতে পারেন।

নবনবতিতম অধ্যায়।

শ্বেত-বিনীতোপাখ্যান ও তিলধেনুমাহাত্ম্য।

ধরণী কহিলেন, দেব! অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার শরীর হইতে যে মায়া বিনির্গত হন, তিনি প্রথমতঃ অষ্টভুজা গায়ত্রী হইয়া চৈত্রাসুরের সহিত যুদ্ধ করেন। আবার তিনিই দেবগণের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত নন্দানাম ধারণ পূর্ব্বক মহিষাসুরকে বিনাশ করেন। তাহার পর আবার তিনিই কিরূপে বৈষ্ণবী নাম ধারণ করিলেন? আমাকে বিস্তারিত কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন ধরে! এই মায়াই আবার জগৎ-হিত-কারিণী শঙ্করপ্রিয়া গঙ্গারূপে পরিণত হইয়াছেন। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ নারায়ণ কখন কোন্ স্থানে কি নিয়োগ করিতে হয়, তাহা তিনিই জানেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই মায়াই বৈষ্ণবী-রূপে পরিণত হইয়া মন্দর পর্ব্বতে মহিষাসুর নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন। তাহার পর আবার ঐ অসুর মহাবল-পরাক্রান্ত চৈত্রাসুর রূপে পরিণত হইলে আবার উনিই নন্দা নাম ধারণ পূর্ব্বক বিন্ধ্য পর্ব্বতে তাহাকে বিনাশ করেন। অথবা ঐ মায়াই জ্ঞানালোক এবং ঐ মহিষাসুরই ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকার। সুতরাং অজ্ঞান পদার্থ যে জ্ঞানসাধ্য, তাহার আর সংশয় নাই। এই মায়া যখন মূর্ত্তিময়ী হন, তখন ইতিহাসরূপে পরিণত হইয়া থাকেন; আর যখন অমূর্ত্তিময়ী, তখন মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ধরে! বেদবাদীরা মায়াকে যেরূপে সংস্থাপন করেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পঞ্চপাতকনাশন বিষ্ণুপূজার ক্রম-

নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে যাহারা দারিদ্র্য ও কুষ্ঠাদি ব্যাধি-জনিত ক্লেশে নিপতিত হয়; যাহারা নির্ধনতা ও অপুত্রতা-নিবন্ধন ক্লেশানুভব করে, তাহারা লক্ষ্মীনারায়ণকে মণ্ডলগত নিরীক্ষণ করিয়া অচিরাৎ ধনবান্, পুত্রবান্, আয়ুষ্মান্ ও সুখী হইয়া থাকে। ফলতঃ যাঁহারা আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে মণ্ডলগত নিরীক্ষণ করেন, তাঁহাদিগকে কোন অভাবই অনুভব করিতে হয় না। সমস্ত দ্বাদশী, বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে নারয়ণকে অর্চ্চনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সূর্য্যের সংক্রমণদিনে ও চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণ-সময়ে গুরুদেব দ্বারা নারায়ণের পূজা করাইলে নারায়ণ ও অন্যান্য দেবগণ পরম পরিতুষ্ট হন। নারায়ণ প্রীত হইলে যজমানের পাপের লেশমাত্র থাকে না। গুরুদেব, সংবৎসর কাল একান্ত ভক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পূজাদি কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। যজমান মনোমধ্যে এইরূপ ধারণা করিবে যে, যেন পরমেষ্ঠী নারায়ণ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। সংবৎসর কাল গুরুর প্রতি এইরূপে বিষ্ণুবৎ অচলা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া বৎসর পূর্ণ হইলে সাধ্যানুসারে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে ভবকাণ্ডারি শ্রীহরি ও ঐহিকী লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলাম। কার্ত্তিক মাসের দশমীতে এইরূপে গুরুদেবের অর্চ্চনা করিয়া ক্ষীরবৃক্ষ-সম্ভূত দন্তকাষ্ঠমাত্র ভক্ষণ করিয়া নারায়ণের নিকট সমস্ত রজনী যাপন করিবে। সুপ্তাবস্থায় যে সকল স্বপ্ন সন্দর্শন করিবে, তৎসমুদায় গুরুর নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া তাহার শুভাশুভ ফল নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। এইরূপে একাদশী দিনে উপ-

বাস করত তৎপরদিনে স্নানান্তে দেবালয়ে গমন করিবে। গুরুদেব সেই পূজাগৃহে নির্দ্দিষ্ট পূজার স্থান বিবিধবর্ণে রঞ্জিত করিয়া যথাবিধি ষোড়শার চক্র, সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডল, অথবা অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবেন। তৎপরে শুভ্র বস্ত্রদ্বারা শিষ্যগণের নেত্র বন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে পুষ্পহস্ত শিষ্যগণকে তথায় প্রবেশ করাইবে। আর যদি পঞ্চবর্ণ গুটিকা দ্বারা নবনাভ মণ্ডল অঙ্কিত করা হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে লোকপালগণের সহিত ইন্দ্রকে পূজা করিয়া তৎপরে আত্মসম্মুখে অগ্নির অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর নৈর্ঋত কোণে নির্ঋতিকে পূজা করিয়া পশ্চিম দিকে বরুণদেব, বায়ু-কোণে বায়ু, এবং উত্তর দিকে রুদ্র, ঈশান ও কুবেরের অর্চ্চনা করিবে। এইরূপে চতুর্দ্দিকে ক্ষেত্রমধ্যে যথাবিধি সমুদায় দেবতার পূজা করা হইলে পরিশেষে অষ্টদল পদ্মমধ্যে পরমেশ্বর বিষ্ণুকে পূজা করিবে। তাহার পর পূর্ব্ব পত্রে বলদেব, দক্ষিণে প্রদ্যুম্ন, পশ্চিমে ও উত্তরে অনিরুদ্ধকে পূজা করিয়া মধ্যস্থলে সর্ব্বপাপবিনাশন বাসুদেবের অর্চ্চনা করিবে। ঈশানকোনে শঙ্খ, অগ্নিকোণে চক্র, দক্ষিণ দিকে গদা, বায়ু-কোণে পদ্ম, ঈশানকোণে মুসল এবং দক্ষিণে গরুড়কে স্থাপন করিবে। তাহার পর মধ্যস্থলে নারায়ণকে স্থাপন করিয়া তাঁহার বামভাগে লক্ষ্মীকে স্থাপন করিবে। নারায়ণের সম্মুখেই ধনু, খড়্গ, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ স্থাপন করিবে। এইরূপে যথাস্থানে সমস্ত বিন্যস্ত করিয়া পরিশেষে দেবদেব জনার্দ্দনকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া দিঙ্‌মণ্ডলে অষ্ট কলস স্থাপন পূর্ব্বক তথায় স্বতন্ত্র আর একটি বৈষ্ণব কলস স্থাপন

করিবে। পূজান্তে ঐ কলসজলে মুক্তিকামী যজমানকে স্নান করাইবে। যদি যজমান সম্পত্তি কামনা করেন, তাহা হইলে ঐন্দ্রকলসে, প্রতাপ কামনা করিলে আগ্নেয় কলসে, অমরত্ব কামনা করিলে যাম্য কলসে, শত্রুনাশ কামনা করিলে নৈঋর্ত কলসে, শান্তি কামনা করিলে বারুণ কলসে, পাপনাশ কামনা করিলে বায়ব কলসে, দ্রব্য সম্পত্তি কামনা করিলে কৌবের কলসে এবং জ্ঞানপ্রাপ্তি বা লোকপালপদ-প্রাপ্তি কামনা করিলে রৌদ্র কলসে স্নান করাইবে।

বসুন্ধরে! পূর্ব্বোল্লিখিত নব কলসের মধ্যে এক একটি কলসে স্নান করিলে লোক, সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাহার জ্ঞানপ্রভা অব্যাহতগতি হইয়া চতুর্দ্দিকে স্বীয় প্রভাজাল বিস্তার করে। আর যে ব্যক্তি একেবারে নয়টি কলসে স্নান করে, তাহার পাপসম্পর্ক থাকা দূরে থাক্; বরং সে বিষ্ণুসদৃশ বা রাজা হইয়া থাকে। ধরে! দশ দিক্পালগণকে সংখ্যানুসারে যথানিয়মে পূজা করা বিজ্ঞলোকের কার্য্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এইরূপে দেবগণের ও লোকপালগণের অর্চ্চনা করিয়া বদ্ধনেত্র শিষ্যগণকে প্রদক্ষিণ করাইবে।

ধরে! ব্রাহ্মণ ও বেদ উভয়ই আদরণীয়। কারণ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুস্বরূপ। ব্রতদীক্ষিত ব্যক্তি রুদ্র, আদিত্য, অগ্নি, লোকপালগণ, গ্রহগণ, গুরুগণ ও বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে পূজা করিয়া পরিশেষে হোমের অনুষ্ঠান করিবে। "ওঁ নমঃ ভগবতে সর্ব্বরূপিণে হুঁ ফট্ স্বাহা" এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্রদ্বারা প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবে। গর্ভাধানাদি সমস্ত সংস্কারে দেবদেব নারায়ণের সমক্ষে ঐ মন্ত্রে তিনবার

আহুতি প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে হোমকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে, (যদি রাজা কার্য্যে দীক্ষিত হন), তাহা হইলে হস্তী, অশ্ব, কটক, স্বর্ণ ও গ্রামাদি পদার্থ সকল গুরুকে দক্ষিণা দান করিবে। ব্রতী ব্যক্তি মধ্যবিত্ত হইলে, মধ্যবিধ রূপে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে। বসুন্ধরে! অধিক কি বলিব, এরূপ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা শতবর্ষেও বলিয়া শেষ করিতে পারি না। যদি কোন ব্যক্তি যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া বরাহপুরাণ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় বেদ, সমুদায় পুরাণ, সমুদায় সংগ্রহ শ্রবণের এবং সমস্ত মন্ত্র জপের ফললাভ হইয়া থাকে। অধিক কি তাহার পুষ্কর, প্রয়াগ, সাগরসঙ্গম, কুরুক্ষেত্র, পুরুষোত্তম ও বারানসী তীর্থে বসিয়া জপ করিবার তুল্য ফল লাভ হয়। বিশেষতঃ গ্রহণসময়ে জপ করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, বরাহপুরাণ শ্রবণে তাহার দ্বিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে ভূতধারিণি! দেবগণও "কবে গিয়া ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিব, কবে আমরা ভারতে গিয়া ব্রতদীক্ষিত হইয়া বরাহ-পুরাণ শ্রবণ করিব, কবে আমরা ভারতে গিয়া এই দেহ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিব" এইরূপ চিন্তায় তপশ্চরণ করিয়া থাকেন।

ধরে! এই বিষয়ে মহর্ষি বসিষ্ঠ ও মহাত্মা শ্বেত নরপতি সম্বন্ধে যে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তিত আছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। মহাযশা নরপতি শ্বেত, পূর্ব্বে স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি যখন ইলাবৃতবর্ষে অধিরাজ্য বিস্তার করেন, তখন একদা বনপল্লবসমাকীর্ণা এই পৃথিবী দান করি-

বার বাসনায় তপোনিধি বসিষ্ঠকে কহিলেন, “তপোধন! আমি ব্রাহ্মণদিগকে এই বসুন্ধরা উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; অতএব আপনি অনুমতি প্রদান করিয়া আমায় কৃতার্থ করুন।” বসিষ্ঠদেব কহিলেন, “রাজন্! তুমি সর্ব্বকাল-সুখাবহ অন্ন দান কর। এই পৃথিবীতে অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দান আর কিছুই নাই। সমুদায় দান অপেক্ষা অন্নদানই শ্রেষ্ঠ। সমুদায় জীবলোক অন্নে সম্ভূত ও অন্নে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব যত্নপুর্ব্বক অন্ন দান কর।”

নরপতি শ্বেত বসিষ্ঠের বাক্যে কর্ণপাত করিলেন মাত্র; কিন্তু কার্য্যে কিছুই করিলেন না। পরিশেষে তিনি উৎকৃষ্ট নগর সকল এবং ধনাগারে রত্ন, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি যাহা কিছু ছিল, তৎ সমুদায়ই বিপ্রসাৎ করিলেন। এক সময়ে ঐ ধর্ম্মাত্মা নরপতি পৃথিবী জয় করিয়া জাপকশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বসিষ্ঠদেবকে কহিলেন, ভগবন্! আমি সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদি সমুদায় দ্রব্য ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে বাসনা করি। এই বলিয়া যাগান্তে প্রায় সমুদায় বস্তুই বিপ্রসাৎ করিলেন, কেবল অন্ন ও জল সামান্য মনে করিয়া দান করিলেন না। কিছুকাল মহাসমৃদ্ধিতে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কালবশে মৃত্যু যখন তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন তিনি পরলোকে গমন করিলেন। তথায় অবস্থানকালে একদা তিনি ক্ষুধায় বিশেষতঃ তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া যে শ্বেতাখ্য পর্ব্বতে তাঁহার পূর্ব্বজন্ম-শরীর ভস্মীভূত হইয়াছিল, তথায় গমন করিলেন এবং সেই প্রেতভুমি-নিপতিত স্বীয় অস্থি সকল

উত্তোলন পূর্ব্বক অবলেহন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে আবার বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে রাজা আর এক দিন পূর্ব্ববৎ অস্থি অবলেহন করিতেছেন, ইত্যবসরে ঋষিবর বসিষ্ঠের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তখন ঋষিবর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি স্বীয় অস্থি অবলেহন করিতেছ কেন? নরপতি শ্বেত বসিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ পূর্ব্বজন্মে অন্ন জল দান না করাতে ইহ জন্মে এইরূপে বুভুক্ষায় কাতর হইয়াছি।

রাজা এইরূপ বলিলে মুনিবর বসিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! তুমি এখন ক্ষুধায় কাতর হইলে, আমি কি করিব। স্বর্ণরত্নাদিদানে লোক ভোগবান্ হইয়া থাকে; কিন্তু অন্নজল দান করিলে সর্ব্বপ্রকার ভোগে পরিতৃপ্ত হয়। তুমি পূর্ব্বজন্মে অন্নজল অতি সামান্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া দান করিতে অবহেলা করিয়াছ, সেই নিমিত্ত তোমাকে ইহজন্মে তাহার অনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইতেছে।

নরপতি শ্বেত কহিলেন, হে মুনিবর! আমি অবনতমস্তকে ভক্তিভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, পূর্ব্বজন্মে যে বস্তু দান করা না হয়, পরজন্মে কিরূপে তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, কীর্ত্তন করুন।

বসিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! ইহার এক উপায় আছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে বিনীতাশ্ব নামে লোকবিখ্যাত

এক নরপতি ছিলেন। তিনি এক সময় সর্ব্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। তিনি যজ্ঞান্তে ভূমি, গোধন, হস্তী ও ধনরত্নপ্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যসকল বিপ্রসাৎ করেন, কিন্তু তোমার মত, অন্নজল অতি সামান্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া পাত্রসাৎ করেন নাই। কিছুকাল পরে সেই সার্ব্বভৌম বিনীতাশ্ব দুর্নিবার কালবশে সমানীত হইলে জাহ্নবীসলিলে দেহ ত্যাগ করিয়া তোমার মত স্বর্গবাসে গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকেও ক্ষুধায় তোমার ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল। অনন্তর একদা তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সূর্য্যভাস্বর বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে জাহ্নবীতটে নীল পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন তথায় স্বীয় জন্মান্তরীণ কলেবর নিপতিত রহিয়াছে। পূর্ব্বজন্মের পুরোহিত হোতাও সেই গঙ্গাতটে উপস্থিত। নরপতি বিনীতাশ্ব মুনিবর হোতাকে দর্শন করিবামাত্র স্বীয় ক্ষুধার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে মুনিবর হোতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি শীঘ্র তিলধেনু, জলধেনু, ঘৃতধেনু, রসধেনু ও কামধেনু দান কর, তাহা হইলে যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীতে আলোক প্রদান করিবে, তাবৎ আর তোমায় ক্ষুধা-জনিত যন্ত্রণায় কাতর হইতে হইবে না।

পুরোহিত কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিনীতাশ্ব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! বুভুক্ষাবিজয়ী মানবগণকে কি প্রকারে তিলধেনু দান করিতে হয়, এবং কিরূপেই বা স্বর্গভোগে অধিকারী হইয়া থাকে, তাহা আমূলতঃ সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

হোতা কহিলেন, নরপতে! তিলধেনুর ব্যবস্থা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চারি কুড়বে এক প্রস্থ হয়। তাদৃশ ষোড়শ প্রস্থে এক ধেনু এবং চারি প্রস্থে এক বৎস হয়। চন্দন দ্বারা উহার নাসিকা এবং গুড়দ্বারা উহার জিহ্বা প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার লাঙ্গুল ঘন্টাভরণে ভূষিত এবং শৃঙ্গ স্বর্ণে পরিকল্পিত করিতে হয়। যথাবিধানে ঐ ধেনুর দেহ কাংস্যময় এবং খুর রৌপ্যময় করা কর্ত্তব্য। তাহার পর ঐ কল্পিত ধেনুকে কৃষ্ণাজিনের বস্ত্রে সমাবৃত, সূত্রদ্বারা বেষ্টিত, সর্ব্বরত্ন সমন্বিত ও সর্ব্বৌষধি সমাযুক্ত করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিবে যে, "হে তিলধেনো! আমি তোমায় ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি আমার অন্ন, জল ও অন্যান্য রস প্রদান কর। গ্রহীতাও কহিবেন, হে দেবি! আত্মপোষণ ও কুটুম্ব ভরণ নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিলাম, তুমি আমার সমস্ত কামনা সুসিদ্ধ কর। রাজন্! এইরূপে তিলধেনু দান করিলে সমুদায় অভিলাষ পরিপূর্ণ হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। ধরে! যে ব্যক্তি এই তিলধেনু দান বৃত্তান্ত শ্রবণ করে বা যে ব্যক্তি তিলধেনু দান করে বা যে ব্যক্তি দান করায় তাহারা সকলেই সর্ব্ব প্রকার পাপ পরিশূন্য হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

শততম অধ্যায়।

জলধেনু বিধি।

হোতা কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে শুভদিনে যথানিয়মে জলধেনু প্রদান করিতে হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ গোচর্ম্মপরিমিত ভূভাগ গোময়ে লেপন করিবে। তাহার পর সেই পবিত্র ভূমিমধ্যে সলিলপূর্ণ, কর্পূরও অগুরু চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত এক কলস স্থাপন করিবে। ঐ জলপূর্ণ কুম্ভই জলধেনু। উহার পার্শ্বদেশে যন্ত্রপুষ্পসমন্বিত অপর এক পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবে। ঐ কলসই বৎসস্বরূপ। ঐ বৎসরূপী কলস দুর্ব্বাঙ্কুর ও মাল্যদামে বিভূষিত করিয়া তন্মধ্যে পঞ্চরত্ন জটামাংসী, বেণমূল, ব্যাকুড়, শৈলেয় বালুকা, আমলকী, শ্বেত সর্ষপ ও বিবিধ ধান্য সংস্থাপন করিবে। কলসের চতুর্দ্দিকে যে পাত্রচতুষ্টয় স্থাপন করিতে হয়, তাহার প্রথম পাত্র ঘৃতপূর্ণ, দ্বিতীয় পাত্র দধিপূর্ণ, তৃতীয় পাত্র মধুপূর্ণ, এবং চতুর্থ পাত্র শর্করাপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। ঐ জলধেনুর মুখ ও চক্ষু সুবর্ণময়, শৃঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গময়, কর্ণ প্রশস্তপত্রময়, নেত্র মুক্তাফলময়, পৃষ্ঠদেশ তাম্রময়, দেহ কাংস্যময়, রোমরাজি দর্ভময়, এবং পুচ্ছ সূত্রময় করিবে। তাহার পর ঐ জলধেনুর গলকম্বল ঘন্টা ও পুষ্পমাল্যাভরণে বিভূষিত করিয়া গুড়দ্বারা উহার আস্যদেশ, শুক্তিদ্বারা উহার দন্ত, শর্করাদ্বারা উহার জিহ্বা, নবনীত দ্বারা উহার স্তন এবং ইক্ষুদ্বারা উহার চরণ কল্পনা করিয়া গন্ধে বিলেপিত করিবে। অনন্তর সেই কল্পিত জলধেনু কৃষ্ণাজিনের উপর স্থাপিত ও বস্ত্রে আচ্ছা-

দিত করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করত বেদপারদর্শী, সচ্চরিত্র তপোবৃদ্ধ সাগ্নিক পরিবারপরিবৃত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। নরপতে! যে ব্যক্তি জলধেনু দান করেন, যে ব্যক্তি আমূলতঃ দানকার্য্য দর্শন করেন, যে ব্যক্তি আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন এবং যে ব্রাহ্মণ উহা গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে বিমুক্ত হন। এমন কি, কোন ব্যক্তি গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যা, সুরাপান ও গুরুপত্নী হরণ করিলেও সেই গুরুতর পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করিয়া থাকেন। মহারাজ! যে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণা দান করে এবং যে ব্যক্তি জলধেনু দান করে, তাহারা উভয়েই সমান পুণ্যবান্।

মহারাজ! জলধেনু-দাতা এক দিন শুদ্ধ জলমাত্র পান করিয়া ধেনুদান করিবে; কিন্তু গ্রহীতাকে তিন দিন ঐরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতে হইবে। যথায় নদীমধ্যে ক্ষীরস্রোত প্রবাহিত হয়, যত্রত্য কর্দ্দম মধু ও পায়সময়, যথায় অপ্সরো-গণের সঙ্গীতধ্বনি অহরহ শ্রবণগোচর হয়, জলদাতা সেই স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, কি দাতা, কি দাপক, কি প্রতিগ্রহীতা, সকলেই সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জলধেনুবৃত্তান্ত শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, সে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ও সমুদায় পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গ-বাসে গমন করিয়া থাকে।

একাধিক শততম অধ্যায়।

শ্বেতোপাখ্যান ও রসধেনুমাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে রসধেনুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ কল্পিত ভূমিভাগ গোময়ে অনুলিপ্ত করিয়া তাহার উপর কৃষ্ণাজিন ও কুশ আস্তীর্ণ করত ইক্ষুরস পরিপূর্ণ ঘট স্থাপন করিবে। তাহার পর ঐরূপ রসের চতুর্থ ভাগে বৎস কল্পনা করিবে। সেই রসধেনুর চরণ ইক্ষু-দণ্ডময়, খুর রজতময়, শৃঙ্গ ও আভরণ স্বর্ণময়, পুচ্ছ বস্ত্রময় ও স্তন ঘৃতময় করিয়া দিবে। তৎপরে রসধেনুকে পুষ্পময় কম্বলে সমাচ্ছাদিত করিয়া শর্করা দ্বারা উহার মুখজিহ্বা, ফলদ্বারা উহার দন্ত, তাম্রদ্বারা উহার পৃষ্ঠ, পুষ্পমালাদ্বারা উহার রোম, মুক্তাফল দ্বারা উহার চক্ষু কল্পনা করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে সপ্তধান্য, দীপ, সর্ব্ববিধ উপকরণ, সর্ব্বপ্রকার গন্ধ ও চারিটি তিলপাত্র প্রদান করিবে। তাহার পর সেই কল্পিত ধেনু, সমুদায় লক্ষণসম্পন্ন পরিবারপরিবেষ্টিত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। তাহা হইলে দাতা সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। ফলতঃ দাতা ও গ্রহীতা যদি একাহারী হন, তাহা হইলে, তাঁহারা উভয়েই সোমপান সদৃশ ফললাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা উক্ত প্রকার রসধেনু দান নয়নে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারাও পরম পদ লাভ করিতে পারেন। প্রথমতঃ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও মাল্যাদি দ্বারা রসধেনুকে পূজা করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্রে ধেনুর নিকট স্বীয় কামনা সকল প্রার্থনা করিয়া পরিশেষে সেই

ধেনু শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিলে দাতা ও দাতার ঊর্দ্ধতন দশ এবং অধস্তন দশ এই একবিংশতি পুরুষ পরম পদ লাভ করিতে পারে। এমন কি আর তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না।

মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট রসধেনু-প্রদান-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। তুমিও রসধেনু প্রদান কর, উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিবে। যিনি এই ধেনুদানবৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া বিষ্ণুলোক গমন করিয়া থাকেন।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

গুড়ধেনুমাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, রাজন্! সম্প্রতি সর্ব্বাভীষ্টদায়ী গুড়ধেনু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ কল্পিত ভূমি গোময়ে অনুলিপ্ত করত তদুপরি কৃষ্ণাজিন ও কুশ সকল আস্তৃত করিয়া পুনরায় তাহার উপর বস্ত্রাভরণ প্রদান করিবে। তৎপরে পরিপক্ক গুড় আনয়ন পূর্ব্বক কাংস্যদেহা সবসনা গুড়ময়ী ধেনু কল্পনা করিবে। ঐ ধেনুর মুখ ও শৃঙ্গ সুবর্ণ-ময়, দন্ত মৌক্তিকময়, গ্রীবা রত্নময়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধময়, পৃষ্ঠ-দেশ তাম্রময় ও পুচ্ছ ক্ষৌমময় করিয়া তাহাকে নানাবিধ অল-ঙ্কারে সুসজ্জিত করিবে। তাহার পর ইক্ষুদ্বারা উহার চরণ

রে প্যদ্বারা খুর, পট্টবস্ত্রদ্বারা গলকম্বল, প্রশস্ত পত্রদ্বারা কর্ণ ও নবনীতদ্বারা স্তন প্রস্তুত করিয়া ঘণ্টা ও চামরে সুশোভিত করত পুনরায় সেই কল্পিত ধেনুকে পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিবে। তাহার পর তাহার চতুর্দ্দিকে ফল প্রদান করিয়া তাহাতে উপশোভা বিধান করিবে।

রাজন্! চারিভার গুড়দ্বারা উৎকৃষ্ট গুড়ধেনু প্রস্তুত হয় এবং তাহারই চতুর্থ ভাগে বৎস কল্পনা হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট গুড়ধেনুর অর্দ্ধভাগে মধ্যম এবং একভার গুড়দ্বারা অধম গুড়ধেনু প্রস্তুত হয়। গৃহস্থ ব্যক্তিরা স্বীয় বিভবানুসারে যাহার যেরূপ সাধ্য, তাঁহারা সেইরূপে ধেনু সকল কল্পনা করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে। ধেনুদান সময়ে সহস্র সুবর্ণমুদ্রাই হউক বা তাহার অর্দ্ধ হউক, অথবা তাহারও অর্দ্ধই হউক, কিম্বা শত বা শতার্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রাই হউক, দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মহারাজ! এইরূপে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ধেনুকে পূজা করিয়া কর্ণভূষণ, ছত্র ও পাদুকা উৎসর্গ করত এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে যে, "হে মহাবীর্য্যে, সর্ব্বসম্পদ-দায়িনি, শুভে গুড়ধেনো! আমি যেন এই দানফলে সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি লাভ করিতে পারি।" এই বলিয়া প্রাঙ্মুখীন হইয়া দাতা ব্রাহ্মণকে গুড়ধেনু সমর্পণ করিবে। তাহার পর আরও বলিবে যে, হে গুড়ধেনো! আমি কায়মনোবাক্যে যদি কোন কুকার্য্য করিয়া থাকি, যদি কন্যা ও গোধন নিমিত্ত পরিমাণ ও তুলমানের অন্যথা করিয়া কোন মৃষাবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি,

তাহা হইলে তোমার অনুগ্রহে যেন আমার সে সমস্ত দোষ ক্ষালন হয়।”

নরপতে! যাহারা এই গোদান দর্শন করে, তাহাদিগেরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। যত্রত্য স্রোতস্বিনী ক্ষীর-স্রোত প্রবাহিত করে, যত্রত্য কর্দ্দম ঘৃত ও পায়সময়, ঋষিগণ, মুনিগণ ও সিদ্ধগণ যথায় গমন করেন, গুড়ধেনুদাতা সেই স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকে। উক্ত গুড়ধেনুপ্রসাদে দাতা এবং তাহার ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ এই একবিংশতি পুরুষ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। মহাবিষুব সংক্রান্তির সময় ব্যতীপাত যোগ—অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্যের একত্র সমাবেশ সমুপস্থিত হইলে সৎপাত্র দেখিয়া এই গুড়ধেনু প্রদান করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ শ্রদ্ধা সহকারে এই গুড়ধেনু প্রদান করিলে ইহা হইতে ইহলোকে সুখ ভোগ এবং পরলোকে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। গুড়ধেনু-দাতার কোন কামনাই অসম্পূর্ণ থাকে না, প্রত্যুত সমুদায় পাতক ও দুর্গতি বিদূরিত হয়।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

শর্করাধেনু-মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে শর্করাধেনু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ কল্পিত ভূভাগ গোময়ে লিপ্ত করিয়া তদুপরি কৃষ্ণাজিন ও কুশাস্তরণ আস্তৃত করিবে। তাহার পর চারি ভার শর্করাদ্বারা ধেনু প্রস্তুত করিলে, তাহাই

উৎকৃষ্ট ধেনু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উহার চতুর্থাংশে বৎস পরিকল্পিত হয়। আর যদি দুই ভার শর্করাদ্বারা ধেনু প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে মধ্যম এবং এক ভার দ্বারা হইলে অধম ধেনু বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। ঐ রূপ ক্রমে চতুর্থাংশে মধ্যম ও অধম বৎস প্রস্তুত হয়। ধেনু ঊর্দ্ধে অষ্টশতাঙ্গুলী হওয়া আবশ্যক। কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে যাহা অনায়াসসাধ্য হইবে, তাহাই কর্ত্তব্য। ঐ ধেনুর মুখ ও শৃঙ্গদ্বয় সুবর্ণময় এবং নেত্রদ্বয় মৌক্তিকময় হওয়া আবশ্যক। উহার মুখ গুড়দ্বারা, জিহ্বা পিষ্টদ্বারা এবং গলকম্বল পট্টসূত্রদ্বারা প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে। উহার পাদচতুষ্টয় ইক্ষুদ্বারা, খুরচতুষ্টয় রৌপ্যদ্বারা, স্তনচতুষ্টয় নবনীত দ্বারা এবং শ্রবণদ্বয় প্রশস্ত পত্রদ্বারা প্রস্তুত করিয়া শুভ্র চামরে বিভূষিত করিবে। অনন্তর ঐ ধেনুকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পঞ্চরত্ন, গন্ধ ও পুষ্পদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া যে ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয়, দরিদ্র, সচ্চরিত্র, ধীমান্, বেদবেদাঙ্গপারদর্শী, সাগ্নিক, বহুপরিবারপরিবেষ্টিত, নির্দ্দোষ ও মৎসরতাপরিশূন্য হইবেন, তাঁহাকেই প্রদান করিবে। উত্তরায়ণকালে, বিষুব সংক্রান্তির সঞ্চার সময়ে, ব্যতীপাত যোগ—অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যের একত্র সমাবেশকালে দিবসের শেষভাগে দান করাই প্রশস্ত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমাযুক্ত ব্রাহ্মণ গৃহে সমাগত হইলে উক্ত প্রকার ধেনুর পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বমুখেই হউক বা উত্তর মুখেই হউক উপবেশন পূর্ব্বক বৎসকে উত্তরাস্য করিয়া দানমন্ত্র পাঠ করত ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিবে। দানকালে ব্রাহ্মণের পূজা করা এবং তাঁহাকে কণককুণ্ডলে

বিভূষিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দক্ষিণাদানের সময় বিত্তশাঠ্য না করিয়া স্বীয় সাধ্যানুসারে দক্ষিণা দান করা নিতান্ত আবশ্যক। এমন কি ব্রাহ্মণের হস্তে সচন্দন পুষ্পের সহিত প্রথমে দক্ষিণা দান করিয়া পরিশেষে গোদান করিবে। দানান্তে সে সময় আর ব্রাহ্মণের মুখাবলোকন করিবে না। দাতা শর্করামাত্র ভোজন করিয়া সে দিবা অতিবাহিত করিবে। গ্রহীতা ব্রাহ্মণ তিন দিন দাতার গৃহে অবস্থান করিবেন। এতাদৃশ ধেনু হইতে দাতার সমস্ত পাপ বিদূরিত এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সংসাধিত হয়। প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণেরও কোন কামনাই অপূর্ণ থাকে না। যাহারা উক্তবিধ গোদান নয়নে নিরীক্ষণ করে, তাহাদিগেরও উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে। রাজন্! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই শর্করাধেনুদান পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

মধুধেনু-মাহাত্ম্য।

রাজন্! সম্প্রতি সমস্ত পাপনাশন মধুধেনু দানের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ কল্পিত ভূভাগ গোময়ে অনুলিপ্ত করিয়া তদুপরি কৃষ্ণাজিন ও কুশাস্তরণ আস্তৃত করিবে। তাহার পর ষোড়শ ঘট মধুদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া মধুধেনু এবং তাহার চতুর্থ ভাগে বৎস কল্পনা করিবে। ঐ ধেনুর

আস্যদেশ স্বর্ণময়, শৃঙ্গদ্বয় অগুরু চন্দনময়, পৃষ্ঠ তাম্রময়, গলকম্বল পট্টময় বা সিতকম্বলময়, পাদচতুষ্টয় ইক্ষুদণ্ডময়, মুখ গুড়ময়, জিহ্বা শর্করাময়, ওষ্ঠ পুষ্পময়, দন্ত ফলময়, রোমরাজি দর্ভময়, খুর রৌপ্যময় এবং শ্রবণ প্রশস্তপত্রময় করিয়া ধেনুর পরিমাণে তাহার পরিমাণ করিবে। এইরূপে কল্পিত ধেনুটি সপ্তধান্য সংযুক্ত ও সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে চারিটি তিলপাত্র স্থাপন করিবে। তাহার পর ধেনুটি যুগ্মবস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়া তাহার সমীপে কাংস্যময় দোহন-পাত্র স্থাপনপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিবে। অয়ন সময়ে, বিষুব সংক্রান্তির সময়ে, ব্যতীপাত যোগ—অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যের সমাগম সময়ে, অথবা সূর্য্যের রাশ্যন্তর সংক্রমণে কিম্বা গ্রহণ-সময়ে, কিম্বা সকল সময়ে দরিদ্র সাগ্নিক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। দানকালে মধুধেনুর পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন পূর্ব্বক "হে মধুধেনো! তুমি সমস্ত দেবতার রসজ্ঞ, তুমি সমুদায় জীবের হিতকার্য্যে তৎপর, অতএব আমার পিতৃগণ ও দেবগণ পরিতৃপ্ত হউন, তোমাকে নমস্কার করি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণাসহকারে ব্রাহ্মণহস্তে সেই ধেনু দান করিবে। গ্রহীতা ব্রাহ্মণও "হে কামদুঘে মধুধেনো! আমি স্বীয় পরিবারগণের প্রতিপালনার্থ তোমাকে প্রতিগ্রহ করিতেছি, তুমি আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ কর" এই বলিয়া মধুধেনু গ্রহণ করিবে। অথবা দাতা সম্যক্‌রূপে পবিত্র হইয়া "মধুবাতা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ছত্র ও পাদুকা-যুগলের সহিত মধুধেনু দান করিবে। ধেনুদানের পর দাতা সে দিবস কেবল মধু ও পায়সান্নমাত্র ভক্ষণ করিয়া যাপন করিবে।

গ্রহীতাও দাতার ভবনে তিন দিন মধুপায়স ভোজন করিয়া কালযাপন করিবেন।

মহারাজ! মধুধেনু দান করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যথায় স্রোতস্বিনী সকল মধুপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছে, যত্রত্য কর্দ্দম পায়সময়, যথায় ঋষিগণ, মুনিগণ ও সিদ্ধগণ অবস্থান করেন, মধুধেনুদাতা সেই পবিত্র স্বর্গস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। তথায় নানাবিধ ভোগ্য-বস্তু সম্ভোগ করিয়া পরিশেষে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। মধুধেনুর অনুগ্রহে দাতা, দাতার ঊর্দ্ধতন দশ ও অধস্তন দশ এই একবিংশতি পুরুষ বিষ্ণুর সাযুজ্যলাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে তাহারা উভ-য়েই বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

ক্ষীরধেনু-মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে ক্ষীরধেনু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ ভূমিভাগ গোময়ে অনুলিপ্ত করত গোচর্ম্মপরিমিত ভূমিতে কুশাস্তরণ আস্তৃত করিবে। তাহার উপর কৃষ্ণাজিন স্থাপন করিবে। পরে গোময়ের কুণ্ডিকা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ক্ষীরপূর্ণ কুম্ভ, ধেনুর আকারে স্থাপন পূর্ব্বক তাহার পার্শ্বদেশে উহার চতুর্থাংশে বৎস

কল্পনা করিবে। তৎপরে সুবর্ণদ্বারা উহার মুখ ও শৃঙ্গদ্বয় প্রস্তুত করত অগুরু চন্দনে বিলেপন পূর্ব্বক প্রশস্তপত্রদ্বারা শ্রবণদ্বয় রচনা করিয়া তিলপাত্রের উপর বিন্যস্ত করিবে। ঐ ক্ষীরধেনুর আস্য গুড়ময়, জিহ্বা শর্করময়, প্রশস্ত দশন ফলময়, নেত্রদ্বয় মুক্তাফলময়, পাদচতুষ্টয় ইক্ষুদণ্ডময়, রোম-রাজি দর্ভময়, গলকম্বল শুভ্রকম্বলময়, পৃষ্ঠদেশ তাম্রময়, দোহন পাত্র কাংস্যময়, লাঙ্গুল পট্টসূত্রময়, স্তন নবনীতময়, শৃঙ্গ স্বর্ণ-ময় এবং খুর রৌপ্যময় প্রস্তুত করিয়া কল্পিত ক্ষীরধেনুতে পঞ্চরত্ন সংযোগ করিবে। তাহার পর চারিদিকে চারিটি তিলপাত্র ও সপ্তধান্য যুক্ত পাত্র স্থাপন করিবে।

মহারাজ! এইরূপ লক্ষণযুক্ত ক্ষীরধেনু কল্পনা করিয়া বস্ত্রযুগ্মে আচ্ছাদন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্প ধূপদীপাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ধেনুদান সম্পাদন করিবে। "আপ্যায়স্ব" এই বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা ক্ষীরধেনু দান করিবে। গ্রহীতা ব্রাহ্মণও ঐরূপে মন্ত্র পাঠ করিয়া দান গ্রহণ করিবেন। রাজন্! যাহারা দান-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, তাহারা পরম পদ লাভ করিতে পারে। সহস্র বা শত স্বর্ণ-মুদ্রা দক্ষিণা দান অথবা স্বীয় শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দান করিয়া ধেনু দান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। এরূপ দানে ষষ্টি সহস্র বৎসর ইন্দ্রলোকে অব-স্থান করিয়া পিতৃলোকের সহিত ব্রহ্মভবনে গমন করিতে পারে। তাহার পর কিছুকাল তথায় অবস্থানের পর দিব্যমাল্য ও দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত হইয়া বিমানারোহণ পূর্ব্বক যথায় দ্বাদশ আদিত্যসন্নিভ দিব্য বিমান বিরাজমান রহিয়াছে, যেস্থান নির-

ন্তর গীত বাদ্যাদিরবে প্রতিধ্বনিত, অপ্সরোগণ নিয়ত যথায় বিরাজমান, সেই বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া পরিশেষে তাঁহার সহিত সাযুজ্য লাভ করিতে পারে। মহারাজ! যিনি ভক্তি-পূর্ব্বক এই ক্ষীরধেনু দানের মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করিয়া থাকেন।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

দধিধেনু-মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, মহারাজ! সম্প্রতি দধিধেনুদানের বিধি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ কল্পিত ভূভাগ গোময়ে অনুলিপ্ত করিয়া গোচর্ম্মপরিমিত স্থানে কৃষ্ণাজিন ও কুশাস্তরণ আস্তৃত করিয়া চতুর্দ্দিক পুষ্পদ্বারা পরিশোভিত করিবে। অনন্তর সেই স্থানে ধান্য প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তদুপরি দধিপূর্ণ কুম্ভ সংস্থাপন করিবে। ঐ দধিকুম্ভের চতুর্থাংশে উহার সুবর্ণমুখমণ্ডিত বৎস কল্পনা করিবে। তাহার পর সেই দধিধেনু বস্ত্রযুগলে সমাচ্ছাদিত করিয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা করত কুলীন, সাধুবৃত্ত, ক্ষমাদিগুণসংযুক্ত, ধীমান্ ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে। দানকালে ধেনুর পুচ্ছদেশে উপবেশন পূর্ব্বক কর্ণককুণ্ডল, পাদুকা, উপানৎ ও ছত্রাদি দানের সহিত "দধিক্রাব্ন" এই মন্ত্রে দধিধেনু দান করিবে। এইরূপে দধি-

ধেনু দান করিয়া সে দিবস দধিমাত্র ভোজন করিয়া ক্ষেপণ করিবে। পুরোহিত তিন দিবস তাঁহার ভবনে অবস্থান করিবেন। যাহারা উক্তবিধ ধেনুদান দর্শন করে, তাহাদিগেরও পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। মহারাজ! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই দধিধেনু-মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

নবনীতধেনু-মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে নবনীতময় ধেনুদানের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে লোক সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, তাহার আর সংশয় নাই। প্রথমতঃ কল্পিত ভূভাগ গোময়ে অনুলিপ্ত করিয়া গোচর্ম্ম-পরিমিত স্থানে কৃষ্ণাজিন আস্তৃত করত তাহার উপর প্রস্থ-পরিমিত নবনীতে পরিপূর্ণ কুম্ভ সংস্থাপন করিবে। তাহার চতুর্থ ভাগে বৎস কল্পনা করিয়া ধেনুর দক্ষিণ ভাগে স্থাপন করিবে। ঐ নবনীতধেনুর মুখ ও শৃঙ্গ সুবর্ণময়, নেত্র মণি বা মৌক্তিকময়, জিহ্বা গুড়ময়, ওষ্ঠ পুষ্পময়, দন্ত ফলময়, গলকম্বল শুভ্র সূত্রময়, স্তন নবনীতময়, চরণ চতুষ্টয় ইক্ষুদণ্ডময় পৃষ্ঠদেশ তাম্রময়, খুর চতুষ্টয় রৌপ্যময় এবং রোমরাজি দর্ভ-

ময় প্রস্তুত করিয়া চতুর্দ্দিকে চারি তিলপাত্র যোজনা করিয়া দিবে। তাহার পর বসনযুগলে সমাচ্ছাদিত ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রদীপ প্রজ্বালিত করত সেই কল্পিত ধেনু ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে। অন্যান্য ধেনু-দানে যে মন্ত্র জপ করিতে হয়, ইহাতেও সেই মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। তাহার পর "হে নবনীত! পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইয়া যখন অমৃতমন্থন করেন, তখন তুমি উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি জীবগণের জীবনবর্দ্ধক, অতএব তোমায় নমস্কার।" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বহুপরিবার-সমন্বিত ব্রাহ্মণকে সেই কল্পিত ধেনু এবং দুগ্ধবতী অন্য প্রকৃত ধেনু প্রদান করিবে। তাহার পর নবনীতমাত্র ভোজন করিয়া সে দিবা যাপন করিবে। গ্রহীতা ব্রাহ্মণও তিন দিন দাতার ভবনে বাস করিবেন। যিনি এই ধেনুদান স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, তিনি শিবসাযুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হন। দাতা ব্যক্তি স্বীয় পূর্ব্বতন এবং স্বীয় অধস্তন পুরুষদিগকে বিষ্ণুলোকে লইয়া যান। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই নবনীত ধেনুমাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

লবণ ধেনু-মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে লবণধেনু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ষোড়শ প্রস্থ পরিমাণ লবণে ধেনু এবং তাহার চতুর্থ ভাগে বৎস কল্পনা করিবে। ঐ ধেনুর পাদ-চতুষ্টয় ইক্ষুদণ্ডময়, মুখ ও শৃঙ্গ সুবর্ণময়, খুর রৌপ্যময়, আস্য-দেশ গুড়ময়, দন্ত ফলময়, জিহ্বা শর্করাময়, ঘ্রাণ গন্ধময়, নেত্র রত্নময়, কর্ণ পত্রময়, কোষ্ঠ অর্থাৎ উদরদেশ শ্রীখণ্ডময়, স্তন নবনীতময়, পুচ্ছদেশ সূত্রময়, পৃষ্ঠদেশ তাম্রময়, রোমরাজি দর্ভময় এবং দোহনপাত্র কাংস্যময় প্রস্তুত করিয়া ঘন্টাদি বিবিধ আভরণে বিভূষিত করত গন্ধ, পুষ্প ও ধূপ দীপাদি বিবিধ উপচারে যথাবিধি পূজা করিয়া বস্ত্রযুগলে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে। গ্রহণ সময়, সংক্রান্তি, ব্যতী-পাত যোগ এবং অয়নকালই এবম্বিধ ধেনুদানের প্রশস্ত সময়। সচ্চরিত্র বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ব্রাহ্মণই এবম্বিধ দানের উপযুক্ত পাত্র। তাদৃশ ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা করিয়া সেই ব্রাহ্মণের হস্তে গোপুচ্ছ প্রদান পূর্ব্বক "হে রুদ্ররূপে লবণধেনো! তুমি সমুদায় দেবগণের পূজার্হ, তুমি সমুদায় জীবের রসজ্ঞ, অতএব তুমি আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ কর" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রদান করিবে এবং ব্রাহ্মণকে বলিবে "দ্বিজবর! আমি আপ-নাকে রুদ্ররূপা এই ধেনু প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন।"

মহারাজ! এইরূপে লবণধেনু বিপ্রসাৎ করিয়া লবণমাত্র ভক্ষণে সে দিবা যাপন করিবে। গ্রহীতা ব্রাহ্মণও লবণমাত্র

ভোজন করিয়া তিন দিবস তাহার গৃহে অবস্থান করিবে। গোদানের পরক্ষণেই ব্রাহ্মণকে সহস্র বা শত সুবর্ণ মুদ্রা, কিম্বা স্বীয় সাধ্যানুসারে দক্ষিণা দান করা দাতার অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাজন্! এইরূপে লবণধেনু দান করিলে দাতা বৃষধ্বজের সহিত স্বর্গলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ভক্তি-পূর্ব্বক ইহা পাঠ করেন বা যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করেন তাঁহারা উভয়েই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

কার্পাস-ধেনুদানের মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে কার্পাসময়ী ধেনু-দানের বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐরূপ ধেনুদানে মানব-গণের অত্যুত্তম ইন্দ্রলোক লাভ হইয়া থাকে। বিষুবসংক্রান্তি উত্তরায়ণ, কিম্বা দক্ষিণায়ণ, যুগাদি কাল, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণ, দুষ্টগ্রহ-জনিত বিষম পীড়া, দুঃস্বপ্ন দর্শন ও অশুভ সংঘটন, এই সকল সময়েই কার্পাসধেনুদান করা বিধেয়। পবিত্র যজ্ঞস্থান, অন্যান্য পবিত্র প্রদেশ বা গোষ্ঠের ভূভাগ গোময়ে বিলিপ্ত করিয়া কুশ ও তিল সমাস্তরণ পূর্ব্বক বস্ত্র, মাল্য ও গন্ধসমাযুক্তা ধেনুকে সেই পবিত্র স্থানে স্থাপন করিবে এবং তৎপরে বীতমৎসর হইয়া ধূপ দীপ ও নৈবেদ্যাদি বিবিধ

উপচারে তাহাকে পূজা করিবে। চারিভার কার্পাসে উৎকৃষ্ট তাহার অর্দ্ধভাগে মধ্যম এবং একভারে সামান্য ধেনু প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফলতঃ ধেনুকল্পনা বিষয়ে বিত্তশাঠ্য করা কর্ত্তব্য নহে। উক্ত প্রকার ধেনু কল্পনার চতুর্থ ভাগে বৎস পরিকল্পিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত ধেনুর শৃঙ্গ স্বর্ণময়, খুর রজতময় এবং দন্ত বিবিধ ফলময় কল্পনা করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক তাহাকে আবাহন ও অর্চ্চনা করিয়া বিশুদ্ধ মনে ব্রাহ্মণ হস্তে সমর্পণ করিবে এবং বলিবে, "দেবি! যেমন তুমি ভিন্ন দেবগণের আর গত্যন্তর নাই, আমারও তদ্রূপ; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই সংসারসাগর হইতে উদ্ধার কর।"

দশাধিকশততম অধ্যায়।

ধান্যধেনু-মাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে অত্যুত্তম ধান্যধেনুর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহার সঙ্কীর্ত্তনে দেবী পার্ব্বতী পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। বিষুব সংক্রান্তি উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন, বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে এই ধেনুদান করিলে লোক, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। মহারাজ! দশটি ধেনু দান করিয়া যে ফল লাভ না হইয়া থাকে, এক ধান্যধেনু দানে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্ববৎ কল্পিত ভূভাগ গোময়ে বিলিপ্ত করিয়া কৃষ্ণাজিন সমাস্তরণ পূর্ব্বক তাহার উপর ধেনু ও বৎস

সংস্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিবে। চারি দ্রোণপরিমিত ধান্যে উত্তম, তাহার অর্দ্ধভাগে মধ্যম এবং তাহারও অর্দ্ধভাগে সামান্য ধেনু প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিত্তশাঠ্য না করিয়া স্বীয় সাধ্যানুসারে এইরূপ ধেনু প্রস্তুত করা একান্ত কর্ত্তব্য। ধেনুর চতুর্থ অংশে বৎস পরিকল্পিত করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় ধেনুর অবয়ব কল্পনা করিয়া ক্ষৌদ্রময় অর্থাৎ মধুময় মুখ রচনা করিবে। অনন্তর পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে দীপা-র্চ্চনাদি সমস্ত কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া পরিশেষে শুভক্ষণে অবগাহন পূর্ব্বক শুক্লাম্বর পরিধান করিয়া তিন বার সেই ধান্য ধেনুকে প্রদক্ষিণ করিবে এবং তাহার সম্মুখে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিবে, "হে বেদবেদাঙ্গপারদর্শিন্ মহাভাগ! আমি আপনাকে এই ধেনু প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করুন। দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ মধুসূদন আমার প্রতি প্রীত হউন। যিনি নারায়ণের লক্ষ্মী, হুতাশনের স্বাহা, দেবেন্দ্রের শচী, শঙ্করের গৌরী, ব্রহ্মার গায়ত্রী, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, ভাস্করের প্রভা, বৃহস্পতির বুদ্ধি এবং মুনিগণের মেধা, তিনিই ধান্যরূপে অবস্থান করিতেছেন।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই পরিকল্পিত ধান্যধেনু ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিবে। সম্প্রদানের পর প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণদ্বারা 'ক্ষমস্ব' মন্ত্র পাঠ করাইলে, নরপতির যতদূর পৃথিবী, যত পরিমাণ ধনরত্ন, ততপরিমাণে পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। ধান্যধেনু দান করিলে ইহলোকে সুখভোগ এবং পরলোকে মুক্তিলাভ হয়। দাতা ইহলোকে ভাগ্যবান্, আয়ুষ্মান্ ও নীরোগ হইয়া পরিশেষে যখন শিবলোকে গমন করেন, তখন অপ্সরোগণ

তাঁহার স্তব করিতে থাকে। ভূমণ্ডলে যতকাল লোকে তাঁহার নাম স্মরণ করিবে, ততকাল তাঁহাকে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না; আবার যখন স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তখন জম্বূ-দ্বীপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জম্বূদ্বীপেরই অধীশ্বর হইয়া থাকেন। মহারাজ! পঞ্চাননের আননবিনির্গত এই ধান্য-ধেনু-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে লোক সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করিয়া থাকে।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

কপিলা-ধেনুমাহাত্ম্য।

হোতা কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কপিলা ধেনুদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কপিলাকে নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত এবং সর্ব্বপ্রকার রত্নসমাযুক্ত করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে বৎস সহিত দান করিলে, লোক অনায়াসে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন যে, সমুদায় তীর্থ কপিলার গ্রীবা ও মস্তকে অবস্থান করিয়া থাকে। যাঁহারা প্রাতঃকালে গাত্রো-ত্থান করিয়া কপিলার গলদেশ ও মস্তকচ্যুত জল শ্রদ্ধাসহকারে স্বীয় মস্তকে ধারণ করেন, হুতাশনদগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় তাঁহা-দিগের ত্রিংশদ্বর্ষ-সমাচরিত পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাঁহারা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া কপিলা ধেনুকে প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহাদিগের পৃথিবীপ্রদক্ষিণের ফললাভ হইয়া থাকে।

এমন কি শ্রদ্ধাসহকারে একবার প্রদক্ষিণ করিলে, দশজন্মকৃত পাতক বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার আর সংশয় নাই। ব্রতচারী হইয়া কপিলার মূত্রে স্নান করিলে গঙ্গাদি সমুদায় তীর্থে স্নান করা হয় এবং সেই স্নাননিবন্ধন আজন্মকৃত সমুদায় পাপ বিধৌত হইয়া থাকে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সহস্র গোদান করিলে যে ফল লাভ হয়, একমাত্র কপিলাদানে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। পূতিগন্ধে সমুদায় শরীর দূষিত হয়, কিন্তু কপিলার গন্ধে শরীর দূষিত হওয়া দূরে থাক্ বরং সর্ব্বশরীরে পুণ্যসঞ্চার হইয়া থাকে। ধেনুগণের গাত্র কণ্ডূয়ন, এবং ভয় ও রোগাদি হইতে ধেনু-গণকে পরিত্রাণ করিলে শত গোধনদানের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। প্রতিদিন ক্ষুধিত গোধনকে আহার দান করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয় এবং গোধনপালক চরমে দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সুরসুন্দরীগণকর্ত্তৃক গন্ধাদি দ্বারা সেব্যমান হইয়া প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সুরলোক উদ্ভাসিত করেন।

রাজন্! কপিলা ধেনুর মধ্যে সুবর্ণবর্ণা, গৌরপিঙ্গলা, রক্তাক্ষী, গুড়পিঙ্গলা, বহুবর্ণা, শ্বেতপিঙ্গলা, শ্বেতপিঙ্গাক্ষী, কৃষ্ণপিঙ্গলা, পাটলা, পুচ্ছপিঙ্গলা ও খুরশ্বেতা এই একাদশ প্রকার কপিলাই প্রশস্ত ও লক্ষণাক্রান্ত। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত কপিলাকে নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিলে ইহকালে ভোগসুখ এবং পরকালে মুক্তি অর্থাৎ বিষ্ণুর সহিত সাযুজ্যলাভ হইয়া থাকে।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

শ্বেতোপাখ্যান।

হোতা কহিলেন, মহারাজ! তোমার পুণ্যের পরিসীমা নাই। পূর্ব্বে বরাহদেব বসুন্ধরাসমীপে যেরূপে কপিলাদান বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তোমার নিকট আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে বসুন্ধরা বরাহদেবকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! জগদ্গুরো! আপনি যে কপিলার কথা উল্লেখ করিলেন, সে পুণ্যদায়িনী হোমধেনু কপিলা পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই কপিলা কয় প্রকার? সবৎসা কপিলাদানে কি ফললাভ হইয়া থাকে? শুনিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি! যে পাপনাশন পবিত্র কথা শ্রবণ করিলে লোক নিঃসন্দেহই সমুদায় পাতক হইতে বিমুক্ত হয়, এক্ষণে তাহাই কহিতেছি, শ্রবণ কর। বরাননে! পূর্ব্বে কমলযোনি ব্রহ্মা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ প্রতিপাদনার্থ সমুদায় তেজের সার সংগ্রহ করিয়া কপিলা ধেনু প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কপিলা সমুদায় পাবন বস্তু মধ্যে পাবন, সমুদায় মাঙ্গল্য দ্রব্য মধ্যে মাঙ্গল্য, সমুদায় পুণ্যকার্য্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্য, সমুদায় তপস্যামধ্যে শ্রেষ্ঠ তপ, সমুদায় ব্রতমধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রত, সমুদায় দানমধ্যে শ্রেষ্ঠ দান এবং সমুদায় নিধিমধ্যে অক্ষয় নিধি। ধরে! এই পৃথিবীতে যত পবিত্র তীর্থ আছে, যত প্রকার গুহ্য স্থান আছে, সে সমস্তই এই কপিলা। ঋষিরা সায়ংকাল

ও প্রাতঃকালে যত প্রকার অগ্নিহোত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তৎ সমুদায়ই এই কপিলার ঘৃত, এই কপিলার দধি এবং এই কপিলার দুগ্ধ হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই কপিলাদুগ্ধে অতিথিসৎকার করেন, তাঁহারা চরমে আদিত্যভাস্বর বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। ভগবান্ কমলযোনি সূর্য্যমণ্ডলমধ্য হইতে এই কপিলার সৃষ্টি করিয়াছেন। পিঙ্গলাক্ষী কপিলা হইতে সর্ব্বপ্রকার সুখ, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি এবং সর্ব্ববিষয়িনী বুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ কপিলা অনন্তরূপিণী। ইতি পূর্ব্বে কপিলার যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত কপিলা হইতে সকলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। কপিলার সান্নিধ্যে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়। যে কপিলার পুচ্ছ, মুখ, লোম ও গাত্রবর্ণ অগ্নির ন্যায় ভাস্বর, তিনি অগ্নায়ী সুবর্ণা নামে বিখ্যাত। ইচ্ছাপূর্ব্বক কপিলার দুগ্ধ পান করা শূদ্রের কর্ত্তব্য নহে। যে শূদ্র কপিলাদুগ্ধ পান করে, সে চণ্ডালসদৃশ অধম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তাদৃশ শূদ্রের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। যজ্ঞকালে তাদৃশ শূদ্র কুক্কুরবৎ বর্জ্জনীয়। পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি সময়ে তাদৃশ পাপাচারী শূদ্রের সহিত বাক্যালাপ করা দূরে থাক্ মুখাবলোকন করা কর্ত্তব্য নহে। শূদ্রগণ যাবৎ কপিলার দুগ্ধ পান করে, তাবৎ তাহাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ বিষ্ঠাভোজী হইয়া ভূমিমল ভক্ষণ করিতে থাকে।

ধরে! যে শূদ্রগণ কপিলার দুগ্ধ, ঘৃত ও নবনীত সেবন করে, এক্ষণে তাহাদিগের দুর্গতির কথা নির্দ্দেশ করিতেছি,

শ্রবণ কর। কপিলাজীবী শূদ্রগণ ক্রূরকর্ম্মা হইয়া শতকোটি বৎসর ঘোরতর রৌরব নরকে অবস্থান করে। তাহার পর সেই ঘোরতর নরক হইতে নিস্তার পাইয়া কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। কুক্কুরযোনি হইতে নিস্তার পাইয়া আবার বিষ্ঠাভোজী কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এমন কি তাহাকে সেই দুর্গন্ধময় বিষ্ঠাস্থানে বারম্বার জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়; আর কোন কালেই তাহা হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে না। যে ব্রাহ্মণ জানিয়া শুনিয়াও তাদৃশ শূদ্রের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করেন, তাঁহার আপনার কথা দূরে থাক্, তাঁহার পূর্ব্ব পিতামহগণকেও তদবধি নরকে অবস্থান করিতে হয়। অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাদৃশ শূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন ও বাক্যালাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন। যিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ বা একাসনে উপবেশন করেন তাঁহাকে অজস্র প্রাজাপত্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়; নতুবা তাঁহার শুদ্ধির উপায়ান্তর নাই। কিন্তু যদি এক গোদানের সহস্রাংশ পুণ্য দ্বারা সে পাপরাশি বিদূরিত হয়, অন্যান্য কোটি কোটি দানের প্রয়োজন কি? শ্রোত্রিয়, সাধুবৃত্ত সাগ্নিক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান করিবার নিমিত্ত আসন্নপ্রসবা ধেনু প্রতিপালন করিবে। ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধপ্রসূতা কপিলা ধেনু প্রদান করা কর্ত্তব্য। যখন প্রসবোন্মুখী ধেনুর যোনিদেশ হইতে জায়মান বৎসের আস্যদেশমাত্র বিনির্গত হয়, তখন সেই ধেনু পৃথিবী তুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সবৎসা কপিলা প্রদান করেন, তাঁহারা সেই সবৎসা ধেনুর গাত্রে যত সংখ্যক লোম থাকে তত সংখ্যক

বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মবাদী কর্তৃক অর্চ্চিত হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি সুবর্ণ বা রৌপ্য দক্ষিণার সহিত কপিলাকে স্বর্ণশৃঙ্গ ও রৌপ্যখুরযুক্ত করিয়া তাহার পুচ্ছ ভাগ ব্রাহ্মণের করে সমর্পণ পূর্ব্বক দানমন্ত্র পাঠ করে এবং গ্রহীতা ব্রাহ্মণ 'স্বস্তি' বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহার সশৈল সবন সসমুদ্র ও সরত্ন পৃথিবী দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। এমন কি, সেই কপিলাদাতা পৃথিবী দানের তুল্য ফললাভে পূর্ব্ব পিতামহগণের সহিত পরম পদ বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

ধরে! যদি কেহ ব্রহ্মস্বাপহরণ, গোহত্যা সাধন, ব্রাহ্মণনিন্দা ও ব্রাহ্মণকার্য্যের নিন্দা করে, বা অন্যান্য মহাপাতকে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে এক কপিলা দানে সে সমস্ত পাতক হইতে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। ফলতঃ যে ব্যক্তি কপিলা গাভীকে কনকমণ্ডিত করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করে, এবং পায়সমাত্র বা দুগ্ধমাত্র পান করিয়া সে দিবা যাপন করে, তাহার পাপের লেশমাত্র থাকে না। গোদান কালে বিত্তশাঠ্য না করিয়া স্বীয়শক্ত্যনুসারে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা, বা তাহার অর্দ্ধভাগ, বা তাহার অর্দ্ধ, বা শত মুদ্রা, কিম্বা পঞ্চাশৎ মুদ্রা দক্ষিণা দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গোদান সময়ে কহিবে, "হে দ্বিজবর! এই উভয় মুখী ধেনুদান করিতেছি গ্রহণ করুন। যেন আমার ইহলোক ও পরলোকে শান্তিলাভ হয়। ধেনো! বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমায় ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি আমার মঙ্গলকরী হও" গ্রহীতা কহিবেন, "হে ধেনো! আমি পরিবার প্রতিলানের নিমিত্ত তোমায় গ্রহণ

করিতেছি, যেন নিয়ত আমার কল্যান লাভ হয়। হে দেবধাত্রি! তোমাকে নমাস্কার।”

বসুন্ধরে! দাতা আরও কহিবেন, “হে ধেনো! দ্যুলোক তোমাকে দান করুন, পৃথিবী তোমায় গ্রহণ করুন। ‘ক ইদং কস্মা অদাৎ’ অর্থাৎ কে কাহাকে দিয়াছে, এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই ধেনু ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার ভবনে নীত করিবে। ধরে! অধিক কি বলিব, যিনি এইরূপে গোদান করেন, তাঁহার সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদানের ফল লাভ হইয়া থাকে।

ধরে! যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সংযতেন্দ্রিয় ও অন্তর্ম্মলশূন্য হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক তিনবার “হে কপিলে! তুমি চন্দ্রমুখী, তোমার বর্ণ প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্বল অথচ সাতিশয় শুভ্র, তোমার মধ্যভাগ ক্ষীণ অথচ বৃত্তাকার, দেবগণ সর্ব্বদা তোমার সেবা করেন” এই মন্ত্র পাঠ করে, বাতাহত ধূলিরাশির ন্যায় তাহার বর্ষকৃত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। অধিক কি, যাহারা শ্রাদ্ধকালে পূর্ব্বোল্লিখিত পাবন মন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ পরমসুখে সেই শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। যদি কোন অমাবস্যাদিনে ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে ঐ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতৃগণ শতবর্ষ পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হন। তদ্গতচিত্তে এই মন্ত্র পাঠ শ্রবণ করিলে, তৎক্ষণাৎ সম্বৎসরকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হোতা কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে বরাহদেব ধরণীকে যে পূর্ব্বতন রহস্য ধেনু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আজি

আমিও তোমাকে সেই পাপনাশন পবিত্র রহস্য কীর্ত্তন করিলাম। যদি কোন ব্যক্তি মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে তিলধেনু দান করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ইহলোকে পূর্ণমনোরথ হইয়া পরলোকে বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তিলধেনুর সহিত স্বর্ণদক্ষিণাযুক্ত প্রকৃত ধেনু দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজন্! যত প্রকার ধেনুদানের কথা উল্লিখিত হইল, সমস্তই সর্ব্বপ্রকার পাপপঙ্ক বিক্ষালিত করিতে এবং ইহলোকে সুখভোগ ও পরলোকে মুক্তিপ্রদান করিতে সমর্থ। রাজন্! মানবগণের অভীষ্টফলপ্রদ ধেনুদান বৃত্তান্ত আমূলত বিস্তারিত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যদি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া থাক, তাহা হইলে এই কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বাদশী উপস্থিত, এই দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণকে হেম ঘট প্রদান কর। হেম ঘট প্রদান করিলে ব্রহ্মাণ্ড দানের ফল লাভ হয়। কারণ ব্রহ্মাণ্ড যেমন ভূত, রত্ন, ঔষধ, দেব, দানব ও যক্ষাদি সমুদায় পদার্থে পরিপূর্ণ, স্বর্ণময় ঘটও তদ্রূপ! ফলতঃ কার্ত্তিকী দ্বাদশী বা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী দিবসে ভক্তিসহকারে পুরোহিতকে সর্ব্ববীজরসান্বিত হেমময় ঘট সম্প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজন্! অধিক কি বলিব, এই ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, এক হেমঘটদানে তৎ সমুদায় প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সহস্র বা শত দক্ষিণাদান করিয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করে, তাঁহার হেমঘটদানের একাংশ মাত্র ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যিনি পূর্ণ হেমঘট প্রদান করেন, তাঁহার সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের, সর্ব্বপ্রকার হোমের, সমুদায় দানের, সমুদায় শাস্ত্রপাঠের এবং সমুদায় সংহিতা কীর্ত্তনের ফললাভ হইয়া থাকে।

রাজন্! নরপতি বিনীতাশ্ব এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ হেমকুম্ভ প্রস্তুত করিয়া সেই হেমকলস ঋষিবর হোতাকে প্রদান করিলেন। তাঁহার সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ হইল। তিনি পুনরায় স্বর্গধামে গমন করিলেন। অতএব রাজেন্দ্র! তুমিও সেইরূপ হেমকুম্ভ প্রদান কর, তাহা হইলে অনায়াসে সুখী হইতে পারিবে।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা বলিবামাত্র রাজা শ্বেত সেই মুহূর্ত্তেই হেমকুম্ভ প্রদান করিয়া সিদ্ধিলাভ করত অক্ষয় স্বর্গলোকে গমন করিলেন। দেবি! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বপাপ নাশন, সর্ব্বকামপ্রদ বরাহসংহিতা বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। প্রথমতঃ ইহা সর্ব্বজ্ঞ নারায়নের বদনবিবর হইতে বিনির্গত হইয়াছে। তাহার পর ব্রহ্মা নারায়ণের নিকট হইতে উহা বিদিত হইয়া স্বীয় পুত্র মহাত্মা পুলস্ত্যকে, পুলস্ত্য ভৃগুকুলোদ্ভব মহাত্মা পরশুরামকে, পরশুরাম স্বীয় শিষ্য মহাত্মা উগ্রকে, এবং উগ্র মনুকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। ধরে! এই আমি তোমার নিকট পূর্ব্বকল্পের বৃত্তান্ত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি দ্বিতীয় কল্পের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ আমি সেই জ্ঞানময় নারায়ণের নিকট হইতে ইহা লাভ করিয়াছি। তাহার পর আমূলতঃ সমুদায় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। কপিলাদি তপঃসিদ্ধ যোগিগণ তোমার নিকট সমস্ত বিদিত হইবেন। ক্রমশঃ বেদব্যাস, বেদব্যাস হইতে তাঁহার শিষ্য রোমহর্ষণি এবং রোমহর্ষণি শুনক পুত্র শৌনকের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিবেন। কৃষ্ণ-

দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রথম ব্রহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবতপুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয় পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম অগ্নি পুরাণ, নবম ভবিষ্য পুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, একাদশ লিঙ্গ পুরাণ, দ্বাদশ বরাহ পুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দ পুরাণ, চতুর্দ্দশ বামন পুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম্ম পুরাণ, ষোড়শ মৎস্য পুরাণ, সপ্তদশ গরুড় পুরাণ এবং অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ সমস্তই জ্ঞাত হইবেন।

ধরে! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী দ্বাদশীতে ভক্তি পূর্ব্বক এই পুরাণ পাঠ করান, তিনি অপুত্র হইলেও পুত্রমুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হইয়া থাকেন। যাহার গৃহে অষ্টাদশ পুনাণ লিখিত থাকে এবং প্রতিদিন তাহার পূজা হয়, অধিক কি বলিব, স্বয়ং নারায়ণ দেব তাহার গৃহে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। যিনি নিরন্তর ভক্তি পূর্ব্বক এই বরাহ পুরাণ শ্রবণ এবং শ্রবণান্তে ভক্তি পূর্ব্বক ইহার অর্চ্চনা করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণু সাযুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

বিষ্ণুস্তোত্র।

দেবী ধরিত্রী বরাহদেব কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইলে ভগবান্ সনৎকুমার সেই ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন এবং কুশল প্রশ্নান্তে বসুন্ধরাকে কহিলেন, দেবি মাধবি! যাঁহাকে দর্শন করিলে তোমার আনন্দের পরিসীমা থাকে না, যিনি তোমার একমাত্র আলম্ব, সেই বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিধৃত হইয়া তুমি কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিলে? তাঁহার মুখবিনির্গত কি কি কথা তোমার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল? বিস্তারিত যথাযথ সমস্ত কীর্ত্তন কর।

তখন দেবী ধরণী ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দ্বিজেন্দ্র! আমি নারায়ণকে যে ধর্ম্ম গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তিনি আমাকে যাহা যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাথার্থতঃ সমুদায় কহিতেছি শ্রবণ কর। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সংসার মুক্তির উপায় কি? বৈষ্ণবদিগের কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? যথার্থ শ্রদ্ধাযুক্ত কার্য্য কাহাকে কহে? এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও আমাকে ধর্ম্মের গুহ্য বিষয় বিস্তারিত কীর্ত্তন করিলেন; আমিও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলাম।

মহাতপা সনৎকুমার পৃথিবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য বেদবাদী ঋষিগণকে তথায় আহ্বান করিলেন, এবং ধরাকে কহিলেন, দেবি! বরাননে! আমি ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু

হইয়া আমার নিকটে যে প্রশ্ন করিয়াছি, আমায় তাহার সদুত্তর প্রদান কর।

তখন ধরিত্রী পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই পবিত্রাত্মা ঋষি-পুঙ্গব সনৎকুমারকে প্রণাম পূর্ব্বক অন্যান্য ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া মধুব বচনে কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমি নারায়ণপ্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, কহিতেছি অবধান করুন।

সনৎকুমার কহিলেন, আমরা অবহিত হইলাম, তুমি কীর্ত্তন কর। এই ভূমণ্ডলে যখন চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি কিছুই লক্ষিত হইল না, পূর্ব্বাদি দিক্ সমুদায়ের পরিজ্ঞানের কোন উপায় রহিল না, বায়ুর সঞ্চার তিরোহিত হইল, বজ্রাগ্নি বা বিদ্যুতের নামমাত্র রহিল না, কি তারা কি রাশিসকল, কি মঙ্গল, কি শুক্র, কি বৃহস্পতি, কি শনৈশ্চর, কি বুধ, সমস্তই দৃষ্টি পথের অতীত হইল; ইন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণ প্রভৃতি দ্যুলোকবাসী দেবগণ স্বর্গ হইতে অন্তর্হিত হইলেন, কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনমাত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন আমি একান্ত ভারাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলাম এবং কাতরতার সহিত বলিলাম, পিতামহ! আমি ত গুরুতর ভারে একান্ত আক্রান্ত হইয়া নিমগ্ন হইতেছি, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া পর্ব্বত ও বনের সহিত আমার উদ্ধার সাধন করুন।

তখন পিতামহ ব্রহ্মা আমার বচন শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আমাকে কহিলেন, বসুন্ধরে! তুমি নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু সেই সুরশ্রেষ্ঠ,

আদিদেব লোকপ্রভু ধনুর্দ্ধর মায়াময় লোকনাথ ভিন্ন, আমাদিগের কোন উপায় নাই। আমাদিগের যখন যাহা কিছু প্রয়োজন হইয়া থাকে, তিনি তৎ সমুদায়ই সাধন করিয়া থাকেন। তিনি যখন আমাদিগের সকলের কর্ত্তা, তখন তোমাকে উদ্ধার করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? এক্ষণে তিনি যোগাবলম্বন করিয়া অনন্তশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।

পদ্মপলাশলোচনা বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা দেবী ধরিত্রী লোকপিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নারায়ণের নিকট গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! আমি গুরুতর ভারে অতিকাতর হইয়া পিতামহের শরণাগত হইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং কহিলেন, নিবিড়নিতম্বে! আমি তোমার উদ্ধারসাধনে সমর্থ নহি। তুমি মাধবের নিকট গমন কর, তিনিই তোমাকে এই প্রলয়পয়োধি জল হইতে উদ্ধৃত করিবেন। হে দেবেশ! হে লোকনাথ! হে জগৎপ্রভো! হে মাধব! আমি একান্তমনে তোমার শরণাগত, আমায় রক্ষা কর।

মাধব! আমি যোগনেত্রে দেখিতেছি এবং শুনিতেছি যে, তুমি আদিত্য, তুমি চন্দ্র, তুমি যম, তুমি কুবের, তুমি বাসব, তুমি বরুণ, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমি অক্ষর, তুমিই ক্ষর, তুমি দিক্ তুমিই বিদিক্, তুমি মৎস্য, তুমি বরাহ, তুমি নরসিংহ, তুমি বামন, তুমি ভৃগুরাম, তুমি দাশরথি রাম, তুমি কৃষ্ণ, তুমি বুদ্ধ, এবং তুমিই মহানুভাব কল্কী। কত যুগ

যুগান্তর অতীত হইয়া গিয়াছে কিন্তু তুমি চিরকাল সমভাবে রহিয়াছ। তুমিই পৃথিবী, তুমিই রাহু, তুমিই আকাশ, তুমিই জল, তুমিই জ্যোতি, তুমিই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। তুমিই গ্রহ, তুমিই নক্ষত্র, তুমিই কলা, তুমিই কাষ্ঠা, তুমিই মুহূর্ত্ত, তুমি জ্যোতিশ্চক্র এবং তুমিই ধ্রুব। তুমি সমুদায় পদার্থে দ্যোতমান হইতেছ। তুমি মাস, তুমি পক্ষ, তুমি দিবারাত্র, তুমি ঋতু, তুমি সংবৎসর, তুমি কলা কাষ্ঠা ও ছয় রস। তুমি সরিৎ, সাগর, পর্ব্বত ও মহাসর্প। তুমি সুমেরু, তুমি মন্দর, তুমি বিন্ধ্য, তুমি মলয়, তুমি দর্দ্দুর, তুমি হিমবান্, তুমি নিষধ। তুমি প্রধানতম অস্ত্র চক্র, তুমি ধনু মধ্যে পিনাক, তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাংখ্যযোগ, তুমি পরাৎপর, তুমি নারায়ণ, তুমি লোকের প্রধান আশ্রয়। তুমি সংক্ষেপ, তুমি বিস্তার, তুমি গোপ্তা, তুমি যজ্ঞ, তুমি নিত্য, তুমি যজ্ঞ মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, তুমি যূপমধ্যে প্রধান যূপ, তুমি বেদমধ্যে সামবেদ এবং তুমি সাঙ্গোপাঙ্গ মহাব্রত। তুমি গর্জ্জন ও বর্ষণ, তুমি বিধাতা, তুমি ঋত ও অনৃত। যে অমৃতে সমুদায় লোক জীবনধারণ করিয়া থাকে, তুমি সেই অমৃতের সৃষ্টিকর্ত্তা। তুমি প্রীতি, তুমি পরা প্রীতি, তুমি পুরাতন পুরুষ, তুমি ধ্যেয়, তুমি ধ্যানাতীত, তুমি সপ্ত লোকের অধীশ্বর; কিন্তু কেহই তোমায় সংগ্রহ করিতে পারে না। তুমি কাল, তুমি মৃত্যু, তুমি ভূত, তুমি ভূতভাবন, তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি মধ্য, তুমি বুদ্ধি, তুমি স্মৃতি, তুমি আদিত্য, তুমি যুগাবর্ত্ত, তুমি তপস্বী, তুমি মহাতপা, কিছুতেই তোমার পরিমাণ পাওয়া যায় না, অথচ তুমি পরিমেয়। তুমি ঋষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ঋষি, তুমি নাগ-

গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নাগ, এবং তুমি সর্পগণের মধ্যে প্রধান-তম তক্ষক, তুমি উদ্বহ, তুমি প্রবহ, তুমি বরুণ, তুমি বারুণ, তুমি ক্রীড়া, তুমি বিক্ষেপণ, তুমি গৃহিগণের গৃহদেবতা, তুমি সকলের আত্মা, সর্ব্বগামী, সকলের বর্দ্ধক ও সকলের মন। তুমিই যুগ, আবার তুমিই মন্বন্তর, তুমি বৃক্ষের মধ্যে বনস্পতি। হে দেবেশ! তুমি শ্রদ্ধা, তুমি দোষহন্তা। তুমি গরুড়রূপে আপনিই আপনাকে বহন করিয়া থাক। তুমি দুন্দুভি, তুমি চক্র-ঘোষ, তুমি নির্ম্মল আকাশ, তুমি জয়, তুমি বিজয়, তুমি গৃহের গৃহদেবতা, তুমি সকল ভূতেই অবস্থান করিতেছ, তুমি সকলের আত্মা সকলের চৈতন্য ও সকলের মন। তুমি সূর্য্য, তুমি বিষলিঙ্গ, তুমি পরাৎপর, তুমি পরমাত্মা, তুমি সকলের নমনীয়। হে দেব! তোমাকে নমস্কার। তুমি আদিকালাত্মক কৃষ্ণ, তুমি সর্ব্বলোকাত্মক বিভু।

ধরে! যিনি একান্ত, ভক্তিভাবে কেশবের এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হইলে ব্যাধি হইতে, রুগ্ন হইলে রোগ হইতে এবং বন্ধনে নিবদ্ধ হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হন। অপুত্র হইলে পুত্রবান্, দরিদ্র হইলে ধনবান্, অভার্য্য হইলে ভার্য্যা-বান্ এবং অলব্ধপতি হইলে পতিবতী হইয়া থাকে। যিনি সায়ং ও প্রাতঃকালে মাধবের এই মাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। যত পরিমাণ অক্ষরে তাঁহার মহিমা পাঠ করা হয় তত সহস্র পরিমাণ বৎ-সর পর্য্যন্ত পাঠক স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

পৃথিবী প্রশ্ন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! বেদবাদী ঋষিগণ এইরূপে স্তব করিলে, পরম দেব নারায়ণ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল চিন্তার পর মধুর স্বরে বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি যখন আমার প্রতি এতাদৃশ ভক্তিমতী, তখন আমি সমুদায় শৈল, সমুদায় বন, সমুদায় সাগর, সমুদায় নদী এবং সপ্তদ্বীপের সহিত তোমাকে ধারণ করিব।

মাধব ধরাকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া অতিশয় তেজঃসম্পন্ন বরাহ মূর্ত্তিধারণ করিলেন। ঐ বরাহ ঊর্দ্ধে ষট্ এবং বিস্তারে তিন, এই নয় সহস্র যোজন। বিপুলমূর্ত্তি বরাহদেব পাতালতলে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় সব্য দংষ্ট্রাদ্বারা সপর্ব্বত সকানন সসপ্তদ্বীপ ও সপত্তনা পৃথিবীকে উদ্ধৃত করিলেন। যে সকল পর্ব্বত পৃথিবীগাত্রে বিলগ্ন ছিল, সে সমুদায় বিচিত্রবর্ণ সান্ধ্য মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সে সময় সেই পৃথিবী সংলগ্ন শশাঙ্কধবল বরাহদশন কর্দ্দম-সংলগ্ন মৃণালের ন্যায় শোভমান হইল।

বরাহদেব সসাগরা পৃথিবীকে বজ্রবৎ সুদৃঢ় দংষ্ট্রামুখে ধারণ করিলে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সেই ভাবে রহিল। যুগই এই পৃথিবীর কালপরিমাণ। সেই যুগ, ক্রমে এক সপ্ততিকল্পে পরিণত হইলে, নারায়ণই প্রজাপতি কর্দ্দম নামে আবির্ভূত হইলেন। অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই পৃথিবীর দেবতা। বারাহ-কল্পে তিনিই সর্ব্ব প্রধান দেব বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

পৃথিবী সেই পুরাতন পুরুষ অব্যয় নারায়ণের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রেষ্ঠতম যোগাবলম্বনে তাঁহারই শরণাপন্ন হই-লেন।

ধরা কহিলেন, হে দেবেশ! এই বরাহকল্পে তোমায় কিরূপ আধার প্রদান করিতে হয়? তোমার উপযোগ কি প্রকার? সময়ে সময়ে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়? পশ্চিমা সন্ধ্যার উপাসনা কি প্রকার? দেব! যাহারা তোমার কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা সকলেই সমান; কিন্তু দেব! কিরূপে তোমায় সংস্থাপন করিতে হয়? তোমার আবাহন ও বিসর্জ্জন কি প্রকার? তুমি কিরূপে অগুরু চন্দন, অন্যান্য গন্ধদ্রব্য ও ধূপ গ্রহণ করিয়া থাক? কি প্রকারে তোমায় পাদ্য প্রদান করিতে হয়? তোমায় স্থাপনা করিবার ও বিলেপন দিবার বিধি কি প্রকার? তোমাকে প্রদীপ ও কন্দমূলফল কি প্রকারে প্রদান করিতে হয়? কোন্ কার্য্যে তোমায় আসন ও শয্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য? তোমার অর্চ্চনার নিয়ম কি প্রকার? তোমার প্রাণবায়ুর সংখ্যা কত? প্রাতঃকাল ও সায়ং-কালে কি কি পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়? শরৎ, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কিরূপ কার্য্যের এবং বর্ষা-প্রভাতেই বা কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? তাঁহার অর্চ্চনায় কোন্ কোন্ পুষ্প এবং কি কি ফল প্রদান করিতে হয়? কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মাধব ভোগবান্ হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন? অন্নদান বিষয়ে কিরূপ কার্য্য করিলে নিয়ম অতিক্রম করা না হয়? পূজা করিবার বিধি কি প্রকার? মাধবকে পীত, শুক্ল, বা কৃষ্ণ, কি প্রকার

বসন প্রদান করা কর্ত্তব্য? তাঁহাকে মধুপর্ক প্রদান করিতে হইলে, কোন্ কোন্ দ্রব্যের সংযোগ আবশ্যক এবং তাহাতেই বা কিরূপ ফলোদয় হইয়া থাকে? তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত মধু-পর্ক ভক্ষণ করিলে কোন্ কোন্ লোক অধিকৃত হইয়া থাকে? মাধব! তোমার স্তব করিবার সময় কি পরিমাণ মধুপর্ক প্রদান করা কর্ত্তব্য? তোমায় লাভ করিতে হইলে কোন্ কোন্ মাংস কোন্ কোন্ ফল এবং কিরূপ শাক প্রদান করিতে হয়? হে ভক্তবৎসল! মন্ত্রপাঠ করিয়া তোমাকে আহ্বান করিলে কোন্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তোমায় অন্ন প্রদান করিতে হয়। যথাবিধি উপচারে তোমায় পুজা করিয়া ভোজ্যদান করিলে, তাহার পর কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক!

মাধব! যাহারা একাহারী হইয়া তোমার পথের পথিক হয়, যাহারা শাস্ত্রানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার উদ্দেশে ব্রত-পালন করে, যাহারা কষ্টসাধ্য সান্তপণ ব্রত,—অর্থাৎ যথাক্রমে এক এক দিন গোমুত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও কুশোদক পান করিয়া ছয় দিন অতিবাহিত করে, যাহারা বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া তোমায় লাভ করিতে বাসনা করে, যাহারা অক্ষার লবণ ভোজন করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইতে কামনা করে, তাহা-দিগের কি গতি লাভ হয়? মাধব! যাহারা দুগ্ধমাত্র পান করিয়া তোমার উপাসনা করে, যাহারা গো সেবা করিয়া তোমাকে লাভ করিতে বাসনা করে, যাহারা উঞ্ছবৃত্তি ভিক্ষা মাত্র বা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তোমার আরাধনা করে, তাহাদিগের কি গতি লাভ হয়? হে বৈকুণ্ঠ! যাহারা তোমার ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করে, তুমি তাহাদিগকে কোন্ লোক

প্রদান করিয়া থাক? যাহারা পঞ্চাতপ ব্রতপালন করিয়া পরিশেষে সেই ব্রতেই দেহপাত করে, তুমি তাহাদিগকে কোন্ স্থান প্রদান করিয়া থাক? যাহারা কণ্টকাকীর্ণ শয্যা, আকাশশয্যা ও গোষ্ঠশয্যায় শয়ন করিয়া তোমার উপাসনা করে, তুমি তাহাদিগকে কোন্ পথ প্রদান করিয়া থাক? যাহারা শাকমাত্র বা শাককণামাত্র, এবং সক্তু, পঞ্চগব্য, যাবক ও গোময় ভোজন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তোমায় আরাধনা করে, তাহারা কিরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে? মস্তকে দীপধারণ করিয়া তোমার আরাধনা করিলে, বা নিয়ত দুগ্ধপান করিয়া তোমার চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে, অশ্ম বা দুর্ব্বামাত্র ভক্ষণ করিয়া তোমার আরাধনা করিলে তাহাদিগের কি গতি লাভ হইয়া থাকে? যাহারা জানুদ্বয় বিনমিত করিয়া ভক্তিভাবে তোমার আরাধনায় অনুরক্ত হয়, তাহাদিগের উপায় কি? যাহারা উত্তানশয়ন করিয়া মস্তকে দীপ ধারণ করে, যাহারা তোমার সন্তোষসাধনার্থ জানুদ্বয়ে দীপ সংস্থাপন করে, যাহারা অবাঙ্মুখ হইয়া অন্তরে নিয়ত তোমায় আহ্বান করিতে থাকে, যাহারা তোমার প্রীতির নিমিত্ত অবাক্‌শিরা হইয়া শয়ন করে, যাহারা তোমাকে পাইবার নিমিত্ত পুত্র কলত্র ও গৃহ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তুমি তাহাদিগকে কোন্ পথ প্রদান করিয়া থাক?

সুরোত্তম! মাধব! আমি লোকদিগের হিতসাধনজন্য তোমায় যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি পিতা, তুমি সমুদায় ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ, অতএব অনুগ্রহ করিয়া তৎ সমুদায় ও সাঙ্খ্য যোগ বিষয় বিস্তারিত কীর্ত্তন কর।

করুন। মাধব! তোমার ভক্তগণ ভস্মে, জলে, অনলে ও তোমার ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া তোমায় আরাধনা করিলে, তাহাদিগের কি গতি লাভ হয় আমায় সমুদায় কীর্ত্তন কর। যাহারা তোমার নাম স্মরণ করে, যাহারা "নমো নারায়ণায়" বলিয়া তোমার উপাসনা করে, বা যাহারা রণস্থলে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা হন্যমান হইয়া তোমার নাম কীর্ত্তন করে, তুমি তাহা-দিগকে কিরূপ গতি প্রদান করিয়া থাক? মাধব! আমি তোমার শিষ্যা, আমি তোমার দাসী, আমি তোমাতে একান্ত ভক্তিমতী, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট সমুদায় ধর্ম্ম রহস্য ব্যক্ত কর। জগদ্গুরো। আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সমস্ত পরমার্থতত্ত্ব প্রকাশ কর।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

বিবিধ কর্ম্মোৎপত্তি।

অনন্তর দেব নারায়ণ পৃথিবীর প্রশ্ন শ্রবণ করিবার পর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি বসুন্ধরে! তুমি আমায় স্বর্গসুখাবহ যে সকল কর্ম্মকাণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আচারনিষ্ঠ মানবগণ ভক্তিপূর্ব্বক যে সকল কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এক্ষণে তৎ সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি ক্ষুদ্রচেতা মানবগণের সহস্র দানে শত শত যজ্ঞে বা অগাধ ধন দানে পরিতৃপ্ত নহি; কিন্তু নানাবিধ দোষের একমাত্র আধার কোন ব্যক্তি যদি একান্তমনে আমায় চিত্ত

সমাধান করে, তাহা হইলে আমি তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। যাহাই হউক ভদ্রে! সুহাসিনি! বরারোহে! এক্ষণে আমি তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর।

যাহারা অর্দ্ধরাত্র সময়ে ঘোরতর অন্ধকারেই হউক, মধ্যাহ্ন সময়েই হউক, আর অপরাহ্নেই হউক, ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা আমায় প্রণাম করে; যাহাদিগের চিত্ত কিছুতেই আমা হইতে বিচলিত না হয়, যাহাদিগের ভক্তিস্রোত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হয়; যাহারা দ্বাদশী দিনে নিরতিশয় ভক্তিসহকারে অনাহারে আমাকেই আশ্রয় করে; তাহারা অনায়াসে আমার দর্শন লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা উপবাস করিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক "নমো নারায়ণায়" এই বলিয়া আমায় সমর্পণ এবং সূর্য্যকে অবলোকন করে, তাহাদিগের সেই অঞ্জলি হইতে যতসংখ্যক জলবিন্দু নিপতিত হয়, ততসংখ্যক বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা স্বর্গলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি দ্বাদশী দিবসে যত্নসহকারে পাণ্ডুর বর্ণ পুষ্পদ্বারা যথানিয়মে আমার পূজা ও আমায় ধূপ দান করে, তাহারা স্বর্গলাভে অধিকারী হয়।

যে ব্যক্তি আমাকে ভূতলে স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করে, এক্ষণে তাহার গতি নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ শুক্লাম্বর পরিধান পূর্ব্বক মস্তকে পুষ্প প্রদান এবং "নমোঽস্তু বিষ্ণবে, ব্যক্তাব্যক্তি গন্ধি গন্ধান্ সুগন্ধান্ বা গৃহ্য গৃহ্য নমো ভগবতে বিষ্ণবে" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধ প্রদান করিবে, তাহার পর "প্রত্যাগতমাধার সবনং পতয়ে

ভবং প্রবিষ্টং মে ধূপধূপনং গৃহ্ণা তু মে ভগবানচ্যুতঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ধূপ প্রদান করিবে।

বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি এইরূপে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া আমারই অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া চতুর্ভুজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে। দেবি! আমি তোমার নিকট মন্ত্রপূত ও সুখাবহ যে কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা লক্ষ্মীর ও আমার একান্ত প্রিয়। ইহা কেবল তোমার হিতার্থেই প্রকাশ করিলাম। যাহারা আমার প্রতি ভক্তি বশতঃ আমারই কার্য্যোদ্দেশে শ্যামাক, স্বস্তিক, গোধূম, মুদ্গ, শালি, যব ও নীবার প্রভৃতি ভোজন করে, তাহারা শঙ্খ, চক্র, লাঙ্গল ও মুষলাস্ত্র দর্শন করিতে পারে।

ধরে! এক্ষণে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। জিতেন্দ্রিয় ও অহঙ্কারপরিশূন্য হইয়া ভক্তি-ভাবে ষড়্‌বিধ কার্য্যে অনুরক্ত হওয়া এবং লাভালাভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিশুনতার ত্রিসীমায় যাওয়া এবং বৃদ্ধ ও বালবুদ্ধি অবলম্বন করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এই ত ব্রাহ্মণের কার্য্য। ফলতঃ যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া একান্তমনে ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি আমাকেই লাভ করিয়া থাকে।

সম্প্রতি যে সমস্ত ক্ষত্রিয় আমার কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর, এক্ষণে তাহাদিগের কার্য্য নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। দানবীর, কর্ম্মজ্ঞ, যজ্ঞকুশল, শুচি, আমার কার্য্যে তৎপর, অহঙ্কার বর্জ্জিত, অল্পভাষী, গুণগ্রাহী, ভগবদ্ভক্ত, অধিকবিদ্য,

অসূয়াপরিশূন্য, নিন্দনীয় কার্য্যে পরাঙ্মুখ, উন্নতিশীল ও পৈশুন্য পরিশূন্য হওয়া ক্ষত্রিয় মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এই সকল গুণসম্পন্ন হইয়া যে ক্ষত্রিয় নিয়ত আমাকে ভজনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করিতে পারে।

ধরে! সম্প্রতি মৎকার্য্যনিষ্ঠ বৈশ্যগণের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মদ্ভক্ত বৈশ্যের স্বধর্ম্মনিরত, লাভালাভ পরিশূন্য, ঋতুকালগামী, শান্তস্বভাব, মোহবর্জ্জিত, অনাহারে আমার কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত, গুরুপূজাপরায়ণ ও ভক্তবৎসল হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ফলতঃ বৈশ্য এই সকল গুণযুক্ত হইয়া আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইলে, আমি কখনও তাহার প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করি না এবং তাদৃশ বৈশ্যও কখন কোন বিপদে নিপতিত হয় না।

মাধবি! এক্ষণে শূদ্র যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। শূদ্র সস্ত্রীক হইয়া আমার কার্য্যে একান্ত তৎপর ও আমার একান্ত ভক্ত হইবে। রজোগুণ ও তমোগুণ পরিশূন্য হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যেমন দেশভেদে কালভেদে কার্য্য করিবে, তেমনি অহঙ্কারপরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধস্বভাব আতিথেয়ী বিনীত শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত পবিত্রাত্মা লোভ-মোহ-পরিশূন্য ও নমস্কারপ্রিয় হইবে। অহরহ আমার চিন্তায় কালক্ষেপ করিবে। দেবি! যে শূদ্র শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিয়ত এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, আমি সহস্র সহস্র ঋষিকে পরিত্যাগ করিয়া সতত তাহার সমীপে অবস্থান করি।

দেবি! তুমি যে চাতুর্ব্বর্ণ্য কর্ম্ম আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে-

ছিলে, এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম। ভক্তগণ এইরূপ কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া থাকে। আমি এক্ষণে আরও সাধারণতঃ বর্ণব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। লাভালাভ কাম ও মোহ পরিত্যাগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কোন সময়েই লাভালাভ চিন্তা করা উচিত নহে। কি তিক্ত, কি কটু, কি মধুর, কি অম্ল, কি ক্ষার, কি কষায়, কোন দ্রব্যেই যাহার স্পৃহা নাই, সেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা ও উপভোগার্হ ধন সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই কর্ম্মে তৎপর হয়, সিদ্ধি তাহার হস্তগত। যাহার কষ্টভোগে ধৈর্য্য, কার্য্যে কুশলতা ও শ্রদ্ধা, ব্রতে দীক্ষা ও আমার কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কার্য্যে ঘৃণা থাকে; যে ব্যক্তি অল্প বয়সেই ধার্ম্মিক, অল্পভোগী, কুলোচিত গুণবান্, সমুদায় জীবের প্রতি দয়াবান্, সত্যবাদী, ও ক্ষমাবান্ হয়; যে ব্যক্তি কার্য্যকালে মৌনাবলম্বন করিয়া কর্ম্ম সাধন করে; যাহার মুখে কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কোন কথার প্রসঙ্গমাত্র থাকে না এবং কর্ম্মানুষ্ঠান সময়ে কেবল আমার কার্য্যেই তৎপর হয়; যে ব্যক্তি অবৈধ ভোজ্য পরিত্যাগ করিয়া বৈধ ভোজ্য ভোজন করে; যে ব্যক্তি কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া নিরন্তর কেবল আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া রাখে; যে ব্যক্তি যথাকালে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবগাহন করিয়া পুষ্প, ধূপ ও গন্ধাদিদানে আমার কার্য্যে আসক্ত হয়; যে ব্যক্তি কখন কন্দমূল কখন ফল, কখন দুগ্ধ, কখন যাবক, কখন বা বায়ুমাত্র ভোজন করিয়া অবস্থান করে; যে ব্যক্তি কখন দিবসের ষষ্ঠভাগে, কখন

অষ্টম ভাগে, কখন চতুর্থ ভাগে, কখন পঞ্চমভাগে, কখন দশম ভাগে, কখন কৃষ্ণপক্ষে, কখন বা শুক্লপক্ষে, কখন বা মাসান্তে ভোজন করে; সেই ব্যক্তি আমাকে লাভ করিতে পারে। যে ব্যক্তি সপ্তজন্ম এইরূপে আমার কার্য্যে তৎপর হয়, এমন কি যোগিগণ পর্য্যন্ত তাহাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করে।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

সুখ ও দুঃখ।

বরাহদেব কহিলেন, মহাভাগে! আমি যে রূপ কহিলাম, এই নিয়মে কার্য্য করিয়া লোক যে প্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ জিতেন্দ্রিয় ক্ষমাশীল দান্ত ও অহঙ্কার পরিবর্জ্জিত হইয়া একান্তমনে কখন দ্বাদশী দিনে ফল মূল মাত্র, কখনও শাকমাত্র, কখনও দুগ্ধমাত্র, কখনও বা নিরামিষ মাত্র ভক্ষণ করিয়া অবস্থান করে; ষষ্ঠী, অষ্টমী, অমাবস্যা, শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী এবং দ্বাদশীতে মৈথুন পরিত্যাগ করে, তাহারা নিষ্পাপ কলেবর হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ইহলোকে তাহাদিগের শরীরে গ্লানি, জরা, মোহ, রোগ, শোক, কিছুই থাকে না। প্রত্যুত তাহারা অষ্টভুজ এবং ধনু, খড়্গ, শর ও গদা সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমার কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত উন্নতির কথা অধিক কি বলিব, তাহারা আমার অর্চ্চনাফলে ষষ্টিসহস্র বা ষষ্টিশত বর্ষ পর্য্যন্ত

আমার লোক অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিতে পারে। আর যাহারা যথানিয়মে যথোপচারে দুঃখ ও মোহ নাশের নিদানভূত আমাকে অর্চ্চনা না করে; নিয়ত অহঙ্কারে মত্ত এবং মোহান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া আমার অর্চ্চনায় পরাঙ্‌মুখ হয়, তাহাদিগের দুঃখের পরিসীমা থাকে না।

ধরে! যদি কেহ কালাকাল বিচার না করিয়া সর্ব্বদা ইচ্ছামত আহার ও সর্ব্বদা ইচ্ছামত সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করে, যদি কেহ একেবারে আমার নিকট মস্তক অবনত করিতে একান্ত বিমুখ হয়, যদি কেহ বিশ্বদেবের দানকালে অতিথি সমাগত হইলে তাহাকে না দিয়া আপনি একাকী ভোজন করে; যদি কেহ অন্ন সিদ্ধ পক্ক না করিয়া প্রকারান্তরে পাক করিয়া দেবগণকে সেই অন্নে বঞ্চিত করে; যদি কেহ পিশুন, পরদারাপহারী, পরপীড়ক ও দুষ্টস্বভাব হয়; যদি কেহ গৃহী হইয়া গৃহস্থকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া শমনসদনে গমন করে, যদি কাহারও অগ্রভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে হস্তী, অশ্ব, রথযানাদি গমন করে, আর অন্যে তাহা দর্শন করে; যদি একজন মাংস ভক্ষণ করিতে থাকে এবং অন্যে তাহার সম্মুখে বসিয়া শালিসমন্বিত শুষ্কান্ন ভোজন করে; যদি কেহ উৎকৃষ্ট বস্ত্রাবৃত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করে, আর অন্যে তাহার সম্মুখে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে; যদি কেহ স্বয়ং মূক হইয়া অন্যকে বিদ্বান্ কৃতী গুণগ্রাহী ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ দর্শন করে; যদি কেহ ধনসত্ত্বে ভোগসুখে বঞ্চিত হয়; যদি কেহ দাতা হইয়া দরিদ্র হয়; যদি কাহারও ভার্য্যাদ্বয় মধ্যে একজন পতিপ্রিয়া আর অন্যতরা দুর্ভাগ্যবতী হয়; যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়

ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই পাপকর্ম্মে রত হয়; তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ভদ্রে! তুমি যে জীবগণের অহিতকর অনিষ্টজনক কার্য্য সমুদায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই আমি তোমার নিকট সে সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কল্যাণকর কার্য্য সমূহের বিবৃতি করিতেছি, শ্রবণ কর। হে অনবদ্যাঙ্গি! যদি কেহ আমার উদ্দেশে কর্ম্ম করিয়া আমার ভক্তগণকে সমর্পণ না করিয়া অন্যকে সমর্পণ করে, তাহা হইলে তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকে না। আর যাহারা বিশিষ্ট নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া আমাকে সমর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে; যদি কেহ ত্রিকালে আমারই উপাসনা এবং আমারই কার্য্য করে; যদি দেবতা, অতিথি ও অভ্যাগত দিগকে ভোজন করাইয়া পরিশেষে আপনি ভোজন করে; যদি কাহারও গৃহে অতিথি প্রবিষ্ট হইয়া ভগ্নাশ না হইয়া যাহা কিছু গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত হয়; প্রতি মাসেই অমাবস্যা দিবসে যাহার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হয়; ভোজন বেলা উপস্থিত হইলে নির্ব্বিকার মুখে যদি কেহ অপরকে যবান্ন প্রদান করে; যদি কেহ স্বীয় পত্নীদ্বয়ের মধ্যে কাহারও প্রতি ইতর বিশেষ না করিয়া সমভাবে উভয়কে ভরণ পোষণ করে, যদি কেহ আজন্ম কাল পরহিংসা ও পরদ্বেষ না করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণে চিরকাল অতিবাহিত করিতে পারে; যদি কাহারও রূপবতী পরভার্য্যা দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয় পরিচালিত ও মনোবৃত্তি সচঞ্চল না হয়; মৌক্তিকাদি রত্নে ও কনকাদি ধাতুদ্রব্যে যাহার লোষ্টবুদ্ধি উপস্থিত হয়; উভয়পক্ষীয় গজসৈন্য ও অশ্বসৈন্য যুদ্ধার্থ

দণ্ডায়মান হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যদি কেহ সেই যুদ্ধে স্বীয় কলেবর পাতিত করে; লাভ হউক্ আর নাই হউক্, যদি কেহ কুকার্য্যে বৈরূপ্য প্রকাশ করিয়া সন্তুষ্টমনে জীবিত-কাল পর্য্যবসিত করিতে পারে; স্বামীকে সন্তুষ্ট করাই কুল-কামিনীগণের প্রধান ব্রত, যদি কেহ আজীবন সেই ব্রত প্রতি-পালন করিতে পারে; যদি কেহ ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া স্বীয় পঞ্চেন্দ্রিয় নিগৃহীত করিতে সমর্থ হয়; বিপদে অবমাননা উপস্থিত হইলেও যাহার চিত্ত দুর্ম্মণায়মান না হয়; সকামেই হউক্, আর নিষ্কামেই হউক, যদি কেহ আমার ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিতে সক্ষম হয়; যদি কেহ পিতামাতার পূজা করিয়া সতত তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করে; যদি কেহ অনন্যমনা হইয়া প্রতিমাসেই স্বীয় ঋতুস্নাতা ভার্য্যা-অভিগমন করে, তাহা অপেক্ষা সুখের সামগ্রী আর কি হইতে পারে? সমুদায় দেবতামধ্যে যে সর্ব্বদা আমাকেই পূজা করে, আমি কখনও তাহার প্রতি বিমুখ নহি; সুতরাং আমার সেই ভক্তজনেরও কিছুতেই বিনাশ নাই। ভদ্রে! সমুদায় লোকের হিতসাধন জন্য তুমি আমায় যে শুভকর্ম্ম নির্ণয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই আমি তোমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ কথা।

ভদ্রে! এক্ষণে খাদ্যাখাদ্য বিষয় বিস্তারিত কহিতেছি, শ্রবণ কর। কোন ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি ধর্ম্মমার্গানুসারে ভোজ্য বস্তু ভোজন করে, তাহা হইলেও আমাকে লাভ করিতে পারে। হে ধার্ম্মিকে! ব্রীহি ও শালি প্রভৃতি যাহা বৈধ অন্ন, নিত্য তাহাই ভোজন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে যে সকল অবৈধ অন্ন আমার অপ্রীতিকর ও যাহা ভোজন করিলে অপরাধ জন্মে, তৎসমুদায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রিয়ে! আমার পক্ষে দূষিত অন্ন একান্ত অপ্রিয়। সেই দূষিত অন্নগ্রহণ, আমার নিকট প্রথম অপরাধ; পরকীয় অন্ন গ্রহণ দ্বিতীয় অপরাধ; স্ত্রীপুরুষের সংসর্গের পর যদি আমাকে স্পর্শ করে, তাহা তৃতীয় অপরাধ; রজস্বলা নারীকে স্পর্শ করিয়া যদি কেহ আমার নিকট আগমন করে, আমি সে অপ-রাধ ক্ষমা করি না; তাহাই আমার চতুর্থ অপরাধ। যদি কেহ অসংস্কৃত মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া আমার আরাধনা করে, তাহাও আমি ক্ষমা করি না; উহা আমার পক্ষে পঞ্চম অপরাধ। এমন কি মৃতদেহ দর্শন করিলে আচমন না করিয়া যদি কেহ আমায় স্পর্শ করে, তাহাই আমার পক্ষে ষষ্ঠ অপরাধ! যদি কেহ আমার অর্চ্চনাসময়ে পুরীষ পরিত্যাগ করে, তাহাই আমি সপ্তম অপরাধ বলিয়া গণনা করি। যদি কেহ নীল বসন পরিধান পূর্ব্বক আমার আরাধনা করে, আমি তাহা অষ্টম

অপরাধ বলিয়া গণ্য করি; আমার পূজার সময় যে ব্যক্তি অন্যের সহিত কথোপকথন করে, তাহাই আমার পক্ষে নবম অপরাধ। যদি কেহ অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শ করিয়া আবার আমাকে স্পর্শ করে, উহা আমার পক্ষে দশম অপরাধ। যদি কেহ আমার অর্চ্চনার সময় বিরক্ত হইয়া কার্য্য করে, আমি তাহা একাদশ অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। অবৈধ পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান আমার সম্বন্ধে দ্বাদশ অপরাধ। রক্তবস্ত্র বা কুসুমরাগরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। যদি কেহ তাহা করে, আমি তাহা ত্রয়োদশ অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। অন্ধকারে আমায় স্পর্শ করা চতুর্দ্দশ অপরাধ। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার অর্চ্চনাদি করা একান্ত অকর্ত্তব্য। তাহা করিলে আমি উহা পঞ্চদশ অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। অধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার পূজা করা ষোড়শ অপরাধ। যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ আমার অর্চ্চনা না করিয়া অন্ন গ্রহণ করে, উহা আমার পক্ষে সপ্তদশ অপরাধ। মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিয়া আমার অর্চ্চনা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তাহা করিলে আমি অষ্টাদশ অপরাধ গণ্য করিয়া থাকি। জাল-পাদ, অর্থাৎ হংসাদি ভক্ষণ করিয়া আমার অর্চ্চনা করা ঊন-বিংশ অপরাধ। যদি কেহ আমার প্রদীপ স্পর্শ করিয়া অপ্রক্ষালিতহস্তে আবার আমাকেই স্পর্শ করে, তাহা আমার বিংশ অপরাধ। ধরে! যদি কেহ শ্মশানে গিয়া সেই অবস্থায় আমাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে আমি উহা একবিংশ অপ-রাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। তিলকল্ক ভক্ষণ করিয়া

আমার অর্চ্চনা করিলে দ্বাবিংশ অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। বরাহমাংস ভক্ষণ করা, ত্রয়োবিংশ অপরাধ। যদি কেহ সুরাপান করিয়া আমার অর্চ্চনা করে, আমি তাহা চতুর্ব্বিংশ অপরাধ বলিয়া গণনা করিয়া থাকি। কুসুম্ভ শাক ভক্ষণ করিয়া আমার অর্চ্চনা করা পঞ্চবিংশ অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়। অপরের বস্ত্র পরিধান করিয়া আমাকে আরাধনা করিলে আমি যে অপরাধ গণনা করি, উহাই ষড়্বিংশ অপরাধ। হে গুণবতি! দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত না করিয়া নবান্ন ভোজন করিলে সপ্তবিংশ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। পাদাগ্রে উপানহ প্রদান করিয়া আমার নিকট আগমন করিলে আমি উহা অষ্টবিংশ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত করি। গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া আমাকে স্পর্শ করিলে আমি ঊনত্রিংশ অপরাধ বিবেচনা করি। অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়া যদি কেহ আমার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে উহা ত্রিংশ অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি কেহ গন্ধপুষ্পাদি দান না করিয়া প্রথমে ধূপ প্রদান করে, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে একত্রিংশ অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রিয়ে! ভেরী প্রভৃতি বাদ্যোদ্যম না করিয়া যদি কেহ আমার দ্বার উদ্ঘাটন করে, তাহা হইলে উহা দ্বাত্রিংশৎ মহাপরাধ বলিয়া গণনা করিয়া থাকি।

বসুন্ধরে! সম্প্রতি আমার সন্তোষকর অন্যান্য যে সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ আমার লোকে গমন করিতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যমাত্রেরই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা, শাস্ত্রালোচনায় তৎপর,

আমার কার্য্যে ভক্তিমান, অহিংসাধর্ম্মে অনুরক্ত এবং সমস্ত জীবের প্রতি দয়াবান্ হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সর্ব্ব-জীবে সমদর্শী, অন্তর্ম্মলপরিশূন্য, কার্য্যদক্ষ, ধর্ম্মপথের পথিক, জিতেন্দ্রিয়, দোষপরিশূন্য, উদারস্বভাব, ধার্ম্মিক ও স্বদারনিরত হওয়া সকলেরই অর্থাৎ সমস্ত বর্ণেরই কর্ত্তব্য। যেমন পুরুষের পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ রমণীগণেরও গুরুজনে ও দেবগণে ভক্তিমতী, স্বামীর প্রতি প্রীতিমতী এবং সংসারে অনুরাগবতী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সেই স্ত্রী অনায়াসে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া তথায় স্বীয় ভর্ত্তাকে প্রতীক্ষা করিতে পারে। আমার প্রতি ভক্তিমান্ কোন পুরুষ যদি তাদৃশ প্রণয়িনী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে, তাহা হইলে তাদৃশ পতিও তথায় গমন করিয়া তাদৃশী প্রিয়তমা পত্নীর অপেক্ষা করিতে থাকে।

ধরে! তোমায় আর এক শ্রেষ্ঠতম কার্য্যের কথা কহি-তেছি, শ্রবণ কর। ঋষিগণ আমার কর্ম্মপথে অবস্থান করে, অথচ আমার সাক্ষাতকার লাভ করিতে পারে না। ফলতঃ যে মূঢ়বুদ্ধি সন্দিগ্ধচিত্ত ঋষিগণ অন্যান্য দেবতার প্রতি ভক্তি-মান হয়, তাহারা চিরকাল আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকে; কখনই আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ধরে! আর যাহারা মোক্ষার্থী হইয়া আমাকে ভজনা করে, আমি তাহা-দিগের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকেই আশ্রয় করি। আমি তোমাকে স্বীয় শ্রেষ্ঠতম শক্তি দ্বারা ধারণ করি-য়াছি বলিয়াই তোমার নিকট এই ধর্ম্মসংযুক্ত উপাখ্যান কীর্ত্তন

করিলাম। এই ধর্ম্মরহস্য আমার ভক্ত ও আমার কার্য্যে তৎপর ব্যক্তিভিন্ন খলের নিকট, মূর্খের নিকট, অদীক্ষিতের নিকট অশ্রদ্ধেয়ের নিকট, শঠের নিকট ও নাস্তিকের নিকট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ধরে! এই আমি লোকের হিত-সাধন জন্য ধর্ম্মতত্ত্ববিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম; এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, বল।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

দেবোপচার বিধি।

বরাহদেব কহিলেন, ভদ্রে! আমার ভক্তগণ যেরূপে যথানিয়মে আমাকে দ্রব্য সকল প্রদান করিবে, এক্ষণে তাহার নিয়ম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ পশ্চাৎ উল্লেখ্য মন্ত্র দ্বারা দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিবে। তৎপরে ভূমির উপর সংস্থাপন করিয়া প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবে। দীপ প্রজ্বা-লনের পর হস্ত ধৌত করিবে। তৎপরে আমার চরণবন্দনা করিয়া পুনরায় "ভুবন ভবন রবিসংহরণ অনন্তো মধ্যশ্চেতি গৃহ্ণেমং ভুবনং দন্তধাবনং" এই মন্ত্রে দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিবে। বসুন্ধরে! তুমি যে ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছিলে, তদনুসারে এইরূপে দণ্ডকাষ্ঠ প্রদান করিতে হইবে। তৎপরে মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া আবার সেই পুষ্প ভূমিতে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক পুনরায় হস্ত প্রক্ষালন করিয়া অতি সামান্য জলে যে

মন্ত্রে মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিবে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। এই মন্ত্রে মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয়। মন্ত্র যথা—"তদ্ভগবন্তাং গুণশ্চ আত্মনশ্চাপি গৃহ্ণ বারিণঃ সর্ব্বদেবতানাং মুখমেবং প্রক্ষালয়েৎ।" গন্ধ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি সমস্ত প্রদান করিবে। তাহার পর হে ভগবন্! হে ভক্তবৎসল! হে নারায়ণ! তোমাকে নমস্কার, এই বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় "মন্ত্রজ্ঞানাং যজ্ঞযষ্টারং ভূতস্রষ্টারং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তাহার পর পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া অন্য পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞানবান ভক্ত ব্যক্তি শুচি হইয়া আমাকে পূজা করিবে এবং কর্ম্মসমাপনের পর ভূতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া 'হে জনার্দ্দন! প্রসন্ন হও' এই বলিয়া মস্তকে অঞ্জলি সমাধান পূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে "হে নাথ! তুমি মন্ত্রদ্বারা সচেতন হইয়া প্রসন্ন হইলে তোমার ইচ্ছাক্রমে যোগিগণও মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব নাথ! আমি তোমারি, আমি তোমার দাস, তুমি আমাকে যাহাই বল, আমি তাহাই করি, অতএব নাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

ধরে! ভক্ত ব্যক্তি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীয় পাদাগ্রভাগ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। এইরূপে আমার কার্য্য সমুদায় সমাধা করিয়া পরে তৈলদ্বারাই হউক, আর ঘৃতদ্বারাই হউক, আমাকে অঞ্জন প্রদান করিবে। তাহার পর সেই মন্ত্রজ্ঞ ভক্ত ব্যক্তি স্নেহের উদ্দেশে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, হে লোকনাথ! আমি যত্নের সহিত এই স্নেহ আহরণ করিয়াছি,

আমি পবিত্রাত্মা, আমি স্বীয় কর দ্বারা তোমার অঙ্গে স্নেহ মর্দ্দন করি। তুমি আমায় ক্ষমা কর, তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার।” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রথমে আমার মস্তকে, তৎপরে আমার দক্ষিণাঙ্গে, তাহার পর আমার বামাঙ্গে, তাহার পর আমার পৃষ্ঠদেশে এবং তাহার পর আমার কটিদেশে স্নেহ মর্দ্দন করিবে। তাহার পর সেই ভক্ত ব্যক্তি তত্রত্য ভূমি গোময়ে বিলিপ্ত করিবে।

অয়ি মাধবি! ঐরূপ বিলেপনে যেরূপ পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, কহিতেছি শ্রবণ কর। ভক্ত ব্যক্তি আমার গাত্রে যে পরিমাণ তৈল বিন্দু বিলিপ্ত করে, সে ততসহস্র বৎসর স্বর্গ-লোকে অবস্থান করিয়া থাকে। তাহার পর সেই তৈলকণার সংখ্যানুসারে ভক্ত ব্যক্তি পুণ্যলোকে অবস্থান করিতে থাকে। এইরূপে যে ব্যক্তি তৈলদ্বারাই হউক, আর ঘৃতদ্বারাই হউক, আমার গাত্র মর্দ্দন করে, সেই ব্যক্তি ততসহস্র সংখ্যক বর্ষ আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে অবস্থান করে।

ভদ্রে! এক্ষণে যে সকল দ্রব্যদ্বারা আমার শরীর মর্দ্দন করিলে, শরীর পবিত্র হয় এবং আনন্দের পরিসীমা থাকে না, এক্ষণে সেই অঙ্গমর্দ্দন দ্রব্য সমূহের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। লোধ্র, পিপ্‌পলিকা মধু, মধূক, অশ্বপর্ণ, রোহিণ, কর্কট, বর্ষোপল ও পিষ্টচূর্ণ এই সকল দ্রব্য দ্বারা আমার গাত্রমর্দ্দন করিলে আমি অতিশয় সুখী হই। প্রিয়ে! যদি কোন সেবক সিদ্ধিলাভ করিতে উৎসুক হয়, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্য দ্বারা আমার গাত্রমর্দ্দন করিয়া তৎপরে আমার স্নান করাইবে। ঐ সময় আমলকী বস্তু ও গন্ধাদি দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গ

মর্দ্দন করিয়া জলপূর্ণকলসহস্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "হে দেব! হে অনাদিভূত! তুমি সমুদায় দেবগণের দেবতা, তোমার রূপ কেহই জানিতে পারে না, আমি তোমায় স্নান করাইতেছি, অতএব তুমি আমার নিকট স্নান গ্রহণ কর।" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্বর্ণকুম্ভেই হউক, আর রজত কুম্ভেই হউক, আমায় স্নান করাইবে। যদি স্বর্ণ ও রজত কুম্ভের অসদ্ভাব হয়, তাহা হইলে, তাম্রকুম্ভে করিয়া আমায় স্নান করাইবে। ধরে! এইরূপে যথাবিধি স্নান সমাপনের পর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আমার গাত্রে উৎকৃষ্ট গন্ধ বিলেপিত করিবে। মন্ত্র যথা—"নানাবর্ণের পুষ্পসম্বন্ধীয় সমুদায় গন্ধই তোমার প্রিয়, তোমাহইতে সে সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমিই সে সমুদায় সর্ব্বলোকে নিযোজিত করিয়াছ। প্রভো! এক্ষণে আমি ভক্তিপূর্ব্বক সে সমুদায় তোমার গাত্রে বিলেপিত করিতেছি। তুমি সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ কর।"

ধরে! এইরূপে গন্ধ প্রদান করিয়া পরিশেষে অন্য কার্য্য সম্পাদন করিবে। তাহার পর আমাকে উৎকৃষ্ট মাল্য প্রদান করিবে। তৎপরে আমার অর্চ্চনা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "হে অচ্যুত! আমি সংসার মুক্তির বাসনায় তোমায় স্থলজ ও জলজ পবিত্র পুষ্প প্রদান করিতেছি, গ্রহণ ক।" এইরূপে আমার অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে সুগন্ধ দ্রব্য সংযুক্ত, আমার একান্ত প্রিয় ধূপপ্রদান করিবে। প্রদানের সময় যথানিয়মে ধূপ গ্রহণ পূর্ব্বক আমার উভয় পার্শ্বে ধূপ ধূপন করিবে এবং বলিবে, হে অচ্যুত! এই সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবার অভিলাষে নানাবিধ

সুগন্ধ দ্রব্য সমাযুক্ত বনস্পতি রসসমন্বিত এই ধূপ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। হে জগদ্‌গুরো! তুমি সমুদায় দেবগণের শান্তি, তুমি আমার শান্তি, তুমি সাংখ্যমতাবলম্বীগণের শান্তি। তোমা ভিন্ন আমার পরিত্রাতা আর কেহই নাই। অতএব তোমাকে নমস্কার। আমি এই ধূপ প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর।

বসুন্ধরে! মাল্য, গন্ধদ্রব্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা এইরূপে পূজা করিয়া তাহার পর পীতবর্ণ বা শুক্লবর্ণ পট্টবস্ত্র প্রদান করিবে। এইরূপে পূজা সমাপন করিয়া মস্তকে অঞ্জলি সমাধান পূর্ব্বক দিব্য যোগাবলম্বনে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে যে, “হে ভগবন্! হে পুরুষোত্তম! হে শ্রীনিবাস! হে শ্রীমন্! হে আনন্দস্বরূপ! তুমি প্রসন্ন হও। নাথ! তুমি ভিন্ন অন্য কর্ত্তা, অধিকর্ত্তা ও রক্ষিতা আর দ্বিতীয় নাই। হে ভূতনাথ! তুমি সকলের আদি, তুমি অব্যক্তরূপী। তোমার দেবাঙ্গ আচ্ছাদনের নিমিত্ত এই পীতবর্ণ অতি মনোহর দুকুল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। এইরূপে আমাকে বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক অনুরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া আদ্য প্রণব দ্বারা পুষ্পগ্রহণে আসন পরিকল্পিত করিবে। তাহার পর ‘ক ইদং পরায়ণং পরস্পরপ্রীতিকরং প্রাণরক্ষণং প্রাণিনাং স্বিষ্টং তদনুকম্পং সত্যমুপযুক্তমাত্মনে তদ্দেব গৃহাণ’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আসন প্রদান করিবে।

ধরে! আমার ভক্ত ব্যক্তি এইরূপে আসন প্রদান পূর্ব্বক শীঘ্রই মুখপ্রক্ষালনার্থ জল প্রদান করিয়া ‘শুচিঃ স্তবতি দেবানামেতদেব পরায়ণং। শৌচার্থন্ত জলং গৃহ্ণ কৃত্বা প্রাপণমুত্তমং।’

এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর ঐরূপে ভোজ্যবস্তু প্রদান করিয়া তথা হইতে তৎ সমুদায় অপনয়ন পূর্ব্বক তাম্বূল গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। "অলঙ্কারং সর্ব্বতো দেবতানাং দ্রব্যৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বসৌগন্ধিকাদিভিঃ গৃহ্য তাম্বূলং লোকনাথ বিশিষ্টমস্মাকঞ্চ ভবনং তব প্রীতির্ম্মে ভবং।" "হে দেব! তোমার প্রীতির নিমিত্ত তোমার মুখে শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার প্রদান করিলাম, মুখ প্রসন্ন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় স্বরূপ এই মনোহর তাম্বূল প্রদান করিলাম, গ্রহণ কর।" ধরে! আমার ভক্তগণ এইরূপে বিবিধ উপচারে আমার অর্চ্চনা করিবে। তাহা হইলে চরমে মুক্তিলাভ করিয়া অনন্তকাল আমার লোকে অবস্থান করিতে পারে।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ভোজ্যবিধি।

দেবী ধরণী বরাহদেবের প্রমুখাৎ সংসারমুক্তির উপায় স্বরূপ কর্ম্মবিধি শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই প্রফুল্লমুখকমল বরাহদেবকে কহিলেন, দেব! তোমার পথের পথিক হইয়া যেরূপে কার্য্য করিতে হয়, তোমার অনুগ্রহে সে সমস্ত শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ কোন্ খাদ্যদ্রব্যে তোমার প্রীতি লাভ হইয়া থাকে?

তখন বচনরচনাচতুর ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বরাহদেব বসুধাদেবীর

বচন শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বচনে কহিলেন, দেবি! এক্ষণে যে যে মন্ত্রদ্বারা আমায় ভোজ্য প্রদান করিতে হয়, কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ নানাবিধ রসযুক্ত সমস্ত ব্রীহি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আমায় সম্প্রদান করিবে। তাহার পর ইঙ্গুদী, বদর, আমলক, খর্জ্জূর, পনস, আম্র, উড়ুম্বর, প্লক্ষ, পৈপ্পল, কণ্ডরীক, তিন্দুক, প্রিয়ঙ্গুক, কাবির, শিশশাক, ভল্লাতক, মর্দ্দন, দ্রাক্ষা, দাড়িম, পিণ্ডখর্জ্জূর, সৌবীরক, তৈত্তিরক, প্রাচীনামলক, পিণ্ডারক, পুন্নাগ, শৌণ্ঠিক, বকবীজ, ধুস্তুর, ক্রমুক, উৎপল, কর্কারুক, নিম্ব, জাতীয়ক, ওষধ ঔষধ, লিঙ্গক, কারুষক, ও অন্যান্য নানাবিধ ফল আমাকে প্রদান করিবে।

এক্ষণে যে যে শাক প্রদান করিতে হয়, কহিতেছি, শ্রবণ কর। মূলক, মধূক, কলায়, সর্ষপ, বাস্তুক, উড়ুম্বর, আমূলক, পলাশ, হস্তিপিপ্পলি, সৌবর্ণিক, রাজমাষ, কোহেভীক, কামল, পাদ, ধন্যাক, এই সকল দ্রব্যসম্বন্ধীয় শাকই প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন আমার অন্যান্য ভক্ষ্যবস্তুও বিদ্যমান আছে; ভক্তগণ আমাকে যাহা প্রদান করে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি।

মৃগমাংস, ছাগমাংস ও শসমাংস আমার অতীব সুখজনক। অতএব এ সমস্তই আমাকে নিবেদন করিবে। বিস্তৃত যজ্ঞে ছাগ ও অন্যান্য পশু প্রদান করিয়া বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণে সমর্পণ করিলে আমি তাহার অংশভাগী হইয়া থাকি। আমাকে মাহিষ মাংস, ক্ষীর, দধি ও ঘৃত প্রদান করিবে। কোন কোন বৈষ্ণবব্রতেও মাংস প্রদান করা কর্ত্তব্য। ধরে! সম্প্রতি যে সমস্ত পক্ষিমাংস আমাকে প্রদান করিতে হয় নির্দ্দেশ করি-

তেছি শ্রবণ কর। লাবক, বার্ত্তিক, কাপিঞ্জল ও অন্যান্য বহুতর মাংস আমার কার্য্যে উপযুক্ত। যে যে দ্রব্য আমাকে দান করিতে হয়, তৎ সমুদায়ই কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা এই সকল নিয়ম জানিয়া শুনিয়া কার্য্য করে, তাহারা কোন অংশেই অপরাধী নহে; ফলতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত মাংস সমুদায় ভোজ্য, মাঙ্গল্য ও ভক্তজনের সুখদায়ক। যে ব্যক্তি সিদ্ধি কামনা করে, তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে, মদ্ভক্তগণ উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ত্রিসন্ধ্যা-মন্ত্রোপাসনা।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! তুমি ইতিপূর্ব্বে সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইবার উপায়ভূত যে পরম গুহ্য বিষয় তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার ভক্ত ও আমার কার্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ যথানিয়মে স্নান করিয়া আমারই উপাসনা করিবে। আমার ভক্তগণ প্রায়ই কদন্নাশী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। ভদ্রে! লোকে আমাকে সর্ব্বরূপী সনাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ফলতঃ আমি সর্ব্বরূপী ও সনাতন। আমি কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি তির্য্যক্, কি দিক্ কি বিদিক্, কি উপর্য্যুপরি, সর্ব্বত্রই সমভাবে অবস্থান করিয়া থাকি। আমার ভক্তগণের মধ্যে যদি

কেহ সিদ্ধি কামনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বদা আমার কার্য্যে ব্যাসক্ত হইয়া আমারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি যেরূপে আমাকে উপাসনা করিতে হইবে, নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ পরম কার্য্য সম্পাদন করিয়া অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া তাহার পর সেইরূপ ভাবনা করিয়া পূর্ব্বমুখে জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ নমো নারায়ণায়, হে ধার্ম্মিকযোনি! হে নারায়ণ! হে সর্ব্বলোকপ্রধান! হে ঈশান! হে আদ্য! হে পুরাতন পুরুষ! হে কৃপাময়! সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে আশ্রয় করিতেছি" এই বলিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার পর পুনরায় পশ্চিম মুখীন হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশাক্ষর অর্থাৎ 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়,' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক হে দেব! তুমি পূর্ব্বকল্পেও যেমন আদিকর্ত্তা, পুরাণ কল্পেও যেমন ঐশ্বর্য্যরূপী এখনও সেইরূপ। তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অমোঘ সংকল্প, অতএব তোমাকে অর্চ্চনা করি" এই বলিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিবে।' তাহার পর পুনরায় সেই-রূপে জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখে "নমো নারায়ণায়, হে পুরাণ পুরুষ! হে অনাদিমধ্যান্ত! হে অনন্তরূপিন্! হে সংসারকারণ! হে বিশ্বকারক! হে প্রশান্তমূর্ত্তে! হে সংসার মুক্তিদাতা! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ, অতএব তোমাকে জলাঞ্জলি প্রদান করি।" এই মন্ত্র বলিয়া জলপ্রক্ষেপ করিবে। তাহার পর পুনরায় সেইরূপে জলাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ মুখীন হইয়া "নমঃ পুরুষোত্তমায়, হে দেব! তুমি যজ্ঞরূপী, তুমি সত্যরূপী, তুমি ঋতরূপী, তুমি কালের আদি, তোমার

রূপ নাই, তুমি আদ্য, তুমি অনন্তরূপী, তুমি মহানুভব, তুমি জীবগণের সংসারমুক্তির নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া থাক, অতএব তোমাকে অর্চ্চনা করি।" এই বলিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার পর ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক কাষ্ঠকৃত্য হইয়া অর্থাৎ হোম-কার্য্যে দীক্ষিত হইয়া আমাতে চিত্ত সমাধান করত, 'হে সোম-পায়িন্! হে সোমার্কনেত্র! হে শতপত্রনেত্র! হে জগৎপ্রধান! হে লোকনাথ! তুমি কালের হস্ত হইতে উদ্ধার এবং ত্রিসংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার প্রধান কারণ। অতএব তোমাকে অর্চ্চনা করি।

ধরে! যে ব্যক্তি বুদ্ধি, যুক্তি ও ভক্তি পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ত্রিকালীন ত্রিসন্ধ্যায় এই রূপে আমার কার্য্য করিতে হয়। যে ব্যক্তি এইরূপে একান্তমনে নিয়ত এই সমস্ত পাঠ করে, আমি কখনই তাহাকে বিস্মৃত হই না। ফলতঃ যে ব্যক্তি ত্রিকালীন এইরূপ কার্য্য করে, সে তির্য্যক্ যোনি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

গর্ভযন্ত্রণামুক্তি।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! এক্ষণে যেরূপে আর গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, সমস্ত ধর্ম্মের সারভূত সেই বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মগরিমা প্রকাশ না করে, যে ব্যক্তি শত শত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও নিয়ত আমার অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য এবং কোন্ কার্য্য অকর্ত্তব্য তাহা জানিয়া শুনিয়া সমুদায় ধর্ম্ম-কার্য্যে নিরতিশয় ভক্তিমান্ হয়, যে ব্যক্তি শীত-উষ্ণ-বাত-বর্ষা ক্ষুধা ও পিপাসা জনিত দুঃসহ দুঃখভোগ করিতে কাতর না হয়, যে ব্যক্তি দরিদ্র, নিরলস, সত্যবাদী ও অসূয়াপরিশূন্য, যে ব্যক্তি স্বদারনিরত, পরদারপরাঙ্মুখ, সত্যবাদী, সরলস্বভাব, ভগবদ্ভক্ত, বিশিষ্টজ্ঞানী, ব্রাহ্মণভক্ত, প্রিয়ভাষী এবং আমার ও ব্রাহ্মণের কার্য্যে তৎপর হয়, তাহাকে কখন কুৎসিত যোনি-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; প্রত্যুতঃ সে ব্যক্তি আমার অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

তদ্ভিন্ন যাহারা জীবহিংসায় বিরত এবং সমুদাম প্রাণীর হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়, যাহাদিগের লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে দৃষ্টির তারতম্য না থাকে, যাহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়, বাল্যা-বস্থাতেই যাহারা ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও শুভ কার্য্যের অনু-ষ্ঠানে তৎপর হয়, যাহাদিগকে কোন কালেই শত্রুকৃত অপকার সহ্য করিতে না হয়, যাহারা কেবল নিরন্তর কর্ত্তব্য কার্য্যের

অনুষ্ঠান এবং আমার অস্তিত্বের আলোচনা করিয়া জীবিতকাল পর্য্যবসিত করে, যাহারা বৃথা কার্য্য হইতে বিরত হইয়া অহরহ তথ্যানুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইয়াছে, যাহারা নিয়ত সুস্বভাব-সম্পন্ন; এমন কি অগোচরেও কখন কাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয় না, যে ব্যক্তি সন্তান উৎপাদনের নিমিত্তই কেবল ঋতু-কালে স্বীয় পত্নীর অভিগমন করে; তাদৃশ মদ্ভক্ত ও মৎকর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে কখনও বিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; প্রত্যুত তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! তোমাকে সচ্চরিত্র পুরুষগণের অন্য প্রকার ধর্ম্ম-নিশ্চয় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। কি মনু, কি অঙ্গিরা, কি গৌতম, কি শুক্রাচার্য্য, কি সোমদেব, কি রুদ্রদেব, কি শঙ্খ, কি লিখিত, কি কশ্যপ, কি ধর্ম্ম, কি যম, কি ইন্দ্র, কি বরুণ, কি কুবের, কি শাণ্ডিল্য, কি পুলস্ত্য, কি আদিত্য, কি পিতৃগণ, কি স্বয়ম্ভু, ইহাঁরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু যিনি পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা-দিগের মধ্যে যাঁহার মতের অনুসরণ করেন, তাহাই তাঁহার আত্মধর্ম্ম। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মে অর্থাৎ স্বপথে অব-স্থান পূর্ব্বক পরকীয় ধর্ম্মকার্য্যের নিন্দা না করে, অর্থাৎ স্ব স্ব পথে অবস্থান পূর্ব্বক যাহারা আমার কার্য্যের ত্রুটি না করে, তাহাদিগকে কখন বিযোনিতে গমন করিতে হয় না; প্রত্যুতঃ তাহারা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

মাধবি! মানবগণের গর্ভ-সংসার-সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইবার আর এক উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে,

ক্রোধ যাহাদিগের নিকট পরাজিত হইয়া তটস্থভাবে অবস্থান করিতেছে, লোভ ও মোহ যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে, যাহারা নিরন্তর আত্মার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে, দেবতা অতিথি ও গুরুজন যাহাদিগের নিকট প্রীতিলাভ করে, হিংসাদি অসৎ কার্য্যে যাহাদিগের একান্ত বিদ্বেষ, মদ্য মাংস যাহাদিগের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না, এমন কি, ব্রাহ্মণীসমাগম যাহাদিগের হৃদয়মন্দিরে কোন-কালেই প্রবেশ করিতে পারে নাই, যাহারা ব্রাহ্মণকে কপিলা দান করে, যাহারা সান্ত্বনাদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া বৃদ্ধ পিতাকে প্রতিপালন করে, পিতাও যদি পুত্রগণের প্রতি দৃষ্টির তারতম্য না করেন, ব্রাহ্মণকে কুপিত দেখিয়া যাহারা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করে, যাহারা কুমারী কন্যাকে দূষিত না করে, যাহারা পাদদ্বারা অগ্নিকে স্পর্শ না করে, যাহাদিগকে ক্রুদ্ধভাবে পুত্রের সহিত কথোপকথন করিতে না হয়, যাহারা জলে মূত্র-ত্যাগ না করে, যাহারা গুরুজনের প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হয়, যাহারা বৃথা গল্প করিয়া সময় অতিবাহিত না করে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ গুণে ভূষিত হইয়া কেবল আমারই অনু-সরণ করে, তাহাদিগকে আর গর্ভবাসজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

কোকামুখমাহাত্ম্য।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! এই সংসারে তির্য্যক্‌যোনি লাভ করিয়াও যেরূপে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এক্ষণে সেই পরম গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী ক্ষণে স্ত্রীসংসর্গ না করে, যে ব্যক্তি নিয়ত আমার অনুগামী হয়, যে ব্যক্তি সামান্য দ্রব্যে সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃমাতৃ পূজায় নিবিষ্টচিত্ত হয়, যাহাকে শ্রমজনিত স্বেদজল পাতিত করিয়া উদর পূরণ করিতে না হয়, যে গুণবান্ ব্যক্তি সকলকে অংশভাগী করিয়া স্বয়ং স্বীয় অংশ গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি স্বয়ং দাতা, ভোক্তা, স্বকার্য্যনিরত ও নিয়ত সংযত হয়, যে ব্যক্তি কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া কখন কুকার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, যে ব্যক্তি সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি সমভাবে দয়া প্রকাশ করে, পরার্থে স্পৃহা করা দূরে থাক্, যে ব্যক্তি তাহার চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান প্রদান না করে, তাহাকে—অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত গুণগ্রাম সম্পন্ন ব্যক্তিকে আমার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া আর তির্য্যক্‌যোনিতে গমন করিতে হয় না; প্রত্যুতঃ তাদৃশ ব্যক্তি অনায়াসে আমার অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে স্থান অধিকার করিতে পারে। ধরে! যে গুহ্য বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, ইহা দেবগণেরও দুর্লভ। এতদ্ভিন্ন যে বিশুদ্ধস্বভাব দয়াবান্ ব্যক্তিরা জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ প্রাণিগণের হিংসা না করে, যে ব্যক্তি কোকামুখে অর্থাৎ বিষ্ণুক্ষেত্রে

প্রাণত্যাগ করে, এবং কিছুতেই আমাকে বিস্মৃত না হয়, সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয় হইয়া থাকে।

ব্রতবতী বসুন্ধরা বরাহরূপী নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি তোমার শিষ্যা, দাসী ও তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী; অতএব আমি তোমার নিকট আর এক রহস্য বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দান কর। চক্রতীর্থ, বারাণসী, অট্টহাস, নৈমিষ ও ভদ্রকর্ণ হ্রদ; এ সমস্ত প্রধানতম তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এক কোকামুখের এত প্রশংসা করিতেছ কেন? মাধব! দ্বিরণ্ড, মুকুট, মণ্ডলেশ্বর, দেবদারুবন, জালেশ্বর, দুর্গ, মহাবল, গোকর্ণ, পবিত্র জাল্মেশ্বর ও একলিঙ্গ এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কোকামুখের এত প্রশংসা করিতেছ কেন?

দেবী বসুন্ধরা, ভক্তিপূর্ব্বক মহাপ্রভু মাধবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, বরাহরূপী ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি ভীরু! মহাভাগে! কোকা যে কেন এত প্রশংসার স্থান; তদ্বিষয়ের গুহ্যকথা ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি যে সকল স্থানের নাম উল্লেখ করিলে, এ সমস্ত রুদ্রাশ্রিত প্রদেশ, এবং কোকা নারায়ণের প্রিয়ভূমি। এতদ্ভিন্ন আমার ক্ষেত্র সেই কোকামুখে অন্য যে ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা আমিষাহারী এক ব্যাধ কোকমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিল, তথায় সামান্য সলিলপূর্ণ এক হ্রদে

বৃহত্তর এক মৎস্য অবস্থান করিতেছে। লুব্ধক তদ্দর্শনে বড়িশ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহাকে ধৃত করিল; কিন্তু সেই মৎস্য বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে বিনির্গত হইল। এমন সময়ে এক শ্যেন সেই মৎস্য সংগ্রহ করিবার মানসে নভোমণ্ডল হইতে বেগে নিপতিত হইয়া তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক যেমন ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইবে, গুরুভারপ্রযুক্ত বহন করিতে না পারায় মৎস্য অমনি সেই কোকাক্ষেত্রে নিপতিত হইল। ভূতলস্পর্শমাত্র মৎস্য, কুলবান্ রাজকুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ক্রমে তিনি রূপবান্ গুণবান্ ও যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। এদিকে কিছুকাল পরে সেই ব্যাধের পত্নী এক দিন মাংসহস্তে পথিমধ্যে গমন করিতেছে, ইত্যবসরে মাংসলুব্ধা এক চিল্লী বারম্বার সেই মাংস গ্রহণের নিমিত্ত নিপতিত হইতে লাগিল। কিন্তু শবরী তদ্দর্শনে কুপিতা হইয়া এক বাণ নিক্ষেপে চিল্লীর প্রাণসংহার করিলে, চিল্লী আকাশ হইতে কোকামুখে আমার সম্মুখে নিপতিত হইল। সুতরাং সেই ক্ষেত্রপ্রভাবে রমণীয় চন্দ্রপুরে যশস্বিনী রাজকুমারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। দিন দিন তাহার রূপ গুণ ও বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, চতুঃষষ্টি কলায় মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল; কিন্তু রূপবান্, গুণবান্, বিক্রান্ত, সমরপটু, সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ ভিন্ন আর সকলকেই নিন্দা করে।

কিছুকাল পরে উভয়ের মধ্যাবস্থায় আনন্দপুরাধিপতি শক নৃপতির সহিত তাহার বৈবাহিক সম্বন্ধ বিনির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর শাস্ত্রানুসারে উভয়ের পরিণয়ব্যাপার সম্পন্ন হইলে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি এরূপ আসক্ত হইল যে, ক্ষণকালের

নিমিত্ত কেহ কাহাকে দৃষ্টিপথের অগোচর করিতে পারে না। এইরূপে ক্রীড়া কৌতুকে কিছুকাল অতীত হইলে একদা মধ্যাহ্নকালে সহসা শকবংশবর্দ্ধন শকনরপতির শিরোবেদনা উপস্থিত হইল। বৈদ্যশাস্ত্রকুশল চিকিৎসক সকল সমাগত হইয়া নানাপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই বেদনার শান্তি হইল না। ঐ ভাবে বহুকাল অতীত হইতে লাগিল; কিন্তু বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত থাকাতে একাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের আত্মবৃত্তান্ত কিছুই স্মৃতিপথে সমুদিত হইল না। বরং যত দিন গত হইতে আরম্ভ হইল ততই তাহাদিগের পরস্পরের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এমন কি ক্ষণ কালের নিমিত্ত কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

অনন্তর সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী একদা স্বীয় ভর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! যদি আমি তোমার যথার্থ প্রণয়িনী হই, তাহা হইলে তোমার শিরোবেদনার প্রকৃত কারণ কি, আমাকে নির্দ্দেশ কর। দেখ, নানাশাস্ত্রবিশারদ বহুতর বৈদ্য তোমার চিকিৎসা করিতেছেন, তথাপি তোমার শিরোবেদনার শান্তি হইতেছে না কেন?

প্রিয়তমা এইরূপ কহিলে রাজকুমার কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি জাননা যে, সুখদুঃখের একমাত্র আধার, সংসার-সমুদ্রে ভাসমান এই মনুষ্যশরীর ব্যাধিনিচয়ে অদ্বিতীয় আশ্রয় স্থান? আর অধিক কি বলিব। নরপতি এইরূপ কহিলে, শ্রবণপিপাসা সেই বরাননা রাজকুমারীকে ব্যাকুল করিল। একদা উভয়ে শয়নীয়ে অধিরূঢ় রহিয়াছেন, ইত্যবসরে রাজ-রাজপুত্রী পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আমি

পূর্ব্বে তোমার নিকট যে বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিবার কারণ কি ? নাথ ! আমার নিকট তোমার কি অপ্রকাশ্য আছে ? যদি আমি যথার্থই তোমার প্রণয়িনী হই, তাহা হইলে অবশ্যই আমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিতে হইবে।

শকাধিপতি প্রিয়তমা কর্ত্তৃক শাতিশয় আগ্রহসহকারে, এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে প্রণয়সম্ভাষণে তাঁহাকে কহিলেন, প্রিয়ে ! সম্প্রতি তুমি মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ কর। ভদ্রে ! সুহাসিনি ! যদি পূর্ব্বজন্মকথা শ্রবণে তোমার কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার জনক জননীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন কর। কারণ তাঁহারা আমাকে জঠরে ধারণ করিয়াছেন অতএব তাঁহাদিগের অনুমতি ব্যতীত আমি কোকামুখে যাইতে পারিতেছি না। কোকামুখে না যাইলেও পূর্ব্বজন্মকথা প্রকাশ করিতে পারিব না। সুন্দরি ! তুমি তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর অনুমতি গ্রহণ কর, তাহা হইলে কোকমুখে গিয়া এই দেবদুর্ল্লভ রহস্য কথা তোমায় নিকট ব্যক্ত করিব।

অনন্তর রাজকুমারী শ্বশ্রু ও শ্বশুরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, আর্য্য ! আর্য্যে ! আমি কিছু বলিবার মানসে আপনাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি, নিবেদন করি, কর্ণপাত করুন। বিশেষ কার্য্যবশতঃ আমরা উভয়ে আপনাদিগের অনুমতি লইয়া পবিত্র কোকাধামে গমন করিতে উৎসুক হইয়াছি, অতএব বোধ হয় আপ-

নারা প্রশস্তমনে আমাদিগের গমনে অনুমতি প্রদান করিবেন। আজি ভিন্ন আর কখন আপনাদিগের নিকট কিছুই প্রার্থনা করি নাই। অতএব আশা করি, অদ্য আপনারা আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। আপনাদিগের এই তনয় মধ্যাহ্নকালে গুরুতর শিরোবেদনায় আক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প হন। এমন কি, চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইনি সমুদায় সুখে এবং বিষয়ভোগে বিসর্জ্জন দিয়া কোকাধামে গমন করিতে উৎসুক হইয়াছেন। তথায় না যাইলে ইহাঁর রোগশান্তির উপায়ান্তর নাই। পূর্ব্বে এই গুরুতর ব্যাপার আপনাদিগের গোচর করি নাই। মধ্যে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না, সত্বরই আমরা বিষ্ণুক্ষেত্রে যাইতে মনন করিয়াছি। অতএব আপনারা আমাদিগের মতানুমোদন করুন।

তখন শকাধিপতি পুত্রবধূর বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! কোকামুখে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছ কেন? আমার অধিরাজ্যে হস্তী, অশ্ব, রথ, যান, অপ্সরাসদৃশ রমণী, ধনাগার ও শস্যাগার প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্য যাবতীয় গৃহ, যাবতীয় মিত্র, চতুরঙ্গবল, সিংহাসন এবং এই বিস্তীর্ণ রাজ্য সমস্তই তোমার প্রাপ্য, অতএব তুমি এ সমস্তই গ্রহণ কর। অধিক কি, তুমি আমার জীবন, সন্তান প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বস্তু।

ধরে! নৃপকুমার পিতার বচন শ্রবণে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, পিতঃ! আমার রাজ্যে, আমার ধনে, আমার বলে বা বাহনে প্রয়োজন নাই। আমি যত সত্বর কোকামুখে গমন করিতে পারি, ততই আমার পক্ষে

মৎস্য ছিলাম, যখন আমি কোকে অবস্থান করিয়া জলমধ্যে বিহার করি, তখন এক ব্যাধ বড়িশদ্বারা আমাকে ধৃত করে। কিন্তু আমি বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে অপসৃত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলে, তৎকালে আমিষলুব্ধ এক শ্যেন পক্ষী নখদ্বারা আমাকে বিদ্ধ করিল এবং যেমন সে আমাকে লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইবে, অমনি আমি তাহার নখ হইতে এই স্থানে পতিত হইলাম। সেই নখরপ্রহারে আমার মস্তকে বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। এই বেদনার বৃত্তান্ত কেবল আমিই জানি আর কেহ জানে না। ভদ্রে! তুমি পূর্ব্বে আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই বলিলাম, এক্ষণে তোমার যথায় অভিরুচি হয়, গমন কর।

ধরে! অনন্তর সেই কোকনদ-লোহিতলোচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজকুমারীও করুণস্বরে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় কহিল, নাথ! আমিও এই নিমিত্ত স্বীয় গূঢ়বৃত্তান্ত এত দিন প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমিও পূর্ব্বজন্মে যেরূপ ছিলাম, কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বজন্মে এক চিল্লী ছিলাম। একদা আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিতান্ত শ্রান্ত হওয়াতে এক বৃক্ষের শাখায় আসীন হইয়া আহার অন্বেষণ করি। ইতিমধ্যে এক ব্যাধ বহুতর বনচর জীব হত্যা করিয়া মাংসভার বহন পূর্ব্বক সেই পথে গমন করে। আমি যে বৃক্ষে উপবিষ্ট ছিলাম, ঐ ব্যাধ সেই বৃক্ষসমীপে স্বীয় পত্নীর নিকট মাংসভার স্থাপন পূর্ব্বক কাষ্ঠ আহরণার্থ বনমধ্যে গমন করিল এবং অনতিযত সত্বর কাষ্ঠ ও অগ্নি আহরণ করিয়া মাংস পাক করিতে প্রবৃত্ত

হইল। ঐ সময় আমি উড্ডীন হইয়া স্বীয় বজ্রসারময় দৃঢ়তর নখরে মাংসখণ্ড বিদ্ধ করিলাম এবং উহার ভারবত্তা প্রযুক্ত দূরগমনে অসমর্থ হইয়া নিকটবর্ত্তী এক স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিলাম। এদিকে লুব্ধকও পরিপক্ক মাংস ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া যেমন অবশিষ্ট মাংসখণ্ডের অদর্শনে ইতস্ততঃ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল, অমনি দেখিল, আমি সেই মাংসখণ্ড ভক্ষণ করিতেছি। তখন সে সশর শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক যেমন আমাকে বাণবিদ্ধ করিল, দুর্দ্দান্ত কালের হস্ত দুরতিক্রমণীয়, অমনি আমি ঘুরিতে ঘুরিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া নিশ্চেষ্ট ও গতাসু হইলাম। কিন্তু এই বিষ্ণুক্ষেত্রের মহিমায় আমি কামনা না করিলেও রাজপুত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। তৎপরে তোমার পরিণীতা পত্নী হইয়াছি। পূর্ব্ব-জন্মবৃত্তান্ত সমস্তই আমার স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। নাথ! কালবশে আমার অস্থিসমূহের অধিকাংশই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট আছে, ঐ দেখ, তোমার নিকটেই নিপতিত রহিয়াছে। অনন্তর সেই রাজকুমারী পুনরায় কহি-লেন, নাথ! আমি এই নিমিত্তই তোমাকে কোকাক্ষেত্রে আন-য়ন করিয়াছি। এই ক্ষেত্রপ্রভাবে তির্য্যক্‌জাতিরাও সদ্বংশে মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া থাকে। যশোধন! তুমি আমাকে নারায়ণপ্রোক্ত যে যে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে কহিবে, আমি এই বিষ্ণুক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া তাহাই করিব।

অনন্তর নৃপকুমার প্রিয়তমার বচন শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বকথা সকল তাঁহার স্মরণপথে সমুদিত হইতে লাগিল। তখন তিনি রাজকুমারীকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান

করিতে লাগিলেন এবং সেই বিষ্ণুক্ষেত্রের কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহের উপদেশ দিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া অন্যান্য যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই আপনার ইচ্ছামত কার্য্যসকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। সেই রাজদম্পতি পরম প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে যথাযোগ্য ধনরত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। ধরে! অন্যান্য যাহারা সেই রাজকুমারের সহিত তথায় গমন করিয়াছিল, তাহারাও শুদ্ধাচাররসম্পন্ন হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে স্ব স্ব ধন সমর্পণ করিতে লাগিল।

বসুন্ধরে! যাহারা সেই বিষ্ণুক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক আমার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই ক্ষেত্র-প্রভাবে চরমে শ্বেতদ্বীপে গমন করিল। রাজপুত্রও আমার কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিলেন। পরিশেষে মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করি-লেন। তত্রত্য মনুষ্যমাত্রেই আত্মতত্ত্বদর্শন-নিবন্ধন সকলেই শুক্লাম্বরধারী, দিব্য ভূষণে বিভূষিত, দীপ্তিশালী, দীর্ঘকায় ও প্রিয়দর্শন। তত্রত্য কামিনীগণও দিব্যদেহসম্পন্না উৎকৃষ্ট ভূষণে বিভূষিতা, তেজস্বিনী, দীপ্তিমতী, শুদ্ধস্বভাবা, আমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং সত্যের জ্যোতির্ম্ময়ী।

ধরে! এই আমি তোমার নিকট অত্যুৎকৃষ্ট কোকামুখ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। সেই মৎস্য, সেই চিল্লী এবং ইচ্ছা-পূর্ব্বক যাহারা সেই ক্ষেত্রে গমন করে, তাহারা সকলেই আমার অনুগ্রহে শ্বেতদ্বীপে গমন করিরা থাকে। ধরে! আমি তোমার নিমিত্ত যে কোকামুখ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, ইহা পরম ধর্ম্ম, পরম কীর্ত্তি, পরম যশ, পরম শক্তি, পরম কর্ম্ম,

এবং শ্রেষ্ঠতম তপস্যা। কিন্তু ক্রোধনস্বভাব, মূর্খ, শঠ, অভক্ত ও শ্রদ্ধাবর্জ্জিত লোকের নিকট ইহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা দীক্ষিত, নিয়ত দুঃখগ্রস্ত, পণ্ডিত ও শাস্ত্রে বিশারদ, তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করাই কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি চরম সময়েও ইহা ধারণ করে, তাহা হইলে আর তাহাকে গর্ভবাসজনিত যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হইতে হয় না। ভদ্রে! এই আমি তোমার নিকট মহাফলদায়ক মহোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুক্ষেত্রে গমন করে, তাহারা মৎস্য ও চিল্লীর ন্যায় অনায়াসে উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

পুষ্পগন্ধাদিমাহাত্ম্য।

সূত কহিলেন, কুলপতে। বসুন্ধরা বরাহদেবের প্রমুখাৎ ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত কোকামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, কোকাক্ষেত্রের কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য! তির্য্যক্‌জাতিরাও এই ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। যাহাহউক, দেব! এক্ষণে তোমার অনুগ্রহে আর কিছু জানিতে ইচ্ছা করি, ব্যক্ত কর। ইতিপূর্ব্বেই আমি প্রশ্ন করিয়াছি যে, মানবগণ কোন্‌ ধর্ম্ম, কি প্রকার তপস্যা, এবং কোন্‌ কর্ম্মবলে তোমার দর্শন লাভে সমর্থ হয়? ভগবন্‌! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিস্তারিত সমুদায় কীর্ত্তন কর।

কুলপতে! মাধব মাধবীকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্যবদনে পুনরায় কহিলেন, মহাভাগে! তুমি সংসারমুক্তি বিষয়ে যে ধর্ম্মগুহ্যকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ষাকাল বিগত হইয়া যখন নির্ম্মল শরৎ কাল সমুপস্থিত হয়, যখন আকাশ ও চন্দ্রমণ্ডল নির্ম্মল হয়, যখন না শীত, না গ্রীষ্ম, যখন রাজহংসগণ কলনাদ করিয়া ইতস্ততঃ বিহার করিতে থাকে, যখন কুমুদ, কহ্লার ও নানাবিধ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করে; সেই কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতে যে ব্যক্তি আমার অর্চ্চনা করে, যাবৎ ত্রিলোক বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ কাল আমার ভক্ত ব্যতীত আর কোন ভক্তই প্রশংসনীয় হইতে পারে না। মাধবি! দ্বাদশী দিবসে আমার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া আমার পূজার নিমিত্ত যে মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে কহিতেছি, শ্রবণ কর। মন্ত্র যথা—"ভগবন্! যে দ্বাদশীতে ব্রহ্মা ও রুদ্রদেব তোমার স্তব করেন, ঋষিগণ তোমার বন্দনা করেন, এই সেই দ্বাদশী উপস্থিত, প্রভো! প্রবুদ্ধ হও, নিদ্রা পরিত্যাগ কর, মেঘমালা বিগত হইয়াছে; পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান। লোকনাথ! তোমাকে শারদীয় পুষ্প সকল প্রদান করিতেছি। লোকসকল ধর্ম্মের নিমিত্ত, তোমার প্রীতির নিমিত্ত, প্রবুদ্ধ, জাগরিত হইয়া তোমাকে ভজনা করে, তোমার উদ্দেশে যজ্ঞ করে, সত্রীরা সত্রের অনুষ্ঠান করে, পণ্ডিতগণ বেদ পাঠ করে। হে লোকনাথ! তুমি ভগবান্, তুমি শুদ্ধ, তুমি প্রবুদ্ধ এবং তুমি জাগ্রৎ।"

যশস্বিনি! আমার যে সকল ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে

মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দ্বাদশীদিনে আমার কার্য্য করে, তাহারা শ্রেষ্ঠতম গতিলাভে অধিকারী হইয়া থাকে। এই আমি আমার শারদীয় কার্য্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। ইহা আমার ভক্তগণের অতীব সুখদায়ক এবং সংসার মুক্তির প্রধান উপায়।

ধরে! এক্ষণে তোমায় মদ্ভক্তগণের শ্রেষ্ঠতম গতিলাভের উপায়ভূত অন্যরূপ শিশিরসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমার ভক্তগণ শীত-বাত-জনিত কার্য্যসকল সহ্য করত অনন্যমনে ভক্তিভাবে যোগসাধন জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া শিশিরজাত বনস্পতিপুষ্প সমূহ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ভূতলে জানুদ্বয় পাতিত করিবে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "হে ধাতঃ! তুমিই শিশির, হে লোকনাথ! তুমিই দুস্তর, দুষ্প্রবেশ কালপ্রভব এই হিম। সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার কর। হে লোকনাথ! তুমিই কেবল ইহার ধারণে সমর্থ।" যে ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিশির কালের কার্য্য সম্পাদন করে, সে ব্যক্তি অনায়াসে পরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ধরে! এতদ্ভিন্ন অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ মাস আমার সাতিশয় প্রিয়। এই উভয় মাসে অচলা ভক্তি-সহযোগে পুষ্প প্রদান করিলে, নবসহস্র ও নবশত বর্ষ পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিতে পারে। এক একটি গন্ধপত্র প্রদানে যখন এই মহৎ ফললাভ হইয়া থাকে, তখন ধৈর্য্যশীল হইয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরি গন্ধপত্র প্রদান করা কর্ত্তব্য। গন্ধপুষ্প দানের অপর ফল নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ এই তিন মাস কাল দ্বাদশী

দিবসে ঐকান্তিক যত্নের সহিত যে ব্যক্তি আমাকে বনমালা ও গন্ধপুষ্প প্রদান করে, তাহার দ্বাদশ বৎসর পূজা করিবার ফললাভ হয়। কার্ত্তিক মাসে গন্ধযুক্ত শালপুষ্প এবং অগ্রহায়ণ মাসে গন্ধ মিশ্রিত উৎপল প্রদান করিলে মহত্তর ফল লাভ হইয়া থাকে। মাধবী বসুন্ধরা বরাহদেবের বাক্য শ্রবণে প্রণয়-হাস্যের সহিত কহিলেন, প্রভো! ষষ্ট্যধিক তিন শত দিন এবং দ্বাদশ মাস বিদ্যমান থাকিতে কেবল দুই মাসের এবং এক দ্বাদশী দিনের এত প্রশংসা করিতেছ কেন?

মাধব, দেবী ধরণী কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্যবদনে ধর্ম্মানপেত বচনে তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! যে নিমিত্ত এই দুই মাস এবং তিথির মধ্যে দ্বাদশী আমার প্রিয়তম, কহিতেছি, শ্রবণ কর। সহস্র ব্রাহ্মণকে দান করিয়া যে ফললাভ হয়, দ্বাদশীদিনে একজন ব্রাহ্মণকে দান করিলে সেই ফললাভ হইয়া থাকে। দ্বাদশী সকল যজ্ঞ অপেক্ষা অধিক ফলবতী। আমি কার্ত্তিক মাসে জাগরিত এবং বৈশাখ মাসে উত্থিত হই। এই নিমিত্ত কার্ত্তিক ও বৈশাখ মাসে সংযতচিত্ত হইয়া করে গন্ধপুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক "ভগবন্! আজ্ঞাপয়, ইমং বহুতরং নিত্যং বৈশাখঞ্চৈব কার্ত্তিকং গৃহাণ গন্ধপত্রাণি ধর্ম্মমেবং প্রবর্দ্ধয়, নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রে গন্ধপত্র প্রদান করিবে। পুষ্প প্রদানের যে গুণ ও যে ফল কহিতেছি, শ্রবণ কর। শুচি ব্যক্তি এইরূপে গন্ধপত্র প্রদান করিয়া পরিশেষে পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে; যথা—"ভগবন্ আজ্ঞাপয় সুমনাংসীমানি অর্চ্চয়িতুং মাং সুমনসং কুরু, গৃহ্ণীষ্ব সুমনস্কং দেব! সুগন্ধেন তে নমঃ" এই মন্ত্রে পুষ্প প্রদান করিলে কর্ম্মপরায়ণ

দাতাকে আর জন্ম, মৃত্যু, গ্লানি ও ক্ষুধাজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; প্রত্যুতঃ সেই ব্যক্তি দেবমানের সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। ধরে! তুমি ইতিপূর্ব্বে যে পুষ্পদানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই আমি তাহার ফলপ্রাপ্তি বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্বেত ও পাণ্ডুরাদি বিবিধ বর্ণ সুগন্ধ ও সুশোভন বাসন্তিক পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক প্রীতমনে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া আমাকে প্রদান করিবে; কিন্তু যে ব্যক্তি আমার ভক্ত, সর্ব্বদা শুচি, মন্ত্রজ্ঞ ও কার্য্যপটু হয়, যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহারই প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রদানকালে 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া তাহার পর এই মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ নমোঽস্তু দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর। নমোঽস্তু তে লোকনাথ প্রবীরায় নমোঽস্তু তে॥ এই বসন্তকালে পুষ্পিত বনস্পতির গন্ধরসাদি আমাকে প্রদান করিবে। বসন্তকাল সমুপস্থিত হইলে পুষ্পিত বনস্পতিকে আমার ন্যায় দর্শন করিবে। ফাল্গুন মাস সমাগত হইলে যে ব্যক্তি এইরূপে আমাকে গন্ধ পুষ্প প্রদান করে, তাহাকে আর সংসারে পুন-

রায় প্রত্যাগমন করিতে হয় না। প্রত্যুতঃ সেই ব্যক্তি আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

অয়ি নিতম্বিনি! তুমি যে উৎকৃষ্ট বৈশাখ মাস ও বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, কহিতেছি শ্রবণ কর। শালবৃক্ষ ও অন্যান্য বৃক্ষসকল পুষ্পিত হইলে শালপুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক আমার পূজা করিবে। আমার অর্চ্চনার পরে অন্যান্য দেবতাদিগকে আমার সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া পূজা করিবে।

সূত কহিলেন, কুলপতে! ঐ সময় ঋষিগণ বেদমন্ত্রে, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নৃত্য-গীত-বাদ্যে এবং সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়া সেই পুরাণ পুরুষ, পুরুষোত্তম সর্ব্বলোকপ্রভু সর্ব্বভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, যক্ষগণ, পিশাচগণ, উরগগণ, রাক্ষসগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্গণ, সকলেই যুগান্ত কালেও যাহার ক্ষয় নাই, সেই অক্ষয় পুরুষের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় বায়ু, বিশ্বেদেবগণ, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, সোমদেব, দেবেন্দ্র ও হুতাশন প্রভৃতি সকলেই সমবেত হইয়া সেই ভূতনাথ, সেই সর্ব্বলোকেশ্বর দেব নারায়ণের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে নারদ, পর্ব্বত, অসিতদেবল, পুলস্ত্য, পুলহ, ভৃগু, অঙ্গিরা, মিত্রাবসু ও পরাবসু প্রভৃতি অন্যান্য ঋষিগণও সেই ভূতনাথ যোগিগণের যোগভূত নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন।

সেই সমস্ত মহাতেজস্বী দেবাদিগণের স্তবনির্ঘোষ নারায়ণের কর্ণকূহর প্রতিধ্বনিত করিলে, তিনি পৃথিবীকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, বসুন্ধরে! বেদনির্ঘোষের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেবগণের যে স্তবনির্ঘোষ সমুত্থিত হইতেছে, শুনিতেছ কি ?

তখন কমলদললোচনা, রূপগুণের একমাত্র আধার দেবী ধরণী বরাহদেবকে কহিলেন, লোকভাবন! তুমি বহুকাল বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছ, সেই নিমিত্ত তোমার আজ্ঞাবহ দেবগণ তোমার দর্শনলালসায় স্তব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

নারায়ণ কহিলেন, ধরে! দেবগণ যে, আমার অন্বেষণার্থ উপস্থিত হইতেছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই। আমি দেবমানের সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অবলীলায় একদন্তে তোমাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। সেই নিমিত্ত আদিত্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, গণপতি, দেবেন্দ্র ও পিতামহ প্রভৃতি সকলে আমার দর্শন নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছেন; অতএব আমি আসি, আমাকে বিদায় দেও।

দেবী বসুন্ধরা নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, প্রভো! আমি রসাতলে গিয়াছিলাম, তুমিই অনুগ্রহ করিয়া আমার উদ্ধার সাধন করিলে। আমি তোমার শরণাগত, ও একান্ত ভক্ত, তুমি ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর নাই। সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, প্রধান কর্ম্ম কি ? কোন্ কার্য্য করিলে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ? কোন্ কার্য্যদ্বারা তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাক ? কিরূপে তোমার পূজা করিতে হয় ? যে কার্য্য সর্ব্ব প্রধান ও সুখাবহ, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি।

তোমার কর্ম্মে কখনই আমার কোন কষ্ট নাই। ফলতঃ তোমার কার্য্যে গ্লানি, জরা বা জন্ম মৃত্যু কিছুই থাকে না। সুরাসুরগণ, রুদ্রগণ, ইন্দ্র ও পিতামহ ব্রহ্মা তোমার কার্য্য-বলে কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন ? মাধব ! যাহারা নিয়ত তোমার সাক্ষাতকারে সক্ষম হয়, তাহারা কোন্ কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ? তাহাদিগের আহার-বিধি ও আচারবিধি কিরূপ ? তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইলে কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ? তোমার কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহার কি প্রকার যোগ, কাহার কি প্রকার তপস্যা ? কে কি প্রকার ফললাভ করিয়া থাকে ? কে কিরূপে অবস্থান করিবে ? কে কি ভোজন করিবে ? কে কি পান করিবে ? কে কি কর্ম্ম করিবে ? কে কোন্ দিকে অবস্থান করিবে ? কি করিলে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয় ? কি করিলে বিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে না হয় ? কি করিলেই বা তির্য্যক্‌যোনির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পাওয়া যায় ? আমাকে সমস্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন কর।

ধরা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ধরে ! আমার যে সকল ভক্ত মোক্ষপথের পথিক, তাহারা যে মন্ত্রে আমাকে পরিতুষ্ট করিবে, সেই সকল মন্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। মন্ত্র যথা,—'মাধব ! তুমি সমুদায় মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাধব-মাস। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে গন্ধ ও রসপ্রয়োগ নিমিত্ত তুমি সমুপস্থিত হও। যজ্ঞে নিয়ত তোমারই অর্চ্চনা করে।

নারায়ণ! সপ্তলোকমধ্যে তুমিই একমাত্র বীর।' গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলেও চৈত্র মাসের ন্যায় সমুদায় নিয়ম সম্পাদন করিয়া নারায়ণপ্রিয় এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে যে, 'তুমি সমুদায় মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাস গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মকালে তোমাকে উপস্থিত দর্শন করিয়া সমুদায় দুঃখের শান্তি হউক্।' বরারোহে! গ্রীষ্মকালে এইরূপে আমার অর্চ্চনা করিলে, আর তাহাকে জন্ম মৃত্যু ভোগ করিতে হয় না; প্রত্যুত সে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গ্রীষ্মমাসে এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করে, পৃথিবীতে যাবতীয় পুষ্পিত সুগন্ধ শালপুষ্প বিদ্যমান থাকে, তৎসমুদায় দ্বারা আমার অর্চ্চনা করা হয়।

ধরে! বর্ষাকালেও এইরূপে আমার কার্য্য করিবে। তাহা হইলে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, সুতরাং আর সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হয় না। এক্ষণে সংসারমুক্তির আর এক উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। বর্ষাকালে কদম্ব, সরলও অর্জ্জুনবৃক্ষ সকল পুষ্পিত হয়। ঐ সময় সেই সমুদায় বৃক্ষের পুষ্প লইয়া পরম সমাদরে আমায় অর্চ্চনা করিবে। তাহার নিয়ম এই যে, প্রথমতঃ যথাবিধি আমাকে সংস্থাপন পূর্ব্বক 'নমো নারায়ণায়' এই বলিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে যাহারা ধ্যানস্থ হইয়া নিজ মহিমায় পূজ্যমান তোমাকে মনোমধ্যে মেঘবর্ণ ভাবনা করে, হে লোকনাথ! তাহারা বর্ষাকালে তোমাকে শয়ান মেঘবর্ণ বিলোকন করুক।' ধরে! যে ব্যক্তি আষাঢ় মাসের দ্বাদশীতে এইরূপ নিয়মে শান্তিদানের উপায়, এই কল্যাণকর আমার কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, এই সংসারে ল হই-

যুগেই তাহার নাশ নাই। আমার কার্য্যপরায়ণ মানবগণ যে সময়ে যে কার্য্য করিয়া এই সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হয় তাহা তোমায় কীর্ত্তন করিলাম। মহাভাগে! যে গুহ্য বৃত্তান্ত তোমার নিকট বিবৃত করিলাম, বরাহরূপী এই নারায়ণ ভিন্ন দেবগণমধ্যে আর কেহই ইহা অবগত নহেন। যাহারা মন্ত্রে অদীক্ষিত, যাহারা খলস্বভাব ও মূর্খ, যাহারা কুশিষ্য ও শাস্ত্র-দূষক, তাহাদিগকে এ উপদেশ দান করা কর্ত্তব্য নহে। গোঘ্ন ও শঠের নিকট ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে। পাঠ করিলে শীঘ্রই পাঠকের ধন ধান্যাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ভগবদ্ভক্ত, তাহাদিগের নিকট পাঠ করাই কর্ত্তব্য। ভদ্রে। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমার যে সকল বত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা তোমার নিকট বিস্তারিত বিবৃত করিলাম এক্ষণে আর কি জানিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, কুলপতে! ব্রতাবলম্বিনী বসুন্ধরা ছয়ঋতুর যে সমস্ত কার্য্য, তাহা শ্রবণ করিয়া পুনরায় নারায়ণকে জিজ্ঞাসিলেন, প্রভো! তুমি যে সকল মঙ্গলজনক লোকবিখ্যাত পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। আমার দেহ ও মন শারদীয় পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হইল। কিন্তু আর এক গুহ্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে, অতএব তুমি তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমার শ্রবণপিপাসার শান্তি কর। মাধব! তুমি যে তোমার মায়ার কথা উল্লেখ করিলে, সে মায়া কিরূপ এবং কাহাকে বলে, আমি সেই উৎকৃষ্ট মায়ার্থ রহস্য জানিবার নিমিত্ত উৎসুক, কীর্ত্তন কর।

তখন ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর বচন শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিলেন, বসুন্ধরে! আমাকে যে মায়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমার সমক্ষে অনর্থক কেন কষ্ট পাইবে? কারণ ব্রহ্মা, রুদ্রদেব ও ইন্দ্রাদি, কেহই অদ্যাপি আমার মায়ার বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই, তবে তুমি কিরূপে আমার মায়াতত্ত্ব অবগত হইবে? এই যে কোন দেশ মেঘপ্রভব বৃষ্টিজলে প্লাবিত হইতেছে, আবার কোন দেশ একেবারে জলশূন্য হইয়া পড়িতেছে; এই যে এক পক্ষে সোমদেব ক্রমেই ক্ষয় প্রাপ্ত আবার পক্ষান্তরে পরিবর্দ্ধিত এবং অমানিশায় একেবারে দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেছেন, এই যে কূপোদক শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে সুশীতল হই-

তেছে ; এই যে ভাস্কর পূর্ব্বদিকে সমুদিত এবং পশ্চিম দিকে অস্তগত হইতেছেন ; এই যে শোণিত ও শুক্র জীবদেহে বিদ্যমান থাকিয়া গর্ভকোষে গমন পূর্ব্বক প্রাণিরূপে পরিণত হইতেছে ; এই যে জীব গর্ভবাসে গমন পূর্ব্বক দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যেমন ভূমিষ্ঠ হইতেছে, অমনি সমস্ত বিস্মৃত হইতেছে ; এই যে জীব স্ব স্ব কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া একেবারে চৈতন্য রহিত ও স্পৃহাশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে ; এই যে শুক্র ও শোণিতের সংযোগে জীবের অঙ্গুলি চরণ, হস্ত, মস্তক, কটী, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল, দন্ত, ওষ্ঠপুট, নাসিকা, কর্ণ, নেত্র, কপাল, ললাট ও জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সমুদ্ভূত হইতেছে ; এই যে জীবের ভুক্ত অন্ন জীর্ণ ও পীত জল অধোভাগ দ্বারা নির্গত হইতেছে ; এই যে শব্দ স্পর্শরূপ রস ও গন্ধ বিদ্যমান দেখিতেছে এবং জীবগণকে অন্ন প্রভাবে জীবিত দেখিতেছ ; এই যে সমুদায় ঋতু, সমুদায় স্থাবর এবং সমুদায় জঙ্গমে আমার অস্তিত্ব দেখিতেছ, অথচ কেহই তাহার তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারিতেছে না ; এই যে আকাশ জল ও পার্থিব জল, যাহাতে নদী সকল পরিবর্দ্ধিত হইতেছে ; এই যে পল্বল ও সরোবর সকল বর্ষাজলে পরিপূর্ণ, আবার গ্রীষ্মে শুষ্ক হইতেছে ; এই যে মন্দাকিণী হিমালয় পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে নিপতিত হইয়া পৃথিবীতে আগমর পূর্ব্বক গঙ্গানামে পরিণত হইয়াছে ; এই যে মেঘ সকল লবণার্ণব গর্ভ হইতে সলিলরাশি সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অতি মধুর অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে ; এই যে কোন কোন রোগার্ত্ত জীব মহৌষধ সেবন করিয়া তাহার বলে আরোগ্য লাভ করিতেছে,

আবার কোন কোন জীব সেই ঔষধ সেবন করিয়াও কালকবলে নিপতিত হইতেছে; এই যে জীব প্রথমে বাল্যাবস্থা, পরে যৌবনাবস্থা, তৎপরে প্রৌঢ়াবস্থা, তৎপরে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়া ক্রমশঃ পঞ্চেন্দ্রিয়-জ্ঞানপরিশূন্য হইতেছে; এই যে বীজসকল ভূমিতে নিহিত হইয়া তাহা হইতে প্রথমতঃ অঙ্কুর তৎপরে পত্রাদি উদ্গত হইতেছে; এই যে একমাত্র বীজ হইতে শত শত বীজ উৎপন্ন ও অমৃতরসে পরিপূর্ণ হইতেছে, এ সমস্তই আমার মায়া। লোকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, খগপতি গরুড় মহাবেগে আমাকে বহন করে, কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে; আমিই স্বয়ং গরুড়রূপ ধারণ পূর্ব্বক আপনি আপনাকে বহন করিয়া থাকি। এই যে দেবগণ যজ্ঞভাগ বহন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতেছেন, সে কেবল আমিই স্বীয় মায়াবলে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকি। লোকের বিশ্বাস, দেবগণ যজ্ঞীয় দ্রব্য ভোজন করিতেছেন; কিন্তু তাহা নহে, আমিই মায়াবলে ত্রিদশরূপে পরিণত হইয়া যজ্ঞীয় সামগ্রী ভোজন করিয়া থাকি। সকলেই বৃহস্পতিকে সুর-গুরু ও যষ্টা বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে; কিন্তু সে কেবল আমিই মায়াবলে বৃহস্পতিরূপে পরিণত হইয়া দেবগণের যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি। লোকের ধ্রুব জ্ঞান আছে যে, বরুণদেব সমুদ্রের অধীশ্বর; কিন্তু তাহা নহে, আমিই বারুণী মায়া অবলম্বন করিয়া সমুদ্রকে রক্ষা করিতেছি। লোকের বিশ্বাস আছে যে, ধনপতি কুবের জগতের সমুদায় ধন রক্ষা করিতেছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে আমিই ধনপতি হইয়া জগতের সমুদায় ধন রক্ষা করিতেছি। লোকে বলিয়া থাকে

বৃত্রাসুর ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে, আমিই ঐন্দ্রী মায়া অবলম্বন করিয়া তাহাকে নিষূদিত করিয়াছি। লোকে মনে করিয়া থাকে আদিত্যই সর্ব্বপ্রধান, কিন্তু আমিই মায়াময় মেরু কল্পনা করিয়া সূর্য্যকে ঘূর্ণিত করিতেছি। লোকে বলিয়া থাকে জল শুষ্ক হইয়া কোথায় যায়? কিন্তু আমিই যে বড়বানলরূপে সমুদায় জল শোষণ করিতেছি, তাহা কেহই জানিতে পারিতেছে না। লোকে বলিয়া থাকে, জল কোথায় থাকে, এবং কোথা হইতে বৃষ্টি হয়, কিন্তু তাহারা জানে না যে, আমিই মায়াময় বায়ুরূপ ধারণ করিয়া মেঘে জলদান করিয়া থাকি। মনুষ্যের কথা দূরে থাক্, দেবতারাও আমার মায়াবলে জলের অবস্থিতিস্থান অবগত নহেন। আমার মায়ায় বনমধ্যে নানাবিধ ঔষধ অবস্থান করিতেছে। মানবগণ মনে করিয়া থাকে, রাজাই প্রজাসমুদায় প্রতিপালন করিতেছেন, কিন্তু সে রাজরূপ যে আমার মায়া, তাহা তাহাদিগের হৃদয়াকাশে কখনই সমুদিত হয় না।

ধরে! যুগান্তকাল সমাগত হইলে যখন দ্বাদশ আদিত্য সমুদিত হইয়া পৃথিবী সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন আমিই তাহাদিগের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লোকসংহারক মায়া বিস্তার করিয়া থাকি। এই যে দিবাকরকর বিকীর্ণ হইয়া সমুদায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিতেছে, উহা কেবল আমার অংশুমায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। যুগান্তকালে সংবর্ত্তক নামে যে মেঘ মুষলধারে বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবী প্লাবিত করে, আমিই সেই সংবর্ত্তক মেঘরূপে স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া থাকি। হে ভূতধাত্রি! আমি যে শেষশয্যায় শয়ন

করিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনা করি, সে অনন্তশয্যা বা নিদ্রার উপাসনা আমার মায়াভিন্ন আর কিছুই নহে। ধরিত্রি! আমার বরাহমায়া কি, তোমার অবিদিত আছে ? দেবগণ যে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকেন, তাহাও আমারি মায়া। তুমিও যে আমার বৈষ্ণবী মায়া, তাহা কি তোমার অগোচর আছে? আমি সপ্তদশ বার এইরূপে তোমাকে ধারণ করিয়াছি। দেবি! আমিই নিজ মায়াবলে পৃথিবী একার্ণব করি, আবার আমিই স্বীয় মায়া বিস্তার করিয়া সলিলে ভাসমান হই। আমিই প্রজাপতির সৃষ্টি করিতেছি, আমিই রুদ্রদেবের সৃষ্টি করিতেছি, এবং আমিই তাহাদিগের কার্য্যভার বহন করিতেছি; কিন্তু তাহারা আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কিছুই জানিতে পারিতেছে না। এই যে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পিতৃগণ বিরাজ করিতেছেন, উহাঁরাও আমার পিতৃময়ী মায়াভিন্ন আর কিছুই নহে। হে সুন্দরি! আমি নিজ মায়াবলে একজন ঋষিকে স্ত্রীরূপে পরিণত করিয়াছি।

তখন বসুন্ধরা বরাহদেবের বচন শ্রবণ করিয়া ঋষিবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, দেব! সেই ঋষিপ্রবর এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে স্ত্রীযোনিতে পরিণত করিলে? শ্রবণপিপাসা আমাকে একান্ত ব্যাকুলিত করিতেছে, অতএব আদ্যোপান্ত সমুদায় কীর্ত্তন কর।

অনন্তর বরাহরূপী নারায়ণ পৃথিবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট ও সন্তুষ্টমনে মধুর বচনে কহিলেন, সুন্দরি! আমি যাথার্থত সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বিশালাক্ষি!

আমি যে মায়াপ্রভাবে ব্রাহ্মণকে স্ত্রীযোনিতে পরিণত করিয়াছি উহা আমার লোমহর্ষিণী রোহিণী মায়া। ঐ মায়াপ্রভাবে সোমশর্ম্মা উত্তম, মধ্যম ও অধমাদি নানাবিধ যোনি পরিভ্রমণের পর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ হইতেই আবার স্ত্রীযোনি লাভ করিয়াছে। তিনি কোন বিষয়েই অপরাধী নহেন, বা কখন কোন দুষ্কর্ম্ম করেন নাই। তিনি নিয়ত কেবল আমার আরাধনা এবং আমার কার্য্যেই তৎপর হইয়া অহর্নিশ হৃদয়ে আমারই মনোহর মূর্ত্তি ধ্যান করিতেন। দীর্ঘকাল পরে তাঁহার তপস্যা, তাঁহার কার্য্য, তাঁহার একান্ত ভক্তি ও তাঁহার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলাম এবং কহিলাম, দ্বিজবর! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি ধনরত্ন, গোধন, নিষ্কণ্টক রাজ্য, হেমঘটপূর্ণ সুসমৃদ্ধি, অথবা যথায় দিব্যরূপলাবণ্যযুক্ত উৎকৃষ্ট অপ্সরাগণ বিদ্যমান আছে, সেই স্বর্গসুখ, যাহা তোমার ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব। তখন বিপ্রবর আমার বচন শ্রবণে অবনতমস্তকে ভূতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! যদি রাগ প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে দাস বর প্রার্থনা করে। আপনি যে পূর্ব্বে কহিলেন, আমার ইচ্ছামত বর প্রদান করিবেন; কিন্তু আমি বলিতেছি, আমার কাঞ্চনে প্রয়োজন নাই, আমার গোধনে প্রয়োজন নাই, আমার দিব্যাঙ্গনায় প্রয়োজন নাই, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই, আমার স্বর্গে প্রয়োজন নাই, আমার অপ্সরোগণে প্রয়োজন নাই, আমার মনোহারিণী সমৃদ্ধিতেও প্রয়োজন নাই। আমি কেবল আপনার মায়াবিনী লীলার মর্ম্ম অবগত হইতে প্রার্থনা করি।"

তখন আমি তাঁহার বচন শ্রবণে কহিলাম, দ্বিজবর! আমার মায়াবিজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি কেন অকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছ? আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দেবগণও মায়াতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না।

ঐ সময় সেই বিপ্রেন্দ্র আমার মায়াবলে মধুর বচনে কহিলেন, দেব! যদি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানে বা আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করুন।

অনন্তর আমি সেই তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণকে কহিলাম, "দ্বিজবর! তুমি কুব্জাম্রকে গমন করিয়া গঙ্গাসলিলে অবগাহন কর, তাহা হইলেই আমার মায়াতত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে।" তখন সেই ত্রিদণ্ডী কুণ্ডধারী ব্রাহ্মণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমার মায়াতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত কুব্জাম্রকে গমন করিলেন এবং তথায় স্বীয় অর্থভাণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রথমে যথানিয়মে তীর্থের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর যথাবিধি গঙ্গাগর্ভে অবতীর্ণ হইরা অবগাহন পূর্ব্বক যেমন স্বীয় কলেবরে গঙ্গামৃত্তিকা বিলেপন করিলেন, অমনি তাঁহার ব্রাহ্মণ কলেবর বিগত হইল। তিনি এক নিষাদপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তথায় গর্ভযন্ত্রণায় নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "অহো কি কষ্ট! আমি এমন কি দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিলাম যে, আমাকে নরকতুল্য নিষাদগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হইল! আমার তপস্যায় ধিক্, আমার কর্ম্মে ধিক্, আমার ফলে ধিক্, আমার জীবনেও ধিক। মলপূর্ণ নিষাদগর্ভের যন্ত্রণাভোগ করা কি আমার পরিণাম হইল?

হায়! তিনশত অস্থি পরিবেষ্টিত, নবদ্বার সংযুক্ত, বিন্মূত্র-পরিপূর্ণ, মাংস ও শোণিতময় কর্দ্দমে নিষিক্ত, দুঃসহ দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, বাত-পিত্ত-কফে আক্রান্ত, বহুরোগ ও বহু দুঃখের একমাত্র আধার এই গর্ভ কি ক্লেশকর! আর বলিয়াই বা কি করিব, ইহাই ত আমায় ভোগ করিতে হইল? কোথায় বা বিষ্ণু, কোথায় বা আমি, আর কোথায় বা পাবন গঙ্গাসলিল? যাহাই হউক এই গর্ভসংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় আবার নারায়ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব।"

ধরে! সেই সোমশর্ম্মা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যেমন গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন, অমনি তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি ধনধান্য পরিপূর্ণ সুসমৃদ্ধ নিষাদগৃহে কন্যারূপে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু বৈষ্ণবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া পূর্ব্বকথা আর কিছুই স্মরণ রহিল না। কিছুকাল পরে যথাসময়ে উদ্বাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। নিষাদকন্যা পুত্রকন্যা প্রসব করিল। কিন্তু খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, পেয়াপেয় জ্ঞান নাই, কার্য্যাকার্য্য বোধ নাই, বাচ্যাবাচ্য বিবেক নাই, গম্যাগম্য বুদ্ধি নাই। নিরন্তর কেবল জীবহত্যা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এইরূপে ক্রমে পঞ্চাশত বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে একদা তাহাকে এইরূপ বুদ্ধি প্রদান করিলাম যে, সে সেই বুদ্ধি-প্রভাবে বিষ্ঠালিপ্ত বস্ত্র প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত কলসকক্ষে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গঙ্গাতটে উপনীত হইল। তথায় সেই বস্ত্র ও কলস সংস্থাপন পূর্ব্বক স্নানার্থ গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিয়া যেমন মস্তক মজ্জন করিল, অমনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ ত্রিদণ্ডী কুণ্ডীধর তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইল।

তাহার জ্ঞান পূর্ব্ববৎ আভাসমান হইল, দেখিল তথায় সেই ত্রিদণ্ড, সেই কুণ্ডী, সেই ধনাধার ভাণ্ড ও সেই পরিধেয় বস্ত্রাদি সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখন সেই তপোধন সলজ্জ-ভাবে ভাগীরথীতীরে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পরিধেয় বসন গ্রহণ করিলেন এবং তত্রত্য সৈকত ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় পূর্ব্বাচরিত যোগ বিষয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "আমি কি পাপাত্মা! আমি এই বিগর্হিত দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম? আমার জীবনে ধিক্! আমি একেবারে আচারভ্রষ্ট হইয়া এই শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম? আমায় নিষাদকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইল! আমি অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলাম! আমায় জলচর, স্থলচর ও খেচর জীব হত্যা করিয়া জীবিকা সম্পাদন করিতে হইল! আমি অপেয় পানে, অবি-ক্রেয় বিক্রয়ে, অগম্যা গমনে ও অকথ্য কথনে প্রবৃত্ত হইলাম! আমি যে, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াছি, তাহার আর সংশয় নাই। কি আশ্চর্য্য! আমি নিষাদদ্বারা পুত্রকন্যা উৎপাদন করিলাম! এমন কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে, আমায় ঈদৃশ ঘৃণিত নিষাদ-যোনি লাভ করিতে হইল?

ধরে! সোমশর্ম্মা এইরূপ চিন্তা করিতেছে, ইত্যবসরে নিষাদ, পুত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই মায়াতীর্থে আগমন পূর্ব্বক ভক্তিমতী সুলোচনা স্বীয় পত্নীকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। একাদিক্রমে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিশেষে সেই রূপান্তরপ্রাপ্ত তপস্তপ্যমান তপোধনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি দেখিয়াছেন, আমার ভার্য্যা কলস হস্তে করিয়া জলাহরণ নিমিত্ত এই গঙ্গাতীরে আগমন করিয়াছে? অন্যান্য

যাহারা তথায় উপনীত হইয়াছিল, তাহারা কহিল, এই পরিব্রাজক ও এই জলকুম্ভ ভিন্ন আমরা ত আর কিছুই দেখি নাই।

তখন নিষাদ স্বীয় ভার্য্যার উদ্দেশ না পাইয়া এবং কেবল জলকুম্ভ ও বস্ত্রমাত্র তথায় নিপতিত রহিয়াছে দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে করুণ স্বরে বিলাপ করত বলিতে লাগিল, 'এই ত দেখিতেছি তাহার বস্ত্র ও জলকুম্ভ নিপতিত রহিয়াছে; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? স্নানকালে কোন দুষ্ট গ্রাহ কি সেই নিরপরাধা অবলাকে জলসাৎ করিল? প্রিয়ে! তোমাকে মুখে অপ্রিয় কথা বলা দূরে থাক্, আমি ত কখন স্বপ্নেও তোমায় অপ্রিয় বলি নাই! অথবা ভূতে, পিশাচে কি রাক্ষসে তাহাকে ভক্ষণ করিয়াছে! কিম্বা কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া এই গঙ্গায় দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছে! হায়! আমি পূর্ব্বজন্মে কি কঠোর দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম! সেই পাপেই আমার সমক্ষেই আমার ভার্য্যার এইরূপ দুর্গতি লাভ হইল? হা কান্তে! হা সৌভাগ্যবতি! হা মচ্চিত্তানুবর্ত্তিনি! কোথায় রহিলে! শীঘ্র আইস। এই দেখ, তোমার বালক বালিকাগণ ভয়ে কাতর হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে। বরারোহে! আমার দুরবস্থা দর্শন কর। এই দেখ এ তিনটি পুত্র নিতান্ত শিশু, কন্যা চারিটিও তদবস্থ। এই দেখ, ইহারা সকলেই তোমার দর্শনলালসায় রোদন করিতেছে। নিয়ত আমি দুষ্কর্ম্মে পরিভ্রমণ করি। তুমি এগুলিকে রক্ষা কর। আমিও একান্ত ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি। কল্যাণি! তুমি আমার ক্ষুধা তৃষ্ণার নাম শুনিলে যে ভক্তিপূর্ব্বক তাহার শান্তির চেষ্টা করিতে?

বসুন্ধরে! সেই নিষাদ এইরূপে বিলাপ করিয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিলে তপোধন সলজ্জভাবে পরোক্ষে বলিতে লাগিলেন, ব্যাধ! তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর; আর তোমার সে ভার্য্যা নাই। তোমার সুখ ও তোমার সহিত সংযোগ শেষ করিয়া সে প্রস্থান করিয়াছে, আর সে আসিবে না। অনন্তর তাহার সমক্ষে কহিলেন, নিষাদ! আর কেন বৃথা কষ্ট করিতেছ, স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও। গিয়া বিবিধ আহারদানে বালকগুলিকে প্রতিপালন কর। কখনই ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

তখন লুব্ধক পরিব্রাজকের বচন শ্রবণে দুঃখশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া মধুরবচনে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে মুনিবর! হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য! তুমি ত মধুর বাক্যে আমাকে সান্ত্বনা করিলে।

অনন্তর ব্রতাবলম্বী মুনিবর নিষাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকসন্তপ্তমনে তাহাকে কহিলেন, ভদ্র! তুমি আর রোদন করিও না। আমিই তোমার সেই ভার্য্যা ছিলাম। এই গঙ্গাতীরে আসিয়া মুনিরূপে পরিণত হইয়াছি।

পরিব্রাজকের বচনশ্রবণে নিষাদের দুঃখ দূর হইল। তখন সে সানুনয় বাক্যে কহিল, দ্বিজোত্তম! স্ত্রীলোক পুরুষ-রূপে পরিণত হওয়া অতি আশ্চর্য্য কথা।

নিষাদের বচন শ্রবণে দ্বিজবর সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, ধীবর! তুমি এক্ষণে এই বালকগুলি সমভিব্যাহারে করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর। সকলের প্রতি কোথায় স্নেহ করিও।

ধীবর মুনিকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়াও তথা হইতে প্রস্থান করিল না; বরং মধুরস্বরে জিজ্ঞাসিল, দ্বিজবর! তুমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি দুষ্কৃত কর্ম্ম করিয়াছ যে, তোমাকে স্ত্রীযোনি লাভ করিতে হইল? তুমি কি অপরাধে পুরুষ হইয়া স্ত্রীত্ব লাভ এবং কেনই বা স্ত্রী হইয়া পুরুষত্ব লাভ করিলে, যথাযথ সমুদায় কীর্ত্তন কর।

ব্রতাবলম্বী ঋষিবর সোমশর্ম্মা নিষাদকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মধুরবচনে কহিলেন, নিষাদ, আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি স্বীয় জ্ঞানানুসারে কখন কুত্রাপি কোন দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই। আমি চিরকাল একাহার, কখন কোন অভক্ষ্য ভক্ষণ করি নাই। আমি নিয়ত সেই লোকনাথ জনার্দ্দন বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছি। তাঁহার দর্শনাভিলাষে নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। দীর্ঘকাল পরে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া দর্শন দান করিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ বরদানের কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি আর কোন বর প্রার্থনা না করিয়া কেবল বলিলাম, 'হে প্রণতবৎসল বিষ্ণো! আমাকে নিজ মায়া প্রদর্শন কর।' তিনি কহিলেন, আমার মায়াদর্শনে তোমার কি ফল হইবে? তথাপি আমি বারম্বার কহিলাম, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমায় মায়া প্রদর্শন কর। বারম্বার এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করাতে, তিনি কহিলেন, যদি একান্তই আমার মায়া দর্শন করিবার মানস হইয়া থাকে, তাহা হইলে কুব্জাম্রকে গমন কর। তথায় গঙ্গাস্নান করিলে আমার মায়া বিদিত হইতে পারিবে। আমি লোভবশতঃ

এই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া দণ্ড, কমণ্ডলু ও বস্ত্রাদি সমস্ত এই স্থানে স্থাপন করিয়া যেমন স্নান করিবার নিমিত্ত ভাগীরথীর এই নির্ম্মল সলিলে মস্তক মজ্জন করিলাম, অমনি কি ঘটিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই এক শবরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলাম, তাহার পর তোমার পত্নী হইয়াছিলাম। কোন কারণবশতঃ আবার যেমন এই ভাগীরথীসলিলে স্নান করিলাম, অমনি পূর্ব্বের ন্যায় ঋষিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিষাদ! ঐ দেখ, আমার বস্ত্র, কমণ্ডলু ও ধনাধার ভাণ্ড পূর্ব্ববৎ নিপতিত রহিয়াছে; তোমার গৃহে বাস করিবার সময় আমার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমার দণ্ডবস্ত্রাদি না জীর্ণ, না গঙ্গাসলিলে অপহৃত, কিছুই হয় নাই; সমভাবেই রহিয়াছে।

ধরে। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে নিষাদ একেবারে অদৃশ্য হইল, এবং তাহার সন্তান সন্ততি আর কেহই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সেই সোমশর্ম্মা পুনরায় াস ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইল। তখন তিনি সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধি বেদী রচনা পূর্ব্বক সাতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে আমার কার্য্যের উপযোগী পুষ্প সকল আহরণপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করিলেন এবং বীরাসন হইলেন। অনন্তর অন্যান্য যে সমস্ত ব্রাহ্মণ স্নানার্থ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই সোমশর্ম্মাকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক কহিলেন, দ্বিজোত্তম! তুমি পূর্ব্বাহ্ণে ধনাধার ভাণ্ড, কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ড এবং ধীবরদিগকে এই স্থানে স্থাপন করিয়া কোথায়

গিয়াছিলে ? তুমি কি এ স্থান বিস্মৃত হইয়াছিলে ? তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন ?

অনন্তর মুনিবর ব্রাহ্মণগণের বচন শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এদিকে দ্বিজগণও প্রতিবচন প্রাপ্ত না হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মুনিবর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য ! আজ অমাবস্যা, ঠিক পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইল ; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ 'তুমি পূর্ব্বাহ্নে এ সমস্ত স্থাপন করিয়া একেবারে অপরাহ্নে আসিলে" এরূপ বলিতেছে কেন !

দেবি ধরে ! তপোধন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে আমি মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলাম এবং কহিলাম, তপোধন ! তোমার এত উদ্ভ্রান্ত, এত ব্যগ্র দেখিতেছি কেন ? কি আশ্চর্য্য সন্দর্শন করিলে ?

আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সোমশর্ম্মা অমনি ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিতে করিতে দুঃখিতমনে কাতরবচনে আমাকে কহিলেন, জগদ্গুরো ! এইমাত্র দ্বিজগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, "তুমি পূর্ব্বাহ্নে বস্ত্র কমণ্ডলু প্রভৃতি এই স্থানে স্থাপন করিয়া অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়াছিলে ? তোমার কি পথভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল ?" কিন্তু আমি ব্যাধযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত নিষাদের ভার্য্যা হইয়া তিন পুত্র এবং চারি কন্যা প্রসব করিয়াছি, এতগুলি অপত্য জন্মগ্রহণ করিবার পর আমি একদিন স্নানার্থ গঙ্গাতটে আগমন করিলাম এবং তথায় বস্ত্রাদি স্থাপন পূর্ব্বক জলে অব-

তীর্ণ হইয়া যেমন মস্তক মজ্জন করিয়াছি, অমনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ মুনিজনবন্দিত রূপ লাভ করিলাম। মাধব! আমি কি তোমার সেবার ত্রুটি করিয়াছি? তপোনুষ্ঠান সময়ে আমার কি কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল? তোমার সেবাসময়ে আমি কি কোন অভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছি? তোমার অর্চ্চনায় আমার কি কোন ব্যভিচার ঘটিয়াছিল? ভগবন্! এই সমস্ত চিন্তায় আমি একান্ত ব্যাকুল হইয়াছি, অতএব আমার নরক লাভের যথার্থ কারণ কি নির্দ্দেশ কর। নরকে নিপতিত হইবার আমার ত আর কোন কারণ স্মরণ হইতেছে না, তবে আমি পূর্ব্বে কেবল তোমার মায়াতত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত তোমায় বিরক্ত করিয়াছিলামমাত্র।

ধরে! দুঃখসন্তপ্ত সোমশর্ম্মার বচনাবসানে তাহার সেই করুণ পরিদেবন শ্রবণ করিয়া কহিলাম, দ্বিজবর! তুমি দুঃখ করিও না। তোমার নিজদোষে বা আমার পূজার ব্যতিক্রমে তোমার এরূপ দুঃখ উপস্থিত বা তির্য্যকযোনি লাভ হয় নাই। পূর্ব্বে আমি যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রার্থনা করিতে কহিলাম, তখন তুমি অন্য বর প্রার্থনা না করিয়া কেবল আমার মায়াতত্ত্ব জানিবার নিমিত্তই উৎসুক হইলে। আমি তোমায় অত্যুৎকৃষ্ট পার্থিব ভোগ ও অন্যান্য বরপ্রদান করিতে ইচ্ছা করিলাম, তুমি তাহাতে সম্মত হইলে না। তুমি যেমন আমার মায়া দর্শনে ব্যগ্র হইলে আমি তোমায় তাহাই প্রদর্শন করিলাম। নতুবা একদিনও গত হয় নাই বা অপরাহ্নও উপস্থিত হয় নাই, অথবা নিষাদগৃহে পঞ্চাশত বর্ষ সমতীতও হয় নাই। দ্বিজবর! তোমায় আর এক কথা কহিতেছি, কপোত

কর। তুমি যে শুভাশুভ কর্ম্মের আশঙ্কায় নিষাদযোনি লাভ করিয়াছ বলিয়া অনুতাপ করিতেছ, তাহাও কিছুই নহে, সমস্তই আমার মায়া। তুমি কেবল বিস্ময়ে পরিতাপ করিতেছ। নতুবা ইহজন্মে তুমি কোন দুষ্কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান, খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে ব্যভিচার, আমার অর্চ্চনার ব্যাঘাত, বা তপস্যায় কোন বিঘ্ন সম্পাদন কর নাই। তুমি জন্মান্তরে যে দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিমিত্ত এইরূপ ফলভোগ করিলে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার ভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান দান কর নাই। সেই পাপে তোমার এইরূপ দুঃখদায়ক ভোগ সমুপস্থিত হইয়াছে। যাহারা আমার ভক্ত, নিশ্চয়ই তাহারা শুদ্ধাত্মা। এমন কি, তাহারা আমার মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র। মদ্ভক্ত ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিলে আমাকেই নমস্কার করা হয়। যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা নিশ্চয়ই আমাকে জানিতে পারে। যে সকল বিপ্রগণ আমার দর্শনলাভে উৎসুক, নিশ্চয়ই তাহারা আমার একান্ত ভক্ত। তাদৃশ পবিত্রাত্মা ভক্ত ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা দর্শন ও পূজা করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আমি কলিযুগে দ্বিজরূপে অবস্থান করিয়া থাকি। সুতরাং যাহারা ব্রাহ্মণভক্ত, তাহারা আমার ভক্ত, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। যে ব্যক্তি আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করে, যাহার নিন্দার নাম মাত্র নাই, একান্তমনে আমার ভক্ত হওয়াই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দ্বিজবর! তুমি সিদ্ধিলাভ করিলে, এক্ষণে যথায় অভিরুচি গমন কর। প্রাণবায়ু যখন তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি নিশ্চয়ই অত্যুৎ-

কৃষ্ট পরম রমণীয় শ্বেতদ্বীপে আমার সন্নিকটে আগমন করিতে পারিবে।

ধরে! আমি সোমশর্ম্মাকে এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলাম। তিনিও কিয়ৎ কাল সেই মায়াতীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক কঠোর তপশ্চরণ করত দেহপাত করিয়া শ্বেতদ্বীপে আমার সমীপে সমাগত হইলেন। ধন্বীই হউক, তূণীই হউক, শরীই হউক, খড়্গীই হউক, আর মায়াবলে বিক্রান্তই হউক, সকলেই আমাকে মায়াবী বলিয়া জানিয়া থাকে। ধরে! আমার মায়াতত্ত্ব জানিয়া তোমার কি লাভ হইবে। তুমি কখনই আমার মায়াতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইবে না। কি দেবতা, কি দানব, কি রাক্ষস, কেহই আমার মায়াবিজ্ঞানে সমর্থ নহে। এই আমি তোমার নিকট গুরুতর মায়াখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, এই আখ্যান মায়াচক্র নামে বিখ্যাত হইবে। ইহা আখ্যান মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আখ্যান, তপস্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তপস্যা, পুণ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুণ্য এবং গতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গতি। এই মায়াচক্র ভক্তগণের নিকটে ভিন্ন, কখন অভক্তের নিকট কীর্ত্তন করিবে না। নীচের নিকট বা শাস্ত্রদূষকের নিকট ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে। আমার সম্মুখে বা আমার ভক্ত জনের সম্মুখে ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে ব্যক্তি এই আখ্যান পাঠ করে তাহার মৎসমীপে দ্বাদশ বৎসর পাঠের ফল লাভ হয়। এই আখ্যান পাঠ করিতে করিতে কাল পূর্ণ হইলে যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চত্ব লাভ করে, তাহা হইলে সে আমার ভক্তগণমধ্যে পরিগণিত হয়, কখন তাহাকে বিযোনিতে গমন করিতে হয় না। আমার

এই উপাখ্যান ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেও শ্রোতাকে নীচকুলে বা বিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ধরে! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই আমি তাহা কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ হয়, ব্যক্ত কর।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

কুব্জাম্রক মাহাত্ম্য।

কুলপতে! ব্রতাবলম্বিনী ধরিত্রী বৈষ্ণবী মায়ার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বরাহদেবকে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, দেব! তুমি যে কুব্জাম্রকবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, তাহাতে বিষ্ণুমায়ার বিবরণ বিশেষ বুঝিতে পারিলাম না; অতএব কুব্জাম্রকে পুণ্য করিলে যে সনাতনী পুষ্টি লাভ হয়, সেই পরম গুহ্য বিষয় বিস্তারিত শ্রবণ করিতে বাসনা করি, কীর্ত্তন কর।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! যে রূপে কুব্জাম্রকের উৎপত্তি হইয়াছে; যেরূপে কুব্জাম্রক তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে, যথায় স্নান করিলে, যথায় কার্য্য করিলে বা যথায় দেহত্যাগ করিলে, লোক সনাতনী পুষ্টি লাভ করে, এক্ষণে সেই সর্ব্বলোক সুখকর কুব্জাম্রক তীর্থের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সপ্তদশ যুগে মধু এবং কৈটভ নামে দুইজন দৈত্য ব্রহ্মার বরলাভে একান্ত দর্পিত হইয়া সসাগরা পৃথিবীর উপর একাধিপত্য বিস্তার করিলে রৈভ্যনামা একজন মহামুনি সেই দৈত্য-

দ্বয়কে বিনিপাতিত করিয়া প্রণতভাবে মৎসমীপে উপস্থিত হইয়া আমার আরাধনায় নিযুক্ত হইল। দেখিলাম তিনি সকল কর্ম্মে তৎপর, ভক্তিনিষ্ঠ, অনুসন্ধায়ী, গুণগ্রাহী, পবিত্র, কার্য্যদক্ষ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি প্রথমতঃ দশ সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তাহার পর বারিমাত্র পান করিয়া সহস্র বৎসর এবং শৈবালমাত্র ভক্ষণ করিয়া পঞ্চশত বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

অয়ি প্রিয়ে! আমি মহাত্মা রৈভ্যের যৎপরোনাস্তি ভক্তি এবং এইরূপ কঠোর তপশ্চরণ সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। তাহার পর দেখিলাম তিনি ভাগীরথিতীরে এক আম্রবৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তখন আমি প্রকারান্তরে তাঁহাকে আত্মদর্শন প্রদান করিলাম; অর্থাৎ তিনি যে সহকারমূলে তপশ্চরণ করিতেছিলেন, আমি সেই বৃক্ষে অধিষ্ঠান করাতে ঐ বৃক্ষ কুব্জভাব ধারণ করিল। তাহাতেই এই স্থান কুব্জাম্রক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থানে কলেবর ত্যাগ করিলে লোক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

বসুন্ধরে! আমি আত্মপ্রদর্শন করিলে, সেই ঋষিবর আমাকে যেরূপ বলিতে লাগিলেন, কহিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি আমাকে দর্শন করিবামাত্র জানুদ্বয় বিনমিত করিয়া অবনতমস্তকে আমায় প্রণামপূর্ব্বক সেইভাবে অবস্থিত রহিলেন। তখন আমি পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে কহিলে, তপঃপরায়ণ মহাযশা ঋষিবর রৈভ্য আমার অনুগ্রহ লাভার্থ মধুরবচনে কহিলেন, ভগবন্! ত্রিলোকনাথ! জনা-

র্দ্দন! যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, "তুমি নিয়ত এই স্থানে অবস্থান কর। মহাপ্রভো! মধুসূদন! হৃষীকেশ! যাবৎ ধরা বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ তুমি এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। আর যতকাল আমায় দেহ ধারণ করিতে হইবে, ততকাল যেন আমার মন অন্যদিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়। উপেন্দ্র! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার এই একমাত্র প্রার্থনা পূরণ কর।"

ধরে! তখন আমি ঋষিবরের বচন শ্রবণ করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া বরপ্রদান করিলাম। অনন্তর দ্বিজবর আমার বচন শ্রবণ করিয়া হর্ষনির্ভরচিত্তে ক্ষণকাল চিন্তা করিবার পর কহিলেন, "প্রভো! এক্ষণে এই শ্রেষ্ঠতম কুব্জাম্রক তীর্থের ভাবী মহিমা এবং ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর।"

রৈভ্যের বচন শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, দ্বিজবর! এই কুব্জাম্রক তীর্থে দেহত্যাগ করিলে লোক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন ইহার অদূরে কুমুদাকারনামে যে তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, উহাতে অবগাহন করিবামাত্র লোকে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, কিম্বা বৈশাখ মাসে এই তীর্থে তনুত্যাগ করিলে স্ত্রীলোক হউক, পুরুষই হউক, আর ক্লীবই হউক, সে তৎক্ষণাৎ আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! সম্প্রতি আর এক তীর্থের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই তীর্থকে মানসতীর্থ কহে। এই তীর্থে স্নান করিলে

লোক নন্দন বনে গমন করে, এবং দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তথায় অপ্সরোগণের সহিত বাস করিবার পর পুনরায় ভূলোকে বিখ্যাতবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ধনবান ও গুণবান হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতে এই তীর্থে দেহত্যাগ করিলে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে।

অপর এক তীর্থের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই তীর্থের নাম মায়াতীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিলে মায়াতত্ত্ব পরিজ্ঞাত এবং মায়াপাশ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। তাহার পর দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমার একান্ত ভক্ত হইয়া কুবের সদৃশ ঐশ্বর্য্যভোগে অধিকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই মায়াতীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করে, সে মায়াযোগী হইয়া বিষ্ণু-লোকে গমন করে।

ইহার অদূরে যে তীর্থ বিরাজমান রহিয়াছে, উহার নাম সর্ব্বাত্মক তীর্থ। এই তীর্থে সমুদায় তীর্থের সমস্ত গুণই বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি কেহ বৈশাখী দ্বাদশীতে এই তীর্থ অবগাহন করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই পঞ্চদশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গভোগ করিয়া থাকে।

ইহার পরেই সার্ষপক তীর্থ। সার্ষপকে দেহত্যাগ করিলে নিঃসঙ্গতা লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ইহার পর পূর্ণমুখ তীর্থ। পূর্ণমুখের বৃত্তান্ত অধিকাংশ লোকেরই অজ্ঞাত। এই তীর্থ গঙ্গাময় এবং ইহার সলিল অতীব শীতল; কিন্তু সময়ে সময়ে উষ্ণও হইয়া থাকে। এই তীর্থে স্নান করিলে সোমলোক লাভ হইয়া থাকে এবং পঞ্চদশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সোমদেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হয়। অনন্তর

সোমলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আমার একান্ত ভক্ত, শুচি, কার্য্যদক্ষ ও সর্ব্বগুণান্বিত হইয়া থাকে। আর যদি কেহ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই স্থানে কলেবর পরিত্যাগ করে, সে অনায়াসে বিষ্ণুলোকে গমন পূর্ব্বক নিয়ত আমার সমুজ্জ্বল চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিতে থাকে; আর তাহাকে জন্ম বা মৃত্যুজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

ধরে! ইহার পরেই অশোক তীর্থ। এই তীর্থে শোকের সম্পর্কমাত্র নাই। আমার কোন ভক্ত যদি একান্তমনে এই তীর্থে স্নান করে, তাহা হইলে সে দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অমরভবনে অবস্থান করিবার পর পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন পূর্ব্বক আমার একান্ত ভক্ত, গুণবান ও সম্পত্তিশালী হইয়া থাকে। তাহার পর বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই তীর্থে দেহত্যাগ করিতে পারিলে আর তাহাকে জন্ম বা মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; আর তাহার কোনপ্রকার গ্লানি বা কোন প্রকার ভয় থাকে না; প্রত্যুতঃ সে নিঃসঙ্গতা লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিতে থাকে।

ইহার পর করবীরক তীর্থ। এই তীর্থে সর্ব্বলোকগত সুখলাভ হইয়া থাকে। এ স্থানের বিশেষ চিহ্ন এই যে, অত্রত্য সমুদায় লোক জ্ঞানবান্ এবং আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে করবীর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। এই তীর্থে স্নান করিলে বিমানযানে আরোহণ পূর্ব্বক সহস্র বৎসর স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছ স্থানে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। আর যদি

মাঘ মাসের দ্বাদশীতে এই তীর্থে কলেবর ত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে সে অনায়াসে আমার সহিত, ব্রহ্মার সহিত ও মহেশ্বরের সহিত সাক্ষাতকার লাভ করিতে সমর্থ হয়।

আর এক কথা বলিতেছি যে, যে কুব্জাম্রক তীর্থে নিয়ত আমি অবস্থান করিয়া থাকি, উহার অদূরে পুণ্ডরীক নামে বিখ্যাত অপর এক মহাতীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার বিশেষ চিহ্ন এই যে, উহাতে রথচক্রপ্রমাণ এক কচ্ছপ প্রতি দ্বাদশীতে মধ্যাহ্নকালে ভাসমান হয়। ঐ তীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীক নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয়, সেই ফল লাভ হইয়া থাকে তাহার আর সন্দেহ নাই। আর যদি কেহ সজ্ঞানে ঐ তীর্থে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার দশসংখ্যক পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। তাহার জন্ম সার্থক হয় এবং সে সেই সিদ্ধিবলে অনায়াসে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে।

প্রিয়ে! আর এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই কুব্জাম্রক তীর্থের অন্তর্ব্বর্ত্তী অগ্নিতীর্থ নামে এক সিদ্ধ তীর্থ আছে। পুণ্যাত্মা ভিন্ন আর কাহারও উহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু উহার পরিজ্ঞান দ্বাদশী তিথি সাপেক্ষ। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ, আষাঢ় ও চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশীতে এই তীর্থের বিশেষ মাহাত্ম্য বিদ্যমান থাকে। ইহার বিশেষ চিহ্ন এই যে, আমার ভক্ত এবং আমার সংহিতাপাঠক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই এই তীর্থের মাহাত্ম্য জানিতে পারে না। এই তীর্থ সর্ব্বদা দীপ্যমান এবং বৈষ্ণবগণে পরিপূর্ণ। সাতটি অগ্নিমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে ফল

লাভ হয়, এক একটি দ্বাদশীতে ইহাতে স্নান বা ইহাতে কলেবর পরিত্যাগ করিলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। বিংশতি দিবস দিবারাত্র এই তীর্থে বাস করিলে চরমে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। সুন্দরি! যে চিহ্নদ্বারা ভক্তজন সুখাবহ এই তীর্থ পরিচিত হয়, এক্ষণে সেই চিহ্ন নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। হেমন্তে এই তীর্থের জল উষ্ণ এবং গ্রীষ্মে ইহার জল সুশীতল হইয়া থাকে। মহাভাগে! অগ্নিতীর্থের এই বিশেষ চিহ্ন নির্দ্দেশ করিলাম। মানবগণ এই তীর্থবলে ঘোরতর সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারে।

সুন্দরি! সম্প্রতি ইহার আনুষঙ্গিক অপর এক তীর্থের নাম ও মাহাত্ম্য নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ধর্ম্মাচল হইতে বায়ব্যনামে বিখ্যাত এক তীর্থ বিনির্গত হইয়াছে। যে ব্যক্তি নিত্য এই তীর্থে অবগাহন করে, সে ব্যক্তি বাজপেয় যজ্ঞের তুল্য ফল লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ পঞ্চদশ দিবস অনশনে অবস্থান করিয়া এই মহাহ্রদ বায়ুতীর্থে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে আর তাহাকে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া জন্ম বা মৃত্যুজনিত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। সে অনায়াসে চতুর্ভুজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। প্রিয়ে! এক্ষণে বায়ুতীর্থের চিহ্ন নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রতি দ্বাদশীতে তত্রত্য বনে চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক অশ্বত্থপত্র বায়ুবশে পরিচালিত হইয়া থাকে। ইহাই উহার বিশেষ চিহ্ন।

সুন্দরি! কুব্জাম্রকের অন্তর্ব্বর্ত্তী আর এক মহাতীর্থ আছে, উহার নাম শক্রতীর্থ। উহাতে স্নান করিলে সংসার

হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং হস্তে বজ্রাস্ত্র ধারণ করিয়া ইন্দ্রলোকে বাস করিতে পারে। আর যদি কেহ দশরাত্রি উপবাস করিয়া ঐ তীর্থে তনু ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আমার লোকে বাস করিতে পারে। এক্ষণে তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ঐ শক্রতীর্থের দক্ষিণ ভাগে পাঁচটী বৃক্ষ বিরাজমান আছে। তদ্দ্বারা ঐ তীর্থ বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

ঐ কুব্জাম্রকে অপর এক তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহার নাম বারুণ তীর্থ। বরুণদেব দ্বাদশ সহস্র বৎসর ঐ স্থানে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যদি কোন ব্যক্তি নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক ঐ তীর্থে স্নান বা উহাতে কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে অষ্ট সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বরুণালয়ে বাস এবং অনায়াসে যথাইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে। তদ্ভিন্ন যদি কেহ এই বারুণতীর্থে বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত বাস করিয়া দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে নিঃসঙ্গতা লাভ করিয়া অনায়াসে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। এই তীর্থের এক বিশেষ লক্ষণ এই যে, তথায় নিয়ত একাকারা এক ধারা নিপতিত হইতেছে। কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কোন কালেই তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই।

এই কুব্জাম্রকে সপ্ত সামুদ্রক নামে আর এক উৎকৃষ্ট তীর্থ বিরাজমান রহিয়াছে। কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি এই তীর্থে স্নান করিলে, তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। তৎপরে শীঘ্র স্বর্গলোকে গমন করিয়া পঞ্চদশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করে এবং পরিশেষে

তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ও সোমপায়ী হইয়া উঠে। যদি কোন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সপ্তরাত্র কাল এই তীর্থে বাস করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে অনায়াসে বিষ্ণুলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহার বিশেষ চিহ্ন এই যে, বৈশাখমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে এই তীর্থের জল বৃদ্ধি হয়, গঙ্গা এই সময়ে এই স্থানে স্বর্গসলিলে বিমিশ্রিত হওয়াতে কখন ক্ষীরবর্ণা কখন পীতবর্ণা, কখন রক্তবর্ণা, কখন মরকত বর্ণা কখন বা মুক্তাবর্ণা হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ লোকেরা এই সকল চিহ্নদ্বারা এই তীর্থ জানিতে পারেন।

ধরে! কুব্জাম্রক তীর্থের অন্তর্গত অন্য এক তীর্থ আছে, তাহার নাম মানসরোবর। এই তীর্থ বৈষ্ণবগণের নিতান্ত প্রিয়স্থান। ইহাতে স্নান করিলে মানসসরোবরে গমন করিয়া রুদ্র, ইন্দ্র, মরুদ্গণ ও অন্যান্য দেবগণের সহিত সাক্ষাতকার লাভ করিতে পারে। আর যদি কেহ ত্রিংশৎ রাত্রি বাসের পর তথায় কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সে অনায়াসে আমার সালোক্য লাভ করিতে পারে। সম্প্রতি যে চিহ্নদ্বারা মানবগণ “মানসর” বলিয়া জানিতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ তীর্থ পঞ্চাশৎ ক্রোশ বিস্তৃত। এমন কি মানবগণ কিছুতেই ঐ তীর্থের অন্ত লাভ করিতে পারে না। কেবল আমার ভক্ত ও আমার কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাই অনায়াসে ইহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে। এই তীর্থ কুব্জাম্রকের অন্তর্গত। ইহা সেই সিদ্ধিকামী ঋষিবর রৈভ্যের নিবাসস্থান।

বসুন্ধরে! পূর্ব্বে এই কুব্জাম্রক তীর্থে অন্য যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এক ব্যালী আমার নির্ম্মাল্যের পার্শ্বদেশে অবস্থান করিয়া নির্ম্মাল্য-সাহচর্য্যে যাহা কিছু খাদ্যসামগ্রী পায়, তাহাই ভক্ষণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে ও নিরুদ্বেগে বাস করে। ঘটনাক্রমে কিছুকাল পরে এক নকুল তথায় উপস্থিত হইল, এবং দেখিল, ঐ ব্যালী পরম সুখে তথায় অবস্থান করিতেছে। স্বভাববৈরিতা নিবন্ধন উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মাঘ মাসের দ্বাদশীর দিবস মধ্যাহ্নকালে ব্যালী নকুলের প্রাণ বিনাশ প্রত্যাশায় ঘোরতর দংশন করিল। এদিকে নকুলও বিষদিগ্ধকলেবরে প্রাণপণে ব্যালীকে দংশন করিল। উভয়ের সাংঘাতিক প্রহারে উভয়েই প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর ব্যালী প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরের কন্যা এবং নকুল কোশলপতির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। রাজপুত্র, রূপে গুণে নীতিশাস্ত্রে ও সঙ্গীতাদি বিদ্যায় সুনিপুণ হইয়াউঠিল। উভয়ে শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরম সুখে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজকন্যা নকুল দর্শন করিলেই যেমন সংহার করিতে উদ্যত হয়, রাজপুত্রও ব্যালী দর্শন করিলে সেইরূপ করে। অনন্তর কিছুকাল পরে আমার মায়াপ্রভাবে ঐ উভয়ে বিবাহসূত্রে নিবদ্ধ হইল। প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ও কোশলপতি উভয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইল। উৎসবের অবধি রহিল না, আনন্দস্রোত অবাধে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যুবদম্পতির প্রণয় জতু ও কাষ্ঠের ন্যায়, অগ্নি ও ধূমশিখার ন্যায়, নন্দনবনস্থিত ইন্দ্র ও শচীর ন্যায় বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। মহোদধি যেমন ক্ষণকালের

নিমিত্ত বেলাভূমিকে পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ কোশলকুমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও রাজপুত্রীকে পরিত্যাগ করে না। উভয়ে পরম সুখে উপবনে বিহার করিতে লাগিল। এমন কি সপ্ত-সপ্ততি বৎসর এইরূপে সুখে অতিবাহিত হইল, কিন্তু আমার মায়াবলে প্রকৃত বিষয় কেহ কিছুই জানিতে পারিল না।

একদা রাজপুত্র ও রাজকন্যা উভয়ে উপবনে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ইত্যবসরে এক ব্যালী স্বীয় বিবর হইতে বহির্গত হইল দেখিয়া রাজকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইল। রাজকন্যা বারম্বার নিবারণ করিল, তথাপি নৃপনন্দন কিছুতেই সম্মত না হইয়া বৈনতেয় যেমন দর্শনমাত্র সর্পকুল সংহার করে, তদ্রূপ সেই সর্পীকে সংহার করিল। রাজ-কন্যা তদ্দর্শনে রোষভরে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরক্ষণেই প্রিয়দর্শন এক নকুল বিবরমধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া হৃষ্টান্তঃ-করণে আহারার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজপুত্রী তদ্দর্শনে নকুলকে নিহত করিতে সমুদ্যত হইল। নৃপনন্দন বারম্বার নিবারণ করিতে লাগিল, তথাপি প্রাগ্জ্যোতিষপুত্রী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সেই প্রিয়দর্শন মঙ্গলময় সুলক্ষণ নকুলকে সংহার করিল। কোশলরাজকুমার কুপিত হইয়া রাজপুত্রীকে কহিল, কি আশ্চর্য্য ! স্বামী অবলাজনের একান্ত মাননীয়, তবে তুমি আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া এই প্রিয়-দর্শন, নরপতিগণের মাঙ্গল্য নকুলকে নিপাতিত করিলে কেন ?

অনন্তর প্রাগ্জ্যোতিষদুহিতা কোশলনন্দনের বচন শ্রবণ করিয়া কহিল, তুমি যেমন আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া সর্পীকে বিনাশ করিয়াছ, সেইরূপ আমিও তোমার কথায়

অবহেলা করিয়া অতিশয় রোষভরে এই প্রিয়দর্শন নকুলকে নিপাতিত করিয়াছি।

তখন রাজপুত্র নৃপতনয়ার বচন শ্রবণ পূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, ভদ্রে! সর্প স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ বিষ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ও খলস্বভাব। দর্শনমাত্র মনুষ্যকে দংশন করে; সেই নিমিত্ত লোকে সর্পকে সংহার করিয়া থাকে। সুতরাং আমিও তাহাকে বিষোল্বণ ও অহিতকারী বলিয়া নিপাতিত করিয়াছি। আমরা প্রজাপালক, যে সকল প্রজা অপথে পদার্পণ করে আমরা তাহাদিগকে যথোচিত দণ্ডবিধান করিয়া থাকি। যাহারা নিরপরাধ সাধুব্যক্তির বিদ্বেষ করে, যাহারা স্ত্রীহত্যা পাতকে বিলিপ্ত হয়, যাহারা ইচ্ছামত কার্য্যে আত্মবিনোদন করে, রাজধর্ম্মানুসারে তাহারাই যথাপরাধদণ্ড ও তাহারাই বধ্য। আমি রাজপুত্র, রাজকার্য্যের অনুষ্ঠান করা আমার কর্ত্তব্য, সেই নিমিত্ত আমি রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছি। কিন্তু প্রিয়দর্শন নকুল রাজগৃহের উপযুক্ত, মাঙ্গল্য ও পবিত্র পদার্থ। সেই নকুল তোমার কি অপরাধ করিয়াছে? তুমি কি নিমিত্ত তাহাকে বিনাশ করিলে? বারম্বার তোমাকে নিবারণ করিলাম, তথাপি যখন গ্রাহ্য করিলে না, তখন তুমিও আমার স্ত্রী নহ, আমিও তোমার ভর্ত্তা নহি। অধিক কি, স্ত্রীজাতি অবধ্য, সেই নিমিত্ত আমি তোমাকে বিনাশ করিতে বিরত হইলাম।

রাজকুমার এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে নগরে প্রতিগমন করিল। উভয়ের প্রণয় একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। কিছু কাল পরে সর্প ও নকুলের বিনাশ এবং পুত্র ও পুত্রবধূর

নিদারুণ বিচ্ছেদবৃত্তান্ত কোশলপতির কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি কঞ্চুকী ও প্রধানতম কর্ম্মচারিগণকে কহিলেন, অমাত্যগণ! তোমরা অবিলম্বে আমার পুত্র ও পুত্রবধূকে মৎসমীপে আনয়ন কর।

অনন্তর কোশলপতির প্রিয় অমাত্যগণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সাদরসম্ভাষণে তাহাদিগের উভয়কে আনয়ন করিয়া নরপতিগোচরে সমুপস্থিত করিল। তখন রাজা পুত্র ও পুত্রবধূকে দর্শন করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের বিশুদ্ধ প্রণয় বিগত হইবার কারণ কি? তোমাদিগের পূর্ব্বপ্রণয় ভঙ্গ হইল কেন? জতুস্থিত কাষ্ঠের ন্যায়, দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বের ন্যায়, তোমাদিগের প্রণয় ত বিচলিত হইবার নহে। বৎস! আমার বধূ সুশীলা, ধার্ম্মিকা ও কার্য্যদক্ষা, অতএব তুমি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিও না। ইনি পরিজনমধ্যে কখনও কাহাকে অপ্রিয় কথা কহেন নাই। বিশেষতঃ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে সাতিশয় পটু। সহধর্ম্মিণীই মানবগণের ধর্ম্মসর্ব্বস্ব। স্ত্রী ভিন্ন কখনও কাহারও ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে না। ফলতঃ স্ত্রী হইতেই মানবগণের পুত্র এবং স্ত্রী হইতেই মানবগণের কুলরক্ষা হইয়া থাকে। অতএব তুমি ইহাকে কখন পরিত্যাগ করিও না।

রাজপুত্র এবং রাজকুমারী উভয়ে পিতার বচন শ্রবণে তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনার বধূর অন্য কোন দোষ নাই, কেবল আমি বারম্বার নিবারণ করিলেও না শুনিয়া আমার সমক্ষেই তাহাকে বিনাশ করিল; সুতরাং আমার ক্রোধোদয় হইল। তখন আমি

ক্রোধভরে কহিয়াছি, "তুমি যখন আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নকুলকে নিপাতিত করিলে, তখন আমিও তোমার ভর্ত্তা নহি, তুমিও আমার স্ত্রী নহ"। ইহা ভিন্ন আমার স্ত্রী পরিত্যাগের অন্য কারণ নাই।

তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষকুমারী ভর্ত্তার বচন শ্রবণে শ্বশুরের চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, আর্য্য! অপরাধবিহীন এক ভুজঙ্গ ভীত হইয়া একান্ত কুণ্ঠিত হইলে আমি ইহাঁকে শত শত বার নিষেধ করিলাম, তথাপি উনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ সর্পকে সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে আমার ক্রোধোদয় হইল। তদবধি আমিও আর উহাঁর সহিত বাক্যালাপ করি নাই।

কোশলরাজ, স্বীয় তনয় ও পুত্রবধূর বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বচনে পুত্রবধূকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! ও যেমন সর্পকে সংহার করিয়াছে, তুমিও তেমনি নকুলকে নিপাতিত করিয়াছ। তবে তোমার ক্রোধের কারণ কি? বৎস! তুমিও ত সর্পকে সংহার করিয়াছ; তবে তোমারই বা রোষের কারণ কি?

তখন মহাযশা কোশলরাজকুমার পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পিতঃ! আমায় প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন কি, আপনি ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহা হইলে প্রকৃত কারণ জানিতে পারিবেন।

অনন্তর কোশলেশ্বর পুত্রকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্মমূলক মধুর বাক্যে কহিলেন, বৎস! তোমাদিগের উভয়ের প্রণয়ভঙ্গকর প্রকৃত কারণ ব্যক্ত কর। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে

পিতামাতার যত্নে সম্বর্দ্ধিত এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। অতএব যাহারা সেই পিতামাতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মনোগত ভাব গোপন করে, তাহারা সুতাধম, এবং চরমে তাহারাই উত্তপ্ত বালুকাময় ঘোরতর রৌরব নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। আর যাহারা পিতাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভালই হউক, আর মন্দই হউক, যথাযথ ব্যক্ত করে, তাহারা অন্তে সত্যবাদীদিগের সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে। অতএব আমার নিকট মনোগত কথা ব্যক্ত করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। সম্প্রতি তোমাদিগের উভয়ের প্রণয়ভঙ্গের প্রকৃত কারণ কি ব্যক্ত কর।

কোশলরাজকুমার পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতাক্ষর বচনে সর্ব্বজনসমক্ষে কহিল, অদ্য সভাস্থ লোক সকল স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করুন, কল্য প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া যাহা বক্তব্য, আপনার নিকট ব্যক্ত করিব।

অনন্তর সভাভঙ্গ হইবার পর সকলে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, ক্রমে রজনী সমাগত ও প্রভাত হইলে দুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। সূত, মাগধ ও বন্দিগণ স্তুতিপাঠে প্রবৃত্ত হইল। নরপতি জাগরিত হইলেন। এদিকে কমললোচন মহাযশা রাজকুমার প্রাতঃস্নান করিয়া পূতভাবে রাজদ্বারে সমুপস্থিত হইলে, কঞ্চুকী নরপতিসমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনার দর্শনলালসায় কুমার দ্বারে উপস্থিত, কি আজ্ঞা হয়? কোশলেশ্বর শ্রবণমাত্র কহিলেন, "কঞ্চুকে! অবিলম্বে কুমারকে পরমসমাদরে মৎসমীপে আনয়ন কর।"

আদেশমাত্র কঞ্চুকী কুমারকে রাজভবনে প্রবেশিত করিলে কুমার পবিত্রভাবে অবনতমস্তকে পিতার চরণে প্রণিপাত করিল। রাজা পরমানন্দে "জয় হউক, দীর্ঘজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে অনুমতি করিলেন। পিতাপুত্রে নির্জ্জনে উপবেশন করিল। তখন কোশলপতি হাস্যবদনে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! মহাভাগ! আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাদিগের উভয়ের বিচ্ছেদের গুপ্ত কারণবিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার সদুত্তর প্রদান কর।"

অনন্তর কুমার পিতাকে কহিল, "পিতঃ! আমি অবশ্যই বলিব, আপনার জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য। যাহা হউক, যদি একান্তই আপনার এই গুহ্য বিষয় শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহাহইলে আমার সহিত আপনাকে কুব্জাম্রকে গমন করিতে হইবে। তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযথ সমস্ত নিবেদন করিব।"

কোশলরাজ পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া স্নেহবশতঃ 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলে, রাজকুমার প্রস্থান করিল। তখন রাজা স্বীয় অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সচিবগণ! আমরা কুব্জাম্রক তীর্থে গমন করিব; অতএব অচিরাৎ হস্তী অশ্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তুত কর।" অমাত্যগণ, রাজার বচন শ্রবণ করিয়া কহিল, "মহারাজ! আমরা কালব্যাজ না করিয়া সমুদায় প্রস্তুত করিতেছি।" এই বলিয়া শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মচারীরা হস্তী, অশ্ব, অন্যান্য পশু, যান, ধেনু, সুবর্ণ, বস্ত্র ও অন্নাদি প্রয়োজনীয় বস্তু সকল সপ্তরাত্রির মধ্যে প্রস্তুত করিয়া নরপতির সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! কুব্জাম্রক-

গমনের যাহা কিছু সংগ্রহ করা আবশ্যক, সমুদায় আয়োজন সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ধরে! রাজশার্দ্দূল কোশলপতি সচিবগণের বাক্যাবসানে তনয়কে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমরা রাজ্য শূন্য রাখিয়া কিরূপে কুব্জাম্রকে গমন করি।

তখন রাজকুমার পিতার চরণ বন্দনা করিয়া মধুর বচনে ল, পিতঃ! এই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান; আমরা জননীর গর্ভ হইতে সম্ভূত হইয়াছি, অতএব যথানিয়মে হার প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করুন।

কোশলপতি পুত্রের বাক্য শ্রবণে কহিলেন, বৎস! জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ কিরূপে রাজ্যভাগী হইবে?

তখন কুমার পিতার বচনাবসানে কহিল, পিতঃ! আমি অনুমোদন করিতেছি, আপনি উঁহাকেই রাজ্য সমর্পণ করুন। আমার মতানুসারে রাজ্য ভোগ করাতে উঁহার কোন দোষ-স্পর্শ হইবে না। আমি ধর্ম্মতঃ এবং যাথার্থত কহিতেছি, কুব্জাম্রকে গমন করিয়া আর প্রত্যাগমন করিতেছি না।

ধরে! কুমার এইরূপ কহিলে, নরপতি কনিষ্ঠপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর রাজা ও রাজমহিষী নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া কুব্জাম্রকে গমন করিলেন। কিয়দ্দিন পরে তথায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তীর্থকার্য্য সাধনের পর অন্ন, বস্ত্র, সুবর্ণ, হস্তী, অশ্ব, গোধন ও ভূমি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন। তাহার পর কিছুকাল অতীত হইলে একদিন কুমার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি যে কুব্জাম্রকে উপস্থিত

হইয়া তোমাদিগের প্রণয়ভঙ্গের কারণ নির্দ্দেশ করিবে বলিয়াছিলে, এইত সেই বিষ্ণুর পাদাশ্রিত পবিত্র কুব্জাম্রক-তীর্থ। ধনরত্ন দানাদি তীর্থোচিত কার্য্য সকল সম্পাদিত হইয়াছে। এক্ষণে বলদেখি, কি নিমিত্ত তুমি সৎকুলসম্ভবা সচ্চরিত্রা নিরপরাধা রূপগুণযুক্তা আমার বধূকে পরিত্যাগ করিলে?

তখন রাজকুমার কহিলেন, পিতঃ! আজি রজনী উপ-স্থিত, নিদ্রাদেবীর উপাসনা করুন, রাত্রিপ্রভাতে কল্য সমস্ত নির্দ্দেশ করিব। অনন্তর রাত্রিপ্রভাতে দিবাকর সমুদিত হইলে রাজপুত্র গঙ্গাসলিলে অবগাহন পূর্ব্বক পট্টবস্ত্র পরি-ধান করিয়া প্রথমে যথাবিধি আমার অর্চ্চনা করিল। পরে পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া কহিল, তাত! আসুন, চলুন গিয়া আপনি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, নিবেদন করি। অনন্তর রাজা, রাজপুত্র ও পদ্মপলাশলোচনা রাজকুমারী, এই তিন জনে একত্র হইয়া যেস্থানে পূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই নির্ম্মাল্যকূটে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া পিতার চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া কহিল, রাজন্! আমি পূর্ব্বজন্মে নকুল ছিলাম এবং এই কদলীতলে বাস করিতাম। এক দিন কালপ্রযুক্ত হইয়া এই নির্ম্মাল্যকূটে উপস্থিত হইলাম। আসিয়া দেখিলাম, তীক্ষ্ণবিষা একসর্পী বিবিধ সুগন্ধপুষ্প ভক্ষণ করিয়া এইস্থানে অবস্থান করে। দর্শনমাত্র আমি রোষারুণনেত্রে ঐ ব্যালীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। সেদিন মাঘদ্বাদশী, জন মানব তথায় উপস্থিত ছিলনা। আমি আত্মশরীর রক্ষা করিয়া

যুদ্ধ করিতে করিতে কোপজ্বলিত হইয়া সেই ভুজঙ্গী আমার নাসাস্থিতে দংশন করিল। আমিও বিষজ্বালায় প্রাণপণে তাহাকে নিপাতিত করিলাম। আমাদিগের উভয়েরই প্রাণ-বিয়োগ হইল। আর সেই পূর্ব্বসম্ভূত ক্রোধ-মোহের নামমাত্র রহিল না। তাহার পর আমি আপনার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। মহারাজ! আমি সেই পূর্ব্বতন ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই সর্পকে বিনাশ করিয়াছি। আপনি যে গু কথা পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই আমি তাহা ব্যক্ত করিলাম।

রাজপুত্রের বচনাবসানে রাজবধূ কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বজন্মে আমিই সর্পী ছিলাম, এবং এই নির্ম্মাল্যকূটেই বাস করিতাম। তাহার পর ঐ নকুলের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে আমার প্রাণবিয়োগ হয়। আমি প্রাগ্‌জ্যোতিষ পতির কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং পরিশেষে আপনার পুত্রবধূ হইয়াছি। আমি সেই জাতক্রোধ নিবন্ধন প্রাণপণে এই নকুলকে নিপতিত করিয়াছি। প্রভো! ইহাই আমার বক্তব্য গুহ্য কথা।

ধরে! নরপতি, পুত্র ও পুত্রবধূর বচনশ্রবণে সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক মায়াতীর্থে গমন এবং তথায় দেহপতন করিলেন। এদিকে রাজপুত্র এবং বিশালাক্ষী যশস্বিনী রাজকন্যা উভয়ে পৌণ্ডরীকতীর্থে গমন করিয়া পঞ্চত্বলাভ করিলেন। এইরূপে কি রাজা, কি রাজ-পুত্র, কি রাজকন্যা সকলেই স্বীয় স্বীয় তপোবলে এবং আমার অনুগ্রহে, যে শ্বেতদ্বীপে দেব জনার্দ্দন অবস্থান

করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইল। রাজপরিজনগণও তদ্দর্শনে সুকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করত শ্বেতদ্বীপে সমুপস্থিত হইল।

দেবি ধরে! এই আমি তোমার নিকট কুব্জাম্রক-বৃত্তান্ত এবং দ্বিজবর রৈভ্যের চরিত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। ইহা অতীব পাবন এবং সমুদায় বর্ণেরই ইহা জপকরা কর্ত্তব্য। সমস্ত সুকৃত কার্য্যমধ্যে ইহা অতি শ্রেষ্ঠতম কার্য্য। ইহা তেজঃপদার্থ মধ্যে উৎকৃষ্ট তেজঃ, তপস্যার মধ্যে উৎকৃষ্ট তপ। মূর্খ সম্প্রদায়ে, গোঘ্ন, বেদও বেদাঙ্গ নিন্দক, গুরু-দ্বেষ্টা ও শাস্ত্রদূষকের নিকট পাঠকরা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা ভগবদ্ভক্ত ও ভগবন্মন্ত্রে দীক্ষিত তাহাদিগের নিকটেই পাঠ করা কর্ত্তব্য। ধরে! যাহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই কুব্জাম্রক-বৃত্তান্ত পাঠকরে, তাহাদিগ দ্বারা ঊর্দ্ধতন দশ এবং অধস্তন দশ পুরুষ উত্তারিত হইয়া থাকে। এই কুব্জাম্রক বৃত্তান্ত পাঠ করিতে করিতে যে ব্যক্তি কলেবর পরিত্যাগ করে, সে চতুর্ভুজ রূপধারণ করিয়া আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। ধরে! এই আমি তোমার নিকট আমার ভক্তজনের সুখকর কুব্জাম্রক-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয়, ব্যক্ত কর।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণদীক্ষা।

সূত কহিলেন, অনন্তর ভগবতী বসুন্ধরা মোক্ষনিদান নারায়ণের প্রমুখাৎ এইরূপে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই লোকনাথ জনার্দ্দনকে কহিলেন, ভগবন্! কুব্জাম্রকতীর্থের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! আমি আপনার মুখে এই তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বে যেরূপ ভারাক্রান্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে লঘু হইলাম। এমন কি, এখন আমার গতিশক্তি জন্মাইল। আমার মোহ বিগত হইল, আমি পবিত্র হইলাম। আমি আপনার মুখবিনিঃসৃত বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইলাম। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে আমার আর এক সংশয় আছে। তদুপলক্ষে আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, যে, কিরূপে ব্রাহ্মণের দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে? সম্প্রতি আপনি ধর্ম্মখ্যাপনার্থ উপস্থিত বিষয় বিস্তারিত কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতুকাবিষ্ট চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

অনন্তর বরাহরূপধারী ভগবান্ নারায়ণ মেঘগম্ভীরস্বরে এবং দুন্দুভিধ্বনিতে বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি ধরে! তুমি যে সনাতন ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, দেবগণ বা যোগব্রতে দীক্ষিত যোগিগণও ইহার মর্ম্ম অবগত নহেন। ইহা অতীব মঙ্গলকর ধর্ম্ম। আমি

এবং আমার ভক্তগণ ভিন্ন ভূলোকে আর কেহই ইহার মর্ম্ম অবগত নহে। ভদ্রে! তুমি আমায় যে দীক্ষাবিধির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহাদ্বারা এই কর্ম্মক্ষেত্র সংসার হইতে সকল বর্ণেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। এক্ষণে বর্ণচতুষ্টয়ের মুক্তির সোপান স্বরূপ দীক্ষাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, মন স্থির করিয়া শ্রবণ কর।

শিষ্য প্রথমতঃ গুরুসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক গুরুকে সম্বোধন করিয়া কহিবে, হে গুরো! আমি আপনার শিষ্য, আজ্ঞা করুন। এইরূপে অনুমতি লইয়া দীক্ষাদ্রব্য সকল আহরণ করিবে। তন্মধ্যে লাজ, মধু, কুশা অমৃততুল্য ঘৃত, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি পূজোপকরণ, কৃষ্ণাজিন, পলাশ-দণ্ড, কমণ্ডলু, ঘট, বস্ত্র, পাদুকা, শুভবর্ণ যজ্ঞোপবীত, যন্ত্রিকা, অর্ঘ্যপাত্র, চরুস্থালী, দর্ব্বী, তিল, ব্রীহি, যব, ফল, উদক, ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্ন, পানীয়, বীজ, রত্নসকল ও কাচকাদি দ্রব্য-সকল গুরুসমীপে উপনীত করিবে। তাহার পর স্নান করিয়া হস্তে সূত্র ধারণ পূর্ব্বক দীক্ষাভিলাষে গুরুর সমীপে গমন করিবে এবং তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক কহিবে, হে গুরো! আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। অনন্তর গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অতি পরিপাটি ষোড়শ হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ বেদি প্রস্তুত করিবে। তাহার পর তাহার উপর ধান্য বিকীর্ণ করিয়া তদুপরি পুষ্প-পল্লব-সুশোভিত জলপূর্ণ সুদৃঢ় নব ঘট স্থাপন করিয়া তথায় প্রথমে আমাকে অর্চ্চনা করিবে। আমার পূজা শেষ হইলে, ধার্ম্মিকবর গুরু পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্য সকল বেদিমধ্যে আনয়ন করিবেন।

বেদির চারি পার্শ্বে আম্রপল্লব-শোভিত জলপূর্ণ পবিত্র চারি কলশ সন্নিবেশিত করিয়া শুক্লবর্ণ সূত্রদ্বারা উহা বেষ্টন এবং তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে চারিটি পূর্ণপাত্র স্থাপন করিবেন। অনন্তর গুরু মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক দীক্ষা প্রদান করিলে শিষ্য যথানিয়মে যাহাতে গুরু পরিতুষ্ট হন, সেইরূপে মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্র প্রদানানন্তর স্বকার্য্যতৎপর গুরু শিষ্য-গণকে বিষ্ণুগৃহে নীত করিয়া পূর্ব্বমুখীন হইয়া আচমন করত তাহাদিগকে দীক্ষার্থ শ্রবণ করাইবেন। যদি কোন ভগবদ্ভক্ত পবিত্রাত্মা ব্যক্তি অন্যান্য ভগবদ্ভক্তদিগকে আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান না করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমি হিংসিত হইয়া থাকি। কন্যাদান করিয়া তাহাকে কার্য্যে সুশিক্ষিত না করিলে কন্যাদাতার অষ্টম পুরুষ পাপে পরিলিপ্ত হইয়া থাকে। যে নির্দ্দয় পামর পতিব্রতা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে প্রহার করে, সে কখনই আর তাহাকে লাভ করিতে পারে না; প্রত্যুতঃ তাহাকে ঘৃণিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। শিষ্য গোহত্যাকারী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মঘাতক, ও অন্যান্য পাতকে লিপ্ত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা গুরুর একান্ত কর্ত্তব্য। বিল্ব, উডুম্বর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৃক্ষ সকল ছেদন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে শিষ্য সনাতন মোক্ষধর্ম্ম ও স্বীয় উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে বাসনা করে, তাহাকে খাদ্যাখাদ্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বংশকরীর ছেদন ও উডুম্বর ফলের উচ্ছেদ করা একান্ত আবশ্যক। উহা ভক্ষণ করিলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করা হয়। দুর্গন্ধ ও পর্য্যুষিত দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত নহে। বরাহ-

মাংস ও মৎস্যমাংস দীক্ষিত ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। লোকের নিন্দা, লোকের হিংসা, লোকের প্রতি শঠতা ও লোকের দ্রব্য অপহরণ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। দূর হইতে অতিথিকে আগমন করিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার নিমিত্ত যে কোন প্রকারে হউক, আহার বিভাগ করা সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং বলিয়াছেন যে, গুরুপত্নী, রাজপত্নী ও ব্রাহ্মণপত্নী গমন করা দূরে থাক্, মনোমধ্যে চিন্তা করাও কর্ত্তব্য নহে। তদ্ভিন্ন কি কনকালঙ্কার, কি যৌবনবস্থ কামিনী, কাহারও প্রতি দুরভিসন্ধি করা একান্ত অকর্ত্তব্য। আপনার দুঃখের সময় অপরের সৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া দুঃখিত হওয়া উচিত নহে।

ধরে! দীক্ষাকামী ব্যক্তিকে এইরূপে উপদেশ প্রদান করা দীক্ষাগুরুর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আরও কহিতেছি যে, ছত্র ও পাদুকা মনঃকল্পিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বেদিমধ্যে দুই দুই উদুম্বর পত্র, ক্ষুর ও জলপূর্ণ কলশ স্থাপন করিয়া আমায় আবাহন পূর্ব্বক যথাবিধি যথামন্ত্র অর্চ্চনা করিবে। মন্ত্র যথা—সপ্তদ্বীপানি, সপ্ত সাগরাশ্চ সপ্ত পর্ব্বতাশ্চ দশ স্বর্গ সহস্রাশ্চ সমস্তাশ্চ নমোঽস্তু সর্ব্বাস্তে হৃদয়ে বসন্তি। যশ্চৈতদ্বর্ষতি পুনরুন্নমতি। ওঁ ভগবান্ বাসুদেব মমৈতৎ সারয় যুক্তং বরাহরূপস্পৃষ্টেন পৃথিব্যাস্তু মন্ত্রানুসরণঞ্চ য আজ্ঞাপয়ানুভাবনাস্মাকমাজ্ঞপ্তমনুচিন্তয়িত্বা ভগবন্নাগচ্ছ দীক্ষা-কামস্তু বিপ্রস্ত্বৎপ্রসাদাত্তু দীক্ষতি।”

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জানুদ্বয় বিনমিত ও ভূতলে মস্তক স্পৃষ্ট করিয়া বলিবে, “ওঁ স্বাগতং স্বাগতবান্”

ধরে! তাহার পর পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া "অকৃতঘ্নে দেবানসুরাকৃতঘ্নরুদ্রেণ ব্রাহ্মণায় চ লব্ধং সর্ব্বমিমংভগবতে হস্তু দত্তং প্রতি গৃহ্ণীষ লোকনাথ" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুকে প্রদান করিবে।

অনন্তর ক্ষুরগ্রহণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, "এবং বরুণঃ পাতু শিষ্য তে বপতঃ শিরঃ। জলেন বিষ্ণুযুক্তেন দীক্ষা সংসারমোক্ষণং॥" অনন্তর কর্ম্মকারকে কলশ দান করিবে। পরে শোণিতস্রব না হয়, এরূপ ভাবে মস্তক মুণ্ডন পরিসমাপ্ত হইলে পুনরায় তৎক্ষণাৎ স্নান কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

ধরে! গুরু এইরূপে সংসারমুক্তির নিমিত্ত শিষ্যকে দীক্ষিত করিয়া জানুদ্বয় বিনমিত করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে "আমি সমুদায় ভগবদ্ভক্তদিগকে এবং দীক্ষাকার্য্যরত গুরুগণকে অবগত আছি। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে আমি দীক্ষাদান করিলাম। সকলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি সকলকে নমস্কার করি।"

এইরূপে ভগবদ্ভক্তদিগকে নমস্কার করিবার পর বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া মধুমিশ্র ঘৃত, লাজ ও কৃষ্ণ তিলদ্বারা সপ্তবার এবং তিলোদন দ্বারা বিংশতিবার আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে জানু স্পৃষ্ট করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "অশ্বিনৌ দিশঃ সোমসূর্য্যৌ সাক্ষিমাত্রং বয়ং প্রসন্নাঃ শৃণ্বন্তু মে সত্য-বাক্যং বদামি" তাহার পর এই পৃথিবী, ও জল সত্যবলে অবস্থান করিতেছে সত্যবলে সূর্য্য গমনাগমন করিতেছেন, সত্যবলে বায়ু সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইতেছে, অতএব আমিও

সত্য করিতেছি। এইরূপ সত্য করিয়া গুরুপুনরায় শিষ্যের মুখাবলোকন করিবেন।

অনন্তর শিষ্য সেই ভগবদ্ভক্ত গুরুকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। তাহার পর তাঁহার চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া কহিবে, "গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে আজি আমি ইষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম। যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা করুন।" শিষ্য এইরূপে গুরুদেবকে প্রসন্ন করিলে, গুরু পুনরায় পূর্ব্বমুখীন হইয়া শিষ্যকে বেদিমধ্যে বসাইয়া তাহারদিকে দৃষ্টিপাত করত কমণ্ডলু ও শুক্ল যজ্ঞোপবীত হস্তে করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন যে, "বৎস! আজি তুমি বিষ্ণুপ্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে। আজি তোমার দীক্ষালাভ হইল। আজি তুমি কমণ্ডলু ধারণ করিলে। আজি অবধি তুমি সমুদায় কার্য্যে অধিকারী হইলে।"

এইরূপে গুরুকর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া মুখমণ্ডল চরণ কল্পনা করত গুরুদেবের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "হে গুরুদেব! আমি আপনার প্রসাদে উপদেষ্টা ও বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিলাম। আমি অধোভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছি" এইরূপে ঐ মন্ত্রদ্বারা মুখমণ্ডল চরণ কল্পনা করিয়া তৎপরে শৌচকার্য্য, অভিষেক কার্য্য, দেবপূজা ও বস্ত্রদান কার্য্য সম্পাদন কবিবে।

গুরুদেব কহিবেন, বৎস! বস্ত্রগ্রহণ করিলাম, তুমি লোকবিখ্যাত ও সকল কার্য্যের সাধনভূত এই কমণ্ডলু, গন্ধপাত্র, এবং সুখজনক গন্ধগ্রহণ কর। তাহার পর

বিষ্ণুদেয় সংসার মোক্ষণ মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্রপাঠ করিবে যে, হে গুরো! আমি পুনঃ পুনঃ অধোমুখে ভ্রমণ করিতেছি। আমি আজি গুরু লাভ করিলাম। আপনার অনুগ্রহে আজি আমার দীক্ষালাভ হইল, এই মন্ত্রে মুখ চরণ কল্পনা করিবে।

বৎস! বস্ত্র ও কমণ্ডলু গ্রহণ কর। ব্রহ্মচারীর এই কমণ্ডলু ত্রিলোকবিখ্যাত এবং সকল কার্য্যের সাধক।

অনন্তর গন্ধপাত্র গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র বলিবে যে, বৎস! বিবিধ গন্ধযুক্ত সুখসাধন এই গন্ধপাত্র গ্রহণ কর। ইহা বিষ্ণুর অতীব প্রিয়, পবিত্র ও সংসারমুক্তির উপায়ভূত।

তাহার পর মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বলিবে বিশুদ্ধিকারক এই মধুপর্ক গ্রহণ কর।

অনন্তর শিষ্য গুরুদেবের চরণদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধান্তঃ-করণে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া গুরুদেবকে প্রসন্ন এবং তৎকৃত উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই কথা বলিবে যে, যে সকল ভগবদ্ভক্ত এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা সকলেই আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন। অদ্য গুরুদেব আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ করিলেন। আমি অদ্য হইতে গুরু-দেবের ভৃত্য হইলাম এবং গুরু আমার ইষ্টদেব হইলেন।

ধরে! আগমে ব্রাহ্মণের দীক্ষাবিধি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি অপরাপর বর্ণত্রয়ের দীক্ষা-বিধি নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ফলতঃ গুরু এইরূপে শিষ্যকে দীক্ষিত করিলে, কি শিষ্য, কি গুরু উভয়েই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

ক্ষত্রিয়ের দীক্ষাবিধি।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! সম্প্রতি ক্ষত্রিয়ের দীক্ষা-বিধি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের দীক্ষা-বিধি উপলক্ষে যেরূপ কীর্ত্তন করিলাম, অস্ত্র এবং কৃষ্ণসার চর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর সমুদায় সামগ্রী আহরণ করিয়া পূর্ব্ব কথিত মন্ত্রে ক্ষত্রিয়ের দীক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিবে। কিন্তু এ দীক্ষায় পলাশদণ্ডের প্রয়োজন নাই। ইহাতে কৃষ্ণ ছাগের চর্ম্মই প্রয়োজন। ক্ষত্রিয়দীক্ষায় অশ্বথ দণ্ডই দাতব্য। এ দীক্ষায় দ্বাদশহস্ত পরিমিত বেদী প্রস্তুত করিয়া গোময়ে পরিলিপ্ত করিবে। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ-দীক্ষায় যে সমস্ত দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, ক্ষত্রিয়দীক্ষায় যত্নপূর্ব্বক তৎসমস্তই আহরণ করিবে। অনন্তর আমার চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র বলিবে যে, হে বিষ্ণো! আমি অস্ত্র শস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি সমস্ত ক্ষত্রিয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণে শরণ লইলাম। তুমি আমাকে এই সংসার হইতে, এই জন্মজনিত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর। এই বলিয়া পরিশেষে পুনরায় আমার পাদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বলিবে, হে দেবাদিদেব! আমি আর অস্ত্রধারণ করিব না, আমি আর পরনিন্দাবাদ মুখে আনিব না। হে বরাহমূর্ত্তে! সংসার-

মুক্তির নিমিত্ত তুমি আমায় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব।

এইরূপ বাক্যবিন্যাসের পর বিবিধ গন্ধ, পুষ্প ও ধূপাদি দ্বারা যথানিয়মে আমাকে পূজা করিবে। পূজা সমাপনের পর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তদিগকে ভোজন করাইবে।

ধরে! ইহাই সংসারমোচন ক্ষত্রিয়দীক্ষা। যদি কোন ক্ষত্রিয় সিদ্ধিকামনা করে, তাহা হইলে এইরূপে দীক্ষিত হওয়া তাহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

সুন্দরি! এক্ষণে বৈশ্যের দীক্ষাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। বৈশ্য দীক্ষিত হইতে অভিলাষ করিলে স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাই করিবে। ইহাই তৃতীয় বর্ণের অর্থাৎ বৈশ্যের সংসারবিধি। বৈশ্য-দীক্ষায় দশহস্ত পরিমিত বেদী রচনা করিয়া উক্তবেদী গোময়ে বিলেপন পূর্ব্বক তদুপরি পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্য সকল আহরণ করিবে। তাহার পর ছাগচর্ম্ম দ্বারা স্বীয় শরীর প্রাবৃত করিয়া দক্ষিণ হস্তে উডুম্বর দণ্ড ধারণ করিবে। অনন্তর তিন বার ভগবদ্ভক্তদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া অবনত জানুতে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "হে বিষ্ণো! আমি বৈশ্য; কিন্তু আমি বৈশ্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার শরণাগত হইলাম। আপনার অনুগ্রহে আমার দীক্ষালাভও হইল। এক্ষণে প্রার্থনা, যাহাতে আমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হই, তাহাই বিধান করুন।" আমার নিকট এইরূপ কহিয়া পরে দীক্ষা গুরুর চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "হে গুরো! আমি কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, ক্রয়বিক্রয়

সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আপনার অনুগ্রহে আপনার নিকট বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিলাম।” এই মন্ত্র উচ্চারণের পর অন্যান্য দেবতাদিগকে এবং ভগবদ্ভক্তগণকে প্রণাম করিয়া অনন্তর ভক্তগণকে বিশিষ্টরূপ ভোজন প্রদান করিবে। সুশ্রোণি! ইহাই বৈশ্যের দীক্ষাবিধি। এই দীক্ষাবলে বৈশ্যগণ ঘোরতর সংসার সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

ধরে! এক্ষণে শূদ্রের দীক্ষাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যে শূদ্র দীক্ষিত হয়, সে সমস্ত পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। শূদ্র অষ্টহস্ত পরিমিত বেদী রচনা করিয়া গোময়ে বিলেপন পূর্ব্বক তদুপরি পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিবে। শূদ্রদীক্ষায় নীলবর্ণ ছাগচর্ম্ম, বৈষ্ণব দণ্ড ও নীলবর্ণ বস্ত্রেরই প্রয়োজন। শূদ্র পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া দীক্ষার্থ আমার শরণাগত হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, “ভগবন্! আমি শূদ্র, আমি শূদ্রোচিত সমস্ত কার্য্য এবং সমুদায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমার সমুদায় পাপবিগত হইয়াছে, আমি লব্ধচৈতন্য ও নিস্পৃহ হইয়াছি।” তাহার পর দীক্ষা গুরুর চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, “বিষ্ণুপ্রসাদেন গুহ্যং, প্রসন্নাৎ পূর্ব্ববচ্চ লব্ধা বৈ সংসারমোক্ষণায় করোমি কর্ম্ম প্রসীদ।” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পর চারিবার গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে। তাহার পর গন্ধ ও মাল্য দ্বারা গুরুকে অর্চ্চনা করিয়া নিষ্পাপ কলেবর হইয়া যথানিয়মে ভক্তগণকে ভোজন করাইবে। ইহাই শূদ্রের দীক্ষাবিধি।

ধরে। এই দীক্ষাবিধিপ্রভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিবর্ণই সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এক্ষণে চারিবর্ণের ছত্রদান বিধি নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণকে পাণ্ডুর ছত্র, ক্ষত্রিয়কে রক্তবর্ণ ছত্র বৈশ্যকে পীতচ্ছত্র এবং শূদ্রকে নীলবর্ণ ছত্র প্রদান করিতে হয়।

সূত কহিলেন, হে কুলপতে! ব্রতাবলম্বিনী ধরিত্রী চারিবর্ণের দীক্ষাবিধি শ্রবণ করিয়া বরাহদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, কেশব! চারিবর্ণের দীক্ষাবিধি শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, যাহারা দীক্ষিত হয়, তাহারা আপনার কার্য্যে তৎপর হইয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিবে?

অনন্তর বরাহরূপী ভগবান্ নারায়ণ পৃথিবীর বচন শ্রবণ করিয়া মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীরস্বরে কহিলেন, কল্যাণি। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, কহিতেছি, শ্রবণ কর। সকল কর্ম্মেই আমাকে চিন্তা করিবে। বিশেষতঃ "গণান্তিকা" অতীব গুহ্যপদার্থ। কমলমোচনা ভক্তাভক্ত-বৎসলা ধরণী নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট মনে কৃতাঞ্জলিপুটে নারায়ণকে কহিলেন, মহাভাগ মাধব! আপনার চিন্তাপরায়ণ ভক্ত জন দীক্ষিত হইয়া আপনার বিষয়ে কি কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে? আপনি ত মনুষ্যগণের চিন্তার অতীত পদার্থ; কিন্তু ভক্তগণ কিরূপে আপনাকে চিন্তা করিবে?

তখন সকলের বীজকারণ, কিন্তু স্বয়ং অব্যক্তজন্মা নারায়ণ বসুন্ধরার বচন শ্রবণ করিয়া মধুরস্বরে কহিলেন,

দেবি ধরে! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মৎকর্ম্মপরায়ণ ভক্তগণ যে চিন্তা দ্বারা আমাকে ভাবনা করে, তাহার নাম গণান্তিকা। গণান্তিকা চিন্তা দীক্ষার অন্যতম অঙ্গ। মহাভাগে! দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই গণান্তিকা চিন্তা একান্ত কর্ত্তব্য। দীক্ষা গ্রহণের সময় শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া একান্ত মনে বিধিপূর্ব্বক ও মন্ত্র পূর্ব্বক এই গণান্তিকা গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন ও স্পর্শনসংযুক্ত বামকর সংঘটিত গণান্তিকা গ্রহণ করে, তাহার ধর্ম্ম নিরতিশয় বর্দ্ধিত ও দীক্ষা মহাফলদায়িনী হইয়া থাকে। এই দীক্ষার নাম আসুরী দীক্ষা। ইহাদ্বারা ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়। অতএব শুদ্ধান্তঃ-করণ হইয়া গণান্তিকা চিন্তা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি গণান্তিকা চিন্তা করে, তাহা অপেক্ষা ধীমান্ আর দ্বিতীয় নাই। গণান্তিকা চিন্তা করিলে জন্মান্তর সহস্র চিন্তা করা হয়।

ধরে! সম্প্রতি যেরূপে গণান্তিকা দীক্ষা গ্রহণ করিতে এবং যেরূপে শিষ্যকে প্রদান করিতে হয়, কহিতেছি, শ্রবণ কর। কার্ত্তিক, অগহায়ণ, ও বৈশাখ মাসের শুক্লদ্বাদশীতে গণান্তিকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। গ্রহণ সময়ে তিন দিন নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকিতে হয়। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত মাসের পূর্ব্বোক্ত তিথিতে সম্মুখে অগ্নিপ্রজ্বালিত করিয়া, সমাস্তীর্ণ কুশোপরি গণান্তিকা স্থাপন করিবে। তাহার পর গুরু পূতমনে নমো নারায়ণায় বলিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "সংসারোৎপত্তিনিদান ব্রহ্মাণদেব পূর্ব্ব

পিতামহ যাহা ধারণ করিয়াছেন, যাহা নারায়ণের দক্ষিণাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, হে শিষ্য! তুমি সেই গণান্তিকা গ্রহণ কর।" গুরুদেব এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গণান্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক স্নিগ্ধ শিষ্যকে প্রদান করিবেন। প্রদান সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রদান করিবেন যে, বৎস! নারায়ণের দক্ষিণাঙ্গ জাত এই গণান্তিকা গ্রহণ কর। ইহা জপ করিলে আর পুনর্ব্বার সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

মাধব! স্নানকার্য্য সমাপনের পর কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়? কোন্ মন্ত্রে প্রসাধন কার্য্য সাধন করিতে হইবে?

ত্রিলোকনাথ জনার্দ্দন ধরণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মযুক্ত বচনে তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ম্মিগণ প্রথমত স্নান সামগ্রী সকল কল্পনা করিয়া পরিশেষে স্নান সমাপন হইলে যে মন্ত্রে আমাকে কঙ্কতিকা, অঞ্জন ও দর্পণ প্রদান করিতে হইবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্নানান্তে প্রথমত আমাকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া তৎক্ষণাৎ কঙ্কতী ও অঞ্জন কল্পনা করিবে। তাহার পর জানুদ্বয় বিনমিত করিয়া কঙ্কতিকা ধারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে যে, "নারায়ণ! আমার অঞ্জলিস্থিত এই কঙ্কতিকা গ্রহণ করিয়া স্বীয় কেশ সংস্কার সম্পাদন কর। হে মহানুভাব! হে লোকনাথ! হে সর্ব্বলোক প্রধান! তোমার যে বিশ্বময় নেত্রে ত্রিলোক সন্দর্শন করিতেছ, ঐ নেত্রে অঞ্জ প্রদান কর।

ধরে! স্নান করিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, হে দেবাদিদেব! তোমার নিমিত্ত এই স্নানীয় কল্পনা করিয়াছি। তুমি এই সুবর্ণ কলস গ্রহণ কর। আমি তোমার নিকট এই অঞ্জলি বন্ধন করিতেছি, তুমি স্নান কর। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। 'নারায়ণায় নমঃ।' আমি তোমার নিকট এই গণান্তিকা প্রাপ্ত হইলাম। যেন আমার কোন অধর্ম্ম নাহয়।

বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি এইরূপে কার্য্যে দীক্ষিত হয়, সে গুরুর নিকট হইতে সিদ্ধিলাভ করিয়া আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। এই গণান্তিকা পিশুন, শঠ বা কুশিষ্যকে কদাচ প্রদান করিবে না। ইহা যদি সংখ্যায় অষ্টাধিক শত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বোত্তম, যদি চতুরধিক পঞ্চাশৎ হয়, তাহা হইলে মধ্যম এবং তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ হইলে নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রুদ্রাক্ষ মালা হইলে সর্ব্বোত্তম, পুত্র জীবক হইলে মধ্যম এবং পদ্মমালা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।

ধরে! যে লোকহিতকরী মোক্ষপ্রদ বিশুদ্ধ গণান্তিকা অর্থাৎ মালার বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, শত জন্মেও কেহ কখন ইহার বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। ইহা কখনও উচ্ছিষ্ট হস্তে ধারণ বা স্ত্রীলোকের হস্তে প্রদান করিবে না। যত্নপূর্ব্বক উর্দ্ধে বিলম্বিত করিয়া রাখিবে। কখনও বামহস্তে স্পর্শকরা কর্ত্তব্য নহে। মালা জপ করিয়া পূজা করিবে। কখনও কাহাকে প্রদর্শন করিবে না। সুন্দরি! মোক্ষ-মার্গের উপায়ভূত এই পরম গুহ্য বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যদি কোন আমার ভক্ত বিধিপূর্ব্বক ইহা

পালন করে, তাহা হইলে সে অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

অনন্তর শ্রুতব্রতা ধরা নারায়ণের বচন শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাধব! প্রভো! আপনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া যে দর্পণে স্বীয় মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করেন, সেই দর্পণদানের ব্যবস্থা কিরূপ? তাহা আমায় কীর্ত্তন করুন।

তখন বরাহদেব ধরণীর বচন শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি সুব্রতে! দর্পণদানের বিধি নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। দর্পণদানের সময় প্রথমতঃ "নমো নারায়ণায়" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাহার পর এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "শ্রুতির্ভাগবতী শ্রেষ্ঠা, শ্রুতী অগ্নির্দ্বিজশ্চ তব মুখং, নাসে অশ্বিনৌ, নয়নে চন্দ্রসূর্য্যৌ মুখঞ্চ চন্দ্রইব গাত্রাণি জগৎ প্রধানানীমঞ্চ দর্পণং পশ্য পশ্য রূপং" ধরে! যিনি এইরূপ নিয়মে আমার কার্য্য তৎপর হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি স্বীয় সপ্তকুল উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট মন্ত্র ও উপচারবিধি কীর্ত্তন করিলাম যদি কেহ শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে সন্তুষ্টচিত্তে, তাঁহার এই সকল কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঊনত্রিংশদদধিকশততম অধ্যায়।

চাতুর্বর্ণ্য-দীক্ষা।

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! আমার কার্য্যতৎপর মানবগণ আমাকে ভূষিত ও অলঙ্কৃত করিয়া আমাকে নবগুণান্বিত শুক্ল যজ্ঞোপবীত এবং আমার ললাটদেশে চন্দনের তিলক প্রদান করিবে। কিন্তু আমার ললাটে তিলকদানের মন্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। মন্ত্র যথা—

মুখং মণ্ডনং চিন্তয় বাসুদেব ত্বয়া প্রযুক্তঞ্চময়োপনীতং।

এতেন চিত্রংকুরু বাসুদেব মমচেবংকুরু সংসারমোক্ষং॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমার ললাটে তিলক প্রদান করিবে। তাহার পর পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক "ইমাঃ সুমনসঃ সৌমনস্যায় ভগবন্! সর্ব্বঃ সুমনসংকুরু ত্বয়েতে সৌমনস্যায় নির্ম্মিতা-গৃহীতা স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে পুষ্প প্রদান করিবে। তাহার পর আমাকে ধূপ নিবেদন করিবে। মন্ত্র যথা—

সুগন্ধানি তবাঙ্গানি স্বভাবেনৈব কেশব।

অমুনা চৈব ধূপেন ধূপিতানি তবানঘ॥

তবাঙ্গানাং সুগন্ধেন সর্ব্বং সৌগন্ধিকং কুরু।

গৃহাণেমঞ্চ মে ধূপং সর্ব্বসংসারমোক্ষণং॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নমো নারায়ণায় বলিয়া আমাকে

ধূপ প্রদান করিবে। তাহার পর আমাকে দীপ প্রদান করিবে। কিন্তু আমার ভক্তগণ যেরূপে আমার কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া দীপ প্রদান করিলে আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ দীপ জানুর উপর স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে, "নমো ভগবতে তেজসে বিষ্ণো! সর্ব্বে দেবাস্ত্বগ্নিসংস্থাঃ প্রতিষ্ঠাঃ। এবঞ্চাগ্নিস্তব তেজসা প্রতিষ্ঠিতা তেজশ্চাত্মা স্বয়মেব মন্ত্রশ্চ॥ তেজঃ সংসারান্মোচয়িতুং দেব গৃহ্লীষ দীপং দ্যুতিমন্তঞ্চ। মূর্ত্তিশ্চ ভূত্বা ইদং কর্ম্ম নিষ্কলং।" ধরে! যেব্যক্তি এই মন্ত্রে আমাকে দীপ দান করে, তাহার পিতৃ পিতামহগণ নিস্তার প্রাপ্ত হন।

বসুন্ধরা বরাহদেবের বাক্যশ্রবণে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, দেব! আমি আপনার কর্ম্মপরায়ণ ভক্তজনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল শ্রবণ করিলাম। কিন্তু অন্যান্য অবশিষ্ট কার্য্য সকল শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মন নিতান্ত উৎসুক হইতেছে। অতএব সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, কোন্ কোন্ পাত্রে আপনার সামগ্রীদান প্রশস্ত, কোন্ কোন্ পাত্রে আপনি পরিতুষ্ট হন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

অনন্তর লোকনাথ নারায়ণ বসুন্ধরার বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! যে সকল পাত্র আমার অভিমত, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কেহ সুবর্ণ, কেহ রাজত, কেহ বা কাংস্য পাত্রে করিয়া আমাকে দ্রব্য সামগ্রী সমর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু সমুদায় পাত্রের মধ্যে তাম্র পাত্রই আমার পক্ষে প্রশস্ত।

ধর্ম্মকামা ধরা লোকনাথ জনার্দ্দন নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এত পাত্র থাকিতে তাম্রপাত্র আপনার প্রিয় কেন?

তখন অনাদি অপরাজিত লোকপ্রবর নারায়ণ বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পাপ-সম্পর্ক-শূন্যে! দেবি! বসুধে! সর্ব্বাপেক্ষা তাম্র আমার অতীব প্রিয় কেন, কহিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ কর। প্রায় সপ্তযুগ সহস্র সমতীত হইল, প্রিয় দর্শন তাম্রের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বকালে গুড়াকেশ নামে এক মহাসুর তাম্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার আরাধনায় তৎপর হয়। এমন কি, ধর্ম্মসংগ্রহমানসে চতুর্দ্দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অচলভাবে আমার আরাধনা করে। আমি তাহার কঠোর তপশ্চরণে একান্ত পরিতুষ্ট হইলাম। অনন্তর যে স্থান হইতে তাম্রের সমুৎপত্তি হইয়াছে, সেই রমণীয় আশ্রমে ঐ মহাসুর জানুদ্বয় বিনমিত করিয়া আমার চিন্তায় নিমগ্ন হইলে আমি চতুর্ভুজরূপে তাহাকে দর্শন প্রদান করিলাম। সে আমাকে দর্শন করিবামাত্র প্রণত ও প্রাঞ্জলি হইয়া ভূতলে মস্তক নিধান পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। তখন আমি প্রসন্নচিত্তে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, গুড়াকেশ মহাভাগ! যদিও আমি দুরারাধ্য, তথাপি তোমার ব্রতনিয়মে ও ভক্তিবলে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমার কি হিতসাধন করিতে হইবে, প্রার্থনা কর। তুমি কায়মনোবাক্যে আমার চিন্তা করিয়াছ। মহাভাগ! তোমার কি বর লইতে অভিলাষ, ব্যক্ত কর। তখন সেই মহাসুর গুড়াকেশ আমার বচন শ্রবণে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক সরল-

ভাবে কহিল, দেব! যদি সর্ব্বান্তঃকরণে পরিতুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে আমায় এই বর প্রদান কর, যেন সহস্র জন্মাবধি তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে। যেন তোমার নিক্ষিপ্ত চক্রাস্ত্রে আমার নিধন হয়। আমি চক্রাস্ত্র-নিহত হইলে যেন আমার মেদমাংসে পবিত্র শুভ তাম্রের সমুৎপত্তি হয়। যেন সেই তাম্র, পাত্রে পরিণত হইয়া তোমার নিবেদ্য সামগ্রীর শ্রেষ্ঠতম আধার হয়। যেন তুমি সেই তাম্রপাত্র প্রশস্ত বলিয়া পরম পরিতুষ্ট হও। দেব! যদি আমি একান্তমনে কঠোর নিয়মে তোমার আরাধনা করিয়া থাকি, যদি তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না, আমাকে এইমাত্র বর প্রদান কর।

ধরে! গুড়াকেশের বচনে পরিতুষ্ট হইয়া আমি তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলাম এবং কহিলাম, যতকাল ভূলোকে লোকস্থিতি বিদ্যমনে থাকিবে, ততকাল তুমি তাম্রে অবস্থান পূর্ব্বক আমাতে সংস্থিতি করিবে। দেবি! সেইকাল পর্য্যন্ত মহাসুর গুড়াকেশ তাম্রে অধিষ্ঠান করিতেছে। সুতরাং কেহ তাম্রপাত্র প্রদান করিলে, আমি যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হইয়া থাকি। সেই কারণেই, তাম্র মাঙ্গল্য, পবিত্র ও আমার একান্ত প্রিয়।

তাহার পর আমি গুড়াকেশকে কহিলাম, বৎস! বৈশাখ মাসের শুক্ল দ্বাদশীদিনে যখন সূর্য্যদেব গগনমণ্ডলের মধ্য পথ অলঙ্কৃত করিবেন, তখনই আমার তেজোময় এই চক্রাস্ত্র তোমার বধসাধন করিবে এবং তুমিও ভূলোক পরিত্যাগ করিয়া

আমার লোকে আগমন করিবে তাহার আর সংশয় নাই। আমি গুড়াকেশকে এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্ধান করিলাম। সেই মহাসুরও তদবধি আমার চক্রাস্ত্রদ্বারা নিহত হইবার বাসনায় আমার কার্য্যে একান্ত তৎপর হইল। উত্তরোত্তর তাহার তপোনুষ্ঠান বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। কবে আমি বিষ্ণুলোকে যাইব, দিনযামিনী কেবল এই চিন্তাই তাহার হৃদয়মন্দির অধিকার করিয়া রহিল। কালক্রমে বৈশাখ মাসের শুক্ল দ্বাদশী সমুপস্থিত হইলে সেই মহাসুর আমার অৰ্চ্চনা করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, প্রভো! আর বিলম্ব কেন, শীঘ্র অনলসন্নিভ চক্রাস্ত্র নিক্ষেপ কর। আমার সর্ব্ব শরীর চক্রে ছিন্ন করিয়া আমার আত্মাকে স্বাধিকৃত স্থানে লইয়া চল।

আমিও তৎক্ষণাৎ চক্রাস্ত্রদ্বারা তাহাকে বিপাটিত করিলাম। আমার একান্ত ভক্ত সেই মহাসুর আমাকে প্রাপ্ত হইল। এদিকে তাহার মেদদ্বারা তাম্র, শোণিত দ্বারা সুবর্ণ এবং অস্থিসমূহ দ্বারা রৌপ্য, রঙ্গ, সীস, কাংস্য পিত্তলাদি ধাতু সকল প্রাদুর্ভূত হইল।

বসুন্ধরে! যদি কেহ তাম্র পাত্রে করিয়া আমার উদ্দেশে ভক্ত বা অন্য বিধ খাদ্য দ্রব্য প্রদান করে, তাহা হইলে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। আমার প্রিয়কারী ভক্ত মাত্রেরই তাম্রপাত্রে দ্রব্য দান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ধরে! এইরূপে তাম্রের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং এই কারণেই তাম্র আমার অতীব প্রিয়। ভগবদ্ভক্ত দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই তাম্র পাত্রে করিয়া আমাকে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি

প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবি! এই আমি তোমার নিকট দীক্ষাবিধি ও তান্ত্রের সমুৎপত্তি বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আর কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ কর।

ধরা কহিলেন, দেবাদিদেব! আপনার কার্য্যপরায়ণ ভক্তগণ দীক্ষিত হইয়া কোন্ মন্ত্রে কি নিমিত্ত সন্ধ্যার উপাসনা করেন?

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! যে কারণে বা যে মন্ত্রে সূর্য্যের বন্দনা এবং পূর্ব্ব সন্ধ্যা ও পশ্চিম সন্ধ্যার উপাসনা করিতে হয়, কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ আমার ভক্ত ভক্তি পূর্ব্বক জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল ধ্যানাবলম্বনের পর এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে যে, "হে ভগবন্ ভাস্কর! ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রাদিদেবগণ তোমাকে নমস্কার করেন। তুমি ভবের উদ্ভব কারণ, আদৌ তুমি ব্যক্তরূপী। সকলে কৃষ্ণের নিমিত্ত যেরূপ ধ্যানযোগ অবলম্বন করে, সেইরূপ সন্ধ্যাসীন হইয়া সকলে বাসুদেবকে নমস্কার করে। আমরা অব্যক্তরূপী আদিদেব ও অন্যান্য দেবগণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সংসারমুক্তির নিমিত্ত কর্ম্ম করিব। হে বাসুদেব! আমরা সন্ধ্যার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তোমাকে নমস্কার।" এই মন্ত্র বলিয়া দীক্ষিত ব্যক্তি সন্ধ্যার উপাসনা করিবে।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

রাজান্ন ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত।

সূত কহিলেন, হে শৌনক। বিশুদ্ধচিত্তা দেবী বসুন্ধরা নারায়ণের প্রমুখাৎ এইরূপ দীক্ষাবিধি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! যাহার ভাগ্য প্রসন্ন, সেই আপনার এই দীক্ষা মাহাত্ম্য শ্রবণে অধিকারী হইয়া থাকে। আমি আপনার প্রমুখাৎ এই দীক্ষাবিধি শ্রবণ করিয়া নির্ম্মলচিত্ত হইলাম। আপনার কি আশ্চর্য্য মহিমা? আপনা হইতে এই চারিবর্ণের সুখজনক দীক্ষাবিধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি হে দেব! আমার হৃদয়ে আর একটি গুহ্য তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, যদি ভক্তজনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া প্রকাশ করেন, অনুগৃহীত হই। আপনি ইতিপূর্ব্বে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন; সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, সামান্যবুদ্ধি মানবগণ সেই অপরাধে লিপ্ত হইয়া কোন্ কার্য্যদ্বারা শুদ্ধিলাভ করিতে পারে? মাধব! এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট সেই কার্য্য বিবরণ বিবৃত করুন।

অনন্তর মহামনা হৃষীকেশ ধরার বচন শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তার পর কহিলেন, বসুন্ধরে! বিশুদ্ধস্বভাব ভক্তগণ যদি আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া লোভ প্রযুক্তই হউক, ভয়েই হউক, আর বিপন্ন হইয়াই হউক, রাজান্ন

ভক্ষণ করে, তাহা হইলে দশ সহস্র বৎসর ঘোর নরকে নিপতিত হইয়া থাকে।

তখন বসুন্ধরা বরাহদেবের বচন শ্রবণে ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। সপ্তদশ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার ভয়াপনোদন হইল না। তাহার পর একদিন দুঃখিতান্তঃকরণে মধুর বচনে সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত কহিলেন, দেব! আমার অন্তঃকরণে এক সন্দেহ উপস্থিত রহিয়াছে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজান্ন অভক্ষ্য হইল কেন? রাজাদিগের দোষ কি?

তখন ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য নারায়ণ বসুন্ধরার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তুমি যে গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবদ্ভক্তগণের পক্ষে রাজান্ন ভক্ষণ করা একান্ত অকর্ত্তব্য। কারণ যদিও রাজা সকলকে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকে, তথাপি রাজাদ্বারা সুদারুণ রাজস ও তামস কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং রাজান্ন ভক্ষণ ভক্তগণের পক্ষে একান্ত অনুচিত। ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত উহা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে যেরূপ হইলে ভক্ষণ করা ভক্তগণের কর্ত্তব্য, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যদি কেহ ভক্তিপূর্ব্বক যথানিয়মে আমাকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া ধন ধান্য ও অন্যান্য সামগ্রী আমাকে নিবেদন করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমার ভোজনাবশিষ্ট সেই রাজান্ন ভক্ষণ করিলে ভক্তজনকে পাপে পরিলিপ্ত হইতে হয় না।

ধরা কহিলেন, জনার্দ্দন! যদি কোন ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধচিত্ত

ব্যক্তি রাজান্ন ভোজন করে, তাহা হইলে কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে?

বরাহদেব কহিলেন, অয়ি ভীরু! রাজান্নভোজী ভক্তগণ যেরূপে পাপ হইতে মুক্ত হয়, যাথাযথ কহিতেছি, শ্রবণ কর। রাজান্ন ভোজন করিলে প্রথমতঃ একটি চান্দ্রায়ণ করিয়া তৎপরে কষ্টসাধ্য সান্তপন ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সদ্যই সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু আমি বলিতেছি যাহারা আমার পূজা করিয়া সিদ্ধিকামনা করে, রাজান্ন ভোজন তাহাদিগের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

দন্ত কাষ্ঠাভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার না করিয়া যদি কেহ আমার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়, একদিনেই তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত সমুদায় কর্ম্মফল বিনষ্ট হইয়া যায়।

ধর্ম্মচারিণী পৃথিবী নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুপরায়ণ মানবগণের সুখসাধনের নিমিত্ত কহিলেন, ভগবন্! মানবগণ কত কষ্টে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পুন্যসঞ্চয় করে; কিন্তু এক অপরাধে অর্থাৎ একবার দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার না করাতে তাহার সমুদায় পুন্য বিগত হয় কেন?

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! পাপসম্পর্কশূন্যে! এক মাত্র অপরাধে মানবের পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মফল সমস্তই বিনষ্ট হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ভদ্রে! একত কফ-পিত্ত সংযুক্ত বলিয়া মনুষ্যমাত্রেই পাপী। তাহাতে আবার মুখ পূয, শোণিতাদির গন্ধে পরিপূর্ণ। দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিলে সেই সকল দুর্গন্ধ দূরীকৃত হয়। সুতরাং ভাগবতী শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। আর আচার বর্জ্জিত হইলেই সমস্তই নষ্ট হয়।

ধরণী কহিলেন, দেব! যদি কেহ কখন দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার না করিয়া অর্থাৎ মুখধাবন না করিয়া আপনার কার্য্য করে, তাহা হইলে যাহাতে তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফল নষ্ট না হয়, এমন কি প্রায়শ্চিত্ত আছে, কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে অর্থাৎ মানব দৈবক্রমে মুখধাবন না করিলে যাহাতে শুদ্ধিলাভ করে, নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি কেহ দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ না করে, তাহা হইলে একসপ্তাহ আকাশ শয়ন করিলে, শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। ইহাই ইহার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত। এই প্রায়শ্চিত্ত করিলে নিশ্চয়ই শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মৃতস্পর্শন-প্রায়শ্চিত্ত।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! যদি কেহ স্ত্রীসংসর্গ করিয়া অস্নাত অবস্থায় আমাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহাকে পঞ্চদশ সহস্র বৎসর রেতঃপান করিতে হয়।

স্পৃষ্টব্রতা ধরণী নারায়ণের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, ওরূপ অবস্থায় আপনাকে স্পর্শ করিলে কি পাপ হয়? সে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? আমাকে নির্দ্দেশ করুন।

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার শোভন প্রায়শ্চিত্ত বিধি নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ সাতদিন একাহার, তাহার পর তিনদিবস উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়। শবস্পর্শ করিলেও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি শবস্পর্শ করিয়া ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহার আর পাপের সম্পর্কমাত্র থাকে না।

অনুরাগ, মোহ ও কামের বশীভূত হইয়া যে ব্যক্তি নির্ভয়ে রজস্বলা রমণীকে স্পর্শ করে, সেই নির্ঘৃণকে সহস্র বৎসর-কাল রজঃপান করিতে হয়। দেবি! অন্ধতা ও দরিদ্রতা

তাহাকে আশ্রয় করে। সে জ্ঞানবান্ হইলেও নিতান্ত মুর্খ। সে নরকে নিপতিত হইয়া আর জীবন লাভ করিতে পারে না। রজস্বলা স্পর্শে এইরূপই ঘটিয়া থাকে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ধরণী কহিলেন, জনার্দ্দন! যাহারা আপনার শরণাগত হয়, তাহারা মোক্ষ পথের পথিক হইয়া থাকে। কিন্তু আপনার কর্ম্মকারিমধ্যে যদি কেহ পূর্ব্বোল্লিখিত পাপে পরিলিপ্ত হয়, তাহা হইলে সে কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে? আমায় নির্দ্দেশ করুন।

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! যদি কেহ রজস্বলা কামিনীকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া ত্রিরাত্রকাল আমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সেই ত্রিরাত্র আকাশ শয্যায় শয়ন করিবে। এইরূপ করিলে আমার অভিমত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা হয় এবং অনায়াসে রজস্বলা স্পর্শজনিত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মৃত দেহ স্পর্শ করিয়া আমার ক্ষেত্রে অবস্থান করে তাহাকে শত সহস্র বৎসর গর্ভবাসে পরিভ্রমণ করিতে হয়। সে দশ সহস্র বৎসর চণ্ডালযোনি, সপ্ত সহস্র বৎসর অন্ধ, শতবর্ষ মণ্ডুকযোনি, তিন বৎসর মক্ষিকাযোনি এবং একাদশ বৎসর টিট্টিভযোনিতে পরিভ্রমণ করত অন্যান্য দংশকরূপ অবলম্বন করিয়া অবশেষে কৃকলাস যোনিতে অবস্থান করে। পরে সে শতবর্ষ হস্তী, দ্বাত্রিংশৎ বৎসর গর্দ্ধভ, নববর্ষ মার্জ্জার এবং পঞ্চদশ বৎসর বানর যোনিতে বাস করে। হেদেবি! এইরূপে মানবগণ আমাতে অনাসক্ত হইয়া

নিঃসংশয় মহা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর বসুন্ধরা দেবী হরির নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বজনের মোক্ষার্থী হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! মানবগণের দুঃসাধ্য ও আমার মর্ম্মভেদী এই ভীষণবাক্য কিনিমিত্ত প্রয়োগ করিলেন? আপনার প্রতি অনাসক্ত ও আচারভ্রষ্ট নরগণের দুঃখ যাহাতে বিমোচন হয় তাহার কোনও উপায় বিবৃত করুন। তখন লোকনাথ জনার্দ্দন পৃথিবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন হে কাশ্যপি! যে ব্যক্তি মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া আমার কার্য্য পরায়ণ হয় তাহাকে পঞ্চদশ দিন একাহারী হইয়া অবস্থান করিতে হইবে। তদনন্তর এইরূপ বিধানে পঞ্চগব্য পান করিলে পর বিশুধাত্মা হইয়া আর পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না। হে দেবি! শবস্পর্শ বিষয়ে তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলে তাহা বিবোধনের নিমিত্ত সেই সমস্ত বিষয় আমাকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল। যে ব্যক্তি এই বিধানে প্রায়শ্চিত্তাচরণ করে, সে অপরাধ হইতে বিমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমো অধ্যায়ঃ।

মরুৎকর্ম্মপুরীষোৎসর্গ-প্রায়শ্চিত্ত।

বরাহদেব কহিলেন, বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি আমাকে স্পর্শ করিয়া মরুৎক্রিয়া সাধন করে, তাহাকে বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে পাঁচ বৎসর মক্ষিকা, তিন বৎসর মূষিক, তিন বৎসর কুক্কুর এবং নয় বৎসর কূর্ম্মযোনিতে পরিভ্রমণ করিতে হয়। দেবি! আমার কর্ম্মপরায়ণ কোন ব্যক্তি যদি শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও পূর্ব্বোক্তরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই পূর্ব্বোক্ত প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে।

তখন ধরা হৃষীকেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেব! যদি কেহ আপনার কার্য্য করিতে গিয়া এইরূপ পাপে পরিলিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পাপবিমোচনের উপায় কি? সে কিপ্রকারে বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে? এবং কিরূপেই বা সুখী হইবে? কীর্ত্তন করুন।

বরাহ বলিলেন, হে দেবি! মানবগণ এইরূপ অপরাধ করিয়া যে কর্ম্মের দ্বারা শান্তি লাভ করিবে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

ঐরূপ পাপিগণ যদি তিন দিবস ও তিনরাত্রি পাবক দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে তাহা হইলে উহারা কুসংসর্গ

পরিত্যাগ করত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

হে ভদ্রে! মহৎ কর্ম্মাপরাধী ব্যক্তিদিগের দোষ ও গুণ বিষয়ে যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে সমস্তই বলিলাম।

হে অনঘে! আরও অন্যান্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে পুরীষ ত্যাগ করে সে দেবমানের সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রৌরব নরকে অবস্থান পূর্ব্বক উহা ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করে। মৎকর্ম্ম-পরিভ্রষ্ট ব্যাকুলচিত্ত নরগণ যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে এক্ষণে সেই প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেছি। অপরাধী ব্যক্তি এক দিবস সলিলশয্যা এবং এক দিবস আকাশশয্যায় শয়ন করিলে নিশ্চয়ই পূর্ব্বোক্ত অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

হে বিশালাক্ষি! আমার ভক্তগণের মধ্যে যে ব্যক্তি পুরীষ ত্যাগ করে তাহার অপরাধ-মোচনবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, সমস্তই উল্লেখ করিলাম।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

মৌনত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত।

বরাহদেব বলিলেন, হে সুশ্রোণি! যে ব্যক্তি আমার কর্ম্ম করিতে করিতে অন্য কথার অবতারণা করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধি নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই মূর্খ পঞ্চদশ দিবস আকাশশয্যায় শয়ন করিলে ঐ পাপ হইতে নিঃসংশয় মুক্তিলাভ করিতে পারে।

যে ব্যক্তি নীলবস্ত্র দ্বারা ভূষিত হইয়া আমাকে আরাধনা করে তাহাকে পঞ্চশতবর্ষ কৃমিরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে হয়।

হে নিবিড়নিতম্বে! হে বিশালাক্ষি! যে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলে এই পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর।

হে ভূমে! যথাবিধানে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিলে নিঃসংশয় এই কিল্বিষ হইতে মুক্ত হইতে পারে।

যে ব্যক্তি অপবিত্র হইয়া আমার নিকট আগমন করে তাহাকে মূর্খ, পাপকর্ম্মা ও আমার বিদ্বেষী বলিয়া জানিবে।

হে বরারোহে! তাহার প্রদত্ত সুগন্ধি গন্ধমাল্য তাম্বূল ও মিষ্টান্ন আমি কখনও গ্রহণ করি না।

অনন্তর সংশিতব্রতা ধর্ম্মাভিলাষিণী বসুন্ধরা নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন, হে নাথ! আপনি আচারের ব্যতিক্রম বিষয়ে সমস্তই আমার নিকট প্রকাশ করিলেন, কিন্তু এক্ষণে সদাচার বিষয় প্রকাশ করুন। এই জগতে আপনার কর্ম্মপরায়ণ নরগণ কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ কিরূপ শুচি হইয়া আপনার নিকট গমন করিতে পারে। হে দেব! ইহাই আমার সংশয়, এবং ঐ বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে। অতএব ভক্ত-গণের সুখের নিমিত্ত সমস্তই প্রকাশ করুন।

বরাহদেব বলিলেন, হে ভীরু! এই মহৎ গোপনীয় বিষয় যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

হে সুশ্রোণি! সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যেরূপে ক্রিয়া করিলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে তাহা শ্রবণ কর। ক্রিয়ায় প্রারম্ভে পূর্ব্বমুখ হইয়া জল দ্বারা পাদদ্বয় প্রক্ষালণ করিতে হইবে। তদনন্তর যথানিয়মে তিনবার মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া সেই প্রক্ষালিত হস্ত পুনর্ব্বার জল দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। তদনন্তর সপ্তকোশ জল গ্রহণ করিয়া পুনরায় প্রক্ষালন করিবে।

সেই সমস্ত কোশের মধ্য হইতে সর্ব্বপাপবিশোধন ও সর্ব্বেন্দ্রিয় নিগ্রহের নিমিত্ত তিন কোশ জল পান করিয়া মুখমার্জ্জন করিবে। তদনন্তর আমার চিন্তাপরায়ণ হইয়া প্রাণায়াম করত যথাবিধানে কর্ম্ম করিলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এইরূপ ব্যবহারেব পর তিনবার

মস্তক এবং তিনবার কর্ণ ও নাসিকা ধৌত করত তিনবার জল প্রক্ষেপ করিবে। অয়ি বামলোচনে! আমার নিকটে আগমনের সময় পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আর যদি সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া আমার নিকট আগমন করে, তাহা হইলে বিশেষরূপ প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। আমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এইরূপ কার্য্য করিলে কিছুতেই পাপ স্পর্শ হইতে পারে না।

তদনন্তর বসুন্ধরা দেবী নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবৎভক্তদিগের প্রিয় ও মধুময় বাক্যে বলিলেন, ভগবন্! যদি কেহ যথানিয়মে বিধৌতদেহ হইয়া আপনার কার্য্য করিতে না পারে, তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত এবং শুদ্ধিলাভের উপায় কি, নির্দ্দেশ করুন।

বরাহদেব কহিলেন, হে অনিন্দিতে! আমার কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তিগণ যেরূপ গতি লাভ করে তাহা যথাযোগ্য বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

যে ব্যক্তি ব্যভিচারী হইয়া আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে দশসহস্র ও দশশত বর্ষ কৃমি হইয়া অবস্থান করিতে হয়।

হে মহাভাগে! যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে ঐ মূর্খব্যক্তি কৃত-কৃত্য হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তি আমার মতে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে একটী মহাসান্তপনব্রত ও সমস্ত তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতসাধন করিতে হয়।

হে যশস্বিনী! যে ব্যক্তি এই বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিবে সেই নর পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিতে পারে।

আমার ভক্ত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট হয় এবং চঞ্চলচিত্তে আমাকে স্পর্শ করে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। হে যশস্বিনি! আমি ক্রোধকে ইচ্ছা করি না, এবং ক্রোধাবিষ্ট ব্যক্তিকেও ইচ্ছা করি না। জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র পঞ্চেন্দ্রিয় সংযুক্ত লাভালাভ শূন্য অহঙ্কারাদি হইতে বিনির্মুক্ত এবং আমার কর্ম্মে সর্ব্বদা অভিরত হয়, এমন ব্যক্তিকে ইচ্ছা করি।

হে বরাননে! আর এক বিষয় বলিতেছি যে, যদি কোন ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহাকে শতবর্ষ চিল্লী, শতবর্ষ শ্যেন এবং তিন শতবর্ষ ভেকযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে অপুমান হইয়া ছয় বৎসর রেত ভক্ষণ করিতে হয়। হে সুশ্রোণি! সেই পুরুষকে একবিংশ বর্ষ অশ্ব, দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ গৃধ্র, এবং দশবর্ষ শৈবাল-ভক্ষিতা আকাশগামী চক্রবাক হইয়া পরিশেষে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে। হে ভূমে! মানবগণ নিজ কর্ম্মদোষে সংসার সাগরে এইরূপ অত্যুৎকট দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

ভগবন্! আপনি অতি গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিলেন। আপনার বচন শ্রবণে আমার চিত্ত একান্ত অস্থির ও নিতান্ত বিহ্বল হইল। আপনি যাহা কহিলেন, ইহা ভক্তজনের দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আমি ইহা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত ও

অতীব দুঃখিত হইলাম। জগৎপতে! দেব দেব! আমার সাধ্য কি, যে আপনাকে আদেশ করি, তবে যদি আপনি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক আমার প্রিয়ানুষ্ঠান ও এবং সমস্ত লোকের হিতসাধন জন্য ইহার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে সাতিশয় পরিতৃপ্ত হই। কারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অতি ক্ষীণ-প্রাণ এবং লোভমাহের একান্ত বশীভূত। অতএব আপনার কার্য্য করিতে করিতে যদি তাঁহাদিগের দোষস্পার্শ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যাহাতে শুদ্ধিলাভ করিয়া নির্ভীকচিত্ত হইয়া দোষ হইতে মুক্ত হন এবং যাহাতে দুস্তর দুঃখসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করুন।

ঐ সময় বরাহরূপী কমললোচন নারায়ণ সনৎকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সনৎকুমার আমার একজন পরম ভক্ত যোগী, অতএব সনৎকুমারই ইহার বিধি নির্দ্দেশ করিবেন।

তখন ব্রহ্মার মানসপুত্র যোগজ্ঞ সনৎকুমার বসুন্ধরাকে কহিলেন, দেবি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতে তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। কিন্তু বরাহরূপী নারায়ণ সমুদায় মায়ার মূল, সমুদায় যোগও যোগাঙ্গবেত্তা এবং সমুদায় ধর্ম্মবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য। অতএব উনিই এ বিষয়ের বিধি নির্দ্দেশ করুন।

তখন বরাহদেব সনৎকুমারের বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সমুদায় ক্রিয়াকলাপ অধ্যাত্মযোগ, ও পার্থিব ধর্ম্মাদি বিষয়ে নারায়ণই বিশেষ দক্ষ, অতএব উনিই সমুদায় নির্দ্দেশ করুন।

তখন মায়াকরণ্ডক বিষ্ণু কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ আমার কার্য্য করিতে করিতে ক্রুদ্ধ হইলে যাহাতে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, কহিতেছি, শ্রবণ কর। তাদৃশ অপরাধী ব্রাহ্মণ আট জন গৃহস্থের ভবন হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া দিবার ষষ্ঠভাগে ভোজন করিবে। যিনি এইরূপ নিয়মে ব্রহ্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যদি ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে যাইতে ইচ্ছা করেন,তাহাহইলে শীঘ্র বিষ্ণুকে আরাধনা করা, তাঁহাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

ঐ সময় ব্রহ্মার মানসপুত্র মুনিবর নারায়ণ বসুন্ধরাকে কহিলেন, দেবি ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে ইহা অতি গুহ্য রহস্য। অতএব লোকনাথ জনার্দ্দনের মুখবিনির্গত ধর্ম্মতত্ত্ব তুমি যাহা শ্রবণ করিয়াছ নির্দ্দেশ কর।

তখন ধরণী কহিলেন, তাহার পর বরাহরূপী শঙ্খচক্র গদাধর কমললোচন লোকনাথ জনার্দ্দন দুন্দুভি ও মেঘ গভীরস্বরে মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবি ! যে ব্যক্তি আচারপূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কার্য্য করে, সে অনায়াসে পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। দেবি ! যদি আমার লোকে গমনের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে ক্রোধ, লোভ বা ত্বরার বশীভূত হইয়া আমার কার্য্য করা ভক্তজনের কর্ত্তব্য নহে। যাহারা ক্রোধবর্জ্জিত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া আমার কার্য্য করে, তাহাদিগের আর কোন অপরাধ থাকে না। বরং চরমে তাহাদিগকে আর সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! যদি কোন ব্যক্তি অকর্ম্মণ্য পুষ্পদ্বারা আমার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহার প্রতি-ফলের বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি সেই অকর্ম্মণ্য পুষ্প কখনই গ্রহণ করি না এবং তাদৃশ পুষ্পদাতা কখনই আমার প্রিয় নহে। সেই মূর্খতম ভক্তগণ, আমার প্রিয়কারী না হইয়া প্রত্যুত অপ্রিয়কারীই হইয়া থাকে। সেই পাপে তাহারা ঘোরতর রৌরব নরকে নিপতিত হইয়া থাকে, অজ্ঞতা দোষে তাহাদিগকে অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়। এমন কি তাহারা দশবৎসর বানর, ত্রয়োদশ বৎসর মার্জ্জার, পঞ্চবর্ষ মূক, দ্বাদশবৎসর বলীবর্দ্দ, আটবৎসর ছাগ, একমাস গ্রাম কুক্কুট এবং তিন বৎসর মহিষযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। দেবি! এই আমি তোমার নিকট অকর্ম্মণ্য ও আমার একান্ত অপ্রিয় পুষ্পদানের প্রতিফলের কথা নির্দ্দেশ করিলাম।

ধরণী কহিলেন, ভগবন্! যদি সর্ব্বান্তঃকরণে আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার কর্ম্মপরায়ণ ভক্তগণ যাহাতে এই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করুন।

বরাহদেব কহিলেন, হে মহাভাগে দেবি বসুন্ধরে! যে প্রকারে মানবগণ অকর্ম্মণ্য পুষ্পদানজনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হয়, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। বরাননে! তাদৃশ পাপী ব্যক্তি একমাস একাহার ব্রত পালন করিয়া তাহার পর চতুর্দ্দশ দিবস বীরাসন বিধির অনুষ্ঠান করিবে। তৎপরে একমাস ঘৃতপায়স ভক্ষণ করিবে। তাহার পর তিন দিন

যাবকান্ন এবং তিন দিন বায়ুভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিবে। দেবি! যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মে আমার কার্য্য করে, সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

জালপাদভক্ষণ-প্রায়শ্চিত্ত

বরাহদেব কহিলেন, নিবিড়নিতম্বে! রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া যে ব্যক্তি আমার পূজাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সংসারমুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। রজস্বলা রমণীদিগের যে রজঃপ্রবৃত্তি হয়, রক্তবস্ত্র পরিধানকারী ব্যক্তি পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই রজোরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করে। এক্ষণে তাদৃশ অপরাধী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তাদৃশ অপরাধী ব্যক্তি প্রথমতঃ সপ্তদশ দিবস একাহারে দিনপাত করিয়া তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিবে। তাহার পর শুদ্ধ জলমাত্র পান করিয়া একদিন যাপন করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া আমার প্রিয় হইতে পারে।

হে রক্তবস্ত্রবিভূষিতে ধরে! রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আমার কার্য্য করিলে যে পাপস্পর্শ হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিলাম, সম্প্রতি সত্বরতা প্রযুক্ত যদি কেহ বিমোহিত হইয়া বিনা আলোকে অর্থাৎ অন্ধকারে আমার কার্য্য করে, তাহার কষ্টের বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। সেই দীপবর্জ্জিত ব্যক্তি একজন্ম যাবৎ অন্ধ হইয়া মহাকষ্ট ভোগ করে। এমন কি, অন্ধতাবশতঃ তাহার খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা থাকে না, যাহাই তাহার হস্তগত হয় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

ধরে! সম্প্রতি সেই দীপবর্জ্জিত ব্যক্তি একান্ত ভক্তি সহকারে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অন্ধকারে আমার সেবাজনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তাদৃশ অপরাধী ব্যক্তিকে প্রথমতঃ পঞ্চদশ দিবস স্বীয় নেত্রদ্বয় সমাবৃত করিয়া অবস্থান করিতে হইবে। তাহার পর সংযতচিত্ত হইয়া বিংশতি দিবস একাহারে পর্য্যবসিত করিবে। তাহার পর যে কোন মাসে হউক, একটী দ্বাদশী একাহারে যাপন করিবে। তৎপরে এক দিবস জলপান করিয়া সমতীত করিবে। তাহার পর এক দিবস গোমূত্রে যবান্ন পাক করিয়া তাহাই ভক্ষণপূর্ব্বক অবস্থান করিবে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে অন্ধকারে সেবাজনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

দেবি! এক্ষণে যদি কেহ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার কার্য্য করে, তাহার কষ্টের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানজনিত অপরাধে সেই ব্যক্তিকে দশ

বৎসর ঘুণ, পাঁচবৎসর নকুল, এবং দশবৎসর কচ্ছপযোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে পারাবতযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর যাবৎ আমার পার্শ্বে অবস্থান করিতে হয়। সম্প্রতি তাহার সংসারমুক্তির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

কৃষ্ণবস্ত্র-পরিধানকারী ব্যক্তি সপ্তাহ যাবক ভক্ষণ পূর্ব্বক পরে তিন দিবস রাত্রিতে তিনবার মাত্র এক একটী সক্তুপিণ্ড ভক্ষণ করিলে কৃষ্ণবস্ত্র-পরিধান-জনিত অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারে। হে দেবি বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ নিয়মে আমার কার্য্য করে, তাহাকে আর সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; প্রত্যুতঃ সে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! সম্প্রতি যে ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র জলপূত না করিয়া ভক্তিভাবে আমার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, সম্প্রতি সেই উচ্ছিষ্টবস্ত্র পরিধানকারীর দোষ ও কষ্টের কথা উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। অপবিত্র বস্ত্র পরিধানকারী ব্যক্তি একজন্ম মত্ত হস্তী, একজন্ম উষ্ট্র, একজন্ম বৃক, একজন্ম গোমায়ু, একজন্ম অশ্ব, একজন্ম হরিণ এবং একজন্ম মৃগ, এই রূপে সপ্ত জন্মের পর পুনরায় মানব জন্ম লাভ করিয়া আমার ভক্ত, আমার কার্য্যপরায়ণ এবং গুণজ্ঞ, অহঙ্কারবর্জ্জিত কার্য্যদক্ষ ও নিরপরাধী হইয়া থাকে।

ধরা কহিলেন, দেব! অপূত উচ্ছিষ্ট বস্ত্র পরিধানকারীর পক্ষে যেরূপ দুর্গতির কথা কহিলেন তাহা শুনিলাম। সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, আপনার কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কোন্

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সুখী হইতে পারে?

বরাহদেব কহিলেন, হে পাপসম্পর্ক শূন্যে দেবি বসুন্ধরে! সম্প্রতি উচ্ছিষ্ট বস্ত্র পরিধানকারীর প্রায়শ্চিত্তের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। তাদৃশ ব্যক্তি তিন দিবস যাবক, তিন দিবস পিণ্যাক, তিন দিবস বৃক্ষপর্ণ, তিন দিবস দুগ্ধ, তিন দিবস পায়স এবং তিন দিবস বায়ু ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করিলে অপূত বস্ত্র পরিধানজন্য পাতক হইতে মুক্তিলাভ করে। আর তাহাকে সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

ধরে! আমার কার্য্যপরায়ণ ব্যক্তি যদি আমাকে কুক্কুরোচ্ছিষ্ট কোন বস্ত্র প্রদান করে তাহা হইলে সংসারে তাহার ভয়ের সীমা থাকে না এবং সে যেরূপ পাতকে পরিলিপ্ত হয় তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। কুক্করোচ্ছিষ্ট-দাতা প্রথমতঃ সাত জন্ম কুক্কুর ও সাত জন্ম শৃগাল হইবার পর সাত বৎসর উলূকত্ব লাভ করিয়া পরিশেষে ভগবদ্ভক্তের গৃহে শুদ্ধাত্মা যোগজ্ঞ ও আমার ভক্ত হইয়া মানবজীবন প্রাপ্ত হয়।

বসুধে! এক্ষণে যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তি পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হয় তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বোক্ত অপরাধী স্নানান্তে তিন দিন মূল, তিন দিন ফল, তিন দিন শাক, তিন দিন দুগ্ধ, তিন দিন দধি, তিন দিন পায়স, এবং তিন দিন বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিবে। একবিংশতি দিবস ক্রমাগত এইরূপ ভাবে দিনযাপন করিলে আর কোন অপরাধ থাকে না। প্রত্যুতঃ সংসারমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

সুন্দরি! যদি কেহ বরাহমাংস ভক্ষণ করিয়া আমায় স্পর্শ করে, তাহাকে যেরূপ ফলভোগ করিতে হয় তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বরাহ মাংসাশী ব্যক্তি প্রথমতঃ দশ বৎসর বন্য বরাহ, দ্বাদশ বৎসর বনচারী ব্যাধ, চতুর্দ্দশ বৎসর মূষক, ঊনবিংশ বর্ষ রাক্ষস, আট বৎসর শল্লকী, ত্রিংশৎবর্ষ মাংসাশী ব্যাঘ্র হইয়া জন্মিবার পর পরিশেষে ভগবদ্ভক্ত মানবের বিশুদ্ধবংশে মানব জন্ম লাভ করিয়া বিমুক্ত হইয়া থাকে।

তখন দেবী বসুন্ধরা হৃষীকেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার ভক্তজনের সুখাবহ পরম গুহ্য বরাহমাংস ভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত কথা শ্রবণ করিলাম।

অনন্তর বরাহদেব কহিলেন, ধরে! মানবগণ পাচ দিন গোময়, সাত দিন তণ্ডুলকণা, সাত দিন জল, সাত দিন অক্ষার লবণ, তিন দিন সক্তু এবং সাত দিন তিল ভক্ষণ পূর্ব্বক অহঙ্কারবর্জ্জিত হইয়া চিত্ত সংযত করিয়া এইরূপে একোন পঞ্চাশৎ দিবস যাপন করিলে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। মনোমন্দিরে চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং শরীরে যন্ত্রণার লেশমাত্র থাকে না। পরিশেষে আমার কার্য্য করিয়া অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে পারে।

যে ব্যক্তি জালপাদ অর্থাৎ হংসাদি ভক্ষণ করিয়া আমার সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে প্রথমতঃ পঞ্চদশ বর্ষ জালপাদ, দশবর্ষ কুম্ভীর এবং পঞ্চবর্ষ শূকরযোনিতে পরিভ্রমণ করিবার পর পরিশেষে মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার পরমভক্ত

ও অপরাধবর্জ্জিত হয়। এইরূপে সংসারপ্রবাহ অতিক্রম পূর্ব্বক পরিশেষে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে সংসার-সাগর-সমুত্তীর্ণ হয় সম্প্রতি জালপাদভক্ষণের সেই প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তিন দিন যাবকান্ন, তিন দিন বায়ু, তিন দিন ফল, তিন দিন তিল, তিন দিন অক্ষারলবণযুক্ত অন্ন, এই রূপে ক্রমে পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত করিলে জালপাদ ভক্ষণের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। যে ব্যক্তি আপনার সদ্গতি কামনা করে, তাহাকে বিগত ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া এইরূপ আত্মশুদ্ধিকর প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মসূত্র।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি! যে ব্যক্তি দীপস্পর্শ করিয়া আমার কার্য্য করে, তাহার যেরূপ দুর্গতি হইয়া থাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। দীপস্পৃষ্ট ব্যক্তি আমার কার্য্য করিয়া চণ্ডালগৃহে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত

হইয়া থাকে, তাহার আর সংশয় নাই। কিন্তু যদি সে এইরূপ কার্য্য করিবার পর আমার ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে পুনরায় আমার পরমভক্ত হইয়া ভক্তজনের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

দীপস্পর্শ করিয়া আমার কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যে চণ্ডাল যোনি লাভ করে, কিন্তু এক্ষণে সেই চণ্ডালযোনি হইতে মুক্তিলাভের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বাদশ মাসের মধ্যে যে কোন মাসের হউক্ শুক্লা দ্বাদশীর চতুর্থ ভাগে আহার করিয়া দীপদান পূর্ব্বক আকাশশয্যায় শয়ন করিলে দীপস্পর্শজনিত অপরাধ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। ভদ্রে! এই আমি তোমাকে দীপস্পার্শনের প্রায়শ্চিত্ত কথা নির্দ্দেশ করিলাম, সম্প্রতি শ্মশানে গিয়া অস্নাত অবস্থায় আমাকে স্পার্শ করিলে চতুর্দ্দশ বর্ষ জম্বুক, এবং সাত বৎসর খগেশ্বর গৃধ্র হইয়া উভয়েই নরমাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক বিচরণ করে। তাহার পর পিশাচ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেই শ্মশানেই পঞ্চদশ বৎসর কাল পরিভ্রমণ করে। তাহার পর সেই প্রেতভূমিতে ত্রিংশৎবর্ষ যাবৎ কুণপোচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া কালযাপন করিয়া থাকে।

নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া ধরণী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে লোকনাথ! হে জনার্দ্দন! হে কমল-লোচন! এই শ্মশান পরিভ্রমণকারীর বিষয়ে আমার এক কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে কহিতেছি শ্রবণ করুন। শ্মশান-ভূমি অতি পবিত্র স্থান বলিয়া ভগবান্ ভূত ভাবন প্রশংসা করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং দীপ্তিমান কপাল গ্রহণ

করিয়া সর্ব্বদা তথায় বিচরণ করিয়া থাকেন। আর নিশাকালে শ্মশান রুদ্রদেবের অতি প্রিয় স্থান। রুদ্রদেব যে শ্মশানের প্রশংসা করেন, আপনি তাহার নিন্দা করিলেন কেন?

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! শ্মশান আমার পক্ষে অপবিত্র এবং মহেশ্বরের পক্ষে প্রিয়স্থান হইল কেন, এই অত্যুত্তম গূঢ় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে পাপ-সম্পর্কশূন্যে! নিয়মাবলম্বী ঋষিগণও অদ্যাপি ইহার বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত নহেন। ভগবান্ মহেশ্বর ত্রিপুর বিনাশসময়ে একাদিক্রমে ভূতপতি হরি, বালক, বৃদ্ধ ও রূপবতী রমণী প্রভৃতি সমস্ত বিনাশ করিয়া সেই পাপে আর কোন কার্য্যই করিতে পারিলেন না। এমন কি, তাঁহার মনোবল, মায়াবল ও যোগবল নষ্ট হইল। মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমি নষ্টমায় মহাদেবকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত চিন্তা করিলাম; কিন্তু তাঁহার অনাগমনে ধ্যানযোগে দিব্যচক্ষে দেখিলাম, ভূতপতি মহেশ্বরের মায়াবল বিগত হইয়াছে। তখন আমি স্বয়ং তাঁহার উপাসনার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু গিয়া দেখিলাম, তিনি সংজ্ঞাশূন্য এবং জ্ঞানশূন্য। তাঁহার আর সে যোগবল নাই, তিনি একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তখন আমি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, রুদ্রদেব! তুমি এরূপ পাপে পরিবৃত হইয়া এস্থানে এরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছ কেন? তুমি সমুদায় সৃষ্টি, আবার সমুদায় ধ্বংস করিতে পার। তুমি স্বয়ং স্বাকার, আবার নিরাকার, তুমি সংযোগ, তুমি

এবং বিয়োগ, তুমি উৎপত্তিস্থান ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ভূমি, তুমি সমস্ত উগ্র দেবতার আদিস্বরূপ, তুমিই সাম, তুমিই পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক্ সকল, এবং তুমিই প্রমথগণে পরিবেষ্টিত দেবদেব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তুমি আপনাকে আপনি বিস্মৃত হইতেছ! হে দেবদেবাধিনাথ! তুমি এরূপ বিবর্ণ ও স্থূল-দৃষ্টি হইলে কেন? আমি তাহা স্বরূপতঃ জানিতে অভিলাষী হইয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমায় প্রকৃত উত্তর প্রদান কর। আমি তোমার প্রিয় সম্পাদনার্থ এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমার আশ্চর্য্য যোগ ও মায়া স্মরণ এবং দর্শন কর।

তখন পাপাগ্নি-সন্তপ্ত-লোচন ত্রিলোচন, আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন এবং মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে দেব মাধব! আমি তত্ত্বতঃ তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্বলোক মহেশ্বর একমাত্র নারায়ণ ব্যতীত আর কে এরূপ করিবে? হে বিষ্ণো! আমি তোমার অনুগ্রহে দেবত্ব লাভ করিয়াছি, যোগ ও সাঙ্খ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমার মোহজ্বর বিগত হইয়াছে। আমি তোমার প্রসাদে পরিপূর্ণ জলনিধির ন্যায় পূর্ণৈশ্বর্য্য লাভ করিলাম। হে মাধব! কেবল আমিমাত্র তোমাকে ও শুদ্ধ তুমিমাত্র আমাকে অবগত আছ। হে জনার্দ্দন! তোমায় ও আমায় স্বল্পমাত্র প্রভেদ না থাকায় কেহ আমাদিগের বিভিন্নভাব দেখিতে পায় না। এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সহিতও আমাদিগের দুই জনেরই কোন অংশে কিঞ্চিৎমাত্র বিভিন্নতা নাই বলিয়া তাঁহার সহিতও আমাদিগের

পার্থক্যভাব লোকে জানিতে পারে না। হে বিষ্ণো! তুমি সর্ব্বপ্রকার মায়ার করণ্ডক স্বরূপ, তুমিই ধন্য।

অয়ি বসুন্ধরে! সর্ব্বভূত মহেশ্বর হর আমাকে এই প্রকার বাক্য কহিয়া মুহূর্ত্তকাল ধ্যানস্থ হইয়া, পুনরায় বলিলেন, হে বিষ্ণো! আমি তোমার প্রসাদে সেই ত্রিপুরাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছি; কিন্তু ত্রিপুরসংগ্রামে আমা কর্ত্তৃক দিগ্বিদিক্ সমস্ত দহ্যমান হওয়াতে দানব দল, গর্ভিণীগণ, বালক ও বৃদ্ধ সমস্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি সেই পাপে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছি, কোন কার্য্যেই আমার ক্ষমতা নাই। হে মাধব! আমার পূর্ব্ব যোগমায়া নষ্ট হইয়াছে। আমি স্বীয় ঐশ্বর্য্য সকল হারাইয়াছি। হে বিষ্ণো! আমি পাপভারে আক্রান্ত হইয়াছি। সম্প্রতি বর্ত্তমান অবস্থায় যে পাপনাশন শুদ্ধিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমি পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তাহার উপায় নির্দ্দেশ কর। চিন্তাকুলিত চিত্ত রুদ্রদেবের এইরূপ কথা শুনিয়া আমি কহিলাম, 'শঙ্কর! তুমি কপালমালা গ্রহণ করিয়া সমলে গমন কর।' আমার বাক্য শুনিয়া ভগবান পরমেশ্বর আমাকে পুনরায় কহিলেন, 'হে বিষ্ণো! আমি কি প্রকার সমলে গমন করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, অতএব হে জগৎপতে! আমায় সমলের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।' অয়ি মহেশ্বরি বসুধে! তখন শঙ্করের কথা শুনিয়া তাঁহার পাপ শোধনের নিমিত্ত আমি কহিলাম, হে রুদ্র! পূতিক-ব্রণ-গন্ধময় শ্মশান সমল। মরণের পর মনুষ্য নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই স্থানে গিয়া অবস্থান করে। তুমি নরকপাল সকল

লইয়া দৃঢ়ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক গণপরিবৃত হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর সেই স্থানে অবস্থান কর। ঐ সময় স্বকৃতপাপ ক্ষয়ের নিমিত্ত, বিনষ্ট জন্তুগণের মাংস ও অন্যবিধ ভোজ্য সকল তোমার প্রিয় খাদ্য হইবে। প্রমথগণের সহিত দৃঢ়ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক এইরূপে বর্ষ সহস্র অতিক্রান্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত সমল পরিত্যাগ করিয়া তুমি গৌতম মুনির আশ্রমে গমন করিবে। তথায় অবস্থিতি করিয়া তুমি তাঁহার প্রসাদে পাপমুক্ত হইবে এবং পুনর্ব্বার আত্মাকে জানিতে পারিবে। তাঁহার প্রসাদে সতত তোমার মস্তকস্থিত পাপ-পরিপূর্ণ কপাল সেইস্থানে পতিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। রুদ্রকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া আমি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলাম, তিনিও সেই পাপসমাকুল শ্মশানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অয়ি বসুন্ধরে! রুদ্র-কৃত ভয়াবহ পাতক শ্মশানে রহিয়াছে, এইজন্য উহা কখনই আমার রুচিকর স্থান নহে। শুভে! শ্মশান আমার ঘৃণার আস্পদ হইবার এই কারণ নির্দ্দেশ করিলাম।

যদি কোন ব্যক্তি অকৃতসংস্কার হইয়া আমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার শুদ্ধি লাভের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। একদিন উপবাসের পর পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত এক বস্ত্রে শুদ্ধ কুশাসনোপরি শয়ন করিয়া পরে প্রভাতে শুদ্ধিকর পঞ্চগব্য পান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি লাভ পূর্ব্বক মল্লোকে গমন করিতে পারে। হে সুশ্রোণি বসুধে! যে ব্যক্তি পিণ্যাক ভক্ষণ করিয়া দেবতার উপসর্পণ করে তাহার পাতকনাশক প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ কর। সৎকর্ম্মপরায়ণ

সেই কৃতাপরাধ ব্যক্তি দশ বৎসর পেচকযোনি এবং তিন বৎসরকাল কচ্ছপ যোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে পুনর্ব্বার মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অয়ি সুশ্রোণি বসুন্ধরে! যেরূপ কার্য্য করিলে পূর্ব্বকৃত পাতকের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হয়, এবং অনায়াসে সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। একদিন যাবক ভক্ষণ ও অন্যদিন গোমূত্র পান করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তি রাত্রিতে বীরাসন হইয়া আকাশশয়নে শয়ন করিবে। এইরূপ আচরণ করিলে ঐ ব্যক্তিকে আর সংসারদুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয় না; প্রত্যুতঃ সে আমার লোকে আগমন করে। অয়ি বসুন্ধরে! যে মূঢ়াত্মা সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া আমাকে বরাহ মাংস নিবেদন করে, তাহার দুর্গতির কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। বরাহ গাত্রে যতগুলি লোম সংস্থিত থাকে, পৃথিবীতে তৎপরিমাণ বর্ষ সহস্রকাল ঐ ব্যক্তি নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে! বরাহমাংস নিবেদনকারীর অপর যন্ত্রণা এই যে নিবেদ্য পাত্রে যতগুলি বরাহলোম অবস্থিত থাকে ঐ ব্যক্তিকে তাবৎ পরিমাণ কাল শূকর দেহ ধারণ করিতে হয়। বরাহ মাংসদাতা আত্মাপরাধহেতু অন্ধ হইয়া সংসারাতিপাত করিয়া থাকে। অনন্তর ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পবিত্র বিখ্যাত ও সিদ্ধ বংশে জন্ম গ্রহণ করে। ঐ জন্মে সেই ব্যক্তি সৎকর্ম্মপরায়ণ বিনীত কৃতসংস্কার দ্রব্যসম্পন্ন, গুণসম্পন্ন, রূপও শীলসম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মকৃত পাতকনিবন্ধন তাহার শরীরশোধনের প্রায়শ্চিত্ত

নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তাদৃশ অপরাধী সাতদিন ফলাহার, সাতদিন মূলাহার, সাতদিন অনশন, সাতদিন পায়স ভোজন, সাতদিন তক্রসেবন এবং সাতদিন অগ্নি ভোজন-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধিলাভ করতঃ আমার লোকে গমন করিতে পারে। অয়ি বরারোহে! যে ব্যক্তি মদ্যপান করিয়া আমার উপসর্পণ করে দশসহস্রবর্ষ ঐ ব্যক্তিকে দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহার পর সে পবিত্রাত্মা হইতে পারে ইহাতে সংশয় নাই। যে দীক্ষিত ভাগবত ব্যক্তি কামপ্রবৃত্ত হইয়া মদ্যপান করে তাহার প্রায়শ্চিত্তই নাই। অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিয়া যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করে তাহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; প্রত্যুতঃ সে অনায়াসে সংসার অতিক্রম করিতে পারে। আমার পূজক হইয়া যে ব্যক্তি কৌসুম্ভ শাক ভক্ষণ করে ঐ ব্যক্তি শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চদশ বৎসর ঘোর নরকে বাস করে। অনন্তর তিন বৎসর কুক্কুরযোনি লাভ করিয়া পরে এক বৎসর শৃগালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। অয়ি বসুন্ধরে! তাহার পর আমার কর্ম্মনিরত শুদ্ধচিত্ত ও পূতাত্মা হইয়া আমার লোক লাভ করে।

পৃথিবী এই সকল কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার হরিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দেবেশ্বর! হে প্রভো! কুসুম্ভ শাক-কল্পিত নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া লোকে কি প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে, আমায় কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! যে ব্যক্তি আমাকে কুসুম্ভ শাক নিবেদন করে, তাহাকে দশ সহস্র বৎসর নরক যন্ত্রণা

সহ্য করিতে হয়। সম্প্রতি আমায় কুসুম্ভ শাক নিবেদন ও স্বয়ং ভক্ষণ করিলে যে প্রকার প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয়, নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমায় কুসুম্ভ শাক অর্পণ করিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অর্পণকারীকে দ্বাদশ দিবস পয়োব্রত এবং যদি ভক্ষণ করে তাহা হইলে ভক্ষণকারীকে দ্বাদশ দিবস চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহাকে আর পাতকে পরিলিপ্ত হইতে হয় না, প্রত্যুতঃ প্রায়শ্চিত্তকারী আমার সালোক্য লাভ করিতে সমর্থ হয়।

মদ্ভক্তিপরায়ণ যে মূঢ় ব্যক্তি অন্যের পরিত্যক্ত অধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া আমার পূজাদি কার্য্য বা আমাকে স্পর্শ করে, তাহাকে দশ বৎসর কাল মৃগযোনিতে পরিভ্রমণ করিবার পর এক জন্মকাল হীনপদ মূর্খ ও ক্রোধনস্বভাব হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়। হে নিবিড়নিতম্বে! সম্প্রতি সেই মদ্ভক্তিপরায়ণ মূঢ় ব্যক্তির কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। পাপী ব্যক্তি প্রথমতঃ ভক্তি পূর্ব্বক দুইদিন উপবাস করিয়া পরিশেষে মাঘমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শান্ত দান্ত ও নিয়তব্রত হইয়া জলাশয়ে অবস্থান পূর্ব্বক অনন্যচিত্তে সমস্ত রাত্রি আমাকে ধ্যান করিবে। তাহার পর নিশাবসানে দিবাকর সমুদিত হইলে পঞ্চ গব্য পান করিয়া আমার কার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করে, সে অনায়াসে পাপ বিমুক্ত হইয়া আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণু লোকে গমন করিতে পারে।

যে ব্যক্তি নবান্ন না করিয়া আমার কর্ম্মপরায়ণ হয় কিম্বা

যে ভগবদ্ভক্ত পুরোহিতাদি দ্বারা নবান্ন না করায় তাহার পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষগণ পঞ্চদশ বৎসর ভোজনব্যাপারে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অন্যকে নবান্ন না দিয়া স্বয়ং উহা ভোজন করে, নিশ্চয় তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। ঐ ব্যক্তি যাহাতে পাতক হইতে পরিত্রাণ পায়, মদ্ভক্তিপরায়ণ-দিগের সুখাবহ সেই প্রায়শ্চিত্তের কথা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। অয়ি মহাভাগে বসুমতি! অপরাধী ব্যক্তি তিন রাত্রি উপবাসান্তে একরাত্রি আকাশ শয়ন করিয়া চতুর্থ দিবসে সম্যক্ শুদ্ধি লাভ করে। ঐ দিবস সূর্য্যদেব উদিত হইলে পর, বিধানানুসারে পঞ্চ গব্য পান করিলে সত্বরই পাতক হইতে মুক্তি লাভ করে ও সর্ব্ব সঙ্গ বিহীন হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

অয়ি মেদিনি! যে ব্যক্তি আমাকে গন্ধ মাল্য না দিয়া অগ্রে ধূপ প্রদান করে, নিশ্চয়ই তাহাকে কুণপ রাক্ষসযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, এবং সেই অবস্থায় একবিংশ বর্ষকাল অয়স্করের গৃহে বাস করে। উহার পাপ শোধনের প্রায়শ্চিত্ত-কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে কোন মাসের শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশী হইতে দুইদিন, তিনদিন বা চারিদিন উপবাস করিয়া রাত্রি প্রভাতে সূর্য্য মণ্ডল সমুদিত হইলে পঞ্চগব্য পান করিবে। এই প্রকার বিধানে প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তির শুদ্ধিলাভ হয় এবং তাহার পিতামহগণ তাহাকে উক্ত পাতক হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি পদদ্বয়ে পাদুকা প্রদান করিয়া আমার পূজাদি কার্য্যার্থ উপাগত হয় তাহার ত্রয়োদশ বৎসর চর্ম্মকার

যোনিতে জন্ম লাভ হইয়া থাকে। পরে চর্ম্মকার যোনির অবসানে উহার শূকর জন্ম হয়, শূকর যোনি হইতে অতি ঘৃণাস্পদ কুক্কুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্যক্তি সেই জন্মাবসানে আবার মনুষ্য যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। এই জন্মে ঐ ব্যক্তি মদ্ভক্ত, বিনীত, অপরাধবর্জ্জিত ও সর্ব্ব-সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হয় এবং আমার লোকে গমন করে। অয়ি বসুধে! ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত বিধানানুরূপ কার্য্যকারী ব্যক্তি কখনও পাতকে লিপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি ভেরীবাদন না করিয়া আমাকে জাগরিত করে সে নিঃসংশয় এক জন্মকাল বধির হইয়া থাকে।

অয়ি সুশ্রোণি বসুধে! উক্ত অপরাধী ব্যক্তি যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, আমার প্রিয় সেই প্রায়শ্চিত্ত কীর্ত্তন করিতেছি। ঐ ব্যক্তি যে কোন মাসের শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশীতে আকাশশয়ন মাত্রে পাপমুক্ত হইতে পারে। অয়ি বসুধে! যে লোক এই প্রকার ব্যবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত করে, সে নিরপরাধ হইয়া মদীয় লোকে গমন করিয়া থাকে। যে কেহ বহুতর অন্ন ভোজন হেতু অজীর্ণ দোষে আক্রান্ত হইয়া উদ্গার তুলিতে তুলিতে অস্নাত অবস্থায় আমার নিকট আগমন করে, সে একজন্ম কুক্কুরযোনি, একজন্ম বানর-যোনি, একজন্ম ছাগযোনি ও একজন্ম শৃগালযোনিতে জন্ম লাভ করে। অনন্তর ঐ ব্যক্তি একজন্ম অন্ধত্ব লাভ করিবার পর মূষিক যোনিতে জন্মিয়া থাকে এবং এই জন্মে সংসার দুঃখ অতিক্রম পূর্ব্বক বিখ্যাত বিশুদ্ধকুলে একজন প্রধান ভগবদ্ভক্ত, পাপাদিবর্জ্জিত ও পবিত্র হইয়া জন্ম লাভ করে।

ধরে! সম্প্রতি যে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিলে ঐ ব্যক্তি বিশুদ্ধ আমার ভক্তও অনায়াসে অপরাধবর্জ্জিত হইতে পারে, ভক্তজনের সুখাবহ সেই প্রায়শ্চিত্তের কথা নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। ঐ পাপী ব্যক্তি দিনত্রয় অগ্নি, দিনত্রয় মূল, দিনত্রয় পায়স, দিনত্রয় শক্তু ও দিনত্রয় বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক তিনরাত্রি আকাশশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিশেষে দন্ত ধাবন পূর্ব্বক শরীর শোধনের জন্য পঞ্চগব্য পান করিবে। এইরূপ বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিলে আর তাহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না; প্রত্যুত সে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

অয়ি মহেশ্বরি বসুন্ধরে! এই আখ্যান সমস্ত আখ্যান-মধ্যে মহাখ্যান, তপস্যা মধ্যে পরম তপস্যা, শ্রুতি সকলের মধ্যে মহাশ্রুতি, এবং গুণগ্রামমধ্যে প্রধান গুণস্বরূপ। তেজোবলবিধায়ী আচার সকলের মধ্যে ইহাই সর্ব্ব প্রধান আচার, ইহাই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তিস্বরূপ। আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়া থাকি। যে মনুষ্য প্রভাতে উত্থিত হইয়া নিত্য এই আখ্যান পাঠ করে, সেই ব্যক্তি আপনার পিতৃপিতামহাদি ঊর্দ্ধ্বতন দশ পুরুষ ও পুত্রপৌত্রাদি অধস্তন দশ পুরুষের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকে। সর্ব্বপাপ-নাশন, এই আখ্যান আরোগ্যমধ্যে মহারোগ্য, মঙ্গলমধ্যে মহামঙ্গল এবং যত্নমধ্যে পরম যত্ন স্বরূপ। যে ভাগবত ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত হইয়া নিত্য ইহা পাঠ করে, সে পূর্ব্বে নানা-প্রকার পাতকের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হয় না। ইহা জপ্য ও প্রমাণ এবং ইহাই সন্ধ্যোপাসনা স্বরূপ। প্রত্যূষে

য়া ইহা পাঠ করিলে মনুষ্য আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি এই আখ্যান পাঠ না করে সে মূর্খ ও কুশিষ্য মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। ইহা আমার কর্ম্মপরায়ণ শ্রেষ্ঠ ভাগবত ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহাকেও প্রদান করিবে না। অয়ি দেবি বসুন্ধরে! তুমি পূর্ব্বে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই আমি সেই আচারবিনির্ণয় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয় বল।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত বলিলেন! ভূতধাত্রী ধরিত্রী এইরূপে সর্ব্বপাপনাশন শুদ্ধিকর ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ নরগণের প্রীতিপ্রদ শ্রেষ্ঠ ভাগবত-কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্ বরাহদেব! আপনি আমার প্রিয়ার্থ ও ভক্তিপরায়ণ নরগণের সুখার্থ সর্ব্বধর্ম্মার্থ-সাধন অত্যাশ্চর্য্য অতি রমণীয় যে সকল শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিলেন, আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে ভক্ত সুখাবহ কুব্জাম্রক ক্ষেত্র কিরূপে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মস্থান হইল এবং ঐ ক্ষেত্রের শুভকর মহৎ ব্রতের স্বরূপই বা কি, শুনিবার জন্য আমার হৃদয়ে অতিমাত্র কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব হে মহাবাহো! আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। ভক্তগণ উহা শ্রবণ করিলে সুখী হইবে এবং আমারও কৌতূ-হল চরিতার্থ হইবে।

তখন বরাহদেব কহিলেন, হে দেবি! তুমি যে সর্ব্ব-ধর্ম্মার্থসাধন ভগবদ্ভক্তদিগের প্রিয়, পরম পবিত্র আমার ক্ষেত্রের কথা জিজ্ঞাসিলে, পরম গুহ্য সেই বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। কোকামুখ ও কুব্জাম্রক, পরম পবিত্র ও পাপ-নাশন ক্ষেত্র। সৌকর ক্ষেত্রও সর্ব্বপ্রকার সংসার দুঃখ দূর করিবার উপায়স্বরূপ মহাতীর্থ। ঐ সৌকরে আমার প্রতিমা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ভগবতী ভাগীরথী দেবী তথায় অবস্থান করিতেছেন। তুমি ঐ সৌকর তীর্থে আমা কর্ত্তৃক রসাতল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিলে।

ধরাদেবী কহিলেন, প্রভো! সৌকরে মৃত্যু হইলে কোন্ লোকে গমন করে? হে পরমেশ! তথায় স্নান ও জলপান-কারীর কি প্রকার পুণ্য হইয়া থাকে? আর আপনার ঐ মহাতীর্থে কতগুলিই বা তীর্থ বিদ্যমান আছে? হে কমল লোচন! হে বিষ্ণো! সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত আমাকে উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করুন।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি বসুন্ধরে! তুমি আমায় যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎসমুদায় বিস্তারিত বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, অর্থাৎ সৌকর তীর্থে মরিলে, সৌকরে স্নান ও সৌকরে গমন করিলে মানবগণের যে প্রকার পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, আমার স্থিতি হেতু সৌকরে যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান আছে, এবং সৌকর যাত্রীরা যে সকল পুণ্য লাভ করে, আমি তৎসমুদায় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সৌকর তীর্থে যাহাদিগের

মৃত্যু হয়, তাহাদিগের পিতৃপিতামহাদি উর্দ্ধ্বতন দশ পুরুষ ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। অয়ি সুশ্রোণি! সৌকরে গমনমাত্র আমার মুখ দেখিয়া মানব ধনধান্যৈশ্বর্য্য সম্পন্ন হইয়া অতি বিস্তৃত সাধুবংশে জন্মগ্রহণ করে। ঐ বংশে জন্মিয়া নিষ্পাপ ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ ও পরম ভাগবত বলিয়া প্রথিত হয়। সৌকর তীর্থে যাত্রা ও তথায় মরণই উহার উক্ত প্রকার জন্মাদির একমাত্র কারণ। সৌকরে দেহ ত্যাগের অপর আশ্চর্য্য প্রভাব বলিতেছি শ্রবণ কর। সৌকর তীর্থে তনুত্যাগ করিলে মনুষ্য অবিলম্বে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ পূর্ব্বক চতুর্ভুজ হইয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া থাকে। অয়ি বসু-মতি! সৌকরে যে সকল তীর্থ বিদ্যমান আছে তাহাতে স্নান করিলে পরম গতি লাভ হয়। অয়ি শুভে! অয়ি মহা-ভাগে! যথায় চক্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে সৌকরস্থ সেই চক্র তীর্থে যাইয়া মনুষ্য পরম পুণ্য লাভ করে। যে মানব সংযত ও নিয়ত হইয়া বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে চক্রতীর্থে গিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান করে, দশ সহস্রাযুত বৎসর কাল ধন ধান্যাদি মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া বিপুলবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ জন্মে সেই পুণ্যাত্মা আমার ভক্ত, আমার কর্ম্মপরায়ণ, পাপস্পর্শবর্জ্জিত এবং দীক্ষিত হইয়া থাকে। এই তীর্থে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া অনায়াসে দুস্তর সংসার সাগর পার হইয়া যায় এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজ, বনমালা ও কৌস্তুভাদিচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া আমার শ্রীমন্মূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করে ও তথায়

পূজিত হইয়া থাকে। অয়ি আরক্তলোচনে! অধিক কি বলিব, চক্রতীর্থে দেহ বিসর্জ্জন করিলে মানুষ মনুষ্য জন্মের সম্পূর্ণ কৃতকৃত্যতা লাভ করে।

বরাহদেবের এই সকল কথা শুনিয়া দেবী বসুন্ধরা অন্যান্য বিষয় শুনিবার অভিলাষে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন, দেব! ভগবান্ চন্দ্রমা উক্ত সৌকর তীর্থে আপনাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই বিষয় শুনিতে আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব স্বরূপতঃ উহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। সর্ব্বপ্রকার মায়ার ভাণ্ডার স্বরূপ ভগবান বিষ্ণু মেদিনীর কথা শুনিয়া মেঘ ও দুন্দুভি-ধ্বনি সদৃশ গম্ভীরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, অয়ি অনঘে! ভগবান্ চন্দ্র বিশুদ্ধচিত্তে আমার উপাসনা করাতে আমি তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে দেবদুর্ল্লভ আমার অতি অদ্ভুত উৎকট রূপ প্রদর্শন করিলাম। তিনি আমার রূপ দর্শনে মুগ্ধ ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন আর আমাকে দেখিবার তাঁহার শক্তি রহিল না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শিরোদেশে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক চকিতনেত্রে কালালিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাঙ্নিষ্পত্তি করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত বিগত হইল। তখন আমি দ্বিজরাজের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অতি মৃদুস্বরে তাঁহাকে কহিলাম, সোমদেব! তুমি কি ফলোদ্দেশে ঈদৃশ কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমার হৃদয়ের বাসনা কি আমায় প্রকাশ করিয়া বল। আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা পূর্ণ করিব। অয়ি বসুন্ধরে! আমি

এই প্রকার বলিলে পর সেই সোমতীর্থস্থিত সর্ব্বোচ্চ গ্রহ-গণের অধীশ্বর সোমদেব আমাকে মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন, হে ভগবন্! হে প্রভো! আপনি যোগনাথ ও জগতে সর্ব্বপ্রধান, আপনি সর্ব্ব যোগীশ্বরেরও ঈশ্বর, আপনি যদি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, হে জনার্দ্দন! যাবৎকাল সমস্ত ভুবন বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল যেন আপনার প্রতি আমার নিত্য অচঞ্চল অতুল ভক্তির অবসান না হয়। সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা মধ্যে আমার যে মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেই মূর্ত্তি যেন সকলে দর্শন করিতে পায়। হে বিষ্ণো! ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে সোমপান করিয়া যেন দিব্য অক্ষয় গতি লাভ করিতে পারেন। অমাবস্যায় পিতৃগণের পিণ্ডাদি কার্য্য যথাবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, উহাতে আমি ক্ষীণ হইলেও যেন পুনরায় সৌম্যদর্শন হইতে পারি। হে অনাদি-পুরুষ! হে মধ্যান্তবর্জ্জিত জনার্দ্দন! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ভক্তের প্রীতি সম্পাদনের জন্য অধীনকে এই বর প্রদান করুন যেন আমি ওষধিদিগের পতি হইতে পারি, কদাপি যেন আমার পাপকর্ম্মে মতি গতি না হয়।”

আমি সোমদেবের এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলাম। অয়ি মহাভাগে! সোমতীর্থে চন্দ্রমা এইরূপ কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া অতি তীব্রতপস্যার ফলে অনন্যদুর্ল্লভ মহাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রদেব সোমতীর্থে পঞ্চ সহস্র বৎসর একপদে এবং পঞ্চ সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান

পূর্ব্বক অত্যুগ্রতপশ্চরণে পরমা কান্তি লাভ এবং আমার নিকট অপরাধমুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের পতিত্ব লাভ করেন। যে ব্যক্তি ঐ সোমতীর্থে আমার কার্য্যপর হইয়া দুইদিবস উপবাস করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া থাকে এবং তৎপরে পিতৃপিতামহাদির তর্পণ করে, তাহার যে ফল লাভ হয় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রিংশৎ সহস্র এবং ত্রিংশৎ শত বৎসরকাল ঐ ব্যক্তি দ্রব্যবান্ গুণবান্ দাতা বিষ্ণুভক্ত বেদ-বেদান্তপারগ পাপস্পর্শপরিশূন্য ব্রাহ্মণযোনিতে জন্ম করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

সুন্দরি! সম্প্রতি যে চিহ্ন দ্বারা আমার ভক্তগণ সোম-তীর্থের অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে যখন অন্ধকারের আবির্ভাব হইয়া কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না, চন্দ্রও নেত্রের অগোচর হন, তৎকালে ঐ সৌকরস্থ সোমতীর্থে চন্দ্র ব্যতিরেকেও বোধ হয় যেন চন্দ্রের প্রভায় সমুদায় ভূমি উদ্ভা-সিত হইয়াছে। সৌকর তীর্থ ভিন্ন পৃথিবীর আর কুত্রাপি এই আশ্চর্য্য চিহ্ন বিদ্যমান নাই। অয়ি বিশালক্ষি! সৌকরের এই চিহ্ন দর্শন করিয়া জীব মুক্ত হইয়া থাকে। অয়ি বসু-ন্ধরে! এই ক্ষেত্রের আর এক মহদাশ্চর্য্য প্রভাবের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এক শৃগালী কামনা না করিয়াও আমার ঐ তীর্থে দেহ ত্যাগ হেতু ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা নৃত্যাদি চতুঃষষ্টি কলাভিজ্ঞা আয়তলোচনা শ্যামা এক রাজকুমারীরূপে জন্ম গ্রহণ করিল। উক্ত সোমতীর্থের পূর্ব্বপার্শ্বে গৃধ্রবট নামে একটি তীর্থ

দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গৃধ্রবটে একটি শকুনি কোন ফলাভিসন্ধি না থাকিলেও তনু ত্যাগ করিয়া মনুষ্য জন্ম লাভ করে। শুভলক্ষণা দেবী ধরণী দেব নারায়ণের নিকট এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুভক্তদিগের অতি সুখপ্রদ কল্যাণকর মধুর বাক্যে এই কথা বলিলেন যে, নাথ! তোমার বিস্ময়কর তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। অহো! সোম তীর্থের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, তির্য্যক জাতিরাও অকালে তনুত্যাগ করিয়া এই তীর্থের মাহাত্ম্যে মানুষদেহ পাইয়াছে। হে কেশব। উক্ত তীর্থে স্নান বা মরণে কিরূপ গতি লাভ হয়? ঐ তীর্থের চিহ্নই বা কি প্রকার? গৃধ্র ও শৃগালী উভয়ে এই তীর্থে দেহত্যাগ করিয়া ইচ্ছা না করিলেও কি রূপে মনুষ্যযোনি লাভ করিল? এই সমস্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব আপনি কীর্ত্তন করুন। ধর্ম্ম বেত্তাদিগের অগ্রগণ্য ভগবান্ বিষ্ণু বসুধা দেবীর কথা শুনিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন, বসুন্ধরে! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে অর্থাৎ যে কারণে সেই শৃগালী ও গৃধ্র মানুষী গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা স্বরূপতঃ বলিতেছি শ্রবণ কর। যুগ পরিবর্ত্ত নিয়মে সত্য সমতীত হইয়া ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে ঐ সময় ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত স্বধর্ম্মনিরত মহাভাগ এক নরপতি কাম্পিল্ল নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নরপতির শুভ লক্ষণসম্পন্ন সর্ব্বধর্ম্মার্থদর্শী মহাভাগ্যধর সোমদত্ত নামে প্রসিদ্ধ এক কুমার ছিল। একদা ঐ রাজকুমার পিতৃকার্য্যার্থ মৃগ লাভ করিবার মানসে মৃগয়ার্থী হইয়া সিংহ-ব্যাঘ্র নিষেবিত অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন। তথায় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রমণ

করিয়াও কোন প্রকার মৃগই প্রাপ্ত হইলেন না, তথাপি মৃগয়ায় ক্ষান্ত না হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এই অবসরে এক শৃগালী তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিতে লাগিল। সর্ব্বমঙ্গলসম্পন্ন রাজকুমার উহার দক্ষিণ অঙ্গ বাণবিদ্ধ করিলেন। শৃগালী বাণপ্রহারে সন্তপ্ত ও অতিমাত্র বেদনায় অস্থির হইয়া তথায় জলপান পূর্ব্বক এক শাকোটক বৃক্ষমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শৃগালী রৌদ্রে পরিতপ্তা ও নিদারুণ বাণপ্রহারে নিরতিশয় কাতর হইয়াও সোমতীর্থে বনমধ্যে ইচ্ছা না থাকিলেও কলেবর পরিত্যাগ করিল। ভদ্রে! ঐ সময় রাজকুমার মধ্যাহ্ন রৌদ্র ও ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া বিশ্রামার্থ গৃধ্রবটতীর্থে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ঐ বটশাখায় এক শকুনিকে আসীন দেখিয়া এক বাণে উহাকে বিনষ্ট করিলেন। গৃধ্র মর্ম্মাহত হইয়া বটশাখা হইতে বটমূলে পতিত ও গতাসু হইলে, রাজপুত্র সোমদত্ত তদ্দর্শনে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন, এবং আপনার বাণের পক্ষ প্রস্তুত করিবার জন্য উহার পক্ষদ্বয় ছেদন ও গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে গতাসু হইয়া ঐ গৃধ্র দীর্ঘকাল পরে কলিঙ্গরাজের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। রাজকুমার ক্রমে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পণ্ডিত রূপবান্ ও প্রজারঞ্জক হইয়া উঠিলেন। কলিঙ্গরাজকুমারের অধিকারকালে কোন প্রজাই কোন বিষয়ে কোন প্রকার উপদ্রবে উপদ্রুত হয় নাই। অয়ি বসুন্ধরে! পূর্ব্বে যে শৃগালীর কথা বলিলাম ঐ শৃগালীও কাঞ্চীপুরের রাজগৃহে রূপযুক্তা গুণবতী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী চতুঃষষ্টিকলাভিজ্ঞা এবং

কোকিলকলকণ্ঠী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। কাঞ্চী ও কলিঙ্গ রাজ্যের ভূপতিদ্বয়ের মধ্যে বংশাদিমর্য্যাদায় পরস্পর ঐক্য থাকাতে দৃঢ়তর সৌহার্দ্দ ও প্রীতিনিবন্ধন কালক্রমে আমার প্রসাদে ঐ রাজকুমার ও রাজনন্দিনীর পরস্পর পরিণয়-কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। অনন্তর কাঞ্চীরাজ বরবধূর উপর নিরতিশয় প্রীত হইয়া উভয়কেই নানাধনরত্নাদি যৌতুক প্রদান করিলেন।

অনন্তর কলিঙ্গরাজ বৈবাহিককর্ত্তৃক বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়া বধূদ্বিতীয় তনয়ের সহিত আপন রাজ্যে যাইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে কালসহকারে ঐ রাজকুমার ও রাজপুত্রীর রোহিণী ও চন্দ্রের ন্যায় পরস্পর গাঢ়তর প্রণয় জন্মিলে উভয়ে মিলিয়া বিহার ক্ষেত্র এবং নন্দনকাননসদৃশ বন, উপবন সমূহে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহাদের উভয়ের এরূপ অলৌকিক প্রণয়সঞ্চার হইল যে যদি কোন দিন যশস্বিনী রাজনন্দিনী স্বামীকে সমীপে দেখিতে না পাইতেন, অমনি আপনাকে গতাসুর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। অয়ি বসুধে! সেই রাজনন্দনও স্বীয় ভার্য্যাকে ক্ষণমাত্র না দেখিলে আপনাকে নষ্টপ্রায় বিবেচনা করিতেন। উভয়ের প্রণয় দিন দিন এরূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে তাহা দেখিয়া কোন ব্যক্তিই যুবযুগলের মধ্যে কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্র বিভিন্নভাব প্রত্যক্ষ করিতে পাইল না। রাজকুমারের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, নম্রস্বভাব ও ন্যায়সঙ্গত বিচার দর্শনে কি পুরবাসী, কি জনপদবাসী সকলেরই আর আমোদের সীমা রহিল না। রাজ-

কুমার ও রাজপুত্রী উভয়েরই পবিত্র চরিত্র, প্রিয়াচরণ ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে অন্তঃপুরবাসিনী যোষিৎগণের যারপর-নাই প্রীতি ও সন্তোষের উদয় হইল। অমরাবতীতে শচী ও শচীপতি যেরূপ সুখে বিহার করেন, প্রতিদিন প্রবর্দ্ধিত প্রগাঢ় প্রেমসম্পন্ন ঐ যুব যুগলও পরস্পর সেই প্রকার সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যশস্বিনী কাঞ্চীরাজনন্দিনী প্রণয়-সৌহার্দ্দে স্বামীকে কহিলেন, নাথ! আমি আপনার নিকট কোন কথা জানিতে ইচ্ছা করি। এ দাসীর প্রতি আপ-নার যেরূপ স্নেহ, তাহাতে আমায় এই প্রীতিকর বিষয় বলিলে কৃতার্থ হই। তখন মহাপ্রতাপ কমললোচন কলিঙ্গ-রাজকুমার ভার্য্যার এবম্বিধ বিনীত প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, অয়ি সুন্দরি! তোমার মনের যাহা কিছু অভিলাষ, তুমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ, আমি সত্য শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমায় তাহা বলিব। অয়ি শুভে! সত্য ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মণ্যনিদান। স্বয়ং নারায়ণ বিষ্ণু সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্যই সকল তপস্যার মূল, কেবল সত্যেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই, এক্ষণেও তোমায় কহিতেছি, আমি কদাপি মিথ্যা কহিব না। অয়ি সুন্দরি! তোমার কি প্রিয়ানু-ষ্ঠান করিতে হইবে বল। হস্তী অশ্ব প্রভৃতি পশু সকল, রথাদি যান, নানাপ্রকার ধন বা বিবিধ হীরকাদি রত্ন, এ সকলে যদি তোমার প্রয়োজন থাকে, বল, আমি এই দণ্ডে ভাণ্ডার হইতে প্রদান করিতেছি, অথবা যদি তোমার প্রধানা মহিষী

হইতে সঙ্কল্প থাকে, বল, আমি তোমার অভিলাষও পূর্ণ করিতেছি।

অয়ি বসুধে! তখন সেই কাঞ্চীরাজকুমারী ভর্ত্তার কথা শুনিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিলেন, নাথ! আমি হস্তী অশ্ব রথাদি কিছুই কামনা করি না, হীরকাদি রত্নেও আমার কোন প্রয়োজন নাই। যখন শ্বশুরদেব বর্ত্তমান রহিয়াছেন তখন পাটমহিষী হইতেও আমি প্রার্থনা করি না। হে নরনাথ! আমি দিবারাত্র এই ভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি যে, সে সময় আমার শ্বশুর বা শ্বশ্রূদেবী, আত্মগৃহস্থ কোন সখীজন বা পরিচারিকা অথবা পরিবারস্থ যে কোন সহচরী ঐ প্রকার প্রসুপ্ত অবস্থায় আমায় জানিতে না পারে। কলিঙ্গ-সমৃদ্ধি-সম্বর্দ্ধক রাজকুমার প্রণয়িনীর এই কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "অয়ি সুশ্রোণি! অয়ি যশস্বিনি! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে, তুমি বিশ্রব্ধভাবে শয়ন মহাব্রত পালন করিও, কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবে না। অয়ি বসুন্ধরে! প্রিয়তমের নিকট এইরূপ বাঞ্ছিত ফললাভ হওয়াতে রাজনন্দিনী সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে পর কলিঙ্গরাজ ক্রমে জরা-যুক্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি স্বকুলপ্রসূত আপনার ঐ পুত্রকে শাস্ত্রবিধান-অনুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অয়ি বরারোহে বসুন্ধরে! বৃদ্ধ নৃপতি এইরূপে পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া এবং উহা নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়া স্বর্গত হইলেন। কলিঙ্গরাজকুমার যথাবিধানে পিতৃদত্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া যথাবিধি নিগ্রহানুগ্রহ প্রদর্শন দ্বারা দুষ্ট দমন

ও শিষ্ট পালন ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার প্রত্যহ এরূপ ভাবে একাকী শয়ন করিতেন যে, অন্য কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। দীর্ঘকাল এই-রূপে বিগত হইলে পর ঐ রাজকুমারের সূর্য্যসমদ্যুতি বংশবর্দ্ধন পাঁচটি তনয় ক্রমে জন্ম গ্রহণ করিল। হে বসুধে! স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিত মনুষ্য সকল এইরূপে আমার মায়ায় মোহিত হইয়া চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে। ইহলোকে জীব জন্ম গ্রহণ করিয়া বালক, বালক তরুণ, তরুণ প্রবীণ, এবং প্রৌঢ়াবস্থ ব্যক্তি বৃদ্ধ হইয়া অহর্নিশ ভ্রমণ করিতেছে। বালক অজ্ঞানতানিবন্ধন যে সকল কর্ম্ম করে, তজ্জন্য তাহাকে পাপে পরিলিপ্ত হইতে হয় না।

যাহাই হউক, এইরূপে অনাময় নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিতে করিতে কলিঙ্গরাজের ক্রমে সপ্ত সপ্ততিবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে অষ্ট সপ্ততি বর্ষের বৈশাখ মাসে শুক্ল পক্ষীয় দ্বাদশীতে একদিন মধ্যাহ্নসময়ে সূর্য্যদেব গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ অলঙ্কৃত করিলে নরনাথ একান্তে একাকী প্রিয়তমার শয়নের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ দিবস প্রিয়াদর্শনপ্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। তাঁহার মনে হইল, প্রিয়তমার ব্রতের অর্চ্চনীয় পুরুষ কে? ইনি যে নিত্য নির্জ্জনে একাকিনী শয়ন করিয়া থাকেন, এই বা ইহাঁর কি ব্রত? নির্জ্জনে একাকিনী শয়ন করিয়া থাকিলে যে কোন প্রকার ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, শাস্ত্রেত এরূপ কোন বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না? মনুকৃত ধর্ম্মসংহিতায় এরূপ কোন ধর্ম্মেরত বিধান নাই? দেবাদিদেব শঙ্করেরও কোন শাস্ত্রে এরূপ

কোন ব্রতের নির্দ্দেশ ত দৃষ্ট হয় না? ইহা কোন বৈষ্ণবাচার প্রণোদিত ব্রতও ত নহে? কি কশ্যপ-সংহিতা, কি বৃহস্পতি-সংহিতা, কি যম-সংহিতা কুত্রাপি সুপ্তাবস্থায় ব্রতানুষ্ঠান করিবার নিয়ম ত দেখিতে পাই না! তবে আমার বিশাল-লোচনা প্রিয়তমা ইচ্ছামত ভোগ্য বস্তু সমস্ত উপভোগ, পলান্ন ভোজন, তাম্বূল চর্ব্বন, রক্তবস্ত্র ও সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র পরিধান এবং গাত্রে গন্ধ দ্রব্য বিলেপন পূর্ব্বক নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া অলক্ষিতভাবে এ কি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন? যাহাই হউক্ গোপনে আমাকে প্রিয়তমার ব্রত নিয়ম সন্দর্শন করিতে হইবে; নওবা প্রত্যক্ষে হইলে বিশেষ কুপিত হইবেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, লোকে কি ইঁহার বশীকরণের সদুপায় লক্ষ্য করিতেছে, না ইনি স্বয়ং যোগীশ্বরী হইয়া ইচ্ছামত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন? অথবা কামবশে মুগ্ধ হইয়া অন্যের সহিত মিলিত হইয়াছেন?

ধরে! নরপতি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে দিনমণি অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন, ও দিকে সর্ব্বসুখ-দায়িনী রজনী সমাগত হইল। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে সূত মাগধ বন্দী ও বৈতালিকেরা স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। মঙ্গলজনক শঙ্খনাদে ও সুমধুর দুন্দুভিধ্বনিতে রাজা বিবোধিত হইলেন। ক্রমে এ দিকে লোকের হিতসাধন-জন্য ভগবান্ ভাস্কর উদয়াচলে আরোহণ করিলেন। পূর্ব্ব দিবস প্রিয়তমার ব্রতানুষ্ঠান দর্শন করিবার নিমিত্ত নরপতির মনে যে চিন্তার উদয় হইয়াছিল, সম্প্রতি অন্যান্য সমুদায় চিন্তা দূরীভূত হইয়া কেবল তাহাই প্রবল হইয়া উঠিল।

অনন্তর নরপতি যথাবিধি স্নানকার্য্য সমাপনের পর পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, "আমি এক্ষণে ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলাম, এ সময় স্ত্রীলোকই হউক্ বা পুরুষই হউক্ যদি কেহ আমাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব।" কলিঙ্গরাজ এইরূপ আজ্ঞা প্রচারের পর স্বীয় অভিমত ব্রত পালনে গমন করিলেন। গোপনে প্রিয়তমার কার্য্য বিলোকন করাই তাঁহার অভিমত ব্রত; সুতরাং কলিঙ্গরাজ গুপ্তভাবে স্বীয় পর্য্যঙ্কের নিম্নদেশে অবস্থান পূর্ব্বক রাজমহিষীর ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কমললোচনা সেই কাঞ্চীরাজ-কন্যা শিরোবেদনার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হায়! আমি পূর্ব্ব জন্মে কি মহাপাতকই করিয়াছিলাম যে, আমাকে তজ্জন্য এই ঘোরতর দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে! আমি যে অনাথার ন্যায় এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, ভর্ত্তা আমার তাহার কিছুই অবগত নহেন। তিনি কি মনে করিতেছেন? আমায় এরূপ ভাবে শয়ান সন্দর্শন করিয়া সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাদিগকে কি উত্তর প্রদান করিব? অথবা আমি যাহা চিন্তা করিতেছি; সে সমস্তই বৃথা, কারণ অবশ্যই আমাকে স্বীয় অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতে হইবে! যাহাই হউক, আমার এই কপট ব্রতের কথা শুনিলে স্বামী আমায় কি বলিবেন? অপর সাধারণেই বা আমায় কি বলিবে? এই কপট ব্রতে সর্ব্বথা আমার বিপরীত ফলই ফলিবে! যদি কখন সৌকর

তীর্থে গমন করিতে পাই তাহা হইলে আমার মনের কথা ব্যক্ত করিব।

কলিঙ্গরাজ স্বীয় পর্য্যঙ্কের নিম্নভাগে অবস্থান পূর্ব্বক প্রিয়তমার সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, সম্প্রতি তিনি তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি বলিতেছ? এরূপ আত্মনিন্দা করিতেছ কেন? তোমার অনুতাপের কোন কারণ না থাকিলেও কেন নির্ব্বেদ প্রকাশ করিতেছ? আমার গৃহে কি অষ্টাঙ্গ কুশল বৈদ্য নাই যে, তোমার শিরোবেদনার প্রতীকার করিতে পারে? তুমি যদি ব্রতচ্ছলে পূর্ব্ব হইতে এই শিরোবেদনা গোপন না করিতে, তাহা হইলে কখনই বেদনায় এরূপ কাতর হইতে হইত না। আর কিছুই নয়, হয় বায়ুর সহিত কফপিত্তের, না হয় কফের সহিত শোণিতের সন্নিপাত হইয়াছে, সেই কারণেই এরূপ শিরোবেদনা উপস্থিত। তুমি কখন সময়ে, কখন বা অসময়ে পলান্ন ভোজন করিয়া থাক, সেই কারণেই পিত্তোদ্রেক হইয়া এরূপ শিরোবেদনা উপস্থিত হইতে পারে। যদি কপালের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এ বেদনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে! অথবা যদি শিরে হস্তাবর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলেও এ বেদনা কোথায় পলায়ন করিবে! প্রিয়ে! তুমি এতদিন এ বেদনা গোপন করিয়াছিলে, কেন? আমায় না বলিবার কারণ কি? তুমি এত দিন ব্রতচ্ছলে বৃথা আত্মাকে ক্লিষ্ট করিয়াছ। আর যে সৌকরতীর্থে গমনের কথা উল্লেখ করিলে, তাহাই বা গোপন

করিয়া অকারণ এরূপ মনস্তাপ পাইবার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না।

অনন্তর কমললোচনা দুঃখসন্তপ্তা রাজনন্দিনী লজ্জিত-ভাবে ভর্ত্তার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, রাজন! বীরবর! প্রসন্ন হউন্। ইহা আমার জন্মান্তরীণ দুষ্কৃতির ফল। ইহা জিজ্ঞাসা করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছেনা।

তখন কলিঙ্গাধিপতি প্রিয়তমার বচন শ্রবণ করিয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে মধুরবাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন অয়ি বরবর্ণিনি! অয়ি যশস্বিনি মহাভাগে! আমি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তখন আমার নিকট প্রকৃত কথা গোপন করিতেছ কেন?

ঐ সময় রাজকুমারী ভর্ত্তা কলিঙ্গনাথের কথা শুনিয়া মৃদু মধুর বাক্যে কহিলেন, নাথ! ভর্ত্তাই অবলাজনের ধর্ম্ম, ভর্ত্তাই অবলাজনের যশ, এবং ভর্ত্তাই অবলাজনের মঙ্গল-নিদান। অতএব আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন অবশ্যই আমাকে বলিতে হইবে। কিন্তু নাথ! তথাপি আমি হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি না। কারণ ইহা শুনিলে আপনার মনঃক্ষোভ উপস্থিত হইবে। অতএব ইহা জিজ্ঞাসা করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছেনা। আমার মনের ব্যথা আমার মনেই থাকুক্। আপনি রাজা, নিয়ত সুখে কালযাপন করিতেছেন। আপনার অন্তঃপুরে আমার মত ভার্য্যা অনেক রহিয়াছে, বিশেষতঃ আপনি পলান্ন ভোজন এবং উৎকৃষ্ট প্রাবরণ, উৎকৃষ্ট আভরণ, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি উৎকৃষ্ট যানাদি উপভোগ করিতেছেন। ইচ্ছামত

সর্ব্বত্রই আপনার গতায়াত চলিতেছে, আমার অভাবে আপনার কোন্ কার্য্য অচল হইতেছে? আপনার আজ্ঞা অপ্রতিহত, আপনি ইচ্ছামত গন্ধাদি সমস্ত ভোগ্য বস্তুই উপভোগ করিতেছেন। এ বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছেনা। আমার পক্ষে আপনি দেবতা। হে মানদ! ভর্ত্তাই স্ত্রীজনের ধর্ম্ম, ভর্ত্তাই অর্থ, ভর্ত্তাই কাম, ভর্ত্তাই যশ, ভর্ত্তাই গুরু এবং ভর্ত্তাই স্বর্গ। অধিক কি, ভর্ত্তা স্ত্রীজনের পক্ষে সনাতন যজ্ঞস্বরূপ। আপনি জিজ্ঞাসা করিলে সত্য কথন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বামীর নিকট সত্য বলা পতিব্রতাগণের প্রধান ধর্ম্ম। পতিকে সন্দেহ-দোলায় দোলায়িত করা পতিব্রতা পত্নীর কর্ত্তব্য নহে। এই নিমিত্ত আমি বলিতেছি যে, আমাকে পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা আপনার কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর কলিঙ্গনাথ ভার্য্যার পীড়ায় একান্ত পীড়িত হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! ভালই হউক, আর মন্দই হউক, যখন আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তখন অবশ্যই তোমাকে বলিতে হইবে। গুহ্য কথাই হউক আর নাই হউক ভর্ত্তাকে সমীপে পাইলেই পতিব্রতা রমণীরা সমস্তই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। রমণীগণ রাগ ও লোভের বশীভূত হইয়া যে কোন সৎকর্ম্মই করুক, আর অসৎ কর্ম্মই করুক, যদি তাহা স্বামীর নিকট প্রকাশ না করে, তাহাহইলে সে কখনই পতিব্রতাপদ বাচ্য হইতে পারে না। অতএব হে যশস্বিনি! হে মহাভাগে! আমার নিকট গুহ্যকথা প্রকাশ করিলে কখনই তোমার অধর্ম্ম স্পার্শ হইতেছে না।

তখন রাজনন্দিনী স্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, রাজন্! রাজা সকলের দেবতা, রাজা সকলের গুরু এবং রাজাই সোম বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব রাজার নিকট সত্য কথা কহা সনাতন ধর্ম্ম। হে রাজসত্তম! যদি আমায় এই গুহ্য কথা একান্তই প্রকাশ করিতে হইল, তবে আপনি প্রথমতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। তাহার পর চলুন সৌকর তীর্থে গমন করা যাউক, তথায় গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিব।

কলিঙ্গনাথ প্রিয়তমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই স্বীকার করত সন্তোষবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। আমি যেমন পিতার নিকট হইতে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্বরাজ্য প্রদান করিব।

রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিবার পর স্বগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর কঞ্চুকীরে সম্মুখে সন্দর্শন করিবামাত্র উচ্চৈস্বরে কহিলেন, "যে সকল লোক, বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া এস্থলে অবস্থান করিতেছে, উহাদিগকে এস্থান হইতে উৎসারিত কর"। রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র সকলে তথা হইতে অপসৃত হইল, কিন্তু অন্তঃপুর মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়াগেল। অনন্তর পুরচারী মাত্রেই "রাজা আমাদিগকে উৎসারিত করিলেন, ইহার কারণ কি? অথবা আমরা স্বকার্য্য সম্পাদনে আগমন করিয়াছি, সম্প্রতি উৎসারিত হইবার কারণ জানিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়াছি; কিন্তু বোধ হয় অবশ্যই আমাদিগের

অশ্রোতব্য কোন বিশেষ কারণ থাকিবে। উপস্থিত জনগণ বাহিরে আসিয়া নানাবিধ আন্দোলন করিতে লাগিল। এদিকে রাজা ও রাজমহিষী উভয়ে ইচ্ছামত ভোজ্যবস্তু ভক্ষণ ও পানীয় দ্রব্য পান করিয়া আচমন পূর্ব্বক উভয়ে একত্র ক্ষণ-কাল বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর নরপতি স্বীয় তনয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত অমাত্যগণকে আহ্বান করিলেন। সচিবগণগণ উপস্থিত হইলে কহিলেন, তোমরা সত্বর গিয়া মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক রাজধানী সুসজ্জিত কর, আর বৃদ্ধসচিবকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, তাত! কল্য আমি পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করি, অতএব আভিষেচনিক দ্রব্য সকল যথা সময়ে প্রস্তুত চাই।

সচিবগণ কহিলেন, "রাজন্! রাজধানী সুসজ্জিত করিতে বা অভিষেক সামগ্রী আহৃত হইতে বিলম্ব হইতেছেনা। এই মুহূর্ত্তেই সে সমস্ত প্রস্তুত হইতেছে। আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আমাদিগেরও একান্ত বাসনা। হে রাজশার্দ্দূল! আপনার পুত্র সমুদায় লোকের হিতসাধনে একান্ত তৎপর, প্রজাগণের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত এবং নীতিজ্ঞ, সুবিচারক ও বিক্রান্ত। অতএব বিভো! আপনি যাহা সংকল্প করিয়াছেন, আমাদিগেরও তাহাই বাসনা।" এই কথা বলিয়া সচিবগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

এদিকে ভগবান্ সূর্য্য অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী সমাগত হইল, গীতবাদ্যাদি আমোদে ক্রমে নিশা অবসান হইলে সূত মাগধ ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক মঙ্গল স্তব পাঠে রাজা বিবোধিত হইলেন। প্রভাতে ভাস্কর সমুদি

চরণযুগল ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন "পিতঃ! যদি আপনার দর্শনলাভে বঞ্চিত হই, তাহাহইলে আমার রাজ্য, ধন ও বলে প্রয়োজন কি? আপনার অদর্শনে আমি ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আপনি আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যে রাজনাম প্রদান করিলেন, আপনি ব্যতীত আমার তাহা গৌরব বলিয়া বোধ হইতেছেনা। এই সংসারে বালকগণ যেমন ক্রীড়া করে, আমিও সেইরূপ ক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই জানিনা। রাজগণ যেরূপে রাজ্য চিন্তা করেন, আমি তাহার কিছুই অবগত নহি।"

অনন্তর কলিঙ্গরাজ পুত্রের বচনাবসানে সান্ত্বনাবাক্যে তাহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা বলিতেছ, আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। যদিও তুমি কার্য্যকরণে অপটু হও পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ তোমাকে শিক্ষা প্রদান করিবে।"

ধরে! নরপতি এই কথা বলিয়া গমনে প্রস্তুত হইলে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ, হস্তী অশ্ব রথ প্রভৃতি যান সকল এবং অন্যান্য লোকসকল স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজার অনুগমন করিল। সুদীর্ঘকাল পরে সকলে সৌকর তীর্থে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া সকলে স্বেচ্ছামত ধন ধান্যাদি পাত্রসাৎ করিল।

বসুন্ধরে! রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ে এইরূপে নিত্য ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন পদ্মপলাশলোচন কলিঙ্গনাথ মধুর বাক্যে কাঞ্চীরাজপুত্রীকে কহিলেন, সুন্দরি! আজ আমার জীবিতকাল পূর্ণ

সহস্র বৎসর হইল। আমি তোমাকে যে গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই কথা ব্যক্ত কর, ইহাই আমার ইচ্ছা।

তখন রাজ্ঞী স্বামীর বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার চরণদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন যথার্থ বটে; কিন্তু প্রথমতঃ তিন রাত্রি উপবাস করুন, পরে শ্রবণ করিবেন।

রাজা তাহাই "স্বস্তি" বলিয়া স্বীকার করত কহিলেন, "অয়ি কমলেক্ষণে! অয়ি পূর্ণচন্দ্রনিভাননে! অয়ি নিবিড়-নিতম্বে! তুমি যাহা বলিলে আমারও তাহাই অভিলাষ।" রাজা প্রথমতঃ দ্বাদশাঙ্গুল দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবার পর স্নান করিলেন। রাজ্ঞীও স্নানকার্য্য সমাধা করিলেন। পরিশেষে নৃপদম্পতী নিয়মযুক্ত হইয়া ত্রিরাত্রি উপবাসের সঙ্কল্প করি-লেন। পরিশেষে তিন দিবস অতীত হইলে রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ে স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া প্রথমতঃ বিষ্ণুকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শুভদর্শনা রাজ্ঞী স্বীয় ভূষণ উন্মোচন পূর্ব্বক সমস্তই আমাকে অর্পণ করিলেন এবং স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আসুন, গিয়া আপনাকে গুহ্য বিষয় প্রদর্শন করি।" এই বলিয়া বিবাহ কালের মত স্বীয় করদ্বারা ভর্ত্তার করগ্রহণ করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, নাথ! আমি পূর্ব্বজন্মে শৃগালী ছিলাম, সোমদত্ত একদিন মৃগয়া ব্যপদেশে বাণদ্বারা আমাকে বিদ্ধ করেন। এই দেখুন আমার মস্তকে অদ্যাপি শরচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। অদ্যাপি মস্তকে সেই

বাণযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে। আমার শৃগালীকলেবর বিগত হইলে আমি কাঞ্চীরাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহার পর পিতা আমায় যথাসময়ে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সম্প্রতি আমি এই ক্ষেত্রপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, আপনার চরণে প্রণাম।

প্রিয়তমার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কমললোচন কলিঙ্গ-নাথেরও পূর্ব্বস্মৃতির আবির্ভাব হইল। তখন তিনি প্রিয়তমাকে কহিলেন, মহাভাগে! আমিও পূর্ব্ব জন্মে গৃধ্র ছিলাম। আমিও মৃগয়াচারী ঐ সোমদত্ত কর্ত্তৃক এক বাণে নিপাতিত হইয়াছি। পরে আমি কলিঙ্গরাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐ বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছি। অয়ি সুন্দরি! অয়ি বরা-রোহে! এই ক্ষেত্রের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমার ইচ্ছা না থাকি-লেও এই সৌকরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিলাম।

ধরে! যে সকল ভগবদ্ভক্ত নারায়ণপ্রিয় পুরবাসী ও জনপদবাসী রাজার সহিত তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই নৃপদম্পতীর বচন শ্রবণে লাভালাভে বিসর্জ্জন দিয়া সৌকর তীর্থের অনুযায়ী কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিল। সাংসারিক কোন কার্য্যেই আর তাহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। অবশেষে তাহারা সকলেই সেই সৌকর তীর্থে কলেবর পরিত্যাগ করিল। অনন্তর তাহারা সকলেই চতু-র্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শঙ্খ চক্রাদি অস্ত্র ধারণ করিয়া শ্বেত দ্বীপে বিরাজ করিতে লাগিল। তাহাদিগের অনুগামিনী রমণীগণও সেই শ্বেতদ্বীপে সাতিশয় সম্মানিতা হইয়া বিবিধ ভোগে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ভূমে! এই আমি তোমার নিকট সৌকর তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। এই তীর্থের এরূপ মহিমা যে, কামনা না করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেও চরমে শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া থাকে। ফলতঃ যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে এই তীর্থে বাস করে, অন্তে তাহার শ্বেতদ্বীপে অবস্থান হইয়া থাকে। সম্প্রতি তোমায় অপর এক তীর্থের কথা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সৌকর তীর্থের অন্তর্গত আখোটক নামে অপর এক তীর্থ আছে। উহাতে স্নান করিলে প্রথমতঃ দশ সহস্র ও দশশত বৎসর পর্য্যন্ত নন্দনকাননে দেবগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিয়া তৎপরে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুবিখ্যাত মহাবংশে জন্মগ্রহণ করে এবং আমার একান্ত ভক্ত হয়।

এক্ষণে আর এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহার মধ্যে গৃধ্রবট নামে অপর এক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে নবসহস্র এবং নবশত বৎসর ইন্দ্রলোকে দেবগণের সহিত সুখে বিহার করিয়া পরিশেষে তথা হইতে বিচ্যুত হয় এবং একেবারে সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া আমার পরম ভক্ত হইয়া থাকে। ধরে! তুমি পূর্ব্বে আমাকে সংসার-মুক্তির উপায়স্বরূপ যে তীর্থস্নানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

সূত কহিলেন, ব্রতচারিণী বসুন্ধরা নারায়ণের নিকট এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া পুনরায় মধুরস্বরে লোকনাথ জনার্দ্দনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! তীর্থদর্শন, তীর্থস্নান ও তীর্থ-মৃত্যু কোন্ কোন্ কার্য্যের পরিণাম? তাহা আমায় নির্দ্দেশ করুন।

নারায়ণ কহিলেন, দেবি মহাভাগে! মানবগণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবিপাকে তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে। কিন্তু জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে অর্থাৎ তীর্থস্নান, তীর্থে জপ ও তীর্থে দান প্রভৃতি সৎকার্য্যের ফলে আবার তীর্থমৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। স্বল্পই হউক, আর বিস্তরই হউক, পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলের কখনও নাশ নাই। কখনও না কখন তাহার ফলপ্রাপ্তি অবশ্যই ঘটিবে। যদিও কোন ব্যক্তি প্রথমে অসহায় অর্থাৎ ধর্ম্ম-কর্ম্মবলে দুর্ব্বল থাকে, তীর্থদর্শনাদি-পুণ্যবলে সে বলীয়ান্ হয়। যদি কেহ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবলে বলীয়ান্ থাকে, আবার অন্য পাপস্পর্শে দুর্ব্বল হইয়া যায়; কিন্তু ক্ষীণপুণ্য হইলেও পুনরায় অপর পুণ্যকর্ম্মের সাহায্যে ঘোরতর বলীয়ান্ হইয়া উঠে। অতএব কর্ম্মগতি অতি দুর্ব্বোধ। এই যাহা সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান ছিল, স্বল্পক্ষণের মধ্যে আবার তাহাই বিস্তারিত হইয়া উঠিল। এই দেখ, রাজা ও রাজ্ঞী পূর্ব্বে গৃধ্র ও শৃগালী ছিল; কিন্তু তীর্থমাহাত্ম্যে একেবারে দুর্লভ মানবযোনি লাভ করিয়া প্রথমে রাজ্যেশ্বর হইল; তাহার পর আবার তাহাদিগের পূর্ব্বজন্মস্মৃতির উদয় হইল। তৎপরে তীর্থমৃত্যু লাভ করিয়া একেবারে চতুর্ভুজ হইয়া শ্বেতদ্বীপে অবস্থান করিতে লাগিল। অতএব কর্ম্মের গতি অতি গহন।

ধরে! সম্প্রতি আর এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৈবস্বত নামে অপর এক তীর্থ বিদ্যমান আছে। ভগবান্ ভাস্কর পুত্রকামনায় ঐ স্থানে ঘোরতর তপস্যা করেন। প্রথমতঃ চান্দ্রায়ণ-ব্রতেই দশসহস্র বৎসর অতীত হয়। তাহার পর সপ্তসহস্র বৎসর বায়ু ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত

করেন। তখন আমি ভাস্করের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলাম, দিবাকর! আমি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি এক্ষণে স্বীয় মনোগত অভিলাষ ব্যক্ত কর।

অনন্তর বলবান্ কশ্যপনন্দন সূর্য্য মধুরস্বরে কহিলেন, দেব! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহাহইলে আমায় এই বর প্রদান কর, যেন আমি পুত্রমুখ নিরীক্ষণে অধিকারী হই।

সুন্দরি! আমি দিবাকরের বচন শ্রবণে ও ঐকান্তিকতায় পরিতুষ্ট হইলাম এবং কহিলাম ভাস্বন্! অচিরাৎ তোমা হইতে যম নামক এক পুত্র ও যমুনা নাম্নী এক কন্যার উৎপত্তি হইবে।

আমি দিবাকরকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া স্বীয় যোগপ্রভাবে তথায় অন্তর্হিত হইলাম। এদিকে প্রভাকরও সেই সৌকর তীর্থে স্বীয় ভক্তি ও ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। ধরে! যদি কোন ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া এই বৈবস্বত তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে সে দশ সহস্র বৎসর সূর্য্যলোকে সুখে বিহার করিতে পারে। অথবা যদি কেহ এই তীর্থে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করে, তাহাহইলে আর তাহাকে শমনভবন সন্দর্শন করিতে হয় না।

বসুন্ধরে! এই আমি তোমার নিকট সৌকরতীর্থের অন্তর্গত বৈবস্বত তীর্থে স্নান ও মরণের ফল কীর্ত্তন করিলাম। যাবতীয় আখ্যানের মধ্যে সৌকরাখ্যান অতি মহাখ্যান, যাবতীয় ক্রিয়ামধ্যে ইহা প্রধান ক্রিয়া এবং ইহাই প্রধান জপ, ইহাই সন্ধ্যোপাসনা, ইহাই প্রধানতম তেজ, ইহাই শ্রেষ্ঠতম

মন্ত্র ও ইহাই ভগদ্ভক্তদিগের অতীব প্রিয়পদার্থ। খল-স্বভাব, ভগদ্ভক্ত অথচ মূর্খ, যে বৈশ্য বা শূদ্র আমাকে অবগত নহে, তাহাদিগের নিকট ইহা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা ভগবদ্ভক্ত পণ্ডিতগণের সমাজে, মঠস্থিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সমীপে, দীক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট এবং যাহাদিগের শাস্ত্র-জ্ঞান আছে তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। ভদ্রে! এই আমি তোমার নিকট সৌকর তীর্থের মহাপুণ্যের কথা কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি একদিনও প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই সৌকর-তীর্থ-মাহাত্ম্য পাঠ করে তাহার দ্বাদশ বৎসর কাল আমায় চিন্তা করিবার কার্য্য করা হইয়া থাকে। তাহাকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এমন কি, ইহার এক অধ্যায় পাঠ করিলে পূর্ব্বতন দশকুল সমুদ্ধৃত হইয়া থাকে।

অষ্টাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

সৌকরতীর্থ-মাহাত্ম্য।

সূত কহিলেন, সাতিশয় ধার্ম্মিকা কমলপত্রাক্ষী বসুন্ধরা সৌকর তীর্থের তাদৃশ প্রশংসা, মাহাত্ম্য ও জাতিস্মারকতা প্রভৃতি পবিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সানন্দহৃদয়ে পুনরায় বলিলেন, সৌকর তীর্থের কি অপূর্ব্ব মহিমা! কামনা না করিয়াও এস্থানে কলেবর পরিত্যাগ করিলে তির্য্যক্‌জাতি-

রাও দুর্লভ মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াথাকে। সৌকরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ আমার হৃদয়ে কৌতূহল বৰ্দ্ধিত হইতেছে, অতএব এই ক্ষেত্রের অপরাপর বৃত্তান্ত অর্থাৎ এস্থলে নৃত্য, গীত, বাদ্য করিলে; গোদান অন্নদান ও জল দান করিলে; সম্মার্জ্জনীদ্বারা এস্থান সম্মার্জ্জন ও গোময়ে বিলিপ্ত করিলে; এস্থলের নিমিত্ত গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি আহরণ করিলে এবং এস্থলে বসিয়া জপ ও যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কি কি ফল লাভ হইয়া থাকে? ভক্তগণের সুখের নিমিত্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

অনন্তর বরাহরূপী সর্ব্বদেবময় নারায়ণ ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু বসুন্ধরার বচন শ্রবণ করিয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আমাকে যাবতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, আমি পুণ্যজনক ও অতীব সুখকর সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দান করিতেছি, শ্রবণ কর। সৌকর তীর্থে খঞ্জরীট নামে এক পক্ষী বাস করিত। একদা ঐ পক্ষী অপর্য্যাপ্ত কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করত অজীর্ণদোষে আক্রান্ত হইয়া স্বকর্ম্মদোষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় কতকগুলি বালক ক্রীড়া উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইয়া পক্ষীটিকে তদবস্থ অবলোকন করিবামাত্র "আমি লইব, আমি লইব" বলিয়া অগ্রসর হইল এবং ক্রীড়া কৌতুকে পরস্পর 'আমার আমার' বলিয়া কলহ করিতে লাগিল। অবশেষে একটি বালক পক্ষীটি লইয়া' ইহাতে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, তোমরাই গ্রহণকর। এই বলিয়া গঙ্গাসলিলে নিক্ষেপ করিল। খঞ্জরীটের সর্ব্বশরীর গঙ্গা-জলে পরিপ্লুত হইল। অনন্তর ঐ পক্ষী ধনরত্নসম্পন্ন যজ্ঞ-

শীল এক বৈশ্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। বালক ক্রমশঃ রূপবান্ গুণবান্, বুদ্ধিমান্ ভক্তিমান্ ও পবিত্রাত্মা হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন আর পিতা মাতার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। একদা তাহারা উভয়ে উপবিষ্ট রহিয়াছে এমন সময় কুমার ভূতলনতশিরা হইয়া পিতা মাতার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, পিতঃ! মাতঃ! যদি আপনারা আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তাহাহইলে আমি যাহা প্রার্থনা করি অনুমোদন করুন! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার কার্য্যে বাধা দেওয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য নহে।

তখন বৈশ্যদম্পতী পুত্রের বচন শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল এবং কহিল বৎস! তোমার মনের যাহা অভিলাষ অর্থাৎ তুমি যাহা বলিবে আমরা তাহাই করিব। বৎস! আমাদিগের ত্রিংশৎ সহস্র পরস্বিনী ধেনু রহিয়াছে, যদি তোমার তাহা দান করিবার ইচ্ছা থাকে অনায়াসে করিতে পার। বাণিজ্য আমাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম, যদি তাহা করিতে ইচ্ছা হয়, কর। বন্ধুবান্ধবদিগকে ধনরত্ন প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়, সম্ভবমত প্রদান কর। তুমি অজস্র অবারিত ধন ধান্য ও রত্নাদি দান কর। তোমার বিবাহের নিমিত্ত সৎকুলসম্ভবা অতি রমণীয় স্বজাতীয় কন্যাসকল আনাইয়া দিব। যে যে যজ্ঞে বৈশ্যগণের অধিকার আছে, ইচ্ছামত অনায়াসে সে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পার। ভারবহনপটু আটশত হল আমার বর্ত্তমান। তদ্ভিন্ন কৃষিকার্য্যসাধনের নিমিত্ত অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, অনায়াসে সমস্তই

সংগ্রহ করিতে পার। যদি ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার ইচ্ছা হয়, পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইতে পার। তোমার যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা হয়, আপনার ইচ্ছামত সমস্তই করিতে পার।

পরম ধার্ম্মিক বৈশ্যবালক পিতা মাতার বচন শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাহাদিগের চরণ ধারণ পূর্ব্বক কহিল, তাতঃ! মাতঃ! আমার গোদান করিবার বাসনা নাই। আমি বন্ধুবান্ধবগণের নিমিত্তও চিন্তিত নহি। আমার কন্যা লাভেরও ইচ্ছা নাই, যজ্ঞফলও কামনা করিনা, আমার বাণিজ্য কৃষিকার্য্য ও গোরক্ষণেরও প্রয়োজন নাই। আমি অতিথি সেবনেও উৎসুক নহি। আমার একমাত্র মনের বাসনা এই যে, আমি সৌকরে নারায়ণক্ষেত্রে গমন করিয়া একাগ্রমনে সেই অচিন্ত্য পুরুষের উদ্দেশে তপস্যা করি।

তখন আমার কার্য্যতৎপর বৈশ্যদম্পতী পুত্রের বচন শ্রবণ করিয়া করুণস্বরে পরিদেবন করিতে করিতে কহিল, বৎস! আজি দ্বাদশ বৎসর হইল, তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ইহার মধ্যে তোমার নারায়ণাশ্রমে যাইবার ভাবনা কেন? যখন তোমার তদনুরূপ বয়ঃক্রম হইবে তখন বরং এরূপ চিন্তা করিও। আজিও খাদ্য লইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া থাকি। আজিও আমার স্তনদ্বয় হইতে দিবারাত্র দুগ্ধ নিঃসৃত হইতেছে, আজিও রাত্রিতে পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সময় মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়া থাক, আজিও কি গৃহে, কি বহির্দ্দেশে নারীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাক, কেহ তাহা দোষ বলিয়া ধর্ত্তব্য করে না; আজি পর্য্যন্ত কি আত্মীয়বর্গ, কি

ভৃত্যপরম্পরা কেহ কথন তোমাকে একটি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে নাই, আজি পর্য্যন্ত তোমাকে ভয়প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত কখনও রুষ্টভাবে যষ্টি গ্রহণ করিতে হয় নাই, তবে বৎস! তোমার এরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল কেন? তুমি কি নিমিত্ত সৌকরতীর্থে গমনের জন্য উৎসুক হইলে?

বৈশ্যনন্দন জননীর এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, মাতঃ! আমি তোমার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া তোমার অঙ্গে অবস্থান করিয়াছি, তোমার ক্রোড়ে ক্রীড়া করা আমার যথেষ্ট হইয়াছে। আমি সুখে বদন বিস্তার করিয়া তোমার স্তন্য পান করিয়াছি, আমি তোমার অঙ্গে আরোহণ করিয়া তোমার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত করিয়াদিয়াছি। অতএব মাতঃ! তুমি আমার প্রতি যথোচিত করুণা প্রকাশ কর, আমাকে পরিত্যাগ কর, আমার জন্য শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এই সংসারে কেহ আসিয়া যাইতেছে, কেহবা গিয়া পুনরায় আসিতেছে, কাহাকেবা নষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে, কেহবা আদৌ দৃশ্য হইতেছেনা, কে কোথা হইতে জন্ম গ্রহণ করিল, কাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ, কে কাহার মাতা, আর কে কাহার পিতা, তাহার কিছুই নিরূপণ নাই। এই ঘোরতর সংসারসাগরে মনুষ্যযোনি লাভ করিতেছে মাত্র। সংসারে সহস্র সহস্র মাতা, সহস্র সহস্র পিতা, শত শত পুত্র, শত শত কন্যা বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু তাহারাই বা কাহার এবং আমরাই বা কাহার, তাহার কিছুই অবধারিত নাই। জননি! তুমি আমার আমার করিয়া কখনই শোকের বশীভূত হইওনা।

বৈশ্যদম্পতী পুত্রের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া কহিল, "বৎস! তুমি যে বিশেষ গুহ্য কথার উল্লেখ করিলে, তাহা আমাদিগের সমক্ষে ব্যক্ত কর।"

তখন বৈশ্যবালক জনক ও জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পিতঃ! মাতঃ! যদি আমার গুহ্য কথা শ্রবণ করা আপনাদিগের অবধারিতই হইয়া থাকে, তাহাহইলে সৌকর তীর্থের অন্তর্গত বৈবস্বত তীর্থে যাত্রা করুন, তথায় গিয়া সমস্ত প্রকাশ করিব।

অনন্তর বৈশ্য ও তৎপত্নী পুত্রকে 'তথাস্তু' বলিয়া সৌকরগমনে কৃতসংকল্প হইল। গমনোপযোগী দ্রব্যসকল আয়োজন করিল। প্রথমতঃ গোপপতিদ্বারা বিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী গাভী তথায় প্রেরণ করিল। আমার উদ্দেশে সম্ভৃত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া লোকসকল অগ্রেই প্রেরিত হইল। অনন্তর বৈশ্য ও বৈশ্যপত্নী উভয়ে মাঘমাসের দ্বাদশীতে স্নানাদি কার্য্য সমাপনের পর মহানন্দে পূর্ব্বার্দ্ধযামে যাত্রা করিল। আত্মীয় স্বজনের নিকট যথাবিধি বিদায় গ্রহণ করিল। পরিশেষে সুদীর্ঘ কালের পর বৈশাখ মাসের দ্বাদশীতে পরমানন্দে আমার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। উপস্থিতির পর স্নান ও বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক প্রথমতঃ পিতৃকার্য্য সমাপন করিয়া পূর্ব্বে যে বিংশতি সহস্র গাভী তথায় প্রেরিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই তত্রত্য ভঙ্গুরুস নামক বিপ্রকে সম্প্রদান করিল। গাভীগুলি সুলক্ষণ সম্পন্ন পবিত্র ও সুখ-দোহ্যা। বৈশ্যবর প্রতিদিন ধনরত্নাদি প্রদান পূর্ব্বক স্ত্রী পুত্র ও স্বজনগণের সহিত পরমসুখে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল।

এইরূপে কিছুকাল বিগত হইলে শস্যোৎপাদিনী বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইল। কদম্ব, কুটজ ও অর্জ্জুন প্রভৃতি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। প্রিয়তম-বিরহিত রমণী-গণের হৃদয় দুঃখদাবানলে সন্তপ্ত হইতে লাগিল। গর্জ্জন-শীল মেঘ হইতে ঘন ঘন বিদ্যুৎ-বিকাশ ও ধারাপাত হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে বলাকামালা বিরাজিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন জলধর অঙ্গদভূষণে বিভূষিত হইয়াছে। কলকলশব্দে নদীস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। ময়ূরগণ কেকারব আরম্ভ করিল। কুটজ ও অর্জ্জুন প্রভৃতি পুষ্পের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইল। কদম্ব ও অর্জ্জুন পাদপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। বায়ু ময়ূরগণের পুচ্ছসকল বিকম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। শোক প্রোষিতভর্ত্তৃকা রমণীগণের হৃদয়মন্দির অধিকার করিল।

এইরূপে অতীব সুখজনক বর্ষাকাল মেঘধ্বনিরূপ দুন্দুভি-নাদে নিনাদিত হইয়া বিগত হইলে শরৎকালের সমাগম হইল। ক্রমে অগস্ত্যোদয় হইয়া উঠিল। তড়াগাদি জলাশয় সকল প্রসন্নসলিল হইল। কুমুদ ও উৎপল সকল পুষ্পিত হইয়া অতি রমণীয় শোভা ধারণ করিল। সুতরাং সুগন্ধ সুশীতল বায়ু সপ্তচ্ছদের গন্ধ বহন পূর্ব্বক কামিজনের হৃদয়ে আনন্দ বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে শরৎকাল সমতীত হইয়া কার্ত্তিক মাস উপস্থিত হইলে শুক্ল-পক্ষীয় একাদশী দিবসে বৈশ্য ও তৎপত্নী উভয়ে স্নানকার্য্য সমাপনের পর পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুত্রকে কহিল, বৎস! এইত আমরা এস্থানে ছয়মাস সুখে অতিবাহিত করিলাম।

একাদশী গত হইয়া দ্বাদশী উপস্থিত হইবে। তথাপি তুমি যে গুহ্য কথা ব্যক্ত করিবে বলিয়াছিলে, কিনিমিত্ত তদ্বিষয়ে অবহেলা করিতেছ?

তখন ধার্ম্মিকবর বৈশ্যনন্দন পিতামাতার বচন শ্রবণ করিয়া মধুরবচনে কহিল, মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন, সত্য বটে! কল্য আপনার নিকট এই সুমহৎ গুহ্য বিষয় বিস্তারিত কহিব। পিতঃ! কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় এই দ্বাদশী নারায়ণের অতীব প্রিয়। এই বিচিত্র দ্বাদশী বিষ্ণুভক্তগণের সুখ ও মঙ্গল দায়ক। যে বিষ্ণু-ভক্তব্যক্তিগণ যোগিকুলে দীক্ষিত, তাঁহারা মহানন্দে এই কৌমুদীদ্বাদশীতে দান করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর সন্তোষ জনক এই দান প্রভাবে তাঁহারা অনায়াসে এই ঘোরতর সংসার-সাগর পার হইতে পারেন।

ধরে! এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে শুভলক্ষণা শর্ব্বরী প্রভাতা হইল। অনন্তর দিবাকর সমুদিত হইলে বৈশ্যনন্দন পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া প্রথমতঃ সন্ধ্যার উপাসনা করিল। তৎপরে শঙ্খ চক্র গদাধর দেব নারায়ণকে প্রণাম করিয়া পরিশেষে পিতামাতার চরণ স্পর্শ করিয়া কহিল, পিতঃ! আপনারা যে নিমিত্ত সৌকর তীর্থে আগমন করিয়াছেন, এবং যে গুহ্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বজন্মে আমি খঞ্জরীট নামে পক্ষী ছিলাম। একদা প্রচুর পরিমাণে কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করাতে অজীর্ণদোষে আক্রান্ত

হই। এমন কি, উদর স্ফীত হওয়ায় আমার অঙ্গ-চালনের সামর্থ্য ছিলনা। বালকগণ আমাকে স্পন্দহীন অবস্থায় পতিত দর্শন করিয়া আমাকে গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রীড়া আরম্ভ করিল। পরস্পর বলিতে লাগিল "তুমি দেখিতে পাও-নাই "আমি অগ্রে দেখিয়াছি, অতএব এ পক্ষী আমার" এইরূপ বলিয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলে তন্মধ্যে একটি বালক "এ পক্ষী আমার নয়, তবে কি তোমার?" এই বলিয়া ক্রোধভরে আমাকে লইয়া বৈবস্বততীর্থে গঙ্গা-সলিলে নিক্ষেপ করিল। আমি প্রভাবসম্পন্ন সূর্য্যতীর্থে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করিলাম। মাতঃ! অনন্তর এই তীর্থমাহাত্ম্যে আমি তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমার মৃত্যুদিবস হইতে আজ ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইল। তাত! আমি সৌকরে আসিয়া আপনাকে যে গুহ্যবিষয় জ্ঞাপন করিব বলিয়াছিলাম, এই সেই গুহ্য বৃত্তান্ত। পিতঃ! মাতঃ! আমি এক্ষণে এই তীর্থে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিব। আপনাদিগের চরণে প্রণাম করি, আপনারা স্বভবনে প্রতিগমন করুন!

অনন্তর বৈশ্যবর ও তৎপত্নী উভয়ে পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! তুমি এই তীর্থে অবস্থান করিয়া বিষ্ণুধর্ম্মপ্রোক্ত যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠানকরিবে আমরাও এইস্থানে যথাবিধি সেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। এই কথা বলিয়া তাহারা সকলেই সংসারসাগর সমুত্তীর্ণ হইবার উপায়স্বরূপ আমার কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিল। বহুকাল পর্য্যন্ত আমার কর্ম্মে আসক্ত থাকিবার পর তাহাদিগের পঞ্চত্ব

লাভ হইল। আমার কার্য্য এবং আমার ক্ষেত্রপ্রভাবে তাহারা সংসারমুক্ত হইয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করিল। যে সকল পরিজন গৃহ হইতে ঐ বৈশ্যের অনুগমন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই ঐশ্বর্য্যশালী ও ব্যাধিবিবর্জ্জিত হইয়া উঠিল। সকলেই যোগসাধনে তৎপর হইল। সকলেরই শরীরে পদ্মগন্ধ বিকাশ পাইতে লাগিল। পরিণামে সকলেই স্ব স্ব কার্য্যানুসারে আমার ক্ষেত্রের ফল ভোগ করিতে লাগিল।

দেবি ধরে! এই আমি তোমার নিকট সৌকর বৃত্তান্ত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ খঞ্জরীটোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, পরে অন্যান্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিব। হে মাভাগ! আমার ক্ষেত্রের এবং আমার কার্য্যের এরূপ মহিমা যে, তির্য্যক্ জাতিরাও এই ক্ষেত্রে পঞ্চতত্ব লাভ করিয়া শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া থাকে। ভূমে! যে ব্যক্তি প্রতিদন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমার সৌকর বৃত্তান্ত পাঠ করে, তাহার ঊর্দ্ধতন দশ এবং অধস্তন দশ পুরুষ উদ্ধার লাভ করে। আমার এই মাহাত্ম্য মূর্খ, শাস্ত্রনিন্দক ও পিশুনের নিকট পাঠ করিবে না, ইহা গৃহমধ্যে একাকী নির্জ্জনে বসিয়া পাঠ করিবে। ইহা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং বিশুদ্ধস্বভাব বিনীত বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণদিগের নিকট পাঠ করিতে পারে। নিত্য ইহা পাঠে সংসার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

সৌকরতীর্থ-বিলেপনাদির ফল।

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! সম্প্রতি মানবগণ তীর্থে গোময় বিলেপন করিয়া যেরূপ ফললাভ করে বিস্তারিত কহিতেছি শ্রবণ কর। আমার গৃহে গোময় লেপন করিবার সময় যাবৎ পরিমাণ পদবিক্ষিপ্ত হয়, লেপদাতা তাবৎ পরিমাণ দিব্য সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে সুখে বিহার করিয়া থাকে। যদি কেহ আমার কার্য্যোপলক্ষে দ্বাদশ বৎসরকাল আমার গৃহে গোময় লেপন করে, তাহাহইলে, সে জন্মান্তরে ধনধান্যসমাযুক্ত বিপুল বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া চরমে স্বর্গবাসীদ্বারা নমস্কৃত হইয়া কুশদ্বীপে অবস্থান করিতে পারে। তথায় গমন করিয়া সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং তন্মধ্যে দশবৎসরকাল আমার পরম ভক্ত হইয়া থাকে। তৎপরে আমার কার্য্যের মহিমায় কুশদ্বীপ হইতে পরিভ্রষ্ট এবং আমার কর্ম্মপরায়ণ পরম ধার্ম্মিক নরপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পরিশেষে পূর্ব্বজন্মে আমারই গৃহে লেপপ্রদানের নিমিত্ত আমার প্রতি একান্ত নিষ্ঠ হইয়া সমুদায় শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে বাসনা করে। তাহার পর শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিয়া যথাবিধি আমার আয়তন সকল নির্ম্মাণ করাইয়া চরমে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

সুন্দরি! সম্প্রতি গোময়ের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদি কোন ব্যক্তি নিকট হইতেই হউক, আর দূর হইতেই

হউক্, আমার কার্য্যের নিমিত্ত গোময় সংগ্রহ করিতে গমন করে, সেই ব্যক্তি গোময় আহরণার্থ যতবার পদ বিক্ষেপ করিবে, তত সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে অবস্থান করিতে পারে। গোময় সংগ্রহকর্ত্তা স্বর্গসুখ সম্ভোগের পর শাল্মলিদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া একাদশ সহস্র ও একাদশ শতবর্ষকাল তথায় পরমানন্দে কালাতিপাত করিয়া পরিশেষে তথা হইতে পরি-ভ্রষ্ট হইয়া আমার একান্ত ভক্ত সর্ব্বধর্ম্মবিৎ পরম ধার্ম্মিক রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর সেই গোময়ানয়িতা দ্বাদশ বর্ষকাল আমার একান্ত ভক্ত হইয়া কঠোর ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ভূমে! আমার স্নান ও আমার উপলেপনের নিমিত্ত যে ব্যক্তি জল আনয়ন করে, তাহার যেরূপ পবিত্র পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমার স্নানাদির নিমিত্ত সমাহৃত জলমধ্যে যত পরিমাণ জলবিন্দু বিদ্যমান থাকে, জলানয়নকর্ত্তা তত সহস্র সংখ্যক বৎসর স্বর্গলোকে সমাদৃত হইয়া থাকে। পরিশেষে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্রৌঞ্চদ্বীপে এবং ক্রৌঞ্চদ্বীপ হইতে বিচ্যুত হইয়া পরম ধার্ম্মিক নরপতিকুলে জন্ম গ্রহণ করে। পরিশেষে সেই রাজবংশ হইতে অনায়াসে শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! সম্প্রতি স্ত্রীলোকেই হউক, আর পুরুষেই হউক্ যদি কেহ আমার গৃহে সম্মার্জ্জনী প্রদান করে, তাহাদিগের যেরূপ সদ্গতি লাভ হয়, কহিতেছি শ্রবণ কর।

যদি কোন ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি পবিত্র হইয়া সম্মার্জ্জনীদ্বারা আমার গৃহের ধূলি সকল পরিচালিত করে তাহা হইলে যে

পরিমাণ পাংশু পরিচালিত হয়, তাবৎ সংখ্যক বৎসর স্বর্গলোকে সমাদৃত হইয়া থাকে। তাহার'পর তথাহইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া শাকদ্বীপে গমন করে এবং তথায় রাজা হইয়া নানাবিধ উপভোগে কালযাপন করিবার পর শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া পূতমনে আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া যাহারা মদ্বিষয়ক সঙ্গীতের আলোচনা করে তাহাদিগের যেরূপ ফললাভ হইয়া থাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমার সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন করিতে বদনবিবর হইতে যাবৎ পরিমাণে বর্ণমালা বিনির্গত হয়, গায়ক তাবৎ সহস্র সংখ্যক বৎসর মহাসমাদরে ইন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। এমন কি সে তথায় রূপবান্, গুণবান্, সিদ্ধ ও বেদবেত্তার অগ্রগণ্য হইয়া নিত্য দেবরাজ ইন্দ্রের সন্দর্শন লাভ করিতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ সে তথায় আমার পরম ভক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার বৈষ্ণব কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং আমার পূজা করিয়া থাকে। তৎপরে সে ইন্দ্রলোক হইতে নন্দনকাননে গমন পূর্ব্বক দেবগণের সহিত একত্র গান করত পরম সুখে অবস্থান করে। তাহার পর ভূলোকে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের সহিত পরমানন্দে কালক্ষেপ করিয়া আমার লোকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে।

সূত কহিলেন, যশস্বিনী বসুন্ধরা মাধবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় কহিলেন, আপনি যে সঙ্গীতমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন, শুনিলাম, সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, গীতপ্রভাবে কাহারা সিদ্ধ লাভ করিয়াছে ?

বরাহদেব কহিলেন, ভদ্রে ধরে! আমার আশ্রমে এক চণ্ডাল অবস্থান করিত। যদিও সে চণ্ডাল; কিন্তু আমার অতীব ভক্ত ছিল। এমন কি সে বহুসংবৎসর ভক্তিভাবে আমারই গুণগান করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিত। এক দিন কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী দিবসে সমুদায় লোক নিদ্রায় অভিভূত হইলে সেই চণ্ডাল বীণা লইয়া সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইল। সে একমনে গান করিতেছে এমন সময় এক ব্রহ্মরাক্ষস আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। রাক্ষস বলবান্, সুতরাং শ্বপচের আর পলাইবার উপায় রহিল না। তখন সে দুঃখশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া কহিল, রাক্ষস! তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বলপ্রকাশ করিতেছ? তখন ব্রহ্মরাক্ষস চণ্ডালের কথা শুনিয়া কহিল, "অহো! আমি নরমাংসলোলুপ রাক্ষস। আজ দশ দিন হইল আমি অনাহারে অবস্থান করিতেছি। আমি বিধির নিয়োগে তোমায় পারণা লাভ করিয়াছি। আজ তোমার বসা, মাংস, শোণিতাদি সমস্ত ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইব।" সঙ্গীতোৎসুক ও আমার পরম ভক্ত চণ্ডাল ব্রহ্ম-রাক্ষসের কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, মহাভাগ! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। আমি ত তোমার সম্মুখেই উপ-স্থিত রহিয়াছি। বিধাতা যখন তোমার উপযোগ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাহা হইবে। কিন্তু এক্ষণে আমি জাগরণব্রত পালন করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তনে ব্যস্ত হইয়াছি। আমি জাগরণব্রত পালন করিয়া আসি, তাহার পর আমাকে ভক্ষণ করিও।

তখন ক্ষুধার্ত্ত ব্রহ্মরাক্ষস শ্বপচের বচন শ্রবণ করিয়া কঠোর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, মূর্খ! পাষণ্ড! বৃথা কেন পুনরায় আগমনের কথা উল্লেখ করিতেছিস্? মনুষ্য কি কখন যমালয়ে গিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করে? তুই রাক্ষসের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্?

চণ্ডাল ব্রহ্মরাক্ষসের বচন শ্রবণ করিয়া বলিল, "রাক্ষস! যদিও আমি পূর্ব্ব কর্ম্মবিপাকে চণ্ডালযোনি লাভ করিয়াছি, তথাপি সত্য শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে রাত্রি জাগরণরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিয়া পুনরায় তোমার নিকট আগমন করিব। অতএব যদি অভিরুচি হয়, আমাকে পরিত্যাগ কর।" সত্যই এই জগতের মূল, লোক সকল সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সত্যবলেই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। সত্যবচন পাঠ করিয়া কন্যা প্রদত্ত হয়, ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা সত্য কথা কহিয়া থাকেন, এবং রাজবচন কখন মিথ্যা হইবার নহে। এই তিনই সত্য বলিয়া বিখ্যাত। লোক সত্যবলে স্বর্গে গমন এবং সত্যবলে মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে। সূর্য্য সত্যবলে তাপ প্রদান এবং চন্দ্র লোকের মনোরঞ্জন করিতেছেন।

রাক্ষস! যদি আমি প্রত্যাগমন না করি, ষষ্ঠী, অষ্টমী, অমাবস্যা ও উভয় পক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে স্নান না করিলে, যে দুর্গতি হয়, আমি তাহাই ভোগ করিব। যদি আমি মোহ বশতঃ প্রত্যাগমন না করি তাহা হইলে গুরুপত্নী ও রাজপত্নী গমন করিলে যে মহাপাতক হয়, আমি সেই মহাপাতকে

পরিলিপ্ত হইব। যদি আমি পুনরায় প্রত্যাগমন না করি তাহাহইলে যাজক ও মিথ্যাবাদীদিগের যে দুর্গতি লাভ হয়, আমারও তাহাই হইবে। যদি আমি পুনরায় প্রত্যাগমন না করি তাহাহইলে ব্রহ্মঘাতক, সুরাপায়ী, পরস্বাপহারী ও ব্রতবিঘ্নকারী ব্যক্তির যে দুর্গতি লাভ হয়, আমারও তাহাই হইবে।

ধরে! ব্রহ্মরাক্ষস শ্বপচের বচন শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল এবং মধুর বাক্যে কহিল, চণ্ডাল! তোমায় নমস্কার, তুমি শীঘ্র গমন কর।

ধরে! আমার পরম ভক্ত সেই চণ্ডাল ব্রহ্মরাক্ষসের বচনাবসানে আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে ভক্তিপূর্ব্বক পুনরায় আমার সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর প্রভাতে নৃত্য, গীত জাগরণ শেষ হইলে "নারায়ণায় নমঃ" এই বলিয়া চণ্ডাল প্রতিনিবৃত্ত হইল। ঐ সময় এক পুরুষ তাহার পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিল, সাধো! তুমি দ্রুতপদে কোথায় যাইতেছ? তোমার এস্থান হইতে প্রস্থান করা কর্ত্তব্য হইতেছেনা, তুমি কৌণপপতি তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমার এস্থান হইতে গমন করা বিধেয় হইতেছে না।

শ্বপচ পুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, এক রাক্ষস আমাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে আমি তাহার সহিত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া আসিয়াছি। সেই সত্য প্রতি-পালনের নিমিত্ত আমি দ্রুতপদে তথায় গমন করিতেছি।

তখন কমললোচন মিষ্টবচনে তাহাকে কহিলেন, চণ্ডাল! সেই পাপ রাক্ষস যে স্থলে অবস্থান করিতেছে, তুমি আর

তথায় গমন করিও না। জীবন রক্ষার্থ মিথ্যা বলিলেও দোষস্পর্শ হয় না। স্বীয় জীবনদানে কৃতনিশ্চয় চণ্ডাল তাহা শ্রবণ করিয়া কহিল, তুমি আমাকে যাহা কহিতেছ, আমি তাহাতে সম্মত নহি। আমার বিশ্বাস, আমার নিশ্চয় এই যে, আমি কখন সত্যের অপলাপ করিব না। এই জগৎ, এই সমুদায় লোক এবং সকলের আত্মা সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সত্যই শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম, অতএব আমি কখনই সেই সত্য পথ পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা পথের পথিক হইব না। তুমি যথাভিরুচি গমন কর, তোমাকে প্রণাম করি।

সত্যব্রতাবলম্বী সেই চণ্ডাল এই কথা বলিয়া ব্রহ্মরাক্ষস যথায় তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল তথায় সমুপস্থিত হইয়া সাদরে তাহাকে কহিল, মহাভাগ! এই আমি আসিয়াছি, আর বিলম্বে প্রয়োন কি? আমায় উদরসাৎ কর। তোমার অনুগ্রহে আমি বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারিব। আমার এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ভক্ষণ কর। তোমায় সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত সন্দর্শন করিতেছি। আর বিলম্ব কেন, তুমি আমায় ভক্ষণ করিয়া স্বয়ং পরিতৃপ্ত হও এবং আমারও হিত সাধন কর।

ব্রহ্মরাক্ষস শ্বপচের বচন শ্রবণ করিয়া মিষ্টবচনে কহিল, বৎস! শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত চণ্ডাল হইয়া যখন তোমার এরূপ মতি গতি, এরূপ সত্যনিষ্ঠা, তাহাতেই আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম।

ব্রহ্মরাক্ষসের বচনাবসানে চণ্ডাল কহিল, যদিও আমি জাতিতে চণ্ডাল, যদিও আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই নাই, তথাপি

প্রাণান্তে কখন মিথ্যা কথা কহিব না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।

তখন সেই ব্রহ্মরাক্ষস শ্বপচকে কহিল, বৎস! যদি স্বীয় জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ কর, তাহাহইলে তুমি রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক হরিণাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছ, আমায় তাহার ফলপ্রদান কর। তাহাহইলে এইদণ্ডে আমি তোমায় মুক্ত করিয়া দিতেছি, আর তোমাকে ভক্ষণ করিতে চাহি না।

সেই কথা শুনিয়া চণ্ডাল বলিল, তুমি এরূপ কথা কহিবে, তাহা স্বপ্নেও জানিনা। "আমি তোমায় ভক্ষণ করিব" এই কথা বলিয়া আবার গীতপুণ্য প্রার্থনা করিতেছ কেন?

রাক্ষস বলিল চণ্ডাল! যদিও তুমি সমস্ত সঙ্গীতের পুণ্য প্রদান করিতে অসম্মত হও, আমাকে এক প্রহরের গীতের পুণ্য প্রদান কর। তাহাহইলে আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তুমি স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখে সংসার কর।

চণ্ডাল রাক্ষসের কথা শুনিয়া কহিল, রাক্ষস! আমি কিছুতেই তোমায় গীতফল প্রদান করিতেছিনা। তোমার যাহা অভিলাষ তাহাই পূর্ণ কর। তুমি স্বচ্ছন্দে আমায় ভক্ষণ কর, আমার উষ্ণ শোণিত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হও। গীতফল প্রদান করিতেছিনা।

ব্রহ্মরাক্ষস কহিল, যদি একান্তই অসম্মত হও, তাহাহইলে তুমি অন্ততঃ আমায় একটি বিষ্ণুসঙ্গীতের ফল দান কর। তাহাহইলে আমি অনায়াসে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব।

তখন চণ্ডাল ব্রহ্মরাক্ষসের বচনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিল, রাক্ষস! বলদেখি, কি দুষ্কর্ম্ম করিয়া তোমায় এরূপ রাক্ষসত্ব লাভ করিতে হইয়াছে?

ব্রহ্মরাক্ষস দুঃখিতমনে কহিল, চণ্ডাল! আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আমার নাম চরক সোমশর্ম্মা। আমি সূত্রমন্ত্রবর্জ্জিত হইয়াছিলাম; কিন্তু যজ্ঞ কর্ম্ম করিতাম। আমি লোভ ও মোহের বশবর্ত্তী হইয়া মূঢ় ব্যক্তিদিগের যাজন ক্রিয়া করিতাম। একদিন আমি যজ্ঞ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইত্যবসরে শূলরোগ সহসা আমাকে আক্রমণ করিল। আমি তাহাতেই পঞ্চত্ব লাভ করিলাম। পঞ্চরাত্র-সাধ্য সে যজ্ঞও সম্পূর্ণ হইল না। আরব্ধ যজ্ঞের অসম্পূর্ণতা, যজ্ঞীয় মন্ত্রের পরিহীনতা এবং উদাত্তাদি স্বরের উচ্চারণদুষ্টতা জন্য আমি রাক্ষসযোনি লাভ করিয়াছি। চণ্ডাল! তুমি গীতফল প্রদান করিয়া আমার উদ্ধার সাধন কর। বিষ্ণু সঙ্গীতদ্বারা সত্বর এই পাপাত্মাকে, এই অধমকে মুক্ত কর।

ব্রতাবলম্বী চণ্ডাল রাক্ষসের বচন শ্রবণ করিয়া কহিল, যদি আমি গীতফল প্রদান করিলে তোমার মুক্তি হয়, এই দণ্ডেই দিতেছি। বাস্তবিক স্বরসংযোগে যে ব্যক্তি বিষ্ণুর নিকট সঙ্গীতালাপ করে, তাহাকে আর কোন বিপত্তিই ভোগ করিতে হয় না। এই বলিয়া চণ্ডাল ব্রহ্মরাক্ষসকে যেমন গীতফল প্রদান করিল, অমনি সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শারদীয় শশধরের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া উঠিল। এদিকে সেই চণ্ডালও গীতপ্রভাবে ক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিল।

দেবি ধরে! মানবগণ রাত্রি জাগরণ করিয়া যদি আমার সঙ্গীতে একান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাহইলে এইরূপ মহাফল লাভ করিয়া থাকে। যদি কেহ কার্ত্তিকী দ্বাদশীতে আমার সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হয়, যদি কেহ আমার নিমিত্ত জাগরণ করিয়া গীত সকল গান করে, তাহাহইলে তাহারা চরমে সর্ব্বসঙ্গ বর্জ্জিত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। দেবি! এই আমি তোমার নিকট হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের ফল কীর্ত্তন করিলাম। এই নাম কীর্ত্তনে লোক অনায়াসে সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারে।

ধরে! সম্প্রতি বাদিত্রের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমার সঙ্গীতের সহিত বাদিত্র বাদন করিলে দেব-তুল্য গতি লাভ হইয়া থাকে। যাহারা বাদিত্রের সহিত তাল প্রদান করে, তাহারা পর্য্যন্ত কুবের ভবনে গমন করিয়া নবশত ও নবসহস্র বৎসর স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে পারে। অনন্তর কুবেরভবন হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অনায়াসে ইচ্ছামত আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ধরে! এক্ষণে নৃত্যের ফল কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি আমার ভাবে মগ্ন হইয়া নৃত্য করে, সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিংশৎসহস্র এবং ত্রিংশৎ-শতবর্ষ পর্য্যন্ত পুষ্করদ্বীপে অবস্থান করিয়া যথা ইচ্ছা গমন এবং যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারে। সে ব্যক্তি রূপবান্, গুণবান্, বলবান্, শীলবান্, সৎপথের পথিক ও আমার পরম ভক্ত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে নর্ত্তক গীত বাদ্যের সহিত নিত্য রাত্রি জাগরণ করে, সে জম্বুদ্বীপে

রাজরাজেশ্বর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। তাহার সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মে মতিগতি হয়। সে অনায়াসে আমার ভক্ত ও আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া প্রজা সকল প্রতিপালন করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি আমার ভক্ত ও আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া পুষ্প আহরণ পূর্ব্বক আমার মস্তকে সমর্পণ করে, সে সেই সৎকর্ম্মফলে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

দেবি ধরে! আমার ভক্তগণের সুখ সম্পাদনের নিমিত্ত এই তোমার নিকট সংসারমুক্তির উপায়ভূত সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া আমার এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করে, সে অনায়াসে স্বীয় ঊর্দ্ধ্বতন দশ এবং অধস্তন দশ পুরুষের উদ্ধারসাধন করিয়া থাকে। আমার এ সমস্ত বৃত্তান্ত মূর্খ বা খলস্বভাব ব্যক্তি-দিগের নিকট কীর্ত্তন করিবে না। ইহা মুক্তিপথের পথিক ভক্তদিগের নিকটেই কীর্ত্তন করিবে। ফলতঃ এ সমস্ত অশ্রদ্ধাবান্, ক্রূর ও দেবলের নিকট কদাচ পাঠ করিবে না। পাঠ করিলে কখনই ইষ্টসিদ্ধি বা মঙ্গললাভ হয় না। ইহা কীর্ত্তন করা ধর্ম্মসমুদায়ের মধ্যে পরম ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সমুদায়ের মধ্যে পরম কর্ম্ম। এমন কি শাস্ত্রনিন্দকের নিকট ইহার এক অধ্যায়ও পাঠ করা বিধেয় নহে। তাহা করিলে কখনই অভিমত সিদ্ধিলাভ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে না।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

কোকামুখমাহাত্ম্য।

দেবী ধরণী নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে সকল দেবস্থানের কথা নির্দ্দেশ করিলেন, শুনিলাম। এখন বলুন দেখি, আপনি নিয়ত কোন্ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন? কোন্ স্থান সর্ব্বোৎকৃষ্ট? আপনি স্বশরীরে কোন্ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন? কোন্ স্থানে কর্ম্ম করিলে সদ্গতি লাভ হয়?

বরাহদেব কহিলেন, হে ভক্ত বৎসলে! হে দেবি ধরে! স্বামি যে যে স্থানে অবস্থান করিয়া থাকি কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট যে কোকামুখের কথা বলিয়াছি, সেই কোকামুখ, বদরী নামে বিখ্যাত হিমালয়ের একদেশ এবং ম্লেচ্ছরাজের অধিষ্ঠিত লোহার্গল, এই সকল স্থান কখনই পরিত্যাগ করি না। কিন্তু স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্বই আমার নিবাস স্থান। এমন স্থানই নাই যেস্থলে আমি বিদ্যমান না আছি। তবে যাহারা আমার গুহ্য বৃত্তান্ত জানিতে বাসনা করে, অবিলম্বে তাহাদিগের কোকামুখে গমন করাই কর্ত্তব্য।

তখন ধরণী নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে কহিলেন, লোকনাথ! কোকামুখ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান হইল কেন? কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! কোকামুখ হইতে শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও আমার প্রিয়তর স্থান দ্বিতীয় নাই। যে ব্যক্তি কোকামুখে গমন করিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আত্ম-যজ্ঞ সাধন করে, তাহাকে পুনরায় আর নিবৃত্ত হইতে হয় না। আমার যত ক্ষেত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে সমুদায়ের মধ্যে কোকামুখের মত উৎকৃষ্ট স্থান হয় নাই, হইবেও না। অন্যের অজ্ঞাত আমার শ্রেষ্ঠত মূর্ত্তি সেই স্থানেই গোপিত রহিয়াছে। এই আমি তোমার নিকট কোকামুখের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

বসুন্ধরা কহিলেন, হে দেবাদিদেব! হে মহাদেব! হে ভক্তগণের ভয়ভঞ্জন! কোকাক্ষেত্রের গুহ্য বৃত্তান্ত সকল কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, হে পাপসম্পর্কশূন্যে! কোকা-ক্ষেত্র কেন যে এত রমণীয় ও শ্রেষ্ঠতম স্থান তাহা কীর্ত্তিত করিতেছি, শ্রবণ কর। কোকামুখ অতি গুহ্যতম স্থান। এই স্থানে কর্ম্ম করিলে সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। কোকাক্ষেত্রে জলবিন্দু নামে বিখ্যাত এক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। ঐ পর্ব্বত হইতে বিষ্ণুধারা-নামে বিখ্যাত মুসলধারা সদৃশ এক ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কেহ এক রাত্রি তথায় বাস করিয়া যত্নপূর্ব্বক সেই ধারা-জলে স্নান করে, তাহাহইলে তাহার সহস্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়। সে ব্যক্তি কখন কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমুখ হয় না; প্রত্যুত উৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে। পরিশেষে বৈষ্ণব-কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। বাস্তবিক বিষ্ণুধারা

আশ্রয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে আমার গুহ্যতম পরমমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে পারে।

ধরে! ঐ কোকামুখে বিষ্ণুপদ নামে এক উৎকৃষ্ট স্থান আছে। আমি যে ঐ স্থান আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়া থাকি, তাহা অন্যে জানে না। যদি এক রাত্রি উপবাস করিয়া ঐ বিষ্ণুপদে স্নান করে, তাহাহইলে সেই মদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি ক্রৌঞ্চদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার যদি আমার ঐ গুহ্যতম স্থানে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। ধরে! বিষ্ণুসরোবর নামে এক স্থান আছে। ঐ স্থানে আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলাম। ঐ স্থানে দন্তদ্বারা আমি তোমায় উদ্ধৃত করিয়াছিলাম; যদি কেহ প্রাতঃকালে ঐ স্থানে স্নান করে, তাহাহইলে সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! কোকাক্ষেত্রমধ্যে সোমতীর্থ নামে বিখ্যাত এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে পঞ্চশিলা নামে বিষ্ণুনামাঙ্কিত এক উৎকৃষ্ট স্থান আছে। যে বৈষ্ণব ব্যক্তি পঞ্চরাত্র উপবাস করিয়া তথায় স্নান করে, সে অনায়াসে গোমেদ নামক দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। পরিশেষে সেই গোমেদ দ্বীপে প্রাণত্যাগ করিলে পাপমুক্ত ও পূতাত্মা হইয়া আমার দর্শনলাভে সমর্থ হয়।

কোকাক্ষেত্রে তুঙ্গকূট নামে বিখ্যাত অপর এক পবিত্র স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় পর্ব্বতের অতি উচ্চতর প্রদেশ

হইতে চারিধারা নিপতিত হইতেছে। পাচ রাত্রি উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি ধারাজলে স্নান করে, সে ব্যক্তি কুশদ্বীপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমার লোকে অবস্থান করিয়া থাকে। আমার অপর স্থানের নাম অনিত্য আশ্রম। মনুষ্যের কথা দূরে থাক্, দেবতারাও ঐ আশ্রমের অনুসন্ধান জানেন না। যদি কোন ব্যক্তি অহোরাত্র তথায় বাস করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে আমার পরমভক্ত হইয়া পুষ্করদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিতে পারে এবং যদি পবিত্রভাবে ঐ পুণ্যক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহাহইলে তাহার পাপের সম্পর্ক মাত্র থাকেনা; প্রত্যুতঃ সে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! ঐ কোকামণ্ডলের মধ্যে অগ্নিসরোবর নামে আমার পরম গুহ্য স্থান আছে। ঐ স্থানে গিরিকুঞ্জ নামক পর্ব্বত হইতে পাঁচ ধারা নিপতিত হইতেছে। পাঁচ রাত্রি তথায় বাস করিয়া যদি কোন ব্যক্তি ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে আমার কর্ম্মপরায়ণ হইয়া কুশদ্বীপে জন্মগ্রহণ করে। যদি তথায় বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিতে পারে, তাহাহইলে সে কুশদ্বীপ হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে।

ব্রহ্মসর নামে আমার আর এক গুহ্যতম ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রের শিলাতলে এক পবিত্র ধারা নির্গত হইতেছে। ঐ স্থানে পাঁচ রাত্রি বাস করিয়া আমার পথের পথিক হইয়া যদি সেই ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে অনায়াসে সূর্য্যলোকে গমন করিতে পারে। আর যদি ঐ ধারাজলে কলেবর

পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সূর্য্যলোক অতিক্রম করিয়া অনায়াসে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ কোকামুখে ধেণুবট নামে আমার আর এক ক্ষেত্র আছে। পর্ব্বত হইতে তথায় আর এক ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া সপ্তরাত্রিকাল তথায় অবস্থান পূর্ব্বক ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সপ্ত সমুদ্রজলে স্নান করিবার তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যদি ভক্তিসমন্বিত হইয়া সেই ধেণুবট-ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহাহইলে সপ্তদ্বীপ অতিক্রম পূর্ব্বক অনায়াসে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ কোকাক্ষেত্রে ধর্ম্মোদ্ভব নামে আর এক পবিত্র স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। গিরিকুঞ্জ হইতে তথায় ভুমিতলে এক পবিত্র ধারা নিপতিত হইতেছে। এক রাত্রি তথায় বাস করিয়া যদি কেহ ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে শূদ্র হইলেও বৈশ্যত্ব লাভ করিয়া থাকে। আর যদি তত্রত্য শিলাতলে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সাঙ্গ ও সদক্ষিণক যজ্ঞের ফললাভ করিয়া পরিশেষে আমাকে লাভ করিয়া থাকে।

কোটিবট নামে আমার অন্য এক গুহ্যতম ক্ষেত্র আছে। ঐ স্থানে একধারা নিপতিত হইয়া সেই বটমূল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি উপবাস করিয়া রাত্রিকালে তথায় স্নান করে, তাহাহইলে সেই বটবৃক্ষে যত পরিমাণ পত্র বিদ্যমান আছে, তত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রূপ গুণ ও সম্পদ্-সমাযুক্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রে সুখে অবস্থান করিয়া থাকে।

আর যদি তথায় আমার পথের পথিক হইয়া কঠোর কার্য্যা-নুষ্ঠান পূর্ব্বক পঞ্চত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাহইলে অগ্নিবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করে।

এই কোকাক্ষেত্রে পাপপ্রমোচন নামে অপর এক গুহ্য-তম ক্ষেত্র আছে। তথায় কুম্ভের ন্যায় স্থূলাকার একধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কেহ একরাত্রি কাল তথায় অবস্থান করিয়া সেই ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে আমার কর্ম্মপরায়ণ চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে পারে।

আমার ঐ ক্ষেত্রে কৌশিকী নামে এক নদী বিরাজমান আছে। যদি কেহ ঐ নদীতটে পাঁচরাত্রি বাস করিয়া উহাতে অবগাহন করে, তাহাহইলে সে আমার পথের পথিক হইয়া পরমসুখে ইন্দ্রলোকে বিহার করিতে পারে। আর যদি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে ইন্দ্রলোক পরিত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

কোকাক্ষেত্রে যমব্যসনক নামে আমার অপর এক গুহ্যতম ক্ষেত্র আছে। তথায় কৌশিকী নদী আশ্রয় করিয়া এক স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। যদি কেহ একরাত্রি কাল তথায় অবস্থান করিয়া সেই স্রোতোজলে স্নান করে, তাহাকে কখন দুর্গমে পতিত বা যমদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয় না। আর যদি আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহা-হইলে সে বিশুদ্ধ ও পাপমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ ক্ষেত্রে মাতঙ্গব্যসন নামে অপর এক পরম গুহ্য স্থান

আছে। কৌশিকী নদী দিয়া তথায় স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। তথায় এক রাত্রিকাল বাস করিয়া যদি ঐ স্রোতো-জলে স্নান করে, তাহাহইলে সে অনায়াসে কিম্পুরুষ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। আর যদি তথায় দেহ ত্যাগ করে, তাহাহইলে সে কিম্পুরুষযোনি পরিত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

সেই গুহ্যক্ষেত্রে বজভবনামে আমার অপর এক গুহ্যতম ক্ষেত্র আছে। তাহাতেও কৌশিকী নদী দিয়া এক ধারা প্রবাহিত হইতেছে। যদি কেহ এক রাত্রিকাল তথায় বাস করিয়া সেই স্রোতোজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে অনায়াসে আমার পরম ভক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে সর্ব্বাবয়বে বজ্রহস্ত ইন্দ্রস্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে। আর যদি তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে শক্রলোক অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ঐ শক্রক্ষেত্রের তিন ক্রোশের মধ্যে শক্ররুদ্র নামে বিখ্যাত আমার অপর এক ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি তিন রাত্রি উপবাস করিয়া ঐ ক্ষেত্রে স্নান করে, তাহা-হইলে সে অনায়াসে জম্বুপ্রতিষ্ঠিত জম্বুদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। আর তথায় প্রাণত্যাগ করিলে জম্বুদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসে আমার পার্শ্বচর হইতে পারে।

ভদ্রে! আমার ঐ ক্ষেত্রমধ্যে অপর এক গুহ্যতম স্থান আছে। মানবগণ ঐ ক্ষেত্রপ্রভাবে অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। ঐ ক্ষেত্রের নাম দংষ্ট্রাঙ্কুর। ঐ দংষ্ট্রাঙ্কুর হইতে কোকা বিনিঃসৃত হইয়াছে। মানবগণ এই

ক্ষেত্রের গুহ্যতম বৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহে। ভদ্রে! যদি এই কোকাক্ষেত্রে এক রাত্রিকাল বাস করিয়া অবগাহন করে, তাহাহইলে অনায়াসে শাল্মলিদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। আর যদি এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তাহাহইলে অনায়াসে শাল্মলিদ্বীপ হইতে আমার পার্শ্বে গমন করিয়া থাকে।

এই কোকাক্ষেত্রে বিষ্ণুতীর্থ নামে বিখ্যাত ভক্তজন-সুখাবহ মহাফলপ্রদ আমার অপর এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে পর্ব্বতমধ্য হইতে কোকাক্ষেত্রে জল নিপতিত হইতেছে। ঐ স্থানের নাম ত্রিস্রোতা। ত্রিস্রোতার প্রভাবে সংসারমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই ত্রিস্রোতাজলে স্নান করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে বায়ুভবনে গমন করিয়া বায়ুরূপে অবস্থান করিতে পারে। আর যদি এই তীর্থে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে বায়ুলোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ ক্ষেত্রে যথায় কৌশি মিলিত হইয়াছে, তাহার উত্তর-দিকে সর্ব্বকামিকা নামে বিখ্যাত শিলাময় এক তীর্থ আছে। যদি কোন ব্যক্তি অহোরাত্র বাস করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে জাতিস্মর হইয়া মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, আর স্নান করিবামাত্র ভূলোকেই হউক্, আর স্বর্লোকেই হউক্, যাহা যাহা কামনা করে সমস্তই লাভ করিয়া থাকে। আর যদি আমার কর্ম্মানুরক্ত হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ কোকামুখে মৎস্যশিলা নামে পরম গুহ্যতম এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে তিনটি ধারা নিপতিত হইয়া কৌশিকী নদীতে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ তীর্থে স্নান করিবার সময় যদি মৎস্য দর্শন করিতে পায়, তাহাহইলে সেই মৎস্যদর্শন বিষ্ণুদর্শনের তুল্য হইয়া থাকে। আবার পূজা করিতে করিতে যদি মৎস্যদর্শন লাভ হয়, তাহাহইলে মধু ও লাজসমন্বিত অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যাহাই হউক্ ঐ তীর্থে স্নান করিলে উহার উত্তর ভাগে সুমেরু পর্ব্বতে পদ্মপত্রে অবস্থান করিতে পারে। আর যদি মৎস্য ধারণ করিয়া উহা পুনরায় পরিত্যাগ করে, তাহাহইলে সুমেরুশৃঙ্গ অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

হে দেবি! কোকাক্ষেত্রের বিস্তার পঞ্চযোজন। যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, তাহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না।

বসুন্ধরে! সম্প্রতি তোমাকে অন্য এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি এই রমণীয় কোকামুখে দক্ষিণামুখে অবস্থান করিয়া থাকি। আমার আকৃতি পুরুষের ন্যায়, কিন্তু যখন কোকাক্ষেত্রে অবস্থান করি, তখন শিলাস্থিত চন্দনের ন্যায় আভাসমান দেবদুর্ল্লভ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিয়া থাকি। আমার মুখ এবং দংষ্ট্রা বামদিকে উন্নত করিয়া সমুদায় জগৎ এবং আমার প্রিয়তম ভক্তগণকে পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া থাকি। যাহারা আমাকে স্মরণ করে, তাহা-দিগের পাপের লেশমাত্র থাকে না। পূতাত্মা মানবগণ সংসারমুক্তির কামনায় এই কোকাক্ষেত্রে নানাবিধ সৎকর্ম্মের

অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কালক্রমে যদি কেহ কোকাক্ষেত্রে গমন এবং আমার সাযুজ্য লাভ করিতে বাসনা করে, সে কখনই ঐ ক্ষেত্র হইতে আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। আমার এই ক্ষেত্র পরম গুহ্য স্থান। এই স্থান সিদ্ধগণের পরম সিদ্ধ ও অতীব গুহ্যতম বলিয়া বিখ্যাত। সাংখ্যযোগেও এই স্থানের মত সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

ধরে! তুমি কোকামুখের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি তোমার নিকট সেই গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলাম। এখন আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, কীর্ত্তন কর। ধরে! যে ব্যক্তি এই কোকামাহাত্ম্য বর্ণন করে, সে ঊর্দ্ধতন দশ এবং অধস্তন দশ পিতৃলোকদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকে, এবং স্বয়ং লীলাসম্বরণ করিবার পর বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া অনন্যমনে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে দ্বাদশশত জন্ম আমার ভক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। বাস্তবিক প্রতিদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া যে আমার এই কোকামাহাত্ম্য পাঠ করে, নিশ্চয়ই তাহার পরম গতি লাভ হইয়া থাকে।

এক চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বদরিকাশ্রম-মাহাত্ম্য।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! হিমালয়পৃষ্ঠে আমার আর এক গুহ্যতম স্থান আছে, সম্প্রতি তাহারই কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হিমালয়প্রদেশে বদরী নামে বিখ্যাত দেবগণেরও দুর্লভ এক গুহ্য স্থান আছে। এমনকি, মানবগণ কঠোর ব্রত পালন করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না। কেবল ভক্তগণই বিশ্বতারিণী ঐ বদরী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হিমকূটের একদেশস্থিত আমার ঐ দুর্লভ স্থানে গমন করিতে পারে, সে কৃতকৃতার্থ হয়। তথায় ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে ব্রহ্মকুণ্ড নামে বিখ্যাত এক পরম স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। মাধবি! আমি তথায় হিমশিলার উপর অবস্থান করিয়া থাকি। কোন ব্যক্তি তিনরাত্রি উপবাস করিয়া যদি ঐ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে, সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। আর যদি জিতেন্দ্রিয় ও ব্রতনিষ্ঠ হইয়া তথায় দেহ পতন করিতে পারে, তাহাহইলে নিশ্চয়ই সে সত্যলোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

আমার ঐ ক্ষেত্রে অগ্নিসত্যপদ নামে আর এক তীর্থ আছে। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে মুসলাকার তিনটি ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি তিন্ রাত্রি উপবাস

করিয়া ঐ ধারাজলে অবগাহন করে, তাহাহইলে সে সত্য-বাদী কার্য্যদক্ষ ও আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া থাকে। আর যদি কোন ব্যক্তি তথায় জলাশয় প্রস্তুত করিয়া দেহ-ত্যাগ করিতে পারে তাহাহইলে নিশ্চয়ই সে সত্যলোক অতিক্রম করিয়া আমার লোকে সুখে বিহার করিতে পারে।

দেবি ধরে! ঐ বদরীমধ্যে ইন্দ্রলোক নামে বিখ্যাত আমার আর এক আশ্রম আছে। ঐ স্থানে আমি ইন্দ্র কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি পরিতোষিত হইয়াছিলাম। তথায় পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে স্থূলতম একধারা প্রকাণ্ড এক শিলার উপর নিপতিত হইতেছে। ধর্ম্ম তথায় বিরাজমান। যদি কোন ব্যক্তি একরাত্রি তথায় বাস করিয়া সেই ধারাজলে স্নান করে, সে সত্যবাদী ও শুচি হইয়া সত্যলোকে সমাদৃত হইয়া থাকে। আর যদি অনাশক ব্রত অবলম্বন করিয়া তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সত্যলোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ঐ বদরী-আশ্রমের একদেশে পঞ্চশিখ নামে অপর এক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ তীর্থে পঞ্চশৃঙ্গ হইতে পঞ্চ-ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি ঐ পঞ্চধারা-জলে স্নান করিতে পারে, তাহাহইলে তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং সে স্বর্লোকে দেবগণের সহিত সুখে বিহার করিতে পারে। আর যদি তথায় মৃত্যু হয়, তাহা-হইলে সে স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

আমার ঐ বদরীক্ষেত্রে চতুঃস্রোত নামে প্রসিদ্ধ অপর

এক তীর্থ আছে। তাহার চারিদিকে চারিধারা নিপতিত হইয়াছে। যদি কেহ তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া ঐ ধারা-জলে স্নান করে, তাহাহইলে সে আমার ভক্ত হইয়া স্বর্গ-লোকে বিহার করিতে পারে। আর যদি তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! ঐ আশ্রমের একদেশে বেদধার নামে আর এক বিখ্যাত তীর্থ রহিয়াছে। চারিবেদ ঐ স্থানে ব্রহ্মার মুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। ঐ স্থানে হিমালয় হইতে চারিটি বিষম স্থূলতম ধারা নিপতিত হইতেছে। চারি রাত্রি বাস করিয়া যদি কেহ ঐ ধারাজলে স্নান করে তাহাহইলে সেই অবগাহন দেবলোক গমনের কারণ হইয়া থাকে। আর যদি আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে তাহা-হইলে দেবলোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে অবস্থান করিয়া থাকে।

বদরীক্ষেত্রে দ্বাদশাদিত্যকুণ্ড নামে অপর এক তীর্থ আছে। ঐ স্থানে আমি দ্বাদশ আদিত্যকে সংস্থাপিত করিয়াছিলাম। তথায় পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে স্থূলতম দ্বাদশ ধারা পর্ব্বতের পাদদেশে এক শিলাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ স্থান আমার কার্য্যের পক্ষে বিশেষ সুখজনক। যে কোন দ্বাদশীতে হউক, যদি কেহ ঐ ধারাজলে স্নান করে তাহা-হইলে দ্বাদশ আদিত্য যে স্থানে বিরাজ করিতেছে, নিশ্চয়ই সেই স্থানে গমন করিতে পারে। আর যদি আমার ভক্ত হইয়া ঐ স্থানে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহাহইলে

আদিত্যলোক অতিক্রম পূর্ব্বক অনায়াসে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ বদরীপরিসরে লোকপাল নামে বিখ্যাত আমার অপর এক ক্ষেত্র আছে। পূর্ব্বে আমি লোকপালগণকে ঐ স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছিলাম। ঐ স্থানে পর্ব্বতগহ্বরে আমার এক বৃহত্তম স্থলকুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানে সোম-দেবের উৎপত্তি হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতে ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে আমার পরম ভক্ত হইয়া লোকপাল মধ্যে বিহার করিতে পারে। আর যদি আমার কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে তাহাহইলে লোকপালগণকে অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! মেরুবর নামে আমার পরম গুহ্যতম আর এক স্থান আছে। আমি স্বয়ং তথায় অবস্থান করিয়া মেরুকে স্থাপিত করিয়াছিলাম। সুবর্ণবর্ণ তিনধারা ঐ স্থানে নিপ-তিত হইতেছে। ঐ ধারাজল ভূতলে পতিত হইতেছে, কিন্তু কোন্ স্থান হইতে নিপতিত হইতেছে তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে পারা যায় না। যদি কেহ তিন রাত্রি উপবাস করিয়া ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে আমার পরম ভক্ত হইয়া সুমেরুশৃঙ্গে বাস করিতে পারে। আর যদি সেই গুহ্যক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে পারে; তাহা-হইলে মেরুশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

মানসোদ্ভেদ নামে তথায় অপর এক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। পৃথিবী ভেদ করিয়া তথায় বেগে জলোদ্গম

হইতেছে। এমন কি, বদরীমধ্যে যে এরূপ অদ্ভুত স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা দেবগণও বিদিত নহেন। কেবল ঐ জল ভূমির উপর নিপতিত হইতেছে বলিয়া মনুষ্যেরাই উহার বৃত্তান্ত অবগত আছে। যদি কেহ অহোরাত্র তথায় বাস করিয়া ঐ তীর্থোদকে স্নান করে, তাহাহইলে আমার পরম ভক্ত হইয়া মানসলোকে বিহার করিয়া থাকে।

ঐ ক্ষেত্রমধ্যে পঞ্চশির নামে আর এক গুহ্যতম তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে ব্রহ্মা স্বয়ং স্বীয় দ্যুতিমান মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। তথায় পাঁচটি কুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই কুণ্ডে ধারাসকল নিপতিত হইতেছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্ত্তী কুণ্ডটি ব্রহ্মার মস্তক ছেদনে সমুৎপন্ন। ঐ কুণ্ডের ধারাজলে তত্রত্য ভূমি শোণিতজলে পরিপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তি পাঁচ রাত্রি তথায় বাস করিয়া ঐ কুণ্ডজলে স্নান করে, তাহাহইলে অনায়াসে পরম ভক্ত হইয়া ব্রহ্ম লোকে বিহার করিতে পারে। আর যদি আমার কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই পঞ্চশির তীর্থে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে মতিমান্ বুদ্ধিমান্ ও রাগমোহ বর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মলোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

তথায় সোমাভিষেক নামে আমার অপর এক তীর্থ আছে। আমি ঐ স্থানে সোমদেবকে ব্রাহ্মণদিগের অধি-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। মাধবি! অত্রিপুত্র সোম-দেব কর্ত্তৃক আমি পরম পরিতোষিত হইয়াছিলাম। তিনি নব পঞ্চকোটি কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার প্রসাদ-

বলে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই জগতে যত ব্রীহি, যত ওষধী, সমস্তই সোমদেবের করায়ত্ত। এই জগতে কত ইন্দ্র, কত স্কন্দ, কত দেবতা একবার বিলীন আরবার উৎপন্ন হইতেছে। সোমাত্মক সমুদায় জগতই আমাতে অবস্থান করিতেছে। যাহাহউক ঐ বদরীক্ষেত্রে সোমগিরি নামে এক গিরি বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ গিরি হইতে ভূতলে একধারা নিপতিত হইতেছে। ঐ বিশাল বদরীবনে যথায় ধারা নিপতিত হইতেছে, তথায় এক কুণ্ড আছে। তিন রাত্রি উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি ঐ কুণ্ডজলে স্নান করে, সে সুখে সোমলোকে বিহার করিতে পারে তাহার আর সংশয় নাই। আর যদি কঠোর ব্রত পালন করিয়া এই তীর্থে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সোমলোক অতিক্রম পূর্ব্বক আমারলোকে গমন করিয়া থাকে।

এই বদরীবনে উর্ব্বশীকুণ্ড নামে আমার আর এক গুহ্য-ক্ষেত্র আছে। উর্ব্বশী দক্ষিণ উরু ভেদ করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। আমি দেবগণের নিমিত্ত ঐ বদরিকাশ্রমে বহু-কাল তপস্যা করিয়াছিলাম। আমার আত্মা ভিন্ন আর কেহই তাহা অবগত নহে। এমন কি, কি ইন্দ্র, কি মহেশ্বর, কি অন্যান্য দেবগণ কেহই তাহার কিছুই অনুসন্ধান পান নাই। আমি এক একটি ফললাভের নিমিত্ত কত শতবর্ষ তপশ্চরণ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। আমি দশকোটি দশ বৎসর, দশ অর্ব্বুদ বৎসর এবং দশ পদ্ম বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যায় নিমগ্ন ছিলাম। সুতরাং দেবগণ আমার কোন উদ্দেশ না পাইয়া মহা উদ্বিগ্ন হইয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন

হইলেন। দেবগণ আমার যোগমায়ায় সমাবৃত হইয়া আমাকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু আমি তপঃস্থ হইয়া অনায়াসে সকলকে দেখিতে লাগিলাম। তখন দেবগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! নারায়ণ ব্যতীত কিছুতেই আমাদিগের শান্তি নাই।

"ঐ সময় ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবগণ! নারায়ণ এক্ষণে যোগমায়াপটে সমাচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহাতেই তোমরা তাঁহার সন্দর্শন পাও নাই।"

মহাভাগে! অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ ব্রহ্মার বচন শ্রবণে মহা আনন্দিত হইয়া সকলে উর্ব্বশীক্ষেত্রে গমন করিলেন, এবং তথায় আমার উদ্দেশ লাভ করিয়া কহিলেন, নাথ! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করাতে আমরা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কিছুতেই আমাদিগের শান্তি নাই। অতএব হৃষিকেশ! অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা কর।

ধরে! দেবগণ প্রণাম পূর্ব্বক এই কথা কহিলে আমি তাঁহাদিগের সকলকে দর্শনদান করিলাম। তখন তাঁহাদিগের আর আনন্দের অবধি রহিল না। যদি কোন ব্যক্তি একরাত্রি উপবাস করিয়া এই উর্ব্বশীকুণ্ডে স্নান করে, তাহাহইলে তাহার পাপের সম্পর্ক মাত্র থাকে না; প্রত্যুতঃ অনন্তকাল উর্ব্বশীলোকে বাস করিতে পারে। আর যদি সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া এই উর্ব্বশীকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে পারে তাহাহইলে পাপপুণ্য বর্জ্জিত হইয়া আমার শরীরে লীন হইয়া যায়।

ধরে! মানবগণ যথা ইচ্ছা অবস্থান করিয়া যদি এই পুণ্যতম বদরীক্ষেত্রের মহিমা স্মরণ করে, তাহাহইলে তাহাদিগকে আর সংসারে প্রত্যাগমন করিতে হয় না; প্রত্যুতঃ তাহারা বৈষ্ণবলোকে গনন করিয়া থাকে। আমার যে ভক্তজন ব্রহ্মচারী ক্রোধবিজয়ী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং আমার চিন্তায় অনুরক্ত হইয়া নিত্য ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই মুক্তিফল সম্ভোগ করিয়া থাকে। ধরে! যাহার এই ধ্যানযোগে অধিকার জন্মে, যে ব্যক্তি আত্মাকে অবগত হইতে পারে, তাহার পরম গতিলাভ হয়।

দ্বাচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা বরাহদেবের বচন শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্তোষসাধন পূর্ব্বক বলিলেন, মাধব! আমি দাসী, আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন, আমি সেই সাহসে বিনীতভাবে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন। স্ত্রীজাতিরা স্বভাবতঃ ক্ষীণপ্রাণ ও দুর্ব্বল। আপনি যে কঠোর নিয়মের কথা কহিলেন, অবলারা ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া অনশনে সে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে একান্ত অক্ষম। কিন্তু পুরুষগণ যে অন্নভোজন করিয়াও রজোগুণপ্রভাবে পরম মঙ্গল লাভ

করে, সে কেবল আপনার অনুগ্রহ। কারণ তাহারা আপনার কার্য্য অনুষ্ঠান করে বলিয়াই কল্যাণলাভ করিতে পারে।

বিশুদ্ধাত্মা বরাহদেব ধরার বচন শ্রবণে হাস্য করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মৎকর্ম্মপরায়ণে! হে দেবি বরারোহে! তুমি আমার ভক্তজনের সুখজনক পরম গুহ্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যাহাই হউক, সুন্দরি! আমার কর্ম্মপরায়ণা হইয়া যে রমণীগণ রজঃস্পৃষ্ট হইবে, আমি যথাইচ্ছা অবস্থান করিনা কেন, তাহারা অনায়াসে আমায় স্পর্শ করিতে পারিবে। আর যদি শরীর রক্ষার্থ ভোজন করিতেও প্রবৃত্তি হয়, তাহাহইলে অমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া অনায়াসে ভোজন করিতেও পারিবে তাহার আর সংশয় নাই। রজস্বলাবস্থায় রমণীরা যদি মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক আমার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভোজন কার্য্য সম্পন্ন করে, তথাপি তাহাকে দোষে লিপ্ত হইতে হইবে না। আমার মন্ত্র এই "হে দেববর! আমি রজস্বলা, তথাপি, তুমি অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত দেব, তোমাকে প্রণাম করি।" যদি কোন রজস্বলা রমণী এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক ভোজন করিয়া আমার কার্য্য করে, তাহাহইলে তাহারা কখনই দোষে লিপ্ত হয় না।

হে মহাভাগে! রজস্বলা কামিনী চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া পঞ্চমদিন হইতে পুনরায় যদি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাহইলে সংসারচিন্তা পরিত্যাগ নিবন্ধন অনায়াসে পুরুষত্ব লাভ করিতে পারে।

ধরা কহিলেন, ভগবন্! পুরুষই হউক, আর স্ত্রীজনই

হউক, কি কার্য্য করিলে দোষে লিপ্ত এবং কি কার্য্য করিলে দোষ হইতে মুক্ত হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, সুন্দরি! অশুভ কর্ম্মের পরিহার এবং শুভ কার্য্যের আসঙ্গ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় ও মনকে নিগ্রহ করিয়া আমাতে সমস্ত সমর্পণ পূর্ব্বক আমারই যোগ ও আমারই কার্য্যে তৎপর হইতে হয়। তাহাহইলে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি ক্লীব সকলেই সেই সন্ন্যাসযোগে সদ্গতি লাভ করিতে পারে।

সুন্দরি! সম্প্রতি আর এক কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মন, বুদ্ধি ও চিত্তকে বশীভূত করা, মানবগণের পক্ষে অতীব দুষ্কর। যাহারা জ্ঞানবলে চিত্তকে বশীভূত করিতে পারে, তাহারা কোন পাপেই লিপ্ত হয় না। ভক্ষ্যাভক্ষ্য সমস্ত ভোজন এবং পেয়াপেয় সমুদায় পান করিয়াও যদি কেহ চিত্তকে বশীভূত করিয়া আমাতে সমর্পণ করিতে পারে, তাহাহইলে তাহার কোন কার্য্যেরই প্রয়োজন নাই। চিত্ত, মন ও বুদ্ধির একত্র সমাধান করিয়া যদি আমাতে সমর্পণ করিতে পারে, তাহাহইলে তাহার কার্য্য পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্ত। চিত্তের একাগ্রতানিবন্ধন তাহার কর্ম্মসংযোগ নামমাত্র। অতএব কি দিবা, কি রাত্রি, কি মুহূর্ত্ত, কি ক্ষণ, কি কলা, কি নিমেষ, কি ত্রুটি সকল সময়েই চিত্তের একাগ্রতা সাধন কর। আমাতে চিত্ত স্থাপন করিয়া দিবারাত্র কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও পরমা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। কি জাগ্রদবস্থা, কি স্বপ্নাবস্থা, কি দর্শনকাল, কি শ্রবণ সময় সর্ব্বদাই যদি চিত্তে আমার চিন্তা থাকে, তাহাহইলে তাহার

শঙ্কা কি? মদর্পিতচেতা যদি দুর্ব্বৃত্ত চণ্ডাল হয়, যদি কুপথস্থিত ব্রাহ্মণও হয়, তথাপি আমি তাহাকে প্রশংসা করি। কিন্তু অন্যচিত্তকে কখনও প্রশংসা করি না। যাহারা সমুদায় ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়াছে, যাহাদিগের চিত্ত জ্ঞানসংস্কারে সংস্কৃত, যাহারা যাগযজ্ঞে প্রবৃত্ত, যাহারা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মদধিকৃতহৃদয়ে যাহারা কার্য্যপরায়ণ হয়, যাহারা সুখে নিদ্রা যাইতে যাইতে স্বপ্নযোগে আমার কার্য্য করিয়া থাকে, যাহারা প্রসঙ্গক্রমে আমাতে চিত্ত সমর্পণ করে, তাহারা সকলেই আমার স্নেহপাত্র। কিন্তু ভালই হউক্, আর মন্দই হউক্, যাহারা আত্মাভিমানে কার্য্য করিয়া থাকে, সেই ভ্রান্তচিত্ত নরাধমদিগকে বহুতর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। লোকের চিত্তই নাশ ও মোক্ষের প্রধান কারণ। অতএব ধরে! তুমি আমাতে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক আমাকে ভজনা কর। জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে কেবল আমাকেই ভজনা কর। যাহারা ব্রতপরায়ণ হইয়া কেবল আমাকে চিন্তা করে, তাহারা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বসুন্ধরে! আমি কেবল প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত মাসে মাসে ঋতুর সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু আমাকে স্মরণ করিয়া প্রতি মাসেই ঋতুকালে স্ত্রীগমন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আর যদি আমায় স্মরণ করিয়া মাসে মাসে ঋতুগমন না করে, তাহাহইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগের ঊর্দ্ধ্বতন দশ এবং অধস্তন দশ পিতৃলোক নিরয়গামী হইয়া থাকে। ধরে! কামের

বা মোহের বশীভূত হইয়া স্ত্রীগমন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। অতএব কামভাব ও মোহভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল পিতৃগণের পিণ্ডপ্রদানার্থ স্ত্রীগমন করিবে। লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া কখনও স্বীয়া ভিন্ন দ্বিতীয়া, তৃতীয়া বা চতুর্থী স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না। স্বীয় পত্নীর সহিত আহ্লাদ আমোদের পর সম্ভোগকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে যদি আপনার শুদ্ধিকামনা থাকে, তাহাহইলে শয্যাতে আর পত্নীকে গ্রহণ করিবে না। আমার কার্য্যপরায়ণ ব্যক্তিরা যদি সম্ভোগ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাহইলে তদন্তে স্নান করিয়া অপর বস্ত্র পরিধান করিবে। ঋতুকাল অতীত না হইতে যদি কেহ রজস্বলা স্ত্রীগমন করে, তাহাহইলে তাহার পিতৃলোক নিশ্চয়ই রেতঃপায়ী হইয়া থাকে। যে পুরুষ একমাত্র নারী অর্থাৎ স্বীয় পত্নীতে গমন করে, সেই পুরুষই প্রকৃত পুরুষ; নতুবা যাহারা দ্বিতীয়া, তৃতীয়া বা চতুর্থী কামিনীতে গমন করে, তাহারা পুরুষাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। আমি সকল লোকের নিমিত্ত এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছি যে, কেবল ঋতুকালে পিতৃলোকের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন প্রত্যাশায় পত্নী গমন করিবে। যে ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী। যদি কেহ ক্রোধ বা মোহপ্রযুক্ত ঋতু রক্ষা না করে, সেই ব্যক্তিই নরাধম। ঋতু রক্ষা না করিলে ভ্রূণহত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়।

বসুন্ধরে! সম্প্রতি চিত্তযোগ ও কর্ম্মযোগের যেরূপ পদ্ধতি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মানবগণ আমার কর্ম্মযোগে, আমার সঙ্গীতযোগে এবং আমার যোগযোগে

আমার সমীপে গমন করিয়া থাকে। এই সকল যোগ অপেক্ষা আমায় লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। কি জ্ঞান-যোগ, কি যোগযোগ, কি সাংখ্যযোগ, চিত্তযোগ ভিন্ন কিছুই সাধিত হয় না। আমার পথাবলম্বীরা চিত্তযোগ দ্বারাই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত হইয়া ঋতুকালে বায়ু ভক্ষণ করিয়া তিন দিবস যাপন করে, চতুর্থ দিবসে কেবল সিদ্ধিকার্য্য ভিন্ন অপর কার্য্য না করে, যে ব্যক্তি স্নান করিয়া মস্তক মার্জ্জন করে, তৎপরে শুক্লাম্বর ধারণ করিয়া আমাতে চিত্ত সমর্পণ করে, যে ব্যক্তি মন ও বুদ্ধি একত্র করিয়া আমাকে হৃদয়ে স্থাপন করত সর্ব্বদা আমারই কার্য্য করে, তৎপরে আমায় নিবেদন করিয়া ভোজ্যবস্তু ভোজনে প্রবৃত্ত হয়, এবং মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক সহাস্যবদনে এই মন্ত্র পাঠ করে যে, "হে বাসুদেব! তুমি সকলের আদি। তোমার অন্তও নাই, মধ্যও নাই। দেব! আমরা রজস্বলা, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। আমরা তিন দিন উপবাস করিয়াছি, বাসুদেব! তুমি মুক্তিদানে তৎপর, তোমাকে নমস্কার করি।"

ধরে! এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রজস্বলারা শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ফলতঃ স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, যাহারা এইরূপ কার্য্য করে, তাহারা কখনও দূষিত হয় না; প্রত্যুত তাহারা আমার একান্ত প্রিয়ই হইয়া থাকে। ভদ্রে! স্ত্রীই হউক্, আর পুরুষই হউক্, যাহারা নিয়ত আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কার্য্য করে, তাহারা আমাকে লাভ করিতে পারে।

যদি পরমা গতি লাভের ইচ্ছা থাকে, তাহাহইলে চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া আমার ইষ্টযোগ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীই হউক, পুরুষই হউক, আর ক্লীবই হউক্, যাহারা নিত্য আমার কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর, তাহারাই মুক্ত হইয়া থাকে।

বসুন্ধরে! শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বেও যাহারা সংসারে আসক্ত হইয়া আমার কার্য্যে বিমুখ হয়, তাহারা কখনও আমাকে জানিতে পারে না। আর যাহারা যথার্থ আমার ভক্ত, তাহারা অনায়াসে আমাকে জানিতে পারে। কত মাতা, কত পিতা, কত স্ত্রী, কত শত পুত্র এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু তাহারা সংসারমোহনিবন্ধন আমাকে জানিতে পারে না। সংসারের লোক সকল অজ্ঞান ও মোহের বশীভূত হইয়া এবং নানাবিধ সংসর্গে পড়িয়া আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিতে অক্ষম হয়। কি পিতা, কি মাতা, কি পুত্র, কি দাস দাসী, কর্ম্মানুসারে সকলেরই গতি ভিন্ন ভিন্ন। সংসারমুগ্ধ অজ্ঞানান্ধ মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সদসৎপথে গমন করিয়া থাকে। স্বকর্ম্মানুসারে কেহ এক মাস, কেহ বা এক বৎসর, কেহ অল্পকাল, কেহ বা কিছু অধিককাল স্বকর্ম্মলব্ধ স্থানে বাস করে। আবার তথায় কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনরার অন্য স্থানে গমন করিয়া থাকে। কেহ কখনও আমাতে বিলীন হইতে পারে না।

ধরে! যে ব্যক্তি ন্যায়ানুগত এই সকল যোগ বিষয় বিদিত আছে, তিনি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহার আর সংশয় নাই। যিনি প্রতিদিন

এবং তথায় কি কি বৃত্তান্ত বিদ্যমান আছে, শ্রবণ করিবার জন্য আমার একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, আদ্যোপান্ত সকল কীর্ত্তন করিয়া আমার শ্রবণ পিপাসার শান্তি করুন।

সুন্দরি! তুমি যত্নপূর্ব্বক মন্দারের কার্য্যকলাপ বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, কহিতেছি, শ্রবণ কর। বিন্ধ্যাচলে মন্দারদ্রুম প্রস্ফুটিত হইলে আমি তাহারই এক মনোহর পুষ্প লইয়া হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে করিতে চিন্তা করিলাম, এই বিন্ধ্যপৃষ্ঠে একাদশ কুণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং ঐ সকল কুণ্ড হইতে জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। বিন্ধ্যাচলে আমার প্রভাবে প্রভাবযুক্ত এক মন্দার বৃক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে। আমি তথায় ঐ মন্দার বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়া থাকি। সম্প্রতি সুন্দরি! এই মন্দার বৃক্ষের বিস্ময়কর ব্যাপার কহিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বাদশী বা চতুর্দ্দশী দিবসে ঐ মন্দার বৃক্ষ পুষ্পিত হয়। যখন মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হয়, তখনই লোকে উহা দেখিতে পায়; কিন্তু দ্বাদশী বা চতুর্দ্দশী ভিন্ন অন্য কোন দিনে উহা লক্ষিত হয় না। ঐ স্থানে মন্দারনামে এক কুণ্ড আছে। মানবগণ একদিন উপবাস করিয়া যদি ঐ কুণ্ডে স্নান করে, তাহাহইলে পবিত্র হইয়া পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া তপশ্চরণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! উহার উত্তর পার্শ্বে প্রাপন নামে এক গিরি বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ গিরির দক্ষিণ দিকে তিনটি ধারা নিপতিত হইতেছে। ঐ স্থান স্নানকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। উহা

দক্ষিণভাগে ধারা নিপতিত হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ ধারা উত্তরদিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যদি এক রাত্রি তথায় বাস করিয়া সেই ধারাজলে স্নান করিতে পারে, তাহাহইলে সুমেরুর দক্ষিণ শৃঙ্গে অবস্থানে সমর্থ হয়, আর যদি সৎকর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে তাহাহইলে, সমুদায় সংসর্গ বিরহিত হইয়া অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে পারে। উহার পূর্ব্বোত্তর পার্শ্বে বৈকুণ্ঠকারণ এক গুহ্য ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় হরিদ্রাবর্ণ এক ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি এক রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া সেই ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে স্বর্লোকে গমন করিয়া অনায়াসে দেবগণের সহিত পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারিলে স্বীয় সমুদায় কুল সমদ্ধৃত করত আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

বরাননে! উহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগে সমস্রোত নামে একধারা বিন্ধ্য-শৃঙ্গে নিপতিত হইতেছে। ঐ ধারাপাতে অগাধ এক হ্রদ সমুৎপন্ন হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি এক-দিন উপবাস করিয়া ঐ হ্রদে স্নান করে, তাহাহইলে সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্বে গিয়া পরমানন্দে অবস্থান করিতে পারে। আর যদি আমায় চিন্তা করিতে করিতে ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সে আমার লোকে গমন করিয়া সুখে বিহার করিতে পারে।

ধরে! মন্দারের পূর্ব্বপার্শ্বে কোটরসংস্থ নামে এক গুহ্য ক্ষেত্র বিরাজমান রহিয়াছে। তথায় মুসলসমান এক ধারা

নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি পাঁচদিন তথায় অবস্থান পূর্ব্বক উপবাস করিয়া ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সুমেরু পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থান করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারে। আর যদি কঠোর কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সুমেরু পরিত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ধরে! মন্দার পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে বিন্ধ্যগিরি পরিসরে এক গুহ্য ক্ষেত্র রহিয়াছে। ঐ স্থানে মুসলসমান পাঁচধারা নিপতিত হইতেছে। একরাত্রি তথায় বাস করিয়া ঐ ধারা-জলে স্নান করিলে, অনায়াসে পরমানন্দে মহামেরুর দক্ষিণ শৃঙ্গে অবস্থান করিতে পারে। আর যদি এই ক্ষেত্রে কঠোর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে মেরুশৃঙ্গ হইতে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

যশস্বিনি! মন্দারের দক্ষিণ পশ্চিমভাগে আদিত্যবর্চ্চা একধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কেহ অহোরাত্র তথায় বাস করিয়া সেই ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সুমেরুর পশ্চিম ভাগে ধ্রুব যথায় বিরাজ করিতেছে, তথায় অবস্থান করিতে পারে। আর যদি আমার কর্ম্মে তৎপর হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমার লোকে পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকে। উহার পশ্চিম পার্শ্বে চক্রাবর্ত্তনামে বিখ্যাত দেবগণসমাযুক্ত এক পরম পবিত্র গুহ্য ক্ষেত্র রহিয়াছে। ঐ ক্ষেত্রে অতলস্পর্শ এক মহাহ্রদ বিদ্যমান। যদি কোন ব্যক্তি পাঁচদিন উপবাস করিয়া ঐ হ্রদের জলে স্নান করে, তাহাহইলে সে স্বচ্ছন্দে

মেরুশৃঙ্গে গমন করিয়া তথায় বাস করিতে পারে। আর যদি তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে মেরুশৃঙ্গ হইতে অবলীলা-ক্রমে আমার নিকট আগমন করিতে সমর্থ হয়।

উহার উত্তরদিকে মুসলাকৃতি তিন ধারা বিন্ধ্যাচলের একদেশে নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে মেরুশৃঙ্গের সর্ব্বস্থানে বিচরণ করিতে পারে। আর যদি এই গুহ্য ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সমুদায় সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

সুন্দরি! উহার একক্রোশ দক্ষিণে গভীরক নামে অতল-স্পর্শ এক মহাহ্রদ রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি আটদিন তথায় অনাহারে অবস্থান করিয়া সেই হ্রদে স্নান করে, তাহা-হইলে সে স্বচ্ছন্দে সমুদায় দ্বীপে গমন করিতে পারে। আর যদি সে আমার কার্য্যনিষ্ঠ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সমুদায় দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আমার লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধরে! উহার পূর্ব্ব-পশ্চিম পার্শ্বে আর এক অতীব গুহ্য ক্ষেত্র আছে। তথায় সপ্তধারা নিপতিত হইতেছে। ঐ ধারা হইতে অতলস্পর্শ মহাহ্রদ সম্ভূত হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি একরাত্রি তথায় বাস করিয়া সেই হ্রদজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে স্বচ্ছন্দে ইন্দ্রলোকে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। আর যদি তথায় আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে অনায়াসে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! সম্প্রতি ঐ ক্ষেত্রের অন্যতম মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মন্দার পর্ব্বতের মধ্যে সমন্তপঞ্চক নামে আমার এক আশ্রম আছে। ঐ আশ্রম বিন্ধ্যাচলের উপরিভাগে বিরাজমান। আমি সর্ব্বদা ঐ স্থানে বাস করিয়া থাকি। মন্দারে আর এক গুহ্য ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। শিলাময় ঐ ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকে চক্র এবং বামদিকে গদা। তদ্ভিন্ন উহার পুরোভাগে লাঙ্গল, মুসল ও শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুন্দরি! আমি তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত আমার ভক্তগণের সুখজনক এই মন্দারবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। যাহারা আমার মায়ায় মুগ্ধ, তাহারা এই মন্দার মহিমা কিছুই অবগত নহে। কেবল যাহারা একান্ত ভগবদ্ভক্ত ও যাহারা বরাহবৃত্তান্ত প্রিয় তাহারাই এই বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

মুক্তিক্ষেত্র-ত্রিবেণী-আদি তীর্থের মহিমাকীর্ত্তন।

সূত কহিলেন, ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা মন্দারমাহাত্ম্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুনরায় মাধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মাধব! আপনার প্রসাদে মন্দার মহিমা শ্রবণ করিলাম; কিন্তু যে স্থান মন্দার হইতেও বিষ্ণুর প্রিয়তর তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি, কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, শালগ্রামশিলা প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া আমার প্রিয়তর স্থানের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বাপর যুগ সমুপস্থিত হইলে যদুবংশে যদুকুলবর্দ্ধন শূরনামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিবেন। তৎপরে তাঁহাহইতে সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণ অতি ধার্ম্মিক বসুদেব নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হইবে। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অতি মনোরমা দেবকী নামে এক রমণী তাঁহার ভার্য্যা হইবেন। আমি দেবগণের শত্রু বিনাশার্থ বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইয়া তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইব। আমি যখন বসুদেবগৃহে অবস্থান করিব, তখন সালঙ্কায়ন নামে এক ব্রহ্মর্ষি আমার আরাধনার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবেন। তিনি প্রথমতঃ পুত্রার্থী হইয়া সমাহিতচিত্তে মেরুশৃঙ্গে তপশ্চরণ করিয়া পরিশেষে আমার ক্ষেত্র পিণ্ডারকে, এবং তৎপরে লোহার্গলে সহস্র বৎসর অবস্থান করিবেন। এইরূপে তিনি আমার অনুসন্ধানার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবেন। আমি সর্ব্বযোগেশ্বর মহাদেবের সহিত তথায় অবস্থান করিব, কিন্তু ঋষিবর আমার উদ্দেশ পাইবেন না। সালঙ্কায়ন যে স্থলে তপশ্চরণ করিবেন, সেই স্থানে দেব শঙ্কর আমার সমান রূপ ধারণ পূর্ব্বক শালগ্রামপর্ব্বতে শালগ্রামশিলারূপে অবস্থান করিবেন। আমিও তথায় শিলারূপে অবস্থান করিব। সুতরাং পর্ব্বতস্থিত সমুদায় শিলা আমার স্বরূপ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব চক্রলাঞ্ছিত তত্রত্য সমুদায় শিলা যে আর্চনীয়, তদ্বিষয়ে বক্তব্য কি? ঐ শালগ্রাম পর্ব্বতে দেব মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজ করিবেন।

তত্রত্য শিলামধ্যে কতকগুলি শিবনাভ এবং কতকগুলি চক্রনাভ। ঐ গিরি সোমেশ্বরকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, সুতরাং উহা শিবরূপী। সোমদেব স্বীয় শাপনিবৃত্তির নিমিত্ত তথায় স্বনামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপশ্চরণ করেন। তৎপরে পাপহইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্বীয় তেজোলাভ করিবেন। সোমদেব-স্থাপিত সোমেশ্বর লিঙ্গ হইতে দেব ত্রিলোচনের আবির্ভাব হইলে, তিনি দেব শঙ্করের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। সোমদেব কহিলেন, হে শিব! হে সৌম্য! হে উমাকান্ত! হে পঞ্চানন! হে নীলকণ্ঠ! হে ত্রিলোচন! আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে শশাঙ্কশেখর! সমুদায় দেবতা তোমাকে নমস্কার করে। হে পিনাকপাণে! তুমি দেবশ্রেষ্ঠ, তুমি ভক্তগণকে অভয় প্রদান করিয়া থাক। তোমার এক হস্তে ত্রিশূল, অপর হস্তে ডমরু শোভা পাইতেছে। তুমি বৃষধ্বজ। নানাবিধ মুখ-বিরাজিত বিবিধাকৃতি ভীষণমূর্ত্তি প্রমথগণ তোমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তুমি ত্রিপুরাসুরকে নিপাত করিয়াছ, তুমি মহাকাল, তোমা হইতে অন্ধকাসুর নিপাতিত হইয়াছে, তুমি গজচর্ম্মে পরিবৃত, তুমি স্থাণু। ব্যাঘ্রচর্ম্ম তোমার ভূষণ, সর্প তোমার যজ্ঞোপবীতি, তুমি রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তুমি সকলকে নিগ্রহ এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, তোমার রূপ নাই; তথাপি তুমি সর্ব্বেশ্বর। কেবল ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে তুমি বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাক। অগ্নি, সোম ও সূর্য্য তোমার চক্ষু। তুমি বাক্য ও মনের অগোচর পদার্থ। তোমার মস্তকে জটাজট। গঙ্গা নিরন্তর

পাপপঙ্ক প্রক্ষালিত করিতেছেন। কৈলাস পর্ব্বত তোমার আবাসস্থান এবং তোমা হইতেই সমুদায় মঙ্গল সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বত তোমার আশ্রয় স্থান।

সোমদেব এইরূপ স্তব করিলে, মহাদেব প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, গোপতে! আমার দর্শনলাভ অতি দুর্লভ, অতএব যখন তোমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে, তখন তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর।

সোমদেব কহিলেন, ভগবন্! যদি আমায় বরদান করিবারই অভিলায হইয়া থাকে, তাহাহইলে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনি আমার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে অবস্থান করিয়া ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

মহাদেব কহিলেন, আমি একাকী কেন, বিষ্ণুও সর্ব্বদা এই স্থানে অবস্থিতি করিবেন। বিশেষতঃ আজ্ অবধি তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গে, তুমিই আমার অপরা মূর্ত্তিরূপে অবস্থান করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমি এই লিঙ্গের অর্চ্চকদিগকে সর্ব্বদা দেবদুর্ল্লভ বর প্রদান করিব। কলানিধে! সালঙ্কায়ন মুনির তপঃপ্রভাবে বিষ্ণু ও আমি আমরা উভয়েই পরামর্শ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি।

বিষ্ণু শালগ্রামগিরি এবং আমি সোমেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছি। সুতরাং শালগ্রামগিরি ও সোমেশ্বর এই উভয় পর্ব্বতের যাবতীয় শিলা সমস্তই বিষ্ণু ও শিবময়।

ধরে! পূর্ব্বে রেবা শিবের সন্তোযসাধনজন্য এই স্থানে এই অভিপ্রায়ে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন যে, শঙ্করের সদৃশ আমার এক পুত্র লাভ হউক। "কিন্তু আমি কাহারও পুত্র

নহি, তবে এখন কি করি, রেবাকেও বরপ্রদান করিতে হইবে।" এই চিন্তা করিয়া পরিশেষে রেবার পুত্রত্ব স্বীকার স্থির করিলাম এবং প্রসন্ন হইয়া কহিলাম, "শিবপ্রিয়ে! আমি গজানন সহিত লিঙ্গরূপে তোমার গর্ভে বাস করিব, তুমি আমার অপর জলময়ী মূর্ত্তি বলিয়া বিখ্যাত হইবে। বিষ্ণু ও আমি আমরা উভয়ে একত্র অবস্থান করিব।"

রেবা এইরূপ বর লাভ করিয়া, এখানে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন। সোমদেব! সেই অবধি এই স্থান রেবাখণ্ড নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

পূর্ব্বে গণ্ডকীও দশ সহস্র বৎসর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে বিশীর্ণ পত্র এবং বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক বিষ্ণুধ্যান করিয়া দিব্য শতবর্ষ পর্য্যন্ত তপশ্চরণ করিলে ভক্তজনপ্রিয়, প্রণত বৎসল জগন্নাথ হরি পরিতুষ্ট হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, গণ্ডকি! আমি তোমার কঠোর তপশ্চরণ ও অচলা ভক্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি। অতএব হে সুব্রতে! হে বরবর্ণিনি! আমি তোমাকে কি অভিমত বর প্রদান করিব, শীঘ্র বল।

ধরে! অনন্তর গণ্ডকী শঙ্খ-চক্র-গদাধর হরিকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেব! যোগিগণও যাঁহার সাক্ষাতকারে অসমর্থ, আজ আমি তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। ভগবন্! এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্ব, তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ, আবার তুমিই সেই সকল সৃষ্ট পদার্থে অনুপ্রবেশ করিয়াছ, সেইজন্য তুমি পুরুষ নামে অভিহিত।

তোমার লীলায় এই বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে। তুমি ভিন্ন জগতে স্বতন্ত্র পুরুষ আর কে আছে? কর্ণে যে অনাদি অনন্ত পরম ব্রহ্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তুমিই সেই পরম ব্রহ্ম। যে তোমার স্বরূপ জানিতে পারে, সেই ব্যক্তিই বেদবিৎ। যিনি সর্ব্বপ্রধানা জগন্মাতা, তিনিই তোমার আদ্যা শক্তি। লোকে তোমাকে যোগমায়া, তোমাকে প্রকৃতি এবং তোমাকেই পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তুমিই নির্গুণ পুরুষ, তুমিই অব্যক্ত পুরুষ, তুমিই জ্ঞানস্বরূপ, তুমিই নিরঞ্জন, আনন্দময়, বিশুদ্ধাত্মা নির্ব্বিকার ও অকর্ত্তা, তুমিই যোগমায়াতে প্রবেশ করিয়া কর্ত্তা পদবাচ্য হইয়াছ। যদিও প্রকৃতি দেবী এই বিশ্বের সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু তথাপি তুমি সৃষ্টিরূপে অবস্থান করিতেছ। প্রকৃতি হইতেই এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, সত্য বটে, কিন্তু তোমার সান্নিধ্য ভিন্ন কিছুই সাধিত হয় না। তুমিই এই জগতের কারণরূপে আভাসমান হইতেছ। যেমন স্ফটিকপাত্রে জবাকুসুম প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ তুমি প্রকৃতিশরীরে প্রতিবিম্বিত হইতেছ। তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। ব্রহ্মা প্রভৃতি কবীন্দ্রগণ যখন তোমার মহিমা বিষয় অবগত নহেন, তখন আমি মূঢ় হইয়া কিরূপে তোমার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইব। এই সমুদায় জগৎ যেমন মূঢ়, আমিও সেইরূপ মূঢ়। আমি যোগ্যাযোগ্য কিছুই জানি না। তুমিই আমাকে ধৃষ্ট করিয়াছ, তাহাতেই আমি বাচাল হইয়াছি। সেই নিমিত্ত ধৃষ্টতাবশতঃ তোমার অনুগ্রহে মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে উদারপ্রকৃতে! আমি

যদিও অজ্ঞতাবশতঃ তোমার নিকট অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছি, তথাপি আমার অভিলাষ পূর্ণ করা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কারণ তুমি দয়ালু, বল দেখি তুমি দীনজনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাক কি না? অতএব প্রভো! তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ কর।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু গণ্ডকীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তোমার যাহা যাহা অভিলাষ, ব্যক্ত কর। তোমায় আমার অদেয় কিছুই নাই। অতএব তুমি মনুষ্য-লোক-দুর্ল্লভ যাহা কিছু প্রার্থনা করিবে, তাহাই দিব। আমার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া এই জগতে কে পূর্ণমনোরথ না হইয়াছে?

তখন লোকতারিণী দেবী গণ্ডকী কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণত-ভাবে এই কথা কহিলেন, দেব! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহাহইলে আমি এই বরপ্রার্থনা করি যে, আপনি আমার গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করুন।

হিমাংশো! অনন্তর ভগবান হরি সুপ্রসন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, "এই নিম্নগা আমার সহবাস প্রত্যাশায় পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিবার প্রার্থনা করিল। যাহাহউক, যখন প্রার্থনা করিয়াছে, তখন ভববন্ধনমুক্তির নিমিত্ত অবশ্যই আমাকে পূরণ করিতে হইবে।" ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রকাশ্যভাবে কহিলেন, দেবি! আমি এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবি! আমি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং পুত্ররূপে তোমার গর্ভে বাস করিব। আমার সন্নিধানতাবশতঃ তোমায় দীনভাবে অবস্থান করিতে হইবে না; বরং তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ

হইবে। তুমি দর্শন, স্পর্শ, স্নান, পান ও অবগাহন জন্য লোকের বাক্যসম্ভূত, মনঃসম্ভূত ও শরীরসম্ভূত সমুদায় পাপ বিদূরিত করিবে। দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ নিমিত্ত যে কেহ যথানিয়মে তোমার সলিলে অবগাহন করিবে, সে স্বীয় পিতৃগণকে সমুদ্ধৃত করিয়া স্বর্গে নীত করিতে পারিবে, এবং স্বয়ং আমার প্রিয় হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। আর যদি কেহ তোমার সলিলে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সে আমার লোকে গমন করিবে। আর তাহাকে কোন শোকে আক্রান্ত হইতে হইবে না।

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে গণ্ডকীরে বরপ্রদান করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। হে শশাঙ্কদেব! সেই অবধি আমরা এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। ভগবান্ ভূতপতি এইরূপে দ্বিজরাজকে সমুদায় বৃত্তান্ত কহিয়া তাঁহার অঙ্গে হস্তাবর্ত্তন করিলেন। শশধরের জ্যোতিঃ প্রোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শঙ্করের হস্তাবর্ত্তনে তাঁহার শরীর ব্যাধিশূন্য হইল। তখন মহাদেব দেখিতে দেখিতে তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

ধরে! সোমেশ্বরের দক্ষিণভাগে বাণদ্বারা অদ্রি বিদারণ করিয়া দশানন এক ধারাপথ প্রস্তুত করেন। ঐ প্রবাহের নাম বাণগঙ্গা। উহাতে অবগাহন করিলে পাপিগণের পাপপঙ্ক প্রক্ষালিত হয়। সোমেশ্বরের পূর্ব্বভাগে রাবণের এক তপোবন বিদ্যমান রহিয়াছে। তিন রাত্রি ঐ স্থানে অবস্থান করিলেই তপস্যার ফললাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ ভূতনাথ রাবণের নৃত্য দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরদান করিয়াছিলেন। রাবণের নৃত্যের নিমিত্ত ঐ স্থান নর্ত্তনাচল বলিয়া

প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বাণগঙ্গাতে স্নান করিয়া বাণেশ্বরকে দর্শন করিলে গঙ্গাস্নাননিমিত্ত ফললাভ হয় এবং পরিণামে স্বর্লোকে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারে।

ধরে! তোমায় অন্য এক গুহ্য কথা জ্ঞাপন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঋষিবর সালঙ্কায়ন অবিলম্বে আমার পরম ক্ষেত্র সেই শালগ্রাম নামক শিলাখণ্ডে ঘোরতর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। "মহেশ্বরের মত এক পুত্র লাভ করিব" ইহাই ঐ ঋষিবরের তপস্যার উদ্দেশ্য। দেব মহেশ্বর তাঁহার হৃদ্গত ভাব বুঝিতে পারিয়া যোগমায়া প্রভাবে তাঁহার পুত্ররূপে এক বিগ্রহ ধারণ করিলেন। ঐ মূর্ত্তি মহেশ্বরেরই অপর মূর্ত্তি এবং দেখিতে অতি সুদৃশ্য। ঋষিবরের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ঐ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। ঐ মূর্ত্তি ত্রিলোচনযুক্ত, এবং শূলাস্ত্রধারী, রূপবান্ ও গুণবান্। এমন কি, উহা সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ঋষিবর সালঙ্কায়ন আমার আরাধনায় একান্ত নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, সুতরাং স্বীয় দক্ষিণপার্শ্বসম্ভূত ঐ পুত্রের বৃত্তান্ত কিছুই অবগত ছিলেন না। ঐ পুত্রের নাম নন্দী, নন্দী মহাদেবের আজ্ঞাক্রমে হাসিতে হাসিতে ঋষিবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মুনিশার্দ্দূল! আপনার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, গাত্রোত্থান করুন। আমি আপনার দক্ষিণাঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছি। আমি আপনার পুত্র। প্রভো! এক্ষণে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আপনি মহেশ্বরের সদৃশ পুত্রকামনায় তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার লাভ করিয়াছেন। আমার তুল্য আর দ্বিতীয় নাই।

আপনি শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণকে আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাহাতেই আমি আপনার পুত্র হইয়াছি।

ধরে! মুনিবর সালঙ্কায়ন নন্দিকেশ্বরের বচন শ্রবণে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে সমাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, যদি তাহাই হইল, তবে আমার হরি সাক্ষাৎ হইলেন না কেন? যদি তপস্যারই ফল উৎপন্ন হইল, তাহাহইলে তিনি আমার নয়নগোচর হইলেন কৈ? অতএব যে পর্য্যন্ত তিনি আমার দর্শনগোচর না হইবেন, সে পর্য্যন্ত আমি তপস্যা হইতে বিরত হইব না। আমি তাঁহার দর্শনকাল পর্য্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান করিব। বৎস! সম্প্রতি তুমি আমার যোগবলে সত্বর মথুরায় গমন কর। গিয়া তথায় আমার পুণ্যাশ্রম দর্শন করিবে, তুমি সেই পুণ্যাশ্রমের এবং তত্রত্য ধন ও গোধনের কুশল সংবাদ লইবে। তথায় আমুষ্যায়ণ নামে আমার এক শিষ্য আছে। প্রত্যাগমনকালে তাহাকে এবং গোধনদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া এখানে আসিবে।

নন্দী আজ্ঞামাত্র মথুরায় গমন করিলেন। তথায় ঋষিবরের আশ্রম দর্শন করিয়া আমুষ্যায়ণের নাম জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহাকে জানিতে পারিয়া আশ্রম, আশ্রমস্থিত সম্পত্তি ও গোধনসমূহের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমুষ্যায়ণ কহিলেন, আমার গুরুর প্রভাবে আশ্রমের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, আমার গুরুর কুশলত? তিনি এখন কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন? আপনিই বা কোন্ স্থান হইতে আগমন করিতেছেন? এস্থলে আপনার আগমনের প্রয়োজন কি?

এইরূপ জিজ্ঞাসার পর ঋষিশিষ্য তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। নন্দী অর্ঘ্যগ্রহণ ও কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর পিতার সমুদায় বৃত্তান্ত এবং আপনার আগমনপ্রয়োজন বিজ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর নন্দী অর্ঘ্যগ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পিতার আদেশ এবং স্বীয় আগমন প্রয়োজন প্রকাশ করিলেন। তাহার পর আমুষ্যায়ণকে এবং গোধনসকল সমভিব্যাহারে লইয়া কয়েক দিনের পর গণ্ডকীতীরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে গণ্ডকী পার হইয়া যখন ত্রিবেণীতে উপনীত হইলেন, তখন আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহাদিগের উপস্থিতি-স্থান দেবিকা নামে প্রসিদ্ধ। কারণ দেবগণ ঐ স্থানে তপশ্চরণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ তপোনুষ্ঠান নিমিত্তই ঐ স্থান পরিকল্পিত হইয়াছে। ত্রিবেণী ঐ স্থানে গণ্ডকীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পুলস্ত্য ও পুলহ নামক ঋষিদ্বয়ের আশ্রম পার্শ্ব হইতে অপর এক ধারা উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ ত্রিবেণী গণ্ডকী নামে প্রসিদ্ধ। ঐ মহাতীর্থ পিতৃগণের অতীব প্রিয়তম স্থান। ঐ স্থানে ত্রিজলেশ্বর নামে বিখ্যাত এক মহালিঙ্গ বিরাজমান রহিয়াছে। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র সমস্ত পাপ বিদূরিত হয় এবং তিনি মানবগণকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন।

ধরণী কহিলেন, প্রভো! প্রয়াগে ত্রিবেণী নামে যে তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় শূলটঙ্ক ও সোমেশ্বর নামে মহেশ্বরের দুই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বেণীমাধব নামে এক

বিষ্ণুমূর্ত্তিও তথায় বিরাজমান। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী তথায় একত্র মিলিত হইয়াছেন। আমি শুনিয়াছি ঐ স্থানে দেবগণ, ঋষিগণ, সরোবরসকল এবং বহুতর তীর্থ অবস্থান করিতেছে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে স্বর্গ এবং কলেবর পরিত্যাগ করিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ঐ তীর্থ সমুদায় তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উহা কেশবের অতীব প্রিয়তম স্থান। সেই ত্রিবেণীই বিখ্যাত। আপনি যে অন্য ত্রিবেণীর কথা উল্লেখ করিলেন, ইহা তবে গুহ্যতম ক্ষেত্র তাহার আর সংশয় নাই। অতএব মহাভাগ! দয়ানিধে! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক লোকদিগের হিতার্থ এবং আমার প্রতি দয়া প্রকাশার্থ উহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, দেবি ধরে! তুমি যে রহস্যবিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, এই সম্বন্ধে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে বিষ্ণু, লোকদিগের হিতকামনায় দেবগণনিষেবিত হিমালয় পর্ব্বতের এক রমণীয় প্রদেশে তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। তথায় তপস্যা করিতে করিতে বহুকাল অতীত হইলে এক তীব্রতর তেজোরাশি প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ তেজঃপ্রভাবে চরাচর সকল উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সেই তেজের উত্তাপে বিষ্ণুর গণ্ডদেশ হইতে স্বেদোদ্গম হইল। সেই স্বেদজলে লোকসমূহের পাপ-নাশিনী এক স্রোতস্বতীর সমুৎপত্তি হইয়া উঠিল। তখন মহর্লোক প্রভৃতি সকলে চারিদিকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। সকলেরই সেই তেজঃ প্রাদুর্ভাবের কারণ জানিবার ঔৎসুক্য জন্মিল, কিন্তু কেহই সমর্থ হইল না। তখন

দেবগণ মিলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই তেজঃ প্রাদুর্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু বিধাতাও বিষ্ণু-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহার মর্ম্মভেদ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি দেবগণের সমভিব্যাহারে ভগবান্ ভূত-ভাবনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন।

এদিকে মহাদেব বিধাতাকে দেবগণের সহিত সমাগত সন্দর্শন করিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, চতুরানন মহেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহেশ্বর! সহসা এরূপ অদ্ভুত তেজোরাশির সমুৎপত্তির কারণ কি? এই তেজঃ-প্রভাবে ধরা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে। এ ব্যাপার কি? কেন এরূপ তীব্র তেজের প্রাদুর্ভাব হইল? কেই বা ইহার প্রকৃত কারণ? সমস্ত নির্দ্দেশ করুন।

তখন মহাভাগ ভূতভাবন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন, তোমরা আমার সঙ্গে চল, ইহার কারণ প্রদর্শন করিতেছি। এই বলিয়া সোমেশ্বর সগণে সুরবৃন্দ সমভিব্যাহারে, ভগবান্ বিষ্ণু যথায় তীব্র তপশ্চরণ করিতে-ছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন। হইয়া কহিলেন, জগৎ-প্রভো! তুমি কি উদ্দেশে এস্থলে এরূপ তপশ্চরণ করিতেছ? তুমি স্বয়ং সকলের আধার এবং সমস্ত বিশ্বের অধীশ্বর, তোমার অভাব কি? তুমি কি নিমিত্ত তপস্যা করিতেছ?

জগৎপ্রভু বিষ্ণু ভূতপতিকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, আমি বিশ্ববাসী জনগণের হিতকামনায় এই তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমার নিকট হইতে বরলাভ এবং

তোমার দর্শনলাভই আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য। জগৎপতে! এখন তোমার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম।

শিব কহিলেন, ভগবন্! এই ক্ষেত্র মুক্তিক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। ইহার দর্শনমাত্রেই লোক মুক্ত হইবে। তোমার গণ্ডদেশের স্বেদ হইতে যখন এই তরঙ্গিনীর সমুৎপত্তি হইয়াছে, তখন আজি অবধি ইহার নাম সরিদ্বরা গণ্ডকী হইল। তুমি ইহার গর্ভে বাস করিবে এবং তোমার সন্নিধানবশতঃ কি আমি, কি ব্রহ্মা, কি ঋষিগণ, কি দেবগণ, কি বেদচতুষ্টয়, কি যজ্ঞসমুদায়, কি পবিত্র তীর্থসকল, আমরা সকলেই সর্ব্বদা এই গণ্ডকীতে বাস করিব। প্রভো! যে ব্যক্তি সমুদায় কার্ত্তিক মাস এই গণ্ডকীতে স্নান করিবে, সে সমুদায় পাপহইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিমার্গের পথিক হইতে পারিবে। এই তীর্থ সমুদায় তীর্থমধ্যে পবিত্র এবং সমস্ত মঙ্গলেরও মঙ্গলজনক। এই তীর্থে স্নান করিলে মানবগণের গঙ্গাস্নান জন্য ফল লাভ হইবে। ইহার স্মরণে, ইহার দর্শনে এবং ইহার স্পর্শে মানবগণ নিষ্পাপ হইতে পারিবে। ভাগীরথী ভিন্ন আর কোন নদীই ইহার সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিবে না। এই পবিত্রতোয়া ভোগমোক্ষপ্রদায়িনী গণ্ডকীর সহিত আর এক নদী মিলিত হইয়াছে। উহার নাম দেবিকা। পূর্ব্বে পুলস্ত্য ও পুলহ উভয়ে সৃষ্টিবিধানার্থ ঐ নদীদ্বয়ের সঙ্গম স্থলে পৃথক্ পৃথক্ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তপস্যায় কৃতকার্য্য হইয়া সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা ব্রহ্মতনয়ানামে

এক সরিদ্বরায় উৎপত্তি হয়। যশস্বিনী ব্রহ্মপুত্রী উদ্ভূত হইয়া ঐ গণ্ডকীর সহিত মিলিত হন। তাহাতেই গণ্ডকী বেদিকা ও ব্রহ্মপুত্রী এই তিন নদীর সমাগম স্থানকে ত্রিবেণী কহে। ঐ ত্রিবেণী অতি পবিত্র স্থান। এমন কি, ঐ স্থান দেবগণেরও অতি দুর্লভ। ধরে! ঐ ত্রিবেণীক্ষেত্র এক যোজন আয়ত।

অতি পূর্ব্বকালে বেদনিধি তৃণবিন্দুর জয় ও বিজয় নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা কোন এক নরপতি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যজ্ঞকার্য্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। উভয়েই যজ্ঞকার্য্যে দক্ষ এবং বেদবেদাঙ্গপারদর্শী। তাঁহারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তি হরিচরণে সমর্পণ করিয়া প্রগাঢ় ভক্তিযোগে হরিরই আরাধনা করিতে লাগিলেন। এমন কি কেশব তাঁহাদিগের ভক্তিযোগে একক্ষণও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ভক্তাধীন হরি তাঁহাদিগের ভক্তির বশবর্ত্তী হইলেন। ঘটনাক্রমে একদা রাজা মরুত্ত সেই কর্ম্মকুশল দ্বিজদ্বয়কে যজ্ঞার্থ আহ্বান করিলেন। পরে যজ্ঞকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাদিগের উভয়কেই যথেষ্ট পারিতোষিক এবং যথেষ্ট দক্ষিণা দান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলে, উভয়ে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। ভবনে উপস্থিত হইয়া রাজদত্ত দ্রব্যসামগ্রী সকল বিভাগ করিবার নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠ কহিলেন, "আমরা উভয়ে যাহা লাভ করিয়াছি তাহা সমভাগে বিভক্ত হউক্। কিন্তু কনিষ্ঠ বিজয় কহিলেন, তাহা কেন, যে যাহা পাইয়াছি সে তাহাই গ্রহণ করুক্। জ্যেষ্ঠ

জয় কহিলেন, অমায় অক্ষম মনে করিয়া কি বলিতেছ? যাহা গহণ করিয়াছ, তুমি কি আমায় তাহার অংশ দিবে না? যদি না দেও, গ্রাহ হইয়া থাক। বিজয় বলিল, তুমি নিশ্চয়ই ধনমদে অন্ধ হইয়াছ। যাহাহউক্, আমায় যখন শাপপ্রদান করিলে, তখন আমি বলিতেছি, তুমিও মদান্ধ মাতঙ্গ হও।"

ধরে! এইরূপে তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের শাপে গ্রাহ ও মাতঙ্গরূপে পরিণত হইলেন। বিজয় সেই গণ্ডকী নদীতে বৃহদাকার গ্রাহ হইল এবং জয় সেই ত্রিবেণীক্ষেত্রে মদান্ধ গজরূপে পরিণত হইয়া বনমধ্যে করেণু ও করি শাবকদিগের সহিত ক্রীড়া করত বাস করিতে লাগিল। এইরূপে বহুসম্বৎসর অতীত হইলে একদিন ঐ মদান্ধ মাতঙ্গ করেণুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্নানার্থ সেই গণ্ডকীসঙ্গমে অবতীর্ণ হইল। অনন্তর মাতঙ্গ করেণুগণের এবং করেণুগণ সেই মাতঙ্গের শরীরে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল। এমন কি, পরস্পর পরস্পরকে জলপান করাইতে লাগিল। এইরূপে তাহাদের পরস্পর জলক্রীড়া চলিতেছে ইত্যবসরে সেই গ্রাহ দৈব-প্রেরিত হইয়া পূর্ব্ব বৈরানুসারে দৃঢ়রূপে গজের পাদদেশে আক্রমণ করিল। মাতঙ্গও দন্ত প্রহারে গ্রাহকে পীড়িত করিতে লাগিল। এইরূপে উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে হইতে কতকাল সমতীত হইল। উভয়েই রোষপরবশ; সুতরাং পরস্পরের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে জলজন্তু সকল নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া উঠিল। এমন কি, তন্মধ্যে কতকগুলি ক্ষয়প্রাপ্তও হইল।

অনন্তর জলেশ্বর বরুণ ভগবান্ নারায়ণকে ঐ বৃত্তান্ত

বিজ্ঞাপন করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ সুদর্শন চক্রদ্বারা সেই গ্রাহের আস্যদেশ বিপাটিত করিলেন। বারম্বার সুদর্শন চক্র বিক্ষেপ করাতে, শিলার সহিত ঐ চক্রের সংঘট্টন হয়। চক্র সংঘট্টনে শিলাসকল অতীব লাঞ্ছিত হইয়া উঠে। ঐ ত্রিবেণীক্ষেত্রে আমার চক্রলাঞ্ছিত বহুতর শিলা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাতেই তত্রত্য শিলা সকল বজ্রকীট-নির্ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ধরে! এই ত্রিবেণীক্ষেত্র বিষয়ে যাহা কহিলাম, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহের আবশ্যক নাই।

ধরে! যখন রাজা ভরত পুলস্ত্য ঋষির আশ্রমের নিকটে অবস্থান করিয়া ত্রিজলেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেন, সে সময় ভরতের প্রতি বিষ্ণুর বিশেষ অনুরাগ ছিল না। সুতরাং ভরত রাজাকে স্বীয় কর্ম্মানুসারে মৃগদেহ ধারণ করিতে হয়। আবার মৃগদেহের অন্তে ভরতকে জড় হইতে হইয়াছিল। যাহাই হউক্, ভরত রাজা পূজা করাতে বিষ্ণু ত্রিজলেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন। ভক্তি পূর্ব্বক ঐ ত্রিজলেশ্বরকে পূজা করিলে মানবগণ অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

ধরে! আমি যখন শ্রেষ্ঠতম শালগ্রামক্ষেত্রে অবস্থান করি, তখন জলেশ আমাকে স্তব করাতে আমি ভক্তজন-বাৎসল্য বশতঃ সুদর্শনচক্র বিক্ষেপ করি। আমার সুদর্শন প্রথমেই যে স্থানে নিপতিত হয়, সেই স্থান পরম তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। ঐ তীর্থে স্নান করিলে লোক তেজস্বী হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করিয়া থাকে। আর যদি তথায় কলেবর ত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। আমি ভক্তজনকে রক্ষা

করিবার নিমিত্ত সুদর্শনকে আদেশ করি। সুতরাং আমার ক্ষিপ্ত সুদর্শন যে যে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছে, সেই সেই স্থানের শিলাসকল চক্রাঙ্কিত হইয়াছে।

ধরে! অনন্তর জলেশ্বর পাঁচ রাত্রি যথাবিধি তথায় বাস করিয়া পরিশেষে কতকগুলি গোধন সমভিব্যাহারে হরিক্ষেত্রে গমন করিলেন। হরি ঐ স্থানে অবস্থান করেন বলিয়া উহা অতীব পূজনীয় স্থান হইয়াছে। যেদিন অবধি শূলপাণি নন্দী গোধন লইয়া ঐ স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিন অবধি ঐ ক্ষেত্র হরিহরক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দেবগণ ঐ স্থানে অটন অর্থাৎ ভ্রমণ করেন বলিয়া উহা দেবাট নামে প্রসিদ্ধ। দেবাদিদেব ভক্তজনের অভয়প্রদ ভগবান্ শূলপাণির মহিমা কে বলিতেপারে? মুনিগণ দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সেই অচিন্ত্যশক্তি মহেশ্বরকে সেবা করিয়া থাকেন। যোগসিদ্ধিবিধাতা মহাযোগী ভগবান্ মহাদেব নন্দিরূপে সালঙ্কায়ন ঋষির পুত্রত্ব স্বীকার এবং স্বয়ং ঐ ত্রিধারক তীর্থে পরম পীঠে অবস্থান করেন। তাঁহার তিন জটা হইতে পরমাদ্ভুত তিন ধারা নিপতিত হয়। উহার এক ধারা গঙ্গা, একধারা যমুনা এবং অপর ধারা সরস্বতী। ঐ ত্রিধারক তীর্থ মহাদেবের তিন জটা হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। মহাযোগী মহেশ্বর হরিনাম জপ করত শালগ্রাম নামক ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া ভক্তগণকে যে জ্ঞান প্রদান করিতেছেন, তাহাতে ভক্তেরা অনায়াসে সংসারসমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারে। ধরে! এই ত্রিধারক তীর্থে স্নান করিয়া পিতৃগণকে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক

মহেশ্বরের অর্চনা করিলে আর তাহাকে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

ধরে! ঐ ত্রিধারক তীর্থের পূর্ব্বভাগে হংসতীর্থ। হংসতীর্থের কৌতুকাবহ এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণণ করিতেছি, শ্রবণ কর। এককালে শিবরাত্রি মহোৎসবে ভক্তগণ নানাবিধ উপচারে নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া মহাযোগী মহেশ্বরের পূজা আরম্ভ করিয়াছে, ইত্যবসরে কতকগুলি কাক বুভুক্ষিত হইয়া বিবাদ করিতে করিতে সেই নৈবেদ্যের উপর পতিত হইল। তন্মধ্যে একটা কাক নৈবেদ্য সামগ্রী গ্রহণ পূর্ব্বক উড্ডীন হইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইল। অপর এক কাক তাহার মুখ হইতে সেই সামগ্রী লইবার নিমিত্ত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ে বিবাদ করিতে করিতে যেমন যজ্ঞকুণ্ডে নিপতিত হইয়াছে, অমনি তাহারা উভয়ে চন্দ্রকিরণসদৃশ শুভ্রবর্ণ হংস হইয়া কুণ্ড হইতে বিনির্গত হইল। তদ্দর্শনে তত্রত্য লোক সকল সেই ক্ষেত্রকে হংসতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ফলতঃ সেই অবধি ঐ তীর্থ হংসতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এক যক্ষ ঐ স্থানে তপশ্চরণ করিয়াছিল বলিয়া ঐ তীর্থ যক্ষতীর্থ নামে বিখ্যাত ছিল। ঐ যক্ষতীর্থে স্নান করিলে লোক যক্ষলোকে গমন করিয়া থাকে। যদি কোন শৈব ঐ তীর্থে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে যক্ষলোক অতিক্রম পূর্ব্বক অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে পারে। মহাযোগী মহাদেবের প্রভাবে ঐ তীর্থের এইরূপ মাহাত্ম্য হইয়াছে। মহাদেব ও আমি আমরা উভয়ে ভক্তজনের প্রতি কৃপাবিতরণের নিমিত্ত ঐ

তীর্থে বাস করিয়া থাকে। ধরে! এই আমি তোমার নিকট গুহ্যতম ক্ষেত্র-বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিলাম। মুক্তিক্ষেত্র হইতে যজ্ঞক্ষেত্র পর্য্যন্ত এই দ্বাদশ যোজন পর্য্যন্ত আমি শালগ্রামরূপে অবস্থান করিয়া থাকি। আমার ভক্তজনের পরমানন্দদায়ক অতি গুহ্যতম বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় ব্যক্ত কর।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শালগ্রামক্ষেত্র মাহাত্ম্য ॥

দেবী ধরণী বরাহদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্ দেবদেবেশ! মুনিবর সালঙ্কায়ন আপনার মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রে তপস্যা করিয়া কি লাভ করিয়াছিলেন?

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! ব্রতাবলম্বী সেই সালঙ্কায়ন ঋষি কিছুকাল যথানিয়মে তপস্যা করিবার পর অত্যুৎকৃষ্ট অতি অক্ষুণ্ণ অতুলচ্ছায়, পুষ্পিত, সুগন্ধ, মনোহর ও দেবদুর্ল্লভ এক শালবৃক্ষ অবলোকন করিলেন। পরম জ্ঞানী সেই ঋষি শুভদর্শন ঐ শালবৃক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই আমার দর্শন না পাইয়া পরিশেষে ক্লান্ত হইয়া আমার দর্শনোদ্দেশে সেই শালবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে পশ্চিমাস্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথাপি আমার মায়ায় মুগ্ধ, সুতরাং আমার

উদ্দেশ পাইলেন না। পরিশেষে বৈশাখ মাসের দ্বাদশীদিনে সেই শালবৃক্ষের পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া আমাকে দেখিতে পাইলেন। দর্শনমাত্র ঋষিবর পুনঃ পুনঃ আমাকে প্রণাম করিয়া বৈদিক সূক্তে আমাকে স্তব করিতে লাগিলেন। আমার তেজঃ-প্রভাবে প্রথমতঃ তাঁহার দর্শনশক্তি উপহত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আমার দর্শন ও স্তব করিতে লাগিলেন। তখন আমি বৃক্ষের দক্ষিণপার্শ্বে গমন করিলাম। ঋষিবরও পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। আমি ঋষিকর্ত্তৃক ঋগ্বেদের ঋগনুগত স্তোত্রে স্তূয়মান ও পূজ্যমান হইয়া শালবৃক্ষের পশ্চিমপার্শ্বে গমন করিলাম। ধরে! ঋষিও পশ্চিমপার্শ্বে গমন করিয়া যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি উত্তরদিকে গমন করিলাম। সালঙ্কায়নও সেই দিকে গমন করিয়া সামবেদোক্ত মন্ত্রে আমাকে স্তব করিতে লাগিলেন। সুন্দরি! আমি এইরূপে ঋষিকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ স্তূয়মান হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম এবং বলিলাম, মহাভাগ ভদ্র সালঙ্কায়ন! আমি তোমার তপস্যায় এবং তোমার স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অভিমত বর প্রার্থনা কর। তুমি তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছ। তোমার মঙ্গল লাভ হউক্।

দেবি ধরে! সেই ঋষিসত্তম সালঙ্কায়ন আমাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া শালবৃক্ষের অন্তরাল হইতে আমাকে কহিলেন, হরে! আমি তোমারি জন্য এতকাল তপস্যা করিয়া সশৈলবনকাননা এই বসুন্ধরা পরিভ্রমণ করিতেছি।

চক্রপাণে! মহাপ্রভো! এতদিনের পর আমি তোমার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইলাম। হে সর্ব্বশান্তিদাতা! হে পরমপুরুষ! যদি আমার তপস্যায়, আমার আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া থাক, যদি আমাকে বর প্রদান করাই অভিপ্রেত হয়, তাহাহইলে, হে জগন্নাথ! হে মধুসূদন! আমায় এই বর প্রদান কর, যেন আমি শঙ্করকে পুত্র লাভ করিতে পারি।

কঠোর তপোনুষ্ঠাতা মুনিবর সালঙ্কায়নকর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া মধুরবাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মুনে! দীর্ঘকাল ব্রতস্থ হইয়া তুমি যখন আমার আরাধনা করিয়াছ, তখন তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক। তুমি তপঃসিদ্ধ হইয়াছ। সম্প্রতি নন্দিকেশ্বর নামে মহেশ্বরের অপর এক মূর্ত্তি তোমার দক্ষিণাঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়া তোমার পুত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রহ্মন্! মহামুনে! তুমি কঠোর তপশ্চরণ হইতে নিবৃত্ত হও, শান্তি অবলম্বন কর। সপ্ত সপ্ত কাল সমতীত হইল, নন্দিকেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তুমি অদ্যাপি তাহা জানিতে পার নাই, কিন্তু আমি সেই মায়াবল ও যোগবলযুক্ত নন্দিকেশ্বরকে গোত্রজে স্থাপিত করিয়াছি। সম্প্রতি তোমার আমুষ্যায়ণ নামা শিষ্যের সহিত মথুরা হইতে আসিয়া শূলধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। হে মহাভাগ! হে তপোনিধে! তুমি পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া পরমসুখে আমার ক্ষেত্রে আমার তুল্যভাবে অবস্থান কর।

সালঙ্কায়ন! সম্প্রতি তোমার প্রীতির নিমিত্ত আর এক গুহ্য কথা নির্দ্দেশ করিতেছি, অর্থাৎ যে কারণে এই ক্ষেত্র

উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। এই ক্ষেত্রের নাম শালগ্রাম। তুমি এই ক্ষেত্রে যে শালবৃক্ষ সন্দর্শন করিয়াছ, তাহা প্রকৃত শালবৃক্ষ নহে। সে আমি। দেব মহেশ্বর ব্যতীত আর কেহ এ বৃত্তান্ত অবগত নহে। আমি মায়াবলে বৃক্ষরূপে নিগূঢ় ছিলাম, কেবল তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ প্রকাশিত হইয়াছি।

বসুধে! আমি সালঙ্কায়নকে এইরূপে বরদান করিয়া তাহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলাম। এদিকে মুনিবরও বৃক্ষটি দক্ষিণ পার্শ্বে করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। গিরিকূটে শালগ্রাম নামে যে স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ স্থান আমার একান্ত প্রিয় এবং ঐ স্থান হইতেই আমার ভক্তগণের সংসারমুক্তি হইয়া থাকে। ধরে! মানবগণ যে রহস্যবলে সংসার-সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হয়, আমি ঐ ক্ষেত্রের সেই রহস্য সকল উদ্‌ভেদ করিতেছি শ্রবণ কর। ঐ স্থানে অতি গুহ্য পঞ্চদশ তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। অত্রত্য মানবগণ অদ্যাপি তাহার গুহ্যবৃত্তান্ত কিছুই অবগত নহে। যশস্বিনি! তথায় একক্রোশের মধ্যে চারিটি কুঞ্জ আছে। ঐ স্থান ভক্তগণের পরম হৃদ্য ও কার্য্যসুখাবহ। যদি কোন ব্যক্তি অহোরাত্র তথায় বাস করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে চারি অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যদি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভোগ করিয়া অন্তে আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ধরে! ঐ ক্ষেত্রে চক্রস্বামী নামে বিখ্যাত আমার এক

ক্ষেত্র আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে চক্রাঙ্কিত শিলা সকল বিকীর্ণ দর্শন করিতে পাওয়া যায়। ঐ রূপ শিলাবিকীর্ণ স্থান প্রায় তিন যোজন। যদি কোন ব্যক্তি তিন রাত্রি উপবাস করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে তিন তন্ত্রের ফললাভ হইয়া থাকে তাহার আর সন্দেহ নাই। আর যদি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহা-হইলে বাজপের যজ্ঞের ফলভোগ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। ঐ স্থানে বিষ্ণুপদ নামে আমার আর এক পরম ক্ষেত্র আছে। হিমালয় শৃঙ্গ হইতে তিনটি জলধারা ঐ ক্ষেত্রে নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি তিন রাত্রি উপবাস করিয়া তথায় স্নান করে, তাহাহইলে ত্রিরাত্র ব্রতের ফল লাভ করিতে পারে। আর যদি মুক্তসঙ্গ ও অক্ষুণ্ণ হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিতে পারে তাহাহইলে অতিরাত্র ফলভোগের পর আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

ঐ স্থানে কালীহ্রদ নামে আমার আর এক গুহ্য ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রস্থিত বদরীবৃক্ষের পার্শ্ব দিয়া এক প্রবাহ নির্গত হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি ষষ্টিকাল তথায় বাস করিয়া ঐ স্রোতোজলে স্নান করে, তাহাহইলে তাহার নর-মেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যদি সংসারবিরত হইয়া ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে নরমেধ যজ্ঞের ফল ভোগ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

বসুন্ধরে! তোমায় আর এক আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ প্রদেশে শঙ্খপ্রদ নামে আমার আর এক

আশ্চর্য্যক্ষেত্র আছে। দ্বাদশী তিথিতে নিশীথ সময়ে শঙ্খশব্দ শ্রবণগোচর হয়। ঐ স্থানে গদাকুণ্ড নামে আমার এক পরম স্থান আছে। ঐ স্থানে দক্ষিণদিক দিয়া এক স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি তিন রাত্রি উপবাস করিয়া ঐ স্রোতোজলে স্নান করে, তাহাহইলে বেদান্তপারদর্শী ব্রাহ্মণের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যদি স্বয়ং পরিসমাপ্ত কার্য্য ও গুণান্বিত হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে গদাপানি হইয়া অনায়াসে আমার লোকে বাস করিতে পারে। অগ্নিপ্রভ নামে আমার আর এক গুহ্য ক্ষেত্র আছে। উহার পূর্ব্বোত্তরভাগে এক ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কেহ দুই দিন উপবাস করিয়া ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। আর যদি ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। ঐ স্থানের আর এক আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। হেমন্তে তত্রত্য উদক উষ্ণ এবং গ্রীষ্মে শীতল হইয়া থাকে।

ধরে! ঐ স্থানে সর্ব্বায়ুধ নামে আমার আর এক উৎকৃষ্ট স্থান আছে। হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া সপ্ত স্রোত তথায় নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি সপ্তরাত্রি তথায় বাস করিয়া সেই স্রোতোজলে স্নান করে, তাহাহইলে তিনি সর্ব্বায়ুধসমন্বিত ও চতুঃষষ্টিকলাসম্পন্ন রাজা হইয়া থাকেন। আর যদি আমার কার্য্যপরায়ণ হইয়া তথায় প্রাণ-ত্যাগ করে, তাহাহইলে রাজ্যসুখ সম্ভোগের পর আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। ঐ স্থানে দেবপ্রভ নামে আর

এক গুহ্য ক্ষেত্র আছে। তথায় পর্ব্বত হইতে পঞ্চমুখে পঞ্চধারা নির্গত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি অষ্টকাল তথায় বাস করিয়া ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে চারি দেহীর পরপারে যাইতে অর্থাৎ চারিবর্ণের শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। আর যদি লোভমোহ বর্জ্জিত হইয়া তথায় প্রাণ-ত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে বৈদিক কার্য্য অতিক্রম পূর্ব্বক আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। বিদ্যাধর নামে আমার অপর এক গুহ্য ক্ষেত্র রহিয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে পাঁচটি ধারা বিনিঃসৃত হইয়া এই স্থানে নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি একরাত্রি তথায় বাস করিয়া ঐ ধারাজলে অবগাহন করে, তাহাহইলে সে কৃতকৃত্য হইয়া বিদ্যাধর লোকে গমন করিয়া থাকে, তাহার আর সংশয় নাই। আর যদি সংসারবিরত হইয়া এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে বিদ্যাধর লোকের সুখ-সম্ভোগ করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। ঐ স্থানে পুণ্য নদী নামে আর এক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। তত্রত্য শিলাখণ্ড কুঞ্জ লতায় সমাকীর্ণ। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তথায় বাস করিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি চারিদিন উপবাস করিয়া ঐ পুণ্যনদীতে স্নান করে, তাহাহইলে সে যথেচ্ছগামী ও যথাস্থানস্থায়ী হইয়া অনায়াসে সপ্তদ্বীপে পরিভ্রমণ করিতে পারে। যদি সেই ব্যক্তি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সপ্তদ্বীপ অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ধরে! ঐ প্রদেশে গন্ধর্ব্ব নামে বিখ্যাত আমার অপর

এক ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার পশ্চিমদিকে এক ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি চারি রাত্রি তথায় বাস করিয়া ঐ ধারাজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে যথেচ্ছগামী ও যথেচ্ছস্থায়ী হইয়া লোকপালমধ্যে সুখে বিহার করিতে পারে। আর যদি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া তথায় প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে লোকপাল দিগকে অতিক্রম করিয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

বসুন্ধরে! ঐ স্থানে দেবহ্রদ নামে আমার আর এক গুহ্য ক্ষেত্র রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলিরাজার যজ্ঞ বিনাশের পর ঐ স্থানে তুমি আমার কান্তা হইয়াছিলে। ঐ হ্রদ বরদশ্রেষ্ঠ, মনোহর, সুখশীতল অতলস্পর্শ ও সুখপ্রদ। এমন কি, ঐ স্থান দেবগণেরও প্রার্থনীয়। আমার সেই হ্রদে চক্রাঙ্কিত মৎস্য সকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। ঐ স্থানের আর এক আশ্চর্য্য এই যে, যাহারা মদ্ভক্তিপরায়ণ তাহারাই ঐ ঘটনা দর্শন করিতে পায়; নতুবা পাপাত্মারা কখনও উহা দর্শন করিতে পায় না। তদ্ভিন্ন সূর্য্যোদয় হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত ঐ দেবহ্রদে ষট্‌ত্রিংশৎপদ্ম পরিমিত দীনার দর্শন করিতে পাওয়া যায়। ঐ হ্রদে স্নান করিলে শুদ্ধবাক্ ও নির্ম্মলশরীর হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি তথায় পাঁচদিন বাস করিয়া ঐ হ্রদে স্নান করে, তাহাহইলে সে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ণফল লাভ করিতে পারে। আর যদি আমায় চিন্তা করিতে করিতে তথায় দেহ পাত করিতে পারে, তাহাহইলে সে আমার সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হয়। ধরে! আমি তোমাকে অন্য এক গুহ্য

ক্ষেত্রের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ স্থানে দুই দেব-নদীর পরস্পর সম্ভেদ হইয়াছে। দেবগণ প্রিয়তমার সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, দেবর্ষিগণ, মুনিগণ, সমস্ত সুরনায়ক, সিদ্ধগণ ও কিন্নরগণ, ইহাঁরা সকলেই ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। ধরে! নেপালে যে শিবস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা সমস্ত সুখের আধার। পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় স্থান এবং সমুদায় তীর্থ হইতে সকলে এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। এই স্থানে নীলকণ্ঠ মহাদেবের জটাজুট হইতে এক নদী বিনির্গত হইয়াছে। ঐ নদী শ্বেতগঙ্গা নামে বিখ্যাত। বহুতর নদী, কেহ দৃশ্য কেহবা অদৃশ্যভাবে ঐ শ্বেতগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। কৃষ্ণশরীরসম্ভবা কৃষ্ণা এবং গণ্ডকী শিবশরীরসম্ভবা ত্রিশূল-গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ ত্রিশূলগঙ্গা বিস্তীর্ণ নদী।

ধরে! এইরূপে নদী সকল পরস্পর মিলিত হইয়া ঐ স্থান তীর্থকদম্ব হইয়া উঠিয়াছে। ঐ তীর্থকদম্ব পরম পবিত্র স্থান। বসুধে! অধিক কি বলিব, ঐ স্থান দেবদুর্ল্লভ। যে স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে সুপ্রসিদ্ধ, ঐ স্থানে ভগবান্ ভূতনাথের তপোবন বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ আশ্রম সমুদায় আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ। উহাতে নানাবিধ পুষ্প নানাবিধ ফল, কদলীবন, নিচুল, পুন্নাগ ও কেসর বৃক্ষ সকল বিরাজমান। খর্জ্জুর, অশোক, বকুল, চূত, পিয়াল, নারিকেল, পূগ, চম্পক, জম্বীর, ধব, নারঙ্গ, বদরী, জম্বু, মাতুলঙ্গ, কেতকী,

মল্লিকা, জাতি, যূথিকা, কুন্দ, কুরবক, নাগ, কুটজ, এবং দাড়িম্ব বৃক্ষের পরিসীমা নাই। দেবগণ অঙ্গনাদিগের সহিত সমাগত হইয়া ঐ স্থানে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। পুণ্যতোয়া নদীদ্বয় প্রবাহিত হইয়া ঐ হ্রদের যে স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে, তথায় স্নান করিলে শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়াথাকে। ঐ স্থানে বৈশাখ মাসে স্নান করিলে সহস্র গোদানতুল্য ফল লাভ হয়। কার্ত্তিক মাসে ভাস্কর তুলা রাশিতে সংক্রমণ করেন, ঐ কার্ত্তিক মাসে ঐ স্থানে স্নান করিলে মাণবগণ মুক্তিমার্গের পথিক হইতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই। সংযতভাবে তিন রাত্রি বাস করিবার পর ঐ তীর্থে স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া চরমে দেবতার ন্যায় স্বর্লোকে অবস্থান করিয়া থাকে। ধরে! যদি কোন ব্যক্তি ঐ তীর্থে যজ্ঞ, তপস্যা, স্নান, শ্রাদ্ধ, ও ইষ্টদেব পূজা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাহইলে অনন্তফল লাভ করিয়া থাকে। এমন কি সেই সমস্ত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা যতই অপরাধ করুকনা কেন, আমি তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকি। ধরে! গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থান যেমন মর্ত্ত্য-লোক দুর্লভ, সেইরূপ এই দেবনদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল দেব-লোক দুর্লভ। আমার ক্ষেত্রের মধ্যে ইহাও এক গুহ্যতম ক্ষেত্র। আমি এই শালগ্রাম নামক মহাক্ষেত্রে পূর্ব্বমুখে অবস্থান করিয়া থাকি। এই স্থান আমার ভক্তগণের একান্ত মনোরম।

ধরে! সম্প্রতি তোমায় আর এক রহস্য কথা বলিতেছি,

শ্রবণ কর। আমার এই ক্ষেত্রের মধ্যে আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার রহিয়াছে, মুগ্ধগণ তাহার কিছুই অবগত নহে। সে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে আমি যথায় অবস্থান করি, শিবও পরমানন্দে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিয়া থাকেন। ফলতঃ আমি যে স্থানে শিবও সেই স্থানে এবং শিবও যে স্থানে আমিও সেই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকি। এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আমাদিগের উভয়ের বিচ্ছেদ নাই। শিবের বন্দনা করিলেই আমার বন্দনা করা হয়। ফলতঃ আমা-দিগের উভয়ের প্রতি যাহার অভেদবুদ্ধি হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। সুতরাং এই তীর্থ হরি-হরাত্মক। যাহারা আমার কার্য্য করিতে করিতে এই তীর্থে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা অনায়াসে আমাকে লাভ করিয়া-থাকে।

ধরে! প্রথমতঃ মুক্তিক্ষেত্র, তৎপরে রুরুখণ্ড তৎপরে দেবনদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থান—যথায় গণ্ডকী মিলিত হইয়াছে। গণ্ডকী সমুদায় নদী মধ্যে উৎকৃষ্ট নদী। গণ্ডকী আবার ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়া মহাফলদা হইয়াছেন। গণ্ডকী যথায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, ঐ স্থানকে হরিক্ষেত্র কহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক দেবতারাও হরিক্ষেত্রের মহিমা অবগত নহেন।

ধরে! ইতিপূর্ব্বে আমার যে শালগ্রাম ও গণ্ডকী নদীর মাহাত্ম্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই আমি তোমার নিকট তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান ভগবদ্ভক্তদিগের অতীব প্রিয়, সমুদায় আখ্যান মধ্যে উৎকৃষ্ট

আখ্যান, জ্যোতি মধ্যে উৎকৃষ্ট জ্যোতি, পুণ্যমধ্যে পরম পুণ্য, তপস্যা মধ্যে উৎকৃষ্ট তপস্যা, রহস্য মধ্যে পরম রহস্য, গতি মধ্যে উৎকৃষ্ট গতি এবং লাভ মধ্যে মহালাভ। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিষয় আর দ্বিতীয় নাই। এই বিষয় পিশুন শঠ, সুরদ্রোহী, পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, দেবদ্বিজদ্বেষ্টা কুশিষ্য, শাস্ত্রদূষক এবং সেবানাভিজ্ঞ নীচকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা শুশিষ্য, ধীর, সদ্‌বুদ্ধিশালী, লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য-বিহীন পবিত্রবুদ্ধি ব্যক্তিকে প্রদান করাই কর্ত্তব্য। যাহারা প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া এই শালগ্রাম ও গণ্ডকীমাহাত্ম্য পাঠ করে, তাহার ত্রিসপ্তকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। যদি বিষ্ণু-লোকে যাইবার এবং উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভ করিবার বাসনা থাকে, তাহাহইলে মৃত্যুকালেও বিমুগ্ধ না হইয়া ইহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ধরে! এই আমি তোমার নিকট শালগ্রাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অন্য কি শ্রবণ করিবার বাসনা হয় প্রকাশ কর।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমঅধ্যায় ॥

কুরুক্ষেত্র ও হৃষীকেশ মাহাত্ম্য ॥

সূত কহিলেন, দেবী বসুন্ধরা শালগ্রামক্ষেত্রের অতি গুহ্যতম মাহাত্ম্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ভগবন্ হরে! আপনার প্রসাদে শালগ্রাম মহিমা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আপনি যে

পরমার্চ্চিত কুরুখণ্ডের কথা উল্লেখ করিলেন, সেই কুরু কে? তাঁহার নাম কুরু হইল কেন? জনার্দ্দন! হৃষীকেশ! জগন্নাথ! যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তাহা-হইলে আপনি কুরুক্ষেত্রের মহিমা যথাযথ বর্ণন করুন।

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! পূর্ব্বে ভৃগুবংশে বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী যজ্ঞকুশল ব্রহ্মনিষ্ঠ অতিথিপ্রিয় মহাভাগ্যধর দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার আশ্রম অতি পবিত্র স্থান। নানাবিধ বৃক্ষ লতায় পরিপূর্ণ এবং শান্তস্বভাব মৃগগণে সমাকীর্ণ। তথায় কন্দ-মূল-ফলাদির অভাব নাই। মুনিবর দেবদত্ত ঐ আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঘোরতর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্রের মহা চিন্তা উপস্থিত হইল। তখন তিনি বসন্ত সহিত কন্দর্প এবং সখীসমন্বিত গন্ধর্ব্বগণকে আহ্বান করিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ সম্বোধন করত কহিলেন, বন্ধুগণ! আমার কোন গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, যখন যে কার্য্য উপস্থিত হয় তোমরা ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর নাই। তোমাদিগের সাহায্যবলে আমি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি।

মহেন্দ্রের বচনাবসানে কন্দর্প ও মলয়ানিল প্রভৃতি সকলে বলিলেন, দেবরাজ! আপনার কি প্রয়োজন উপস্থিত হই-য়াছে? কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। কোন্ জিতেন্দ্রিয়ের চিত্তবিকার জন্মাইতে হইবে? বা কাহাকে তীব্র তপশ্চরণ হইতে প্রচ্যুত করিতে হইবে, আদেশ করুন। আপনি শীঘ্র আজ্ঞারূপ প্রসাদ দানে আমাদিগকে সুস্থির করুন এবং আপনিও সুস্থ হউন।

কন্দর্প প্রভৃতি সকলে এইরূপ কহিলে, দেবেন্দ্র পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে কহিলেন, বন্ধুগণ! যখনি তোমাদিগকে দর্শন করিয়াছি, তখনই আমার চিন্তা বিগত এবং সমুদায় কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি আমার প্রয়োজন বিস্তারিত কহিতেছি, শ্রবণ কর। দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ নারায়ণপরায়ণ হইয়া হিমালয়ের এক রমণীয় প্রদেশে ঘোরতর তপশ্চরণ করিতেছে। আমার ইন্দ্রত্বপদ গ্রহণ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব তাঁহাকে তপোবিরত করিতে হইবে। কামদেব প্রভৃতি সকলে দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত দেবদত্তের তপোভঙ্গের নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

ধরে! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে বসন্ত ও মলয়ানিল প্রভৃতি সকলকে প্রথমত প্রেরণ করিয়া তৎপরে প্রম্লোচা নাম্নী অপ্‌সরাকে আহ্বান পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রণয় সম্ভাষণে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া কহিলেন, প্রম্লোচে! তুমি আমার কিঙ্করী, সম্প্রতি ভূলোকে দেবদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ তপশ্চয়ণ করিতেছেন, অতএব তথায় গমন করিয়া যাহাতে তাঁহার তপোবিঘ্ন জন্মে তোমায় তাহা করিতে হইবে। তোমার মঙ্গল হউক্, তুমি সেই মুনিবরের আশ্রমে গমন করিয়া মনোহর হাবভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে বশীভূত কর।

ধরে! প্রম্লোচা দেবেন্দ্রের অনুমতি পাইবা মাত্র দেবদত্তের আশ্রমে গমন করিল। গিয়া দেখিল ঐ আশ্রম নানাবিধ বৃক্ষ লতায় পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে কোকিলগণ কুহু ধ্বনি করিতেছে, রসাল মঞ্জরী সকল মুকুলিত; তাহাতে

ভ্রমর সকল গুণ গুণ স্বরে গান করাতে শ্রবণে যেন অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে গন্ধর্ব্বগণের সুমধুর সঙ্গীত। সুশীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত, নির্ম্মল সলিলষিক্ত সরোবরে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মুনিবরের তপঃ প্রভাবে তথায় কি জলভাগ, কি স্থলভাগ, কুত্রাপি হিংসা বা দ্বেষ নাই। সর্ব্বদাই চিত্তের আনন্দজনক মধুর আলাপে তপোবন পরিপূর্ণ।

প্রম্লোচা তপোবন শোভা সন্দর্শনে প্রীত হইয়া অনেক-ক্ষণের পর মুনিবর যেমন ধ্যান নিবৃত্ত হইলেন, অমনি মধুস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। গন্ধর্ব্বগণও সেই সময়ে একতান স্বরে সুরজনমনোহর গন্ধর্ব্বসঙ্গীতে প্রবৃত্ত হইল। কাম-দেব ঐ সময় প্রকৃত অবসর পাইয়া মুনিবরকে লক্ষ্য করত ফুলধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক সংহিতশর হইয়া রহিলেন। দেবদত্ত ব্রতাবলম্বী হইলেও গন্ধর্ব্বগণের সেই পঞ্চম স্বরের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধচিত্ত হইলেন। এদিকে পঞ্চশর সতর্কভাবে বারং-বার ফুলধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঋষিবর সংযমী হইলেও তপোবনের শোভাদর্শনে ও সঙ্গীত শ্রবণে বিকৃতচিত্ত হইয়া পরমানন্দে আশ্রমের ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগি-লেন এবং দেখিলেন অনতিদূরে এক কৃশাঙ্গী ক্রীড়া কন্দুক লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তাহার প্রতি ঋষিবরের দৃষ্টি নিপতিত হইবামাত্র পঞ্চশর অমনি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ঋষিবর ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেই কৃশাঙ্গীর সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অপ্‌সরাও প্রস্তুত হইল। সে, ক্ষণে ক্ষণে কটাক্ষ বিক্ষেপ,

আবার লজ্জায় নেত্র সঙ্কোচ করিতে লাগিল। চকিত-নয়না হইয়া ক্রীড়াকন্দুক ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিল। কন্দুক ভঙ্গ সময়ে যেমন কেশ পাশ আলুলায়িত হইতে লাগিল অমনি তাহা হইতে পুষ্প সকল স্খলিত হইতে আরম্ভ হইল। কোমলাঙ্গী প্রম্লোচা এইরূপে নানা প্রকার হাবভাব প্রকাশে দেবদত্তের চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিল।

ধরে! ঐ সময় দক্ষিণবায়ু তাহার কোটিদেশ হইতে বস্ত্র হরণ করিল। কাঞ্চীদাম-গুণযুক্ত বসন নীবি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। পুষ্পধন্বাও অবসর বুঝিয়া পুনরায় ঋষিবরকে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে ক্রমশঃ অপ্সরার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, সুভগে! তুমি কে? কাহার কামিনী? এ তপোবনে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি কি মাদৃশ তপোধনকে অন্বেষণ করিতেছ, না বাহুপাশে মৃগবদ্ধ করিতে বাসনা করিয়াছ? অথবা আমাদ্বারা তোমার কোন অভিপ্রেত সিদ্ধি আছে? যাহাই হউক্, আমি সর্ব্বথাই তোমার অধীন, তোমার যাহা অভিরুচি হয় আদেশকর তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব।

তপোধনের কথা শ্রবণে সেই বিলাসিনী হাসিতে লাগিল, তখন ঋষিবর প্রথমতঃ তাহার করে গ্রহণ, পরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মোহ তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তপস্যাদি বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইলেন। অহোরাত্র কেবল সেই কামিনীকে লইয়া তপঃপ্রভাব সমাহৃত নানাবিধ ভোগে ও ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল বিগত হইলে অকস্মাৎ একদিন তাঁহার মনোমধ্যে বিবেকবুদ্ধির উদয় হইল। যেন তিনি সুপ্তোত্থিত হইলেন। তাঁহার মনোমধ্যে সহসা নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সাতিশয় দুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! ভগবৎমায়ার কি মোহিনী শক্তি? আমি একেবারে হতজ্ঞান হইলাম! আমি বিশেষ জানিয়াও দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত তপস্যা নষ্ট করিলাম। বুদ্ধিমান্ লোকের বিবেকশক্তির কথা দূরে থাক, সামান্য মূর্খেরাও স্ত্রীজনকে অগ্নিকুণ্ড এবং পুরুষকে ঘৃতকুম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমার বোধ হয় স্ত্রীপুরুষসংযোগ তদপেক্ষাও প্রবল। কারণ, অগ্নিকুণ্ড দর্শনে ঘৃতকুম্ভ কখনও দ্রবীভূত না হইতে পারে, কিন্তু পুরুষ স্ত্রীজন দর্শনে একেবারে আর্দ্র হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের অপরাধ কি? পুরুষেরাই অজিতেন্দ্রিয়!

ধরে! ঋষিবর দেবদত্ত মনোমধ্যে এইরূপ আন্দোলন করিয়া ভোগবাসনায় বিসর্জ্জন দিলেন। তপস্যার অন্তরায়ভূত সেই দেবাঙ্গনা প্রম্লোচাকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভৃগুমুনির আশ্রমের সন্নিধানে গমন করিয়া তীব্র তপশ্চরণে শরীর শোষিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পরিশেষে সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক গণ্ডকীসঙ্গমে গিয়া স্নান এবং পিতৃলোকের তর্পণ করিলেন। তৎপরে ভূতনাথ মহাদেব ও নারায়ণের পূজা সমাপন করিয়া আশ্রমস্থান মনোনীত করিতে গমন করিলেন। প্রথমতঃ রমণীয় ভৃগ্বাশ্রম দর্শন করিতে করিতে ক্রমে তাহার উত্তর দিকে গমন করিলেন। তাহার পর

গণ্ডকীর পূর্ব্বপার্শ্বে অতি নির্জ্জন রমণীয় স্থান সন্দর্শন করিয়া তথায় আশ্রম স্থান মনোনীত করিলেন। পরিশেষে ক্ষণ কাল বিশ্রামের পর সেই ভৃগুতুঙ্গে শঙ্করের দর্শন বাসনায় ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল তপশ্চরণের পর মহাদেব পরিতুষ্ট হইলেন এবং কি ঊর্দ্ধ্ব, কি অধঃ, কি পার্শ্ব, চতুর্দ্দিকেই জলধারাবেষ্টিত তপঃক্লম নিবারণী লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ঋষিকে দর্শন প্রদান করিয়া কহিলেন, মুনে! এই দেখ, আমি শিব, তোমায় দর্শন দান করিতে আসিয়াছি। আমিই বিষ্ণু এবং আমিই শিব। আমাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র অন্তর নাই। তুমি পূর্ব্বে প্রভেদ বুদ্ধিতে তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে, সেই নিমিত্ত তোমার তপোবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদিগের উভয়কে অভিন্নভাবে ভাবনা কর, তাহা হইলেই তোমার সিদ্ধি লাভ হইবে। তোমার তপঃপ্রভাবে এই স্থানে লিঙ্গ সকল সমুদ্ভূত হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম সলিঙ্গ হইবে। যাহারা এই গণ্ডকীতীর্থে স্নান করিয়া আমার লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, নিশ্চয়ই তাহারা যোগফল লাভ করিতে পারিবে।

ধরে! ভগবান্ ভূতনাথ দ্বিজবর দেবদত্তকে এইরূপ বরদান করিয়া তথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন ঋষিবরের দিব্য জ্ঞান লাভ হইল। তিনি শিবশিক্ষিত নিয়মে সাযুজ্য লাভ করিলেন। এ দিকে প্রম্লোচা মুনিবর হইতে গর্ভ ধারণ করিয়াছিল। সে সেই আশ্রমের সমীপে এক কন্যা প্রসব করিয়া স্বর্গে গমন করিল। তখন যেন তাহার

পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল। (রুরু অর্থাৎ মৃগগণ তপোবনে ঐ কন্যাকে পালন করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম রুরু হইয়াছিল।) রুরু পিতার আশ্রমেই অবস্থান করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সে পরিবর্দ্ধমানা হইলে অনেক যুবা পুরুষে তাহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু সে কাহাকেও ভজনা করিল না। তপোনুষ্ঠানসঙ্কল্প তাহার মনোমধ্যে দৃঢ় নিবদ্ধ হইল। তখন রমাপতি ভগবান্ তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইলেন। সে প্রথম মাসে একদিন অন্তর, দ্বিতীয় মাসে তিন দিন অন্তর, তৃতীয় মাসে পাঁচ দিন অন্তর, চতুর্থ মাসে সপ্তাহ অন্তর, পঞ্চম মাসে নয় দিন অন্তর, ষষ্ঠ মাসে পঞ্চদশ দিন অন্তর, এবং সপ্তম মাসে মাসান্তর ফলাহার করিয়া পরিশেষে অষ্টম মাসে পর্ণাশনে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। নবম মাস উপস্থিত হইলে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া কেবল বায়ু মাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে লাগিল।

ধরে! রুরু এইরূপে নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া শত বৎসর সমতীত করিল। সমাধি অবলম্বনে সেই ঋষি-কন্যা স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। এমন কি, আত্মশরীরস্থিত মহাভূত ব্যতীত আর তাহার দ্বিতীয় সঙ্গ ছিল না। তপস্যার পরাকাষ্ঠা লাভ করিল। তপঃপ্রভাবে তাহার শরীরকান্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন কি, তাহার তপস্তেজে সমস্ত সমাবৃত হইল। তদ্দর্শনে আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু সেই ঋষিকন্যা বহিরিন্দ্রিয় সকল রুদ্ধ করিয়া এরূপ তপস্যায় মগ্ন ছিল যে, আমাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। অনন্তর

যখন আমি তাহার ইন্দ্রিয়মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার ইন্দ্রিয়-বৃত্তি রোধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম, তখন সে আমাকে দেখিতে পাইল। আমি তাহার হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল নিয়মিত করিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলাম বলিয়া আমার নাম হৃষীকেশ হইয়াছে। সে প্রথমতঃ নিমীলিতনেত্রে আমার দর্শন পাইল না। পরিশেষে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া যেমন আমার দর্শন পাইল, অমনি কৃতাঞ্জলিপুটে আমাকে প্রণাম করিল; কিন্তু আমায় কিছু বলিবার সময় তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া গেল। নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, শরীর কদম্ব কুসুমের মত রোমাঞ্চিত হইল। আমি তাহার সেই অবস্থা দর্শনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, অয়ি বালে! অয়ি বিশা-লাক্ষি! আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থণা কর। এমন কি, অন্য—দুর্ল্লভ বর প্রার্থনা করিলেও আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিব।

আমার বচনাবসানে রুরু বারংবার আমাকে প্রণাম ও স্তব করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, দেবাদিদেব! জগৎপতে! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, যদি আমায় বরদান করিবারই বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা, তুমি এই ভাবে আমার নিকট অবস্থান কর।

আমি বলিলাম, আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এই স্থানেই অবস্থান করিলাম, তোমার মঙ্গল লাভ হউক, তুমি আর কি বর প্রার্থনা কর, প্রকাশ করিয়া বল।

রুরু আমাকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিল, যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আমায় পবিত্র কর। এই ক্ষেত্র আমার নামে বিখ্যাত হউক্।

তখন আমি পুনরায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, সুভগে! তোমার এই দেহ পরম পবিত্র তীর্থ, এবং এই ক্ষেত্র তোমার নামে প্রসিদ্ধ হউক্। কোন ব্যক্তি এই তীর্থে ত্রিরাত্র বাস করিয়া স্নান করিলে আমার দর্শন লাভে পবিত্র হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এমন কি, জ্ঞানকৃতই হউক, আর অজ্ঞানকৃতই হউক, যদি ব্রহ্মহত্যা পাতক স্পর্শ করে, এই তীর্থে স্নান করিলে তৎসমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হইবে। ধরে! আমি রুরুকে এইরূপ বরদান করিয়া অন্তর্হিতভাবে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলাম। রুরুও কিছুকাল পরে পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত হইল। দেবি! এই আমি তোমায় অতি গুহ্য রুরু-মাহাত্ম্য ও রুরু ক্ষেত্রের উৎপত্তি বিষয় কীর্ত্তন করিলাম।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

গোনিষ্ক্রমণ-মাহাত্ম্য।

ধরা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে অত্যাশ্চর্য্য রুরু ক্ষেত্র ও হৃষীকেশমহিমা বর্ণন করিলেন, শুনিলাম, কিন্তু দেব! কথা শ্রবণে আমার কৌতূহল পরিবর্দ্ধিত হইতেছে,

অতএব অনুগ্রহ করিয়া অন্যতম পরম পবিত্র গুহ্য ক্ষেত্রের কথা কীর্ত্তন করুন।

বরাহদেব কহিলেন ধরে! হিমালয় পর্ব্বতের অপর অংশের আর এক গুহ্যক্ষেত্রের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। ঐ স্থানে গোনিষ্ক্রমণ নামে এক পবিত্র ক্ষেত্র আছে। সুরভি-সন্তান গোধনগণ ঐ স্থানে নিষ্ক্রমণ লাভ করিয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ স্থানে প্রজাপতি ঔর্ব্ব আমার মায়াবলে মুগ্ধ হইয়া সপ্ততি কল্প পর্য্যন্ত ঘোরতর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার তপস্যা দর্শনে লোক সকল সংশয়ারূঢ় হইয়া উঠিল।

ঔর্ব্ব তপস্যা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার তপস্যার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না, অথবা কেহ তাঁহার উদ্দেশ্যের কোন মর্ম্মভেদ করিতে পারে নাই। ঔর্ব্বের তপশ্চরণ সময়ে এক ব্রহ্মযতি তথায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মহেশ্বরও তাহার নিকট সমাগত হইয়াছিলেন। ঔর্ব্ব হিমালয় শৈলের যে প্রদেশে তপস্যা করিতেছিলেন, তাহার নাম গোনিষ্ক্রমণ। তিনি পদ্ম আহরণের নিমিত্ত গোনি-ষ্ক্রমণ হইতে গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন। আশ্রম হইতে ঔর্ব্বের স্থানান্তর গমন জানিতে পারিয়া কি তাপসগণ, কি মহাতেজা মহেশ্বর, সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ আশ্রম নানাবিধ ফল পুষ্পে পরিপূর্ণ থাকাতে শোভার পরি-সীমা ছিল না। কিন্তু রুদ্রদেবের তেজে তাদৃশ শোভা-সম্পন্ন সেই আশ্রম ভস্মসাৎ হইয়া গেল। রুদ্রদেব এই-রূপে ঔর্ব্বের অতীব প্রিয়তম সেই পুণ্যাশ্রম দগ্ধ করিয়া স্বয়ং

তৎক্ষণাৎ পুনরায় হিমালয়ে গমন করিলেন। এদিকে শান্ত, দান্ত ক্ষমাশীল সত্যব্রতপরায়ণ মুনিবর ঔর্ব্ব পদ্ম আহরণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে সমুপস্থিত হইবামাত্র তাদৃশ ফল-পুষ্প-সম্পন্ন উদকবহুল প্রিয়তম আশ্রম ভস্মীভূত হইয়াছে দেখিয়া যুগপৎ ক্রোধ ও দুঃখে অভিভূত হইলেন। রোষবশতঃ তাঁহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গবর্ষী বচনে বলিতে লাগিলেন, "যিনি আমার এই উদকবহুল ফলপুষ্পসম্পন্ন প্রিয়তম আশ্রম দগ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাকে নিরতিশয় দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া সমস্ত লোকে পরিভ্রমণ করিতে হইবে।"

ধরে! মুনিবর ঔর্ব্ব এইরূপে শাপ প্রদান করিলে সমস্ত লোকের ত্রাস উপস্থিত হইল। কাহারও তাঁহার নিকট গমন করিয়া নিবারণ করিবার শক্তি হইল না। এদিকে তৎক্ষণাৎ মহাদেবের ঘোরতর দাহ উপস্থিত হইল। তিনি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া দেবী ভগবতীকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেবগণ ঔর্ব্বের তপশ্চরণ দর্শনে ভীত হইয়া আমাকে বলিলেন, "ঔর্ব্ব সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, অথচ উহার তপস্যার কোন উদ্দেশ্যই দেখিতেছি না। যাহাই হউক্, এক্ষণে ইহার প্রতিবিধানের উপায় কি?" দেবগণ এইরূপ কহিলে, আমি তাহার আশ্রমের প্রতি ক্রোধদৃষ্টি বিক্ষেপ করাতে তৎক্ষণাৎ তাহার সমুদায় আশ্রম ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। আমরা তথা হইতে নির্গত হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঔর্ব্ব স্বীয় আশ্রমের দুর্দ্দশা দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাপ প্রদান করাতে আমরা সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছি।

বিরূপাক্ষ আমারই রূপান্তর। তিনি জ্বালায় অস্থির হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। কুত্রাপি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। আমরা একাত্মা বলিয়া আমারও সাতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি, আমিও স্থির হইতে পারিতেছি না।

ধরে! মহাদেবের বচনাবসানে পার্ব্বতী কহিলেন, "তবে চল আমরা এক্ষণে নারায়ণপরায়ণ ঔর্ব্বের নিকট গমন করিয়া এই শাপবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন এবং যাহাতে রুদ্রদেবের শাপবিমোচন হয়, তাহার প্রার্থনা করি।" অনন্তর তাঁহারা উভয়ে ঔর্ব্বের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তোমার শাপপ্রদানে আমরা সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছি, অতএব যাহাতে রুদ্রদেবের এই শাপবিমোচন হয়, তাহার উপায় বিধান কর।

ঔর্ব্ব কহিলেন, আমার মুখ হইতে কখন বৃথাবাক্য নির্গত হয় নাই। অতএব আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না। তবে এক্ষণে সুরভীগণকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের দুগ্ধে রুদ্রদেবকে স্নান করাও, তাহাহইলে শাপ অর্থাৎ দাহ নিবৃত্তি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

ধরে! অনন্তর আমি অতি তেজস্বী সপ্ত সপ্ততি সুরভিসন্তানকে তথায় অবতারিত করিলাম। রুদ্রগণ তাহাদিগের দুগ্ধে প্লাবিত কলেবর হইয়া নির্ব্বৃত্তি লাভ করিলেন। সেই অবধি ঐ স্থান পরম পবিত্র গোনিষ্ক্রমণ তীর্থ নামে অভিহিত হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি এক রাত্রি ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, সে অনায়াসে গোলোকে গমন করিয়া থাকে। আর যদি কঠোরতম ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিয়া ঐ তীর্থে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহার কর্ণকুহরে সে শঙ্খচক্রগদাযুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। এই স্থানে বটমূলে পঞ্চধারা নিপতিত হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি এই স্থানে পঞ্চরাত্র বাস করিয়া এই ধারা-জলে স্নান করে তাহাহইলে নিশ্চয়ই সে পঞ্চযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। আর যদি কঠোর ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এই স্থানে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাহাহইলে অনায়াসে পঞ্চযজ্ঞের ফললাভ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

ঐ স্থানে পঞ্চপদ নামে আমার আর এক প্রিয়তম ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ ক্ষেত্রের পূর্ব্ব পার্শ্বে দৃঢ়তম পঞ্চ মহাশিলা বিরাজমান। তথায় ব্রহ্মপদদ্বয় বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার মধ্যভাগে বিস্তীর্ণ এক শিলা। ঐ শিলার মধ্যদেশে বিষ্ণুপদ। বিষ্ণুপদের মধ্যস্থান হইতে ঊর্দ্ধ্বদিকে পরিণাহযুক্ত এক নাল ঊর্দ্ধ্বে উদ্গত হইয়াছে। যদি কেহ পঞ্চরাত্রকাল তথায় অবস্থান করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে সে ভগবানের প্রিয়তম বিশুদ্ধ লোকে গমন করিতে পারে। আর যদি এই পঞ্চপদ তীর্থে প্রাণত্যাগ করে তাহাহইলে সংসারবিমুক্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিয়া থাকে।

উহার পরেই ব্রহ্মপদ ক্ষেত্র। ঐ ক্ষেত্রের পশ্চিম দিক্ দিয়া এক ধারা নিপতিত হইয়াছে। যদি কোন বক্তি এক রাত্রিকাল ঐ ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া সেই ধারাজলে স্নান করে তাহাহইলে অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার সহিত

সুখে বাস করিতে পারে। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। আর যদি আমার কার্য্যে তৎপর হইয়া এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

ঐ ব্রহ্মপদের উত্তরদিকে প্রায় পঞ্চ ক্রোশ দূরে কোটি-বট নামে আমার আর এক ক্ষেত্র আছে। যদি কোন ব্যক্তি এই কোটিবট তীর্থে যষ্ঠকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া উহাতে স্নান করে, তাহাহইলে কোটি যজ্ঞের ফললাভ করে। আর এই স্থানে প্রাণত্যাগ কবিতে পারিলে কোটিযজ্ঞের ফল ভোগ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে।

উহার পূর্ব্বোত্তর পার্শ্বে পঞ্চক্রোশ ব্যাপিয়া বিষ্ণুসরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সরোবর অতলস্পর্শ। উহার বিস্তারও পঞ্চক্রোশ। উহার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ভদ্রে! যদি কোন ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া ত্রিরাত্রকাল উপবাস করত ঐ পঞ্চক্রোশব্যাপী বিষ্ণুসরোবর পরিভ্রমণ করে, তাহাহইলে ভ্রমণ করিতে তাহার যতবার পদবিক্ষেপ হয়, তাবৎ পরিমাণ বর্ষ পর্য্যন্ত সে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। আর যদি সে স্বাকার্য্যতৎপর হইয়া এই স্থানে পাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে ব্রহ্মলোক হইতে আমার লোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। সুন্দরি! এই তীর্থের আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। আমার ভক্তগণ এই স্থানে অবস্থান করিয়া গোধন-গণের এক প্রকার শব্দ শ্রবণ করিতে পায়। বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠ

মাসের শুক্লদ্বাদশীতে এই শব্দ নিশ্চয়ই মদ্ভক্তগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

ধরে! মদ্ভক্ত ব্যক্তিগণ এই পবিত্র গোস্থলে গোনিষ্ক্রমণে অবস্থান করিয়া শুভাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অচিরে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। হে মহাভাগে! হে যশস্বিনি! এইরূপে সেই মহাদেব অন্যান্য দেবগণের সহিত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। এই গোস্থলক তীর্থে সমুদায় সন্তাপ বিদূরিত হয়। আমি তোমার প্রতি দয়াবশতঃ বিস্তারিত সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এই অধ্যায় পাঠে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহা আমার ও আমার ভক্তগণের প্রীতিপ্রদ। এই গোস্থলবৃত্তান্ত সমুদায় শ্রেষ্ঠ পদার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সমুদায় মঙ্গলেরও মঙ্গল, সমুদায় লাভের মধ্যে পরম লাভ, এবং সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যশস্বিনি! যাহারা মদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই অধ্যায় পাঠ করে তাহারা তেজস্বিতা, শোভা ও সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এই অধ্যায়ে যত পরিমাণ অক্ষর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তত সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত পাঠক আমার লোকে অবস্থান করিতে পারে। যাহারা এই অধ্যায় পাঠ করে, তাহাদিগের কিছুতেই পতন নাই। প্রত্যুতঃ তাহারা দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া স্বীয় ত্রিগুণিত সপ্তকুল উদ্ধার করিয়া থাকে। এ অধ্যায় খল, মূর্খ ও শঠের নিকট পাঠ করিবে না। যাহারা ইহার প্রকৃত সমাদর জানে তাহাদিগকে অর্থাৎ পুত্রকে এবং পুত্রসমান শিষ্যকে প্রদান করিবে। এমন কি যদি পাঠক সদ্গতি লাভ করিবার অভিলাষ করেন, তাহাহইলে

মৃত্যুকালে ইহার এক শ্লোক বা শ্লোকপাদ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

মহাভাগে! আমি পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ এই ক্ষেত্রের পূর্ব্ব পার্শ্বে পরমানন্দে অবস্থান করিয়া থাকি। ধরে! এই ক্ষেত্রের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী সুখে প্রবাহিত হইতেছেন। ভদ্রে! তুমি আমায় যে পরম গুহ্য ক্ষেত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই আমি ধর্ম্মসমাযুক্ত গুহ্য বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

স্তুতস্বামি-মাহাত্ম্য।

সূত কহিলেন, হে শৌনক! সর্ব্বরত্নবিভূষিতা বসুন্ধরা এইরূপ গোনিষ্ক্রমণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, জগন্নাথ! আপনার মুখে গোনিষ্ক্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় নির্বৃতি লাভ করিলাম। সম্প্রতি, প্রভো! যদি ইহা অপেক্ষা অন্যতর উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র কিছু বিদ্যমান থাকে, নির্দ্দেশ করুন।

নারায়ণ কহিলেন, বসুন্ধরে! আমি সমুদায় ধর্ম্মের আশ্রয় স্থানভূত। আমার দেহে মৎসরতার লেশ মাত্রও নাই। সেই নিমিত্ত আমাকে পরম প্রভু কহে। আমি বরাহরূপ

ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে আমার ভক্তগণের একান্ত প্রিয় এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি।

ধরণী কহিলেন, জনার্দ্দন! আপনার মুখকমল হইতে যে কিছু বচনসুধা বিনির্গত হয়, তাহাই ধর্ম্মকারণ, তাহাই ধর্ম্মনির্ণায়ক, তাহাই অপ্রমেয় এবং তাহাই একান্ত প্রিয়তম।

ধর্ম্মপ্রবীণ মহামনা ঋষিবর নারায়ণ বসুন্ধরার বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ধরে! তুমি ধন্য। আমার কর্ম্মে তোমার একান্ত ভক্তি। অতএব তোমার নিকট অন্যতম গুহ্য ক্ষেত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। দ্বাপরযুগে স্তুতস্বামী নামে আমার অন্যতর ক্ষেত্র এক প্রসিদ্ধ হইবে। ঐ যুগে আমি ঐ ক্ষেত্রে অবস্থান করিব। ঐ সময় আমি দেবকীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুদেবের পুত্র বাসুদেব নামে অবতীর্ণ হইব। ঐ জন্মে আমা হইতে দানবকুল নির্ম্মূল হইবে। ঐ সময় পাচটি ঋষি আমার শিষ্য হইবে এবং আমারই প্রসাদবলে তাহারা বিচক্ষণ ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে। আমি তাহাদিগের দ্বারাই ভূলোকে ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইব। আমার পঞ্চ শিষ্যের মধ্যে একের নাম শাণ্ডিল্য, অপরের নাম জাজলি, অন্যতরের নাম কপিল, অপরের নাম উপসায়ক এবং অন্যতমের নাম ভৃগু হইবে। তাহারা সকলেই আমার পথবর্ত্তী হইয়া চলিবে। তাহারা সকলে নির্ম্মল অন্তঃকরণে স্ব স্ব জ্ঞানপ্রভাবে আমাকে প্রকাশিত করিবে। সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইহারা সকলেই আমার কর্ম্মপরায়ণ হইবে। ইহারা বহুকাল পর্য্যন্ত আমার অর্চ্চনায় তৎপর থাকিলে, পরে আমি তাহা-

দিগকে স্ব স্ব অভিলষিত বরপ্রদান করিব। তাহারা স্বয়ং যে সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিবে তাহাতে কেবল আমাকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। তাহাদিগের দ্বারাই ধর্ম্মমূলক মন্নিষ্ঠ শাস্ত্র সকল প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেবি! আমি যাহা বলিলাম কদাচ ইহা মিথ্যা হইবার নহে। আমার শিষ্যগণ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিবে, "হে দেব! আপনার প্রসাদবলে এই জগৎ আমাদিগের প্রদর্শিত পথে গমন করুক্।" আমিও তাহাদিগকে তথাস্তু বলিয়া কহিব, যে, তোমরাও শিষ্যগণকে অভীষ্টদান করিতে সমর্থ হইবে। কারণ তোমরা আমার একান্ত প্রিয়পাত্র ও নিতান্ত সুশিষ্য। বাস্তবিক সুশিষ্যগণ একান্ত প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। আমার শিষ্যগণ ভাগবতপ্রিয় শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিবে। যেমন দধি মন্থন করিলে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সমুদায় শাস্ত্র মন্থন করিয়া ঘৃতসন্মিত এই বরাহপুরাণ উৎপন্ন হইয়াছে। আমার জ্ঞানলাভ ও বরাহ-জ্ঞানলাভ উভয়ই তুল্য। আমার শিষ্যগণ এই বরাহকে আমার তুল্য বলিয়া প্রতিপন্ন করত অসীম সিদ্ধিলাভ করিবে। দেবি! ভক্তগণের মধ্যে বরাহপুরাণ-জ্ঞান অতীব উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্মতম। ইহা শাস্ত্রের মধ্যে প্রধানতম শাস্ত্র এবং সংসার-মুক্তির উপায়।

ধরে! সম্প্রতি অপর বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। শাস্ত্রে স্থূলতম কার্য্যবিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মহিমা অপার। কেহ কেহ জ্ঞানবলে, কেহ কেহ কর্ম্মবলে, কেহ কেহ ইষ্টমন্ত্রবলে, কেহ কেহ দানবলে, কেহ কেহ বা যোগবলে, আমার সত্ত্বা জানিতে পারিয়া সংসার-সমুদ্র হইতে

সমুত্তীর্ণ হয়। মানবগণ ঐকান্তিকভাবে যথাবিধি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই আমাকে দর্শন করিতে পারে। বাস্তবিক কেহ কেহ বা ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কেহ কেহ একেবারে সমুদায় বাসনায় বিসর্জ্জন দিয়া আমার দর্শনলাভে সমর্থ হয়। দেবি ধরে! সংসার-মুক্তির উপায়-ভূত এই মহাশাস্ত্র আমার ভক্তগণের শিক্ষাপ্রদানর্থই বিহিত হইয়াছে। আমার ভক্তগণের মধ্যে যাহার যেরূপ অভিরুচি, শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ তাহাদিগের নিমিত্ত সেইরূপ শাস্ত্রই প্রণয়ন করিবে। ঋষিরা যে সকল শাস্ত্র বিধান করিয়াছেন যুগ-প্রভাবে মানবগণ তাহার অন্যথাচরণ করিয়া থাকে। যাহারা স্বীয় শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া শাস্ত্রপ্রণয়ন করিবে, তাহারা সিশ্চয়ই আমার প্রসাদবলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। আমার শাস্ত্রপ্রণয়নকারীদিগের মধ্যে যাহাদিগের চিত্ত মাৎসর্য্যে পরিপূরিত হয়, নিশ্চয়ই তাহাদিগের কৃত গ্রন্থ দোষদুষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং তাহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। (যাহারা আমার ভক্তজনের প্রতি মাৎসর্য্য প্রকাশ করে, তাহাদিগের না ইহলোক, না পরলোক, কিছুই থাকে না।)

ধরে! সম্প্রতি তোমায় আর এক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহারা শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তাহারাই বিনীত ও অশেষ-বিধ দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া যদি মাৎসর্য্য দোষে লিপ্ত হয়, তাহাহইলে নিশ্চয়ই তাহারা আচারভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি লাভ করিয়া থাকে; মাৎসর্য্য সর্ব্বনাশের মূলীভূত। মাৎসর্য্য হইতে ধর্ম্ম লোপ হয়।

মৎসরীরা বিবিধ ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক্, আর দান, ধ্যান ও অধ্যয়নেই তৎপর হউক্, কিম্বা তপঃসম্পন্ন, জ্ঞানযুক্ত ও নিত্যকর্ম্মে একান্ত রতই হউক্, মৎসরতাদোষে কখনই আমাকে দর্শন করিতে পায় না। আমি তাহাদিগকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া রাখি। অতএব যদি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া উৎ-কৃষ্ট গতিলাভ করিবার বাসনা থাকে, তাহাহইলে ধর্ম্মনাশক মাৎসর্য্যের বশীভূত হওয়া কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। মহা-ভাগে! এই গুহ্য বৃত্তান্ত মনীষী ব্যক্তিরাও অবগত নহে। এই মাৎসর্য্য-দোষে কত লোক উৎসন্ন হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ধরে! আমিই বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার ভক্তগণের একান্ত প্রিয়তম এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি।

ধরে! সম্প্রতি আর এক আশ্চর্য্য কথা নির্দ্দেশ করি-তেছি, শ্রবণ কর। ভূতগিরি নামক পর্ব্বতে অতি দুর্ভেদ্য আমার এক আরসী প্রতিমা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ তাহাকে আরসী, কেহ কাংস্যময়ী, কেহ পাষাণময়ী, কেহ বা বজ্রময়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যাহাই হউক্ ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে উঠিয়াই হউক্, আর অধোভাগ হইতেই হউক্, যাহারা আমার অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের পক্ষে আমার মস্তক স্পর্শ করা হয়।

ভূমে! যাহারা আচারপূত ও সুসংযত হইয়া মণিপুর পর্ব্বতে আমাকে দর্শন ও আমার স্তব করে, তাহারা আচার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং চরমে সমুদায় পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম গতিলাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

ধরে! অপর এক গুহ্য কথা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর।

ঐ ক্ষেত্রের উত্তরদিকে পঞ্চারুমা নামে আর এক ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চকাল তথায় অবস্থান করিয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে চরমে অপ্সরোগণসমাকীর্ণ নন্দনবনে বাস করিতে পারে। আর যদি ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে কৃতকৃতার্থ হইয়া নন্দনবন হইতে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

এই স্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে ভৃগুকুণ্ড নামে বিখ্যাত আমার অপর এক গুহ্যতম ক্ষেত্র রহিয়াছে। ঐ ক্ষেত্র অর্দ্ধযোজন বিস্তীর্ণ। যদি কোন মদ্ভক্ত ঐ কুণ্ডে স্নান করে, তাহাহইলে তাহাকে আর ভূলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। প্রত্যুতঃ সে ধ্রুব, যে মেরুশৃঙ্গে অবস্থান করিতেছে, সেই স্থানে অপ্সরোগণের সহিত সুখে অবস্থান করিতে পারে। আর যদি কোন ব্যক্তি ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে ধ্রুবলোক হইতে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

ঐ স্থানে মণিকুণ্ড নামে আমার অপর এক ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে নানাবিধ মণি দর্শন করিতে পাওয়া যায়। এমন কি বহুতর গৃহে ঐ সকল মণির অসদ্ভাব নাই। তথায় মণিকুণ্ড নামে অতলস্পর্শ এক হ্রদ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ হ্রদে মণিসমূহের চলাচল দৃশ্যমান হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চকাল তথায় অবস্থান করিয়া ঐ হ্রদজলে স্নান করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি মণিলাভ করিয়া রাজলক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। আর যদি আমার ভক্ত হইয়া এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে সংসারবন্ধন

ছেদন করিয়া অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

ধরে! আমার ঐ ক্ষেত্রের পূর্ব্ব পার্শ্বে অনতিদূরে তিন ক্রোশ বিস্তীর্ণ অপর এক গুহ্য ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় স্নান করিলে মানবগণ আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। উহার অদূরে পশ্চিমদিকে পাচ ক্রোশ বিস্তীর্ণ ধূতপাপ নামে আর এক গুহ্য ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় এক কুণ্ড আছে। ঐ কুণ্ডের জল আমার অতীব প্রিয়। আমিই স্বয়ং মরকত মণিদ্বারা ঐ কুণ্ড নির্ম্মাণ করাইয়াছি। উহার আভা স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এবং গভীরতায় উহা অতলস্পর্শ। যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চভূতাত্মক এই দেহ দ্বারা দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ কুণ্ডের জলে স্নান করে, তাহাহইলে সে অনায়াসে নিষ্পাপকলেবর হয় এবং ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দেবগণের সহিত সুখে বাস করিতে পারে। আর যদি এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে অনায়াসে ইন্দ্রলোক হইতে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।

ধরে! ধূতপাপের আর এক আশ্চর্য্য কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মণিপূর পর্ব্বত হইতে এক ধারা ভূতলে নিপতিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ পাপের সঞ্চার থাকে, ততক্ষণ ধারা নিপতিত হয় না। তদ্ভিন্ন আর এক আশ্চর্য্য এই যে, এই স্থানে অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষের সমাগম রহিয়াছে, নিষ্পাপ কলেবর না হইলে এই স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। এই তীর্থ চতুর্দ্দিকে পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ। আমি উহার পশ্চিম-

দিকে অবস্থান করিয়া থাকি। আমার ঐ ক্ষেত্রের অর্দ্ধ-যোজন দূরে এক আমলক বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার প্রভাবে ঐ বৃক্ষের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টদান করিবার সামর্থ্য আছে। পাপাত্মা নরাধমমাত্রেই উহার তত্ত্ব অবগত নহে। যাহারা আমার ভক্ত ও ভক্তগণের একান্ত প্রিয়, তাহারাই উহার মর্ম্ম অবগত আছে। যদি কোন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক তিন রাত্রি উপবাস করিয়া প্রভাতে, মধ্যাহ্নে বা অস্তগমন বেলায় একান্তমনে তথায় গমন এবং আমলক ফললাভ করে, পঞ্চরাত্রের মধ্যে তাহার অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে।

কুলপতে! ব্রতাবলম্বিনী বসুন্ধরা নারায়ণের বচন শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! স্তুতস্বামীর এবং তত্রত্য স্থান সমুদায়ের মাহাত্ম্য আপনার মুখে শ্রবণ করিলাম। কিন্তু সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, ঐ তীর্থের নাম স্তুতস্বামী হইল কেন?

বরাহদেব কহিলেন, ধরে! আমি দ্বাপরযুগে সংসার হইতে দেবশত্রুদিগকে দলিত করিয়া যখন মণিপুর পর্ব্বতে ঐ ক্ষেত্রে অবস্থান করি, তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত দেবল ও পর্ব্বত প্রভৃতি সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমার স্তুতি আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া ঐ স্থানের নাম স্তুতস্বামী হইয়াছে। তাহারা সেই পর্য্যন্তই ঐ স্থানকে স্তুতস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছে। ভদ্রে! তুমি যে স্তুতস্বামী নামের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, এই আমি তাহা নিরূপণ ও তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। দ্বাপরযুগে

আমি ঐ স্থানে অবস্থিতি করিব। এই আমি তোমার নিকট ভূতগিরিস্থিত তীর্থ সমুদায়ের এবং স্তুতস্বামীর মহিমা বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিবার বাসনা হয়, ব্যক্ত কর।

ঊনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

দ্বারবতী-মাহাত্ম্য।

সূত কহিলেন, কুলপতে! ধর্ম্মপরায়ণ পৃথিবী স্তুতস্বামীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, এবং পুনরায় নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনার মুখে স্তুতস্বামীর মহিমা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। আপনি নারাচ অস্ত্রের সুতীক্ষ্ণধারা-নিবারণকারী অসি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আপনা হইতে সুরশত্রু সকল উন্মূলিত হইয়া থাকে। আপনি অবলীলা-ক্রমে এই ধরাকে ধারণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আপনার করে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিরাজমান। আপনা হইতে যে শাস্ত্র প্রণীত হইবে, তাহা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহার আর সংশয় কি? হে কৃপানিধে! স্তুতস্বামীর গুণগৌরব শ্রবণ করিলাম; কিন্তু যদি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট-তম অন্যতর বিষয় আর কিছু থাকে, শ্রবণ করিতে বাসনা করি।

বরাহদেব কহিলেন, হে প্রফুল্লপঙ্কজমালাধারিণি! ধরে! তোমায় আর এক পাপনাশন আশ্চর্য্য কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। দ্বাপরযুগে যদুবংশে সৌরী নামে বিখ্যাত এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিবেন। আমি তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব। যদুবংশীয়দিগের পুরীর নাম দ্বারকা হইবে। বিশ্বকর্ম্মা ঐ পুরীকে অমরাবতী সদৃশ মনোহরা করিয়া সৃষ্টি করিবেন। উহার দৈর্ঘ্য দশ যোজন এবং বিস্তার পঞ্চ যোজন হইবে। আমি পাঁচ শত বর্ষকাল ঐ পুরীতে বাস করিব। আমি তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দেবগণের ভারাবতরণ করিয়া পুনরায় স্বর্লোকে আগমন করিব। ঐ সময় আমার সদৃশ ক্ষমতাশালী দুর্ব্বাসা নামে বিখ্যাত এক ঋষি অবতীর্ণ হইবেন। আমার বংশের উপর তাঁহার শাপাবেশ হইবে। এমন কি তাঁহার শাপে সন্তপ্ত হইয়া দ্বারকাবাসী বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজগণ সমস্তই সমূলে নির্ম্মূল হইবে। চন্দ্রকিরণের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণ বনমালাধারী হলায়ুধ লাঙ্গলাস্ত্র দ্বারা উৎক্ষাত করিয়া দ্বারকাপুরীকে সাগরগর্ভে পাতিত করিবেন।

কুলপতে! ধর্ম্মকামা বসুন্ধরা নারায়ণের বচন শ্রবণে তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! আপনি ত্রিলোকনাথ; আপনি মায়ার নিদান; অতএব জিজ্ঞাসা করি, ঋষিবর দুর্ব্বাসা যদুবংশে শাপপ্রদান করিবেন কেন, বিস্তারিত বিবৃত করুন।

বরাহদেব কহিলেন, আমি যখন যদুবংশে অবতীর্ণ হইব, তখন জাম্ববতী নামে রূপযৌবনসম্পন্না এক রমণী আমার

ভোগনিরতা পত্নী হইবে। ঐ জাম্ববতীর গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, সে রূপযৌবনদর্পে দর্পিত, আমার সাতিশয় প্রিয় ও সাম্বনামে বিখ্যাত হইবে। একদা সাম্ব ক্রীড়াকৌতুকে রমণীবেশ ধারণপূর্ব্বক এক বৃথা গর্ভ কল্পিত করিয়া যদৃচ্ছাগত ঋষিবর দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিবে “মুনিবর! আমি পুত্রাভিলাষিণী, কিন্তু; বলুন দেখি; আমার এই গর্ভে কি প্রসব করিবে?” মুনিবর দুর্ব্বাসা স্বীয় তপঃ-প্রভাবে তাহাকে সাম্ব বলিয়া জানিতে পারিবামাত্র ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া কহিলেন, “(আমার সহিত উপহাস!) তবে তোর গর্ভে কুলনাশন মুসলের উৎপত্তি হইবে। সেই মুসলে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশকে শমনভবনে গমন করিতে হইবে।”

ধরে! অনন্তর সাম্বের ক্রীড়া-সহচরগণ দুর্ব্বাসার শাপ শ্রবণে ব্যাকুল ও সাতিশয় ভীত হইয়া আমার নিকট আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিল। আমি তাহাদিগের প্রমুখাৎ শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলাম, দুর্ব্বাসা যাহা বলিয়াছেন, মিথ্যা হইবার নহে। ধরে! এই আমি তোমার নিকট বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশীয়দিগের প্রতি শাপবিষয় বিস্তা-রিত কহিলাম। ধরে! সম্প্রতি, দ্বারকায় আমার যে সকল স্থান বিদ্যমান আছে, কহিতেছি শ্রবণ কর।

দ্বারকাপুরীতে পঞ্চসর নামে আমার পরম গুহ্য এক স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। যষ্ঠকাল তথায় অবস্থান করিয়া সেই সরোবরে স্নান করিলে, মানবগণ অনায়াসে অপ্সরোগণ-সমাকুল স্বর্গলোকে অবস্থান করিয়া থাকে। আর যদি এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহাহইলে দেবলোক

হইতে অনায়াসে আমার লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়। ঐ পঞ্চসর তীর্থে শত শত শাখাসঙ্কুল এবং কুম্ভাকৃতি অতি সুশোভন ফলযুক্ত এক বটবৃক্ষ বিরাজমান আছে। অনেক লোক লাভপ্রত্যাশায় ঐ স্থানে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত লোক ব্যতীত আর কেহ ফললাভ করিতে পারে না। যাহারা আমার কার্য্যে একান্ত তৎপর ও পাপসম্পর্ক পরিশূন্য তাহারাই কেবল ঐ ফল এবং পরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ঐ স্থানে প্রভাস নামে আমার আর এক তীর্থ আছে। রাগ ও লোভবশীভূত মানবগণ কখন ঐ তীর্থ সন্দর্শন করিতে পায় না। যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চভক্ত হইয়া সেই তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে সে অনায়াসে সপ্তদ্বীপে সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। আর যদি পাপ-সম্পর্কশূন্য হইয়া প্রভাসে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সে অনায়াসে সমস্ত বিষয়ভোগে বিনিবৃত্ত হইয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। প্রভাসের আর এক আশ্চর্য্য কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই প্রভাসতীর্থে অসংখ্য মকর-গণকে পরিভ্রমণ করিতে দেখা যায়। যাহারা তীর্থে অব-গাহন করে, মকরগণ কখনও তাহাদিগের কোন অনিষ্টসাধন করে না। মানবগণ এই তীর্থে পিণ্ড প্রক্ষেপ করিয়া থাকে। আশ্চর্য্য এই যে, পিণ্ড সকল মানবদিগের হস্তবিচ্যুত হইয়া নির্ম্মল সলিলে নিপতিত না হইতে হইতেই তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা পাপাত্মা, তাহাদিগের দত্ত পিণ্ড জলে নিপতিত হইলেও কুম্ভীরগণ উহা গ্রহণ করে না।

এই স্থানে পঞ্চপিণ্ড নামে আমার আর এক গুহ্য তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ তীর্থ একক্রোশ বিস্তীর্ণ, অপার ও অতলস্পর্শ। যদি কোন ব্যক্তি পঞ্চকাল তথায় অবস্থান এবং ঐ তীর্থজলে স্নান করে, তাহাহইলে সে নিশ্চয়ই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। আর যদি এই তীর্থে অর্থাৎ এই পঞ্চকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে সে ইন্দ্রলোক হইতে আমার লোকে গমন করিতে পারে। এই তীর্থের আর এক আশ্চর্য্য এই যে, বৎসরের চতুর্ব্বিংশ দ্বাদশীতে দিবাকর গগনের মধ্যভাগে গমন করিলে রৌপ্যময় পদ্ম সন্দর্শন হয়। কিন্তু এই ব্যাপার পুণ্যাত্মা ব্যতীত কখন পাপাত্মাদিগের নয়নপথে নিপতিত হয় না।

ধরে! এই স্থানে সঙ্গমন নামে আমার আর এক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। মণিপুর পর্ব্বত হইতে ঐ তীর্থে চারিটি ধারা নিপতিত হইতেছে। যদি কোন ব্যক্তি চতুর্ভক্ত হইয়া ঐ তীর্থে স্নান করে, তাহাহইলে সে বৈখানস লোকে গমন করিয়া থাকে। আর যদি আমার প্রতি একান্ত ভক্তিবশতঃ ঐ স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে বৈখানস লোক পরিত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করিতে পারে। এই তীর্থের আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, মণিপুর পর্ব্বতে যেমন পদ্ম সকল পরিদৃশ্যমান হয়, এই তীর্থেও সেইরূপ হইয়া থাকে। যাহারা নিষ্পাপকলেবর তাহাদিগের দ্বারা জল অনায়াসে ভূতলে নীত হয়, কিন্তু পাপাত্মারা স্নান করিলেও তাহাদিগের শরীর হইতে একবিন্দু জল ভূতলে পতিত হয় না।